গেটেলের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার ইতিহাস

এ. এ. এম. আতাউল হক অনূদিত

ত্রিবেণী প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

২৬শে জানুয়ারী,
১৯৬১

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর
ননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লি
৯, এণ্টনি বাগান লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
সমীর সরকার

অলংকরণ
সুধীর মৈত্র

ব্লক
সিগনেট ফটোটাইপ

প্রচ্ছদমুদ্রণ
চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই
ইউনিভার্সাল বাইণ্ডার্স

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী জনক-জননীর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

উপক্রমণিকা

প্রয়াত অধ্যাপক রেমন্ড গারফিল্ড গেটেল রচিত এ গ্রন্থের পূর্ব সংস্করণ বিশেষ সমাদৃত হওয়ায় এ পরিবর্তিত সংস্করণে সাধারণ বিষয়বস্তুসমূহের কোনো পরিবর্তন করা হয় নি।

অধিকাংশ পরিচ্ছেদ পূর্বের মতোই রয়ে গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে যেসব স্থানে পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে গ্রীক রাষ্ট্রীয় দর্শন সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ এবং শেষোক্ত উদারনৈতিকবাদ, ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজম সম্পর্কিত পরিচ্ছেদগুলো। পরবর্তী বিষয়গুলোতে গুরুত্ব প্রদানের জন্য আমি গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশ পুনর্বিন্যাস করেছি এবং এ পদ্ধতিতে উনিশ শতকের চিন্তাধারার বিলুপ্তপ্রায় কিছু পরিচ্ছেদ বাদ দিয়েছি। নতুন পরিচ্ছেদ শেষে গ্রন্থপঞ্জি সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে সম্প্রতি প্রাপ্ত অধিক তথ্যাবলি রয়েছে।

এই সংশোধনের কাজে আমার কিছু বাধ্যবাধকতা রয়ে গিয়েছে। যেসব বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিদের রচনার ওপর নির্ভর করেছি, আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। অধ্যাপক চার্লস ম্যাকাইভেলের *'দি গ্রোথ অব দি পলিটিক্যাল থট ইন দি ওয়েস্ট'* গ্রীক রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা আমার ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা সংক্রান্ত কিছু অংশ সংশোধনের ক্ষেত্রে এ.জে.ও.আর. ডব্লিউ কার্লাইলের *'এ হিস্ট্রি অব দি মিডিয়েভাল পলিটিক্যাল থিওরি ইন দি ওয়েস্ট'* বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। এলি হেভিলির *'দি গ্রোথ অব দি ফিলসফিক্যাল র‍্যাডিক্যালিজম'* ব্রিটিশ উপযোগিতাবাদ সম্পর্কে আমার ধারণা সৃষ্টি করেছে এবং জর্জ এইচ স্যাবাইনের *'এ হিস্ট্রি অব পলিটিক্যাল থিওরি'* রাষ্ট্রীয় দর্শনের সাধারণ বিষয়বস্তু গঠনে আমাকে অন্তর্দৃষ্টিদান করেছে। আমি আমার বন্ধু সহকর্মীদের কাছেও ঋণী, যাঁরা এ পুস্তকের পাণ্ডুলিপির খসড়া প্রণয়নের সময়ে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। স্মিথ কলেজের হ্যারল্ড ইউ, ফকনার, মাউন্ট হলিয়ক কলেজের রোজার ডব্লিউ, হোলমস এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডুইট ওয়ালডু আমার ধন্যবাদার্হ হয়ে রইলেন। আমার সর্বাধিক ঋণ রয়ে গেছে আমার স্ত্রী এনিটরির কাছে, যে আমাদের এই সম্মিলিত কাজে সানুরাগে বহু সময় ব্যয় করেছে। তার অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন না পেলে এই গ্রন্থ সংশোধনের কাজ আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

এল.সি. ডব্লিউ

প্রসঙ্গ-কথা

একমাত্র ধর্মীয় দর্শন ছাড়া সমাজ দর্শনের চিন্তাধারা যুগে যুগেই পরিবর্তিত হয়, পুরনো মতবাদসমূহকে কখনো নবরূপে ঢালাই করে নতুন চিন্তাধারা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ওঠে। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, পেশিশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে যে চিন্তাধারাসমূহের উৎপত্তি মানবসমাজের পক্ষে সেসব আদর্শ চিন্তাধারার রূপায়ণ আজও সম্ভব হয় নি। আবহমানকাল থেকে রাষ্ট্র ও মানবজীবন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পথ-পরিক্রমা করে চলেছে। তাছাড়া রয়েছে দেশকাল, ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্য।

তবুও যেসব চিন্তাধারা যুগে যুগে সমাজ ও মানব জীবনধারাকে নবরূপায়ণের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে, অজস্র সাধনার দীপাধারে যে আলোককণা নক্ষত্রের মতো দেদীপ্যমান, তারই ক্ষীণ প্রকাশ রয়েছে এ গ্রন্থে। অনূদিত এ পুস্তকটির আলোকে যদি বিদ্যার্থীরা মূল গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে আগ্রহী হন, তাহলেই আমার দীর্ঘদিনের শ্রম সার্থক হবে।

এ গ্রন্থ অনুবাদে যাঁরা আমাকে সতত প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন আমার প্রয়াত মা-বাবা সৈয়দা আফিফা খাতুন ও মৌ. আলাউল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আমার শিক্ষক ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, ইউরোপীয় দেশসমূহে তদানীন্তন রাষ্ট্রদূত প্রয়াত এ.এম. সানাউল হক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বন্ধুবর ড. আর.আই. চৌধুরী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য বন্ধুবর ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ইউএসএইডের সৈয়দ সদরুল আমীন, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. ফজলে হাসান আবেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী কন্যা ওয়াকিয়া এবং পুত্র জাকিরুল হক, সাকুরুল হক ও সহধর্মিণী শ্রীমতী আঞ্জুমান আরা। এছাড়া জর্জ অ্যালেন এন্ড আনউইনের শ্রীমতী এলিনা ড্যাডলার ও যুক্তরাষ্ট্রের এপ্লিটন সেঞ্চুরি ক্রফটের শ্রীমতী হেলেন কোহানের কাছেও আমি সবিশেষ ঋণী, তাঁদের আন্তরিক ও অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য। এদের মধ্যে আরও রয়েছে আমার ছাত্র আইসিডিডিআরবির ড. আব্বাস ভূঁইয়া, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জজ এডভোকেট জেনারেল এম.এফ.কে. খান, উপানন্দ মজুমদার, লোক প্রশাসন কেন্দ্রের প্রাক্তন প্রশিক্ষক সৈয়দ শহীদউদ্দিন আহমদ, ব্র্যাক প্রিন্টার্সের পরিচালক মোয়াজ্জেম হাসান ও ছাত্র অধ্যাপক মজিবুর রহমান। সবশেষে আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ পাওনা রইলেন সাহিত্য প্রকাশের পরিচালক মফিদুল হক যাঁর আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে এ গ্রন্থ তিমিরান্তরালেই রয়ে যেতো।

এ.এ.এম. আতাউল হক

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রাচীন রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

আধুনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার সূচনা

ফ্যাসিবাদের উদ্ভব

মার্কসের প্রদত্তাধিকার

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার প্রকৃতি

রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার উৎপত্তি

একমাত্র মানুষ ছাড়া সকল সৃষ্টজীবই তাদের পারিপার্শ্বিকতার করুণার শরণার্থী। যে অবস্থায় তারা বাস করে তা তাদের নিজস্ব সৃষ্টি নয় এবং স্বীয় প্রচেষ্টায় তারা এর খুব কমই পরিবর্তন সাধন করতে পারে। কোনো সচেতন উদ্দেশ্য অথবা সুনির্দিষ্ট উন্নতির ধারণা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা প্রকৃতির জগতে বাস করে এবং প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। তারা প্রকৃতিকে জয় করতে অসমর্থ এবং কোনো সুচিন্তিত কর্ম দ্বারা তারা তাদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না।

কিন্তু মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন। যদিও আদিম যুগে অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর জীবের মতোই মানুষ প্রকৃতির অনুগ্রহেই বেঁচে থাকতো এবং প্রাকৃতিক বিবর্তনের সূত্র অনুযায়ীই বেড়ে উঠতো। এখনও মানুষ এমন সব প্রাকৃতিক ঘটনা দ্বারা আক্রান্ত হয়, যার পরিবর্তন করার ব্যাপারে তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। মানবিক উন্নতি এক সময়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যখন মানুষ তার স্বীয় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার যুক্তিবোধকে ব্যাখ্যার কাজে লাগায় এবং সংস্কার ও উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করে মানুষ তা উপলব্ধি করতে শেখে এবং একটি সচেতন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে মানুষের এবং প্রকৃতির বাহ্যিক সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে থাকে।

কেবল প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রেই এ পরিবর্তন ঘটে নি, যেসব শুধু ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ুর সমষ্টি এবং যার ফলশ্রুতি প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ ও যার মধ্যে সমস্ত জীবনের অস্তিত্ব বিরাজমান, বরং সামাজিক পরিবেশের ক্ষেত্রেও এর পরিবর্তন ঘটলো, যা কতগুলো ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি এবং যেসব দ্বারা মানুষ প্রকৃতি বিগর্হিত জীবন সৃষ্টি করেছে।

এমন করেই মানুষ প্রকৃতির অনুসন্ধান শুরু করে। প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে অবগত হয়ে প্রকৃতির শক্তিকে মানুষ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগায়। এভাবেই মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে। জাগতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরীক্ষা করে তারা এর কর্তৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, অবশেষে সুচিন্তিতভাবে উন্নয়ন ও পরিবর্তনের পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করে। দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপত্তি ঘটে এবং অবচেতনভাবেই এগুলো সম্প্রসারিত হতে থাকে। মানুষ ধীরে ধীরে এসবেরও অস্তিত্ব উপলব্ধি করে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এগুলো পরিচালিত ও উন্নীত করার সম্ভাবনা দেখা দিতে থাকে।

সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বজনীন ও অত্যধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। যেখানেই মানবজীবনের অস্তিত্ব রয়েছে, সেখানেই কিছুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ, কার্যকরী

আইনকানুন রয়েছে। মানুষের উন্নতির পথযাত্রায় এটা অপরিহার্য ছিল যে, মানুষ এসব প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধান করবে। কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করবে, কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করবে অথবা এর যথার্থ কার্যপরিধি নিয়ে বিবদমান হবে। এসবের ফলশ্রুতিস্বরূপ রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার উৎপত্তি ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই সরকার ও আইনের সৃষ্টি হয় এবং কোনো সচেতন লক্ষ্য ছাড়াই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরবর্তীকালে মানুষ যুক্তি দিয়ে এসবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। প্রথমদিকে সুকঠিন হলেও মানুষ রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতন হয় এবং রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর প্রকৃতিসমূহের ব্যাখ্যা শুরু করে। যুক্তিগত বিশ্লেষণ ও প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণার সম্প্রসারিত ক্ষেত্র নির্মিত হয়, বস্তুগত দিক দিয়ে সংগঠন ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয় এবং এর সঙ্গে তদনুযায়ী উদ্দেশ্যমূলক দিক যুক্ত হয়—রাষ্ট্রীয় মতবাদ ছিল মানুষের মনে এবং ঐতিহ্য ও সাহিত্যের নথিপত্রে।

রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

এটা সুস্পষ্ট যে, কোনো নির্দিষ্ট যুগের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার সঙ্গে সেকালের বাস্তব রাষ্ট্রীয় অবস্থার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে কর্তৃপক্ষকে ব্যাখ্যা ও যথার্থতা নিরূপণ করে কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু পরিবর্তন করার আশায় যে কর্তৃপক্ষকে মানুষ মান্য করে ও সমালোচনা করে।

একথা সত্য যে, সময় সময় রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকগণ আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে কল্পনা করেছেন অথবা তাদের মতে যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ রাষ্ট্রীয় অবস্থার কাল্পনিক ছবি এঁকেছেন। যদি এ ধরনের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদকে গভীরভাবে পরীক্ষা করা যায়, তাহলে প্রমাণিত হবে যে, সেগুলো ছিল সে সময়ের রাষ্ট্রীয় আদর্শের ওপর ভিত্তিশীল এবং এর লক্ষ্য ছিল সে সময়ে উদ্ভূত কতগুলো অন্যায় কার্যকলাপ। যদি সে সময়ের পতনোন্মুখ গ্রীক নগর রাষ্ট্রের অবস্থার আলোতে দেখা না হয় তাহলে প্লেটোর *রিপাবলিক* (Plato's *Republic*) অর্থহীন হবে। কৃষি থেকে মেষ পালন পর্যন্ত পরবর্তী সময়ে ইংলন্ডের সামাজিক অস্থিরতা হচ্ছে মূরের *ইউটোপিয়ার* (Moore's *Utopia*) পটভূমি। বেলামির (*Looking Backward*) *লুকিং ব্যাকওয়ার্ড* গ্রন্থে আধুনিক নগর ও শ্রম এবং পুঁজির আধুনিক সমস্যার কথা ধারণা করা হয়েছে।

সাধারণত রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা হচ্ছে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় অবস্থার প্রত্যক্ষ ফল। এগুলো আসল রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করেছে ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। অন্তত মানুষ তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বিশ্বাস করে তা তারা বর্ণনা করেছে। তারা তাদের যুগের অবস্থা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদগুলো রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। এগুলো শুধু বাস্তব অবস্থার ফলশ্রুতি নয় বরং অন্যদিকে মানুষকে তাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার করতেও চালিত করেছে। মতবাদ কখনো সমসাময়িক প্রতিষ্ঠান ও কার্যকলাপের পুরোধা হয়েছে, কখনো-বা সেগুলোকে অনুসন্ধান করেছে। এইরূপে রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ কার্য ও কারণ উভয়বিধই। পরিবর্তিত অবস্থা নতুন মতবাদ সৃষ্টি করেছে এবং সেগুলো আবার বাস্তব রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিকে প্রভাবান্বিত করেছে। ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta) শুধু নীতির বিবৃতি ছাড়াও আরো অনেক কিছু। এগুলো ছিল কার্যের পরিকল্পনা যে সবের প্রতিক্রিয়া আজও অনুভূত হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা শুধু সে সময়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই সম্পর্কিত নয় বরঞ্চ অন্যান্য ধরনের চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত। একজন বিমূর্ত রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ব্যক্তি

যেমন মানুষের বিভিন্ন স্বার্থের ক্ষেত্র থেকে পৃথক হতে পারে না, তেমনি রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারাও বিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, ধর্ম, অর্থনৈতিক মতবাদ, সাহিত্য এমনকি প্রচলিত রীতিনীতি, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার প্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির ধাপের ওপর নির্ভরশীল। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রহ এক যুগে একটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, অন্য যুগে ভিন্ন বিষয়ের ওপর। মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার ওপর ধর্মীয় মতবাদ প্রাথমিক প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এ যুগে রাষ্ট্রীয় মতবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক মতবাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট যুগের রাষ্ট্রনৈতিক নীতিসমূহ উপলব্ধি করতে হলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর শুধু বাস্তব উন্নতির ক্ষেত্রেই নয় বরঞ্চ অন্যদিকে মানবিক চিন্তাধারার পাশাপাশি ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার ঐতিহাসিক দৃশ্যপট মনে রাখতে হবে।

অতএব রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের দুটি দৃশ্যপট রয়েছে। একটি হচ্ছে বস্তুগত রাষ্ট্রের বাস্তব উন্নতির দিক, যার প্রকাশ ঘটেছে তাদের সরকার, আইনের অনুশাসন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে। অপরটি হচ্ছে একটি রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণার কাল্পনিক উন্নতি। রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ ও রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিক ক্রমোন্নতি চিহ্নিত করা যেতে পারে। সরকারের বাহনস্বরূপ রাষ্ট্রনৈতিক নীতিসমূহ যুগে যুগে হস্তান্তরিত হয়েছে। প্রতিটি রাষ্ট্র অভিজ্ঞতার দ্বারা ও অবস্থার আলোকে পূর্ববর্তী ধারণা ও উপায়সমূহকে সংস্কার করেছে আর এগুলো আবার তার অনুসারী রাষ্ট্রগুলোকে প্রভাবিত করেছে।

এ প্রসঙ্গে যোগ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা প্রকৃতিগত দিক দিয়ে অবশ্যই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং যথার্থভাবে সত্য বলে দাবি করতে পারে না। অতীতে এর জন্ম হয়েছিল বাস্তব অবস্থা ও তৎকালীন চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমানে এটা যে সমস্যার প্রতিচ্ছবি এঁকেছে তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এসব সমস্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার অভিমত ঐকমত্যে পৌঁছতে পারে নি। দীর্ঘ সময়ের অবসানে যখন ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটিত হলো, অতীত সমস্যা স্পষ্টভাবে দেখা দিল, অসমালোচক ব্যক্তিরা তখন প্রায়ই কঠোরভাবে তাদের পূর্ব পুরুষদের স্পষ্ট অন্ধতা ও সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার অপর্যাপ্ততা বা মারাত্মক ব্যর্থতাকে বিচার শুরু করলো।

অতএব নিঃসন্দেহে আমাদের অনেক সমস্যা ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে সরল বলে মনে হবে এবং আমাদের সমষ্টিগত প্রতিকার ভ্রান্তিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে। কিন্তু যখন সমকালীন অবস্থার আলোকে ও চিন্তার পদ্ধতিতে বিচার করা হবে তখন এর সঙ্গে জড়িত অসুবিধাগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

রাষ্ট্রীয় জীবনের কোনো কোনো ক্ষতিকর এবং উপকারী দিক সম্পর্কে বুদ্ধিমান লোকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এমনকি সকলেই যখন সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে একমত হয়েছেন, তখন হয়তো তারা কারণ ও যথার্থ সমাধানের পক্ষে একমত হতে পারেন নি। এইসব মতানৈক্যের ফলে রাজনৈতিক ঘটনার জন্ম হয়েছে। রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়েছে এবং সরকারের উদ্দেশ্যমূলক শক্তির সৃষ্টি করেছে। অনেকে যারা আন্তর্জাতিক নীতির সঙ্গে জড়িত যা যুদ্ধ ও বিবাদ সৃষ্টি করেছে, বিবদমান উভয় পক্ষ ন্যায়নীতিই এর কারণ বলে সৎভাবে উপলব্ধি করেছে। কোনো কোনো সময় রাজনৈতিক সংঘাতের কারণগুলো শান্ত থাকে, জনগণ ও রাষ্ট্র মৌলিক প্রশ্নে একমত হয়। রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মসৃণ ও কার্যকরী থাকে। অন্য সময়ে তীক্ষ্ণ মতানৈক্য দেখা দেয়, দলগুলো শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। বাতাসে বিপ্লব জাগে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অচলায়তন

সৃষ্টি হয় অথবা শুরু হয় প্রকাশ্য শত্রুতা।

যদিও কিছুসংখ্যক রাষ্ট্রীয় মতবাদের মৌলিক নীতি বারংবার বর্ণিত ও পুনর্বর্ণিত হয়েছে এবং ভেঙেচুরে পরিশুদ্ধ করা হয়েছে ও গুণগত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যার শক্তি অর্জন করে সর্বজনগ্রাহ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে, তবুও কোনো রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদকে চরম সত্য বলে বিবেচনা করা যায় না। কোনো কোনো সংস্কারকের মৌলিক দুর্বলতা হচ্ছে, তিনি বিশ্বাস করেন তার সাংগঠনিক পরিকল্পনা সার্থক ও চিরস্থায়ী। এক শতাব্দী পরেই অতীতে উদ্ভূত মতবাদগুলো আমাদের কাছে এখন যেমন মনে হয় তেমনি তখনকার পরিবর্তিত সময়ের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে আমাদের বর্তমান মনোভাব ও অপক্ব এবং অর্থহীন মনে হবে। এতে অবশ্য প্রত্যেক যুগ তৎকালীন রাষ্ট্রের জন্য যে দর্শন সৃষ্টি করেছে তার প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে না, যার ভিত্তি ছিল সেকালের রাষ্ট্রীয় বিকাশ, বাস্তব অবস্থা ও সে যুগের ভবিষ্যতের আদর্শ।

রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার সমস্যা

রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এ প্রশ্নের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমস্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মধ্যযুগে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষের প্রাধান্যকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হয়ে ওঠে। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সংযোগ প্রাধান্য লাভ করেছে।

যুগে যুগে রাজনৈতিক অবস্থা এতো ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং একই সমস্যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে দেখা দিয়েছে। অষ্টাদশ শতকে উদারনৈতিক চিন্তাবিদগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করেছে। কারণ তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছিল। আজকাল এ ধরনের চিন্তাবিদগণ মাঝামাঝি ধরনের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ পোষণ করে সরকারি নীতি ও নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণের পক্ষ সমর্থন করে। রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন রাজার কাছ থেকে জনগণের কাছে হস্তান্তরিত হয় তখন রাজাকে ভয় করার কোনো কারণ থাকে না এবং সরকারকে অনুচরের দৃষ্টিতে দেখা হয়, যার কাজ হচ্ছে সাধারণ কল্যাণ ও সম্প্রসারণ, সরকার তখন ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে আর অত্যাচারী শাসক থাকে না।

কিছুসংখ্যক চিন্তাবিদ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিস্তৃত রাষ্ট্রীয় মতবাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই একটি রাষ্ট্রীয় সত্তার অস্তিত্বে আগ্রহশীল ছিল, যা সে সময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অতএব যেসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে রাষ্ট্রতন্ত্রের এসব সমস্যার একটি সম্পূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত রেখাচিত্র অঙ্কন করা সম্ভব নয়। প্রায়ই দেখা দিয়েছে এমন কিছুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এক সময়ে সবিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছিল। সমালোচনাহীন অতীতে যখন মানুষের সামান্যই ঐতিহাসিক জ্ঞান ছিল সে সময়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রারম্ভিক বিবরণ জানার জন্য কিছুসংখ্যক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মতবাদের মধ্যে ছিল ঐশ্বরিক মতবাদ, যে মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিধাতার কর্তৃত্বের মাধ্যমে, শক্তি প্রয়োগ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে বাধ্যতামূলকভাবে সবল কর্তৃক দুর্বলকে অধীনস্থ করার মাধ্যমে এবং সামাজিক চুক্তি

মতবাদ হচ্ছে, রাষ্ট্র মানুষের সুচিন্তিত সৃষ্টি এবং এর উৎপত্তির মাধ্যম হচ্ছে, মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তি বা সম্মতি এবং সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক জ্ঞানের সম্প্রসারণ। বিশ্লেষণমূলক ঐতিহাসিক মনোবৃত্তির বিকাশ ও বিবর্তনবাদের নীতিসমূহ গ্রহণ করার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি সন্তোষজনক মতবাদ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তবুও আদিযুগের রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজও অমীমাংসিত রয়েছে। সাধারণত আধুনিক বিবর্তনমূলক মতবাদ রাষ্ট্র সম্পর্কে এই মত পোষণ করে যে, রাষ্ট্র ঐশ্বরিকভাবে সৃষ্ট হয় নি, রাষ্ট্র মানুষের সুচিন্তিত চিন্তার ফলও নয়, বিজয় ও চুক্তির ফলেও রাষ্ট্র সৃষ্ট হয় নি। এ তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এসেছে ধীরে ধীরে মানুষের আইন-শৃঙ্খলাবোধ ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসেবে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রশ্নের সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে, সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জনগণের আনুগত্যের প্রশ্ন। কিছুসংখ্যক বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী ছাড়া অধিকাংশ লেখক এ ব্যাপারে মতৈক্যে উপনীত হয়েছেন যে, সরকারের কিছুসংখ্যক ক্ষমতার প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু তারা সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রকৃতির ব্যাপারে একমত হতে পারেন নি। সকল রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার অন্তরে কি আছে, এ ব্যাপারে একটা বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। রুশো এ ব্যাপারে পরিষ্কার প্রশ্ন করেছেন : 'মানুষ মুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং সে সর্বত্রই বন্ধনের মধ্যে রয়েছে... কে এটাকে বৈধ করবে?'

এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেয়া হয়েছে। কিছুসংখ্যক তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আনুগত্যকে ঐশ্বরিক বিধান বলে মনে করেছেন। বার্ক ঘোষণা করেছেন যে, বিধাতা একমাত্র তারই ইচ্ছায়, আমাদের ইচ্ছায় নয়, ঐশ্বরিক কৌশলে আমাদের যথাযোগ্য স্থানে বসিয়েছেন ও শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজিয়েছেন এবং একান্তভাবে আমাদের কাজের জন্য সৃষ্টি করে তার অনুগত করেছেন। এরিসটোটলসহ কয়েকজন রাষ্ট্রকে মানুষের জন্মগত রাষ্ট্রীয় চরিত্রের প্রয়োজনীয় ফল বলে বিবেচনা করেছেন।

হিতবাদিগণ রাষ্ট্রের এহেন উপকারিতার ফলে রাষ্ট্রকে এই হিসেবে যথার্থ বলে বিবেচনা করেছেন যে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ফলে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ লাভ হয়। আবার অনেকে যেমন লক্ ও রুশোর কর্তৃত্বকে ভিত্তি করেছেন সম্মতির ওপর, যে সম্মতি মৌলিক চুক্তির সঙ্গে জড়িত, যার দ্বারা সরকার সৃষ্টি হয়েছিল। ট্রিটস্কির মতো মতবাদিগণ খোলাখুলিভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছেন শক্তির ওপর। এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এর অস্তিত্বকে যথার্থ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তাদের মতে, শক্তিই অধিকারকে তৈরি করেছে এবং তথাপিও অন্যরা রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষের আসল ইচ্ছার স্বচ্ছরূপ দেখেছেন। শুধু রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে বাস করে এবং তার ইচ্ছায় মানবিক উন্নতির চরম উৎকর্ষতা সম্ভব। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্র মানুষের ইচ্ছার অধিক সার্বজনীন ও স্থায়ী দিকের প্রতিনিধিত্ব করে, যাতে রাষ্ট্রকে মান্য করার মাধ্যমে সে তার উৎকৃষ্ট সত্তাকেই মান্য করে।

মধ্যযুগ থেকে রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদে সার্বভৌমত্বের ধারণা আলোচিত হয়েছে। আদিযুগের রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকগণ আইনের সার্বভৌমত্ব সম্পর্ক লিখেছেন কিন্তু জাতীয় রাজতন্ত্রের উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্র শাসকের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল এবং তার অপরিহার্য সম্পর্ক, সার্বভৌমত্ব ও শাসিতের মধ্যে ধারণা করা হয়েছিল। রাজকীয় শক্তির ওপর আক্রমণ জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের দিকে চালিত করেছে এবং তাতে প্রদর্শিত হয়েছে যে চূড়ান্ত ক্ষমতা সমগ্র নাগরিকদের মধ্যেই রয়েছে এবং সার্বভৌমত্বের ধারণার সঙ্গেও সম্পর্ক আছে। রাষ্ট্রই

হচ্ছে আইনের ব্যক্তি, শাসক ব্যক্তিগতভাবে নয়। লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ভিত্তিতে উনবিংশ শতকে অস্পষ্ট ও আইনগত জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি সরকারের বিভিন্ন শাখায় সার্বভৌমত্বকে খুঁজে বের করার বিস্তৃত প্রচেষ্টা চালায়। এ প্রচেষ্টার ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিক রাষ্ট্রগুলো সীমাহীন প্রতিকূল দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিল। তাছাড়া রাষ্ট্রের একচ্ছত্র, সর্বোচ্চ এবং অবিভক্ত সার্বভৌমত্ব ও উভয় দিকেই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। একদিকে রাষ্ট্রের মধ্যেকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্বের মধ্যে যেদিকে তাদের স্বীয় আইনসঙ্গত জীবন ও কর্তৃপক্ষ ছিল এবং অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেখানে সমতার নীতি ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে স্বাধীনতার বিরোধ বেধেছিল। যেখানে বাস্তব ছিল অসামান্য ও বিভিন্ন দিকের নির্ভরশীলতার ওপর ভিত্তিশীল।

অনুরূপভাবে আইনের ধারণাতেও বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। দেশীয় প্রথা বা দেশাচার থেকে জন্ম লাভ করে অবিস্মরণীয় চিরাচরিত রীতি দ্বারা সমর্থিত হয়েও ঐশ্বরিক বিধানের বিশ্বাস পরিপুষ্টি লাভ করে ধারণা করা হয়েছে যে, প্রকৃতির মধ্যেই আইনের অস্তিত্ব রয়েছে, যাকে আবিষ্কার করে মানুষের যুক্তিবোধ দ্বারা কাজে লাগাতে হবে। জাতীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে, রাজার ইচ্ছাই হলো আইনের উৎস। সর্বশেষে আধুনিক গণতন্ত্র আইনের ধারণা পেল রাষ্ট্রের ইচ্ছা হিসেবে, যা নিরূপিত ও কার্যকরী হবে জনপ্রিয় সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ দ্বারা এবং যখন নতুন আইনের চাহিদা দেখা দেবে তখন তাকে সমাজের নিত্যনতুন প্রয়োজনে সংশোধন করতে হবে।

রাষ্ট্রের মধ্যে সরকারের নমুনা এবং কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদে আরো বিভিন্ন দ্বন্দ্বের উৎস হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কি একজন প্রধানের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হবে অথবা কয়েকজন অভিজাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে অথবা গণতান্ত্রিক জনগণের মধ্যে বিস্তৃতভাবে বিতরণ করা হবে—এসব বহু আলোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

রাষ্ট্রের পরিধি ও কার্যাবলি সম্পর্কেও গভীর মতানৈক্যের উদ্ভব হয়েছে। একদিকের চরমপন্থীদের অভিমত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা যত বেশি মাত্রায় সঙ্কুচিত করা যায় ততোই মঙ্গল এবং জনগণকে অধিক কাজকর্মের সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাধীনতা দান করা উচিত। অন্যদিকে চরমপন্থীদের অভিমত হচ্ছে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ সৃষ্টি করা, যার অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে যতো অধিক সম্ভব বাড়িয়ে ব্যক্তি ও জনগণের কার্যাবলিকে সঙ্কুচিত করে সীমা নির্ধারণ কবা। এই দুই চরমপন্থীদের মধ্যে অন্য সব অস্পষ্ট অভিমতই পাওয়া যাবে। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য কতগুলো কার্যাবলি সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু কতকগুলো অতিরিক্ত কার্যাবলির বিষয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে মুক্ত স্বাধীন ব্যবসাকে ধ্বংস না করে সাম্প্রতিক প্রশাসন ব্যবস্থা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টার ফলে এই মতবিরোধ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এটা সমাজতন্ত্রবাদের অভিযোগ এনেছে যে, অধিক নিয়ন্ত্রণের ফলে শুধু মুক্ত ব্যবসা পদ্ধতিকেই এটি ধ্বংস করবে না বরং সমস্ত স্বাধীনতাকেও ধ্বংস করবে।

সর্বশেষে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার একটি অংশ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। প্রথমদিকে রাষ্ট্রগুলোর বিশ্বাস ছিল যে, তাদের নিজস্ব জাতির জনগণ বা ধর্মছাড়া আর কারো কাছে তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আগন্তুকরা হচ্ছে শত্রু এবং তাদের কোনো অধিকার নেই। অতএব, অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের নীতির অস্তিত্ব তখনো স্বীকৃত হয় নি। অতঃপর রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর বিশ্ব ঐক্যের আদর্শবাদ এবং সম্রাটের বা পোপের ওপর ন্যস্ত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার

শতাব্দীকাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোনো সুষ্ঠু মতবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাহোক, বাণিজ্যিক কার্যাবলি, কূটনৈতিক যোগাযোগ, যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ধীরে ধীরে পররাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রথা ও নীতি নির্ধারিত হতে শুরু করলো। বিভিন্ন রাষ্ট্রবর্গের সাম্য ও স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতার অধিকার, জলে স্থলে যুদ্ধবিগ্রহের নীতি সম্পর্কে সাধারণ মূল নীতিগুলো নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ হলো। অনিয়ন্ত্রিত যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া সাধারণ স্বীকৃত নীতিতে শান্তিকে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক হিসেবে বিবেচনা করা হলো। এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের চুক্তির প্রকৃতি, সংযুক্ত রাষ্ট্রসৃষ্টি, আন্তর্জাতিক আইন অনেক চিন্তাধারার সৃষ্টি করলো। বিশ্ব রাষ্ট্রের আদর্শবাদ অথবা বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদগণকে চিরদিনই আকৃষ্ট করেছে।

রক্ষণশীল ও সমালোচনাশীল রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার সাধারণ লক্ষ্য হলো, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতিকে সমর্থন বা আক্রমণ করা। এটাকে রক্ষণশীল ও সমালোচনাশীল হিসেবে ভাগ করা যেতে পারে। রক্ষণশীল মতবাদের উদ্ভব হয়েছে, যে রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে মানুষ বাস করে এর ব্যাখ্যা বা যথার্থতা নিরূপণ করার ও সমমর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা থেকে। এইসব মতবাদ সাধারণত সৃষ্টি হয়েছে বা সমর্থন পেয়েছে তাদেরই দ্বারা, যে শ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং যে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা দ্বারা তারা উপকৃত হয়েছে। তারা অবশ্যই সে সব মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে, যারা আইন-শৃঙ্খলা ভালোবাসে এবং সংশয় ও পরিবর্তনকে অপছন্দ করে। এ ধরনের মতবাদের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐশ্বরিক অধিকারের মতবাদ, যার দ্বারা গির্জার ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, যা আইনকে একটি অতিপ্রাকৃত বিধান দিয়েছে এবং শাসকদের মর্যাদাকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় করেছে। এই মতবাদ ক্ষমতার বিরোধিতা করাকে পাপ ও অপরাধ বলে প্রতিরোধ করেছে এবং তা রাষ্ট্রীয় কর্মচারী গির্জার নেতাদের পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা দান করে একচ্ছত্র কর্তৃপক্ষের সমর্থন করেছে এবং যে-কোনো সংস্কারের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

অষ্টাদশ শতকে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের স্তুতি করতে গিয়ে মন্টেস্কু, ব্ল্যাকস্টোন এবং ডি. ললমের মতো কয়েকজন চিন্তাবিদ নম্র ধরনের রক্ষণশীল মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং উনিশ শতকের প্রায় সমস্ত আমেরিকান লেখকই আমেরিকার শাসনতন্ত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে উক্ত মতবাদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সার্থক করে তোলার জন্য একটা সুদূরপ্রসারী বিশ্বাস স্থাপন করে তারা পরিবর্তনকে দুঃসাধ্য করে তুলেছিলেন। অনুরূপভাবে রাজনৈতিক মতবাদগুলো অন্ধ কুসংস্কার দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়ে বারবার পুনরাবৃত্তিতে অচিন্তনীয় সমর্থন পাচ্ছিল। কারণ এগুলোর শিকড় জাতীয় প্রথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রেসিডেন্ট মনরোর মতবাদ এ পদ্ধতিতে সৃষ্ট রক্ষণশীল মতবাদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

যারা রক্ষণশীল মতবাদের ধারক ছিলেন পরিবর্তিত অবস্থা তাদের আবেগ থেকে বেদনায় এবং পরে বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাদের মতবাদ আর যোগসূত্র রক্ষা করে চলতে পারলো না, তারা অতীতের স্বর্ণযুগের চিত্র অঙ্কন করলো এ বিশ্বাসে যে, পৃথিবী ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং অতীতের সোনালি দিনগুলো আর ফিরে আসবে না। এভাবে রক্ষণশীল মতবাদ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, যদিও নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনকে প্রতিহত করতে তারা শেষ চেষ্টা করতে ছাড়লো না।

সমালোচনাশীল মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে রক্ষণশীল মতবাদের বিরুদ্ধে সমান মর্যাদা রক্ষাকল্পে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির পরিবর্তনের সমর্থন করতে গিয়ে। এইসব মতবাদ দার্শনিক তত্ত্ব থেকে কাল্পনিক তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। দোষ-ত্রুটি মুক্ত করে যারাই কোনো আকাঙ্ক্ষিত পুনর্গঠন করতে চেয়েছে সেইসব আদর্শবাদী সংস্কারকের সঙ্গে বা বাস্তবজীবন অথবা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের কোনো স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এইসব মতবাদী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষীণতম পরিবর্তন বা সরকারি কার্যাবলির কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান সৃষ্টি করতে পারে নি অথবা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সুবিস্তৃত পরিকল্পনায় কোনো নতুন রাজনৈতিক পদ্ধতির জন্ম দিতে পারে নি। এ মতবাদের কয়েকজন ধারক ও বাহক হচ্ছেন ধীরে-সুস্থে আইনগত পদ্ধতিতে কাজ করার পক্ষপাতী। অপর দল দ্রুত বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। উদারনৈতিক মতবাদ তাই প্রগতিবাদীদের দ্বারা অনেক দিক দিয়ে ধূম্রাচ্ছন্ন হয়েছিল।

এটা সুস্পষ্ট যে, সমালোচনাশীল মতবাদের উদ্ভব ততোদিন পর্যন্ত হয় নি যে পর্যন্ত না মানুষ একটা বিবেচনাশীল রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন হয়ে উঠলো এবং যতোদিন পর্যন্ত না চিন্তা ও বাকস্বাধীনতা প্রকাশের অনুমতি পেল। এসব মতবাদ তাদেরই সৃষ্ট যারা কোনোদিনই রাজনৈতিক ক্ষমতাশীল ছিল না। প্রতিষ্ঠিত রাজত্বে যারা কখনো সুখী ও সমৃদ্ধশালী ছিল না এবং তারা পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের অবস্থাকে ভালো করার আশা করতো। সমালোচনাশীল মতবাদ সর্বদাই গঠনমূলক। এতে শুধু সত্য ঘটনার সর্বজনগ্রাহ্যকরণই নয় বরং এতে পরিবর্তিত ধারার মূল্যবোধও নিহিত আছে। বাহ্যিক অস্পষ্ট ধারণাকে ধ্বংস করে, সমালোচনাশীল মতবাদ একটি আদর্শও তৈরি করেছে, যা দ্বারা এটাকে অন্যটির স্থলাভিষিক্ত করা যায়। এইসব মতবাদ ক্ষমতাশীলদের জন্য বিপজ্জনক কারণ এতে মানব ইতিহাসের একটি বৃহত্তর অংশ অনধীত রয়ে গেছে। কখনো কখনো গ্রীক নগর রাষ্ট্র বা আধুনিক গণতন্ত্রের যা বিরোধিতা ছাড়া নির্মাণ করা সম্ভব এমন একটা রাষ্ট্রীয় দর্শন সমালোচনাশীল মতবাদ আইনগত পদ্ধতিতে আকাঙ্ক্ষিত সংস্কার করতে প্রয়াসী ছিল।

সমালোচনাশীল রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত লক ও রুশোর সামাজিক চুক্তি এবং প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদ। এই মতবাদ সপ্তদশ শতকে ইংলন্ডীয় বিপ্লব ও অষ্টাদশ শতকে ফরাসি এবং আমেরিকার বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এ মতবাদ রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকারকে আক্রমণ করেছে এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব ও বিপ্লবকে সমর্থন করেছে। আধুনিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সমালোচনাশীল মতবাদের অপর একটি দৃষ্টান্ত।

এটা মজার ব্যাপার যে, সমালোচনাশীল মতবাদ যখন সাধারণ্যে গৃহীত হয় এবং বাস্তবে সফল হয় তখন এটা রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এটা কিছুটা সুযোগ-সুবিধা দেয় এবং চেষ্টা করে যাতে আর কোনো পরিবর্তন না ঘটে। এভাবে প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ব্যক্তিগত ও সম্পত্তির স্বাধীনতা রক্ষা করে। অষ্টাদশ শতকে যে সমালোচনাশীল মতবাদ স্বেচ্ছাতন্ত্র ও পিতৃলালিত সরকারকে আক্রমণ করেছিল, বর্তমানে এ মতবাদ ব্যবহার করা হচ্ছে, রক্ষণশীলদের স্বার্থরক্ষার সমর্থনে যে ধরনের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সমাজতন্ত্রবাদীরা দাবি করে। রাশিয়ার সাম্প্রতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে এই মতবাদ বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। লেনিন এবং স্ট্যালিন দ্বারা প্রচলিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে কমিউনিস্ট মতবাদ এখন একটি দুষ্পরিবর্তনীয় রূপ নিচ্ছে এবং তা অধিক পরিবর্তনের

বিরোধিতা করে বর্তমান বিধানকে রক্ষা করতে চাচ্ছে।

রক্ষণশীল ও সমালোচনাশীল মতবাদের শক্তি এবং দুর্বলতা দুই-ই রয়েছে। রক্ষণশীল মতবাদ এই কারণে মূল্যবান যে, এই মতবাদ জনশক্তি ও স্থিতিশীলতাকে রক্ষা করে; কিন্তু বহু আকাঙ্ক্ষিত সংস্কারকে বিলম্বিত করে ও বাধা দেয়। সমালোচনাশীল মতবাদ গুমোটবদ্ধতা নিবারণ করে ও স্বাস্থ্যকর রাজনৈতিক উন্নতির পথ দেখায় এবং অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্নদের কাছে ধনন্তরী হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এ মতবাদ রাজনৈতিক গোলযোগ ও অরাজকতার সৃষ্টি করে। রক্ষণশীল প্রগতিবাদীদের অনাকাঙ্ক্ষিত চরমপন্থী রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার সামঞ্জস্য দুঃসাধ্য এবং একদিকের জীবনের কার্যে অন্যদিকের প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানের উৎস

অতীতের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে জ্ঞান বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের রাষ্ট্রীয় মতবাদ সরল এবং অবিসংবাদী কতকগুলো মূলনীতির সমষ্টি ছিল না। কতকগুলো প্রশ্নে এমন সুবিবেচিত রাজনৈতিক অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, মনে হয় সেকালের রাষ্ট্রীয় মতবাদ তারা যথাযথই বর্ণনা করেছেন। অন্যসব প্রশ্নে বিরোধিতা তীক্ষ্ণভাবে বিভক্ত ছিল এবং কতকগুলো ব্যাপার পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত ছিল। অন্য আরো সব প্রশ্নে চিন্তাধাবা বহুধাবিভক্ত, সিদ্ধান্তবিহীন এবং মতবাদ ছিল ধূম্রাচ্ছন্ন। রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার ক্রমোন্নতি পরিলক্ষণ করতে হলে সেইসব মতবাদের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, যেগুলো সাধারণ্যে গৃহীত হয়েছিল এবং যেগুলো সেকালের বুদ্ধিমত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল এবং যেসব দ্বন্দ্বকীর্ণ মতবাদকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে তুমুল আন্দোলনের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল।

রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানের উৎস হচ্ছে, সেইসব রাজনৈতিক দার্শনিকদের রচনাবলি যারা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের সময়কার রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন। এতে প্লেটো থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহু জ্ঞানীগুণী লোকের তালিকা রয়েছে। কেউ কেউ একান্তভাবে তাদের মনোযোগ দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় দর্শনে, ঘটনাচক্রে কেউ কেউ তাদের দার্শনিক আলোচনার অংশ হিসেবে রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এইসব বিদগ্ধ ব্যক্তিদের রচনা পরবর্তীকালের চিন্তাবিদদের চিন্তাধারাকে শুধু পরিশুদ্ধই করে নি বরঞ্চ নতুন ধরনের চিন্তাধারার দিক চিহ্নিত করেছে, যে চিন্তাধারা পরবর্তীকালের জনগণের প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এ উৎসের প্রতি একান্তভাবে নির্ভর করার অন্তরায় হলো যে, রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার চেয়ে এটি রাষ্ট্রীয় সাহিত্যের ইতিহাসই বিশেষভাবে আলোচনা করেছে। রাষ্ট্রীয় দার্শনিকগণ তাদের সমসাময়িককালের একটি বাস্তব রাজনৈতিক চিন্তাধারার চিত্র অঙ্কিত করতে গিয়ে এবং একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য হয়তো বাস্তব রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন অথবা তাদের প্রতিষ্ঠানের খুবই নিকটে বাস করতেন কিংবা অতীত মতবাদ বা ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব ও কুসংস্কার দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এ উৎস দ্বারা রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারাসমূহকে পরিলক্ষণ করতে হলে সে কালের ইতিহাস, প্রতিষ্ঠান এবং বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতার পটভূমিকেও জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

অনেক রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদেরই নির্দিষ্ট বিবরণ দেয়া হয় নি। বাস্তব প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির মধ্যে এটি নিহিত রয়েছে। কখনো এটি গৃহীত হয়েছে, কখনো এটাকে চাপিয়ে দেয়া

হয়েছে। অতএব, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ইতিহাস রাষ্ট্রের কার্যাবলির নীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ এগুলো এসব প্রদর্শন করে শুধু কথার চেয়ে বাস্তব নীতিগুলো মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করেছে। রাজনৈতিক নীতিগুলোর ক্ষেত্রে প্রায়ই অন্যদিকের মানুষের প্রচেষ্টায় যে নীতিগুলো প্রচার ও কার্যকরী করা হয়েছে, এর মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা, মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে একটি অসন্তোষজনক ধারণার সৃষ্টি করেছিল, এর মধ্যে যেসব উদ্দেশ্য আজকের বাস্তব রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে সেগুলো শুধু রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে ও প্রচার কার্যেই ব্যবহৃত হয়।

রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে জানতে হলে প্রত্যেক যুগের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতার পটভূমি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ অপরিহার্য। অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তাধারা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। অতএব, রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে দর্শনের ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র এবং অর্থনৈতিক মতবাদের অবদান অপরিসীম।

রাষ্ট্রীয় মতবাদ সম্পর্কে সেসব লোকের বক্তৃতা ও রচনার প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়, যারা সরকারের অধীনে রাজকর্মচারী ছিলেন অথবা যারা জনমত সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দান করেছেন। এসব বস্তু যখন জনগণের ব্যবহারের জন্য রক্ষিত হয়, তখন এতে অনিচ্ছাকৃতভাবে কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নীতিসমূহ আবিষ্কৃত হয়। বাস্তব রাজনৈতিক জীবনের সংস্পর্শ থাকে বলে এতে দোষগুণ দুই-ই রয়েছে।

রাষ্ট্রের সরকারি দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে আছে লিখিত শাসনতন্ত্র, সরকারি আদেশ ও ফরমানসমূহ, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, সনদসমূহ, বিভাগীয় তথ্য, চুক্তিপত্র, কূটনৈতিক চিঠিপত্র, রাষ্ট্রীয় কাগজ ও অন্যান্য অনেক কিছু। যদিও রাষ্ট্রের বাস্তব কার্যাবলির সঙ্গে এগুলো পরিলক্ষণীয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা করা হয় না। তবুও এগুলো রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে জরুরি পথপ্রদর্শকের কাজ করে।

অতীতে তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যা অনুপাতে রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। জনসাধারণ ছিল অজ্ঞ, উদাসীন ও নিষ্পেষিত। সাম্প্রতিককালে বাস্তব সরকারকে শক্তিশালীভাবে প্রভাবান্বিত করতে জনমত রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তদনুযায়ী এর প্রভাব বিস্তার ও প্রকাশের উপায় হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে। সংবাদপত্র, পত্রিকা, বিজ্ঞাপন, প্রচার পুস্তিকা, ব্যঙ্গচিত্র এবং আরো বিভিন্ন ধরনের প্রচারপত্রও রাজনৈতিক মতবাদের বিশেষ উৎস। সবশেষে সাহিত্যে, তার সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় জীবন ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে। এটা প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস ও নাটকের ক্ষেত্রেও সত্য। কারণ রাজনৈতিক প্রচারবিদদের রচনা থেকে এগুলো স্বল্প আত্মসচেতন ও পক্ষপাত দোষমুক্ত। এসব উৎস থেকে একটি বাস্তবযুগের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার মূল্য

রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদকে এভাবে অভিযুক্ত করা হয় যে, এটি শুধু বাস্তব ফল লাভের ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূহীন নয় বরং বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে দুর্যোগ সৃষ্টিতেও খুবই কার্যকর। বার্ক বলেছেন, খারাপভাবে পরিচালিত একটি রাষ্ট্রের নিশ্চিত উপসর্গ হচ্ছে, জনগণের তত্ত্বের ওপ নির্ভর করার প্রবণতা। লেসলি স্টিফেন বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রীয় দর্শন হচ্ছে, সাম্প্রতিক অথবা আগত বিপ্লবের চিহ্ন।

অধ্যাপক ডানিং লক্ষ্য করেছেন, রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে রাজনৈতিক পদ্ধতির বিশুদ্ধকরণ সে পদ্ধতিরই ঘন্টাধ্বনিকেই শোনায়। একথা সত্য, যেসব মতবাদ তাদের কার্যকারিতা হারিয়েছে সেগুলো হচ্ছে উন্নতির পথে অন্তরায় এবং ধর্মোন্মাদ ব্যক্তিদের অপ্রকৃত অশুদ্ধ জ্ঞান ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ গোঁড়া ধর্মোন্মত্ত ধারণা দ্বারা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এসব সমালোচনার বিরুদ্ধে যেসব সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হচ্ছে রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ দ্বারা ত্বরান্বিত বিপ্লব, যা পরিশেষে মানবজাতির উপকার করেছে এবং গণতন্ত্রের অগ্রগতি, ব্যক্তিস্বাধীনতা আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতিসমূহ ঐসব সুদক্ষ ও ধী-শক্তিসম্পন্ন চিন্তাবিদদের সুদীর্ঘকালের চিন্তাধারার কাছে ঋণী।

মাঝে মাঝে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, রাষ্ট্রীয় দর্শন অন্যান্য কাল্পনিক চিন্তাধারার মতো বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এবং তা কার্যে পরিণত করা যায় না এবং এগুলো আইনগত উপাখ্যানকে কার্যকরী করে, তাছাড়া সর্বস্ববাদী ধারণাগুলো হচ্ছে অসত্য ও মারাত্মক। অন্য সকল সামাজিক মতবাদের মতোই যে জটিল সমস্যা সম্পর্কে এটা আলোচনা করে সে সবের সঠিক তথ্য নিরূপণ করা যায় না। রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ একচ্ছত্র বা সর্বস্ববাদী নীতিকে নয় বরং এর প্রবণতাকেই প্রকাশ করে এবং যখন তা কার্যে পরিণত করা হয়, তখন ঘটনাগুলোকে সংশোধন করে বিবেচনা করতে হবে। এভাবেই রাষ্ট্রের ধারণাসমূহ যেমন, একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব অথবা রাষ্ট্রের সমতা যেসব কার্যকরী প্রকল্প বা অনুমানের মতো প্রয়োজনীয়, সেগুলোকে যথার্থ সত্যের সুস্পষ্টতার বিরুদ্ধে ঠেলে দেয়া যাবে না। বলা হয়ে থাকে, রাষ্ট্রীয় মতবাদ বিতর্কিত প্রশ্নের কোনো সঠিক জবাব দিতে পারে না এবং কেউ যদি মানবাধিকার বা উত্তম সরকার সম্বন্ধে দৃঢ় অভিমত পোষণ করেন, কখনো চূড়ান্তভাবে তিনি তার অবস্থান প্রমাণ করতে পারবেন না। রাষ্ট্রীয় মতবাদের প্রথম মূলনীতিসমূহ নৈতিক মতবাদের মতো প্রমাণ কবা যায় না। এগুলো হচ্ছে, বুদ্ধিভিত্তিক বিচার বা আবেগপ্রসূত ধারণার ফল। রাজনৈতিক মতবাদ পড়ে এটুকুই লাভ করা যায়, এটা মানুষের সাধারণ গভীর চিন্তা ও কার্যক্রমকে একত্র কবে, যাতে তারা এর নির্দিষ্ট শব্দের অর্থকে সংজ্ঞা দান করতে পারে ও একে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারে। যদি এর ফল পারস্পরিক সম্মান ও সহনশীলতা হয়, তাহলে রাষ্ট্রনৈতিক নীতিসমূহ অধ্যয়ন ন্যায়সঙ্গত বা সঠিক হয়েছে বলা যেতে পারে।

রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ ইতিহাস ব্যাখ্যার সহায়ক হিসেবে মূল্যবান। এটা অতীতের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলকে সন্তুষ্টি দান করে এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করে। অতীতকে বুঝতে হলে মানুষ শুধু কি করেছিল জানতে হবে তা নয় বরং মানুষ কি বিশ্বাস করতো ও আশা করতো তা জানতে হবে। মানুষের ইচ্ছায় যে ঘটনাগুলো বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিল, কি আদর্শ, মানুষের ইচ্ছাকে চালিত করেছিল এটাও জানা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে তাদের ধারণার মূর্তরূপ বা প্রতিচ্ছবি। কোনো লোকই মধ্যযুগকে বুঝতে পারবে না যদি দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দাবির ক্ষেত্রে রাজা ও পোপের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বিরোধিতার সঙ্গে পরিচিত না হয়। আমেরিকার ইতিহাসের মধ্যযুগকে কেউ বুঝতে পারবে না, যদি উত্তর-দক্ষিণের ঘটনাবলি সম্পর্কিত সার্বভৌমত্বের রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে না জানে।

অতীতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে জ্ঞান, বর্তমানকালের রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উপলব্ধির জন্য অপরিহার্য। বর্তমান সমস্যাগুলো অতীত অবস্থা থেকে উদ্ভূত এবং যে রাজনৈতিক নীতিগুলো এখন কার্যকরী হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে অতীত রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তনের ফল। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তব

সরকারের ওপর প্রতিক্রিয়ার ফল এবং ক্ষমতার ভারসাম্যের নীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এখনও মৌলিকভাবে রয়ে গেছে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা থাকা উচিত। কিছুসংখ্যক সাধারণ নীতি রাজনীতিবিদ ও জনগণকে পথপ্রদর্শন করবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি পূর্ণ সামঞ্জস্যতা এবং সরকারি কার্যক্রমের প্রতিটি নীতি কিছু সাধারণ পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে রচিত হতে হবে, যা সুনির্দিষ্ট ও নিয়মতান্ত্রিক। রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ অধ্যয়নের বাস্তব মূল্য হচ্ছে এটা অভ্যাস তৈরির ক্ষেত্রে এবং পক্ষপাতহীন পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণের প্রবণতা ও অর্থ উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। বর্তমানের মধ্যেই আছে ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান একদা আদর্শ হিসেবে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। যে-কোনো গঠনমূলক রাজনৈতিক উন্নতির সাফল্যজনক প্রচেষ্টা একটি সুষ্ঠু ও ব্যাপক রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়, যা বর্তমানকালের প্রয়োজন ও অবস্থার জন্য কার্যকরী হবে।

সবশেষে রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ একটি উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্বপূর্ণ কাজের প্রতিনিধিত্ব করে এবং অন্যান্য দার্শনিক চিন্তাধারার মতো এর সুবিধা ও মূল্য হচ্ছে, নীতিমালার বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বুদ্ধিমান লোকেরা সাধারণত আশা করে, যে কর্তৃপক্ষের অধীনে তারা বাস করে তাকে উপলব্ধি করতে এবং চায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কার্যাবলিকে বিশ্লেষণ করতে এবং উত্তম রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে মতবাদ গঠন করতে। বাস্তব সত্য হচ্ছে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদগণ প্ল্যাটো, এরিসটোটল, একুইনাস লক রুশো, কান্ট, মিল ও অন্যরা দর্শনের রাষ্ট্রনৈতিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার নমুনা হিসেবে যার গুরুত্ব রয়েছে।

বার্ক বলেছেন, 'আমার সন্দেহ হয়, সমাজজীবনের কিছু জট পাকানো গ্রন্থি উদঘাটনের চেষ্টার ফলে মানব ইতিহাস এখনো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নি এবং আদৌ হবে কিনা যাতে অভ্যন্তরীণ কারণসমূহের একটি নিশ্চিত মতবাদের ভিত্তিভূমি তৈরি হবে, যা প্রয়োজনে রাষ্ট্রের ভাগ্যকে আক্রান্ত করবে। আমরা এটাকে একটা আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলশ্রুতি হিসেবে অথবা আরো ধার্মিক বা যুক্তিসঙ্গতভাবে সেই অদৃশ্য মহান নিয়ন্তার অপ্রতিরোধী হস্তের প্রয়োজন অনুসারে হস্তক্ষেপ হিসেবেই গ্রহণ করবো। যদি তা সত্য হয়, তাহলে পাঠ্য বিষয় ছাড়া রাজনৈতিক মতবাদ অধ্যয়ন নিরর্থক।

অন্য মতবাদীদের মতে, সরকার মানুষের চাতুর্য বা কৌশলের একটি সমস্যা, যা আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের উত্তম উপায় নির্ধারণ করবে। যদি তা সত্য হয়, তাহলে কোনো অধ্যয়নই রাজনৈতিক মতবাদের চেয়ে অধিক মূল্যবান নয়। যুক্তির দিক দিয়ে এসব মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু তাদের মধ্যেকার মীমাংসার মধ্যে আসল সত্য নিহিত রয়েছে। "দীর্ঘদিন বস্তুতান্ত্রিক শক্তি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, মানুষ চিন্তার মাধ্যমে বায়ু, তরঙ্গ ও ঝড়কে নিপুণভাবে আয়ত্ত করতে শিখেছে। যদি চিন্তা দ্বারা মানুষ তা না করতো, তাহলে কি সে, সামাজিক দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে তার সামাজিক ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো, এবং যে দ্বন্দ্ব সভ্যতাকে ধ্বংস করে সে কি তার সামাজিক নিয়তির প্রভু হতে পারতো?

গ্রন্থপঞ্জি

জাঁ জ্যাকস রুশো, *দি সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, অনুবাদ : হেনরি জে. টোজার (১৯২৪)
Edmund Burke, *Reflection on Revolution in France* (1790)
C.A. Beard, *The Economic Basis of Politics*, 3rd ed. (1945)

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাচীন রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূচনা

আদিম রাষ্ট্রীয় ধারণা

আদিম যুগ থেকে মানুষ বাহ্যিক কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রণের ধারণা পোষণ করতো এবং তার কাছে তাদের জীবন ও কার্যাবলি সমর্পণ করতো। যেহেতু আদিম যুগ সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণা খুবই কম, তবুও কতিপয় নীতি আদিম মানুষেরা বিশ্বাস করতো এবং ঐসবের ভিত্তিতেই তারা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তুলেছিল, তাদের বিশ্বাস প্রথা অতীতের কার্যাবলি ধ্বংসাবশেষ থেকে যা আবিষ্কার করা যেতে পারে।

আদিম রাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণার সার্বজনীন ও উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, ধর্ম, প্রথা এবং আইনের মধ্যে পার্থক্য স্থাপনের ব্যর্থতা। প্রত্যেক কাজের সাথে স্বর্গীয় নিষেধ এবং অনুমোদন জড়িত ছিল। প্রথাগত বাধ্যবাধকতা চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করতো এবং কোনো পরিবর্তনের ধারণা ঘৃণিত ব্যাপাররূপে প্রত্যাখ্যাত হতো। দলগত বন্ধন, প্রধানত ধর্মীয় বন্ধন, আইন ও কাজের চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎস, যাই হোক না কেন, সবই তারা দেবতাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল বলে বিশ্বাস করতো।

আদিম আইন নিছক নেতিবাচক চরিত্রের ছিল। এতে তালিকাবদ্ধ কতিপয় কাজ ছিল ধর্মীযভাবে নিষিদ্ধ, যাকে ট্যাবু বলা হয়। এসব নিষেধের মূলে প্রধানত কাজ করতো বিপদের আশঙ্কা—এর পিছনে ছিল বন্য মানবগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক লীলাবৈচিত্র্য ও অশুভ আত্মার প্রভাবের ওপর বিশ্বাস। আদিম চিন্তাধারায় যাদু-মন্ত্র ধর্মীয় উৎসব, পালাপার্বণ প্রধান ভূমিকা পালন করতো এবং যাদুকরও ঝাঁড়ফুককারী কবিরাজদের বিস্তর ক্ষমতা ছিল। ধর্মের বন্ধনের বাইরে আত্মীয়তা বা সৌহার্দ্য নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল। আদিম সামাজিক দলসমূহ প্রাকৃতিক কিছু নিদর্শন ও ঘটনাবলি এবং দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিল এবং তাদের পুজো করা হতো। এসব দলের মধ্যে আন্তঃবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। মাতার দ্বারা বংশধর চিহ্নিত হতো এবং দলের বাইরে নির্দিষ্ট নিয়মকানুন বিবাহ নিয়ন্ত্রণ করতো এবং আত্মীয়তার পদ্ধতি নির্ধারিত হতো।

পরবর্তী সামাজিক উন্নয়ন গৃহপালিত পশু রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে একটি পিতৃতান্ত্রিক আদিম বংশের উদ্ভব ঘটে (আদম নূহ থেকে) কর্মে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন গঠিত হয় এবং যাতে ছিল নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা। উক্ত পদ্ধতিতে নারী তার স্বামীর দলে সদস্যভুক্ত হয় এবং বংশধররা হয় পিতার পরিচয়ে চিহ্নিত, যার ক্ষমতা ছিল বিশেষভাবে স্বৈরাচারী। দলগত ক্ষমতা ছিল ব্যক্তিগত এবং এর সকল সদস্য বেনামি আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা ছিল। এই আদিম পদ্ধতিতে দাসত্ব প্রথা শুরু হয়। ক্রমবর্ধমান খাদ্য সরবরাহের ফলে নরমাংস ভক্ষণ অপ্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং বন্দিদের তাদের মালিকের কাজের জন্য জীবিত রাখা হতো। আত্মার জগতের বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয় পূর্ব-পুরুষের পূজা এবং পিতা-মাতার ক্ষমতার পার্থক্যের দরুন ধর্ম প্রাধান্য পায় এবং পরিবার প্রধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, এর সাথে

বৃদ্ধি পায় আইনের প্রতি আনুগত্য। নেতিবাচক নিষিদ্ধ বস্তুর ধারণা প্রথার অনুকূল ধারণায় পর্যবসিত হয়। আইন এমন বস্তু ছিল না যা প্রস্তুত করতে হবে; কিন্তু আইনকে আবিষ্কার করতে হবে। জীবনের আচার-আচরণ ছিল মুরুব্বির অথবা পূর্ব-পুরুষদের দ্বারা নির্ধারিত আচরণ এবং যারা এসব প্রথা অমান্য করতো তাদের গোত্র থেকে বহিষ্কার করা হতো। একে অপর দলের ক্ষতি করলে রক্তাক্ত সংগ্রাম বা অর্থদণ্ডের মধ্যে নিষ্পন্ন হতো।

এরূপ উভয় আত্মীয়তার বন্ধনমূলক সংগঠনে অধিকতর ও ব্যাপক ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল, যদি পরিবার তা দিতে পারতো, যার ফলে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত হতো এবং এটা হতো ব্যক্তিগত বিরোধ নিরসনে ও বহিরাক্রমণের বিপদ থেকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে রক্ষা পাওয়ার জন্য। এর ফলে এক প্রধান ব্যক্তির প্রয়োজন অনুভূত হয় যিনি শারীরিক বলের জন্য বিখ্যাত গোত্রের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করতে সক্ষম, যার শাসন করার ক্ষমতা প্রজাদের গ্রহণীয় ছিল এবং সাথে সাথে ছিল ধর্মীয় সমর্থন।

সীমিত পরিমণ্ডলে এটি শুরু হয়েছিল, যাতে ছিল যুদ্ধকালীন ক্ষমতার বাইরে সামান্য কিছু করণীয় এবং শান্তির সময়ে বিচারের সীমিত অধিকার। গোত্রের রাজনৈতিক সংগঠন ক্রমান্বয়ে ধর্মবাহী ও বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলি বৃদ্ধি করে এবং পরবর্তী সময়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা গ্রহণ করে ও চূড়ান্তভাবে আধুনিক যুগের সার্বভৌম কাঠামোতে উন্নীত হয়। উক্ত পদ্ধতিতে পারিবারিক সংগঠন সংরক্ষিত হয় এবং সদস্যদের ওপর কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ন রাখে ও ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রের আনুগত্যে প্রবেশ করে। গোত্রের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার উৎসের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো কৃষির উন্নতির সাথে, একটি গোত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির ওপর অধিকার বিস্তারকালে এবং ফলে সার্বভৌমত্ব ভূমিতে কেন্দ্রীভূত হলো আর ব্যক্তিগতভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে এ প্রক্রিয়া শুরু হলো, শাসকের জন্য নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে।

প্রাথমিক যুগে বড় দল ভেঙে রাজনৈতিক ক্ষুদ্র দল গঠিত হতো অথবা বল প্রয়োগে এর সৃষ্টি হতো। অতিরিক্ত বৃহৎ আকার হলে গোত্র বিভক্ত হতো এবং যারা পরাজিত হতো বিজয়ীরা তাদের ভূমি দখল করে নিতো। সন্ধি বা মৈত্রী স্থাপন অস্থায়ী ছিল, সংরক্ষণ করাও কঠিন ছিল এবং স্থায়ী দল মতামতের ওপর গঠিত হতো, যা ছিল অজানা। গোত্রের মধ্যে স্বেচ্ছাভিত্তিক সহযোগিতা রাজনৈতিক অগ্রগতির মূলে এটা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য যুদ্ধজয়ের ফলে গঠিত হয়, সমঝোতার মধ্যে নয়। এমন কি হিব্রুগণ যাদের সাধারণ বিশ্বাসের প্রভাব একত্রীকরণে অপরিসীম সচেষ্ট ছিল এবং গ্রীকগণ হেলেনিক গোত্রের যাদের জাতি ও ঐতিহ্যের জন্য অহঙ্কার ছিল, তারা স্থায়ী সংগঠন গঠন করতে সক্ষম হয় নি।

প্রাচ্যের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

প্রাচ্যের সাম্রাজ্যগুলো যথা—মিশর, বেবিলনিয়া, আসিরিয়া ও পারস্য তাদের সামাজিক পরিবেশের সাধারণ অবস্থা একটি সুবিন্যস্ত রাজনৈতিক দর্শন সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। একটি সরল এবং প্রধানত গ্রামীণ অর্থনৈতিক পদ্ধতি, কুসংস্কার এবং অপরিবর্তনীয় ধর্মীয় অনুশাসন, জাতিভেদ ও প্রতিদিনের জীবনের নিয়মানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থিতিশীলতা এবং অনুমোদন, যা মৌলিকত্ব, প্রকৃতি—সম্ভাব্য উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহ্যে সামাজিক জীবন পার্থক্যহীন ছিল। পরিবার, গির্জা, রাষ্ট্র এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ একই বন্ধনে বাধা ছিল। ফলে, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, ধর্ম, নীতিজ্ঞান, দর্শন ও

অর্থনৈতিক নিয়মনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। প্রধান প্রভাব ছিল ধর্মীয় প্রকৃতির এবং প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ধর্মযাজকদের দ্বারা প্রণীত, সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত করা হতো। নৈতিকতা ও আইনকে স্পষ্টত পৃথক করা হতো না, ধ্যান-ধারণা ছিল ঐতিহ্যভিত্তিক। এসব কোনো যুক্তি বা কারণ নির্ভর ছিল না এবং কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য খুব একটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। রাজনৈতিক তত্ত্ব উন্নয়নের জন্য কিছুটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন। প্রতীচ্য চিন্তা মুরব্বিয়ানা গোছের ছিল। এটা প্রতিষ্ঠানকে উচ্চাসনে বসাতো, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বেচ্ছাচারিতার গৌরব করতো এবং একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে অস্বীকার করতো। আধুনিক প্রগতির ক্ষেত্রে যে অসন্তোষ বিরাজমান তার প্রভাব খুবই কম ছিল। একজনের ইচ্ছা বা অভিলাষকে হ্রাস করে দিয়ে আনন্দ অনুভব করা হতো; কিন্তু ক্রমবর্ধিত চাহিদার প্রতি কোনো নজর ছিল না। প্রতিকূল এবং অনড় অবস্থার ফলে রাজনৈতিক স্থবিরতার সৃষ্টির জন্য যুক্তিযুক্তভাবে প্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রাধান্যের কোনো স্থান ছিল না। সাধারণ লক্ষ্য ছিল সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা ও আধুনিক উন্নয়নের আদর্শ -সংস্কার তাদের অজানা ছিল, প্রতীচ্যের প্রশ্ন করার কোনো অধিকার ছিল না এবং অধিকার চিন্তায় ও কথায়ও ছিল না, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো নীতিজ্ঞানের ভিত্তিতেও প্রতিষ্ঠিত ছিল না। প্রচলিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শুদ্ধি অভিযানে, প্রথাগত রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার স্থবিরতা, তার বিশ্বাস ক্ষমতার প্রকৃতি ও উৎসের সন্ধানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সর্বোত্তম সরকারি সংগঠন গঠনের ও প্রশাসনের ওপর আলাপ-আলোচনারও সুযোগ ছিল না অথবা ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনো তত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনার অবকাশ ছিল না।

প্রাচ্যের ব্যক্তিবর্গের সাধারণ কোনো বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। শৈল্পিক উন্নতি ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি সাধনের জন্য পাশ্চাত্য ব্যক্তিদের মতো তৎপরতা ছিল না। তাদের ধ্যান-ধারণার রূপ দিতে নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসন প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব ভূমিকা পালন করতো। প্রতীচ্য চিন্তাধারায় আইনের পরিপূর্ণতাই ছিল মূল ধারণা। আইন বিস্তারিত জীবন পদ্ধতি ছিল, যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ধর্মীয় আচার -অনুষ্ঠান, নৈতিক অনুশাসন এবং মানবীয় চরিত্রের নিয়মকানুন।

ভাঙা ভাঙা বাক্য ও ক্ষুদ্র সত্যনিষ্ঠ বক্তব্য প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও কনফুসসিয়াদের রাজনৈতিক বিষয়বস্তু ছিল। তারা ধর্মীয় ও নৈতিক নীতির স্পষ্ট ধারণা পোষণ করতো না এবং কখনও কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনের ওপর কাজ করে নি। কোনো কোনো প্রাচ্যের মানুষ বিস্তারিতভাবে আনুমানিক চিন্তায় নিমগ্ন ছিল; কিন্তু তাদের চিন্তার ফসল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব অথবা তারা ধর্মীয় ও পূর্বপুরুষের জ্ঞানবিদ্যার আলোকে রাজ্য পরিচালনার বিচার করতো কেবল হিন্দু ও চীনারা যারা মানবীয় সাম্যবাদে এবং রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক আদর্শে পৌঁছেছিল বলে মনে হয়।

প্রাচ্য জগৎ, রাষ্ট্রের সাধারণ কাঠামো, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে জয় এবং ধর্মকে ক্ষমতার অনুমোদনের উৎস মনে করতো। রাজন্যবর্গকে ঈশ্বরের মতো পূজা করা হতো, আসিরিয়া এবং পারস্যে তাদের ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে মনে করা হতো। রাজাগণকে একদল কর্মকর্তা প্রশাসন ব্যাপারে সাহায্য করতো এবং ধর্মযাজক সম্প্রদায় তাদের সমর্থন করতো, যারা মানুষের হৃদয়কে নিয়ন্ত্রিত করতো। মিশরীয় রাষ্ট্রে প্রকৃত শাসকের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রাচ্যের রাষ্ট্রের একতা, গোত্র বা ভাষার ভিত্তিতে ছিল না, যেমনটি আধুনিক যুগের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সাধারণ দেবতাদের অর্চনার মধ্যে। রাষ্ট্রের ভেতরে এইগুলো শাসকদের ক্ষমতা সমর্থন করতো, যুদ্ধাভিযান ও প্রতিরক্ষার সময় পূজারীদের সাহায্য দান করতো। দেবতাগণ

কেবল হিব্রু ব্যতীত বিশেষ স্থানের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বন্ধু দেশে বসতি স্থাপন ও নির্বাসিত হতো তারা তাদের পূর্বেকার দেবতাদের ত্যাগ করে নতুন বাসভূমির দেবতাদের পূজা করতো। অনুরূপভাবে বিজিত ব্যক্তিগণ যখন তাদের নিজ নিজ দেবতার পূজা অব্যাহত রাখতো তারা বিজয়ীদের দেবতাদের পূজা করতে বাধ্য হতো।

রাজনৈতিক চিন্তায় প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের ধারণা দিয়েছিল। সাম্রাজ্যসমূহ শিথিলভাবে একত্র ছিল; কিন্তু তাদের মধ্যে সুসমন্বিত রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। দুর্বল রাষ্ট্রসমূহ আনুষ্ঠানিক মিত্রতার মধ্যে সবল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থেকে সদিচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ উপহার প্রদান করতো। প্রায়ই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে যুদ্ধ বিজয়ের মাধ্যমে বৃহৎ শক্তির দ্বারা সাম্রাজ্য গঠন করা হতো। বিজিতরা বিজয়ী সম্রাটদের আনুগত্য স্বীকার করতো এবং কর ও সামরিক সাহায্য প্রদান করতো। প্রজাজাতিসমূহ যারা বিদ্রোহী ছিল না তারা তাদের জাতিগত পরিচয় সংরক্ষণ করতে পারতো। তার সাথে তারা তাদের উদ্ভূত প্রথাসমূহ এবং আইনও অনুসরণ করতে পারতো। যদি তারা অহেতুক বিদ্রোহের চেষ্টা করতো তার জন্য উচ্চ মূল্যের উপঢোকন দিতে হতো অথবা তাদের স্বাধীনতা ধ্বংস করা হতো। কেন্দ্রীয় অফিস থেকে প্রেরিত কর্মকর্তার অধীনে তাদের স্থাপন করা হতো এবং বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের নির্বাসন অথবা পাইকারিভাবে হত্যা করা হতো, যার অর্থ ছিল তাদের জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্ন করা।

এসব শিথিল ঐক্যের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য কখনও সুসংগঠিত প্রশাসনিক পদ্ধতি চালু করতে পারে নি। যেমন, পরবর্তী সময় রোমীয়রা যা প্রতিষ্ঠিত কবেছিল যেখানে বিজিত লোকেরা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সংরক্ষণ করতে পারতো এবং সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করতো। এমন কি যখন কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাগণকে প্রজা অধ্যুষিত প্রদেশসমূহে পাঠানো হতো, কেন্দ্রীয় ক্ষমতার নিকট তাদের বাধ্যবাধকতা সীমিত ছিল। প্রথাগত বার্ষিক খাজনা এবং যুদ্ধকালীন সাহায্য সীমিত ছিল।

রাজকর্মচারী যারা তাদের অধীনস্থ প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ করতো, তারা প্রজাদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে স্বাধীন রাজা বা শাসক হওয়ার প্রবণতা পোষণ করতো। কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের একটি উন্নত পদ্ধতি ছিল গুপ্ত ঘাতকের সাহায্যে রাজকীয় উপঢোকন প্রেরণ করে তাদের আনুগত্যের প্রতিবেদন সংগ্রহ করা। দূরত্ব এবং কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে প্রাচীন জগতের একত্বে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছিল।

প্রাচ্যের ব্যক্তিদের লেখায় বহু রাজনৈতিক চিন্তার তথ্য পাওয়া যায় এবং এ বিষয়ে অজস্র আধুনিক ধ্যান-ধারণা হিন্দু, চীন ও হিব্রুদের ছিল। কিন্তু এদের কেউ নৈতিক ধ্যান-ধারণা থেকে রাজনীতির পার্থক্য নির্দেশ করে নি। কিন্তু পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় এ পার্থক্য করা হয়েছে। তাদের অবদান আরও বিবেচনার মাপকাঠিতে দেখা প্রয়োজন।

হিন্দু রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

রাশিয়াকে বাদ দিলে ভারতের আয়তন ইউরোপের সমান, বিপুল ও শ্রেণীবিভক্ত মানুষের বসবাস হলেও এখানে কোনো সক্রিয় রাজনৈতিক ইতিহাস ছিল না। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হিন্দু সমাজে, নগরভিত্তিক একনায়কত্বের শাসন সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে একটি হিন্দু সাম্রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যা বর্তমান ভারতের আয়তনের চেয়ে বহুদূর বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী শতাব্দীসমূহে বহু সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হতো। বিশ্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

ভারতকে একত্র করার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসকবৃন্দ বারবার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। রাষ্ট্রগত পদ্ধতি দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। বংশগত বিদ্রোহ প্রায়ই সংঘটিত হতো। ভারতের রাজনৈতিক উন্নয়ন ইউরোপের মতো বহু পথে মিলিত হয়। এতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা চিহ্নিত হয় এবং মোটামুটি রাজনৈতিক দর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করে।

প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজনৈতিক পদ্ধতির মতো হিন্দু রাষ্ট্রগুলো তাত্ত্বিক ছিল না। ভারতে ধম রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে নি। রাষ্ট্র-গির্জা প্রভাবমুক্ত ছিল। ধর্মযাজকগণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতো না, শাসকের জন্য ধর্মীয় নীতির নির্দেশনা ছিল এবং প্রজাদের ক্ষেত্রেও এটা প্রয়োজন। এ অবস্থার জন্য রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা বা চর্চার অনুমোদন ছিল এবং যার ফলে উন্নীত তত্ত্বে পৌঁছানোর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। রাজনৈতিক দর্শন জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি পৃথক ক্ষেত্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করে, যার ফলে বিস্তর সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এর কোনো কোনো প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য দিক বলে বিবেচনা করেন।

হিন্দু রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ মানুষের মৌলিক প্রকৃতিকে প্রধানত স্বার্থপর ও দুষ্কৃতপূর্ণ বলে মনে করতেন। তারা ধর্মযাজক ও হবসের মত পোষণ করতেন, লক ও রুশোর মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাদের মতে, রাষ্ট্রেব প্রকৃতি হলো রক্তপাত, অবিচার এবং ক্ষমতার শাসন। তাদের সোনালি যুগ বা ইডেনের বাগানের মতো কোনো তত্ত্ব ছিল না। ক্ষমতার উপস্থিতি প্রবলের জন্য নিশ্চিত করবে এবং দুর্বল যারা পানিতে মাছের মতোই অবস্থান করবে। অস্তিত্বের সংগ্রাম মৎস্যের যুক্তিতে নিহিত ছিল, যা বাজনৈতিক চেতনায় ও সাধারণ সাহিত্যে স্থান লাভ করে। প্রজা দমনে ক্ষমতা এবং শাস্তির প্রয়োজনে ব্যক্তিগত বক্তপাত বন্ধের জন্য শক্তি প্রযোগের সমর্থনে আইনের প্রয়োজন, যাতে জানমালের নিরাপত্তা বিধান হয় এবং সুবিচার নিশ্চিত হয়। রাষ্ট্রেরও পতন হয়। কারণ মানুষের মৌলিক প্রকৃতি থেকেই এর উৎপত্তি এবং এর ক্ষমতা ছিল শাস্তি বিধানের সক্ষমতার ওপব। হিন্দু অনুমোদন এবং শাস্তির ঘনিষ্ঠ মিল ছিল জিন বডিনের মেজেসটাস (Majestas) গ্রটিয়াসের *সাম্মা প্রটেসটাসের (summa protestas)* এবং আধুনিক সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের সাথে।

হিন্দু রাজনৈতিক চিন্তাধারার মতে, ক্ষমতা রাষ্ট্রের শাসকের ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত; কিন্তু শাসক একজন ব্যক্তি হিসেবে সংযমের অধীন এবং শাস্তি থেকে মুক্ত নন। অথবা এখানে হিন্দু রাজকীয় ক্ষমতা উভয় সঙ্কট রয়েছে। রাজা সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিলেন, তিনি রাষ্ট্রের সভাপতিত্বও নিয়ন্ত্রণ করতেন, অপরাধকারীদের বিচার করতেন এবং অপরাধ সংশোধন করতেন। অন্যদিকে উক্ত ক্ষমতা রাজার জন্য বিপজ্জনক ছিল। যদি তিনি বিজ্ঞের মতো ক্ষমতার ব্যবহার করতেন, তবে তা মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যদি তা চিন্তাহীন অথবা স্বেচ্ছাচারিতারূপে ব্যবহৃত হতো, তাকে অপসারণসহ শাস্তি প্রদান করা হতো। হিন্দু চিন্তাবিদগণ সাধারণত স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার বিপক্ষে সক্রিয় ছিলেন। তারা বিপ্লবের যৌক্তিকতা বিশ্বাস করতেন এবং তাদের তত্ত্বকে ঘন-ঘন ব্যবহারে প্রয়োগ করতেন। একজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক লেখক বলেছেন, "বহুলোকের ঐকমত্য রাজার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। যে রজ্জু অনেক সুতার সমন্বয়ে তৈরি সেটি একটি সিংহকে টেনে নেয়ার শক্তি বহন করে।

অনভিজ্ঞ ও তড়িৎ কর্ম দমনের জন্য শাসকের উন্নতমনা ব্যক্তিদের নিকট থেকে উপদেশ নেয়া প্রয়োজন এবং মন্ত্রীবর্গের সহায়তা নেয়াও আবশ্যক। হিন্দু তত্ত্ব সীমিত রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, ছিল একচ্ছত্র রাজতন্ত্রে নয় ও পদ্ধতির মধ্যে প্রতিরোধ এবং যাতে ভারসাম্যতা বিরাজমান

থাকা উচিত। অনেক হিন্দু লেখক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন, জনসম্মেলন, যোগাযোগের মাধ্যমে ভাববিনিময় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সপক্ষেও বক্তব্য রেখেছেন। মানবিক ভ্রাতৃত্ব এবং ব্যক্তিগত সাম্যবাদ বারবার উচ্চারিত হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধদেব গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবল সমর্থক ছিলেন, স্থানীয়ভাবে সম্মেলন সংরক্ষণের ওপরই তাদের সম্পদ নির্ভরশীল—একথা জনগণকে শিখিয়েছিলেন এবং তিনি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রচার চালাতে বলতেন। যদিও হিন্দু নীতিবাদ সামরিক গুণাবলির নিম্নস্থান নির্ধারণ করেন এবং শান্তির জন্য ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে শিক্ষা দিতেন। হিন্দু রাজনৈতিক চিন্তা প্রায়ই সামরিক ও কোনো কোনো সময় ম্যাকিয়াভিলিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে। এটা প্রস্তুতির মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সামরিক গুণের প্রশংসা করে, তারা খোলাখুলিভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বল প্রয়োগের ভিত্তিতে দেখেছেন, ষড়যন্ত্রের আইনগত প্রয়োগ এবং গোপন কূটনীতিকে সমর্থন করতেন। হিন্দু তত্ত্বের সামরিক দিকসমূহ স্পার্টার লাইকারগণ প্রথা, জাপানের বুশিডু এবং ট্রটসকির আধুনিক মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

চৈনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

চীনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা বহুলাংশে হিন্দু রাজনীতির ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এরা প্রতীচ্যের লোকদের মতো নন। চীন বিচ্ছিন্ন ছিল, মোটামুটি যুদ্ধবিগ্রহ থেকে মুক্ত এমন কোনো ক্ষমতাশালী রাজার অধীনে ছিল না, তবু কিছুই তাদের চিন্তা ও স্থানীয় স্বাধীনতা ধ্বংস করতে পারে নি। স্বর্গের একজন প্রধান দেবতার পূজা ছিল রাষ্ট্রের কাজ এবং তা বিচারকদের দ্বারা পালিত হতো। পূর্ব-পুরুষের পূজা একটি জনপ্রিয় প্রথা ছিল এবং পরিবারের প্রধান এজন্য দায়িত্ব বহন করতেন। সমুদয় পুণ্যের উৎস ছিল সন্তান সর্ম্পকিত। তা থেকে সমস্ত ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি ছিল কর্তব্য। অতএব, জাতীয় কোনো শক্তিশালী ধর্মযাজকত্ব ছিল না। বিদ্বান বা পণ্ডিত শ্রেণী তাদের স্থান দখল করেছিল, যারা রাজনৈতিক নীতি বিশেষ করে এর নৈতিকতার ওপর বেশ মনোযোগ দিতেন। চৌ বংশধরের সময় চীনা চিন্তাধারার স্বর্গযুগ সূচিত হয় এবং তা একাদশ ও তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। যারা খুব গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ ছিলেন তাদের মধ্যে কনফিকুয়াস, মো-তাই লাওজে এবং তাদের ধারণার অনুসারীদের উল্লেখ করা যেতে পারে।

চীনা দার্শনিকগণ আইনের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাতে মানব-মনের অন্তর্নিহিত বঞ্চনাকে দমন করা যায়। মানুষ যারা প্রকৃতিগতভাবে দুষ্ট, তাদের শিক্ষার এবং শৃঙ্খলার প্রয়োজন আছে, যাতে তারা সঠিক পথে চলে। প্রাচীন শাসকবর্গ মানুষের আদিম দুষ্কৃতিপরায়ণতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যাতে নৈতিকতা ও আইনের সৃষ্টি হয় এবং মানুষের স্বেচ্ছাচারী স্বভাব বেপথু আচরণকে শৃঙ্খলার মধ্যে রূপান্তরিত করা যায়। চীনা তত্ত্ব মানুষকে সাম্যবাদ শিক্ষা দিয়েছিল। গণতান্ত্রিক সরকার গঠন এবং অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার শিক্ষা প্রদান করেছিল। কনফ্‌সিয়াসের লেখার মধ্যে কেবল রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গণতন্ত্রের কথাই ছিল না, এতে বিদ্রোহ ও আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছিল। চীনে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ খুবই শক্তিশালী এবং স্বায়ত্তশাসিত সরকারের আদর্শ সংরক্ষিত ছিল।

মহান ধর্মশিক্ষক মো-তাই (৫০০-৪২০ খ্রিষ্টপূর্ব) সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রবক্তা ছিলেন। নীতিবাক্যের লেখক মেনচিয়াস বলেছেন, একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মানুষ, তারপর আসে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি। আমরা স্বর্গীয় ইচ্ছা শিখি Vox populi

vox dei. এটা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ছিল যে ফ্রান্সের প্রাক্ বিদ্রোহের লেখকগণ চীনা দর্শন ও প্রতিষ্ঠানের প্রশংসায় মুখর ছিলেন। চীনারা সাংবিধানিক নীতির মতো মনে করতো, যদি কোনো রাজা দুর্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার করে তবে ধার্মিক ও শক্তিশালী রাজকুমারগণ তাকে অপসারণ করে নিজেরা তার স্থান দখল করে নিতে পারে। মন্ত্রীরা কোনো কোনো সময় সার্বভৌমত্ব অস্থায়ীভাবে ধরে রাখবে, যে পর্যন্ত না তিনি সংস্কারের প্রমাণ প্রদান না করেন।

গ্রীকরা রাষ্ট্রের লক্ষ্যকে পুণ্য কর্মের দিকে নিতে গুরুত্ব দিয়েছেন সম্পদ বা ক্ষমতা নয় এবং শাসকগণ হবে উচ্চ আদর্শের চরিত্রবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। যোদ্ধাদের স্থান চীনাদের চোখে নিম্নে ছিল এবং সামরিক নীতিসমূহ তিক্ত সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সাধারণ চীনা তত্ত্বের বিপরীতে অতীতের শুদ্ধির কথা বিদ্যমান এবং প্রাচীন প্রথার প্রতি তারা গুরুত্ব আরোপ করে এবং প্রাচীন চীনের রাজনৈতিক দর্শন উন্নত ও উদারনৈতিক ছিল।

হিব্রু রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

অধিকাংশ প্রতীচ্য ব্যক্তিদের মতো ইহুদিরা রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল। তাদের মতে, রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস স্বর্গীয় ও ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত। প্রাথমিকভাবে তারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল। তারা মূর্তি পূজা করতো এবং সকল উপজাতিও তাই করতো। তাদের ঈশ্বর জেহোবা কোনো নির্দিষ্ট স্থানের সাথে যুক্ত ছিলেন না। অন্যদিকে তিনি হিব্রুদের ঈশ্বরে পরিণত হলেন, তিনি তাদের নির্দেশদান করতেন ও রক্ষাকর্তা ছিলেন। যেখানেই তারা যেতো এমন কি রাজনৈতিক বন্দিদশায় তিনিই ছিলেন রক্ষক। যদিও ইহুদিগণ কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে পারে নি তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের এবং জাতীয় লক্ষ্যের ওপর প্রবল অনুভূতি ছিল, যা অন্য প্রতীচ্য ব্যক্তিদের চেয়ে অধিক বলা যেতে পারে।

তারা রাষ্ট্রকে স্বর্গীয় ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করতো এবং সকল আইন জেহোবার ইচ্ছা থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে। আইন সমকক্ষহীন ও স্থায়ী, যা শাসক ও প্রজার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আইন মানুষের দ্বারা প্রণীত ও পরিবর্তিত হতে পারে না। বলা বাহুল্য, হিব্রুগণ সাধারণ প্রতীচ্য বিশ্বাসকে তাত্ত্বিক ক্ষমতায় যুক্ত করেছিল, যাতে ছিল জনগণকে সম্মান দেয়া। জনগণ স্বেচ্ছায় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে জেহোবার শাসন গ্রহণ করেছিল। তারা স্বর্গীয় প্রীতি পাওয়ার জন্য আনুগত্যের নিগড়ে আবদ্ধ হন। যখন তারা আইন অমান্য করতো তারা দোষী বলে স্বীকৃত হতো, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই অসম্মান করে নয় তাদের পবিত্র চুক্তি বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।

হিব্রুগণ আরও বিশ্বাস করতো মূল্যবান প্রশ্ন নিয়ে জেহোবার সাথে আলোচনা করা যেতে পারে এবং তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে উত্তরও দিতে পারেন। এভাবে পয়গম্বর এবং বিচারকদের বাক্য ঈশ্বরের ইচ্ছারই ফসল, যা সময়ে সময়ে আবির্ভূত হন। এসব নেতা উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের পদমর্যাদা লাভ করতো এবং তারা আলাদা শ্রেণী গঠন করে নি। তারা চারিত্রিক বল এবং স্বাভাবিক সক্ষমতায় ক্ষমতা লাভ করেন এবং তাদের কর্তব্য ছিল নৈতিক ও রাজনৈতিক। হিব্রু রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও ধর্মযাজকগণ এতে শাসকের ভূমিকা পালন করতেন। অধিকাংশ রাজ্যে বিচারক দলের বাইরে থেকে আসতেন; কিন্তু ধর্মযাজকরা পরোক্ষভাবে ক্ষমতাশালী ছিলেন। এমনকি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও তাদের ক্ষমতা কম ছিল না, তখন হিব্রু উপজাতিগণ একতাবদ্ধ হতে এবং কেন্দ্রীভূত সরকার গড়তে বাধ্য হতো। ফিলিস্তিনিদের সাধারণ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে রাজার জন্য ঈশ্বরের নিকট আবেদন করতো। তিনি তাদের অনুরোধ অনুমোদন করতেন এবং উক্ত অনুমোদন

ধর্মযাজকদের ব্যাখ্যায় অনিচ্ছাকৃতভাবে জানালেও প্রথম রাজা মাউল, মামুয়েল নামে ধর্মযাজকের মধ্যস্থতায় নির্বাচিত হয়, যখন মাউল অযোগ্য বলে প্রমাণিত হলো—মামুয়েল ধর্মযাজকরূপে তাকে অপসারণ করেন এবং তার স্থলে অপর একজনকে নির্বাচন করে।

হিব্রু রাজনৈতিক চিন্তায় গণতান্ত্রিক উপাদান কেবল ঈশ্বরের প্রতি স্বেচ্ছাভিত্তিক ধারণাই দেয় নি, রাজতন্ত্রের ওপর জনগণের মতামতের প্রভাবের কথাও বলা হয়েছে। হিব্রুগণ তাদের শাসকদের সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করে নি। ধর্মগুরু নাথন কর্তৃক ডেভিড তিরস্কৃত হয়েছিলেন, ইলিজা আহাবকে অনুরূপ তিরস্কার করেন। ধর্মগুরুগণ খোলাখুলিভাবে রাজকীয় দুষ্কৃতি ও কুশাসনের কথা বলে জনগণের অসন্তোষ সৃষ্টি করতেন। জনগণ সলোমনের রাজকীয় কার্যাবলি কড়া সরকার, কর, সামবিক চাকরি, বলপূর্বক শ্রম বিনিয়োগের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং তার মৃত্যুর পর তার পুত্রকে রাজারূপে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, অপর একজনকে রাজা হিসেবে নির্বাচন করে।

ধর্মগুরুদের শিক্ষায় পরিষ্কার সামাজিক উপাদান নিহিত ছিল। দরিদ্রের প্রতি দু'দণ্ডে ভারবাহী মানুষের প্রতি ধৈর্যপূর্ণ সহানুভূতি এবং প্রথম নির্দিষ্ট বাণীতে মানুষের ভ্রাতৃত্বের বাণী ছিল।

জনগণও একটি আইনকে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে পরিণত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। আইনকে প্রথমে জেহোবার প্রত্যক্ষ ইচ্ছা বলে মনে করা হতো, যিনি জেহোবা ধর্মযাজকদের মাধ্যমে তাঁর নিকট আনীত বিরোধসমূহ মীমাংসা করতে বলতেন। এসব সিদ্ধান্ত বা টোরাস স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিল, যার ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা হতো। মুসা পরবর্তী সময়ে নিরপেক্ষ বিচারালয় স্থাপন করেছিলেন। এসব বিচারালয়ে সাধারণ মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হতো, এবং প্রতিষ্ঠিত আইন প্রয়োগ সম্ভব হতো। নতুন এবং কঠিন প্রশ্নসমূহকে ধর্মযাজকদের নিকট পেশ করা হতো। যা হোক, ক্ষমতাসম্পন্ন নিয়ম পদ্ধতির বিষয় ক্রমাগতভাবে অনুভূত হচ্ছিল স্থানীয় বিচারকদের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আংশিকভাবে এবং আংশিকভাবে নীতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে জনগণ এটা অমান্যের জন্য বিপদগ্রস্ত না হয়। এভাবে গির্জার (চুক্তিপূর্ণ) গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্তের উল্লেখ ছিল, যা অষ্টম শতাব্দীর। পরবর্তী সময় ঐগুলো নির্দিষ্ট আইনে পরিণত হয়। এতে নতুন কোনো নীতি ছিল না কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে Deuteronomic Code ঘোষিত হয়। উক্ত নিয়ম-পদ্ধতি ব্যক্তিগতভাবে প্রণীত হয় এবং এতে এমন সব প্রাচীন আইন ছিল, যাতে এর লেখকদের চিরস্থায়ী করে ধরে রাখার যোগ্যতা ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে তাদের পিতার প্রথাগুলো মেনে নেয়ার কথা এবং আসিরিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে। এতে এমন সব বিস্তারিত পরিবর্তন ছিল যে ঐগুলো গ্রহণীয় করে তোলার জন্য ধর্মযাজকদের বহু বছর লেগেছিল। এটাকে আনুষ্ঠানিক জনসভায় উত্থাপন করা হয়, যেখানে জনগণ এবং রাজা উক্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তুসমূহকে গির্জার পবিত্র নির্দেশরূপে মেনে চলার চুক্তিতে উপনীত হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে এর বিধিবদ্ধতা সম্পূর্ণ করা হয় এবং এটা বিরাট জনসভায় জনগণ কর্তৃক সম্পন্ন করা হয় ও ধর্মযাজকীয় আইনরূপে অভিহিত হয়। সঙ্কলনকারী এজরা উক্ত গ্রন্থ বেবিলিয়ন থেকে জেরুজালেমে নিয়ে আসে।

পরবর্তী সময় হিব্রু চিন্তাধারা অসহনীয় আচার সর্বস্ব অকাট্য দলিলে পরিণত হয়। যুদ্ধের দ্বারা আন্তঃগোত্র হিংসা ঘনীভূত হয়ে বর্বর জনোচিত যুদ্ধকে আরও ঘনীভূত করে। হেলেনিজম ও খ্রিষ্টান সভ্যতা এর বহু নীতি ইউরোপে ছড়িয়ে দেয় এবং আধুনিক জগতে বিস্তার লাভ করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রাচীন মতবাদ

প্রাচীন সাহিত্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের নীতিগত দিক পাওয়া যায় এবং প্রাচীন জনগণের আচরণ থেকেও তা জানা যায়। সার্বভৌম এবং স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে আধুনিক আন্তর্জাতিক ধারণার উন্নয়ন হয় নি, যে পর্যন্ত না মধ্যযুগে জাতীয় রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। তথাপি প্রাচীন জনগণ নির্দিষ্ট প্রথা ও আইনকানুন অনুযায়ী সাধারণত ধর্মীয় অনুমোদনের ভিত্তিতে বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রাখতো। আন্তঃদলীয় সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ মূলত শক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হতো। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এবং পরিবেষ্টিত বারবাবিয়ান বর্বরদের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে প্রাচীন রাষ্ট্রগুলোর প্রতিষ্ঠা হতো।

স্বাভাবিক অবস্থায় আন্তঃ রাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের ধারণা আধুনিক জগতের সাথে পার্থক্যপূর্ণ, যা রোমান সাম্রাজ্য থেকে উন্নীত হয় *(Pax Romana*র সাথে)। যুদ্ধকে মানবজাতির স্বাভাবিক শর্ত হিসেবে মনে করা হতো। শান্তি বিশেষ যুক্তির মাধ্যমে বিশেষ অবস্থায় অর্জন করা হতো।

রাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ম্যাকিভিলয়নের প্রকৃতির ছিল এবং যুদ্ধের সাহায্যরূপে প্রয়োগ করা হতো অথবা এর বিকল্পরূপে বিদেশিদের শত্রু মনে করা হতো, তাদের কোনো আইনগত অধিকার ও বাধ্যকতা নেই। একই গোত্র ও ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো কোনো সম্পর্ক ও বন্ধন স্বীকৃত হতো; কিন্তু রাষ্ট্রসমূহের কোনো অধিকার ছিল না এবং পরস্পর আইনগত বাধ্যবাধকতার গণ্ডিতে বাঁধা ছিল না। হিব্রুগণ তাদের আন্তঃগোত্রীয় ব্যবহারে পারস্পরিক অধিকার স্বীকার করে নিতো, অন্য ব্যক্তিদের শত্রুরূপে বিবেচনা করতো। প্রতিশ্রুত ভূমিতে মৌলিক অধিকারীদের সাথে তিক্ত সম্পর্ক বজায় রাখতো।

যুদ্ধ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে শুরু হতো। বিজিত লোকের সম্পদ বিজয়ীদের করুণার ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং ঐ সময়কার সাধারণ ধর্ম ছিল পরাজিতদের হত্যা করা অথবা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা। হত্যাকারীদের মৃতদেহকে দলিত-মথিত করতো, বন্দিদের ভয়াবহ অত্যাচার করা হতো এবং বিজয়ীরা তাদের স্মৃতিস্তম্ভে অত্যাচারের গর্বিত কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখতো। দেবতাদের সাথে সখ্য রাখাকে ধর্ম মনে করা হতো এবং অন্য উপাসনাকারীদের তাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে মনে করা হত। চল আমরা এদের বিরুদ্ধাচরণ করি, কারণ আমাদের ঈশ্বর ওদের ঈশ্বরের চেয়ে অনেক বড়। ওদের এই ছিল চরিত্রগত যুদ্ধংদেহি চিৎকার। প্রাচ্যের ব্যক্তিরা তাদের দেবতাদের ক্ষমতা যতো বেশি লোকের ওপর বিস্তার করা যেতে পারে এটাকেই তাদের প্রধান কর্তব্যসমূহের অন্যতম মনে করতো। এটা অর্জনের পদ্ধতি ছিল সামরিক শক্তি প্রয়োগ। বিজয় দেবতাদের প্রাপ্ত এবং পরাজয়বরণকারী শাস্তি ভোগ করবে, কারণ এটাই স্বর্গীয় বিধান।

যাহোক, ঘন-ঘন জীবনমৃত্যুর যুদ্ধ যা আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সংঘটিত হতো, সাথে সাথে আত্মীয়তা এবং ধর্মীয় ঐক্য সমাজের অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। বন্ধুদের প্রতি আনুগত্য, আত্মবিসর্জন, সাধারণ কারণের প্রতি অনুরাগ অবিরাম কর্মতৎপরতার অন্তর্গত ছিল। আদিম ব্যক্তিরা নিবিড় ভ্রাতৃত্বের আদর্শের প্রতি অনুরক্ত ছিল এবং জাতিগত বন্ধন পাশ্চাত্যের মতো ছিল। আদিম যুগে প্রতিযোগিতা দলের মধ্যে সীমিত ছিল, ব্যক্তির মধ্যে নয়। দলের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ধারণা বিদ্যমান ছিল। একজন লোকের ক্ষতি হলে সেটাকে দলীয় ক্ষতি বা আঘাত মনে করা হতো এবং সদস্যদের কর্মতৎপরতার জন্য দলকে দায়ী করা হতো।

আদিম মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কের একেবারে কমতি ছিল না। পরস্পর সাহায্য

বিনিময় হতো, এটা অসভ্যদের মধ্যেও ছিল। আদিম রাষ্ট্রের মধ্যে চিঠিপত্রের উপহারের বিনিময় হতো। তাছাড়া দূতাবাসের ও মৈত্রীর প্রচলন ছিল। তা ছাড়াও ছিল আন্তঃবিবাহ, যা সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলতো। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের দুর্নীতিপরায়ণ করার জন্য ঘুষ প্রদানের প্রচলন ছিল। সীমিত শর্তাধীনে আগন্তুক ও দূতদের আতিথেয়তার কঠোর নিয়ম ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে পালিত হতো।

অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আসিরিয়া সাম্রাজ্য পশ্চিম এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহকে গ্রাস করে এবং বিশ্বে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। রোমে রাজনৈতিক একতা বিশ্বশান্তি ও আইনের সপক্ষে প্রস্তাব রাখে। ঐ সময়ের হিব্রু ধর্মপ্রচারকগণ ঈশ্বরের ও ধর্মের প্রাধান্যের ওপর জোর দেয় এবং বিশ্ব জোড়া এক সাম্রাজ্যের কথা বলে যার অধিশ্বর হলেন জেহোবা তাদের সর্বজনীন শান্তির আদর্শের কথা বলে এবং এমন সময়ের কথা বলে, যখন এক জাতি অপর জাতির বিরুদ্ধে তলোয়ারকে কোষমুক্ত করবে না এবং যুদ্ধ সম্পর্কেও তারা কিছুই জানবে না। আদর্শের মতবাদ হেরোডোটাসের মতে, একজন পার্সিয়ান গভর্নর আওনিয়ার নগরগুলোতে তাদের মধ্যে চুক্তি করতে বাধ্য করেছিল, যাতে তারা ভুলের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে কিন্তু একে অপরের দেশ যেন লুণ্ঠন না করে। প্রাথমিক হিন্দু দর্শনতত্ত্ব আন্তঃগোত্রের জীবনযাত্রার অবস্থার মাধ্যমে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করে। ক্ষমতার ভারসাম্য বিশ্ব সংগঠন এবং যুদ্ধে উদার মনোবৃত্তির পক্ষে রায় দেন। চীনা দার্শনিক মেনচিয়াস জাতির সম্পর্ক সংরক্ষণের জন্য একই ধরনের নৈতিক আইন প্রয়োগ করা উচিত এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জাতিগণ মীমাংসায় উপনীত হবে, যাতে থাকে ন্যায়বিচারের বিবেচনা, বল প্রয়োগ নয়। বাণিজ্যকে মৌলিকভাবে কদাচিৎ যুদ্ধ এবং লুণ্ঠন থেকে পার্থক্য করা হতো। ডাকাতিকে একটি সম্মানজনক সমঝোতা হিসেবে মনে করা হতো। বৈদেশিক নীতির বিশেষত্ব ছিল লুণ্ঠনের আশা। কার্থিজিনিয়ানস ও ফনিসিয়ানগণ সরকারি ব্যবসা হিসেবে বাণিজ্যকে সংগঠিত করতো এবং সুবিন্যস্তভাবে দুর্বল লোকদের বাণিজ্যিক শোষণ করতো, বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতো, যাতে তারা বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করতে পারে। প্রাথমিক বাণিজ্যিক বহুলাংশে সভ্য ও কম সভ্য লোকের মধ্যে ছিল অথবা বর্বর জাতীয় লোকদের মধ্যে ছিল। পরবর্তিগণ পূর্ববর্তীদের অবিশ্বাস ও ভয় করতো এবং ধ্বংসের মধ্যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটতো। দাসত্ব এবং ঔপনিবেশিক নির্ভরশীলতা অর্ধ সভ্য যোদ্ধাদের সাধারণ ভাগ্যরূপে বিবেচিত হতো। প্রাচীন লোকেরা কৃষি পেশা গ্রহণ গৌরবের মনে করতো এবং বাণিজ্যকে অবিশ্বাস করতো ও কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের অনুমোদন দিতো।

বন্ধুভাবাপন্ন বাণিজ্যিক সম্পর্ক মিশরীয়গণ স্থাপন করতো এবং বাণিজ্য সন্ধিসমূহ মাঝে মাঝে করা হতো ও পর্যবেক্ষণ চলতো। সলোমনের অধীন ইহুদিদের বাণিজ্য পোত সুদূর বন্দরে গমনাগমন করতো ও পরবর্তী সময় ইহুদি রাজাগণ বিদেশে বাণিজ্য সংস্থা স্থাপনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং একই ধরনের সুবিধা বন্ধুভাবাপন্ন ধনিকদের ক্ষেত্রে মঞ্জুর করেন

গ্রন্থপঞ্জি :

W.W. Willoughby : *Political Theories of the Ancient World.*

Bowle, John, *Western Political Thought.*

Frankfort, H., and others *The Intellectual Adventur, of Ancient Man.*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীক নগর-রাষ্ট্র

যদিও প্রাচ্যের রাজনৈতিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের কৌতূহল ও জানার আগ্রহে প্রধানত আমরা গ্রীসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো, যাতে আমরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল আবিষ্কার করতে পারি। আমাদের অতীত গবেষণাকর্ম প্রাচীন গ্রীক সমাজ নিয়ে শুরু হয়, যাতে ছিল তাদের সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান এবং এর সঙ্গে যাদের নাম জড়িত তারা হচ্ছেন, সফোক্লোস ও ইউরিপিডাস, ফিডিয়াস ও পলিক্লেটাস ইউক্লিড ও হিপোক্রেটাস এরূপ কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রীয় দর্শনে এমন কি এটা অধিকতর সত্য যে শতাব্দীব্যাপী যদিও উল্লেখযোগ্য পরিশোধন হয়েছে তবুও আমাদের প্লেটো ও এরিসটোটলের মহান যুগে ফিরে এসে কতিপয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উত্তর আবিষ্কার করতে হয়, যা মানব জাতিকে অবিরামভাবে বিব্রত করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যুক্তি ও কর্তৃত্বের প্রশ্ন ন্যায়বিচার আইনের শাসনের নিবিড় বিশ্লেষণের প্রয়োজন। প্লেটো ও এরিসটোটলের আলোচনা কথোপকথন বিবেচনা করে এর বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। কিন্তু এরূপ সমীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথমে নগর রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক পটভূমিকাকে বিবেচনা করতে হবে।

গ্রীক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

গ্রীক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রীসের উপত্যকা এবং নিকটবর্তী উপকূল ও দ্বীপসমূহে হেলেনিক জগৎ একগুচ্ছ নগবে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত ছিল। এসব শহরের সাধারণ মৌলিক ঐতিহ্য ছিল এবং একই ধরনের সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। রাজনৈতিকভাবে তারা স্বাধীন ছিল, তারা অস্থায়ী বন্ধুত্ব করতো এবং কোনো কোনো শহরের প্রবণতা ছিল তাদের প্রতিবেশীদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করা। মাঝে মাঝে উপনিবেশসমূহ গঠিত হতো এবং তারা তাড়াতাড়ি রাজনৈতিক বন্ধুত্ব মূল দেশের সাথে ছিন্ন করে স্বাধীন হওয়ার প্রবণতা লাভ করে।

এসব নগর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে রক্তের বন্ধনজনিত হোমারের ঐতিহ্য প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে ধনী ব্যক্তিবর্গ নেতৃস্থানীয় গোত্র ও উপজাতিসমূহ অধিকাংশ শহরে কতিপয়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এসব একনায়ক অক্ষমতা ও ঝগড়াপরায়ণ হয়ে ওঠে এবং অত্যাচারী রাজাদের দ্বারা সপ্তম ও পঞ্চম শতাব্দীতে উৎখাত হয় এবং উৎখাতকারীরা জনগণের মন জয় করে। যাহোক শিগগির দেখা যায়, কতিপয়ের শাসন অচিরে দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে কিছুটা সরে আসে। ঐসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকের লোভ-লালসা থেকে তারা তুলনামূলকভাবে দূরে ছিল। অভিজাতদের সাথে একাত্ম হয়ে জনগণ বিদ্রোহ করে নগরের পর নগরের পতন ঘটায় এবং অত্যাচারীদের বিতাড়িত করে। অভিজাতদের সাথে প্রতিযোগিতা করে তারা জনগণের ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে। এ সময়েই গ্রীক

রাজনৈতিক চিন্তাধারার সূত্রপাত ঘটে।

নগররাষ্ট্রের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্পার্টা ও এথেন্স প্রথমেই তাদের নেতৃত্ব স্থাপন করে। গ্রীকদের এসব শহরের ওপর যখন দৃষ্টিপাত ঘটে তখন পারস্য অভিযানে সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগে তারা বাধ্য হয়। স্পার্টা এবং এথেন্সের শত্রুতা পেলোপনিশিয়ান যুদ্ধের সময় অবসান হয়। স্পার্টার সরকার অনড় সামাজিক পদ্ধতিতে গঠিত ছিল, যা জনসংখ্যাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল। হেলোটস ও সার্ফদের সংখ্যাধিক্য ছিল, যাদের কৃষি শ্রমিকরা জনসংখ্যাকে সমর্থন করতো। কিন্তু তাদের নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। পেরিওকোই এবং মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রধান শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল, তাদের নাগরিক অধিকার ছিল; কিন্তু রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনো স্থান ছিল না। মৌলিক ডরিয়ান বিজয়ীরা স্পার্টানদের যথাযথ বংশধর ছিল, যদিও তাদের সংখ্যা কম ছিল এবং জনগণের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। তারা জমির মালিক ছিল এবং বাণিজ্য তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তারা সামরিক বিভাগে তাদের শক্তিক্ষয় করতো, যে পর্যন্ত তাদের শারীরিক যোগ্যতা থাকতো ততদিন সামরিক বিভাগের কাজে নিয়োজিত থাকতো। তারপর সরকারি বিভাগে যোগদান করতো। তাদের জীবন ছিল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং তারা সমাজবদ্ধ ছিল। সাত বছরের শিশুদের একই রূপ প্রতিষ্ঠানের জন্য রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেয়া হতো এবং বয়স্করা সাধারণ হোটেলে আহার গ্রহণ করতো। শারীরিক বল ও যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো। তাদের সবরকম বিলাসিতা ও অসমতা নিষিদ্ধ ছিল। প্রতিটি মামলা-মোকদ্দমায় বিচারকের রায় চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতো। লিখিত আইনকানুন প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ ছিল। বিদেশিদের সাথে যোগাযোগ সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। স্পার্টানদের সমস্ত গোষ্ঠী নিয়ে সরকারি পদ্ধতির একটি পরিষদ ছিল, ২৮ সদস্যের সিনেট সারাজীবনের জন্য নির্বাচিত হতো। দুইজন রাজা হতো সমক্ষমতাভিত্তিক। বছরে পাঁচজন নির্বাচিত সদস্যের ephors ছিল। এফরগণ মৌলিকভাবে রাজাদের ক্ষমতা এবং সিনেটের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতো। তারা ক্রমে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করে। ভূমির মালিকদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় স্পার্টানদের অধিকাংশ জনসাধারণের অংশ প্রদানে অক্ষম ছিল। তারা সরকার থেকে বহিষ্কৃত হয়, আসলে ক্ষমতা সঙ্কীর্ণ একনায়কত্বে পরিণত হয়।

এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্পার্টায় গ্রীক রাজনৈতিক চিন্তাধারা সামান্যই অবদান রেখেছে; কিন্তু পরোক্ষভাবে এদের গুরুত্ব কমে যায় নি। এথেন্সের দার্শনিকগণ এমন সময় লেখালেখি করে, যখন এথেন্স দ্রুত ভেঙে যাচ্ছিল। সামরিক সাফল্য এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার অভাবে তারা স্পার্টার দিকে মনোনিবেশ করে এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের ওপর চরম নির্ভরশীল হয়।

অনেক ব্যাপারে এথেন্স ও স্পার্টানদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। ইতিহাসের অধিকাংশ জুড়ে দেখা যায় এথেন্স নিবিড়ভাবে সাংগঠনিক ও মানসিক দিক থেকে গণতান্ত্রিক ছিল। অধিকন্তু এথেন্স কৃষিতে না গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্যে অগ্রগতি লাভ করে এবং ঐতিহ্যগতভাবে বিজয়ী ও বিজেতাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। বিপুলসংখ্যক বন্ধুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করতো ও এর নাগরিকদের ওপর ভিসার মতো কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হতো না।

এথেন্সের সামাজিক শ্রেণী দাসদাসী, বিদেশি, আবাসিক ব্যক্তি ও এথেন্সের নাগরিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। দাসগণ এথেন্সের অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ ছিল এবং তাদের কোনো অধিকার ছিল না। অধিকাংশ দৈহিক পরিশ্রম তাদের ভাগ্যে পড়তো। কিন্তু এটা মনে করা

ভুল হবে যে বাকি জনগোষ্ঠী আরাম-আয়েশে শ্রেণীভুক্ত ছিল। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, যা স্যাবাইন উল্লেখ করেন। অনুমান করা যায় না যে, এথেন্সের মতো শহরের পুরুষগণ যাদের হাতে শ্রমের মাটি স্পর্শ করে নি।

অধিকাংশ খনিতে এবং বৃহৎ কারখানায় দাসগণ কাজ করতো। নাগরিকগণ তাদের দাসত্বমূলক কাজ করাতে নিয়োগ করতো, যে কাজগুলো ছিল প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত। উক্ত পদ্ধতিতে যে দোষত্রুটি ছিল এটা বিস্তারিতভাবে আলোচনায় আসতো না। দাসত্ব প্রথা সর্বত্র প্রচলিত ছিল এবং এটা বিধিবদ্ধরূপে গৃহীত হয়।

এথেন্সের জনগোষ্ঠীতে আবাসিক বিদেশিদের সংখ্যাও কম ছিল না। এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর। তাদের কেউ কেউ অস্থায়ী হওয়ায় তাদের সংখ্যার তারতম্য ছিল। অনেক পরিবার ছিল যারা পুরুষানুক্রমিকভাবে এথেন্সে বসবাস করতো এবং তারা কোনো নাগরিকত্ব অর্জন করে নি। এথেন্সীয়দের জন্মগতভাবে নাগরিকত্ব প্রদান করা হতো। এর ফলে এথেন্সের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মিত্রদের ক্ষীণ আশা ছিল। অন্যদিকে তাদের কোনো ভেদাভেদের দৃষ্টিতে দেখা হতো না। তাদের পরিপূর্ণ সামাজিক ও নাগরিক অধিকার ছিল, দলগতভাবে তারা এটা যোগ করতো, সমৃদ্ধির জন্য নয়। সব রাজনৈতিক ক্ষমতা শেষ দলের ওপর অর্পিত ছিল, যথা নাগরিক। তাদের উঁচুস্তরের ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করা হতো। মহৎ ব্যক্তিগণ-নোবেলগণ নগরের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মৌলিকভাবে সব রাজনৈতিক ক্ষমতা নোবেলদের দখলে ছিল কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে নোবেল এবং কমনদের সাধারণদের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সোলনে সংস্কার সাধিত হয়। জন্মগত অধিকারের চেয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি অর্থের ও সম্পদের ওপর নির্ভর করে এবং সকল নাগরিক জনজীবনে অংশীদারিত্ব লাভ করে। ৫১০ খ্রিষ্টপূবে যখন অত্যাচারীরা নির্বাসিত হয় ক্লেইসথেনর আইন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎসাহের সঞ্চার করে এবং পরবর্তী শতাব্দীতে পেরিক্লেসের অধীনে এথেন্সের গণতন্ত্র চূড়ান্তরূপ লাভ করে।

এথেন্সের নাগরিক হওয়ার মানে ছিল সরকারি কাজকর্মে সক্রিয় সদস্য প্রাপ্তি। যদি কোনো নাগরিক কিছুই না করতেন তিনি সংসদে যোগ দিতেন, যা ছিল সরকারের প্রধান অঙ্গ। প্রতিবছর ১০ বারের বেশি ২০ বছরের অধিক নাগরিকবৃন্দ জনগণের বিষয় বিবেচনার জন্য একত্র হতেন। এরূপ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত আইনে পরিণত হতো এবং পাঁচশ' আসনের সংসদ কর্তৃক অথবা বিচারক দ্বারা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো, যখন সংসদ সর্বাধিক ক্ষমতা বহন করতো। কদাচিৎ নীতি-নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতো, এটা সরকারের অন্যান্য বিভাগের ওপর ন্যস্ত হতো এবং সংসদের কাছে জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকতো। পাঁচশ' আসনের সংসদ এদের প্রধান আইনসভা ছিল। এটা প্রতিনিধিত্বশীল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। স্থানীয় জেলা কর্তৃক সদস্য নির্বাচিত হতো, যাদের ডিমেস (Demes) বলা হতো। যাদের মনোনীত করা হতো তাদের মধ্যে পাঁচশ'জনকে এক বছরের জন্য লটারি করে নির্বাচন করা হতো। এই বিষয়ে লটারির ব্যবহার গণতান্ত্রিক দেশসমূহকে সর্বদা উৎসাহিত করতো। এথেন্সিয়ানরা তাদের পদ্ধতিকে ভোটের চেয়ে অধিকতর গণতান্ত্রিক মনে করতো। কারণ লটারির ব্যবহার প্রতিটি মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দান করতো। যেহেতু সংসদ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে—এটা মনে করা হতো নির্বাচিত ব্যক্তিসমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্ব করবে। কারণ তাদের বিশেষ মেধার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয় নি, যা তাদের অন্যদের থেকে পৃথক করেছিল। এর তত্ত্ব এই ছিল যে, প্রত্যেকে সবার দ্বারা শাসিত হবে এবং বদলে প্রত্যেকে সবাইকে শাসন করবে। সংসদের ঐ সময় ক্ষমতা ছিল, যে ক্ষমতা সরকারের নির্বাহী বিভাগ বহন

করে। তারা রাষ্ট্রদূত পাঠাত এবং রাষ্ট্রদূত গ্রহণ করতো নৌবাহিনী প্রশাসনিক সংস্থাসমূহকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতো। তাছাড়া এটা আইন কর্মসূচি প্রণয়ন করতো, যা সংসদে পেশ করা হতো।

সংসদের সাথে বিচারকমণ্ডলী সম্পৃক্ত ছিল—বিচারকমণ্ডলী দশটি উপজাতি থেকে দশজন নির্বাচন করে গঠন করা হতো, যাতে এথেন্স বিভক্ত ছিল। তারা স্বল্পকালের জন্য কাজ করতেন এবং লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন। তাদের এই প্রশাসনিক ক্ষমতা কঠোরভাবে সংসদ দ্বারা সীমিত ছিল। কাউন্সিল ও কোর্ট এটা নিয়ন্ত্রণ করতো। এদের কাজের মেয়াদ সংসদ কর্তৃক মাসিক সভায় আলোচিত হতো। একজন বেসরকারি নাগরিক তাদের বিরুদ্ধে যে-কোনো তথ্য উত্থাপন করতে পারতেন। এর ফলে তাদের বরখাস্তও করা হতো।

জেনারেলদের বোর্ড অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশে অবস্থিত ছিল। এথেন্সিয়ান সমাজে এই দশজন সামরিক নেতার বিশেষ স্থান ছিল। জনগণের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা তা বিশেষভাবে ব্যক্ত করতো। এর সদস্যবৃন্দ লটারির দ্বারা নির্বাচিত হতেন না, প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। অধিকন্তু বোর্ডের সদস্যগণ অনির্দিষ্টকালের জন্য পুনর্নির্বাচিত হতেন। আইনগতভাবে এর ক্ষমতা সামরিক বিষয়ের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে সীমিত ছিল কিন্তু অরাজকতার সময় বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো।

চূড়ান্ত পর্যায়ে বিচারালয়সমূহ বিদ্যমান ছিল। আমাদের বিচারালয়গুলোর এগুলোর বিশেষ পার্থক্য ছিল, এটা সাংগঠনিকভাবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ছিল। এরা 'বিচার-প্রাপক' দ্বারা গঠিত, যা ছয় হাজার ব্যক্তির জুরি প্যানেলের দ্বারা নির্বাচিত হতো। প্রায়ই চারজন অথবা পাঁচশ' নাগরিক তাৎক্ষণিকভাবে একই জুরিতে কাজ করতো। এই বিপুল সংখ্যার তত্ত্ব ছিল বিচারালয় জনগণের—বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে জনগণের অনুমোদন বা অননুমোদন লিপিবদ্ধ হতো। এসব জুরির আদালত ও ফৌজদারি মামলার সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা ছিল এবং শাস্তিও বিধান করতে পারতো, যার বিরুদ্ধে কোনো আপিল ছিল না। তাদের আইন প্রয়োগেরও ক্ষমতা ছিল। আইনসমূহ প্রথার বিপরীত ছিল অথবা এথেন্সের সংবিধানেরও, যা আদালত কর্তৃক বাতিল করা যেতো না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয়ের মতো আদালতকে একইরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হতো। এটা আইনগত ক্ষমতার একটি চিহ্নিত পদক্ষেপ।

সম্প্রদায়ের জ্ঞান : পেরিক্লস

পেরিক্লস গ্রীসের রাজনৈতিক চিন্তার রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে অন্য উপাদানগুলোও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ধারণা, যার মধ্যে ছিল বন্ধুভাব, যার কতিপয় আধুনিক তুলনা মিলে। এথেন্সিয়ানদের জীবন আমাদের মতো আবদ্ধ ছিল না। সমাজের জন্য ব্যক্তিগত ও জনগণের স্বার্থ সমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। অধিকন্তু তারা সরকারের প্রতি ব্যাপক অবিশ্বাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না, যা এখনও সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায় নি। তারা সরকারের মাধ্যমে সুখ কামনা করতো। এদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব ছিল এবং লোকে মনে করতো আমাদের সমস্যা বিচ্ছিন্ন এবং বিপন্ন পরিস্থিতিতে এক এবং এদের অধিকাংশ আমাদের নৈর্ব্যক্তিক জগতে হারিয়ে গেছে, যেমন অনেকেই প্রতিবেশীদের কোনো খোঁজখবর রাখতেন না। কিন্তু বাজারের জীবনযাত্রা, আলোচনার প্রতি ভালোবাসা এবং মূল্যবোধ যা জনগণ একে অপরের সাথে পোষণ করে এরূপ ঘটনার জন্য এথেন্সে কোনো স্থান ছিল না।

সাধারণ মূল্যবোধের মধ্যে ধর্মের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না—দেবতাগণ ছিল সাম্প্রদায়িক দেবতা, তারা ব্যক্তিগত ও দয়ার্দ্রচিত্তে নগরে সভাপতিত্ব করতো। উপকথায় জানা যায়, তারা হাসতো, কাঁদতো, ভালোবাসতো, ঘৃণা করতো এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মতো বড় একটা তফাত ছিল না, বিশেষ করে ব্যবহারের দিক থেকে। প্রতীচ্যের ধর্মের মতো এথেন্সবাসীদের ধর্ম কোনো নিয়ম-নীতিতে লিপিবদ্ধ ছিল না। তা পালনের ক্ষেত্রে সামান্য কিছুর প্রয়োজন হতো। ধর্ম আসলে ছিল ব্যক্তিগত নীতির ফসল। গ্রীকদের কোনো ধর্মযাজক ছিল না, যারা চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণ অথবা ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। এর ফলে এ বিষয়ে ইচ্ছামতো জনগণ কমবেশি ভূমিকা পালন করতো। ধর্ম ছিল একতার একটি উৎসবমুখর প্রকাশ এবং নগরের ভালোবাসা নির্ধারিত ধর্মীয় বিশ্বাসের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ খুব একটা ছিল না।

অন্যান্য জিনিস সবার জন্য একই ছিল, গ্রীকের স্থাপত্য জনগণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, যেমন অন্যান্য ধরনের শিল্পকলার মতো। খনির মতো অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নগর কর্তৃক পরিচালিত হতো এবং মালিকানাও নগরেরই ছিল। কিন্তু এসব তথ্য কেবল এইটুক বুঝাতো গ্রীক জীবন একটি সাধারণ জীবন ছিল। সমাজের অনুভূতির প্রসারতা, প্রতিবেশীপরায়ণতা, নাগরিকসুলভ আচরণ এবং সাধারণ প্রোজ্জ্বল জীবনবোধ এগুলোই ছিল মূল শিকড়, যা দ্বারা এথেন্সিগণ জীবন নির্বাহ করতো।

পেরিক্লসের অন্তেষ্টিক্রিয়ার সামাজিক সচেতনতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যা গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক থসাইডাইডস লিপিবদ্ধ করে গেছেন। স্পার্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। প্রথম মৃত ব্যক্তিকে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। তাদের অবদান পেরিক্লিস, যিনি এথেন্সিয়ানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরেছেন এবং এথেন্স, যার জন্য প্রাণ দান কবেছে তার মহত্ত্ব প্রচার করেছেন।

'আমাদের সংবিধান প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আইন নকল করে নি। আমরা অন্যদের নিকট অনুকরণীয়, আমরা নকল করি না। আমরা প্রশাসনের অনেক কিছু ভালোবাসি, কতিপয় নয়—এজন্য একে গণতন্ত্র বলা হয়। আমরা যদি আইনের দিকে তাকাই, আইন সবার সুবিচার করে— তাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য জনজীবনে অগ্রগতিও দক্ষতার জন্য প্রশংসিত হয়, মেধার সাথে শ্রেণী বৈষম্যের স্থান নেই। এজন্য দারিদ্র্য পথ রোধ করে না। যদি কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রসেবায় সক্ষম হয়, তার অবস্থার অখ্যাতির জন্য কোনো বাধাপ্রাপ্ত হন না, যদি আমরা আমাদের সামরিক নীতির দিকে তাকাই এখানেও আমরা আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে পার্থক্য রচনা করি। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা জন্মকাল থেকেই বেদনাদায়ক জীবনে অখণ্ড। তারা মনুষ্যত্ব চায়, আমরা এথেন্সে যেভাবে চাই সেভাবেই বাস করি এবং যে-কোনো বিপদ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকি। আমাদের শহর প্রশংসার পাত্র, আমরা পরিচ্ছন্ন জীবনের চাষ করি—এতে বিলাসিতা নেই। আমাদের জ্ঞানে কোনো অহমিকা নেই, আমরা সম্পদ ব্যবহার করি প্রদর্শনের জন্য নয় এবং আমরা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি। আমরা দারিদ্র্যের অবমাননা বহন করি না। আমাদের সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক জীবন ছাড়াও ব্যক্তিগত জীবনের অংশীদার এবং আমাদের সাধারণ নাগরিকগণ যদিও শিল্প-বাণিজ্যের কাজে লিপ্ত তারা জনগণের কাজের যোগ্য বিচারক, অন্য জাতির মতো নয়। তার জন্য যে এসব বিষয়ে কোনো অংশগ্রহণ করে না, তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন নি এবং অকেজো—একথা বলা যায় না। আমরা এথেন্সবাসীদের ঘটনার যাচাই করতে পারি।

যদি আমরা মূল না পাই এবং বাধাপ্রাপ্ত প্রকোষ্ঠের মতো কর্মক্ষেত্রে আলোচনা করি, আমরা মনে করি কোনো বুদ্ধিমত্তার কাজের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে এটা অত্যাবশ্যক। এক কথায় আমি বলি নগর হিসেবে আমরা হেলাসের বিদ্যালয়।

এই স্মরণীয় অধ্যায়ে পেরিক্লিস এথেন্সীয় গণতন্ত্রের সর্বোত্তম দিক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। অনেক কিছুই বলা হয় নি? প্লেটো পরবর্তীকালে গণতন্ত্রকে দোষারোপ করেছেন কিন্তু তা সম্প্রদায়ের গর্বের প্রমাণ হিসেবে আদর্শের বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত হিসেবে রয়ে গেছে এবং এটা আকাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশার স্বল্প কিছুই রেখে গেছে।

গ্রীক রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার প্রকৃতি

সম্ভবত গ্রীক চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রথম নীতির সাথে সম্পর্কিত অথবা কেন্দ্রীয় নিয়মনীতির জন্য, যা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। একজন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক বলেছেন, তিনি বরং পারস্যের সম্রাট হওয়ার চাইতে একটি কারণগত আইন আবিষ্কার করবেন। গ্রীকরা মনে করতো সৃষ্টির কারণ হিসেবেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। ফলে এটা তাদের জন্যই রয়েছে, যাতে নিয়ন্ত্রণের নীতিসমূহ বের করা যায়, যদি তারা এ বিষয়টি বুঝতে চায়। এই নীতিসমূহ অনুসন্ধানে গ্রীকরা প্রথমে বহির্বিশ্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীতে মানুষের জানার ঔৎসুক্য মানুষের দিকেই নিবদ্ধ হয়। গ্রীকগণ গণসংস্কৃতি ও বর্বরদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তারা হেলেনিক লোক ব্যতীত অন্যদের বর্বর হিসেবে আখ্যায়িত করতো। তারা এর পার্থক্যের কারণ নির্ণয়ের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করেন। পরবর্তী সময়ে যখন এথেন্স স্পার্টারদের এবং মেসিডনের রাজা ফিলিপের সামনে খণ্ড-বিখণ্ড বা বিচ্ছিন্ন হয়, তাদের কার্যকারণ অনুসন্ধানের কাজে আরও উৎসাহ বেড়ে যায় এবং অনুসন্ধান হচ্ছে এ নীতিসমূহ যা শাসন করে।

এরূপ অনুসন্ধানকারী মনের সাথে যুক্ত করে এবং কারণের ওপর বিশ্বাস রেখে একটি শক্তিশালী বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। কতিপয় বস্তু চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ধর্মীয় পটভূমির জন্য গ্রীকদের ভয় কম ছিল। তৎপরিবর্তে স্বসমাজকে রূপ দেয়ার জন্য মানুষের সক্ষমতায় মুগ্ধ হতো, অদৃশ্য শক্তি থাকা সত্ত্বেও, যা অন্যান্য যুগে মানুষের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতো।

চিন্তার জন্য সমাজ থেকে মুক্ত হয়ে গ্রীকদের বুদ্ধিমত্তার সীমা ছিল অনন্ত। ক্যাটলিন ক্যাটালগ অধিক আলোচিত বিষয়ের মাত্র কয়েকটি। এখানেই গণতন্ত্র চিন্তার এবং লেখার স্বাধীনতা, যাচাই করে কাটছাঁট করা, গণতন্ত্রের সম্পর্ক এবং বিশেষজ্ঞ, নারীত্ব, নৃবিজ্ঞান, গর্ভপাত, বিশ্রামের সমস্যা অথবা ওষুধের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি অতিরিক্ত করা ঠিক নয়, উলঙ্গতা, মনস্তত্ত্ব, বিদ্রোহ, প্রলেতারিয়া (নিচু জাতি), শ্রেণীসংগ্রাম, যা জনপ্রিয় একনায়কত্বের পরে আসে। কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব জিনিস আলোচিত হতো তার সংখ্যা ছিল অগণিত। কিন্তু এসব আলোচনার উদ্দেশ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর মনোযোগ দেয়া হতো।

গ্রীকদের ধারণা, প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী মানুষের জীবনধারণ করা উচিত এবং এর সাথে থাকবে সঠিক কারণ। প্রকৃতি যে ক্ষমতা মানুষকে দান করেছে তা তাদের ব্যবহার করা কর্তব্য এবং তাদের সম্ভাবনার উন্নয়ন করাও উচিত। যেহেতু মানুষকে কারণ উপহার দেয়া হয়েছে, তাদের শুধু বাঁচা ঠিক হবে না, ভালোভাবে বাঁচতে হবে। তারপর জীবন সর্বোচ্চ আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত হবে, যা তাদের কারণ ধারণ করতে পারে। এটা সমাধা করতে

রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাপন অত্যাবশ্যক। মানুষ স্বভাবগতভাবে 'রাজনৈতিক জীব'। কেবল ঈশ্বর বা একটি পশু সমাজ ছাড়া চলতে পারে। অতএব, মানুষের সর্বোচ্চ উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। রাষ্ট্র, প্রকৃতি ও মানুষের সৃষ্টি এতে উভয়েরই ভূমিকা আছে। এর অতিরিক্ত যুক্তির প্রয়োজন নেই। সক্রিয় সমাজজীবনে মানুষ ও রাষ্ট্র একত্রে বাঁধা—এদের স্বার্থ বিপরীত নয়। রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত ব্যক্তিত্ব হিসেবে মনে করা হয়। এর মধ্যে সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্ব বিলীন হয়েছে। রাজনৈতিক অস্তিত্ব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাঠামো। যখন প্রাচ্য দেশীয়কে আইন ও রাষ্ট্রের আনুগত্যে তার অধীনস্থতাকে আনুগত্য হিসেবে মনে করে, যা একজন বিদেশিকে বাহ্যিক ক্ষমতার আনুগত্য স্বীকার করায় গ্রীকগণ এর মধ্যে দেখেছে, উচ্চমার্গে নিজস্ব গতি তার ইচ্ছাকে অন্য একটি ইচ্ছায় সমর্পণ যার গঠনে সে অংশগ্রহণ করছে।

গ্রীকদের রাষ্ট্রতত্ত্ব হচ্ছে যে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং প্রতিটি নাগরিক সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে। হেলেনিক জগতের রাষ্ট্রের প্রকৃতির তত্ত্ব যুক্তিযুক্তভাবে গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে যায়। যেহেতু সব মানুষ রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার করবে, যাতে তারা সর্বোত্তম জীবন অর্জন করতে পারে এবং প্রাচীন জগতের যানবাহন ও যোগাযোগের মাধ্যমে তারা আদর্শ নগর রাজ্য সৃষ্টি করবে। গণতন্ত্র কেবল একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে, ক্ষুদ্র দেশে এবং জনগণের মধ্যে টিকে থাকতে পারে। তাদের আদর্শ রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্র, দলবদ্ধ সম্প্রদায়, যার মধ্যে নাগরিকগণ ব্যক্তিগতভাবে একে অপরকে চিনতো এবং এক স্থানে তারা সবাই মিলিত হতে পারতো। অধিকন্তু কেবল রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষ সর্বোত্তম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। রাষ্ট্রের কর্মতৎপরতায় কোনো যুক্তির মাপকাঠি স্থাপন করা যায় না। মানুষের সর্বাপেক্ষা উত্তম স্বার্থ জনগণের আইনগত কর্মতৎপরতা এবং তারা রাষ্ট্রজীবনের ক্ষুদ্র বিষয়সমূহও নিয়ন্ত্রণ করবে এবং এটাই বাঞ্ছনীয়। যে ধারণা রয়েছে রাষ্ট্র নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিদ্যমান, যা রোমীয় তত্ত্বের বেসরকারি আইন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তা অবশ্যই মানুষের স্বাভাবিক অধিকার সমুন্নত রাখবে। এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রীক চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যেহেতু একজন ব্যক্তি ও রাষ্ট্র এবং সরকারি ও বেসরকারি বিষয়ের মধ্যে কোনো তফাত নেই।

সরকারি আইনের তত্ত্ব যা রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে গ্রীক রাজনৈতিক চিন্তায় তার কোনো স্থান নেই। গ্রীক গণতন্ত্র রাজনৈতিক অধিকারের ওপর ধারণা দিয়েছে কিন্তু বেসামরিক কোনো ধারণা দেয় নি।

আইন সম্পর্কে গ্রীকদের ধারণা কতিপয় ধাপ অতিক্রম করেছিল। হোমার ও হেসিয়ড রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক সংগঠনের কথা বলেছেন, যা প্রথা এবং ঐতিহ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এতে আইন ও ধর্মের কোনো তারতম্য করা হয় নি। ঈশ্বরের ইচ্ছা রাজার মাধ্যমে করা হয়েছে। এটাই ছিল ক্ষমতার উৎস।

অনুপ্রেরণারূপে আদেশসমূহ দান করা হতো, সাধারণ নীতির সাথে এর কোনো সংযোগ ছিল না। পূর্ব-পুরুষদের প্রথার ওপর প্রবল শ্রদ্ধা পোষণ করা হতো, যদিও অদৃশ্য ন্যায়বিচারের কঠিন ধারণা ছিল কারণ যা মাঝে মাঝে তুলে ধরা হতো। যখন রাজতন্ত্র উচ্চ পর্যায়ের শাসক দ্বারা বিলীন হলো, তখন তাত্ত্বিক ধারণা দুর্বল হয়ে পড়ে। উঁচু শ্রেণীর শাসকগণ স্বর্গীয় অনুপ্রেরণাকে দাবি করতে পারেন নি, যা রাজাগণ করতেন। যখন তারা অলিখিত প্রথার সমালোচনা করে তখন লিখিত আইন প্রণয়নের দাবি ওঠে। অতএব কোডস বিধিবদ্ধ আইনের আবির্ভাব হয়। স্পার্টায় লাইকারগাসের প্রধান আইনসমূহের জন্ম হয় এবং

এথেন্সে ড্রেকোব অপরাধ আইন উন্নীত হয়। পরবর্তী সময় এটা সলোনের বেসামরিক ও রাজনৈতিক আইনে সংযোজিত হয়। অতএব আইন নিরপেক্ষ হলো, তাত্ত্বিক ধারণাকে বাদ দেয়া হলো এবং এতে মানবীয় উপাদানসমূহ অধিক গুরুত্ব লাভ করে।

যাহোক, গ্রীকরা আইনের ধারণাকে রাষ্ট্রের আইন সভার সরাসরি সৃষ্টিরূপে মেনে নিতে পারে নি। নতুন আইন সংযোজন কঠিন হয়ে পড়ে, এমনকি এথেন্সের গণতন্ত্রের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও। পরবর্তী পর্যায়ে গ্রীকরা বিশ্বাস করে যে আইন আবিষ্কার করতে হবে এবং একে পরিপূর্ণ পদ্ধতি আকারে পেতে হবে যুক্তি ও কারণ থেকে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি থেকে এর উদ্ভব হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং এর প্রয়োজনের ওপর সোচ্চার ধ্বনি উত্থিত হয়। আইনের সাধারণ নীতিকে খাঁটি এবং স্থায়ীরূপে বিশ্বাস করা হলো, যা জনগণের ইচ্ছায় পরিবর্তিত হবে না। প্রকৃতিই ছিল আইনের উৎস, মানবীয় কারণ ছিল উপায়, যার মাধ্যমে প্রকৃতির ইচ্ছাকে আবিষ্কার করা যেতে পারে। যখন রাজনৈতিক পদ্ধতির সাধারণ প্রকৃতির সংশোধন প্রয়োজন, তখন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আসে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্যকে কেবল প্রয়োগ হিসেবে সাধারণত মনে করা হতো, আইন সৃষ্টিকারী হিসেবে নয়। গ্রীক তত্ত্বের মতে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কাজ বিচার সংক্রান্ত। এটা ছিল আইনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এথেন্সের গণতন্ত্রের আদালতসমূহ চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

সফিস্ট বা কূটতার্কিকগণ

গ্রীকদের প্রাচীন সাহিত্য থেকে রাজনৈতিক চিন্তার কথা জানা যায়। হোমার জনকসুলভ শাসনকালের চিত্র অঙ্কিত করেছিলেন, যাতে রাজন্যবর্গ ছিলেন দেবতাদের বংশধর। তারা স্বৈরক্ষমতা প্রয়োগ করতো এবং অধিকাংশ ব্যক্তিকে ঘৃণার চোখে দেখতো। হেসিওডের ও সাতজন ঋষির বিভক্ত লেখায় রাজতন্ত্রের সমর্থন দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজার কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং শাসকদের কার্যাবলিকে অন্য ব্যক্তিদের কাজের সমমানে যাচাই করা হয়। রাজতন্ত্র হতে উঁচু শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণ ও ফলাফলের ওপর রাষ্ট্রের উদারনীতির উদ্ভব ঘটে।

পঞ্চম শতাব্দী যা পারস্য থেকে শুরু হয়ে পেলোপলেসিয়ান যুদ্ধে সমাপ্তি ঘটে। রাজনীতির প্রতিটি পর্যায়ে হেলনিক জগৎকে অভিজ্ঞতা দান করে। পারস্যের স্বৈরতন্ত্র এবং স্পার্টারদের কতিপয় শাসকগোষ্ঠীর তিক্ত সংগ্রাম রাজনৈতিক প্রতিফলনকে প্রভাবিত করে। গ্রীক জগতের ধর্মীয় বিশ্বাস বিলীন হয়ে যাচ্ছিল, জনগণের বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে গণতন্ত্র দ্রুত বিস্তার লাভ করছিল। সাথে সাথে প্রশাসনের ধ্বংস এনে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, ফলে সরকারি নীতির স্থিতিশীলতার অভাব দেখা দেয়। প্রাচীন বাধাসমূহ অন্তর্হিত হচ্ছিলো, অত্যন্ত বিপ্লাত্মক ধারণাকে চিন্তার স্বাধীনতারূপে অনুমোদন করা হতো এবং বুদ্ধিমত্তার জীবনকে সাধারণ উত্তেজনার ফসল মনে করা হতো। পুরাতন উঁচু শ্রেণীর আভিজাত্য এবং নতুন ধনবান শ্রেণীর মধ্যে যারা ভূমির মালিক শ্রেণীর ছিল ও তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্ব দেখা যায় যার ওপর বিদেশি ধ্যান-ধারণা ও উদ্ভাবনীর প্রভাব ঘটে।

এভাবে কৌশলী গণবক্তা ও রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা শিল্পকলার নিয়োগের দ্বার উন্মোচিত হয় এবং একদল শিক্ষকের আবির্ভাব ঘটে, যারা রাজনীতির পাঠ দান করতেন। মানুষকে শিক্ষা দিতেন কিভাবে কার্যকরভাবে আবেদন করা যায়, বক্তৃতার মাধ্যমে ও যুক্তির মাধ্যমে জনগণের মনকে আকৃষ্ট করা যায়। সফিস্টগণ সময়ের বিচ্ছিন্ন প্রবণতার কথা বলতেন। তারা যুবকদের এমন সব পরামর্শ দিতেন, যার ফলে তারা নাগরিক হিসেবে বাস্তব

কর্মজীবন গড়ে তুলতে পারে। তারা সর্বজনীন সত্যের ধারণাকে নস্যাৎ করে এবং ন্যায়বিচারের অদৃশ্য নীতিকেও অবিশ্বাস করে। মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি তারা এরূপ শিক্ষা দেন। যা ঠিক বা সত্য, একজন ব্যক্তি তার বিশ্বাস ও ইচ্ছার দ্বারা নিরূপণ করতে পারে। চরিত্রের নির্দিষ্ট নিয়মবিধি অস্বীকারের মধ্যে তারা প্রকৃতির বিবেককে আক্রমণ করে, যা ছিল গ্রীক দর্শনের এবং নীতিজ্ঞানের ভিত্তি। তারা নির্দেশ করেন যে এরূপ নিয়মবিধি ও আইন নানা প্রকারের, যা সরকার থেকে সরকারে বিস্তৃত। তারা এ পর্যন্ত যা মানতেন তা হলো, কোনো কোনো আইন প্রকাশ্যভাবে নিষেধ করে আবার কোনো কোনো আইন আদেশ দান করে। আইন কেবল রীতিনীতি-প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় আইন নয়।

সফিস্টগণ ধারণা করতেন, মানুষ প্রকৃতভাবে স্বার্থপর, শক্তিতে অসমান, রাজনৈতিক ক্ষমতা শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক আইনের ফলশ্রুতি ছিল একদিকে দুর্বলকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য, সবলদের সঙ্গে চুক্তি অথবা দুর্বলদের ঐক্য সবলদের প্রতিরোধ করা। থ্রাইসিমাকোস কর্তৃক 'রিপাবলিকে' এই মতবাদ পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। সফিস্টদের সংলাপের প্রতিনিধি হিসেবে থ্রাইসিমাকাস সক্রেটিস দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, ন্যায়বিচারের ব্যাখ্যা দিতে। তাঁর উত্তর ছিল সব স্থানেই ন্যায়বিচারের একটি নীতি আছে, যেখানে সবলদের স্বার্থ নিহিত। সফিস্টগণ বিশ্বাস করতেন শক্তিই অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তারা আরও বিশ্বাস করতেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অসামাজিক, রাষ্ট্র কৃত্রিম ব্যক্তিধর্মীয় ভিত্তিতে নির্ভরশীল এবং রাজনৈতিক প্রধান লক্ষ্যের দিক থেকে স্বার্থপূর্ণ। সফিস্টগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রথম শিক্ষক ছিলেন এবং তারা যে মৌলিক ধারণা লাভ করেন তা হলো রাষ্ট্র সামাজিক ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা নৈতিকতা ও আইনের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পান এবং আইন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি প্রায়ই মানুষকে কারণের নির্দেশে তার মতের বিরুদ্ধে কাজ করতে বল প্রয়োগ করে।

এসব ধারণা কতটুকু গ্রহণীয় তা বলা কঠিন। সম্ভবত সফিস্টরা প্লেটোর চেয়ে অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং পরবর্তীকালে সমালোচকগণ আমাদের বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। প্রচলিত স্বার্থের ভিত্তিতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতীয়মান হয় যে এসব ধারণা, এতো বেশি উন্নতি লাভ করে ও তারা সর্বসাধারণের সম্মতি লাভ করে। ম্যাকইলভেন এর কিছু উদাহরণ রেখেছেন, এথেন্সের দূতগণ থাইসিডাইডসে উল্লেখ করেছেন এই বলে, তোমার এবং আমার বলা উচিত যা আমরা চিন্তা করি এবং যা সম্ভব তার দিকে লক্ষ্য হওয়া উচিত, কারণ আমরা উভয় পক্ষ জানি সাধারণ বিষয়াবলির আলোচনায় ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি প্রবেশ করে, যেখানে প্রয়োজনের চাপ সমভাবে বিদ্যমান এবং শক্তিশালীরা যতোটুকু পারে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ও দুর্বলরা নিশ্চয়ই তা মেনে নেয়। এর অতিরিক্ত একই ধরনের অনুচ্ছেদসমূহ এরিস্টোফেনের ক্লাউড্স ও জেনোফোনের মেমোরাবিলিয়াতে দেখা যায়, যা ম্যাকইলভেন উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এক কথায় সফিস্টের তত্ত্বমালাসমূহ ইতিহাসের পরীক্ষায় চমৎকারভাবে উতরে গেছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকারের মূলনীতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণার ওপর নির্ভরশীল। তারাই প্রথমে এ তত্ত্বকে উন্নীত করেছেন যে, মানুষই কেবল সমস্ত বস্তুর মাপকাঠি কিন্তু প্রতিটি মানুষ কেবল মাপ। প্রতিটি মানুষের মতবাদে সত্য নিহিত রয়েছে, কোনো নিয়মের পদ্ধতিতে বা একচ্ছত্রভাবে নয়। সফিস্টগণ একটি উত্তম নামের অধিকারী, যে নাম তাদের সাধারণত দেয়া হয় তার চেয়েও উত্তম।

সক্রেটিস

সক্রেটিস এবং তার শিষ্যদের দর্শনের অবদানকেই উপরোক্ত আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তারা বিশ্বাস করতো এরূপ নতুন এবং ক্ষয়িষ্ণু তত্ত্ব গ্রীক সমাজ ভেঙে যাওয়ার জন্য দায়ী, যা তাদের চতুর্দিকে সংঘটিত হচ্ছিল। এটা দমন করার জন্য সমাজকে আবার টেনে একীভূত করতে হবে। মানুষকে ঐ মহান সত্যে দীক্ষিত হতে হবে, যাতে একটি ধার্মিক জীবনযাপন সম্ভব হতে পারে। মানুষকে জ্ঞানের সত্য উপলব্ধি করতে হবে তাদের এই উদ্দেশ্য ছিল। রাজনৈতিক দর্শনের নিকটে কিছু আসতে পারে না, সত্য ও মতবাদের সংগ্রহের মতো যা প্লেটোর ও সফিস্টদের তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে সত্যের নিরাপত্তা কি শক্তি এবং স্বাধীনতার মুক্তিকে নস্যা করে যা মতবাদ থেকে আসে? এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে যা কিছু বর্তমানে আছে রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে সর্বোত্তম অর্থ আছে। নিশ্চয়ই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং জার্মান আদর্শবাদের সংগ্রামের মধ্যে এটা সত্য অষ্টম ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এটা দেখা দিয়েছে এবং বর্তমানে পূর্ব ও পাশ্চাত্যের মধ্যেও।

এ উদ্দেশ্যের পেছনে সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রি.পূ) তাদের জন্য পথ প্রদর্শন করছিলেন, যারা তাদের অনুসরণ করেছিল। সক্রেটিস সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তার পদ্ধতিতে এবং ঐসব মতবাদে যা নিচে বর্ণিত আমরা কিছুই নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি না। কিন্ত সামান্য কিছু তার সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য। তিনি কিছু লিখতেন না, তিনি কখনও লেখার প্রয়োজন আছে মনে করতেন না। জনগণ এবং তাদের সম্পর্ক নিয়ে তিনি যা জানতে উৎসুক ছিল তা হাতের কাছেই ছিল। তিনি এথেন্সের কল্যাণকে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন এবং এটা নিজের বিবেকবুদ্ধির দ্বারা হতে পারে। এতে বই-পুস্তকের সান্নিধ্যে এসে লেখালেখির প্রয়োজন নেই। আপনি যদি সক্রেটিসকে জানতে এবং উপলব্ধি করতে চান তবে কল্পনা করুন তিনি বাজারে মানুষের সাথে কথা বলছেন, যিনি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছুক। তার কট্টর সমালোচকদের নিকট তাকে কল্পনা করতে পারেন। তাকে আপনি অবশ্যই ইতিহাসের একজন মহান ব্যক্তিত্ব বলে সত্যিই আবিষ্কার করতে পারবেন। ক্যাটলিন তার এমন একটি ছবি এঁকেছেন একজন ভাস্কর এবং পেশাগত গৃহবধূর সন্তান হিসেবে সক্রেটিস ছিলেন কুৎসিত, তিনি প্রধানত সরল প্রকৃতির ছিলেন (কেউ কেউ তাকে আক্রমণাত্মক মনে করতো)। তিনি প্রায়ই কফি হাউজে যেতেন এবং দেশে কমই যেতেন বলে গর্ববোধ করতেন। একজন কফি হাউজের রাজনীতিবিদ, তার অভ্যাস ছিল লোকদের আকৃষ্ট করা, যার সাথে তার কদাচিৎ পরিচয় ছিল বাজারে। তিনি প্রধানত অসুবিধাজনক ও অভদ্রজনোচিত প্রশ্ন করতেন। যে কেউ, সৈন্য, বেশ্যা, ধর্মযাজক তার ঔৎসুক্যের উপযুক্ত পাত্র ছিল। তিনি খুব মদ্যপায়ী ছিলেন। টেবিলের নিচে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণকে মদ্যপান করতে দিতেন। এমন কি এরিস্টোফেন্স কদাচিৎ তার কাছে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সক্রেটিস তার নাটকসমূহে উপহাস্যাপদ এবং শ্রদ্ধাহীন চটপটে কিন্তু বিষমণ্ডিত, নিজের মধ্যে পরিপূর্ণতা নিয়ে চমৎকার ধ্যান-ধারণার অধিকারী ছিলেন।

সক্রেটিস সত্যের সাধক ছিলেন এবং অনধিকার চর্চাশীল লোক ছিলেন। তথাপি তিনি এবং তার শিষ্যবর্গ আমাদের ঐতিহ্যগত ধারায় বুদ্ধিমত্তার অবদান রেখেছেন যে-কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা, বেশি যারা তাদের অনুকরণ করেছিল। তার সময়কার রাজনৈতিক ও নীতিজ্ঞানের অরাজকতায় প্রবুদ্ধ হয়ে তিনি এটাই শিক্ষা দিয়েছেন যে, আইন এবং প্রথাসমূহের ধাঁধার মধ্যে সার্বজনীন নৈতিকতার নিয়মবিধি আবিষ্কার করা যেতে পারে। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, গ্রীকদের প্রাচীন আদর্শ ও বিশ্বাস পুনরায় ফিরিয়ে আনা

সম্ভব নয়। তিনি সফিস্টের সাথে একমত হয়ে বলেছেন, অধিকারের তত্ত্বসমূহ ব্যক্তির কারণের বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল এবং এটা ধর্ম বা ঐতিহ্যগত প্রথার মধ্যে অবস্থান করে না। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন অধিকার এবং বিচারের প্রধান নীতিসমূহ আবিষ্কার করা যেতে পারে, যেহেতু মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক জীব। রাষ্ট্র মানুষের প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছিত চাহিদার ফল এবং এর আইনসমূহের ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান, যা সার্বজনীন যুক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তিনি দাবি করেছেন, রাজনৈতিক শিক্ষা তার সময়কার গণতন্ত্রকে আক্রমণ করেছে, মানুষের মধ্যে সমতার তত্ত্ব দিয়ে এবং কর্মকর্তাদের ভাগ্যের দ্বারা নির্বাচন করা ও প্রস্তাব রেখেছেন যে রাষ্ট্র কতিপয় উঁচু স্তরের শাসকের বুদ্ধিমত্তা দ্বারা শাসিত হবে।

এরূপ নিয়মনীতি পড়ানোর সময় তিনি একটি পদ্ধতি চালু করেন। পরবর্তীকালে তার নিজের নামের সাথে সংযুক্ত হয়—একে বলা হয় বিখ্যাত সক্রেটিস পদ্ধতি। তিনি তার চার ধারের বন্ধুদের এনে সক্রেটিস কতিপয় আনন্দ বাক্য উচ্চারণের পর কথাবার্তার মধ্যে অসমাধিত প্রশ্নের উত্থাপন করতেন। তিনি এই বলে শুরু করতেন, বড় কেউ যদি মন্দ লোক হয় এটা উত্তম নয় কিন্তু ক্ষুদ্র ভালো মানুষ হওয়া উত্তম। এ প্রশ্ন করার পর তিনি উত্তর দিতে অজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এরূপ না জানার ভান তার শ্রবণকারীদের নিজ নিজ মত ব্যক্ত করার সুযোগ দান করতো। খোলাখুলিভাবে তাদের মতসহ সক্রেটিস তার হাতের কাজে অগ্রসর হতেন, ঐসব মতবাদের ফলাফল কি ঐ প্রশ্ন করতেন। তিনি তার বন্ধুদের মতো এতো মার্জিত নন বলে সক্রেটিস প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করতেন। অতি সহজ সাদৃশ্যের মধ্যে সাধারণ কাঠ মিস্ত্রিদের, মুচিদের এবং এমন আরও অনেককে যুক্ত করতেন। প্রথম অনুসন্ধান আরও প্রশ্নের অবতারণা করতো ও কয়েক ঘণ্টা আলোচনার পর সমস্যাসমূহ চূড়ান্তভাবে গৃহীত হতো এবং তা আলোচনা থেকে উত্থিত হতো। পরবর্তী সময় এরিসটোটল যাকে বলেছেন সার্বজনীন ব্যাখ্যা অথবা সমস্যার সারবস্তু, পরিষ্কার ব্যাখ্যার ওপর তীক্ষ্ণ চাপ সৃষ্টি এবং যুক্তিপূর্ণ চিন্তা সক্রেটিসকে রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তা (গডফাদার) রূপে চিহ্নিত করতে প্রভূত সহায়তা করেছে এবং তিনি ছিলেন আনুমানিক নীতি ও জ্ঞানের প্রবর্তক।

গ্রন্থপঞ্জি :

Barker, Ernest, *Greek Political Theory : Plato and His Predecessors*
Cornford F.M. *Before and After Socrates.*
Myres J.L., *The Political Ideas of the Greeks.*

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্লেটোর জীবন

প্লেটো ৪২৭ খ্রিষ্টপূর্বে এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এথেন্সবাসীদের বুদ্ধির অপভ্রংশতা ও ক্ষয়িষ্ণু রাজনীতির হাত থেকে উদ্ধারের জন্য নিজ জীবনকে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন। মাতার দিক থেকে তিনি সোলনের আত্মীয় ছিলেন, তাঁর পিতার পরিবারও সমভাবে স্বনামখ্যাত ছিল। তিনি অভিজ্ঞ পরিবারে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কতিপয়ের শাসনকে সমর্থন করতেন এবং ক্ষমতার অনেক দ্বন্দ্বে এটা প্রমাণিত হয়েছে। প্লেটোর একটি চিঠি থেকে জানা যায়, তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশের উচ্চধারণা পোষণ করতেন। তিনি প্রতিক্রিয়াশীল দলের সদস্য ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি ত্রিশের বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করতে মনস্থ করলেন। যার সাথে ৪০৪ খ্রিষ্টপূর্বে পেলোপনিসিয়ান যুদ্ধের অবসান যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীলদের এই বিদ্রোহ তাকে এতো দুর্বল করে ফেলে যে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিতে শুরু করেন। ৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্বে অন্য রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রীরা তার বন্ধু ও শিক্ষককে দোষারোপ করে, যার ফলে সক্রেটিসের মৃত্যু হয়। এথেন্সের রাজনীতি থেকে তার বিদায় এতে সম্পূর্ণ হয়। এরপর তিনি আর এথেন্সের রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি।

সক্রেটিসের মৃত্যুর পর প্লেটো বহুদিন বৈরাগ্য অবস্থায় দিনযাপন করেন। ঐ সময় তিনি বিদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি পারস্য, মিশর, আফ্রিকা, ইতালি ও সিসিলি ভ্রমণ করেন। তবে আমরা পরবর্তী দুটি দেশে তার ভ্রমণের কথা নিশ্চিতভাবে জানি।

ইতালিতে তিনি টারেনটামে পিথাগোরিয়ান ঔপনিবেশের সংস্পর্শে আসেন। এই দলের সাথে তার সংস্পর্শ অঙ্কশাস্ত্রের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির রূপদান করে। প্লেটো বিশেষ করে জ্যামিতির প্রমাণের নিশ্চয়তা দেখে অভিজ্ঞ হন, যা পরে সুবিন্যস্ত হয়। যদি জ্যামিতিতে সত্যকে প্রদর্শন করা যায়, তবে রাজনীতিতে করা যাবে না কেন?

তার এই ভ্রমণে প্রথম ডাইনোসিয়াসের সাথে তার সংঘাত ঘটে। তিনি সিরাকিউসের অত্যাচারী রাজা ছিলেন। উক্ত শাসক প্লেটোর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি এতোই ক্ষমতাবান ছিলেন যে, তার প্রতিটি ইচ্ছা আইনে পরিণত হতো। তথাপি তিনি সিরাকিউসে সাহিত্যকে উৎসাহ দিতেন। তিনি নিজেও কিছু সাহিত্যের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এরূপ ব্যক্তি হয়তো-বা দার্শনিক রাজা হবে প্লেটো তাই চেয়েছিলেন। ফলে প্লেটো তাকে প্রকৃত শাসক হিসেবে তার কি কর্তব্য এ বিষয়ে অবহিত করেন। কিন্তু তা যখন কেবল শুরু করেছিলেন, যখন ডাইনোসিস প্লেটোর প্রতি বিরাগভাজন হন এবং তাকে দাসরূপে বিক্রি করেন। সৌভাগ্যক্রমে তাকে শিগগির মুক্ত করা হলো এবং এথেন্সে প্রত্যাবর্তন করে তিনি একাডেমি স্থাপন করেন, যেখানে তার পরবর্তী অধিকাংশ জীবনকাল কেটে যায়।

এখানেই প্লেটোর সিসিলির দুঃসাহসিক অভিযানের শেষ নয়, যাহোক তিনি

সিরাডিউসে থাকাকালীন প্রথম ডাইনোসিয়াসের শ্যালক ডিয়নের সাথে পরিচিত হন। পরবর্তী ব্যক্তির মৃত্যুর পর ডিয়ান দ্বিতীয় ডাইনোসিসের উপদেষ্টা হন। যুবক ডাইনোসিস প্লেটোর ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং তিনি আশা করেছিলেন, তাঁর শাসনকালে মহৎ অনেক কিছুর আবির্ভাব ঘটতে পারে। ফলে যখন ডিয়ন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ৩৬৭ খ্রিষ্টপূর্বে প্লেটো পুনরায় সিরাকিউসে গমন করেন এবং কারণ ছিল, তরুণ রাজাকে শিক্ষা প্রদানে সাহায্য করা। কিন্তু আগমনের পর তিনি বুঝতে পারলেন তার প্রত্যাশা তার সাথেই অন্তর্হিত হয়েছে। দ্বিতীয় ডাইনোসিয়স তার কোনো উপদেশ গ্রহণ করেন নি এবং নিজেকে লেখাপড়ায় গুরুত্ব সহকারে সম্পৃক্ত করেন নি। প্লেটোর নিকট আদর্শগত রাজনীতিও অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং তিনি বাধ্য হয়ে পরাজয় মেনে নেন। তিনি পুনরায় এথেন্সে ফিরে আসেন। তার হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত ছিল কিন্তু তিনি আশাহত হন নি। পূর্বের ব্যর্থতা সত্ত্বেও প্লেটো তার বন্ধু ডিয়নের সাথে বহু বছর পত্রালাপ করেন এবং শেষ চেষ্টা করার পাঁচ বছর পর পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু অবশেষে প্লেটো তার দুঃসাহসিক কাজে এটুকু বলেছিলেন, তার বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য তিনি সবকিছুই করেছেন। একজন দার্শনিক হিসেবে তিনি একজন মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সত্যের প্রতি ভালোবাসাকে একত্র করে এই বিরুদ্ধবাদিতাকে মোকাবিলা করতে অনিচ্ছুক বলে প্রমাণ করেন নি।

তিনি এটাই প্রমাণ করেন যে, তিনি একজন কথা রক্ষাকারী মানুষেরও ঊর্ধ্বে। ৮০ বছরে প্লেটো ৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। তার শেষ জীবনে তিনি ব্যক্তিগত স্বীকৃতি ব্যাপকভাবে লাভ করেন এবং তার একাডেমি এথেন্সের প্রথম বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত হয়। যেহেতু তিনি সক্রেটিসের উত্তরসূরি, তিনি এরিসটোটলের মহান ঐতিহ্যেরও অধিকারী হয়েছিলেন, যার দিকে আমরা বর্তমানে তাকাই। কিন্তু প্রথমে আমরা প্লেটোর সংলাপকে লাভের সাথে বিবেচনা করবো এবং এর মধ্যে যে রাজনৈতিক দর্শন আছে এটাকেও আমাদের সুবিবেচনার মধ্যে আনতে হবে।

সংলাপসমূহ

প্লেটোর সংলাপে অনেক রাজনৈতিক তত্ত্বের জন্ম হয় কিন্তু এই তিনটি অন্যদের চেয়ে বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত। এগুলো হচ্ছে রিপাবলিক (প্রজাতন্ত্র) রাজনীতিক (স্টেটসম্যান) এবং আইনসমূহ (দি ল'জ)।

এ তিনটির মধ্যে প্রজাতন্ত্র সর্বত্র পরিচিত ও অত্যন্ত সম্মানিত গ্রন্থ। প্লেটো যখন তার মানসিক ক্ষমতার পূর্ণ অধিকারী ছিলেন, সেই সময় এটা লিখিত হয় এবং এতে রয়েছে আদর্শগতভাবে তার সর্বোৎকৃষ্ট সরকারের কাঠামোগত তত্ত্ব। এটা হলো সংলাপ, যার সাথে আমরা প্রধানত সম্পর্কিত। 'রাজনীতিক' সংক্ষিপ্ত এবং বহু পঠিত নয়। এটা রিপাবলিক থেকে চিন্তাধারার পরিবর্তনের সূচনা করে, এখানে প্লেটো আইনের শাসনের গুণাবলি সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করেন, যা রিপাবলিকের অভিভাবকদের ব্যক্তিগত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। প্লেটো মন্তব্য করেন, শর্তসমূহ যাই থাকুক সরকারের অত্যন্ত কার্যকর কাঠামো হিসেবে আইনের শাসনকে গ্রহণ করতে হবে। আইনগ্রন্থে এই পরিবর্তন সম্পূণ হয়েছিল। প্লেটোর জীবনের শেষভাগে লেখা হয় বিশেষত এটি সিরাকিউসের অভিজ্ঞতার পর। বাস্তবভাবে সীমাবদ্ধতা গ্রহণ করে তা একটি অসম্পূর্ণ সমাজে প্রয়োগ করা হয় এবং সর্বোত্তম বাস্তব ধরনের সরকারের ব্যবস্থা প্রদান করে। 'প্রজাতন্ত্রে' আদর্শ কখনো অগ্রাহ্য

হয় নি। কিন্তু এটি একটি সমাজের সমর্থনের জন্য রাখা হয়, যারা এতে বাস করে সেসব মানুষদের চেয়ে যা সম্পূর্ণ নয়।

প্রজাতন্ত্রের প্রথম নীতিসমূহ

'প্রজাতন্ত্রে' যে প্রথম নীতি ও মৌলিক ধারণাসমূহ রয়েছে, সেগুলো কখনো সাধারণ নয়। প্রথম পাঠে তারা হারিয়ে যান, যুক্তির সূক্ষ্মতা ও নানা প্রকার সাদৃশ্যে খুঁজে। কিন্ত 'প্রজাতন্ত্র' অনেক ভালো জিনিসের মতো জ্ঞান বৃদ্ধি করে। কতিপয় প্রতিফলনের পর দেখা যাবে যে, প্রজাতন্ত্রের নীতি ও নির্দেশসমূহ কতিপয় মৌলিক অনুমানে পরিষ্কারভাবে বিন্যস্ত। যদি এগুলো বোঝা যায়, তাহলে অন্যান্য তুলনামূলকভাবে সহজ ধারণাগুলোকে বোঝতে হবে। রিপাবলিকের বা প্রজাতন্ত্রের সর্বপ্রথম ধারণা জ্ঞানই পুণ্য বা সত্য। এর অর্থ হচ্ছে একচ্ছত্রভাবে সত্যের অস্তিত্ব আছে এবং তা জানা যেতে পারে অথবা অন্যভাবে বলা যায় 'ভালো'র একটি ব্যক্তিনিষ্ঠ অস্তিত্ব রয়েছে এবং তা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় এভাবে গুণ বা ভালোই হচ্ছে জ্ঞান (যা জানা যায়।)।

এই বিবৃতিতে দেখা যায় সবকিছু ঝুলে থাকে। এটা হচ্ছে বৃহত্তম সমস্যার ফল। এটা হচ্ছে প্রকৃতির সমস্যা বনাম ঘটনা যা শত বছর যাবৎ গ্রীক দার্শনিকদের শতবর্ষ ধরে যাতনা দিচ্ছিল। এই প্রশ্নটি সহজভাবে উত্থাপিত হয়েছে মূল্যবোধ বা গুণ কি ঘটনার ওপর নির্ভরশীল অথবা এমন কি বস্তু আছে যাতে সার্বজনীন মূল্যবোধ রয়েছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর, যা নির্ভরশীল নয় এবং যাতে পার্থক্য থাকতে পারে। সত্য জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব অথবা আমরা কি নিশ্চিতভাবে ব্যক্তিবিশেষের সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত? এখানে প্লেটোর সাথে সফিস্টের পার্থক্য রয়েছে এবং যাদের কথা তার চিন্তাজগতে ছিল তারা গ্রীক সভ্যতাকে হেয় নজরে দেখেছে। তিনি বলেন, নিরেট সত্যের যে অস্তিত্ব বিদ্যমান, তা শুধু জানতে পারে কিছু লোক, যারা তাদের সমসাময়িকদের চেয়ে অধিকতর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন।

এটা প্লেটোর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের নিয়ে আসে, যা হচ্ছে মানুষ মূলত অসমান, তারা তাদের দক্ষতা, মেজাজ, সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং ন্যায়ের দিক থেকে পৃথক—প্লেটো মানুষের ৪টি প্রধান গুণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যেহেতু কতোগুলো তাদের সাহস দ্বারা অধিকতর উপযোগী অভিযান থেকে নগর রক্ষায় এবং যাদের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা আছে তারা আইন নিয়মের বা শাসনের উপযোগী। ফলে গণতন্ত্র মেকি এবং বিভ্রান্তি আনে এটা একতার ধারণা দেয়, যা টিকে থাকে না এবং সত্যিকার জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে।

এথেনিয়ানদের ব্যাপক সুখী বিশ্বাসের মতো অন্য কিছু প্লেটোকে হতাশ করে নি। সুখী সমৃদ্ধতা যা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পেরিক্লস উল্লেখ করেন—প্লেটো বলেছেন, রাষ্ট্রতত্ত্ব কেবল বিজ্ঞান নয়, এটা যত প্রকার বিজ্ঞান আছে তার মধ্যে কঠিন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিকিৎসক বানাতে কোনো ব্যক্তিই প্রস্তাব করে না। তথাপি গণতন্ত্র এমন কিছু ধারণা করে যা এমন কি আরও অসম্ভব। এটা ধারণা করে যে, প্রতিটি মানুষ অন্যদের ভালোভাবে সমভাবে শাসন করতে পারে। ধারণা করা হয় যে, রাষ্ট্রের জটিলতার অংশীদার সবাই। এর চেয়েও বেশি গণতন্ত্র ক্ষুদ্র দল গঠনের ও বিদ্রোহের কারণ। কাজেই এথেন্সকে সংগ্রামের আবর্তে ফেলা হয়েছিল এর সরকারকে নিয়ন্ত্রণের জন্য। প্লেটো ভয়াবহ বিদ্রোহের ও রক্তপাতের সম্মুখীন হন, যেহেতু তিনি কোনো কিছু ভয় করেন না। তিনি স্থিতিশীলতার অন্বেষায়

ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন এটা মূলত এথেন্সে নেই। তিনি গণতান্ত্রিক ব্যক্তিকে ঘণ্টাব্যাপী মদাসক্ত মনে করেন ও পরবর্তীকালে নীরব দর্শক, রক্তপাত খেলা থেকে কোনো খেলাতেই যোগ দেন না এবং দর্শন চর্চায় উভয়েই সদ্য একজন রাজনীতিক, যিনি তার পায়ের ওপর লম্ফ দেন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন অপরিকল্পিত কথা বলেন, তিনি আগামীকাল একজন যোদ্ধায় পরিণত হন। এমন লোক কোনো কিছুতে স্থির থাকতে পারেন না এবং ফলে সত্যিকার সুখ পান না। সুখ জীবনের উচ্চ শৃঙ্খলার ওপর নির্ভরশীল, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার সর্বোত্তম ভূমিকা পালন করতে পারে।

বুদ্ধিমত্তার অভিজ্ঞতা

সর্বোচ্চ শ্রেণীর সরকার যা প্লেটো আমাদের বলেছেন, পূর্বে কথিত প্রথম নীতিসমূহ থেকে নির্ধারিত হতে পারে। যদি গুণ জ্ঞান হয়, তবে জানা যায় কিছু সংখ্যক লোক এরূপ বিদ্যাবত্তার অধিকারী। তাহলে সরকারকে বুদ্ধিমত্তার আভিজাত্যের হাতে তুলে দেয়া উচিত অথবা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে বলতে গেলে দার্শনিকদের রাজা হওয়া উচিত।

প্লেটো প্রস্তাব করেন যে, অভিভাবকদের, শাসক শ্রেণীর সদস্যগণকে শাসন কার্যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে এবং তারা জ্ঞানপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার জন্য যারা আইনের উর্ধ্বে থাকবে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, তারা মনে করেন প্রত্যেক মামলার গুণানুসারে চিকিৎসকের মতো প্রত্যেক রোগীর জন্য পৃথক পরামর্শ দিতে হবে। তিনি বলেন, আইনসমূহ প্রকৃতিগতভাবে সাধারণ তাই গড়পড়তা বা সাধারণ মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু মানুষের সমস্যা গড়পড়তা বা সাধারণ নয়, অতএব প্রতিটি সমস্যা পৃথক এবং বিস্তারিতভাবে নির্দিষ্ট প্রতিকার চায়।

আইনের সাধারণ সংজ্ঞা সাধারণ নিয়ম, তাদের সাধারণত তাৎক্ষণিকভাবে সারবস্তু এবং তাদের প্রধান দোষ হলো, কারণ সাধারণত গড়পড়তাকে চিহ্নিত করে তারা এরূপ নিয়ম ব্যতিক্রমকে মোকাবিলা করতে পারে না এবং যা সব জ্ঞানী শাসকের অপ্রতিহত সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। যাহোক এরূপ অকাট্য নিয়ম বাজে ব্যবস্থা, যা পরিবর্তনের তুলনায় নিকৃষ্ট, যা ঐ বুদ্ধিমত্তা, যা সত্যিকার বিচারের মোকাবিলা করতে পারে, যা প্রতিটি ব্যক্তিকে তার পাওনা দিতে পারে, গড়পড়তার পাওনা মিটায় না, যার অস্তিত্ব ছিল না ও কখনও থাকতে পারে না। প্লেটোর জ্ঞানবান সিদ্ধান্ত আজকের আইনের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের।

যখন অভিভাবকদের বিস্তীর্ণ পরিধির ক্ষমতা থাকে, প্লেটো জানে না যে, কারা অমিতাচার জীবনযাপনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। অভিভাবকগণ মাত্র একটি উদ্দেশ্যের জন্য অবস্থান করে, যা হলো রাষ্ট্রের কল্যাণসাধন। প্লেটো চান, তারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করুক অন্য কিছু বাদ দিয়ে।

শ্রেণীসমূহের বিশেষজ্ঞতা

শাসক শ্রেণীর মূল চাবিকাঠি হচ্ছে বিশেষজ্ঞতা অর্জন, যা প্লেটোকে আদর্শ সমাজ গঠনে ও অন্যান্য শ্রেণী সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করে। যেহেতু অভিভাবকগণ বিশেষজ্ঞ, সমগ্র রাষ্ট্র এই নীতি অনুসরণ করবে, যদি ন্যায়বিচার অর্জন করতে হয়। প্লেটো পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন, সমাজ, সদস্যদের পারস্পরিক চাহিদার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। মানুষের বহুবিধ প্রয়োজন আছে, তারা ঐসব জিনিস পেতে চায়, যা তারা প্রয়োজনমতো ভালোভাবে উৎপাদন করতে পারে। যেহেত বিশেষজ্ঞতা অর্জন ক্রমাগতভাবে জটিল আকার ধারণ করে উচ্চমানের পারস্পরিক নির্ভরতা

গঠিত হয়। এটা (অধিক যথার্থতা নিয়ে হতে পারতো) শ্রেণীসমূহের পরস্পর নির্ভরতা একে অপরের সাথে। এসব শ্রেণী তিন প্রকার প্রকৃতির কারণ তিন প্রকাব চরিত্রের মানুষ দেখা যায়, প্রথমে একটি দল যারা ইচ্ছা বা ক্ষুধা দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়। এদের বস্তুবাদ বলা যেতে পারে। তারা যখন পরস্পরের উদ্দেশ্য অর্জনে ব্রতী হয়, সবচেয়ে সুখী নিজেদের মনে করে। দ্বিতীয়ত, অপর একটি দল যারা সাহস দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়, যাদের যোদ্ধা বা সহকারী যোদ্ধা বলা হয়। তাদের বিশেষ ভূমিকা হলো সমাজকে সুরক্ষা করা এবং তৃতীয় দল হলো যাদের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, যারা অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন। এরা হলো অভিভাবক শ্রেণী, যাদের কাজ হলো শাসন করা। যখন এই শ্রেণীর প্রত্যেকে এর যথাযথ কাজ করে, যারা প্রত্যেকে অপরের সম্পূর্ণ কাজ ভালো করার জন্য প্রশংসা কবে, তখন ন্যায়বিচার অর্জিত হবে।

ন্যায়বিচার

প্লেটো ন্যায়বিচারকে রাজনৈতিক গুণাবলির শীর্ষে স্থান দিয়েছেন। এটা কেবল দলসমূহের সামিল সম্পর্ক নয় এটা একটি সুবন্দোবস্ত, যা অন্তর্নিহিতভাবে সত্য যে, সবাই এটাকে গ্রহণ করবে, যদি তারা যথোপযুক্ত যুক্তিপরায়ণ হয়। বস্তুত প্লেটো বিশ্বাস করতেন এমন কি তত্ত্ববান নিজের জীবনের গন্তব্য ইচ্ছামত খুঁজে পাবে, তারা যদি তার প্রস্তাবসমূহের সার্বজনীন ন্যায়বিচার বুঝতে পারে। কারণ প্লেটো মনে করেন একজন ব্যক্তিকে তার প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু প্রদান ন্যায়বিচার—তিনি যিশুখৃষ্টের উচ্চতর তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন, যা মন্দের পরিবর্তে ভালো কিছু প্রদান। অধিকন্তু একজন ব্যক্তি সর্বোত্তমভাবে কাজ করে, যা করতে সে সক্ষম এবং সুখ পাবার প্রত্যাশা করে, যা তার আত্মার পরিপূর্ণ বর্ধনে সহায়ক। প্রজাতন্ত্রের আত্মা হলো নৈতিক শুদ্ধির তত্ত্ব। এতে অনেক ধারা বিবরণী দানকারী বলেছেন, প্লেটো রাজনীতি সম্পর্কে একেবারে কিছুই লেখেন নি। তিনি ছিলেন—তারা বিশ্বাস করেন বৃহৎ চিঠিতে লেখার জন্য তিনি রাষ্ট্রকে ব্যবহার করেছেন এবং যা লিখেছেন তা মানুষের আত্মা সম্পর্কে। কিন্তু এরূপ পার্থক্য খুব একটা জ্ঞানগর্ভ কথা নয়, প্লেটো দ্বৈত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন না এবং সরকারি ও বেসরকারির মধ্যে ভাগাভাগি করে দেখেন নি, মতবাদ যার একটিতে সত্য বিদ্যমান তা উভয় ক্ষেত্রেই সত্য। ফলে তিনি ন্যায়বিচারকে রাষ্ট্রের সুস্বাস্থ্য মনে করতেন এবং অবিচারকে রোগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের কথা বলতেন। একজন ব্যক্তি তখন স্বাস্থ্য অর্জন করতে পারে, যখন ক্ষুধা এবং মনোভাবকে যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যেহেতু রাষ্ট্রের মধ্যে এসব উপাদান সুবিন্যস্তভাবে বিদ্যমান। 'প্রজাতন্ত্রে' দুটি প্রতিযোগী তত্ত্ব এই মতবাদের ওপর আপত্তি উত্থাপন করেছে। থ্রসিমাকুস যিনি একজন সফিস্ট তার ১নং গ্রন্থের মধ্যভাগে লিখেছেন, যা আলোচনার মাধ্যমে এসেছে ন্যায়, কম বা বেশি বলবান ব্যক্তির স্বার্থের সাথে জড়িত—একাকী সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সরকার শাসকদের মঙ্গলের জন্য অবস্থান করে থাকে এবং শাসিতের জন্য নয়। যদি সক্রেটিস একে অবিচার বলতে ইচ্ছা করে, থ্রাসিমাকুস ঘোষণা করেন, অবিচার ন্যায়বিচারের চেয়ে উত্তম। প্লেটো উত্তরে বলেন, একজন ন্যায়পরায়ণ পরিণামে সুখী ও উত্তম মানুষে পরিণত হয় এবং অবিচারী মানুষ পরবর্তীকালে বিপরীত পরিণাম ভোগ করে।

ন্যায়বিচারের তৃতীয় মতবাদ যা বাধার সম্মুখীন হয়েছে, গ্লোকোন এটা সমর্থন করেছেন। তিনি আপোস করার পক্ষপাতী, কিন্তু ন্যায়বিচারকে রীতি মনে করেন এবং তিনি

একে প্রকৃতির আইন মনে করেন না। গ্লোকোন বলেন, প্রত্যেক মানুষ অবিচার করতে পছন্দ করে। তিনি যদি একাই হতেন এবং তাকে তা করতে দেয়া হতো, তার ভয় অন্যেরা যা ব্যবহার করছে তা তারই ব্যয়ে। একমাত্র সমাধান হলো প্রত্যেকে সবার সাথে সংযোগ রাখবে এবং নিশ্চয়তা প্রদান করবে যে কেউ অবিচার করতে পারবে না। এর জন্য কেউ দুঃখ পাবে না এবং অন্যের জন্য মায়াও করা হবে না। এই চুক্তি হবে সরকারের ভিত্তি কিন্তু কখনও তা গতানুগতিক ধারারূপে রয়েছে, যা মানুষ সৃষ্টি করেছে এবং প্লেটো বিশ্বাস করেন এটা প্রকৃতির শর্ত নয়।

গ্লোকোনের উত্তর আরও কঠিন। প্লেটো অবশ্য প্রমাণ করবেন ন্যায়বিচার সার্বজনীন নীতি এবং সর্বত্রই উত্তম জীবনের জন্য প্রয়োজন। আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকৃতির বিস্তারিত ব্যাখ্যায় প্লেটো ন্যায়ের প্রকৃতিকে বিবেচনা করেন, এটা এমন কাজ যা প্রজাতন্ত্রের অবশিষ্টরূপে বিদ্যমান থাকে। যদি রাষ্ট্রে ন্যায়কে আবিষ্কার করা যায় এবং সার্বজনীনভাবে ভালো বলা হয় তা হলে গ্লোকোনের সূত্র ভুল।

দুটি সমস্যা হলো ন্যায়কে আবিষ্কার এবং এর একচ্ছত্র মূল্যবোধকে প্রদর্শন করা। প্লেটোর আবিষ্কারের পদ্ধতি কৌশলগতভাবে যা অবশিষ্টের, যার অর্থ কোনো উপাদানকে বিচ্ছিন্ন বা সনাক্ত করা অন্য সব বাদ দিয়ে। প্রথমে প্লেটো রাষ্ট্রের গুণাবলি গণনা করেছেন। এগুলো হচ্ছে মেজাজ, সাহস, জ্ঞান এবং ন্যায়, যা পূর্বে বলা হয়েছে। তখন তিনি প্রথম তিনটিকে চিহ্নিত করেন, তাদের যথাস্থানে এবং ন্যায়কে বাদ দেন, যাতে অবশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে। এর ভূমিকা অন্যগুলো থেকে পার্থক্যপূর্ণ। যেখানে প্রথম তিনটি নির্দিষ্ট আকারের গুণ রয়েছে ন্যায়ের একটি পৃথক চরিত্র আছে। এটা অপরগুলোর চূড়ান্ত কারণ ও শর্ত, যা সবার জন্য প্রযোজ্য। এটা বিশেষ করে ইচ্ছা যা দ্বারা একজন ব্যক্তি নিজের কর্তব্যের মধ্যে মনোযোগ দিতে পারে এবং অন্যের পরিমণ্ডলে হস্তক্ষেপ করে না।

পূর্বের গোলমেলের ন্যায় এখন আবিষ্কৃত হয়েছে যা সার্বজনীনভাবে উত্তম, ন্যায়ের বিপরীত হচ্ছে কলহ-কোন্দল ও ধ্বংস। প্লেটো অন্য গুণাবলি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, তারা তখনই বিকশিত হতে পারে যখন ন্যায় তাদের সংরক্ষিত করে। এটা প্লেটোর মৌলিক দর্শনকে পুনঃসংস্কার করে, যেহেতু এটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখন এই মতবাদের শাখা-প্রশাখাগুলো সম্পর্কে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

অভিভাবকদের জীবন

অভিভাবকরা যে জীবনযাপন করে এটা বিশেষ কৌতূহলপূর্ণ। তাদের শিক্ষা পারিবারিক সম্পর্ক, সম্পদের মালিকানা এবং সম্পদ অধিকারের অভাব প্রজাতন্ত্রে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। অভিভাবকদের শিক্ষাকে এতটা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা হয় যে প্রজাতন্ত্রকে এ বিষয়ের ওপর বিশেষ লেখা মনে করা হয়। রুশো শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্বে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তিনি 'রিপাবলিক' বা 'প্রজাতন্ত্রকে' সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করতেন। প্লেটো শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এটা এমন একটি অস্ত্র যা অসম্পূর্ণ সমাজকে সংশোধিত করে গড়তে পারে। যখন সবকিছু ব্যর্থ হয়, শিক্ষাকে প্রচুর সময় দিলে কৃতকার্যতা আসবে।

কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন এ বিষয়ে প্লেটো বলেছেন, প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক বেসরকারি শিক্ষার প্রয়োজন, শিক্ষা কারিগর শ্রেণীর জন্য যেমন প্রয়োজন, অভিভাবক

শ্রেণীর জন্য তেমনি প্রয়োজন। প্রশিক্ষণকে দুইভাগে ভাগ করতে হবে। প্রথমটি মনের সাথে সম্পর্কিত, যার শিরোনাম হচ্ছে সঙ্গীত। এতে থাকবে কবিতা পাঠ এবং অন্য প্রকার সাহিত্য, গান করা এবং যন্ত্রসঙ্গীত। যদি কোনো কিছু ক্ষতিকারক হয় তবে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। যেসব নির্বাচন ব্যবহার করা হবে তা প্রচুরভাবে যাচাই বা প্রয়োজনে ছাঁটাই করতে হবে। দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে দেহজনিত, যাকে ব্যায়ামের শিরোনামে আখ্যা দেয়া যায়, এতে রয়েছে আত্মশৃঙ্খলা শিক্ষা এবং অন্যান্য মানবীয় গুণাবলি। এরূপ দ্বিবিধ শিক্ষা প্রাথমিক মনুষ্যত্ব অর্জনে চালিয়ে যেতে হবে। যারা এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা আগ্রহ দেখাবে তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হবে, অন্যেরা শ্রমিক শ্রেণীর বা কারিগর শ্রেণীব সদস্যরূপে জীবনযাপন করবে।

পরবর্তী প্রশিক্ষণের সময়সীমার ব্যাপ্তি হবে ২০ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত, যেসব মহিলা এবং পুরুষ প্রশিক্ষণের জন্য সক্ষম এবং পঠনীয় বস্তুকে উল্লেখযোগ্যরূপে উন্নীত কবতে হবে। উচ্চ শিক্ষার বিষয়বস্তু হবে তর্কবিদ্যা বা যুক্তিতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা এবং অঙ্কশাস্ত্র। ৩০ থেকে ৩৫ বছর বয়সে দর্শনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং প্রশিক্ষণ হবে যুক্তিতর্কের চিন্তা পদ্ধতি। ১৫ বছরের মধ্যে যারা তাদের প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে এবং তাদের সরকারি কাজেও যুদ্ধে পরীক্ষা করা হবে। ৫০ বছর বয়সে যারা সব পরীক্ষাব সম্মুখীন হয়েছে তারা অবশেষে অভিভাবকদের আলোক বর্তিকারূপে বিবেচিত হবে। সময় এসেছে যখন তারা তাদের আত্মার চক্ষু মেলে চাইবে সার্বজনীন আলোর দিকে এবং ন্যায়বিচাবের সমস্ত ভার বহন করে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা আনবে। অভিভাবক হিসেবে তাদের প্রতিফলনের ও পবিত্র ধ্যানের জন্য সময় অনুমোদন করতে হবে। যখন তাদের সময় আসবে তারা রাজনীতিতে শ্রম দিবে এবং জনগণের স্বার্থে কাজ করবে।

পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ে প্লেটো উক্তি করেছেন, শ্রমিক শ্রেণী ব্যক্তিগত পবিবার অব্যাহতভাবে সংরক্ষণ করতেন এবং তাদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। কিন্তু অভিভাবকদের জন্য এমন আচরণ গ্রহণীয় নয়। প্লেটো যুক্তি সহকারে বলেছেন, অভিভাবক শ্রেণীর সদস্যগণ নিঃস্বার্থপর হবেন, যদি তারা সাফল্যজনকভাবে তাদের কর্তব্য পালন করতে চান। তারা নিজেদের সন্তানের প্রতিও পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করতে পারবেন না। কারণ এরূপ পক্ষপাতিত্ব রাষ্ট্রের কর্তব্য পালনে পূর্ব দৃষ্টান্তে পরিণত হতে পারে। এর প্রতিকার হলো পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সাম্য স্থাপন। স্বামী ও সন্তানবা সবাই সমান অংশীদার। এর ফলে অন্যান্য সুবিধার আবির্ভাব হবে, মহিলাদের পারিবারিক তালিকাবদ্ধ কাজ থেকে মুক্ত করা হবে এবং তারা অভিভাবকদের যথার্থ তালিকায় স্থান পাবে। জনক-জননী তত্ত্ব আরও সহজে পরিকল্পিত হবে। এর ফলে উন্নত মানের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। পরিবর্তিত তত্ত্ব দ্বারা প্লেটো বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। তিনি বিশ্বাস করতেন, যথার্থ প্রজনন নির্বাচিত দলকে বিপ্লবী করে তুলবে এবং মানুষ বুদ্ধিমত্তায় এবং মনুষ্যত্বে শীর্ষস্থান অধিকার করবে।

প্লেটো প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহের আরও বেশি আপত্তি এনেছেন। বহু বিবাহ ও পরিবার, মোটের ওপর ব্যক্তিগত সম্পদের নমুনা, এসবের ফলে ব্যক্তিগত সম্পদ, লোভ ও হিংসার জন্ম দেয়। অভিভাবকদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র যুক্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের কল্যাণ বৃদ্ধি করা। যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্দেশ্য হস্তক্ষেপ করে এটাকে তুলে দেয়া উচিত। অতএব প্লেটো প্রস্তাব করেন যে অভিভাবকগণ কোনো প্রকার সম্পত্তির মালিক হতে পারবেন না। তারা ব্যারাকে বাস করবেন এবং সাধারণ খাবার খাবেন। তাদের প্রয়োজন যা কিছু হবে

শ্রমিকগণ সরবরাহ করবে। প্লেটো রুশোর মতো অপেক্ষাকৃত কম কৃত্রিম জীবনের গুণাবলির প্রশংসা করেছেন।

সরকারের গঠন প্রকৃতিসমূহ

প্রথমেই প্লেটো একটি কাল্পনিক চক্রের ব্যবস্থা করেন, যার ফলে সরকার সর্বোত্তম অবস্থা থেকে নিকৃষ্টতম পথে যায়। সর্বোচ্চে তিনি খাঁটি আভিজাত্যের স্থান দিয়েছেন, যেখানে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ শাসন করেন, যা ন্যায়ের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এটা Timocracy-কে অনুসরণ করে, যাতে ন্যায়পরায়ণতা নয় শাসকশ্রেণী গৌরব ও সম্মানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তারপর আসে ধনীদেব শাসন, যখন তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পায় তাদেরই হাতে ক্ষমতা অর্পিত হয়, যাবা ধনী বা ধনসম্পদের অধিকারী। ক্রমাগত জনগণের উত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়, যা স্বাধীনতাকে নিন্দা করে ও ফলে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। মানযন্ত্রের নিম্নে ন্যায়বিচাব থেকে বহু দূরে অত্যাচারের জন্ম দেয়, যার ফলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং প্রয়োজন হয় ক্ষমতাশালী শাসকের। অত্যাচারী সরকারকে প্লেটো নিকৃষ্টতম সরকার বলে অভিহিত করেছেন।

রাজনীতি ও আইন

'বাজনীতিক' বা *স্টেটসম্যান* গ্রন্থে প্লেটো কেবল আদর্শ রাষ্ট্রের কথাই বলেন নি, বরঞ্চ সর্বোৎকৃষ্ট রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। তিনি আদর্শ শাসক ও রাষ্ট্রের অদৃশ্য শাসকেব মধ্যে পার্থক্য এনেছেন—বাজনৈতিক *টেস্টসম্যান* গ্রন্থ হতে এবং শাসনেব পদ্ধতি থেকে। তিনি তার ধারণাসমূহ যুক্তির মাধ্যমে এবং নির্দিষ্টভাবে প্রজাতন্ত্রে স্থাপন কবেছেন। প্রকৃত বাজনীতিক একজন জ্ঞানী দার্শনিক এবং রাজনীতির লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষা, যে শিক্ষা গুণের ও ন্যায়েব। যদি আদর্শ শাসক পাওয়া যায় তবে আইনের প্রয়োজন নেই।

কাবণ এমন ব্যক্তি সব বাধাবিপত্তির উর্ধ্বে অবস্থান করবেন, যেহেতু সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি পাওয়া যায় না, এজন্য লিখিত আইন ও প্রথা গুরুত্বপূর্ণ। ঐগুলো প্রকৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ। অথবা আইনের সামঞ্জস্য অত্যাবশ্যক, অসম্পূর্ণ সরকারের মধ্যে যেসব পাওয়া যায় না।

এসব তত্ত্বের ভিত্তিতে ক্ষমতা প্রয়োগকারী ব্যক্তির সংখ্যার পবিপ্রেক্ষিতে প্লেটো সরকারসমূহের নতুন শ্রেণীবিন্যাস করেছেন এবং কতটুকু তারা আইনের সীমা প্রয়োগ করবেন এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন। যদি সরকার আইনেব অধীনে থাকে তবে এটা সর্বোত্তম গণতন্ত্র। গণতন্ত্র নিকৃষ্ট এবং আভিজাত্য শ্রেণীর স্থান মধ্যম। যদি আইনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয় তবে গণতন্ত্রই সর্বোত্তম। অত্যাচারীর শাসন নিকৃষ্ট এবং কতিপয়ের শাসন এর মাঝামাঝি। একজনের শাসন সর্বোত্তম বা নিকৃষ্টতম হতে পারে, আভিজাত্য এবং কতিপয়ের শাসন মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে—তাদের ভালো-মন্দের সম্ভাবনা নিয়ে। গণতন্ত্র আইনের অধীনে নিকৃষ্টতম সরকার কিন্তু প্রধান দুর্বলতা ও অদক্ষতার জন্য অত্যাচারী, হয় যদি আইনেব বাধা অনুপস্থিত থাকে।

আইন বা *'দি লজ'* গ্রন্থে প্লেটো বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করেছেন, যেহেত অসম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়ে মানুষের আদর্শ সরকার গঠনের সম্ভাবনা নেই, অতএব আইন অবশ্যম্ভাবী। তিনি একটি আইনগত পদ্ধতির কথা বলেছেন, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম ফল মনে করা হবে। তিনি তার প্রাথমিক মতবাদ সংশোধন করেছেন এবং

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও গার্হস্থ্য জীবনের অনুমোদন করেছেন—যদিও কঠোর সরকারি তত্ত্বাবধানে। শিক্ষা যদিও কম কঠোরভাবে বিচারকগণ নিয়ন্ত্রণ করেন, তথাপি একে প্রাথমিক বিবেচনায় আনা হয়েছে এবং কঠোর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। নাগরিকের বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পের অনুরাগ এর আওতায় পড়ে। কিন্তু জনসংখ্যা যখন ভূমি ভিত্তিতে সম্পদের শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে, রাষ্ট্রে একজন ব্যক্তির সম্পদকে সীমিত করে দিয়েছে। প্লেটো এমন একটি সরকারি পদ্ধতির কথা বলেছেন, যা চরম রাজতন্ত্র এবং চরম গণতন্ত্রকে প্রত্যাহার করবে। অত্যাচারীর ক্ষমতার ওপর দমন প্রয়োগ করতে হবে এবং একই সময় গণতন্ত্রকে এমন স্বাধীনতা দেয়া যাবে না যা নৈরাজ্যে পরিণত হয়। যেহেতে প্রতিটি নাগরিক সরকারের অংশীদার তার পরিমাণ নির্ভর করবে তার সক্ষমতার ওপর হতে। প্রশাসনের বিস্তারিত পদ্ধতি দেয়া আছে এবং এতে রয়েছে আভিজাত্যের এবং গণতন্ত্রের উপাদান, এতে রয়েছে প্রতিরোধ এবং ভারসাম্য রক্ষার সুযোগ। একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র যা এরিসটোটলের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু, এখন আমরা যার বর্ণনা দেব।

গ্রন্থপঞ্জি :
McIlwain, C.H., *The Growth of Political Thought in the West.*
Barker, Ernest, *Greek Political Theory : Plato and His Predecessors.*
Robin, Leon, *Greek Thought.*
Bluck, R S., *Plato's Life and Thought.*

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এরিসটোটল এবং গ্রীসের পতন

দার্শনিক

এবিসটোটল জন্ম (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাসে অবিনশ্বর হয়ে আছেন। মধ্যযুগে তাকে কেবল দার্শনিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। যুক্তির ক্ষমতাধাবী হিসেবে তিনি বাইবেলের সমকক্ষ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তার পাণ্ডুলিপির উদ্ধার সভ্যতার ইতিহাসের দিক উন্মোচন করে। সেন্ট টমাস একই নামের মাধ্যমে যিনি *Summa Theologica* গ্রন্থে এরিসটোটলের অনেক কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন। এতে মধ্যযুগীয় চিন্তার নতুন দিগন্ত উদ্দেশ্যযুক্ত হয়েছে। এরিসটোটল মৌলিক শ্রেণীসমূহের জন্য দায়ী যেখানে আধুনিক পাণ্ডিত্য বিভক্ত ও অনেকগুলো প্রচলিত শর্ত এবং ব্যাখ্যা সাধারণ স্থান অধিকার করেছে। এরিসটোটল থেরেসের স্টেগিরায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আমিনটাস তৃতীয় এর সভা-চিকিৎসক ছিলেন, যিনি মেসিডনিয়ার ফিলিপের পিতা ছিলেন, যেহেতু এ নাম তার পরিবারে ঐতিহ্যপূর্ণ ছিল। অনুমান করা যেতে পারে, এরিসটোটল প্রাথমিক পরিবেশের নিকট ঋণী ছিলেন, পরবর্তী সময় পদার্থবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দিকে তার আগ্রহ দেখা যায়। তার যৌবনকাল সম্পর্কে অতি অল্পই জানা যায়। তার কারণ ৩৬৭ খি. পূর্বে তার গতিবিধি জানা যায় না। ঐ বছর এরিসটোটন ১৭ বছর বয়সে প্লেটোর একাডেমীতে পড়ার জন্য এথেন্স যান। পরবর্তী ২০ বছরে ৩৪৭ সালে প্লেটোর মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষক-ছাত্রের বন্ধন খুব দৃঢ় হয়। প্লেটো তার পুত্রদের মধ্যে এরিসটোটলকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করতেন। এর পরিবর্তে এরিসটোটল প্লেটো সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি এমন ব্যক্তি যার প্রশংসা করারও আমার অধিকার নেই। তিনি একমাত্র ব্যক্তি বা প্রথম ব্যক্তি যার জীবন দ্বারা তাকে পরিষ্কাররূপে দেখানো যায় এবং তার বক্তব্যের কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে সুখী হতে হলে ভালো হতে হবে।

তাঁর শিষ্যত্বের শেষ ভাগে এরিসটোটল কতিপয় সংলাপ নির্মাণে ব্যয় করেন, যা প্লেটোর নমুনার মতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এসব হারিয়ে গেছে। প্লেটোর পর এরিসটোটল একাডেমির প্রধান হওয়ার আশা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিফল মনোরথ হলেন। প্লেটোর মৃত্যুর পর প্লেটোর ভাগ্নে এই সম্মানের অধিকারী হন, যার নাম ছিল স্পেসিপাস। এরপর এরিসটোটল এথেন্স থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২৪৭-৩৩৫ খ্রীঃপূঃ এরিসটোটল নানা বিষয়ের ওপর আকৃষ্ট হন। প্রথমে হারমিয়াসের এজিসের (aegis) অধীনে যিনি আটারনিউসসের অত্যাচারীরূপে পরিচিত, যার ভাগ্নিকে তিনি বিয়ে করেন। পরবর্তী সময়ে মেসিডনের ফিলিপের সভাপদে তিনি আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন।

ইতিহাসের এই দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক মাত্র ৬ বছর স্থায়ী হয় কিন্তু এর কোনো প্রভাব অপরের ওপর ছিল না। এরিসটোটল তার চিন্তাধারায়, অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক

ছিলেন নগররাষ্ট্রের বাইরে যেতে। আলেকজান্ডার সাম্রাজ্য বিজয়ের তাগিদে শিক্ষকের প্রতি উদাসীন ছিলেন।

এরিসটোটলের শেষ জীবন ৩৩৫ খ্রীঃ পূর্ব থেকে শুরু হয়। ঐ বছর তিনি তার স্কুল Lyceum স্থাপনের জন্য এথেন্সে ফিরে আসেন।

এখানে তিনি বার বছর বক্তৃতা দিয়েছেন এবং বই লিখেছেন। এই সময়ে Lyceum সমৃদ্ধিশালী হয়। এরিসটোটলের বক্তৃতার বিরাট সাফল্য আসে এবং স্কুলের তদন্তসমূহ আরও সামনের দিকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে যায়। পূর্বাঞ্চল অভিযানে যে সব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলেকজান্ডারের সফরসঙ্গী হয়েছিলেন, তারা Lyceum-কে নানা প্রকার তথ্য প্রদান করে, যা পূর্বে দেয়া হতো না।

যাহোক, এরিসটোটলের সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। ৩২৩খ্রীঃপূঃ আলেকজান্ডারের মৃত্যুর সংবাদ এথেন্সে পৌঁছে, যার ফলে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। এবার মেসিডেনিয়ার দখল নিয়ে। এরিসটোটলকে আলেকজান্ডারের বন্ধু মনে করা হলেও পলায়ন করতে বাধ্য করা হলো। একবছর পর তিনি মারা যান Euboea দ্বীপের Chalcis নামক শহরে।

রচনাবলির বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি

যখন আমাদের অনুরাগ কেবল প্রধানত এরিসটোটলের 'রাজনীতি' গ্রন্থে এটা তার কেবল অনেকগুলোর একটি বিষয়, যা তার জন্য সুনাম বয়ে এনেছে। এরিসটোটলের যুক্তিবিদ্যা, নীতিজ্ঞান, পদার্থ এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানে সমান জ্ঞান ছিল। তার জ্ঞান এতোই ব্যাপক ছিল যে তার মনের পরিধির কোনো সমকক্ষতা ছিল না। ঐসব জ্ঞানচর্চায় তার পদ্ধতি ছিল অবরোহ বা অনুমানসিদ্ধ অথবা বৈজ্ঞানিক, এই পদ্ধতিকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়। প্রথমে সম্ভাব্য কারণসমূহ অনুমানের ওপর বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্ণীত হয়। দ্বিতীয়ত, এটাকে বিস্তারিত অনুসন্ধান এবং তথ্য সংগ্রহের মধ্যে অনুসরণ করা হয়। তৃতীয়ত, সংগৃহীত তথ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। বলা যায় এটাকে কারণ ও প্রভাব অনুসারে সংগঠিত করা হয়। চতুর্থত, কারণগত সম্পর্কের ভিত্তিতে সাধারণীকবণ বা আইন প্রণীত হয় এবং সবশেষে এসব আইনের কার্যকারিতার ওপর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। এ পদ্ধতি অনুসরণে এরিসটোটলের প্লেটোর সাথে ঘোর অমিল হয়। প্লেটো তথ্যসমূহকে পূবে পরিকল্পিত মাপকাঠিরূপে মনে করতেন। তার তত্ত্ব ছিল খাঁটি অথবা সামগ্রিক এবং তিনি ক্রমানুসারে যাচাই করতেন। অপরদিকে এরিসটোটল তার পরিমণ্ডলে অথবা পূর্বকল্পিত নিয়মে তাদের বর্তমান অবস্থায় অথবা পূর্ব অভিজ্ঞতায় পার্থক্য নিরূপণ করতেন। এরিসটোটল প্রচলিত সরকারি পদ্ধতিসমূহে তুলনামূলক বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যুক্তির দ্বারা কারণ নির্ণয় করতেন। তার আলোচনার ভিত্তি ছিল ইতিহাস ও পর্যবেক্ষণ যা স্বচ্ছ এবং সংক্ষিপ্ত, যাতে ছিল সামান্য কবিত্ব ও রূপকের অলঙ্কার। তার পৃথক করা রাজনৈতিক ও নৈতিকতত্ত্বে স্বাধীন রাজনীতির বিজ্ঞান নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সমস্ত অবস্থার অধীনে এক ধরনের সরকার সর্বোকৃষ্ট নয়; কিন্তু সংবিধান অবশ্যই প্রবর্তন করতে হবে, প্রতি মানুষের ব্যতিক্রমী চাহিদা মাফিক।

ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা

তার মনের তার্কিক স্বভাব হলো, Barker-এর মতে, ঐতিহাসিক মেজাজের সাথে প্রকৃতিগতভাবে সম্পর্কিত, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সাধারণ মানুষের মতামত

গ্রহণের প্রস্তুতি।

প্লেটোর ঐতিহ্য ও সাধারণের মতামতের ওপর সামান্য বিশ্বাস ছিল। তিনি তার বিশ্বাসকে আবিষ্কার এবং সকল জ্ঞানী অভিভাবকের মধ্যে নিবদ্ধ করেন। কিন্তু এরিসটোটল তার শিক্ষকের সাথে এ বিষয়ে প্রচণ্ড মতভেদ পোষণ করতেন। তিনি প্লেটোর ধারণার সমালোচনা করতেন এবং যা মানবজাতির রক্ষিত জ্ঞানে দুষ্প্রাপ্য ছিল। আমরা স্মরণ করি তার উপদেশ। আমাদের বার্ধক্যের অভিজ্ঞতাকে যেন অশ্রদ্ধা না করি। বছরের সমাহারে প্লেটোব উদ্ভাবনীসমূহ যদি উত্তম হয়, নিশ্চয়ই তা অজানা থাকবে না। তিনি অভিভাবক শ্রেণীর ওপর প্লেটোব চেয়ে কম নির্ভরশীল ছিলেন এবং বুদ্ধিমত্তার আভিজাত্যে। যদি বুদ্ধিমত্তাকে প্রথার মধ্যে অথবা মানবজাতির অভিজ্ঞতা ও আইনসমূহের মধ্যে সঞ্চিত করা হয়, তবে একে অন্য কোথাও খুঁজে বের করা ঠিক নয়।

অধিকন্তু এরিসটোটল পরিষ্কারভাবে বলেছেন, প্রথাগত আইনের চেয়ে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী শাসকের জ্ঞান উত্তম হওয়া অসম্ভব। যেখানে প্লেটো মানুষের আইনের ওপর নির্ভর করতেন, এরিসটোটল আইনের শাসনের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, যাকে বর্তমানে সাংবিধানিক সরকার বলা হয়। তিনি মনে করতেন, আইনের প্রতিক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হতে পারে না এদেব সাধারণত্বের জন্য। কিন্তু এই সাধারণত্ব ব্যবহাবের নিরপেক্ষতায় পুনর্বাসিত হয়, যাতে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা প্রভাবিত হয় না, যা নাকি উত্তম সরকারের সারবস্তু।

আইনের প্রাধান্যের প্রতি বিশ্বাস এবং সাংবিধানিক সরকারের ঈপ্সিত লক্ষ্য এরিসটোটলের তত্ত্বেব একটি দিক, যার জন্য পরবর্তী প্রজন্ম তার নিকট অশেষ ঋণী। শতবর্ষব্যাপী আমরা গর্ব করে আসছি, আমাদের একটি সরকার আছে যা আইনের সরকার, মানুষের সরকার নয়। আমাদের এ যুগেও সাংবিধানিক সরকারের মূল্যবোধ সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে সচেতন, আইন ও নিয়মতন্ত্রের মাধ্যমে ফলাফল দেখে আমরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উৎপত্তি

এরিসটোটল তার পূর্বসূরিদের বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রের পূর্ণ বক্তব্য রাখতে পারে। মানুষ জন্মগতভাবে রাজনৈতিক জীবনযাপনের অধিকারী। রাষ্ট্র ফলত ক্ষমতা উন্নয়নের এবং মানুষ প্রকৃতগতভাবে যে ইচ্ছা ও প্রয়োজন মিটাতে চায় তারই প্রতিফলন। সর্বোত্তম রাষ্ট্র তাকেই বলা যায় যেখানে সব নাগরিক যতোটা সম্ভব পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক জীবনযাপন করতে সক্ষম।

এরিসটোটল রাষ্ট্রের মূল আবিষ্কার করেছেন, মানুষের প্রয়োজন ও ইচ্ছা মেটাবার প্রচেষ্টার মধ্যে। পুরুষ ও মহিলাদের ঘনিষ্ঠতা, গোত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং উৎপাদনের জন্য প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এরই ফলে পরিবার ও গৃহের সূত্রপাত হয়েছে। যতোদিন মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য এবং প্রাথমিক চাহিদা মেটায় এটাই তারা যথেষ্ট মনে করে। যখন প্রকৃতিগতভাবে তারা পূর্ণ জীবন পেতে চায়, ঘরবাড়ি-সময় একত্র হয়ে নগর বা রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর আয়তন ও প্রকৃতি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটা খাঁটি ধরনের সমিতি এবং মানুষ প্রকৃতগতভাবে রাজনৈতিক জীব এবং সত্যের প্রান্তে পৌছুতে পারে, যা সে শুধ রাষ্ট্রের জীবনে পেতে চায়। সমাজবিহীন জীবন মানুষকে পশুতে পরিণত করবে। এ বিষয়ে রাষ্ট্র ধারণা একটি যা মানুষের অগ্রে। মানুষ কিসের দ্বারা বিবেকবান হলো যা নিচু আকারের বা পশু

থেকে তাকে পৃথক করেছে। এটা কি কথা বলার শক্তি বা তার সমসাময়িকদের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার ফল! রাষ্ট্র মানুষকে উন্নীত করে, কেবল রাষ্ট্রই মানুষকে পশুর ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে এবং তাকে মানবীয় গুণ দিতে পারে।

অতএব রাষ্ট্র মানুষের উচ্চ নৈতিক বল এবং বুদ্ধিমত্তার চাহিদা মিটাতে পারে, রাষ্ট্রে-ঘরবাড়িতে সে তার জীবনের দৈহিক প্রয়োজন মিটাতে পারে। রাষ্ট্রকে উপকারিতার মাপকাঠিতে যাচাই করা যেতে পারে এবং এর ওপর ভিত্তি করে দাসত্ব সঠিক এবং প্রকৃতিগত। যেহেতু মানুষ বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে এবং শারীরিক শক্তির দিক থেকে সবাই এক নয় অতএব তারা কেউ প্রভু হয়, কেউ ভৃত্যে পরিণত হয়। যেসব লোক অতিশয় বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এবং আদেশ দেয়ার প্রবণতা বহন করে, যাদের যুক্তি আছে এবং শারীরিক শক্তি আছে, তারাই আদেশ বহন করার উপযুক্ত। এ অবস্থার মধ্যে যদি প্রভুর ক্ষমতার বিরূপ সমালোচনা না হয়, দাসত্ব পারস্পরিকভাবে সুবিধাজনক। যুদ্ধে যারা বন্দি হয়ে দাসে পরিণত হয়, যুদ্ধের কৃতকার্যতা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে এবং যারা সক্ষম ব্যক্তি তারা যুদ্ধের দুর্ভাগ্য বহন করে না। এরিসটোটল গ্রীকদের সার্বজনীন বিশ্বাসের সাথে একমত ছিলেন যে, গ্রীকরা তাদের প্রতিবেশীর চেয়ে অধিক বন্দিদশার অধিকারী। অতএব ন্যায়সঙ্গতভাবেই গ্রীকদের দাসত্বে পরিণত করা যায় না। অন্য গ্রীকদের মতো এরিসটোটল সম্পদ উৎপাদনের কাজকে নিচুস্তরের কাজ মনে করতেন। এটা ঘরবাড়ির প্রয়োজনীয় কাজ বটে এবং এর নিম্নতম কাজ কেবল দাস ও শত্রুদেরই সাজে। যে নাগরিক জনগণের কাজে জড়িত তিনি অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবেন। কৃষি, গবাদিপশু পালন, শিকার, মৎস্য শিকার প্রকৃতিগত পেশা যা মাপযন্ত্রের ঊর্ধ্বে স্থাপিত বাণিজ্য ও শিল্পের নিচে অবস্থান করে এবং সুদের বিনিময়ে অর্থ ঋণ দান অত্যন্ত গর্হিত, সার্বিকভাবে অন্যায় কাজ। এরিসটোটল সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থনৈতিক ভিত্তি দিতে মনোযোগী হন এবং চিন্তার কিছু বাধা থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রধান নীতি আবিষ্কার করেন, যে চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য এবং অর্থ বিতরণ সরকারের গঠন স্থির করার মাপকাঠি। মানুষের পেশা বা পদবি রাজনৈতিক মনোভাব ও সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। বিদ্রোহ তাই দুই দলের মধ্যে সংঘটিত হয় যাদের যথেষ্ট সম্পদ আছে এবং যাদের স্বল্প সম্পদ আছে। এরিসটোটল প্লেটোর ধারণার সমালোচনায় বেশ মনোযোগ প্রদান করেন, বিশেষ করে একতায় তার গুরুত্ব প্রদান এবং তা লাভ করতে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি। এরিসটোটল বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রের ভেতরে কাঙ্ক্ষিত একতা স্থাপন করবে ব্যক্তির মধ্যে মানুষের মতানৈক্য ধ্বংস করে নয়—যা কঠোর শাসনে আসবে কিন্তু এটা করতে হবে ব্যক্তির মধ্যে মানুষের মতানৈক্য স্থাপন করে নয়, যা কঠোর সুশাসনে আসবে; কিন্তু এটা করতে হবে ব্যক্তিগণের যথাযথ সংগঠনের মাধ্যমে, যে সংগঠনে নানা প্রকার লোক থাকতে পারে। সে অনুসারে তিনি সাধারণ, বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, পরিবারের বন্ধন উচ্ছেদ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বার্থ নস্যাৎ করে প্লেটো যার পক্ষপাতী ছিলেন তা মানুষের জীবনকে সঙ্কীর্ণ করবে এবং মূল্যবান সামাজিক বন্ধনের পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

এরিসটোটল মনে করেন, রাষ্ট্রীয় কাজের সীমাবদ্ধতা ব্যক্তির অধিকারের কোনো ধারণার ভিত্তিতে নয়, যা নিয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনুচিত। তিনি ব্যক্তির মঙ্গল সম্পর্কে অধিক চিন্তাভাবনা করেছেন। সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের চেয়ে ঐটাই ছিল তার নিকট বড়। তিনি রাষ্ট্রকে গড়পড়তা নাগরিকের সর্বোত্তম মঙ্গলের উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন

এবং এটা পেতে হলে ব্যক্তিকে পরিমিত স্বাধীনতা দিতে হবে। যেহেতু মানুষ তার প্রয়োজন ও সক্ষমতার দিক থেকে একে অন্যের সাথে পৃথক, তাদের ক্ষমতার সর্বোত্তম উন্নয়ন হতে পারে কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে, যে পদ্ধতি তাদের জীবনধারণের জন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। এরিসটোটল রাষ্ট্রকে নাগরিকদের সমষ্টিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন এবং নাগরিক ব্যাখ্যা, তার মতে যিনি সরকারের সাথে কাজ করার অধিকার রাখেন। হেলেনিক জীবনের তথ্যসমূহ ছিল তার ধারণার ভিত্তিভূমি। তিনি বিশ্বাস করতেন, নাগরিকত্বের মধ্যে রয়েছে সভা-সমিতি ও জুরিতে অংশগ্রহণ, যাতে রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতার সক্রিয় ব্যবহার। নাগরিকত্বের যোগ্যতা তার মতে শাসন করার, শাসিত হওয়ার দক্ষতা এবং তিনি বিশ্বাস করতেন, শ্রমিক শ্রেণীসমূহ অপরের আদেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল। শাসনের সক্ষমতার উন্নয়ন করতে তাদের নাগরিকত্বের সুযোগ দেয়ার অবকাশ নেই।

এরিসটোটলের চিন্তায় পরিষ্কারভাবে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যখন রাষ্ট্র নাগরিকদের সমগ্র সমষ্টি নিয়ে গঠিত, সরকার গঠিত, যারা আদেশ দান করে ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত করে, তারা অফিসের চাকরি করে এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক। তিনি সর্বোত্তম সরকারের কাঠামো সম্পর্কে বলেছেন যে, সরকার রাষ্ট্রের প্রশাসনিক অঙ্গসমূহে যথাযথ রাজনৈতিক ক্ষমতা বিতরণ করতে পারে। সর্বোত্তম রাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি ভৌগোলিক পরিস্থিতি, আবহাওয়া, সম্পদ এবং নাগরিকের সংখ্যা ও চরিত্রের বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি সম্পর্কেও পরিষ্কার বলেছেন, সঠিক সংগঠন নির্বাহী কর্মকর্তার কাজ, আইন পরিষদ, বিচার বিভাগ সবকিছুই পরীক্ষিত হয়।

সরকারের শ্রেণী বিভাগ

সরকারের শ্রেণীকরণের জন্য বহুবিধ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। থসাইডাইডস (Thucydides) ও প্লেটো সরকারের মধ্যেকার পার্থক দিয়েছেন একজনের হাতে, কতিপয় ব্যক্তির হাতে এবং বহুলোকের হাতে। এরিসটোটলের শ্রেণীকরণ প্রাথমিক প্রচেষ্টার ভিত্তিতে হয়েছিল, আজও প্রধানত কোনো পরিবর্তন হয় নি। প্রথমে তিনি সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা কতজন ব্যক্তির হাতে এরই ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, সবশেষে কোন দিকে সরকার পরিচালিত হয়।

পরবর্তীটি দুর্নীতির আকার থেকে বিশুদ্ধ সরকারকে আলাদা করে। এতে নির্ভর করা হয়, যে প্রশাসনিক দল শাসন করে ও সব নাগরিকের কল্যাণের চিন্তা সামনে রাখেন না, নিজেদের স্বার্থের কথাই ভাবেন।

তার শ্রেণীকরণ নিম্নরূপ—একটি রাষ্ট্র যখন একজন দ্বারা সবার স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে তাকে রাজতন্ত্র বলে। যদি রাজা স্বেচ্ছাচারীরূপে কেবল নিজের স্বার্থের জন্যই কাজ করে উক্ত রাজা অত্যাচারিতে পরিণত হয়। একটি রাষ্ট্র যখন সবার মঙ্গলের জন্য কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা শাসিত হয়, তাকে অভিজাত সরকার বলা হয়। যদি ঐ কতিপয় ব্যক্তি তাদের স্বাথে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এবং ধনকে বুদ্ধিমত্তা ও দেশপ্রেমের ঊর্ধ্বে তুলে ধরে ঐ অভিজাত তখন oligarchy অর্থবান ধনী কতিপয় ব্যক্তির রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যে রাষ্ট্র সমগ্র জনসমষ্টি দ্বারা সাধারণ কল্যাণের জন্য শাসন করে তাকে Polity বলা হয়। যদি অধিকাংশ লোক তাদের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করে, যদি কেবলই দরিদ্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য শাসন করে Polity দুর্নীতিরূপ ধরে গণতন্ত্রে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ ধরনের সরকার আদর্শমণ্ডিত হবে এটা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। যদি খাঁটি লোকের অস্তিত্ব থাকে কিন্তু রাজতন্ত্রের

এবং অভিজাত শাসকের বেলায় বাস্তবে তা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। দুর্নীতি ধরনের সরকার বাস্তব রাজনীতির পরিমণ্ডলে নিপতিত হয়। এসব ধরনের মধ্যে অত্যাচারী এবং কতিপয় গণতান্ত্রিক সরকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট। কেবল Polity'র ক্ষেত্রে আদর্শ সম্ভাব্য সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে।

কোন্ ধরনের সরকার উত্তম এর জন্য এরিসটোটল বুঝতে পেরেছিলেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র ও চাহিদার সাথে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অবশ্যই যোগাযোগ রাখবে। একটি আদর্শ রাষ্ট্র আদর্শ পরিস্থিতির মধ্যে সম্ভব। যদি ব্যক্তিগণ পূর্বাহ্ নামিদামি হন যা সুন্দর তা অর্জিত হবে। এরিসটোটল রাজতন্ত্র ও অভিজাতদের শাসনকে সর্বোত্তম সরকার মনে করতেন; কিন্তু মানুষের স্বভাবকে যেমন আছে তেমনি নিয়ে তিনি মাঝারি গণতন্ত্র ও পলিটির দিকে ঝুঁকে পড়েন।

কর্তৃত্বের ভিত্তি

গ্রীক বিশ্বে মতানৈক্য খুব তীক্ষ্ণ ওয়ে ওঠে তাদের মধ্যে যারা কতিপয় ধনবান ও বুদ্ধিমান শ্রেণীর হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা দিতে চায় এবং কিছুসংখ্যক সদস্যদের, যেহেতু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো উত্তম জীবনের উন্নয়ন সাধন। এরিসটোটল বলেছেন, যারা রাষ্ট্রে প্রভূত অবদান রাখবেন, তারাই ক্ষমতার সিংহভাগের মালিক হবেন। সমগ্র লোকের ক্ষমতা ও গুণ একটি ক্ষুদ্রদলের বা ক্ষুদ্র অংশের চেয়ে অধিক। কাজেই জনগণ ক্ষমতার উৎস। তারা আইন পরিষদের মাধ্যমে মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করবেন, বিচারক নির্বাচন করবেন এবং তাদের অফিসের কাজের জন্য জবাবদিহি করবেন। কিন্তু এটা সম্পদকে নিবারণ করবে না, যা ভারসাম্য রক্ষা করে। সম্পদশালী ব্যক্তি সরকারে বিরাট ভূমিকা পালন করবে, কারণ সক্ষমতা ও গুণাবলি সম্পদের সাথে যুক্ত। এডমন্ড বার্কের মতো এরিসটোটল বিশ্বাস করতেন, যারা সবচেয়ে সক্ষম তারাই সবচেয়ে ধনবান হয়।

এরিসটোটল রাষ্ট্রের আধুনিকতা ও স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার সময়ে গণতন্ত্র চূড়ান্তের দিকে যাচ্ছে এবং তিনি ভয়াবহ দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরোধিতা করেছেন—হেলিনিক শহরসমূহে ঐগুলোর অস্তিত্ব ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন গ্রীকদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হচ্ছে একটি নগর, যাতে তুলনামূলকভাবে কম দেশ থাকবে এবং লোকসংখ্যা থাকবে সীমিত, যাতে নাগরিকগণ একে অপরকে জানতে পারে এবং রাজনীতির ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে। নগরটি যতটা সম্ভব সমুদ্র তীরে অবস্থান করবে, যাতে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করতে পারে। কিন্তু অতি নিকটে হবে না, যাতে অতিরিক্ত শিল্পের উন্নয়ন এবং জাহাজিদের স্বার্থ রক্ষা হয়। অতিরিক্ত ধন মানুষকে উদ্ধত করে এবং অতিশয় দারিদ্রতা মানুষকে দাসে পরিণত করে যা বাঞ্ছনীয় নয়। একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা আনে এবং সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ ভিত নির্মাণ করে। নানা প্রকার পেশা রাষ্ট্রকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন। তারা অবশ্যই প্রতিনিধিত্ব করবে, কিন্তু নাগরিক শ্রেণী, প্রশাসক যোদ্ধা ও ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে সীমিত থাকবে। তারা জমির মালিক হবে। নাগরিকগণ কর্তব্য পালনের জন্য বিশ্রাম ভোগ করবে। নগর নিজে নিজেকে প্রতিরোধ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হবে, যদি অগ্রাভিযান অবাঞ্ছিত হয়। সাধারণের শিক্ষার জন্য বিস্তারিত সুযোগ রাখা হবে, এতৎসহ থাকবে দৈহিক, বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক রূপরেখা।

গ্রীক নগর সরকারের ঘন-ঘন পরিবর্তনের জন্য এরিসটোটল বিদ্রোহ বিষয়টি নিয়ে

বিশেষ কালক্ষেপণ করতেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্যই রাজতন্ত্র থেকে ধনীদের শাসন, ধনীদের শাসন থেকে অত্যাচারীর শাসন এবং তা থেকে গণতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। তিনি এটাকে সামগ্রিক ও অর্থনৈতিক ফল বলে ব্যাখ্যা করেন এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক দুর্নীতির ব্যাখ্যা করেন এবং ক্ষুদ্র দলগত বিরোধের প্রধান উৎস আবিষ্কার করেন, যা হলো দলগত বিরোধ ও বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে প্রকৃত ক্ষমতার পার্থক্য, যা তারা সংরক্ষণ করে। যেহেতু মানুষ সমতা চায়, একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে অন্যায় চাড়া দিয়ে ওঠে, যখন তারা দেখে অন্যেরা সুবিধা ভোগ করছে, যাতে তাদের কোনো অংশ নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতার যথাযথ অংশ হলো রাষ্ট্রের মৌলিক নিরাপত্তা। একটি মিশ্রশ্রেণীর সরকার যাতে গণতান্ত্রিক এবং নিজেদের শাসনের উপাদান রয়েছে তিনি মনে করেন খুবই সহনশীল। তিনি বাস্তব কতিপয় প্রস্তাব করেছেন, যাতে তিনি পদ্ধতির মাধ্যমে নানা জাতীয় সরকার সংরক্ষণের পথ দেখিয়েছেন এবং যা দ্বারা বিদ্রোহ প্রতিহত করা যায়।

রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এরিসটোটলের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা গ্রীকদের সাংবিধানিক জীবনের সঠিক তথ্য দান করে। এটা রাজনৈতিক অনুসন্ধানের যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি স্থাপন করেছে এবং রাষ্ট্রের পরিচ্ছন্ন বিজ্ঞান নির্মাণ সম্ভব করেছে। গ্রীক বিশ্বের অবস্থার ভিত্তিতে এরিসটোটলের কাজে অনেক সহজ সাধারণীকরণ আছে, যা সব দেশের সকলকালের রাজনৈতিক জীবনে প্রযোজ্য। তিনি রাজনৈতিক সংগঠন ও কর্মতৎপরতায় অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রভাবের গুরুত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সবশেষে তিনি রাষ্ট্রে নাগরিক জীবনের আদর্শকে উচ্চে তুলে ধরেছেন, যা যুক্তি দ্বাবা শাসিত এবং যার লক্ষ্য উত্তম জীবন। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যের প্রসার নয় অথবা লোকদের ধনবান করা নয় বিস্তৃত জ্ঞান লাভ, গুণাবলির বিকাশ এবং সবার জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

তার চিন্তার কোনো কোনো সীমাবদ্ধতার মূলে ছিল অবশ্যম্ভাবীভাবে গ্রীকদের অবস্থা। এরিসটোটল অন্য জনতা থেকে গ্রীক জনতাকে উৎকৃষ্ট বা উত্তম মনে করতেন। দাসত্বের প্রয়োজনীয়তা, নগররাষ্ট্র, স্বাভাবিক রাজনৈতিক সংগঠন এবং নাগরিকত্বে শ্রমিক শ্রেণীকে অনুপযুক্ত মনে করতেন। তিনি এমন সময় লিখেছেন যখন স্বাধীন নগর রাষ্ট্রের যুগ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে তিনি কার্যত এ তথ্য হৃদয়ঙ্গম করেন নি এবং তিনি মেসিডিয়ান সাম্রাজ্য দেখেন নি, যেখানে রাষ্ট্রের কিছু কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা রয়েছে যার উদ্দেশ্য ছিল যথোপযুক্ত আকারে নগর রাষ্ট্র পুনরুজ্জীবিত করে চিরদিনের জন্য টিকিয়ে রাখা।

এপিকিউরিয়াস ও স্টোইকগণ

এরিসটোটেলর মৃত্যুর ১৬ বছর পূর্বে গ্রীক নগরসমূহের স্বাধীন অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। আলেকজান্ডারের বিজয় এবং উত্তরাধিকারীর মধ্যে সাম্রাজ্য বিভাগের মাধ্যমে সামরিক সাম্রাজ্য রাজনৈতিক সংগঠনের নমুনারূপে আবির্ভাব হলো। এক সময়ের জন্য আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারীদের দুর্বল গোষ্ঠীরা একতাবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে এবং ফেডারেল সরকারের নীতির ওপর মূল্যবান অবদান রাখে। রোম বিজয়ী শক্তির নিকট এসব ফেডারেল সরকারের পতন হয় এবং গ্রীক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহও স্থানীয় সরকারের মতো রোমান সাম্রাজ্যে টিকে থাকে।

গ্রীক রাজনৈতিক চিন্তা গ্রীক প্রতিষ্ঠানের সাথে এমন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল যে, একটির পতন অন্যটির পতনের অর্থ বহন করতো। প্লেটো ও এরিসটোটল গ্রীক

রাজনৈতিক দর্শনের সবচেয়ে অধিক অবদানের প্রতিনিধিত্ব করেন। এদের চলে যাওয়ার সময় এবং রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বহীন হওয়ায় তৃতীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর চিন্তাধারা, রাজনৈতিক দর্শন নতুন জোয়ারে মুছে যায়। এই যুগের রাজনৈতিক লেখায় ফলত মৌলিকতার আধিক্য অথবা অনুকূল প্রভাবহীনতার অন্তর্গত ছিল। তাদের যে প্রভাব ছিল তা প্রতিকূল ধরনের এই সময়ের দুটি শিক্ষায়তন Stoic ও Epicurean যথাক্রমে জেনো ও Epicurus প্রতিষ্ঠিত মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিল যে, যত কম রাজনীতি করা যায় তাই ভালো। নাগরিকত্বে স্বাধীনতার ক্ষতি এবং রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি গ্রীকদের দেশপ্রেমকে এতে দুর্বল করে দিল যে, তারা দেখান বাজার জীবন থেকে সরে আসা সহজ—তা তারা জেনেছিল। দর্শন বর্তমানে একটা উপায়ের সাথে সম্পর্কিত, যা দ্বারা ব্যক্তি সুখ অর্জন করতে পারে—সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা বাদ দিলেও। রাষ্ট্র থেকে মনোযোগ নাগরিকদের ওপর নিপতিত হলো এবং এমন কি এ ধারণাও করা হতো যে ব্যক্তি ও সামাজিক কল্যাণের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই এবং সৎ জীবনের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় না। যুগের সর্বদলীয় চরিত্র আনুমানিক চিন্তাধারায় প্রকৃত ছাপ ফেলে। নগর প্রেমিকতার স্থানে সার্বজনীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্থান পায়। গ্রীক ও বর্বরদের পার্থক্য এবং নগরের সাথে নগরের পার্থক্য ভেঙে যায়। মানুষ নিজেকে বিশ্ব নাগরিকের দৃষ্টিতে অথবা পৃথক নাগরিকরূপে দেখলো যারা ব্যক্তিগত স্বার্থে নিমজ্জিত। ব্যক্তিগত বিষয়ে ব্যক্তির সম্পর্ক এবং সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ও সাম্যের ওপর ক্রমাগত চাপ রাজনৈতিক দর্শনের পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটায়। অধ্যাপক কারলাইল বলেছেন, "রাজনৈতিক তত্ত্বে কোনো পরিবর্তন নেই এবং এর সম্পূর্ণতা এতো বিস্ময়কর।"

জনগণের সম্পর্ক এবং অসাম্যের প্রতি বিশ্বাস প্লেটোর এবং এরিসটোটলের দর্শনের স্পর্শমণি ছিল। এখন এগুলো বাতিল হলো।

এপিকিউরিয়াস এবং স্টোইক উভয়েই ব্যক্তির সুখকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে মনে করতেন। তাদের মধ্যে একটি পার্থক্য ছিল সুখ এবং সুখপ্রাপ্তির পদ্ধতি। এপিকিউরিয়াস প্রত্যেক ইচ্ছার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে এবং স্টোইকস ভাবাবেগকে চেপে রাখতে এবং অনৈতিক ইচ্ছাকে যুক্তির দাবিতে প্রতিরোধ করতে বলেছেন।

এপিকিউরিয়াসে ব্যক্তির স্বার্থকে রাষ্ট্রের ভিত্তি বলেছেন, তারা আইনকে চুক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার উপকারিতা আছে এবং ব্যক্তিগণের রক্তপাত ও অন্যায় থেকে এর মাধ্যমে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রের সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব এখানে প্রণিধানযোগ্য। তারা বিশ্বাস করতেন, মানুষের কার্যক্রম, এমন কি বিভিন্ন গোত্র ও ধর্মের মানুষ একবারে আইন ভঙ্গকারী নয়। তারা বিশ্বাস করতেন, রাজনীতি বোঝার মতো জ্ঞানী লোকরা এতে অংশগ্রহণ করে না যদি না, তার কোনো স্বার্থ এতে থাকে। এপিকিউরিয়াসের শিক্ষা হলো, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সরকারের আনুগত্য স্বীকার করা উচিত। দক্ষ স্বেচ্ছাচারিতা গণতন্ত্রের মতো উত্তম। আলেকজান্ডার কর্তৃক গ্রীস বিজয়ের ও রোম বিজয়ের পর এই তত্ত্বের উপযোগিতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্টোইকগণ প্রকৃতিকেই সার্বজনীন আইনের উৎস বলেছেন। কারণ বা যুক্তি আইন সৃষ্টির মূল, প্রকৃতি উদঘাটনকারী। প্রকৃতির আইন নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়। এটা প্রকৃতির পদ্ধতির একটি প্রতিফলন, যার সাথে মানুষের যুক্তির মিল আছে এবং বিশ্বে স্বর্গীয় উপাদান বিশিষ্ট। প্রাকৃতিক নিয়মের ধারণা রোমান আইন ও মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক

চিন্তাধারার মাধ্যমে নেমে এসেছে।

যাহোক, মানুষের যুক্তি প্রাকৃতিক আইনের উৎসরূপে মানুষের স্বাধীন বিচারবোধকে বুঝায় না। এটা মানবজাতির সাধারণ রায়। মানুষ বিবেকবান হিসেবে মূলত একই প্রকার। তারা একই প্রকৃতির আইনের দাস এবং সমান অধিকার সম্পন্ন। এইরূপ তত্ত্বের ওপর একটি সার্বজনীন রাজনৈতিক তত্ত্বের জন্ম হয়েছিল। প্রকৃতিগতভাবে সব মানুষ ভাই ভাই। তারা বিশ্বের প্রজাতন্ত্রে একই নাগরিক সত্তার অধিকারী। সার্বজনীন প্রাকৃতিক আইন এবং সার্বজনীন নাগরিকত্ব স্টোইকস আদর্শের অন্তর্গত। এরূপ তত্ত্বসমূহের গুরুত্ব সমাজ দাসত্বের ভিত্তিতে হয়েছে, যা তাৎক্ষণিকভাবে প্রমাণিত।

যখন স্টইকগণ এরূপ আদর্শসমূহের উন্নয়ন করেছে দার্শনিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে। এদের রাজনৈতিক প্রয়োগে সময়ের অবস্থা অনুকূল ছিল। আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য গ্রীক ও বর্বরদের বাধাসমূহ ভেঙে দিয়েছিল। এ সময় ক্ষুদ্র সামাজিক ও নাগরিক ব্যবধান ভেসে যায় এবং নানা মতবাদের ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক পদ্ধতির সদস্য হন। রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সাথে সার্বজনীন আইন ও সার্বজনীন নাগরিকত্ব বাস্তব তথ্যে পরিণত হয়। রোমান জুরিগণ প্রাকৃতিক আইনের ধারণা এবং ন্যায়নীতিসমূহ সব মানুষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য বলে মতবাদ প্রচলন করেন। সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের তত্ত্ব গৃহীত হলে খ্রিষ্টানদের দ্বারা বহুল প্রচারিত হয় এবং আজ পর্যন্ত প্রচারের মাধ্যমে তারা বিশ্বে গভীরতম সুফল বয়ে এনেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গ্রীক মতবাদ

গ্রীক বা হেলিনিক বিশ্বের অবস্থাসমূহ আন্তঃপৌরপ্রথা এবং নীতির উন্নয়নের অনুকূল ছিল। গ্রীকগণ হেলেনিক ও বর্বরদের মধ্যে পার্থক্যের সুস্পষ্ট রেখা অঙ্কিত করে এবং বিশ্বের জন্য হেলেনিক আইন প্রযোজ্য নয়। গ্রীক নগরসমূহ হিব্রু উপজাতীদের মতো একটি আন্তর্জাতিক চক্র গড়ে তুলেছে, যা তাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে পৃথক এবং তারা নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার্থে একতাবদ্ধ—তাদের একই গোত্র, ধর্ম ও কৃষ্টি আছে, যার বন্ধনে তারা আবদ্ধ। নগর স্বায়ত্তশাসনের ধারণা জাতিগত ঐক্যের ধারণার চেয়ে আরও শক্তিশালী এবং আন্তঃপৌরনীতির কোনো বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘ কখনও গড়ে ওঠে নি। শহরের মধ্যকার সম্পর্কসমূহ নিয়ন্ত্রিত হতো প্রধানত নীতি এবং জরুরির বিবেচনায়। ধর্মীয় সঙ্ঘ যেমন ডেলফির Amphictyon এবং রাজনৈতিক কনফেডারেশন যথা ডেলিয় Confederation ও Achaean ও Aetolian সঙ্ঘসমূহ স্থাপিত হয়। একটি মাত্র নগরের সামরিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব কোনো কোনো সময় স্বীকৃতি লাভ করতো গ্রীকদের মেসিডনের অধীনে যাওয়ার পূর্বে স্পার্টা এথেন্স এবং থিবিসগণ এরূপ পদের অধিকারী ছিল। নেতৃস্থানীয় নগরগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার্থে চেষ্টা করা হতো।

প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ হতো এবং নৃশংস ও নিষ্ঠুরতা এতে বিদ্যমান ছিল। বিজয়ীরা লুণ্ঠিত মাল ভাগ করে নিতো এবং বন্দিদেরকে সাধারণত হত্যা করা হতো অথবা দাসরূপে বিক্রি করা হতো, যদিও পরবর্তী গ্রীক প্রথা মানবীয় নীতিতে উন্নীত হয়েছিল। বৈদেশিক সম্পর্কে কতিপয় বাধ্যবাধকতা স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং প্রবাসী মিত্ররা সাধারণ অধিকার ভোগ করতো। তারা এ অধিকার পেত কিছু গ্রীক নাগরিক সহায়তায়; যারা তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল যেমন কোনো কোনো নিয়ম ও প্রথা যথা কূটনীতিকদের নিরাপত্তা, রাজনৈতিক আশ্রয়ের স্বাধীনতা, মৃত ব্যক্তির সৎকারের অনুমোদন এবং মহাধর্মীয় উৎসবে শত্রুতা

দমন। অলিম্পিক ক্রীড়া সাধারণত অনুষ্ঠিত হতো। জনগণের সভায় প্রথাগত দূতদের সমালোচনা শ্রবণ করা হতো, বিদেশে কূটনীতিক প্রেরণের যখন উপদেশ প্রদান করা হতো এবং বিদেশি দূতদের প্রস্তাবসমূহ আলোচনা করা হতো।

গ্রীকরা আলাপ-আলোচনার মধ্যে বিবাদ-বিরোধ মিটানোর ধারণায় সর্বসম্মত অবদান রেখেছে। ধর্মীয় প্রশ্ন, শিল্প ও দেশ সংক্রান্ত চুক্তি দ্বারা ব্যক্তি বা অন্য নগরে, ধর্মীয় চক্রে সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানো হতো। মীমাংসার জন্য বিরোধসমূহ চুক্তির মাধ্যমে পাঠানোর পূবে সন্ধিতে যুক্ত করা হতো। নৌ-আইনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। গ্রীক যুগের প্রথমদিকে জলদস্যু বৃত্তিকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে অভিহিত করা হতো—এর বদলে আইনগত ও শান্তিপূর্ণ শিল্প-বাণিজ্যের প্রচলন হয় এবং তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে নৌ-আইনের একটি তালিকা প্রণীত হয়। রোডসের বাণিজ্যিক নগর এই তালিকা প্রণয়ন করে যায় যা বাধ্যগতভাবে সব গ্রীক নগরীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এতে ছিল সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিধান। রোডিয়ান সামুদ্রিক আইন-যুগে বাণিজ্যিক নিয়মনীতির ভিত্তি ছিল।

হেলেনিক বিশ্বের বাইরে জনসম্পর্ক-পরবর্তী সময়ের গ্রীকরা এরূপ বাধ্যবাধকতার কতিপয় মন্দ দিককে স্বীকৃতি দেন। সমুদয় মানবজাতির জন্য যে আইন, সেই আইনের কথা বলা হয়। পারস্যবাসীগণ ও গ্রীকদের মধ্যেকার ব্যবহারে এরূপ আচরণ প্রকাশ পায়। সার্বজনীন আইনের যে ধারণাই থাকুক না এটা পরিষ্কারভাবে একটি প্রগতিবাদী পদক্ষেপ ছিল যে, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক এমন কি বিভিন্ন ধর্মীয় ও গোত্রীয়দের মাঝে একেবারেই আইন রহিত নয়।

প্রাচীন জগৎ আন্তর্জাতিক জীবন নিয়ন্ত্রণে দুটি পদ্ধতি চালু করতে চেষ্টা করে। প্রথমটি হলো, বল প্রয়োগে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং একটি বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপন। প্রতীচ্য জগৎ এই পদ্ধতি চালু করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। এর ভিত্তিতে রোম একই সাধারণ শান্তি স্থাপনে কৃতকার্যতা লাভ করে। এতে অনেক মূল্য দিতে হয়। এতে লেগেছে সৃজনশীল প্রচেষ্টা, সভ্য জীবনের ক্ষয়ক্ষতি এবং সব শেষে তিক্ত অভ্যন্তরীণ কোন্দল। অন্য একটি পদ্ধতির ওপর যাতে গ্রীকরা প্রচেষ্টা চালায় যার ফলে স্বাধীন রাষ্ট্রের পদ্ধতি স্থাপিত হয়েছে। এর লক্ষ্য ছিল ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা। তারা সন্ধি দ্বারা বিবাদ সীমানা এবং তাদের কোনো কোনো বিরোধ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা লাভ করে।

উক্ত পদ্ধতি কোনো শান্তি স্থাপন করে নি। অপরদিকে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই সংঘটিত হতো, যাহোক, এটা সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের একটি যুগ সৃষ্টি করতে পেরেছিল, যাতে রয়েছে আধুনিক আন্তর্জাতিক ধ্যান-ধারণার মূল।

গ্রীক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার অবদানসমূহ

গ্রীক নাগরিক আদর্শ যা বিশেষ করে এথেন্সে বিদ্যমান এমন একটি সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল, যা কোনো নগর এ পর্যন্ত অর্জন করতে পারে নি। এটা দেশপ্রেমকে গভীর করে তোলে এবং শিক্ষাগত প্রভাব বিস্তার করে, যা কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের সমকক্ষ নেই। নগরটি বহুল পরিমাণে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল, যা তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য ও প্রধান অংশ। এর আইনসমূহ উচ্চ পর্যায়ের কারণ দ্বারা সনাক্ত হতো এবং নৈতিকতার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রসারিত ছিল। নগর এভাবে রাষ্ট্র, গির্জা ও স্কুলে পরিণত হয়। নাগরিক আনুগত্যের সাথে ধর্মীয় অনুভূতির যোগ হয়। জনসমাবেশের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জিত হয়, আইন-আদালত এবং প্রশাসনিক অফিস থেকে জ্ঞানার্জন বা শিক্ষা লাভ হয়, ব্যক্তিগণ মানুষ হিসেবে অস্তিত্ব

রেখেছিল এবং কেবল রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে। তারা রাষ্ট্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতো এবং এর দ্বারা যা পেতো তাতে জীবন অর্থবহ হতো।

রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গ্রীকদের বিশেষ অবদান হলো স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র। প্রতীচ্য রাষ্ট্রের অবস্থার বিপরীতে গ্রীকদের স্বাধীনতায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, যা রোমান সাম্রাজ্যেও প্রতিফলিত হয়। স্বাধীনতার প্রতি ভালোবাসা নানাভাবে প্রকাশ পায়। প্রথমে গ্রীকরা প্রতিটি নগরের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এথেন্স পারস্যের অভিযানকারীদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করে, যাতে পূর্বাঞ্চলীয় স্বৈরশাসন হেলেনিক জগতে, সম্প্রসারণ না হয়। Aeschylus সমস্বরে বলেছেন, এথেন্সের অধিবাসীরা তাদের প্রভুরূপে কোনো ব্যক্তিকে মনে করে না। এথেন্সের Aristides প্রস্তাবে Plateaতে স্বাধীনতার ক্রীড়াসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কারণ ছিল গ্রীকদের স্বাধীনতাকে স্মরণীয় করে রাখা। নগর স্বাধীনতার এই ভালোবাসা হেলেনিক বিশ্বের একতা প্রতিরোধ করে; কিন্তু যখন যানবাহনের উপায় অনুন্নত ছিল এবং যখন প্রতিনিধিত্বের ধারা চিন্তার মধ্যে ছিল না, গণতন্ত্র এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা শুধু তুলনামূলক ক্ষুদ্র ও জনবিরল রাষ্ট্রে বিদ্যমান ছিল।

দ্বিতীয়ত, এথেন্স চিন্তা ও বাক্ স্বাধীনতাকে উৎসাহ দিত। দর্শন এবং রাজনীতির প্রতি তির্যক দৃষ্টি কিছুটা সহনশীলতায় রূপ পায় ও নাগরিক গোত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়।

তারা তাদের মনোযোগ অবস্তুগত বিষয়ে নিবদ্ধ করে এবং এটাকে সঠিক মনে করে। আরও মনে করে রাষ্ট্র সাহিত্য, কলা এবং বিজ্ঞান প্রসারে যত্নবান হবে। প্রতীচ্য জগতের বিপরীতে গ্রীসের বুদ্ধিজীবী জীবন তুলনামূলকভাবে অনাচার, কুসংস্কার ও বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ছিল। হেলেনিকদের বুদ্ধিমত্তার অর্জিত ফল ইতিহাসের স্থায়ী অবদান, যাকে আমরা পাশ্চাত্য শক্তি বলে থাকি, যা প্রতীচ্যে নেই—এটা গ্রীকদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া। সবশেষে গ্রীস ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শের উন্নতি সাধন করে। অত্যাচারী ও মুষ্টিমেয় কয়েকজন শাসকের শাসনকে তারা জঘন্যতম সরকার বলে মনে করতো। কারণ বহুলাংশে তারা গুপ্তচরবৃত্তি করতো এবং ব্যক্তিজীবনে বিরক্তিকর হস্তক্ষেপ করতো। এরিসটোটল শিক্ষা দিয়েছিলেন যে পরিমিত ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রয়োজন, যাতে মানবীয় শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয় এবং এপিকিউরিয়ানগণ বিশ্বাস করতেন যে প্রতিটি ব্যক্তি তার ইচ্ছার সন্তুষ্টি প্রথমে স্থাপন করবে। যাহোক, গ্রীকেরা সঠিক ব্যক্তির তত্ত্ব উন্নয়নে সক্ষম হয় নি, যথা কল্যাণই যার শুরু এবং শেষ। তারা রাষ্ট্রের ইচ্ছার স্বীকৃতি দিয়েছিল কিন্তু ব্যক্তির মুক্ত ইচ্ছার সাথে পরিষ্কারভাবে পৃথক করে নি। গ্রীক নাগরিকগণ নগরের আইনের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছিল এবং একইভাবে তারা তাদের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে। উভয়ই ছিল সমভাবে স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী কর্তৃপক্ষের প্রকৃতির পরিষ্কার উপলব্ধি এবং স্বাধীনতা, এদের মধ্যে বিরোধ, তথাপি মূলত এদের অপরিহার্য মিলন গ্রীক দর্শনে কখনও কার্যকর করা হয় নি।

গ্রীকদের রাষ্ট্রীয় ধারণা পরবর্তীকালের সার্বভৌমিকতা এবং জনগণের সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ, জনগণও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নয়। স্বাধীন সার্বভৌমত্বের মনোভাব শক্তি গ্রীক চিন্তাধারায় কদাচিৎ পাওয়া যায়। চূড়ান্ত ক্ষমতা আইনে প্রদত্ত হয়েছে, ব্যক্তিতে নয়। প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে যে শৃঙ্খলা তা সদস্যদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং সরকারের ধরন প্রকাশ সম্প্রদায়ের স্বচালিত জীবনের মধ্যযুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক তত্ত্ব সার্বভৌমত্বের প্রশ্নের সাথে যুক্ত হয়েছে, একে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং যথার্থ

আইনগত চরিত্রে পরিণত করেছে এবং সংগঠনের ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটেছে। এসব প্রশ গ্রীক রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ নয়।

গ্রীকদের মধ্যে স্বাধীনতার তত্ত্ব সর্বদা সাফল্য সহকারে কাজ করে নি। সব মানুষের অধিকার একটি ওজর হিসেবে প্রতিবেশীর কাজে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয়। তোষামোদকারী ও জনসংযোগকারী ছিল অগণিত। ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে ওজর ছিল অতিরিক্ত আত্মঅহঙ্কার এবং ঈর্ষাপরায়ণতা। এতদ্ব্যতীত স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণাসমূহ অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতার দিকে নিয়ে যায়। যখন রাষ্ট্র সবার মতামত প্রকাশের অধিকার দেয় কেউ কোন মতামতের মূল্যবোধ স্বীকার করতো না এবং স্বার্থান্বেষীর জন্য সহজ পথ করে দেয়া হয়। এথেনিয়ান গণতন্ত্র তার নেতাদের জন্য সন্দেহজনক হয়। সক্রেটিস জনগণের অভিমতের বিরুদ্ধে কথা বলে মৃত্যুবরণ করেন। দৃশ্যমান সক্ষমতার জন্য দেশান্তরের হুমকি সর্বদা বিদ্যমান ছিল।

অধিকন্তু এথেন্স ছিল নেতৃস্থানীয় স্বাধীনতার প্রচারক, তারা নিজস্ব জনতার বৃহত্তর শ্রেণীতে প্রচার করতে অস্বীকার করে এবং ঐ সব নগর যেগুলো তার অধীনে ছিল। তারা সাম্রাজ্য সৃষ্টির প্রচেষ্টায় মিত্রদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল এবং তারা শত্রুতাও অত্যাচারিগণকে দোষারূপ করতো। ৮০৪ খ্রীঃপূঃ এর পতন হয় এবং তার নিজের পরিমণ্ডলে স্বাধীনতাকে বাধা দান করে। গ্রীক স্বাধীনতা আধুনিক জগতে আদর্শ হিসেবে নেমে এসেছে, বাস্তব পদ্ধতিরূপে নয়। পরবর্তী ব্যক্তিগণ এর শিক্ষার আলোকে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর কাজ করেন। গ্রীকদের স্বাধীনতার তত্ত্ব একটি মূল্যবান রাজনৈতিক অবদান। আধুনিক জগৎ গ্রীকদের সঙ্গে একমত হয় যে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে উন্নয়নের অধিকার আছে ও রাষ্ট্রের কাজে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি :

Bailey, Cyril, *The Greek Atomist and Epicureans*
Barker, Ernest, *The Politics of Aristotle.*
Sinlair, T A., *The History of Greek Political Thought*

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রোমান রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

রোমান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

রোমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা সাহিত্যে সামান্যই অবদান রেখেছে। তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিক বিবর্তনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে এবং বহু শতাব্দী যাবৎ রোমের পতনের পর রাষ্ট্রের ধারণা, রোম যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল তারই ভিত্তিতে বিদ্যমান ছিল। রোম প্রথমে নগর রাষ্ট্ররূপে আবির্ভূত হয়, যা গঠিত হয়েছিল উপজাতিদের সমিতি নিয়ে, যারা নিকটস্থ পাহাড়ে বাস করতো। তার সরকার ছিল রাজতন্ত্রধর্মী একজন রাজা ও উপদেষ্টামণ্ডলী অর্থাৎ সিনেট ছিল একটি পরিষদ। পরিষদের নাম ছিল comitia curiata, যার প্রধান কর্তব্য ছিল একজন রাজা নির্বাচন করা। প্রথমে পাট্রিশিয়ান অর্থাৎ অভিজাত পরিবারের সীমিত দলের রাজনৈতিক ক্ষমতায় যে কোনো অংশ ছিল। পরবর্তী রাজাগণের অধীনে অবশিষ্ট নাগরিকগণ প্লেবিসিয়ানরা সরকারের নিকট কথা বলার দাবি উত্থাপন করে এবং একটি নতুন পরিষদ গঠিত হয়, যার নাম comitia centuriata এতে পাট্রিশিয়ান ও প্লেবিয়ানগণ অংশগ্রহণ করত।

গ্রীক নগরসমূহের মতো প্রথমদিকে রোমের সাধারণ প্রবণতা গণতান্ত্রিক সরকারের দিকে ছিল। ৫০০ খ্রীঃ পূর্বে শেষ রাজার বহিষ্কারের পর একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয় এবং দুই শতাব্দীব্যাপী পাট্রিশিয়ান এবং প্লেবিয়ানগণ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে প্রতিযোগীর ভূমিকা পালন করে। এর ফলে দুটি শ্রেণীর মধ্যে একতার সৃষ্টি হয় এবং তারা নগরের একই নাগরিক মর্যাদা লাভ করে ও তাদের একই রাজনৈতিক ও বেসামরিক অধিকার ছিল। এরূপ পদ্ধতিতে সরকারের সিদ্ধান্তে পূর্ণ পরিবর্তন আসে। রাজার সামরিক এবং বেসামরিক কর্তৃত্ব দুইজন কনসালকে দেয়া হয় যারা প্রতি বছর comitia centuriata দ্বারা নির্বাচিত হতো। অন্য বিচারকগণ যথা প্রেটারস এবং সেন্সরগণ পরীবর্তী সময়ে প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগীয় কনসালদের কাজের সহায়তার জন্য সৃষ্টি হয় এবং জরুরি অবস্থায় একনায়কত্ব সৃষ্টির জন্য সুযোগ রাখা হয়। প্রথমে কেবল পাট্রিশিয়ানরা এসব পদের অধিকারী ছিল কিন্তু প্লেবিয়ানরাও এসব পদে প্রবেশের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। ইতিমধ্যে প্লেবিয়ানরা নিজেদের পরিষদ গঠন করে, যার নাম ছিল concilium plebis এবং তারা নিজেদের কর্মকর্তা নির্বাচন করতো, যাদের প্রধান ছিল tribune, যার জনগণেব পক্ষে বাধা দান করার অধিকার ছিল এবং কনসালদের কাজে ভেটো দিতে প্লেবিয়ান পরিষদের নাম পরিবর্তিত হয়ে comitia tributa নামে পরিণত হয় এবং প্রধান আইন প্রণয়নকারী অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। comitia centuriata কনসাল নির্বাচন করতো এবং তাদের অফিসে কাজের জন্য দায়ী করতো ও অপরাধ সম্পর্কিত মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে চূড়ান্ত আদালত হিসেবে ভূমিকা পালন করতো এবং যুদ্ধ বা শান্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। পুরাতন পাট্রিশিয়ান comitia

curiata কোনো কোনো ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের জন্য টিকে থাকে। যাহোক সিনেট এর অভিজাতপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে এবং তাদের দ্বারা গঠিত হতো, যারা উর্ধ্বতন প্রশাসনিক পদে ছিল। তত্ত্বগতভাবে এর কাজ ছিল উপদেষ্টামূলক কিন্তু বাস্তবে বিরাট ক্ষমতার অধিকারী ছিল, অর্থ, রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধাগুলো তাদের হাতে ছিল এবং এর নিয়ন্ত্রণে ছিল বৈদেশিক সম্পর্ক ও মিত্রদের সাথে ব্যবহার এবং প্রজা জাতির বিষয়সমূহ। সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সাথে এর ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। পাট্রিশিয়ান এবং প্লেবিয়ানদের প্রতিযোগিতার মীমাংসায় এবং প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সন্তোষজনক কাজের ফলে রোমের দৃষ্টি বিদেশ জয় ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের দিকে নিবদ্ধ হয়। গ্রীক নগরসমূহ যেগুলো পূর্বদিকে ছিল প্রথমে প্রাচীন সভ্যতার সংস্পর্শে আসে এবং প্রতিরোধমূলক যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়, যাতে তারা নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে। তাদের উদ্বৃত্ত জনতা ঔপনিবেশিক হিসেবে নতুন শহরে চলে যায়, যা মূলত স্বাধীনতা লাভ করে। এরূপ অবস্থায় হেলিনিক বিশ্বের নগররাষ্ট্র, সরকারের একটি নমুনারূপে অবস্থান করে এবং এটা আলেকজান্ডারের সময় পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। পশ্চিমে রোম প্রথমে দুর্বল জাতির সংস্পর্শে আসে এবং সহজে তাদের জয় করে তাদের সাথে মিশে যায় ও তার ঔপনিবেশিকরা মূল নগরের নিয়ন্ত্রণে অবস্থান করে এবং রাজ্য বৃদ্ধি করে। এরূপ পদ্ধতির ফলে নগরের মধ্যে গণতান্ত্রিক উন্নয়ন থেমে যায় এবং রোমের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সাথে সরকারের সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি একনায়কত্বে ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করে। রোমের সাম্রাজ্য বিস্তার প্রতিবেশী ইতালির রাষ্ট্রগুলোকে যুক্ত করে। এদের কোনো কোনোটি মিত্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং তারা স্থানীয় সরকারে উল্লেখযোগ্য স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। অন্যান্য শাসনের ক্ষমতা ঔপনিবেশিকদের একটি দলের ওপর আরোপিত হয়, যাদের রোম থেকে পাঠানো হয় এবং একজন রোমান কর্মকর্তা যাকে Prefect বলা হতো। সরকারের সাথে অংশগ্রহণের অধিকার রাজধানীতে বসবাসকারী সীমিত নাগরিকরা ভোগ করতো। কোনো কোনো মিত্রকে সীমিত নাগরিকত্ব প্রদান করা হতো এবং ৯০ খ্রিষ্টপূর্বে একটি ঘোরতর বিদ্রোহের পর বাস্তবভাবে সব লোক যারা PO-এর দক্ষিণে ছিল তাদের সম্পূর্ণ নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। কার্থেজের যুদ্ধে রোম তার একমাত্র পশ্চিমা শত্রুকে ধ্বংস করে, নৌশক্তি অর্জন করে এবং বিদেশের অর্থাৎ সামুদ্রিক রাজ্য জয় করে। দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে আলেকজান্ডারের বিখণ্ডিত গ্রীস ও প্রতীচ্য সাম্রাজ্য রোমের অধীনস্থ হয় এবং প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধে রোম উত্তর ও দক্ষিণের বার্বারদের ওপর তাদের ক্ষমতা বিস্তার করে, তারা ইউফ্রেটিস থেকে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত শাসন করে এবং সাহারা মরুভূমি থেকে রাইন ও দানিউব নদীর সম্মুখ ভাগ পর্যন্ত তাদের শাসনাধীনে আসে। বস্তুত পক্ষে সমগ্র পশ্চিমা সভ্য জগৎ একটি মাত্র রাজনৈতিক পদ্ধতিতে একত্র হয়। রোম হতে রাস্তাঘাট সবদিকে সম্প্রসারিত হয়। ফলে স্থায়ীভাবে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, প্রদেশকে রাজধানীর সংস্পর্শে রাখে, ফলে শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

সাম্রাজ্যকে একত্র রাখতে একটি কার্যকর কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হয়। বিজিত রাজ্যসমূহ প্রদেশে বিভক্ত হয়, প্রত্যেকটিতে একজন রোমীয় কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হয়, যাকে প্রো-কনসাল বা প্রপ্রেটর বলা হতো। তাকে সমুদয় বেসামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। অত্যাচারী ক্ষমতাশালী শাসকদের হাত থেকে জনগণের নিরাপত্তার একটি ব্যবস্থা ছিল যে রোমীয় কোনো কর্মকর্তার চাকরির মেয়াদ শেষ হলে তার কাজের জন্য বিচারের সম্মুখীন হতে হতো। যদিও প্রজাতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র রোম

সাংবিধানিকভাবে টিকে ছিল। জুলিয়াস সিজার ও আগস্টাসের কাজ যিশুর সময় পর্যন্ত মূলত সামরিক স্বৈরাচারে পরিণত হয়। সামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে এনে এটা করা সম্ভব হয়েছিল এবং রোমের ভোটদাতাগণ বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ বিচারকদের হাত একত্র হয়ে স্বৈরাচারী শাসনকে জোরদার করা হয়। গণপরিষদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল না। তারা ক্রমে অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার কাজ থেকে দূরে সরে আসেন, কর্মকর্তা নিয়োগ এবং আইন পরিষদে বক্তব্য রাখার ক্ষমতাও তাদের ছিল না।

সিনেট তার গুরুত্বপূর্ণ আসন বহাল রাখে। এর প্রস্তাবাবলি সাধারণ আইনে পরিণত হয়। যাহোক, সম্রাট সিনেট গঠনে প্রধান প্রভাব বিস্তার করতেন, তার প্রস্তাবসমূহ নতুন পদক্ষেপ নেয়ার সূচনা করতো এবং তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে আইনে পরিণত হতো। ল্যাটিন ভাষার প্রচলন সাধারণ সরকারের ভাষা এবং সাধারণ পদ্ধতির আইনের প্রয়োগ একতাবদ্ধ হওয়ার পদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে চিহ্নিত করে।

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে রোমান নাগরিকত্ব প্রদেশে বিস্তৃত হয়। সাম্রাজ্যের নগররাষ্ট্রের ভিত্তি এভাবে তিরোহিত হতে থাকে এবং রাষ্ট্রের সব সদস্য সম্রাটের শাসনাধীনে সমভাবে আনুগত্য গ্রহণ করে। এ সময়ে সম্রাট জনগণ থেকে ক্ষমতা লাভ করেছে— এ প্রাথমিক তত্ত্বটি হুমকির সম্মুখীন হয়, এর বদলে এই ধারণা করা হয় সাম্রাজ্যেব অধিকার স্বর্গীয় অর্থাৎ স্বর্গের দান। কিছুকালের জন্য সম্রাটকে ঈশ্বর হিসেবে পূজা করা হয়। পরবর্তীকালে খ্রিষ্ট ধর্মকে বাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করার ফলে এই ধাবণা ছিল যে সম্রাট পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। Dioclet1on ও Constanatine-এর প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বে প্রজাতান্ত্রিক রোমের আইনগত দিক পরিহার করে সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এভাবে গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র একনায়কত্বের বিশ্ব সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। গ্রীকদের গণতান্ত্রিক আদর্শ স্বাধীনতা এবং স্থানীয় স্বাধীনতা, রোমীয় আদর্শের একতা, শৃঙ্খলা, সার্বজনীন আইন ও বিশ্বজনীনতা থেকে সরে আসার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে।

রোমান রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার প্রকৃতি

সাধারণত রোমানগণ গ্রীকদের নিকট থেকে দার্শনিক ধারণা লাভ করে। Stoics-দের মতবাদ বিশেষ করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রোমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে স্থির উদ্দেশ্য খুব অল্প ভূমিকা পালন করেছিল। সাধারণ নীতির একটি দিক ছিল তাদের একজন শত্রুকে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া—এভাবে বিজিত নতুন অঞ্চল প্রত্যক্ষভাবে স্বীয় রাজ্যভুক্ত করতো। রোমের পরিস্থিতির ফলশ্রুতি সাম্রাজ্য বিস্তারে সহায় ছিল, কোনো সাধারণ পরিকল্পনা বা তত্ত্ব এর পেছনে ছিল না। এমন কি সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির পরিপূর্ণতার পরেও রোমের কোনো লেখক রাজনৈতিক পদ্ধতির দর্শন লেখায় হাত দেন নি—যেমন গ্রীক বিশ্বে এরিসটোটল করেছিলেন। যাহোক রোমানগণ রাজনৈতিক জীবন প্রয়োগের সময় কোনো কোনো ধারণা তারা গ্রীকদের নিকট থেকে ধার করেছিল। ঐগুলো আরও সঠিক আকারে কমিয়ে এনে তাদের সরকারি প্রক্রিয়ায় এবং আইনে অবচেতনভাবে কোনো কোনো নীতি প্রয়োগ করে, যা গ্রীক চিন্তাধারার চেয়ে প্রগতিশীল ছিল। এদের মধ্যে আইনের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে রাজনীতি ও নীতিজ্ঞানের পৃথকীকরণ করা হয় এবং রাষ্ট্রে একটি অদৃশ্য তত্ত্ব সৃষ্টি হয়, যাতে সমাজ থেকে পৃথক এবং আইনগত ব্যক্তিত্বের ধারণার উন্নয়ন হয় এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা আইন প্রণয়নকারী হয়।

রোমান চিন্তাধারা রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকে একীভূত করে নি, যা প্লেটোর তত্ত্বে আছে, এপিকিউরিয়ানদের শিক্ষার মতো রাষ্ট্র এটাকে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনা করে নি। রোমানগণ রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকে আলাদা করেছে। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য আছে। সামাজিক অস্তিত্বের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় কিন্তু রাষ্ট্রের চেয়ে ব্যক্তিকে আইনগত চিন্তার কেন্দ্র করা হয়েছে এবং ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান—এটাই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রকে আইনের ব্যক্তিরূপে দেখা হয় এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং নাগরিকগণকে আইনের ব্যক্তি হিসেবে দেখা হয়, যাদের অধিকার আছে, যা অন্যের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে হবে। এমন কি সরকারের বেআইনি হস্তক্ষেপ থেকেও রক্ষা করতে হবে। উক্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে রোমান আইনের পদ্ধতির বিস্তৃতি ঘটে।

এই আইনের বিষয়বস্তু সহজ। এটা পাওয়া যাবে Gais ও Ulpian এবং Justinian কোডে। এর উৎস কোথা থেকে এসেছে তা পরিষ্কার নয়। তত্ত্ব থেকে বিরোধপূর্ণ বিশ্বাস এবং নানা প্রকার ব্যবহার বিষয়টিকে জটিল করেছে। স্বর্গীয় অধিকারে বিশ্বাস যে একচ্ছত্র তা সমর্থিত হয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যবাদের বছরসমূহে কোনো কোনো মহল তা উল্লেখ করেছেন। একই সময় প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গি যা জনগণ ক্ষমতার উৎস তখনও প্রাধান্য পায়। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সম্রাটগণ তাদের ক্ষমতা নাগরিকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন এবং তাদের নিকট দায়ী থাকবেন এটাই বিবেচ্য ছিল। বাস্তবিক পক্ষে বলা বাহুল্য, পরবর্তী দল মনে করতো সম্রাটের ইচ্ছায় আইনের শক্তি আছে। তার সিদ্ধান্ত জনগণের কাজে স্থাপনায় এবং তাকে মূল আইন প্রণয়নকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর যৌক্তিকতা একটি প্রসিদ্ধ অনুচ্ছেদে Ulpian প্রদান করেছেন।

'সম্রাটের ইচ্ছার মধ্যে আইনের জোর আছে, কারণ lex regia অনুচ্ছেদে জনগণ তার নিকট নিজের সব ক্ষমতা হস্তান্তর ও অর্পণ করে থাকে।

কারলাইল বলেছেন, সীমাহীন ব্যক্তিগত ক্ষমতার স্ববিরোধী বর্ণনা নিরেট গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে স্থাপিত। সম্রাটের ইচ্ছাই আইন কেবল জনগণ যদি এটা চায়।

ক্ষমতার হস্তান্তর চুক্তির আকারে ছিল একটি ধারণা, যা রোমান তত্ত্বে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

গ্রীকদের মতো রোমানগণ রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক মনে করতো, যার যথার্থতা আছে এবং সামাজিক চুক্তির ধারণা যা দ্বারা মানুষ তাদের স্বাভাবিক অধিকার ছেড়ে দেয়। একটি রাজনৈতিক কাঠামো নির্মাণে তাদের চিন্তাধারায় এর কোনো স্থান ছিল না। অপরদিকে তারা সরকারের চুক্তির উন্নয়ন সাধন করে যা দ্বারা জনগণের ক্ষমতাকে সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। একবার নির্বাচিত হলে বিচারকের ক্ষমতা তার আইনগত কর্তব্যের মধ্যে তা প্রাপ্ত। জনগণ যে ক্ষমতা অর্পণ করেছে এটাকে তুলে নেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। রোমানগণ বিদ্রোহ করার অধিকার স্বীকার করতো না। তাদের সরকারি চুক্তির ধারণা ঐরূপ যা Hobbes-এর ছিল Locke-এর মতো নয়। Hobbes-এর ক্ষেত্রে তারা এ মতবাদকে একনায়কত্ব সরকারের স্বপক্ষে ব্যবহার করতো।

আইন সৃষ্টি রোমদের প্রাথমিক অবস্থায় চুক্তির আকার ধারণ করে। চুক্তির মতো নতুন আইন প্রণীত হতো। বিচারক ও জনগণের মধ্যে কোনো সমাবেশ বা সম্মেলনে প্রথমোক্তরা প্রস্তাব করতো, শেষোক্তরা বিধিবদ্ধ করতো অথবা বাতিল করে দিত। সম্রাটের প্রজাগণের ওপর আদেশরূপে আইন ছিল না; কিন্তু একটা চুক্তি যা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের সদস্যদের

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করা হতো। চুক্তির ধারণা ছিল রোমানদের ধর্মীয় চিন্তার মতো; তাদের পূজা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দর কষাকষিতে স্থির হতো, যার দ্বারা পূজারী ঈশ্বরের জন্য কোনো কোনো উৎসব সংক্রান্ত কর্তব্য পালন করতো, যার বদলে প্রত্যাশিত কোনো উপকারে তারা উপকৃত হতো। চূড়ান্তভাবে রোমানগণ পরিষ্কারভাবে চুক্তি সম্পর্কের প্রকৃতিকে স্বীকৃতি দেয়, যা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল এবং ঐ তত্ত্বের ওপর তারা তাদের আইনের বৃহদাংশ প্রণয়ন করে।

রোমান আইনের মতবাদ

আইন সম্পর্কে রোমানদের ধারণা ক্রমে ক্রমে পরিপক্বতা অর্জন করে। প্রাথমিক রোমান আইনে ধর্মীয় অনুশাসনের মিশ্রণ ছিল, প্রথাগত নিয়ম ও জনগণের ন্যায়বিচারের তত্ত্বসমূহও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাথমিক যুগের মানুষের মধ্যে ধর্ম ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিবেচিত না হয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অবিচার বলে মনে করা হতো। গ্রীসের মতো যেসব আইন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশরূপে বিবেচিত হতো এবং যেসব নীতি মানুষের প্রথায় বিবেকসম্মত বিবেচিত হতো, এর মধ্যে পার্থক্য ক্রমে ক্রমে চিহ্নিত হয়। রাষ্ট্র নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারে এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় এবং রোমান আইনের প্রথম বিধিবদ্ধতা বারটি টেবিলে আছে (৪৫০ খৃষ্টপূর্ব)। রোমানদের প্রচলিত প্রথার নির্দিষ্ট আকার দানের জন্য এটা প্রণীত হয়।

বলাবাহুল্য, বারটি টেবিলের প্রতিষ্ঠা আইনগত চিন্তায় নতুন যুগের সূচনা করে। এটা ধর্মীয় উপাদানকে পেছনে ঠেলে দেয়, আইনের বিরুদ্ধে দোষারূপ করে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ এমন কি ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতার চেয়ে এবং প্রথাকে আইনের প্রধান উৎস হিসেবে উৎখাত করে। তখন থেকে আইন ক্রমাগতভাবে রাষ্ট্রের ইচ্ছা হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজনীতি ধর্মের ওপর ক্রমাগত প্রাধান্য বিস্তার করে। আইন প্রকৃতিগতভাবে নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায় ও ধর্মপ্রচারকগণ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হন। তত্ত্বগতভাবে বারটি টেবিলের আইন রোমান ব্যক্তিগত আইনের সমস্ত এলাকার অন্তর্গত হয় বলে অনুমিত হয়, টেবিলের ব্যাখ্যা করে কেবল পরিবর্তন সাধিত হতে পারে অথবা অতিরিক্ত আইন প্রণয়ন করে এবং এটা করতে হলে রোমান জনগণের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাগবে। এভাবে আইনগত পরিষদের মাধ্যমে অতিরিক্ত আইন প্রণয়ন করা হয়—প্যাট্রিশিয়ায় প্লেবিয়ান পরিষদে এবং পরবর্তীকালে সিনেট ও সম্রাটগণ আইন বৃদ্ধিতে অংশ নেন। উক্ত পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধ আইন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, রোমান আইন রাষ্ট্রের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে, যা থেকে এটা গঠন প্রক্রিয়া ও সূত্র লাভ করে।

রোমের বিস্তারের সাথে সাথে নতুন ধারণা এসে রোমান আইনের প্রসারতা ও স্বাধীনতা দান করে। বিশ্ব সাম্রাজ্যের সরকারের জন্য এটা ছিল খুবই উপযোগী এবং সাম্রাজ্য পতনের পর ইয়োরোপের আইন পদ্ধতির ভিত গড়ে তোলে। বেসামরিক আইন বার টেবিল থেকে বর্ধিত হয়, যা ছিল সঙ্কীর্ণ ও আনুষ্ঠানিক। এতে ছিল প্রাথমিক ধর্মীয় ধারণার অনেক জীবিত উপাদান এবং রোমের জন্য একপ্রকার শর্তের নমুনা ও এতে জড়িত ছিল অনেক কলাকৌশল, যা ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে ছিল ধ্বংসাত্মক। একচেটিয়া এবং অনড় অবস্থা ক্রমে ক্রমে ভেঙে পড়ে। Praetors-এর নির্দেশ, জুরি উপদেষ্টাদের সহযোগীয় এবং সম্রাটের সংবিধানসমূহ ভঙ্গ কাজে সহায়তা করে। তাদের অবদানে আইন প্রসারিত এবং

বিবেকসম্মত হয় ও এই পদ্ধতি jus gentium ও jus naturale কার্যকরী হয় ও গুরুত্বপূর্ণ ধারণা বেরিয়ে আসে।

যখন প্রজাতন্ত্রের অধীনে প্রশাসনিক কার্যকলাপ ৪র্থ শতাব্দীতে বিভক্তি লাভ করে, বেসামরিক বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা একজন কর্মকর্তার হস্তে ন্যস্ত হয়, যিনি Praetor নামে পরিচিত ছিলেন। এ আইন প্রয়োগে এর ব্যাখ্যা দিতে তিনি বাধ্য ছিলেন এবং এটা করতে গিয়ে অবশ্যম্ভাবীরূপে নতুন নীতি প্রবর্তন করতেন। এতদ্ব্যতীত তাদের সময়সীমার শুরুতে Praetors গণ সাধারণ নীতি স্থাপন করে ফরমান জারি করতো, যা তারা তাদের কার্যালয় পরিচালনায় অনুসরণ করতেন। এসব ফরমান উত্তরসূরির কাজ গঠন করতো, যা উত্তরাধিকারীরা সাধারণত গ্রহণ করতেন এবং অতিরিক্ত সময়ে এতে কিছু যোগ করে ক্রমে ক্রমে রোমানদের আইনগত নীতি এবং আচরণ সংশোধন ও সম্প্রসারিত করতেন।

বিজিত লোকদের ওপর রোমান আইন প্রসারের সাথে, বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে এবং বর্ধিত সংখ্যার বিরুদ্ধবাদী যারা রোমে বাস করতো তৃতীয় শতাব্দীতে একটি অতিরিক্ত Praetor স্থাপিত হয় মামলা-মোকদ্দমা স্থাপনের জন্য, যার সাথে বিদেশিরা সম্পর্কিত ছিল। যেহেতু রোমান বিচারকগণ শত্রু আইন প্রয়োগ করতে পারতো না তাদের Praetors গণ রোমের সাধারণ আইনগত নীতি নির্বাচনে বাধ্য হতেন এবং ইতালির বিভিন্ন লোকদের ওপর তা প্রয়োগ করা হতো, যাদের রোম শাসন করতো এবং তাদের একটি আইনে মিশ্রণ করা হয়, যা jus gentium নামে পরিচিত ছিল। ওটা এমন একটি আইন যা সব জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা স্বাভাবিক সাম্যবাদের নীতি একত্র করে, যা রোমকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে এবং এতে ছিল প্রজাসাধারণের প্রথা ও আইনগত ধারণা এবং Praetor এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এটা সংশোধন করার স্বাধীনতা বহন করতেন ও তার নিজ ন্যায়বিচারের জ্ঞান এতে শর্ত জুড়েছিল কারণ যে নীতি এভাবে উন্নীত হয়ে কলাকৌশলমুক্ত ছিল এবং নানা লোকের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিরূপে দেখা দিল ও ন্যায়ের অদৃশ্য নীতিতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। jus gentium prefect-এর নির্দেশের সাথে মিল ছিল বলে মনে হয়। এটি সার্বজনীনভাবে খাঁটি এবং প্রাকৃতিক আইনের ধারণায় অবদান রাখে যা দ্বারা তা চূড়ান্তভাবে সনাক্ত হয়েছে। আকারে এটা ক্রমে ক্রমে রোমান আইনের সাধারণ কাঠামোর সাথে বিধিবদ্ধ হয়, বিশেষ করে প্রাচীন বেসামরিক আইন সময়ের আবর্তে ক্রমাগত অচল হয়ে যায়।

রোমান আইন আরও সম্প্রসারিত হয় যখন সম্রাটগণ জুরিদের আইনগত আবেদনের উত্তরদানের ক্ষমতা অর্পণ করেন, যেসব বিরোধপূর্ণ ব্যাপার সাম্রাজ্যের নানা স্থান থেকে আসতো, তার ওপর এরূপ উত্তর চূড়ান্তভাবে পরিপূর্ণ আইনের ক্ষমতা নিয়ে আসে। নানা প্রকার বিরাট ব্যাপক আইনগত আদর্শে জুরিগণ সাধারণ নীতি-নির্ধারণ করবেন বলে আশা করা হতো, যা সমগ্র সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চূড়ান্ত অধিকার ও বিচারের প্রকৃতির জন্য এটা সতর্কতামূলক বিবেচনা দাবি করে। এ কাজ গ্রহণ করতে জুরিগণ তাদের সঠিক সংজ্ঞায় এবং যুক্তিসম্মত শ্রেণীবিন্যাসে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানসম্মত বিচারবিধি প্রণয়ন করেন। Justinian-এর মহান ধারা তাদের সর্বোত্তম অবদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ন্যায়বিচার ও কারণ নীতি প্রয়োগের প্রচেষ্টায় তারা Stoic-এর সাধারণ আইনের মতবাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। গ্রীক দর্শনের প্রভাবে বিশেষ করে জুরিদের কাজের মাধ্যমে এটা রোমান রাজনৈতিক চিন্তার নীতিরূপে গৃহীত হয়, যার পেছনে বিশেষ আইনের শাসনে অদৃশ্য অধিকারের মূল নীতি স্থাপন করে, যা প্রকৃতির কর্তৃত্ব থেকে আহরিত এবং যুক্তির

দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত। বাস্তব বিষয়ের ওপর সভ্য জগতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জুরিগণ দেখতে পেলেন Stoic-দের মানুষের ভ্রাতৃত্ব বোধের ধারণা এবং সার্বজনীন আইন বিশেষ করে মূল্যবান। যদিও jus gentium এবং jus naturale আইনগত চিন্তার ভেতর বিধিবদ্ধ ধারণার মাধ্যমে রোমান আইনের সঙ্কীর্ণ ও অনড় অবস্থা থেকে মুক্তি পায়, যা একটি মাত্র শহরে বিশেষ জনগণের জন্য প্রযোজ্য ছিল তা বিস্তৃত হয়ে বিচার বিভাগীয় আইনের সাধারণ পদ্ধতির রূপ লাভ করে, যা ছিল বিশ্ব রাষ্ট্রের সরকারের উপযোগী এবং এটা বহু শতাব্দীব্যাপী বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় আইনের ভিত্তিরূপে কাজ করেছিল। রোমান বিচার বিভাগীয় আইন থেকে প্রাকৃতিক আইনের ধারণা মধ্যযুগীয় সাহিত্যকর্মে স্থান পায়, যা খ্রিষ্টান তত্ত্বের সাথে প্রায় সনাক্ত করা হতো, যা নাকি ছিল সার্বজনীন স্বর্গীয় আইন ঈশ্বর কর্তৃক মানব হৃদয়ে গ্রথিত। রোমান ক্যাথলিক গির্জার সংগঠন এবং canon আইনের পদ্ধতি রোমান আইনগত ধারণার ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল মধ্যযুগের শেষাংশে যখন রোমানদের সমীক্ষা পুনরুজ্জীবিত হয়। রোমানদের বেদবাক্য ছিল যুবরাজের ইচ্ছা, আইনের উৎস; রোমান ধারণা থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়াল যে যুবরাজ জনগণের প্রতিনিধি, জাতীয় রাজার সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের ভিত্তিরূপে তা ব্যবহৃত হয়। Stoic-এর তত্ত্ব অনুযায়ী সব মানুষ প্রকৃতিগত আইনে স্বাধীনরূপে জন্মগ্রহণ করেছে এবং স্বাভাবিক অধিকারে সব মানুষ সমান। রাজকীয় কর্তৃত্বের বিরোধিগণ কর্তৃক এ ধারণা পুনরুজ্জীবিত হয় এবং এর ফলে সামাজিক চুক্তি ও প্রকৃতিগত অধিকারের ভিত তৈরি হয়, যা বিদ্রোহ ও গণতন্ত্রের ভিত্তিরূপে কাজ করে। সবশেষে jus gntium ও jus naturale-এর তত্ত্ব আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং Grotius তা চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করেন।

পলিবিয়াস

রোম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পর রোমান সরকারের নীতিসমূহ আলোচনার কোনো চেষ্টা করা হয় নি এবং এর সূত্রপাত করেন একজন গ্রীক, তার নাম Polıbyus (২১৪-১২২ খ্রিষ্টপূর্ব)। তিনি এমন একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন, যিনি Achaean League-এর নীতির পরিচালনা করেছিলেন। একসময়ে মেসোডিয়ানদের ক্ষমতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং গ্রীসকে রোমানদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তিনি রোমের দিকে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন এবং এটা ছিল রোমানপন্থী লীগের নেতাদের মতামতের বিপক্ষে ও বিজয়ের পর তাকে আশ্রিত হিসেবে ইতালিতে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তিনি রোমান সংবিধানের সাথে পরিচিতি লাভ করেন, কালের রাজনীতিবিদ হিসেবে তাকে রোমান সরকার গ্রীসের কতিপয় মিশনের কাজে প্রেরণ করেন। তিনি অধিকাংশ সময় ভ্রমণে ব্যয় করেন এবং রোমের ইতিহাস রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন।

এ কাজ করতে গিয়ে তিনি রাষ্ট্রের মৌলিক উৎপত্তির তত্ত্ব প্রদান করেন এবং নানা ধরনের সরকারের বর্ণনা দেন। তার সাথে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের স্বাভাবিক পরিক্রমণ তুলে ধরেন। তারপর তিনি রোমের সংবিধানের বিশ্লেষণ করেন। এতে দেখান নানা ধরনের সরকারের উপাদান একত্র করে এবং দমন ও ভারসাম্যের পদ্ধতি বিভিন্ন অঙ্গে প্রবর্তন করে রোম ধ্বংস থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে। সহজ ধরনের রাষ্ট্রের ধ্বংস অবশ্যাম্ভাবী। Polybius গ্রীক সরকারের শ্রেণীবিন্যাস করেন রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্ররূপে এবং বলেছেন যে, এ ধরনের একটি সরকার পবিত্র বা দুর্নীতিপরায়ণরূপে টিকে থাকতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন এ ধরনের সরকার একটি অন্যটিকে

স্বাভাবিকভাবেই অনুসরণ করে। এদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে ধ্বংস হওয়ার বীজাণু। প্রাচীনতম ধরনের ক্ষমতা ছিল রাজতন্ত্র, যার ভিত্তি ছিল বল প্রয়োগ এবং যা স্থাপন করা হতো এক জনগোষ্ঠীর ওপর, যারা স্বাভাবিকভাবে একতাবদ্ধ থাকতো। কারণ অভিজ্ঞতা ক্রমে শিক্ষা দিল সরকারের প্রয়োজন ও মূল্যবোধ এবং ন্যায় ও নীতির ধারণার আবির্ভাব হলো, জনগণ স্বইচ্ছায় রাজার তাঁবেদার হলো এবং সরকার যথার্থভাবে আনুগত্যের ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। যাহোক, যখন রাজা স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার প্রয়োগ করে এবং অন্যায়ভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করে এ ধরনের সরকার দুর্নীতিপরায়ণরূপে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। সৎ এবং বিখ্যাত নেতাগণ অত্যাচারী রাজার পতনে নেতৃত্ব দেন এবং অভিজাততন্ত্র স্থাপন করেন। অভিজাততন্ত্র পরবর্তীকালে স্বভাবসুলভ দোষ-ক্রটি নিয়ে আসে, জনগণকে অত্যাচার করে এবং সমষ্টিতন্ত্রের উদ্ভব হয়। জনগণ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ও নিজেরা ক্ষমতায় আসে এবং কিছু সময় সবার স্বার্থে শাসন করে— এভাবে গণতন্ত্রের পত্তন হয়। কিন্তু ভিন্ন মত শিগগির দানা বেঁধে ওঠে। ধনবানগণ অজ্ঞ জনগণকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে, অবিচার ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। ফলে জনতার শাসন কায়েম হয়। জনতার আধিক্য কিছু সাহসী নেতাকে প্রসিদ্ধি দান করে। যারা স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার ব্যবহার করে এবং জনগণের সমর্থন লাভ করে এভাবে নতুন পট পরিবর্তনের সূচনা হয়।

Polybius বিশ্বাস করতেন স্থিতিশীলতা ও ঘন-ঘন সরকার পরিবর্তন রোধ করার জন্য সব সরকার থেকে ভালো উপাদানগুলো নিয়ে সরকার সৃষ্টি করা। এটা Lycurgus কর্তৃক আংশিকভাবে স্পার্টার জন্য সফল হয় এবং রোমান পদ্ধতির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ক্রমে উত্তমভাবে কাজ করতে থাকে। রোমানদের সংবিধানে কনসাল রাজকীয় নীতিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করতো। সিনেট ছিল মূলত অভিজাত এবং জনতার পরিষদ ছিল গণতান্ত্রিক। অধিকন্তু এ ধরনের প্রত্যেকটি অপরের ক্ষমতার ওপর কিছু বাধা সৃষ্টি করতো। সবার সম্মতি ব্যতীত কেউ কার্যকরভাবে কাজ করতে সক্ষম ছিল না। এভাবে বিস্তারিত দমন ও ভারসাম্য নীতির প্রবর্তন হয়। যখন প্লেটো এবং এরিসটোটলের লেখায় এ নীতির মূল্যবোধের তত্ত্ব প্রকাশ হয় পায় গ্রীক লেখকগণ সহজ সরকার পছন্দ করে, কিছু অন্য ধরন দ্বারা সংশোধিত এরূপ সরকার। Polybius ছিলেন প্রথম লেখক, যিনি মিশ্রণ ধর্মীয় সরকারের সুবিধা সম্পর্কে পরিষ্কার মতবাদ প্রচার করেন এবং সাংবিধানিক সংগঠন দমন ও ভারসাম্যের কথা তিনিই বলে গেছেন। এসব তত্ত্ব তাত্ত্বিকভাবে এবং প্রয়োগের মাধ্যমে পরবর্তীকালে স্বীকৃতি লাভ করে এবং সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে যা আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিদ্যমান।

সিসেরো

Polybius-এর লেখনী কদাচিৎ রোমান সংবিধানের প্রশংসা করেছে। এটা সম্পূর্ণ হয়েছিল উত্তেজনা বৃদ্ধির পূর্বকালে এবং যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, যা প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেয়। দমন ও ভারসাম্যের নীতি মূল্যবান ছিল ততোদিন, যতদিন বিরোধীদলসমূহ পারস্পরিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যখন দলগত শত্রুতার ফলে স্থবিরতা ও বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন রোমান সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির সাথে যুক্ত ছিল ধনবান অভিজাত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রাচীর সৃষ্টি করে। অভিজাতগণ সিনেটের সদস্য ছিলেন ও সাধারণ দরিদ্ররা পরিষদের প্রতিনিধি ছিলেন। এ দুই দলের মধ্যে শত্রুতার ফলশ্রুতি হলো গৃহযুদ্ধ। এতে নেতা যেমন Gracchi, Marius, Sulla, Pompey এবং সিজার ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলেন এবং সাম্রাজ্যের জন্য পথ প্রস্তুত করলেন। ঐ সময়ে রাজনৈতিক সম্ভাবনার উন্নতি হয় নি।

কিন্তু Cicero-এর প্রচেষ্টায় (১০৬-৪০ খ্রিষ্টপূর্ব) এসব পরিবর্তন বন্ধ এবং রোমান নাগরিকদের পূর্বের প্রক্রিয়ায় ফিরে আসতে বলা হয়, যাতে সরকারের কাজ ভালোভাবে চলে। তিনি রোমান ও গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গির চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন, যা ছিল রাষ্ট্র ও আইনের প্রকৃতি সম্পর্কে। এগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে করে অন্য লোকের ধারণাকে সংলাপ আকারে আনা হয়, যা প্লেটো ব্যবহার করতেন। Cicero রাজনৈতিক দর্শনকে সংক্ষিপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এমন সময় করেছিলেন যে সময় তার সমসাময়িকগণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি।

Cicero-এর রাজনৈতিক দর্শনের কাঠামো তিন সম্পর্কিত উপাদানে গঠিত। এগুলি হলো প্রাকৃতিক আইনে বিশ্বাস, স্বাভাবিক সাম্য এবং রাষ্ট্র মানুষের নিকট প্রকৃতির মতোই স্বাভাবিক। Cicero প্রাকৃতিক আইনের পুনরুক্তির জন্য সমধিক পরিচিত। তিনি প্লেটোর শিক্ষার অনুসরণ করেন, যা হলো অধিকার ও ন্যায়ের নীতি অবিনশ্বর। Stoic-এর নীতি হলো প্রধান সার্বজনীন আইন প্রকৃতিতে বিদ্যমান। Cicero অদৃশ্য কারণের তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন এবং প্রাকৃতিক আইনের তাৎক্ষণিক সম্পর্ক যা মানুষের যুক্তির তৎপরতায় রয়েছে এবং যা রয়েছে রাষ্ট্রের আইনে। তিনি বিশ্বাস করেন নৈতিক নীতিসমূহ রাজনৈতিক বিষয়সমূহে প্রযোজ্য, যেমন ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ব্যবহার করা যায় এবং সত্যিকার আইন চুক্তির সঠিক কারণ বা যুক্তি যা প্রকৃতির সাথে রয়েছে। এটা হলো সার্বজনীন প্রয়োগ অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী। অল্প কথায় সব আইনের ও মানুষের প্রথার পেছনে একটি প্রধান ও স্থায়ী আইন আছে, যাকে সবারই মানা উচিত, যদি রাষ্ট্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে Cicero-এর বিবৃতি সর্বজনের স্বীকৃতি লাভ করে। কারণ তিনি এটা বিশদভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একই কারণে স্বাভাবিক সাম্যের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে লোক কম জানে। এখানে তিনি Stoics-এর সাথে একমত হয়েছেন কিন্তু প্লেটো ও এরিসটোটলের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন যে মানুষের মধ্যে যতোটা পার্থক্য তার চেয়ে বেশি মিল রয়েছে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে পৃথক নয় কিন্তু মাত্রাগতভাবে পৃথক। কারণ প্রকৃতি সব মানুষকে যুক্তি বা কারণ দিয়েছে। বাস্তবিক কোনো গোত্রের মধ্যে এমন মানুষ নেই, যিনি সত্য পথ ও গুণাবলি অর্জন করতে পারেন না, যদি একজন চালক পান। প্রাকৃতিক সাম্যের ওপর গুরুত্ব-দাসত্ব প্রথাকে পরিহার করে দাসদের কেবল সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না, তারা ন্যায় ব্যবহার লাভের এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকার রাখে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে Cicero বিশ্বাস করতেন মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তির একটি স্বাভাবিক ফলশ্রুতি থেকে এর উৎপত্তি। অধিকন্তু রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ মানুষের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার চমৎকার নিদর্শন। বাস্তবিক পক্ষে আর কোনো পেশা এমন নয় যার মানবীয় গুণাবলি ঘনিষ্ঠভাবে ঈশ্বরের পবিত্র কাজের সাথে যুক্ত হয়। Cicero এভাবে প্রাথমিক গ্রীক ও পরবর্তী Stoic রাষ্ট্রীয় ধারণা অনুসরণ করেন, যা স্বাভাবিক ও কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠান। তিনি রাষ্ট্রকে কৃত্রিম সৃষ্টি মনে করতেন না, যা স্বীয়-স্বার্থের ফলশ্রুতি।

Cicero সরকারকে শ্রেণীভুক্ত করেন এবং তাদের গুণাবলি পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করেছিলেন। এখানে তিনি Polybius-কে অনুসরণ করেন। তিনটি সহজ ধরনের সরকার হলো রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র। প্রত্যেকেরই বিশেষ সুবিধা আছে কিন্তু প্রত্যেকেই ক্ষয়মুখী যা দুর্নীতির আকারে দেখা দেয় এবং বিদ্রোহের আবর্তে নিয়ে যায়। এসব ধরনের মধ্যে তিনি রাজতন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেছেন তারপর অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্র, তার মতে ততো বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি মিশ্রণ জাতীয় সরকার পছন্দ করেছিলেন, যাতে রয়েছে

প্রত্যেকটির সর্বোত্তম উপাদান এবং তিনি তা রোমান প্রজাতন্ত্রের পদ্ধতির সঠিক উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং দমন ও ভারসাম্য তার মতে, স্থিতিশীলতার উত্তম সরকারের জন্য প্রয়োজন।

Cicero *De Republica* অনুসরণ করেছেন, যার অধিকাংশ ধারণা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। *De Legibus*-এর সাথে যা *De Republica*-তে আছে। তিনি নিশ্চিতভাবে প্লেটোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু Plato-এর আইনের বিপরীতে যা সংশোধন করে বাস্তবমুখী করা হয়— প্লেটোর প্রাথমিক প্রজাতন্ত্রের ধারণা Cicero তার রচিত *De Lgibus*-এ আরও উন্নত করেছেন—একই প্রকার চিন্তা তার *De Republica*-তে স্থান পেয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, সব বেসামরিক আইন প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক যুক্তির নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং এর সাথে জুড়ে দেয়া যা প্রাকৃতিক আইনের পরিপন্থী আইনত তা আইন হিসেবে ক্ষমতাহীন। পনেরশ' বছর পরেও এই ধারণা য়ুরোপের রাজনৈতিক জীবনে এখনও কার্যকর। তিনি রোমানদের উচ্চ পর্যায়ের দেশপ্রেমিক ও ন্যায়ের আদর্শ গ্রহণ করতে চাপ সৃষ্টি করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সব মানুষই প্রকৃতিগতভাবে একই অধিকারের নীতির অধীন। তিনি বিশ্বজনীন মানবতা শিক্ষা দিয়েছিলেন অর্থাৎ সার্বজনীনতা যা ছিল Stoic-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি তিনটি নীতির দ্বারা চালিত হয়ে Cicero প্লেটোর মতো সাংবিধানিক এবং বেসামরিক বিস্তারিত বিধি প্রণয়ন করেন, যা হবে প্রকৃতিগত আইনের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ—উক্ত বিধির ভগ্নাংশ কেবল জীবিত ছিল।

Cicero-র রাজনৈতিক চিন্তায় মৌলিকতা নিতান্তই সামান্য ছিল। তার প্রধান কাজ ছিল গ্রীক ধারণাকে রোমান চিন্তাধারায় যুক্ত করা। কিন্তু এ পদ্ধতিতে একটি পরিষ্কার গুরুত্বের পরিবর্তন সংঘটিত হলো। Stoic-এর সার্বজনীনতা যা গ্রীকদের রাজনৈতিক গুরুত্ব দুর্বল করে দেয়। রোমে কার্যত বিশ্ব সাম্রাজ্যের তত্ত্বে পরিণত হলো এবং গর্বিত আত্মসচেতনতার প্রকাশ ঘটে ঐতিহাসিক যাত্রায়। Cicero প্রকৃতি আইনকে একটি আইনের পদ্ধতির ভিত্তি নির্মাণ করেন, যা সচেতনভাবে বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের কাঠামোরূপে গড়ে ওঠে। সব মানুষই সমান অধিকারের মালিক, যা প্রকৃতিগতভাবে প্রদত্ত এবং তারা সার্বজনীন নীতি দ্বারা শাসিত হবে। অতএব, সাম্রাজ্যের একটি সন্তোষজনক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, রোমান ক্ষমতা স্বর্গীয় যুক্তিকে কার্যকর করতে ব্রতী হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রোমান মতবাদ

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রোমান তত্ত্ব আদিম ধরনের এবং গ্রীকদের চেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের। রোম রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের স্বাভাবিক সম্পর্ক যে যুদ্ধ, এ ধারণায় ফিরে আসে। তার মধ্যে শান্তির সন্ধি যা হোক তিনি যুদ্ধকেই শেষ বলে সন্তুষ্ট হন নি। কিন্তু তিনি মিত্রতার স্থায়ী সম্পর্ক পূর্ববর্তী শত্রুর সাথে স্থাপন করেন। প্রথমে রোম সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে ব্যবহার করতো কিন্তু পরবর্তী সন্ধিসমূহে এক প্রকার শর্ত আরোপ করেন, যেখানে রোমের উচ্চতম পদমর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করে। বিদেশিদের সঙ্গে রোমানগণ আরও উদার ব্যবহার করত, গ্রীক নগররাষ্ট্রের চেয়ে রোমান বৈদেশিক নীতি অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে নিজ স্বার্থের বিবেচনায় চালিত হতো। আন্তর্জাতিক আইনের ন্যায় ও নীতির প্রশ্নে রোম সর্বদা নিজস্ব মান দণ্ড প্রয়োগ করেছে। একটি ন্যায় যুদ্ধ ঘোষিত হতো রোমানদের ধর্মীয় উৎসব ও আইনগত আনুষ্ঠানিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে।

রোম সাম্রাজ্যের একটি বিস্তৃতি সম্পন্ন হয়েছিল কূটনৈতিক তৎপরতা, রাষ্ট্রীয় কৌশল ও বলপ্রয়োগে। বিভিন্ন জাতির বন্ধন ছিন্ন করা ছিল রোমের নীতি। দুর্বলকে সাহায্য করে বলবানকে উৎখাত করা এবং সব শেষে উভয়কে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। সে সতর্কভাবে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করতো এবং তার মিত্রদের ব্যবহার করতো এবং সে প্রায়ই সন্ধি ভঙ্গ করতো, সমতার ছদ্মবেশে ভান ও অবিচারের মাধ্যমে এটা সংঘটিত হতো। এমন কি তার বিশ্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর রোম তার প্রতিবেশীদের সাথে যুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার অব্যাহত রাখে। ভারত, স্কাইথিয়া এবং মেডেস আইবেরিয়ান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণকে গ্রহণ করা হয়। জার্মানির বিরুদ্ধে উত্তর ভাগে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যাহোক, কখনও এসব জনতাকে তার সমকক্ষরূপে গণ্য করে নি। রোমান তত্ত্ব সাম্রাজ্যকে একমাত্র আইনগত রাষ্ট্র মনে করতো এবং আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে অন্য রাষ্ট্র থাকতে পারে না। Jus gentium ঐসব লোকদের বেলায় প্রযোজ্য হতো যারা রোমের আইনগত সম্পর্কে স্বীকৃতি পায় নি।

রোমান সাম্রাজ্যের স্থাপন হয় যখন যে-কোনো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব ছিল, বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত পৃথিবীকে একটি রাজনৈতিক পদ্ধতিতে আনা বলাবাহুল্য পরবতী আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়নে পথ করে দিয়েছিল। একই নাগরিকত্ব তৈরিকরণ *Pax Romana* সংরক্ষণে এবং বহু জাতির ওপর নিরপেক্ষ বিচার প্রশাসন প্রাথমিক রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা ভেঙে দেয়। বিদেশিরা স্বভাবত নিকৃষ্ট ও শত্রু এ ধারণাও পালটে দেয়। মানুষ সবাই শ্রেষ্ঠ এবং একটি সার্বজনীন আইন এসব তত্ত্ব বিশেষ করে মধ্যযুগে প্রাধান্য লাভ করে, যা জাতির মধ্যে আইন প্রণয়নে অবশ্যম্ভাবী ছিল। সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো jus gentium-এর ধারণা নিয়ম ও নীতিসমূহ, যা বিভিন্ন ধর্মীয় লোকের জন্য সাধারণ বলে বিবেচিত হয়। পরবর্তী সময়ে রোমান জুরিদের দ্বারা jus gentium-এর সাধারণ নীতি সনাক্ত করা হয় যা প্রাকৃতিক আইনের সাথে যুক্ত হয় এবং এভাবে সর্বজাতির জন্য প্রযোজ্যও সার্বজনীন নীতিরূপে বিবেচিত হয়। মধ্যযুগের শেষের দিকে এই ধারণাসমূহকে আন্তর্জাতিক আইনের উদ্ভাবকগণ যথার্থ রূপ দান করেন, যা আন্তর্জাতিক কাজে ব্যবহৃত হতো। জাতিসমূহ একটি পরিবার, যাদের সম্পর্ক নির্দিষ্ট আইনগত নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত—এ আধুনিক তত্ত্বটির ক্রমে পথ উন্মোচিত হয়।

রোমান রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার অবদান

রোমান ও গ্রীকদের রাজনৈতিক ধারণা একই প্রকার ছিল—একটি বলবান ছিল, অপরটি যখন দুর্বল। গ্রীকগণের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধারণার পরিবর্তে রোমানগণ আইন-শৃঙ্খলা ও একতার ধারণার ওপর সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। দলগত কোন্দল দমনে গ্রীকগণ ব্যর্থ হয়। নগরের অভ্যন্তরে ক্রমাগত যুদ্ধ এবং নগরসমূহের মধ্যে বিরোধ তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অনেক মূল্য দান করে। রোম স্বদেশে একতা স্থাপন করে এবং পশ্চিমা জগৎকে তার বন্ধনে এনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ধ্বংস করে এবং প্রজাতন্ত্রের নগরকে একনায়কত্বের সাম্রাজ্যে পরিণত করা হয়। শৃঙ্খলা ও একতার অবদানে এবং শান্তি স্থাপন ও বিশ্ব আইন প্রণয়নে রোম গ্রীকের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের তত্ত্ব ধ্বংস করতে বাধ্য হয়েছিল এবং নিজেকে কেন্দ্রীভূত ও সর্বক্ষমতাময় করতে চেষ্টা করে যেহেতু স্বাধীনতা গ্রীকে নৈরাজ্যে পরিণত হয়, শৃঙ্খলা রোম সাম্রাজ্যে অত্যাচারের রূপ পরিগ্রহ করে। স্বাভাবিক সমৃদ্ধি বন্ধ হয়, যা কিছু মহৎ পছন্দ ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং Status Quo সমানাধিকার সংরক্ষণ ধারণায় পরিণত হয়।

যাহোক গ্রীক স্বাধীনতার আদর্শ এবং জনগণের সরকার ক্ষুদ্র ও একই মনোভাবাবাপন্ন জনতার সংগঠনে কার্যকর ছিল। এটা ছিল সর্বদা একচ্ছত্র এবং মূলত আভিজাত্যপূর্ণ। আধুনিক গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্র উন্নয়নের পূর্বে রোমের অবদানের প্রয়োজন ছিল। স্থানীয় ঈর্ষাপরায়ণতা এবং তুচ্ছ শ্রেণীবিভেদ ভেঙে দিতে হয়েছিল এবং মানবীয় ভ্রাতৃত্বের আদর্শ এবং আইনের কাছে মানুষের সমতা রাজনৈতিক আচরণে প্রতিফলিত করতে হয়েছিল। প্রাথমিক যুগের মানুষের বিচ্ছিন্নতা যে অর্থে গ্রথিত, যথা বর্বর এবং নির্বাচিত ব্যক্তি ও সার্বজনীন পদ্ধতির দাসত্বকে গণতন্ত্রের সামনে ভেঙে দিতে হয়েছিল। স্বাধীনতা বিস্তারিত ও সন্তোষজনক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রোমের বিশ্বজনীন ক্ষমতা এবং Stoic খ্রিষ্টান তত্ত্ব মানুষের ভ্রাতৃত্ব বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি স্থাপন করে। এ ধারণা রোমের পতন ঠেকিয়ে রাখে এবং রেনেসাঁ কর্তৃক নতুন অনুপ্রেরণা দান করা হয়। তারা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্রোহের সময় এ কাজ করে। রোম ঔপনিবেশিক ও পৌরসভা প্রশাসনে মূল্যবান অবদান রাখে, স্বায়ত্তশাসিত সরকারের অনুমতি প্রদেশে প্রদান করা হয়, যা Pax Romana-কে সামরিক সাম্রাজ্যবাদের কিছু উপরে স্থান দেয়। এমন কি সাম্রাজ্যের প্রজা সাধারণগণকে রোমান শৃঙ্খলার মূল্যবোধের স্বীকৃতি দিয়েছিল। যখন রোমান সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়, তখন তারা মূল্যবান কিছু হারালো একথা বুঝতে পারে।

কোনো লোকই যাদের ওপর রোম তার নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেছিল একেবারে সভ্য জীবনের তত্ত্বকে হারায়নি। প্রদেশগুলো সমৃদ্ধিশালী হতে লাগলো এবং বহু পরে রাজধানী বিশৃঙ্খল ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে। রোমের অধিক ক্ষমতার শুধু নাম রইলো, যখন কার্যত নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তার ভাষা ও আইন পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে বার্বারগণ যখন সাম্রাজ্য জয় করেছিল। তারা রোমানদের টুকরো করে, নিজেদের সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত মনে করে গির্জা সংগঠন গঠন করে এবং এর কর্তৃত্ব ছিল রোমান সাম্রাজ্যের নমুনায় এবং রোমান শব্দ Caesar ও Imperium রাজনৈতিক চিন্তায় বহুকাল শক্তিশালী ছিল। মানুষের মনে রোমের আদর্শ এমনভাবে বিদ্ধ হয়েছিল যে, বিশ্ব ঐক্যের তত্ত্ব এবং একটি মাত্র সর্বময় ক্ষমতার কর্তৃত্ব পশ্চিমা জগতে সার্বজনীন আইনকে সুদৃঢ় করেছে, যা শতাব্দীব্যাপী, যদিও আসল অবস্থা এর বিপক্ষে ছিল, তবুও তা টিকে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জি :

Bowle, John, *Western Political Thought.*

Carlyle A.J. and R.W, A History of Medieval Political Theory in the West.

Cowell, F.R., Cicero and Roman Republic.

McIlwain, C.H., The Growth of Political Thought in the West.

Schulz, Fritz, *History of Roman Legal Science.*

Syme, Ronald, *The Roman Revolution.*

তৃতীয় খণ্ড

মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার সূচনা

রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টধর্ম

মধ্যযুগের প্রারম্ভে দুটি নতুন উপাদান রাজনৈতিক জীবনে যুক্ত হয়। একটি হলো খ্রিষ্টান মতবাদসমূহ যা রোমান দর্শনের এবং প্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্যে এসে উন্নীত হয়।

টিউটন প্রাচীন জার্মান জাতি বর্বর যারা রোম সাম্রাজ্যকে পরাভূত করে তাদেরও রাজনৈতিক চিন্তাধারার উন্নয়নে ভূমিকা ছিল। টিটোনিক ধারণা প্রধানত প্রতিষ্ঠানসমূহের আকারে কাজ করে এবং মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দর্শনে প্রভাব ফেলে নি। অন্যদিকে খ্রিষ্টান ধর্মেব পতন এবং খ্রিষ্টান গির্জার উন্নয়ন মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক চিন্তায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

Stoic-মতবাদ খ্রিষ্টান ধর্মে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান। যখন রোমান সাম্রাজ্য রাজতন্ত্রের অধীন ছিল তখন ব্যক্তিকে সর্বপেক্ষা গুরুত্ব দেয়ার মূল্যবোধ সঠিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং সাম্রাজ্যের অজ্ঞাত স্থানে নিচু শ্রেণীর লোকের মাঝে বিকাশ লাভ করে। যতদিন পর্যন্ত রোমানদের ক্ষমতা বলবৎ ছিল এ ধারণা ধীরে ধীরে উন্নীত হয় এবং সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। সাম্রাজ্যের পতনের সময় এটি দ্রুত প্রসার লাভ করে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রোমীয় সাম্রাজ্যের উঁচু শ্রেণীর লোকদের ধমে পরিণত হয় এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে আইনগত অধিকার লাভ করে যখন কনস্টিনাইন খ্রিষ্টান ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্মরূপে পরিণত করলো এটা দ্রুত ক্ষয়িষ্ণুবিরোধী ধর্মের ওপর জয়যাত্রা শুরু করে এবং চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে এটাই ছিল রোমান জগতের আইনগত ধর্ম। যারা এ ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করলো তাদের উৎসাহের মাধ্যমে এটা টিউটিনিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যারা শিগগির সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল। খ্রিষ্টান গির্জার মঞ্জুরি সম্রাটের কর্তৃত্বের সাথে যোগ হলো এবং এ বিশ্বাস এমনভাবে দৃঢ়বদ্ধ হলো যে, রোমানদের ক্ষমতা স্বর্গীয়ভাবে বিশ্বকে শাসন করতে এসেছে এবং এটা চিরস্থায়ী হবে। এই ধারণা মধ্যযুগের রাজনৈতিক চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল।

প্রথমে গির্জাকে গণতান্ত্রিক ও স্থানীয়ভাবে সংগঠিত করা হয় কিন্তু যে সব গির্জা গুরুত্বপূর্ণ শহরে ছিল এবং যেগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যিশুখ্রিষ্টের প্রেরিত ধর্ম প্রচারকগণ ঐসব গির্জাগুলো বিশেষ প্রাধান্য ভোগ করে। রোমান গির্জা এবং এর বিশপ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। খ্রিষ্টান ধর্মের আবির্ভাবের পব রোমান সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এটাকে রাজনীতিতে নামানো হয়। সম্রাট ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা বহন করতেন এবং গির্জার সংগঠন সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সাম্রাজ্যের শেষ শতাব্দীতে গির্জার কর্তৃপক্ষগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করে। অধিকাংশ রাজা ছিল দুর্বল প্রকৃতির, গির্জার সক্ষম ব্যক্তিগণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং গির্জার নিয়ম পদ্ধতি

অরাজকতা ও সমাজের অবক্ষয়ের সময়ে আকর্ষণীয় ছিল।

পশ্চিমা সাম্রাজ্যের পতনের সাথে রোমের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় অথবা বিশেষভাবে সংশোধিত হয়, যদিও গির্জার সংগঠন অক্ষত অবস্থায় ছিল। গির্জা রোমান ঐতিহ্য বহন করতো, একতার নীতির ওপর গুরুত্ব প্রদান করতো। অভিযানকালেও অরাজকতার সময় গির্জার কর্তৃত্ব বাধ্য হয়ে বাড়াতে হয় এর কারণ ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা। বিশপদের সরকারি কর্মকর্তারূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, বার্বারদের রাজ্যে এবং কার্যত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শহর তারা নিয়ন্ত্রণ করে। নিরপেক্ষ কাজের বোঝা গির্জার ওপর অর্পিত হয় বিশপের চারদিকে সংগঠনের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করা হয় পূর্ব ইউরোপে যেখানে অভিযান ছিল না গির্জা রাষ্ট্রের অধীনে ছিল। এর শক্তি দার্শনিক ভবিষ্যদ্বাণী করার কাজে নিযুক্ত ছিল। এতে জড়িত ছিল অজ্ঞাত তাত্ত্বিক প্রশ্ন। এতে ছিল না বার্বারদের ধর্মান্তরিত ও নিয়ন্ত্রণ করার সমস্যা সমাধানের বিষয়, যার ফলে বার্বারদের রাজনৈতিক পদ্ধতি টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

পোপতন্ত্রের উদ্ভব

কনস্টেনটাইনের ধর্মান্তরের পর গির্জার সরকার শুরু হয় ও গির্জার পরিচালকগণ পৃথক হয়ে কতিপয় নির্দিষ্ট অধিকার ও সুবিধা ভোগ করে এদের মধ্যে পদমর্যাদার ও ক্ষমতার বিভিন ধাপ ছিল। গুরুত্বপূর্ণ শহরের বিশপ অন্যান্য প্রদেশের বিশপদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। চূড়ান্ত পদক্ষেপ তখনি নেয়া হয় তখন যখন রাজধানী শহরের বিশপ গির্জাধমী রাজতন্ত্র স্থাপন করেন। যখন খ্রিষ্টান ধর্ম সরকারি ধর্মে পরিণত হয় রোমের বিশপ সম্রাটের গির্জা সংক্রান্ত বিষয়ের আইন উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। প্রায়ই তার নিকট গির্জা সংক্রান্ত বিষয় মীমাংসার জন্য রাজার সিদ্ধান্তের নিমিত্ত তার নিকট অর্পণ করা হতো। বিশ্বাস ছিল যে রোমের গির্জা স্থাপন করেন সেন্ট পিটার যিনি প্রধান ধর্মপ্রচারকরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এবং রোমান বিশপের প্রাধান্যের জন্য তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তাকে ধর্মযাজকের উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য করা হতো। তাছাড়া পশ্চিমের প্রাদেশিক গির্জাসমূহ রোমান গির্জার অধীনে স্থাপন করা হয় এবং যাদের কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা লাভ করতো এবং তারা রোমান বিশপের আনুগত্য স্বীকার করতো। রোমান গির্জায় যেসব মিশনারি প্রেরণ করা হয়েছিল বার্বারদের খ্রিষ্টধর্মে স্বভাবতই তারা দীক্ষিত করেন গির্জার প্রাধান্য স্বীকার করবার কারণ সেখান থেকেই তাদের শিক্ষকগণ এসেছিল।

পরিবর্তনের দ্বারা কেন্দ্রীভূত শক্তিশালী গির্জা সংগঠিত হয়েছিল, যা গির্জার মতবাদের এবং অনুশীলনের দ্বারা সংঘটিত হয়। প্রথম দু' শতাব্দীতে খ্রিষ্টান ধর্ম সহজ আধ্যাত্মিক ধর্ম হিসেবে অবস্থান করছিল। যখন খ্রিষ্টান ধর্ম রাষ্ট্রের প্রবর্তনে চাকচিক্যময় হয়ে উঠে বহু বিধর্মীদের ধ্যান-ধারণার প্রবর্তন হয় যারা নামে মাত্র খ্রিষ্টান ছিল এবং তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কোনো সত্য ছিল না। টিউটনিক বর্বরদের খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষার ফলে গির্জার আরও অনুশীলনের ও বিশ্বাসের পরিবর্তন হয়। সবশেষে ভবিষ্যদ্বাণীর দর্শনের প্রতি আগ্রহ বিশেষ করে পূর্ব গির্জায় মতবাদ অনেক পার্থক্যের সূচনা করে এবং ফলে গোঁড়া ও উদারনীতির মধ্যে কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতএব মতবাদ পাহারা দেয়া ও নিয়মের মধ্যে আনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং গির্জার উৎসবেও এটার প্রয়োজন মনে হয় এবং এ উদ্দেশ্যে গির্জাধর্মী সরকার স্থাপিত হয় এবং বিস্তারিতভাবে Canon আইন রোমান আইনকে সংশোধিত করে সৃষ্টি হয়। যখন আর্য উদার ধর্মীরা চতুর্থ শতাব্দীতে গির্জাকে আক্রমণ করলো একটি

সাধারণ গির্জা পরিষদ রোমের বিশপকে অন্য বিশপদের মামলার ওপর আবেদন করার ক্ষমতাদান করে। পরবর্তী শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সম্রাটগণ রোমান বিশপের প্রাধান্য ঘোষণা করে এবং গির্জা সংক্রান্ত মামলায় তাকে আইনগত আবেদনের আদালত প্রদান করে।

রোমের ঐতিহাসিক পদমর্যাদায় যে দলগত প্রভাব ও ধাবণাসমূহের উৎপত্তি হয় ও রোমান বিশপকে পোপতন্ত্রের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেহেত রোম রাজনৈতিক জগতের রাজধানী ছিল এটা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এটা ধর্মীয় জগতের কেন্দ্র বলে বিবেচিত হবে। যেহেতু গির্জা তার সংগঠনের পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিল, স্বাভাবিক ছিল এটা রোমান রাজকীয় নমুনা অনুসরণ করবে এবং বর্বরদের বিজয়ের পর যখন রোমান রাজনৈতিক ও আইনগত বিষয়ের সরকারের কোনো সুযোগ ছিল না রোমান জগতের সর্বাপেক্ষা সক্ষম মন গির্জার দিকে মনোনিবেশ করে নতুন কার্যক্ষেত্র খুঁজে পায় এবং ধর্মযাজকের অধীনে গির্জাধর্মী সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়। বিশ্বাস ছিল যে, রোম সাম্রাজ্য স্বর্গীয়ভাবে সৃষ্ট চিরস্থায়ী এবং উপকারী, যার সাথে খ্রিষ্টান ধারণা সম্পৃক্ত অর্থাৎ যিশুর রাজ্য সারা পৃথিবী শাসন করবে এবং এটাই বিশ্ব সাম্রাজ্যের আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিণত হয়ে সংগঠিত গির্জা ও ধর্মযাজকদের সাথে সম্পৃক্ত হয়।

যখন রাজকীয় আদালত বোম থেকে কনস্টানটিনোপলে স্থানান্তরিত হয় তখন রোমের বিশপ তাঁর পেছনে ছায়া কোনো কর্তৃত্বের রেখে যান নি। এর ফলে রোমের বিশপ তার প্রধান শত্রু কনস্টাটিনোপল বিশপের চেয়ে আরও স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হলেন। কনস্টানটিনোপলের বিশপ তিনি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মতত্ত্ব সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং গোঁড়ামির জন্য সুনাম অর্জন করেছিলেন। অপরদিকে পূর্বাঞ্চলের বিশপগণ একটি আদালতের ধারণা ও দাবির অধীনে ছিলেন, যা মাঝে মাঝে বিদ্রোহে পরিণত হতো। রোম থেকে রাজার অনুপস্থিতিতে বিশপ প্রত্যন্ত নগরের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হয়ে দাঁড়ান এবং স্থানীয় রাজনৈতিক প্রশাসনের বেশ কিছু ক্ষমতা তার হাতে চলে যায়। এভাবে রোমান বিশপের হাতে গির্জাধর্মী বিপুল ক্ষমতা চলে যায়, যা বাস্তবে ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্রের স্বাধীন রাজনৈতিক সরকারে পবিণত হয়।

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে প্রথমে রোমের এবং সর্বশেষে ইতালির রাজনৈতিক বিষয় পোপের নির্দিষ্ট কর্তব্যে পরিণত হয় মুসলমানদের পূর্ব সাম্রাজ্যে আক্রমণ কনস্টানটিনোপলের সম্রাটকে পশ্চিম দিকে খুব মনোযোগ প্রদান থেকে বিরত রাখে এবং পোপ কার্যত যে কোনো উর্ধ্বতন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের থেকেও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হলেন। পূর্ব ও পশ্চিমের গির্জা চূড়ান্তভাবে পৃথক ঐ সময় হয়েছিল। সরকার ও গির্জার নিবিড় সম্পর্কে যখন সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায় তখন গির্জা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রধান কেন্দ্র দুটি রোম ও কনস্টানটিনোপোলে স্থাপিত হয়। বিভাগ ত্বরান্বিত হয় ভাষা ও সভ্যতার বিভিন্নতার জন্য গ্রীস প্রহীচ্য জগৎ ও একটি অন্যটি রোমান জগৎ। মতবাদের পার্থক্য গির্জাগুলোকে বিভক্ত করে এবং অষ্টম শতাব্দীতে মূর্তি পূজায় বিরাট বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে গ্রীক ও রোমান খ্রিষ্টানদের বিরোধপূর্ণ মতবাদের ফলে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। গির্জাসমূহ পৃথক হয়, বহু চেষ্টা করেও একত্ব করা যায় নি। গির্জা ও রাজনৈতিক সংক্রান্ত বিষয়ে রোমান পোপগণ পূর্বাঞ্চলের কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হয় এবং পশ্চিমা গির্জার প্রধান হিসেবে বিনা বাধায় স্বীকৃতি লাভ করে।

যখন Lombard রাজাগণ তাদের রাজ্যে রোম নগরকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে, পোপ তাদের বিরোধিতা করে যখন তার প্রচেষ্টা আশাহীন হয় তিনি St. Peter এর নামে

সাহায্য চান যোদ্ধা ফ্রাংকদের নিকট যিনি রোমান খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তন করেন এবং যার সাথে পোপের বহু দিনের সমঝোতা ছিল। Frank দের শক্তিশালী *major domas,* Charles Martel এবং পরে তার পুত্র পেপিন তার আবেদনে সাড়া দিয়ে লম্বার্ডদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ জয় করে যা ইতালির পূর্বাঞ্চলীয় সম্রাটের দখলে ছিল এবং তা পোপকে প্রদান করা হলো। এভাবে পোপতন্ত্র আইনে পরিণত হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাধর হিসেবে বহুদিন এর কার্যকারিতা অব্যাহত ছিল। পরিবর্তে পোপ পেপিনের রাজকীয় ক্ষমতা দখলকে স্বীকার করে নেয় রাজাকে মুকুট প্রদান করে এবং তার পদমর্যাদাকে দৃঢ়বদ্ধ করেন। তারপর ফ্রাংকিস, রাজ্যের সম্প্রসারণে পশ্চিম ইউরোপের বিরাট অঞ্চল গ্রাস করেছিল এবং পেপিনের পুত্র Charlemagne-কে রোমের সম্রাটের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে এভাবে মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় এবং গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যা শতাব্দীকাল পর্যন্ত রাজনৈতিক চিন্তার বিষয় ছিল।

পোপের প্রাথমিক পদের প্রধান ত্রুটি ছিল পদ্ধতি, যা দ্বারা তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রথমে ধর্মযাজক ও পরে রোমের জনগণ তাকে নির্বাচন করে। নতুন বিশপ নির্বাচনে প্রায়ই জনতার সংঘর্ষ ও রক্তপাত সংঘটিত হতো। সাম্রাজ্য পতনের পর রাজকার্য নগরের শক্তিশালী পরিবারগুলোর ওপর অর্পিত হয় যারা নগরের ওপর কর্তৃত্ব করতো। যেহেতু অফিসের কাজ রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে অতএব এসব পরিবারের মধ্যে তিক্ত প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং রোমে বিদ্রোহী সামন্ত দলগুলো স্থলাভিসিক্ত হয়ে ইচ্ছা অনুসারে পোপকে অপসারণ করে। এরূপ প্রভাবের মধ্যে দুবির্নীত ব্যক্তিগণ বিদ্রোহ ও ঘুষের মাধ্যমে গির্জার কার্যালয়কে উন্নীত করে। একাদশ শতাব্দীতে দুর্বলতার উৎস দূর করা হয় যখন গির্জার পরিষদ পোপের নির্বাচন কয়েকজন প্রধান ধর্মযাজকের ওপর অর্পণ করে প্রথমে রোমের নেতৃস্থানীয় ধর্মযাজকদের ও পরে আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। পোপ স্থানীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ করেন এবং মহান পোপদের উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতার আসনে বসানো হয়।

আদি গির্জার রাষ্ট্রীয় মতবাদ

খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজনৈতিক মতবাদের ওপর খুব সামান্য আগ্রহ পোষণ করতেন। নির্যাতিত ও অত্যাচারিতদের প্রতি আবেদনের ফলে ধনী ক্ষমতাবানদের গুরুত্ব হ্রাস করা হয়। সোনালি শাসনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে ব্যক্তির নৈতিকতাকে মূল্য দেয়া হতো এবং সরকারের ক্ষমতাকে হ্রাস করা হয়। যিশু সতর্কভাবে আধ্যাত্মিক রাজ্যের পার্থক্য করেছেন। তার লক্ষ্য ছিল বিশ্বের রাজ্যসমূহে তা প্রতিষ্ঠা করা এবং তিনি রোমান সাম্রাজ্যের সাথে জড়িত হওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন যে তিনি বিশ্বের ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের সাথে জড়িত নন। ধর্মপ্রচারকদের রচনায় একই আধ্যাত্মিক ধারণার প্রভাব দেখা যায়।

ক্ষমতায় প্রতি পরোক্ষ আনুগত্য যুক্ত হয়েছিল যা সরকারকে ঈশ্বরের আদেশ পালনের উপায় হিসেবে ধারণা করা হতো, নমনীয়তা ও বিনয়ের ওপর জোর দেয়া হতো। কেবল যখন রাষ্ট্র গির্জার শিক্ষার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতো তখন অবাধ্যতা অনুমোদিত হতো। এভাবে মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের আদেশ ধর্মযুদ্ধে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে পরোক্ষ প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

একই সময়ে রাজনৈতিক তত্ত্বের কিছু উপাদান যা খ্রিষ্টান লেখকগণ তাদের সময়ের ধারণা থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তা খ্রিষ্টান ধর্মের গুরুত্ব বাড়ায় যা উঁচু শ্রেণীতে ছড়িয়ে এবং Stoic দর্শন দ্বারা আরও প্রভাবিত হয়। নতুন টেস্টামেন্টে প্রাকৃতিক আইনের মানবীয় ঐক্যের এবং সরকারের প্রকৃতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ও মতবাদ ছিল। সেন্ট পল Gentiles-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যে প্রকৃতি দ্বারা আইনেব কাজ করে এতে রয়েছে প্রকৃতিক আইনের ধারণা যা মানুষের আত্মায় লিখিত আছে যুক্তির দ্বারা উন্মোচিত ও রাষ্ট্রের আইন থেকে পৃথক। প্রকৃতির আইন সম্পর্কে Stoic-দের ধারণা গির্জার পুরোহিতগণ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ধর্ম প্রচারকগণ পরবর্তী গ্রীক দার্শনিকদের বিশ্বজনীন সাম্যের ধারণা গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের সার্বজনীন পিতৃত্ব এবং সকল শ্রেণীর সকল মানুষের শিক্ষা এক যিশু প্রদত্ত মতবাদ বিশ্বের সমগ্র মানব প্রকৃতিকে মানবীয় সাম্যের ধারণা প্রদান করে। দাসত্বের প্রশ্নে প্রাথমিক খ্রিষ্টানদের মনোভাব Stoic দার্শনিকদের মতোই ছিল তবে সবটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কোনো ভেদাভেদ নেই। দাসত্ব মানুষের দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত কিন্তু—বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে তাদের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো না। St. Paul লিখেছেন, "কোন বন্ধন ও নাই মুক্তিও সবই এক যিশুখ্রিষ্টের মধ্যে। তথাপি মানব প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাসত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে এবং তবে আইনি হিসেবে বিবেচিত হয় নি। দাসগণ তাদের প্রভুদের বিশ্বাসের সাথে সেবা করবে এবং সব বিষয়ে তাদের বাধ্য থাকবে।

সবশেষে, নিউ টেস্টামেন্ট সবকারেব প্রকৃতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছে যা পরবর্তী রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে মহা গুরুত্বপূর্ণ। বেসামরিক সরকারকে স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানরূপে মনে করা হতো যা ক্ষমতা পেয়েছে ঈশ্বরের নিকট থেকে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রাজনৈতিক প্রয়োজনে ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার জন্য দাবি করা হয়। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হচ্ছে ন্যায়বিচার রক্ষার জন্য। অতএব এর একটি পবিত্র চরিত্র আছে, এর শাসক ঈশ্বরের দাস এবং আনুগত্য অত্যাবশ্যক। ধর্ম প্রচারকালে এই ধারণাগুলো দিয়েছেন—কেবল প্রাথমিক গির্জার রোমান সরকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক ন্যস্ত করার জন্যই নয়, প্রাথমিক খ্রিষ্টান সমাজের অরাজকতার প্রবণতা ঠেকানোর ইচ্ছাও এতে ছিল। খ্রিষ্টান ধর্মের রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব মূলত Stoics পরবর্তী ধারণার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল যে সরকার যথাযথ মানব উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন। খ্রিষ্টান লেখকগণ এপিকিউরিয়ান মনোবৃত্তির পরিবর্তে Stoic-এর ধারণা রাষ্ট্র সম্পর্কে গ্রহণ করেন এবং মানবসমাজে ঐশ্বরিক আদেশের খ্রিষ্টান ধারণাকে যুক্ত করে পরবর্তী সহস্র বছরের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তি স্থাপন করেন।

প্রাথমিক গির্জার ধর্মযাজকগণ যারা ধর্ম প্রচারকদের অনুসরণ করেছিলেন এসব ধারণাকে সম্প্রসারণ করেন। তারা প্রকৃতির আইনের ধারণাকে গ্রহণ করেন যা Cicero ও St. Paul-এর প্রস্তাবনায় ছিল এবং যারা শিক্ষা দিয়েছেন মানুষ প্রকৃতিগতভাবে মুক্ত ও সমান। অথচ তারা দাসপ্রথাকে আইনগত ও প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতিতে বাধা দেন নি। এটা প্রযোজন ছিল তাদের প্রস্তাবে পাপের জন্য শাস্তি যেহেতু মানুষ প্রকৃতির রাষ্ট্র থেকে পতন ঘটিয়েছে যখন সব মানুষ সমান ছিল। একই সময়ে গির্জা বলেছে দাসদের প্রতি ব্যবহারে প্রভুরা দায়ী এবং তারা এ পদ্ধতির নিকৃষ্ট দিক কমাতে চেষ্টা করেছেন। ধর্মযাজকগণ তাদের মতো রাষ্ট্রকে স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করেছেন। তারা শিক্ষা দিয়েছেন সরকারের চূড়ান্ত ক্ষমতা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেতে হবে। তিনি সব বস্তুর স্রষ্টা এবং শাসকের ক্ষমতাকে পবিত্রতার মধ্যে রাখতে হবে। গির্জার যাজকগণ যোগ করেছেন

সমগ্র সরকারই ঐশ্বরিকভাবে মনোনীত এবং পাপের ফলে মানুষ নির্দোষ অবস্থা থেকে বিচ্যুত হওয়ায় তাকে শাস্তির জন্য বলপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন। এটা মানুষের খারাপ কাজের ঐশ্বরিক প্রতিকার এই পরিবর্তিত মনোবৃত্তি অত্যাচারকে একটি প্রয়োজনীয় মন্দ কাজ হিসেবে বিবেচনা করেছে যা সরকারের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে গির্জার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

যেহেতু খ্রিষ্টান ধর্ম রোম সামাজ্যের সরকারি ধর্মে পরিণত হয়, এটা ক্রমে আধা রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়ে সম্পত্তি ক্ষমতা দখল করে এবং এর নিজস্ব ধর্মতত্ত্ব সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ধারণার মধ্যে একটি নতুন পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। গির্জা সাম্রাজ্যের মতো অধিকার ও মর্যাদা লাভ করে। রোমান বিশপগণ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়ে এমন কি সম্রাটদের ওপর ক্ষমতা বিস্তার করতে থাকে এবং গির্জার পুরোহিতগণ দাবি করেন গির্জার ক্ষমতার ওপর রাজকীয় কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। যখন বেসামরিক শাসনগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং রাজাদের ওপর অর্পিত ঐশ্বরিক ক্ষমতা পরিষ্কারভাবে গির্জার ধর্মযাজকদের লেখায় পাওয়া যায়, ধর্মীয় এবং ধর্ম নিরপেক্ষ ক্ষমতার ওপর একটি ব্যবধান সূচিত হতে থাকে। গির্জা আরও আত্মসচেতন হয়, নিজের পরিমণ্ডলে আরও স্বাধীনতা দাবি করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে এবং তুলনামূলকভাবে গির্জার আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা। মিলানের St. Ambrose, St. Augustine, Gregory the Great এর লেখায় এই উন্নয়নের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।

সেন্ট অগাস্টাইন

যখন সেন্ট অগাস্টাইনের রচনায় (খ্রিষ্টাব্দ 354-430) গির্জার ধর্মযাজকদের সময়সীমাকে বিবেচনা করা হয় এবং একই ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। সেন্ট অগাস্টাইনের রচনায় পৌরাণিক জগতের পরিচয় পাওয়া যায়, যা ছিল বিলীয়মান খ্রিষ্টান জগতের সময়, যে সময়ে পাগান রাষ্ট্র ও গির্জার মধ্যে শত্রুতা চলছিল এবং খ্রিষ্টান গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য সূচিত হচ্ছিল।

রোম নগরী গথগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয় এবং যারা ভিন্ন ধর্মীদের মতামত বিশ্বাস করতো তারা প্রচার করে যে রোমের পতনের সূচনা হয় এই জন্য যে সরকার পুরাতন আরাধনা ত্যাগ করেছে এবং খ্রিষ্টান ধর্ম প্রবর্তন করেছে। এই দোষারোপের উত্তর দানের জন্য উত্তর আফ্রিকার হিপপুর বিশপ 'ঈশ্বরের নগরী' রচনার জন্য ১৩ বছর অতিবাহিত করেন। পঞ্চম শতাব্দীতে এটা ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী গ্রন্থ। তিনি ভিন্ন ধর্মীদের আক্রমণ করেন এবং ইতিহাস প্রদর্শন করে দেখান যে পুরাতন দেবতাগণ রোমকে দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করতে পারে নি এবং তিনি যুক্তি দ্বারা বলেন যদি জনসাধারণ ও শাসকগণ খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতো তাহলে তারা রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারতো। এই গ্রন্থের সুর ক্ষমাশীল। তারপর তিনি জাগতিক নগর থেকে আধ্যাত্মিক নগরের দিকে তাকান। এদ্বারা তিনি কেবল স্বর্গকে বোঝান নি, যাকে খ্রিষ্টানগণ তাদের অনন্তকালের গৃহ মনে করতো কিন্তু এর যে সমসাময়িক স্থান বিশ্বে আছে যা বিশ্বাসিগণ দ্বারা সৃষ্ট। অতএব গির্জাই হচ্ছে 'ঈশ্বরের নগরী'।

অগাস্টাইন সচেতনভাবে তার আদর্শ নগর সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্লেটোকে অনুসরণ করেছেন এবং এর সাথে যুক্ত করেছেন প্লেটোর দর্শন, Cicero-র মতবাদ ও খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ব। তিনি দাসত্বকে মানুষের পতনের ফল মনে করেছেন, যা দ্বারা সমাজের চিরাচরিত

প্রতিষ্ঠান নির্মাণে প্রয়োজন হয়। এভাবে দাসত্ব ছিল একদিকে প্রতিকার এবং ঈশ্বর প্রদত্ত পাপের শাস্তি। তিনি Cicero-র রাষ্ট্রের ধারণার সমালোচনা করে বলেছেন, এটা ন্যায়ের প্রতিমূর্তি এবং বলেছেন যে অখ্রিষ্টান জগতে ন্যায়বিচার থাকতে পারে না। অতএব ন্যায়নীতি বেসামরিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা নয়— খ্রিষ্টধর্মের দ্বারা সৃষ্ট কর্তৃপক্ষের নীতি হিসেবে বিরাজ করে এবং রাষ্ট্র স্বাধীন থেকে এদিক দিয়ে অগাস্টাইন প্রাথমিক গির্জার যাজকদের মতবাদ খণ্ডন করেন এবং আইন ও ন্যায়ের যেসব উপাদান রোমান লেখকগণ সংযোজিত করেন এবং রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তিরূপে মনে করতেন অগাস্টাইন তা মুছে ফেলেন। তিনি রাষ্ট্রকে আংশিকভাবে শাস্তিযোগ্য এবং আংশিকভাবে প্রতিকারভিত্তিক প্রতিষ্ঠানরূপে মনে করেন। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে। তারা মূলত এক বা সমান এবং মুক্তভাবে জ্ঞানের বা ন্যায়নীতি মেনে চলে কিন্তু পাপের ফলে কোনো কোনো মানুষ অন্যের ক্ষমতার অধীনে চলে যায়। অগাস্টাইন রাষ্ট্র স্বর্গ হতে উদ্ভূত বলে বিশ্বাস করতেন এবং Donatist-দের ঘোর বিরোধী ছিলেন যারা বেসামরিক বাধ্যবাধকতা থেকে স্বাধীনতা দাবি করে এবং রাষ্ট্রকে একটি দুষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করতো। শাসক জগতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং এজন্য প্রজারা তার অনুগত হবে কিন্তু ঈশ্বরের আসল সাম্রাজ্য এ প্রকৃতির নয়। রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা পোষণ করে এটা স্বাভাবিক যে, আগাস্টাইন জাগতিক রাষ্ট্রকে আধ্যাত্মিক অমর রাষ্ট্র থেকে নিকৃষ্ট মনে করেছেন। আগস্টাইনের চিন্তায় প্রধান পার্থক্য ছিল গির্জা ও রাষ্ট্রে নয়—দুটি সমাজের মধ্যে একটি দুষ্টদের দ্বারা গঠিত এবং অপরটি ঈশ্বর দ্বারা গঠিত। জগতে এ দুটি শ্রেণী সর্বদা মিশে থাকে এবং এটা প্রতীক দ্বারা চেনা যায় সনাক্ত দ্বারা নয়—ঈশ্বরের নগরের প্রতিনিধিত্ব করে গির্জা। অগাস্টাইন ঈশ্বরের নগরকে "খ্রিষ্টানদের গির্জা বাষ্ট্র" আখ্যা দিয়েছিলেন যা থেকে অবিশ্বাসীদের বাদ দেয়া হয়েছে এবং গির্জার পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নেতাগণকে তিনি রাষ্ট্রের সর্বক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করেন।

অগাস্টাইনের 'ঈশ্বরের নগরী' তত্ত্ব কতিপয় শতাব্দীব্যাপী খ্রিষ্টান চিন্তাধারায় প্রাধান্য বিস্তার করে। এটা রোমের ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ঈশ্বরের নির্বাচিত অনন্ত রাজ্য এবং গির্জার আদর্শ ও স্বার্থকে এমন কাব্যিক রূপ দিয়েছেন যা স্বর্গাভিমুখী। Thomas Aquinas, Dante, Wyclif ও Grotius, তাদের লেখায় অধিকাংশ স্থলে "ঈশ্বরের নগরীর" বিষয়ে লিখেছেন। Charlemagne-এর প্রিয় গ্রন্থে যে একটি রাষ্ট্র নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা শাসন করবে ও Bryce বলেছেন এটা বলা অত্যুক্তি হবে যে, পবিত্র রোম সাম্রাজ্য ঈশ্বরের নগরের ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছিল। অগাস্টাইনের রচনা গির্জাকে ইতিহাসের দুঃসময়ে একটি স্বচ্ছ চিন্তাধারা দিয়েছিল এবং একটি আদর্শের সুনির্দিষ্ট বিবরণ দিয়েছিল যা আত্মসচেতনতা অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। যেহেতু এটা প্রকাশন যন্ত্রকে উন্নত করে এবং জাগতিক কার্যসমূহে অধিক মনোযোগ দান করে এটা গির্জার ক্ষমতার পরে শুভ যাত্রার সূচনা করে যা পোপতন্ত্রকে সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে।

টিউটনদের রাষ্ট্রীয় ধারণা

টিউটনিক প্রাচীন জার্মান অভিযানকারীবা যারা রোম সাম্রাজ্যকে উৎখাত করে তারা কেবল সতেজ, শক্তি ও স্বাস্থ্যবান ক্ষয়িষ্ণু রোমের সঙ্গে যোগ করে নি বরং তাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠান সংযোগ করে যা রোমান জগতে অবস্থিত ছিল না। তারা

ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় উচ্চমূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে এবং রাষ্ট্রের সাথে তুলনামূলকভাবে মানুষের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এটা প্রতিটি সৈন্যের গর্বিত শৌর্যে ও বীর্যে প্রতিফলিত হয়। তাদের ফৌজদারি ন্যায়পরায়ণতার ধারণায় এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। দুষ্কৃতকারীরা জনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক শাস্তি লাভ করতো না—আহত লোকের নিজ হাতে শাস্তি দিত। এমনকি যখন টিউটনিক রাষ্ট্র অপরাধের শাস্তি দিতে শুরু করে তারা মুক্ত মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতো না। তারা অপরাধীকে অর্থদণ্ড করতো যার অংশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি লাভ করে মামলায় তার অধিকারের সন্তুষ্টি লাভ করতো। অধিকন্তু তাদেব সমুদয় প্রাথমিক সরকারসমূহে গণতান্ত্রিক উপাদান ছিল। জনজীবনের কেন্দ্র ছিল ব্যক্তি, রাষ্ট্র নয়।

এসব ধারণাসমূহ খ্রিষ্টানদের শিক্ষার সাথে যুক্ত হয় যা ব্যক্তির স্বাধীনতা ও উচ্চ মর্যাদার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। যদিও মধ্যযুগে অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে এ ধারণা ও মর্যাদার বহুলাংশে অন্তর্হিত হয়েছে—যখন ব্যক্তি একটি যৌথ কমিটি, সঙ্ঘ বা গোষ্ঠীতে মিশে যায় অথবা এর কিছুটা টিকে থাকে সামন্তবাদের রাজনৈতিক সংগঠনে এবং পুনর্জাগরণ ও সংস্কার কর্তৃক আনীত বুদ্ধিমত্তার পরিবর্তনে এবং আধুনিক সরকারের মতো টিউটনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতায়। যার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ইংল্যান্ডে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নাগরিক স্বাধীনতার ধারণা ম্যাগনা কার্টায় স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত হয়, যা অসংখ্য 'অধিকার আইনে' আদর্শ হিসেবে কাজ করে।

রাজনৈতিক নীতিসমূহ টিউটনিকদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহে লিপিবদ্ধ ছিল এবং সেগুলো ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রোমান আইন ও সরকারের প্রভাব এবং তাদের বিজিত বিশাল জনসংখ্যার ওপর ক্ষমতা রক্ষায় সামরিক প্রয়োজনে টিউটনিক নেতাগণ কেন্দ্রীয় সরকার ও স্বেচ্ছাচারী একনায়কত্ব স্থাপন করতে বাধ্য হয়। তাদের প্রাথমিক রাজনৈতিক পদ্ধতির অনেকাংশ টিকে থাকে এবং অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের ভাবাদর্শ স্থাপনের অবদান রাখে।

প্রাথমিক টিউটনদের দুই ধরনের আইনসভা ছিল। একটি জাতীয় পরিষদ যা মুক্ত উপজাতিদের দ্বারা গঠিত হতো, তারা প্রধানদের নির্বাচন করতো, গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থাপিত করতো পেশ করতো এবং মাঝে মাঝে বিচার বিভাগীয় আদালতরূপে কাজ করতো যেখানে গুরুত্বপূর্ণ মামলা মোকদ্দমার শুনানি হতো। উক্ত পরিষদ পরে উঠে যায় ও টিউটনিক লোকেরা রাজতন্ত্রে কেন্দ্রীভূত হয়। এছাড়া স্থানীয় প্রতিনিধিদের পরিষদ ছিল শত শত বা Cantons যা স্থানীয় বিচার নিষ্পন্ন করতো এবং বিশেষ করে আদালত হিসেবে কাজ করতো। এগুলো মহাদেশে মধ্যযুগের অবসান অবধি টিকে ছিল যখন রোমান আইনের পুনর্জাগরণ একটি নতুন আইনগত পদ্ধতির প্রবর্তন করে। ইংল্যান্ডে হাউজ অব কমন্সে উক্ত নমুনা ব্যবহার করে। স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব নীতি জাতীয় পরিষদে স্থানান্তরিত হয়। এভাবে একটি সরকার পদ্ধতি চালু হয়, যা স্থানীয় সরকারের সাথে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের সংযোগ সাধন করে এবং বিস্তীর্ণ এলাকায় জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় ফেডারেল সরকারের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ছাড়া যা নীতিতে একই প্রকার ছিল সেই ঐতিহাসিক সময়ে তারা আর অধিক কোনো মূল্যবান অবদান সরকারি যন্ত্রে রাখে নি।

প্রথম টিউটন উপজাতির মুক্ত লোকেরা তাদের রাজা নির্বাচনের অধিকার লাভ করে। উত্তরাধিকার নীতির দিকে সাধারণ প্রবণতা ছিল, বিশেষ করে বিজয়ের পর রাজা যখন ক্ষমতা লাভ করতেন। জার্মানিতে নির্বাচন নীতি সক্রিয় রাখা হয়, রাজা শতাব্দীকালব্যাপী ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। বাস্তবিক মধ্যযুগীয় জার্মান সম্রাট কদাচিৎ আসল

শাসকের ক্ষমতা পেতেন এবং নির্বাচন নীতি এতে অগুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডে যখন রাজতন্ত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতিষ্ঠিত, ধারণা করা হয় রাজা জনগণের নিকট থেকে ক্ষমতা পেয়েছেন যা টিকে ছিল এবং একজন অকেজো রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হতো। সবশেষে ১৬৮৮ সালের বিদ্রোহে এবং হেনোভার বংশের সিংহাসন লাভের পর জনগণের প্রতিনিধি কর্তৃক সিংহাসন আরোহণ সুস্পষ্টভাবে স্থাপিত হয় এবং নামমাত্র রাজতন্ত্র কার্যত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। রাজা নির্বাচনের টিউটনিক নীতি আধুনিক সাংবিধানিক সরকারের তত্ত্বে বিশেষ অবদান রেখেছে।

অভিযানকারীদের আইনের ধারণা রোম থেকে পৃথক ছিল। টিউটনিক লোকেরা মনে করতো আইনগত অধিকার জনগণের রয়েছে। কারণ তারা রাষ্ট্রের সদস্যের জন্য নয়, তারা ছিল ব্যক্তি। তাদের আইন তাদের অংশ বিশেষ ছিল যা তারা যেখানে যেত তা তারা পরিবর্তন বা ত্যাগ করতে পারতো না। বিপরীত দিকে রাজ্যভিত্তিক রোমান আইন সাম্রাজ্যের সব ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ হতো। টিউটনিক আইনের একটি ব্যক্তিগত ভিত্তি ছিল—প্রত্যেক মানুষের তার নিজস্ব আইন অনুযায়ী বিচারের অধিকার আছে। এভাবে যুদ্ধজয়ের পর জনগণ রোমের আইনগত পদ্ধতি দ্বারা শাসিত হতো, যার সাথে টিউটনিক বিচারপতি ও শাসকগণ পরিচিতি লাভ করতে বাধ্য হন। এ পদ্ধতিতে টিউটনকের আইনগত নীতি রোমান ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং কতিপয় টিউটনিক আইনের লিখিত বিধিসমূহ প্রণীত হয়, যা রোমান পণ্ডিতগণ ল্যাটিন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। রোম সাম্রাজ্যে আইনকে বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক বিধিসম্মত উপায়ে স্বচ্ছাকারে রাখা হয় যাতে সবরকম সম্ভাব্য বিষয় মামলা নিষ্পত্তির সুযোগ ছিল; কিন্তু এর পরবর্তী উন্নয়ন কঠিন ছিল। টিউটনিক আইন যখন কঠোর ও অবৈজ্ঞানিক ছিল এবং আইন গণপরিষদ কর্তৃক ঘোষিত হয় তা আদালতে ব্যবহৃত হতো। এসব সংস্থা উপজাতীয় রীতিনীতিকে আইনের শক্তি ঘোষণা করতো এবং নতুন মামলায় জনগণের ন্যায়নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে অতীত নজিরগুলোকে তুলে ধরতে আইনকে বর্ধিতরূপ প্রদান করে। অলিখিত আইনের এই পদ্ধতি রোমান আইনে গ্রহণের ফলে মধ্যযুগের শেষভাগে য়ুরোপ মহাদেশে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। রোমান আইনের তত্ত্বের প্রভাবের দ্বারা আইনের ওপর জনগণের প্রভাব দূর হয় এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজকীয় কর্তৃত্বে চলে যায়। ইংল্যান্ডে রোমান আইন নীতিগত প্রভাবের ফলে সাধারণ আইন অব্যাহতভাবে উন্নীত হয়। আইন পদ্ধতি পরিবর্তনীয় রূপ নিয়ে থেকে যায় এবং আদালতসমূহ আইন পরিষদ থেকে এবং সরকারের নির্বাহী শাখাসমূহ থেকে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করে। ইংল্যান্ড থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ আইন পদ্ধতি স্থানান্তরিত হয় এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য শাসিত উপনিবেশগুলোতে স্থানান্তরিত হয়।

ব্যক্তি আনুগত্যের ধারণা টিউটনিক কমিটেটাসে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যেখানে একদল তরুণ যোদ্ধা তাদের নেতার সাথে যুক্ত হয়ে যিনি তাদের নির্বাহ করতেন এবং তারা তাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অনুসরণ করতো এটা মধ্যযুগীয় সামন্ত পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যখন টিউটনিক ব্যক্তিগণ তারা যাদের জয় করে ক্রমে ক্রমে সেই জনগণের ধারণাকে গ্রহণ করতে থাকে এবং একটা অবাস্তব পথে অমর সাম্রাজ্যের স্থিতি স্বীকার করে, পরে একে উৎখাত করে এবং অবশেষে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার তত্ত্বকে গ্রহণ করে। রাজনৈতিক চিন্তায় তাদের উদ্ভূত অবদান একেবারে হারিয়ে যায় নি। বিশেষ করে তারা টিকে আছে এবং পরবর্তী সময়ে আধুনিক ধারণার উৎপত্তিতে যথেষ্ট অবদান রাখে।

সামন্তবাদ

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাথমিক মধ্যযুগের বৈশিষ্ট ছিল সে সময় কেবল শক্তিশালী গির্জাধর্মী সংগঠনই সৃষ্টি হয় নি, যা ব্যাপক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে দুই প্রকার সমাজের প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ধরন যার প্রতিনিধিত্ব করতো টিউটনিক বর্বরগণ আর একটি ছিল সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্র ধরনের যা রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতো। এ দুটির মধ্যে মীমাংসাকৃত যে ধরনের সংগঠনের সৃষ্টি হয় তাকে সামন্তবাদ বলা হতো এর প্রথম ধাপে মনে হয়েছিল এটা অধিকতরভাবে ব্যক্তিগত গোত্রের, দেশগত রাষ্ট্রের গঠনে নয় কিন্তু দশম ও একাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের ধারণা পুনরুজ্জীবিত হয় এবং মধ্যযুগের অবসানে এটা পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করে। গোত্র এবং গির্জা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়।

টিউটনিক অভিযানকারিগণ একজন নেতার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকৃত যোদ্ধা ছিল। তারা আত্মীয়তার ও ব্যক্তিগত আনুগত্যের বন্ধনে বাধা ছিল। তাদের সংগঠন বিকেন্দ্রীগত ছিল এবং তারা স্থানীয় স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল। তারা অর্থনৈতিক উন্নতির নিম্নস্তরে ছিল বাণিজ্য শিল্পের দিকে তেমন মনোযোগ ছিল না; কিন্তু তাদের ভূমি দখলের আগ্রহ ছিল। পশ্চিম সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়া ও বিজয়ের সময় বর্বরগণ বিপুল সেনাদল গঠন করে, যাদের নেতাগণ বিরাট সাম্রাজ্যের অংশ শাসন করার প্রচেষ্টা চালায়।

এই পদ্ধতিতে ফ্রাঙ্গিস শাসকগণ খুব কৃতকার্য হয়। খ্রিষ্টানদের স্বার্থ উর্ধ্বে তুলে বিশেষ করে ভিন্ন ধর্মী ও সেরাসিনদের বিপক্ষে এবং কার্যত সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতাধারী হয়ে (যে সাম্রাজ্য পুরাতন সাম্রাজ্যের অধিকাংশ জুড়ে ছিল) ফ্রাঙ্গিস সম্রাট Charlemagne চার্লমেন আনুষ্ঠানিকভাবে রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকৃতি পান। যা হোক, রাষ্ট্রগঠনের এরূপ প্রাথমিক প্রচেষ্টা অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রসূত ছিল এমনকি চার্লমেনের সাম্রাজ্য তার মৃত্যুর পরপরই খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে।

স্থানীয় কর্মকর্তা ও বৃহৎ ভূস্বামিগণ আইন নিজের হাতে নিয়ে নেয়। ফলে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয় তাতে সমাজ রক্ষার জন্য রাজনৈতিক বন্ধন ছাড়া অন্য কোনো বন্ধনের প্রয়োজন হয়, যার ফলে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা রক্ষিত হতে পারে।

এরূপ বন্ধনসমূহ গির্জার বন্ধনের বাইরে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং স্বাধীন ভূমি বন্দোবস্তের মধ্যেও দেখা যায়, এর সাথে শাসক চক্র যুক্ত ছিল। ভূমি চাষিগণের নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল, যা ভূমির মালিকগণ দিতে পারতেন কিন্তু তারা কতকগুলো বাধ্যবাধকতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। যে সব মানুষ স্বাধীন জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম তারা মহান ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হতো, যাতে তাদের সেবার বিনিমিয়ে সাহায্য ও সমর্থন লাভ করে। যোদ্ধাগণ তাদের ব্যক্তিগত বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং তারা ক্ষমতাশালী নেতাদের অনুসারী হয়। সম্রাট ভূমি মঞ্জুর করতেন এবং মহান Noble বা অভিজাতগণ তাদের অনুসারীদের ভূমি প্রদান করতেন—এই ধারণা করে যে তাদের কাছ থেকে যুদ্ধে সৈনিক হিসেবে অথবা কোনো সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। গির্জাও এ পদ্ধতি আনয়ন করে এবং জটিল ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভূমির ভিত্তিতে স্থাপিত হয়।

সামন্তবাদ মূলত ব্যক্তিগত এবং অরাজনৈতিক ধরনের ছিল। যে-কোনো লোক যুদ্ধবাজ, অর্থব্যয়ী এবং আদালতের কর্মকর্তা সামন্ত বলে বিবেচিত হতো। এতে ব্যক্তিগত সামন্ত সাহায্য নামে তাই প্রদান করতো। খাজানা নয় তারা দণ্ডায়মান সৈনিকের কাজ না করে অশ্বারোহী সৈন্যের ভূমিকা পালন করতো, তারা আদালতে অংশগ্রহণ করতো—তারা

পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদ গঠন করে নি। তারা ছিল Vassals প্রজানাগরিক নয়। ব্যক্তিগত প্রভুত্ব এবং নির্ভরশীল ভূমি চুক্তি বর্তমান জাতীয়তা ও দেশের সার্বভৌমিকত্বের রূপ লাভ করে। সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা পরিষ্কারভাবে সীমিত ছিল। একটি চুক্তি প্রকাশ করা হতো ও বুঝে নেয়া হতো, এতে প্রভু এবং Vassal প্রজাদের সম্পর্কের ব্যাখ্যা ছিল।

সামন্ত রাজ্যগুলো ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন ছিল যদিও তাদের বাড়িঘর, জমিজমাসমূহ ভৌগোলিক ও জাতিগতভাবে একত্র হয়। প্রকৃতিগত দিক দিয়ে সামন্তবাদ কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় একচ্ছত্র শাসকের কর্তৃত্বকে বাধা দিত। মতবাদের দিক দিয়ে সামন্ত প্রভুগণ উত্তরাধিকারসূত্রে মালিকানা লাভ করতো কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সার্বভৌমত্ব নয়। মধ্যযুগে আধুনিক সার্বভৌমত্ব ও আইনের ধারণা অপরিচিত ছিল। প্রাথমিকভাবে আইন ছিল প্রথা এবং স্থানীয় ও জাতীয় জীবনের একটি অংশ হিসেবে এর অস্তিত্ব ছিল। এটা আইন প্রণেতার আদেশ ছিল না এবং সম্প্রদায়ের ইচ্ছাও ছিল না। প্রণীত আইনসমূহ ছিল প্রকাশ্য ঘোষণা স্বরূপ, যা স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং তা মানুষের অবশ্য পালনীয় ছিল।

যদিও সামন্তবাদ আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর মূল্যবান অবদান রেখেছে এবং আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলো সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাংশগুলোকে একত্র করে তাদের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সামন্তবাদের চিন্তাধারা প্রবহমান ছিল ততদিন পর্যন্ত কোনোরূপ খাঁটি রাজনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব ছিল। একই সঙ্গে সামন্ততন্ত্রীয় মতবাদ পুরোপুরি অরাজকতাপূর্ণ ছিল না। সামন্তবাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আনুগত্য এবং চুক্তির একটি সুনির্দিষ্ট ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রভু ও প্রজাগণ সমানভাবে আইনের আনুগত্য মেনে চলতো ও আইন পালন করতো যা তাদের পারস্পরিক কর্তব্য ও অধিকারের নির্দেশ দান করতো। তাছাড়া এ ধারণাটির ধীরে ধীরে উৎপত্তি হয় যে তার পরবর্তী প্রভুর বাধ্যবাধকতা ছাড়িয়ে প্রতিটি স্বাধীন লোক সরাসরি রাজার আনুগত্য মেনে চলবে এবং এই নীতি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের উদ্ভবকে ত্বরান্বিত করে। সামন্ততান্ত্রিক মতবাদ এভাবে প্রভু ও প্রজাকে আইনের আনুগত্য করার শিক্ষা দেয়। এ ধারণা যে ভূম্যধিকারী যুদ্ধে এবং শান্তিতে সম্প্রদায়ের কাজ করে যাবে, যা একটি মূল্যবান অবদান ছিল।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য

সামন্তযুগের অরাজকতার সময়ে রোমে যে ধারণা টিকে ছিল তা হচ্ছে সাম্রাজ্যের আদর্শ ও সম্রাটের কর্তৃত্ব পোপ দ্বারা অভিষেকের মাধ্যমে স্থায়ী অনুমোদনক্রমে রাজকীয় উৎসবে প্রদান করা হতো। পোপ এই ধারণাকে যিনি শক্তিশালী শাসকের সমর্থনের প্রার্থী ছিলেন এবং এটা ইতালির রাজকুমারদের প্রতিযোগিতার সমুন্নত রাখেন। জার্মান শাসকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে এটাকে সক্রিয় রাখা হয় তারা চার্লেমেনে (Charlemagne) সাম্রাজ্যের একটি অংশ শাসন করতো এবং তারা সারা সাম্রাজ্যটি ফিরে পাওয়ার আশায় ছিল। দশম শতাব্দীতে জার্মান সম্রাট অটো (Otto) ইতালিকে তার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন এবং পোপ কর্তৃক সম্রাট হিসেবে ঘোষিত হন। এই অভিষেকের মাধ্যমে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পত্তন হয়।

রোমান জগতে শেষ পর্যন্ত মধ্যযুগে বিশ্ব সাম্রাজ্যের আদর্শবাদ এবং বিশ্ব গির্জার আদর্শকে ধারণ করে রেখেছিল। রোমান আইন তার সাধারণ আইন ও ভাষার দ্বারা রাজনৈতিক ঐক্যের সৃষ্টি করেছিল। খ্রিষ্টানদের এক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ছিল, যার কাছে সব মানুষ সমান ছিল এবং এটা আধ্যাত্মিক ঐক্য স্থাপন করে।

গির্জায় রাজপদের মতো পোপের আবির্ভাব এবং পশ্চিমে সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনে এ পদ্ধতির চূড়ান্ত পদক্ষেপ বলে প্রতীয়মান হয়। এক সময়ের তত্ত্ব ছিল বেসামরিক ও ধর্মীয় আদেশ রাষ্ট্র এবং গির্জার উভয়টির আনুগত্য করা। পবিত্র রোমান গির্জা ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য এই দুই বিষয় একই বস্তুতে পরিণত হয়—গির্জা এবং রাষ্ট্র যুক্ত হয়ে দ্বৈতভাবে স্বর্গীয় ও মানবীয় প্রতিনিধিত্ব করে, যা ছিল খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার। পোপ আধ্যাত্মিক প্রধান হিসেবে মানবাত্মাকে শাসন করতেন। সম্রাট জাগতিক প্রধানরূপে মানুষের কার্যাবলি শাসন করতেন। পোপ ও সম্রাটের মধ্যে বিরোধ ও কোন্দল প্রথমে বুঝা যায় নি—যথাথ একতার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যাবশ্যক ছিল।

তত্ত্বগতভাবে জার্মান, ডাচ ও ইতালি প্রদেশের যেসব জায়গা তারা শাসন করতেন সম্রাটগণ তার চেয়ে ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ এলাকা দাবি করতেন। তারা পুরাতন রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলে দাবি করতেন এবং অন্যান্য সামন্তরাজ ও ইউরোপের অন্যান্য রাজাদের মতো কার্যত তারা সাম্রাজ্যের আদর্শবাদ এবং সামন্ত প্রভুত্বকে বাস্তব সার্বভৌমত্বে উন্নীত করতে পারে নি।

অপরদিকে জার্মানি ও ইতালিকে একত্রীকরণের মাধ্যমে সামন্তবাদের স্থায়িত্ব বেড়ে যায় এবং উভয় স্থানীয় বিভাগের মধ্যে সম্রাটের ক্ষমতা সম্পর্কে সামন্ত মতবাদ তাকে সত্যিকার ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা দান করে। ইতালিয়রা জার্মানদের বর্বর হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে এবং বিদেশি শাসকদের সাথে বিদ্রোহ অব্যাহত রাখে। পোপ সম্রাটদের বন্ধু হিসেবে আশা করেছিলেন কিন্তু প্রভু হিসেবে নয় এবং যারা নিজদেশে স্বাধীনভাবে শাসন করতে চেয়েছিল তারা সর্বদা জার্মানি ও ইতালির ঐক্য স্থাপনের রাজকীয় প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেছে এবং অবশেষে সাম্রাজ্যের প্রধান ক্ষমতাধর হওয়ার জন্য সম্রাটের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইতালিতে রাজকীয় ক্ষমতা নাম মাত্র ছিল এবং পোপের নিরপেক্ষ ক্ষমতা বেড়ে যায়, যার ফলে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার লড়াই শুরু হয় এবং এর সাথেই মধ্যযুগীয় দর্শন প্রধানত সম্পর্কিত।

মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় মতবাদ বাস্তব অবস্থার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় নি, যা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ছিল এবং অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেও গৃহীত হয় নি। এটা আংশিকভাবে রোমান ও গ্রীকদের কাছ থেকে আসে এবং আংশিকভাবে আসে দার্শনিক ধর্মতত্ত্বের মাধ্যমে, যা পাণ্ডিত্যের চাকচিক্য লাভ করে। দুটি পদ্ধতিই আদর্শগতভাবে এক নয় যেমন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য যা মানুষের মনকে শাসন করতো এবং কার্যত সামন্তগণের শাসন যার মধ্যে মানুষ বাস করতো। "এর একটি ছিল কেন্দ্রীভূত অপরটি স্থানীয়। একটি সুবিমল তত্ত্বে স্থাপিত, অন্যটি অরাজকতার শিকড়ে নিবদ্ধ, একটি সমস্ত ক্ষমতা দায়িত্বহীন সম্রাটের হাতে রাখতে চায় এবং অপরটি আদেশের ওপর অধিকার সীমিত করতে চায়। একটি সকল নাগরিকের সমতা দাবি করে কারণ সকল সৃষ্টজীবই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমান। অন্যদল আভিজাত্যের অহঙ্কারে আবদ্ধ এবং পদমর্যাদা সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন ছিল, যা ইউরোপ পূর্বে কখনো দেখে নি।"

গ্রন্থপঞ্জি :

Barker, Ernest, *Medieval Political Thought.*
Bryce, James, *Holy Roman Empire.*
Figgis, J.N., *The Political Aspects of St. Augustines 'City of God'.*

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব

আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষের সাথে জাগতিক কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক

রোমান খ্রিষ্টান ধর্মের প্রাথমিক যুগে সম্রাটকে রাষ্ট্র এবং গির্জার প্রধান হিসেবে স্বীকৃতিদান করে। অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য শাস্তি প্রদানে গির্জার কর্তৃত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। এমন কি সম্রাটের ওপরও উক্ত কর্তৃত্ব বলবৎ ছিল। গির্জার ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে এর কর্তৃত্ব পোপের হাতে চলে যায় এবং অবাধ্য সদস্যদের অধিকার মূল্যবান অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ শাস্তির ফলশ্রুতি পার্থিব বিষয়ের ওপর সম্প্রসারিত হয়। এমন একটি দলিল প্রণীত হয় যে গির্জার সম্পর্ক বর্জিত শাসক তার প্রজাদের আনুগত্য লাভ করবে না। রাষ্ট্রের সামন্তবাদী তত্ত্ব এ বিষয়ে গির্জার জন্য উপকারীরূপে প্রমাণিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পোপ লরাইনের সম্রাটকে গির্জার সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত করেন, যিনি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার শিক্ষিকাকে বিয়ে করেন। যদিও রাজা তার ভ্রাতা কর্তৃক সমর্থিত হয়েছিল। সম্রাট ও অনেক শক্তিশালী বিশপগণও সমর্থন দিয়েছিল। পোপের আদেশ অনড় ছিল কারণ এখানে নৈতিক বিষয়টি পরিষ্কার ছিল। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিন্তু পোপ কেবল গির্জায় নিজের ক্ষমতাই বৃদ্ধি করলেন না বরং তার কর্তৃত্বের ক্ষমতাকে অগ্রগামী করলেন, যা গুরুতরভাবে পার্থিব সীমাতে অনুপ্রবেশ করে।

যখন Charlemagne'র অধীনে গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য Otto-এর অধীনে স্থাপিত হয়, তখনও সম্রাট ও পোপের ক্ষমতার কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করার প্রচেষ্টা করা হয় নি। সার্বজনীন গির্জা ও রাষ্ট্র যুক্তভাবে এবং পারস্পরিক আন্তরিকতার মধ্যে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করবে বলে আশা করা হচ্ছিল। ঐ সময়কার সামন্ত রাজনৈতিক অবস্থার ফলে সম্রাট প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রধানের মতো কাজ করা সম্ভব ছিল না এবং তা রোমান রাজকীয় নমুনার গির্জার সংগঠন পোপের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা বহন করে। গির্জার বর্ধিত সম্পদ বিশেষ করে ভূমি গির্জার কর্মকর্তাদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের আবশ্যকতার সৃষ্টি করে। এভাবে পার্থিক বিষয়ে তাদের কর্মতৎপরতা এত শক্তিশালী হয় যে তা রদ করা সম্ভব ছিল না যদিও তখন সক্ষম ব্যক্তিরা গির্জা শাসন করতেন। যে শাসক অন্যকে তার অধীনে আনতে সক্ষম হন তাকে সার্বজনীন ক্ষমতা লাভের জন্য পোপের মঞ্জুরি নিতে হতো। সাম্রাজ্য গঠনে অতএব সার্বজনীন ক্ষমতার জন্য পোপের দাবিও বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে দুই কর্তৃপক্ষ সম্রাট ও পোপ মুখোমুখি হন।

একাদশ শতাব্দীতে সম্রাটের বিরোধী শক্তিসমূহ এবং পোপ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। গির্জা ক্ষমতা দখলের দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ বন্ধের জন্য এবং সরাসরি তার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পোপ সপ্তম Gregory আইন জারি করলেন যে, কোনো গির্জার

লোক পার্থিব শাসক কর্তৃক গির্জার সাথে সম্পর্ক ছেদের শাস্তির অধীনে অফিসের প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না। আদালতের আদেশে পোপগণ গির্জার গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন। পূর্বে পার্থিব শাসকগণ তাদের নিয়োগ করতো। গির্জার বৃহৎ সাম্রাজ্যের জন্য মূল্যবান সুযোগ-সুবিধা পার্থিব শাসকদের কাছ থেকে নিয়ে গির্জার কর্ণধারদের ক্ষমতার অধীনে প্রদান করা হয়। সম্রাট ৪র্থ হেনরি এ আদেশ মেনে নিতে পারেন নি। তিনি গির্জার কর্মকর্তাদের পার্লামেন্টে ডেকে আনেন এবং পোপকে ঘোষণার মাধ্যমে উৎখাত করেন। পোপের পরিবর্তে সম্রাটকে গির্জার সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত করেন এবং তার প্রজাদের তাদের বাধ্যগত হওয়ার শপথ থেকে মুক্ত করেন। এভাবে একটি প্রতিযোগিতা শুরু হয়, যাতে ছিল অসংখ্য মীমাংসা এবং ক্ষমতার কর্মতৎপরতা। দু'শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পোপ অবশেষে বিজয়ীর বেশে বেরিয়ে আসেন এবং পাশ্চাত্য খ্রিষ্টান রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সামাজ্য সামন্তবাদের মুখে বিভক্ত হয়ে কতিপয় স্বাধীন নগরে পরিণত হয়। সম্রাটের অফিস রয়ে গেল নামমাত্ররূপে।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ে ব্যর্থ হয়ে পরবর্তী সময়ে উদীয়মান জাতীয় রাষ্ট্রের রাজাগণ আবার বিজয়ের প্রচেষ্টা চালান। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গির্জার পুরোহিতগণ পার্থিব ক্ষমতার সর্বোচ্চে আরোহণ করেন—তৃতীয় Innocent-এর অধীনে। তিনি সাম্রাজ্যের বিরোধপূর্ণ উত্তরাধিকার ফিরিয়ে আনার পক্ষে যথেষ্ট শাক্তিশালী ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের রাজার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে বাধ্য করেন এবং বৃটিশ রাজা যেন নিজেকে পোপের Vassal প্রজা বলে স্বীকার করেন। স্পেনের রাষ্ট্রসমূহকেও গির্জার অধীনে আনার প্রয়াস চলে। যা হোক চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজা রাজকীয় ক্ষমতাকে দৃঢ়ভূত করেন, নোবেলগণ সামন্ত স্বাধীনতা এবং কর্তৃত্ব লাভ করেন, গির্জার ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস করা হয়। ফ্রান্সে বিশেষ করে রাজকীয় কেন্দ্রীকরণের পদ্ধতি সফলতা লাভ করে, যাতে যখন পোপ Bonifice গির্জার সম্পত্তির ওপর করারোপ না করতে ফ্রান্সের রাজাকে দমন করেন, রাজা পোপের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং রোম থেকে গির্জার কর্তৃত্ব Avignon-এ নিয়ে আসেন এবং এটাকে ফ্রান্সের অধীনে আনয়ন করেন। মহাবিরোধের ফলে পোপের পদমর্যাদা আরও দুর্বল হয়ে যায় এবং তিনি গুরুত্বপূর্ণ পার্থিব ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ক্রমেই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। বিশেষ করে উন্নয়নশীল ফ্রান্স, স্পেন ও ইংল্যান্ডে। জার্মানিতে এবং ইতালির খণ্ড খণ্ড রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শন নামে মাত্র টিকে ছিল। পোপের পার্থিব ক্ষমতার উত্থান ও পতন এবং সম্রাট ও রাজাদের সাথে তাদের প্রতিযোগিতার ফলে মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে।

মধ্যযুগের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার প্রকৃতি

মধ্যযুগের বৃহদাংশ সচেতন উদ্দেশ্যে অথবা প্রত্যক্ষ তত্ত্বে, কোনো কোনো ধারণায় যা রোমান ঐতিহ্য থেকে পাওয়া অথবা খ্রিষ্টানদের শিক্ষার ফল অথবা সামন্তবাদের ক্রমবর্ধমান সম্পর্কে রাজনৈতিক জীবন প্রভাবিত হয় কিন্তু তারা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সামান্যই বাস্তব প্রভাব রেখেছে গ্রিক নগর রাষ্ট্রের পতন থেকে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান পর্যন্ত। রোমান বিচার বিভাগীয় আইনের প্রভাব ব্যতীত দর্শন মূলত অরাজনৈতিক ছিল। বিশ্বজনীন আদর্শ অথবা ধর্মীয় রহস্যপূর্ণ জীবন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল, যা ছিল সুনির্দিষ্ট মানবসমাজ থেকে আলাদা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ধর্মীয় রাষ্ট্র এবং এর সংগ্রামের জীবন এবং রাজনীতি অন্তর্হিত হয়। বিশ্ব ঐক্যের আদর্শ এবং একক সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব প্রকৃত

তথ্যের চেয়ে অর্থাৎ পশ্চিম বিশ্বের বিকেন্দ্রীকরণ ও অরাজকতা থেকে দূরে ছিল। মধ্যযুগের তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘাটতি মধ্যযুগীয় চিন্তা ও সাধারণ প্রকৃতি দ্বারা ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারে।

মধ্যযুগীয় চিন্তা অনৈতিহাসিক, অবৈজ্ঞানিক এবং অসমালোচক ছিল। সাধারণ চিন্তা থেকে এর যুক্তির উৎপত্তি যা বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত, পর্যবেক্ষণ তদন্তে বা পরীক্ষার মাধ্যমে এ বিশ্বাস গ্রহণ করা হয় নি। বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন গির্জার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো, বিশেষ করে মনোগত উপলব্ধি অনুমান তত্ত্বের প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত ছিল। বিশ্বাসের সর্বাংশ উন্নত হয়ে গির্জার হাতে চলে যায়। গির্জা বেশ সংগঠিত ছিল। গির্জাই ছিল সব জ্ঞানের ভিত্তি এবং এই বিষয়বস্তুকে বারবার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিমত্তার পদ্ধতিতে নাড়াচাড়া করা হতো এবং বিবেকসম্মতভাবে গ্রহণ করা হতো না এবং চিন্তা, কল্পনা, রহস্যবাদই গুরুত্ব লাভ করতো। চিন্তাকে অনড় গোঁড়ামির বাঁধনে আবদ্ধ করা হতো এবং যে ধারণা গির্জার মতের সাথে অমিল ছিল তাকে নির্দয়ভাবে নস্যাৎ করা হতো।

গির্জার আধ্যাত্মিক সমর্পণ থেকে পার্থিব ক্ষমতা, মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক চিন্তার বিষয়বস্তু ছিল। পৃথক পৃথক সময়ে বিতর্ক বস্তুতে বা বাস্তবে কেন্দ্রীভূত হতো। কোনো সময় স্থানীয় এবং নানা ধরনের প্রশ্ন তোলা হতো। তবে নবম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সাধারণ প্রবণতা ছিল গির্জা ও ধর্মযাজকদের প্রাধান্যের তত্ত্বের দিকে এবং এটাই সে সময় বিশ্বরাজনীতির বিষয় ছিল। এসব দলিল প্রণয়নে অধিকাংশ প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লেখকগণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন দূষণীয় বিষয়ে মনোযোগের এবং সামান্য ইতিহাসের অসমালোচক আবেদনের জন্য। সমস্ত উৎস সন্ন্যাসী লেখকগণ বাইবেলে এবং গির্জার কর্ণধার বা ফাদারদের, বিশেষ করে St Augustine ও মহান Gregory লেখা থেকে আবিষ্কার করেন।

গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ যখন ঘনীভূত হয় পুরাতন টেস্টামেন্টের ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। গির্জার উদ্দেশ্যের জন্য আগ্রাসন ধর্মী ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ মঙ্গলজনক ছিল কিন্তু নতুন টেস্টামেন্টের নমনীয় ও উদাসীন রাজনৈতিক মনোভাব এর অনুকূলে ছিল না। মনে করা হয়, ইহুদিদের ইতিহাস গির্জার জীবনে ছায়া বিস্তার করেছিল এবং মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব বা ভাবধারা পুরাতন টেস্টামেন্ট দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়, যাতে ছিল ইসরাইল রাষ্ট্রের ছবি। আইন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ইচ্ছা এরূপ ধারণা ধর্মযাজকত্বের সরকারি ক্ষমতার পুরুত্ব, এবং তাত্ত্বিক ঐতিহ্য যা রাজার ক্ষমতাকে সীমিত করেছে গির্জার লেখকদের দাবি রক্ষার্থে তারা এসব তথ্যের ব্যবহার করে। যেহেতু পুরাতন টেস্টামেন্ট ঐসব রাজার জন্য সর্বোচ্চ সাফল্য বহন করে, যারা দেবদূতের অত্যন্ত বাধ্য ছিল গির্জার লেখকগণ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে পার্থিব ক্ষমতা থেকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধীনতা মেনে নেয়া সরকারের স্বর্গীয় পরিকল্পনাকে উপস্থাপন করে। মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব কতিপয় ধারণার ভিত্তিতে হয়েছিল যা সব দল মত নির্বিশেষে গ্রহণ করে। প্রাচীন রোমের প্রচারকগণ মানুষের মনকে জয় করে এবং একতার আদর্শের ভিত্তিমূল দৃঢ় হয়। একটি বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠে যে ইউরোপ একটি রাষ্ট্র হবে ও সেখানে একটি মাত্র গির্জা থাকবে। প্রত্যেক স্থানে কর্তৃত্ব একজনের নিকট কেন্দ্রীভূত থাকে। গির্জা ও রাষ্ট্র একটি মাত্র পদ্ধতিতে মিশে যাবে এবং সমস্ত ক্ষমতার মালিক ঈশ্বর। মানুষ সার্বজনীন সমাজের মধ্যে বাস করে এবং যা রোমান সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি এবং দৃশ্যমান গির্জায় ছিল যিশুর প্রতিনিধিত্বের ছাপ। রোমের সার্বজনীন রাজনৈতিক সাম্রাজ্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্থাপিত এবং

এর মধ্যে সার্বজনীন গির্জা গঠিত হতে পারে। যদিও গির্জা ও রাষ্ট্র একটি সমাজ গড়ে ছিল বলাবাহুল্য সমাজের দুটি সরকার ছিল। দুটি পদ্ধতির অস্তিত্ব এবং খ্রিষ্টান লেখকদের শক্তিশালী বিরোধিতা যা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বস্তুর মধ্যে ছিল এটাই পরিশেষে বিখ্যাত দলিল 'দু'তলোয়ার' নামে দুটি দিক চিহ্নিত করেছিল—ফলে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যতায় ক্ষমতা বিভক্ত হলো। এর নীতি পোপ Gelasius পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাবে সম্রাটকে লিখিত পত্রে অবহিত করেন।

'সত্য ও খাঁটি রাজা ও পুরোহিত ছিলেন যিশু নিজে কিন্তু যিশু মানব প্রকৃতির দুর্বলতা জানতে পেরে এবং তার জনগণের প্রতি সতর্কতার ও মঙ্গলের জন্য দুটি কার্যালয় ভাগ করে দেন। প্রত্যেককে আলাদা কাজ ও কর্মের নির্দেশনা দান করেন। এভাবে খ্রিষ্টান সম্রাট গির্জার প্রয়োজন অনুভব করেন অমর জীবনের প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গির্জা, জাগতিক বিষয়ের জন্য গির্জা সম্রাটের সরকারের ওপর নির্ভরশীল।'

গির্জার পুরোহিতগণ প্রায়ই এই পাঠ্য থেকে উদ্ধৃতি দিতেন এবং দুই তলোয়ারের প্রতীক মাধ্যমে সমর্থন পেতেন—একটি ছিল আত্মার অন্যটি হচ্ছে মাংসের যা থেকে এই মতবাদের নামকরণ করা হয়েছে।

প্রথমে সম্পূর্ণ একাত্ম পার্থিব ও জাগতিক ক্ষমতার গির্জা রাষ্ট্রকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করে, যা ঈশ্বর প্রদত্ত পদ্ধতিরূপে বিশ্বকে শাসন করতে দেয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হতো। প্রতিটি শক্তি তার নিজের পরিমণ্ডলে শাসন করবে এবং এদের কেউ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ প্রচার দ্বৈত শাসনের তত্ত্ব বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর হয় নি। পার্থিব জগতের বিষয়াদি থেকে আধ্যাত্মিক জগৎকে পৃথক করা অসম্ভবরূপে প্রমাণিত হয়, বিশেষ করে মধ্যযুগীয় জীবন ব্যবস্থায়। প্রত্যেক শক্তি অন্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং প্রত্যেকে আলাদা নিয়মপদ্ধতি বা মতবাদ প্রণয়নের চেষ্টা করে, যা নিজ ক্ষমতা বিস্তারকেই যাচাই করেছিল। প্রত্যেকেই তাদের ব্যাপক দাবির সমর্থনের জন্য ঐতিহাসিক তথ্য ও বাইবেলের অনুচ্ছেদ তাদের সপক্ষে তুলে ধরতো এবং তাদের বিরোধী আনুগত্য প্রদর্শনের পক্ষে যুক্তি দেখাত।

গির্জার প্রাধান্যের পক্ষে যুক্তি

নবম ও দশম শতাব্দীতে গির্জার প্রাধান্যের মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন Agobard, তিনি লিয়নসের বিশপ ছিলেন আরও যারা সমর্থন করতেন তারা হচ্ছেন Rheims-এর আর্চবিশপ, Pope Nicholas I, Pope Gregory VII, Manegold of Lutterbach, St. Bernard, সেলিসবারির John, St. Thomas Aquinas, ও পোপ ইনোসেন্ট-III। পোপ গ্রেগরি এবং তার দল Justitia-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এটাই ছিল তাদের নীতির চাবিকাঠি। Justitia-তে ধর্মযাজকদের গির্জার ওপর প্রাধান্য ছিল এবং কোন নিয়ন্ত্রণ থেকে ধর্মযাজকদের মুক্তি ও পোপের অধিকার ছিল। তিনি এমন কি রাজাকেও সংশোধন করতে পারবেন, যদি রাজা যিশুখ্রিষ্টের আইনের অবাধ্য হন। দ্বাদশ শতাব্দীর Decretum of Gratian নামক বিখ্যাত সঙ্কলন সম্পাদনের জন্য গির্জার কর্তৃপক্ষসমূহ পোপের প্রাধান্যের মতবাদ সংগ্রহ ও সংকলন করে এবং গির্জার ক্ষমতা ও রাজতন্ত্রকে আইনগত পদ্ধতিতে কার্যকরী করা হয়। কনসটেন্টাইনের ডোনেশন নামে বিখ্যাত দলিল যাতে সম্রাটের কর্তৃত্ব রোম থেকে বাইজেনটাইনে স্থানান্তরিত করা হয় এবং পোপের পশ্চিম থেকে ক্ষমতার মঞ্জুরি আসে, তা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা, যদিও গির্জা

দ্বারা এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নি যে কনসন্টোনাইন সম্পূর্ণ পার্থিব ক্ষমতা মঞ্জুর করেছেন পরবর্তী যুগ পর্যন্ত। উক্ত দলিলের ভিত্তিতে যা Gratian-এর সঙ্কলনে বিধিবদ্ধ ছিল পোপ ৪র্থ শতাব্দী থেকে পার্থিব সার্বভৌমত্বের ওপর তার দাবি পেশ করে। দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত দলিলকে জাল বলে আক্রমণ করা হয়। কিন্তু মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত সঠিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে নি। কনসান্টোনাইনের মঞ্জুরির যুক্তির ভিত্তিতে পোপের প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা সক্ষম সমর্থনকারীরা প্রত্যাখ্যান করে যেহেতু তাদের মতে ধর্মযাজকের ক্ষমতা মনুষ্য প্রদত্ত, ঈশ্বর প্রদত্ত নয়।

গির্জার প্রাধান্যের পক্ষে সমর্থকদের যুক্তি অনুসন্ধান করলে এটা পার্থক্য করা কঠিন হয় কাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পোপকে গির্জার মধ্যে প্রাধান্য দিতে এবং পোপ চেয়েছিল তাকে জাগতিক কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষমতায় তার দাবির সমর্থনে প্রাধান্য দিতে। Petrine তত্ত্ব এবং Pseudo-Isidorean Decretals প্রথমোক্ত ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করে কিন্তু পরোক্ষভাবে পরবর্তী উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে। Pertraine তত্ত্বের মতে St. Peter পাহাড়ের চূড়া ছিল যার ওপর গির্জা নির্মিত হয় এবং তাকে স্বর্গের চাবি দেয়া হয় এবং সে ক্ষমতা দেয়া হয় পৃথিবীতে কে স্বর্গীয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে এবং কে হারাবে। St. Peter-এর উত্তরাধিকার সূত্রে পোপ যে রোমে গির্জার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে ধারণা করা হয় এবং তথায় শহীদ হন—এসব ক্ষমতার দাবি প্রতিষ্ঠা করেন যা ছিল অনেক বিস্তারিত, যা কোনো পার্থিব কর্তৃপক্ষ দাবি করতে পারে না। The Pseudo-Isidorean দলিলটি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সে জাল করা হয় এবং একে প্রাথমিক যুগের পোপদের দলিলরূপে দাঁড় করানো হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আর্ক বিশপের নিয়ন্ত্রণ থেকে পোপকে মুক্ত করা, পোপের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং বিশপগণ তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে খুব একটা ইচ্ছা পোষণ করবে না। এসব দলিল যাতে পোপের একচ্ছত্র ক্ষমতা সাধারণভাবে গৃহীত হয় এবং কেন্দ্রীভূত গির্জাধর্মী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দায়ী ছিল, যা গির্জাকে বিকেন্দ্রীভূত সামন্ত রাজনৈতিক পদ্ধতির ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধা প্রদান করে।

যুক্তিসমূহ যা প্রধানত আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে জাগতিক ক্ষমতার ওপর প্রাধান্য প্রদান করে তারা দু'টি প্রধান পথ অনুসরণ করে। প্রথমটি আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে এমন বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে যে এটা প্রকৃতিগতভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং জাগতিক ক্ষমতার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। পোপ Sylvestor বিশপদের যুক্তি দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেন যে রাজাদের মুকুটসমূহ বিশপের টুপিসমূহের সাথে তুলনীয়ভাবে সীমাতুল্য এবং বিশপদের টুপি স্বর্গতুল্য। এবং Peter Damina পোপকে রাজাদের রাজা বলে বর্ণনা দেন এবং সম্রাটসমূহের যুবরাজ যিনি সকল মানুষকে সমান সম্মান মর্যাদার অভিষিক্ত করেন। এ বিশ্বাস গির্জার শিক্ষা-প্রসূত—পৃথিবীর সম্পর্কিত মূল্যবোধ সম্পর্কে যে বিশ্বে পরকালে আসতে হবে এবং রক্ত মাংসের এবং আধ্যাত্মিক বস্তুসমূহ। অনেক ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তকে ধর্ম যাজকদের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করার জন্য উল্লেখ করা হয় এবং মধ্যযুগীয় সাদৃশ্যের বৈশিষ্ট্য যেমন দেহ ও মন এবং চন্দ্র ও সূর্য ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ জাগতিক শাসনের ওপর গির্জার ক্ষমতাকে যথার্থ প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয় যুক্তিতে জোর দিয়ে বলা হয় ঈশ্বর জাগতিক শাসকদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য গির্জাকে অধিকার প্রদান করেছেন এবং যেখানেই নৈতিক বিষয় জড়িত আছে। যখন গির্জার যাজকগণ গির্জার উপাদানসমূহ পরিষ্কারভাবে অঙ্কন করেন জাগতিক শাসকদের গির্জা সংক্রান্ত কার্যকলাপ থেকে বাদ দেন। কারণ তাদের গৌরবপূর্ণ পদমর্যাদার ফলে তারা বিশেষ

পাপে নিমগ্ন ছিল এজন্য গির্জার ধর্মযাজকগণ শাসকদের জন্য উচ্চমানের কার্য পরিচালনা স্থাপন করে ছিল, যার অবমাননার ফলে শাসকদের অশ্রদ্ধা করা হতো। পুরাতন টেস্টামেন্টে বহুবিধ ঘটনা পাওয়া যায় যাতে ধর্ম প্রচারকগণ রাজাদের ওপর স্বর্গীয় অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। নতুন টেস্টামেন্টে Petrine তত্ত্বের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় যে-ভাইদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে চূড়ান্ত ক্ষমতা পোপের ওপর অর্পিত হয়েছে এবং Peter-এর ওপর যিশু খ্রিষ্টের আদেশ ছিল— "আমার ভেড়াদের আহার দান কব।" পশুদের তত্ত্বাবধানের সাধারণ ক্ষমতা শাসক ও প্রজা উভয়েরই ছিল।

গির্জার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য জাগতিক শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথমে শাস্তি প্রয়োগ ছিল তাদেরকে গির্জার সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত করা। এতে একটি ধাবণা ছিল যে গির্জা আধ্যাত্মিক তলোয়ারধারী এ জন্য আধ্যাত্মিক শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে। যখন অধার্মিক শাসকবৃন্দ এসব আইন অমান্য করতো পোপ দোষীকে বরখাস্ত কবাব অধিকারী ছিলেন এবং প্রজাদের তাদের আনুগত্যের শপথ হতে মুক্ত করতেন। সামন্ততন্ত্রীয় শপথের ধর্মীয় প্রকৃতি গির্জার বাধ্যবাধকতার আগ্রহ সৃষ্টি করতো। অসংখ্য ধর্মীয় ঘটনাপ্রসূত দৃষ্টান্তে এ কাজের যথার্থতা পাওয়া যায়। বিশেষ করে ঈশ্বর কর্তৃক জাতির ও রাজ্যের ওপর Jeremıah-কে স্থাপন এবং এর কর্তৃত্ব ছিল শিকড় তুলে ফেলা, নামিয়ে ফেলা এবং ধ্বংস করা। পোপ কর্তৃক Charlemagne-এর অভিষেক বা পুরনো মুকুট প্রদানের দ্বারা গির্জার দাবি হলো পোপের নিকট থেকে সম্রাটের ক্ষমতার বা কর্তৃত্বের মঞ্জুরি পাওয়া এবং এতে এটাও বুঝা যায় পোপ ইচ্ছা করলে তার প্রদত্ত ক্ষমতা তুলে নিতে পারে না।

প্রথা ও জনগণের ভাবপ্রবণতা বা অনুভূতির ব্যাপকভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আইনগত বিবাদ-মীমাংসায় যাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধিকার ছিল তা ছিল আধ্যাত্মিক চরিত্রের। এই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিয়ন্ত্রণ করার তত্ত্বের বৃদ্ধির সুযোগে তারা পাপের সঙ্গে জড়িত সকল কলঙ্কজনিত মোকদ্দমার কার্য সম্পাদন করতো। বাস্তবিক পক্ষে মধ্যযুগীয় গির্জা তত্ত্বের বা মতবাদের দিক দিয়ে না হলেও একটি সক্ষম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল।

জাগতিক প্রাধান্যের পক্ষে যুক্তি

জাগতিক শাসকগণ গির্জার প্রাধান্যের বিরোধিতা করতেন এই মর্মে যে রাজনৈতিক সমাজ গির্জার মতই স্বর্গীয় উৎস থেকে এসেছে এবং রাজা স্বর্গীয় উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিনিধি ও তিনি ঈশ্বরের নিকট একাই তার কাজের জন্য জবাবদিহি করবেন। St. Augustine-এর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও মধ্য যুগের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক লেখকগণ একথা বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্র নীতিপরায়ণ এবং এর কাজ হলো ন্যায়বিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। মানুষের পাপ করার প্রবণতা রোধ করবার এটা একটি উপায় এবং এরূপ মনোভাবের প্রেক্ষিতে জাগতিক শাসকদের কর্তৃত্বকে পবিত্র বিবেচনা করা যায়। সাধারণভাবে গৃহীত তত্ত্ব হলো যে রাজা ঈশ্বরের দ্বারা অধিকার পেয়ে শাসন করে থাকে কিন্তু যতক্ষণ তারা স্বর্গীয় ন্যায়বিচার এবং সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠায় শাসন করে ততক্ষণই রাজা ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে। মধ্যযুগের প্রথাগত আইন যুক্তির প্রাকৃতিক নীতিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে বলে মনে করা হতো এবং রাজা আইন অনুসারে শাসন করবেন এটাই প্রত্যাশা করা হয়েছিল। রাজা এবং জনগণের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক সম্মতির ওপর নির্ভরশীল কিন্তু এটা বহুলাংশে সামন্তবাদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ছিল আইনমানা এবং ন্যায়

বিচার দ্বারা প্রশাসনকে সমুন্নত রাখা। অনেক মধ্যযুগীয় লেখক এবং কিছুসংখ্যক গির্জার ধর্মযাজক শিক্ষা দেন যে রাজারা কেবল ঈশ্বরের নিকট দায়ী, তারা ঈশ্বরের আনুগত্য মেনে চলবে যদিও তাদের স্বভাবচরিত্র সঠিক ও আইনসম্মত হয়।

ধর্মীয় কর্তৃপক্ষগণও জাগতিক স্বাধীনতাকে সমর্থন করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। পুরাতন টেস্টামেন্টে রাজা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূরণ করার নিমিত্ত তারা একটি হাতিয়ার মাত্র। নতুন টেস্টামেন্টে Paul-এর ঘোষণায় জাগতিক ক্ষমতার বিশেষ মূল্যবোধকে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে সকল "ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত।" যারা ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা দান করবে তারা ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করবে। কিন্তু বস্তুত বাইবেলে যা লেখা হয়েছে তা পরিষ্কারভাবে রাজাদের বিপক্ষে। ঐতিহাসিক বর্ণনা এবং চলতি ঐতিহ্য হচ্ছে ধর্মযাজক ও অনুসারীদের রচনা জাগতিক ক্ষমতার সমর্থনকারীদের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অসুবিধার মধ্যে ফেলেছে।

জাগতিক বা পার্থিব কর্তৃপক্ষের সপক্ষের যুক্তি একাদশ শতাব্দীতে জার্মান বিশপদের দ্বারা আনীত হয়েছিল, যারা সম্রাটের অধীনে ছিল এবং যারা গির্জার স্বাধীনতার প্রাধান্যকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছিল। রাজকীয় দাবির সর্বাধিক সমর্থন এলো রোমান আইনের অধ্যয়ন পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে। যদিও রোমান বেসামরিক আইনের জ্ঞান কখনও পশ্চিম ইউরোপে হারিয়ে যায় নি এবং অনেক নীতিসমূহ সামন্তবাদের প্রথায় এবং বর্বরদের আইনে যুক্ত হয়েছে। শতাব্দীব্যাপী আইন শাস্ত্রের সুবিন্যস্ত করার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নি; কারণ মধ্যযুগীয় প্রবণতা ছিল আইনকে ঐতিহ্যের সমষ্টিরূপে মনে করা এবং এ বিষয় জনগণের চেতনায় এমনভাবে প্রোথিত হয় যে সে বিধিবদ্ধতা ও অধ্যায় অপ্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু ১১শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইতালির নগরসমূহের উত্থানের ফলে Justinian এর লিখিত বিধি পুনরুজ্জীবিত হয় এবং বলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোমান আইনের সুবিন্যস্ত চর্চা শুরু হয় এবং তা ফ্রান্স ও স্পেনে ছড়িয়ে পড়ে। প্রখ্যাত আইনের লেখক যারা ছিলেন তারা হচ্ছেন Irnerius Accursis, Bartolus, ও Baldus Bartolus. 'জুরিস্টদের রাজকুমার' দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন সমষ্টি হচ্ছেন Deu in terris তার সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরের অযোগ্য এবং তার সাথে বিরোধ ঘোরতর অপরাধ। তিনি সার্বভৌমত্বের ওপর বৃহৎ অবদান রেখেছেন, যা পরবর্তী সময়ে Bodin ও Grotius কর্তৃক আরও উন্নত হয়। তিনি রাষ্ট্রসমূহের পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে যা তিনি শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ নয় বলে তিনি স্বাধীন জাতিসমূহের পারিবারের ধারণাও স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক আইনের তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তী লেখকসমূহ তার সার্বভৌমত্বের ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের প্রায়ই উল্লেখ করতেন।

বহু লোকের জন্য ও বুদ্ধিজীবীর জীবনধারণের সুযোগ সৃষ্টি হয় যাদের ধর্মতত ব্যতীত অন্য কিছুর সুযোগ ছিল না এবং কর্মহীন, আইন শিক্ষিত মানুষ এবং যারা রাজা ও রাজকুমারদের ভূতপূর্ব উপদেষ্টার স্থান অধিকার করে ছিল। মানুষ আইন ও রাজনৈতিক অধিকারের চিন্তাভাবনা করতে থাকে। সামন্ত ও Vassals প্রজাদের বিরুদ্ধে রাজাদের সংগ্রাম এবং সামন্তবাদের বাধাবিঘ্ন থেকে নগরসমূহের স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস রোমান আদালতের আইনের সহায়তা লাভ করে। রোমান আইন অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের ফসল এবং ধারণা করা হতো তা রাজার আইনগত একচেটিয়া অধিকার। অতএব রাজকীয় দাবি-দাওয়া যুক্তির সমর্থন পেত যা আদি মধ্যযুগ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দ্বাদশ শতাব্দীতে আইনজীবিগণ Frederick Barbarossa-এর সমর্থন দাবি করে যে সম্রাটগণ সিজারের অভগ্ন রাজকীয়

ক্ষমতার অধিকারী। যে ক্ষমতা Servile-এর রোমান জুরিগণ তাদের স্বেচ্ছাচারী শাসকদের জন্য চিহ্নিত করেছিলেন তা মধ্যযুগীয় সম্রাটদের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং জার্মান ও ইতালির Partisan দ্বারা দাবি করা হয়। পুরাতন ধারণা ছিল সম্রাটের ইচ্ছার মধ্যে আইনের বল রয়েছে এবং এর পুনর্জাগরণ ও ব্যবহার, ধর্মযাজকদের দাবি নসাৎ করে। রোমান আইন এই শিক্ষা দিয়েছিল যে সম্রাট সমুদয় সভ্য জগৎ শাসন করবে। অতএব জার্মান সম্রাটগণ গির্জার নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীনতা লাভের দাবি উত্থাপন করেন এবং পার্থিব শাসকদের কাছে তারা প্রাধান্য দাবি করেন।

ফ্রেডারিরের অধীনে রাজকীয় গৌরব ত্রয়োদশ শতাব্দীর অর্ধ সময়ে উচ্চ শিখরে পৌঁছে। তিনি তার সময়ের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কেবল সাম্রাজ্যের স্বাধীনতাই রক্ষা করেন নি, তিনি নিজেকে আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ধর্মযাজকদের নিষেধ অমান্য করে নিজেকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের Vicar (প্রতিনিধি) হিসেবে ঘোষণা করেন পোপের দ্বারা তার সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে ধর্মীয় যাজকের শত্রুতা সত্ত্বেও এবং জার্মান রাজপুত্রগণ এবং পোপের বিরোধের মুখে ইতালির নগরসমূহের বিরোধিতার মধ্যেও ফ্রেডারিক রাজকীয় ক্ষমতা সংরক্ষণে ও মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম করেন।

তার মৃত্যুর পর তার কতিপয় অযোগ্য উত্তরাধিকারী তার আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে পারে নি এবং গির্জার দ্বারা তার যশ অন্ধকারে হারিয়ে যায় বিধর্মী যারা তাকে Hercsies বলে দোষী সাব্যস্ত করে। মিসরের রাজার সাথে তিনি যে সমমর্যাদাপূর্ণ শর্তে সন্ধি স্থাপন করেন তার এ কাজটি অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এবং এমন কি দান্তে যিনি তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন তিনি করেন ফ্রেডারিক দ্বিতীয়কে তার *Inferno* পুস্তকে একজন বিশ্বাসহীন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

উদীয়মান জাতীয় রাষ্ট্রের রাজাগণ যথা ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও স্পেন জুরিদের সহায়তার অভিনন্দন জানায় যতক্ষণ তারা রাজকীয় কর্তৃপক্ষকে গির্জা এবং সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করেছে। তারা জার্মান সম্রাট, রোমান ক্ষমতার উত্তরাধিকারী এ যুক্তির বিরুদ্ধে বিরোধিতা করে। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্রাটের ব্যক্তিত্বের গৌরব সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের হস্তে সংরক্ষণ করেন। বাস্তব ক্ষমতার এই বিষয়টি আধুনিক চিন্তাধারার সূচনা করে।

রোমান তত্ত্বের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার তাৎক্ষণিক ফল শাসকদের ক্ষমতা জোরদার করেছে এবং একচ্ছত্র সম্রাট স্থাপনে সাহায্য করেছে। রোমান আইনের চর্চা রাজনৈতিক স্বাধীনতার উন্নয়নে সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল না। রোমান আইন এই শিক্ষাই দিয়েছিল যে জনগণই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস এবং এ মতবাদ টিউটনিক জনগণের স্বাভাবিক ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ—যে আইন সমগ্র জাতি থেকে আগত। অধিকাংশ জুরি একমত পোষণ করেন যে, জনগণ যে-কোনো সময়ে ক্ষমতা হাতে নিতে পারে যা তারা রাজাকে অর্পণ করেছে। রাজার আইনগত কার্যকলাপ কেবল সিনেটের অনুমোদনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে এবং তিনি তার প্রজাদের সম্পদের ওপর সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী নন। মধ্যযুগের শেষ ভাগে উক্ত ধারণাসমূহ পুনরায় এই গণতান্ত্রিক ধারণাসমূহে আত্ম প্রকাশ করে।

সেন্ট বার্নার্ড ও সেলিসব্যারির জন

দ্বাদশ শতাব্দীর দু'জন নেতৃস্থানীয় লেখক Clairvaux-এর সেন্ট বার্নার্ড (১০৯১-১১৩৩) যিনি গির্জা ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ওপর চর্চা করেন এবং অপর ব্যক্তি সেলিসব্যারির জন।

(১১১৫?-১১৮০)। সেন্ট বার্নার্ড ঐ সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী গির্জা ব্যক্তিত্ব ছিলেন যদিও তিনি গির্জা প্রদত্ত সব সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন এবং কখনও পোপের স্থান দখল করেন নি। তিনি যুক্তির উর্ধ্বে বিশ্বাস স্থাপন করতেন এবং চার্চের গুরুদের রহস্যাবৃত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা পুনর্জাগরণের প্রয়াস চালান। তার পার্থিব শিক্ষার প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি ছিল না, যা পশ্চিমাঞ্চলে আবির্ভূত হতে যাচ্ছিল এবং জাগতিক বিষয়ে গির্জার মনোযোগের প্রবণতাকে তিনি আক্রমণ করেন। সেন্ট বার্নার্ড প্রশাসন ও অনাধ্যাত্মিক ব্যাপারে পোপের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। কারণ পোপের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পদের সাথে এর কোনো মিল নেই এবং এত সময়ও জাগতিক বিষয়ে ব্যয়ের অবকাশ নেই। এরূপ কাজ প্রকৃতিগতভাবে মানহানিকর এবং যা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষই সম্পাদন করবে।

সেন্ট বার্নার্ড আপোসহীনভাবে গির্জার প্রাধান্যে বিশ্বাস ছিলেন কিন্তু তিনি এর কর্মতৎপরতাকে আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সাথে সীমিত করতে চেয়েছিলেন। পোপ বল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের স্বার্থ প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় সেন্ট বার্নার্ড দু' তলোয়ার মতবাদের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এর অর্থ হলো যে যখন গির্জা উভয় তলোয়ারের অধিকারী যথা আধ্যাত্মিক ও রক্ত মাংসের, অতএব পূর্বোক্তটি শুধু পোপ ব্যবহার করবেন এবং পরবর্তীটি সৈন্যরা ব্যবহার করবে। একটি হবে ধর্মযাজকের পরামর্শে এবং অপরটি সম্রাটের আদেশে। ধর্মযাজকদের আদালতের শঠতা ও ষড়যন্ত্র যা সক্রিয়ভাবে গির্জার সম্পদের ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ করতো এবং ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত করতো, তার সংস্কার ধর্মীয় ধর্মযাজকদের গালাগালি করতেন অথবা বলতেন যে Justinian আইন কোনো প্রভুর নয় যা ধর্মযাজকদের প্রাসাদে প্রতিধ্বনিত হবে।

সেলিসব্যারির জনের লেখাও সতেজ ও তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি গির্জার প্রাধান্যকে সমর্থন করতেন। তিনি মার্কসের মতো গির্জাকে সমর্থন করেছেন একই সময়ে অর্থের প্রতি ভালোবাসা ও অন্যান্য পাপ কর্মের জন্য গির্জাকে দোষারোপ করতেন।

জন জন্মগতভাবে একজন ইংরেজ ছিলেন যদিও তিনি প্যারিসে শিক্ষা লাভ করেন। প্যারিস ঐ সময় গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির লালন ক্ষেত্র ছিল। জন ফলত ব্যাপক প্রশিক্ষণ লাভ করেন যা তার পরবর্তী অবদান সাক্ষ্যদান করে। প্যারিস থেকে তিনি ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সেখান ক্যান্টাব্যারির আর্চ বিশপ টমাস বেকেটের সেক্রেটারিরূপে কাজ করেন। হেনরি দ্বিতীয়ের সাথে বেকেটের সংগ্রামে তিনি পদাধিকার বলে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। পরবর্তী সময় তিনি চারট্রেসের বিশপ হন, যেখানে তিনি তার অবশিষ্ট জীবনযাপন করেন।

১১৫৯ সালে তিনি তার গ্রন্থ Policraticus সম্পূর্ণ করেন। তিনি রাজনীতির সাধারণ দর্শনের ওপর উচ্চমানের অবদান রাখেন। তার সমসাময়িক লেখকদের চেয়ে তার চিন্তাধারার প্রসারতা ছিল। এ সময়ে সাধারণভাবে যে দর্শনের ওপর বিশ্বাস ছিল তিনি তার পুস্তকে বিস্তারিত চিত্র Cicero এর স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে তুলে ধরেন।

সেন্ট টমাসের মতো জন যুক্তি প্রদর্শন করতেন যে একটি সংগঠিত সমাজে কমনওয়েলথ সদস্যদের মধ্যে কার্যকলাপ বরাদ্দ থাকে এবং এগুলো সঠিকভাবে গঠিত এবং এর প্রত্যেক অঙ্গ শক্তিশালী। রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যকর জীবনে যেসব বাধাবিপত্তি হস্তক্ষেপ করে এদের আক্রমণ করে তিনি সেন্ট অগাস্টাইনের মতো সরকারের আদর্শ পদ্ধতির প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এই ভিত্তিতে যে, এতে ধর্মীয় কর্তৃত্ব পার্থিব বিষয়ের ওপর প্রয়োজন অনুসারে আনুগত্য বলবৎ থাকবে।

রাজতন্ত্র কেবল একটি ধরনের সরকার যার সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং তিনি রাষ্ট্রকে রোমান সাম্রাজ্যের দৃষ্টিতে অবলোকন করতেন এবং এতে পুরাতন টেস্টামেন্টের ধর্মতত্ত্বও ছিল। তিনি পুরানো ধারণার ওপর গুরুত্ব আরোপ কবেন যে, আইনই প্রকৃত পক্ষে মানুষের শাসক। আইনকে তিনি অবিনশ্বর ও স্বর্গীয় ইচ্ছার অপরিবর্তনীয় নীতিরূপে অবলোকন করেন। রাজনৈতিক জীবনের সত্যিকার ভিত্তি তিনি সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। গির্জা সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক, মানুষের সর্বোচ্চ শাসক রাজকুমার আইনের প্রতীক হিসেবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

গির্জাকে রক্ষা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জন সচেতনভাবে ঘোষণা করেন "আইনের দ্বারা প্রতিটি নিন্দা প্রয়োগ বৃথা, যদি না এতে ঈশ্বরের আইনের সিল থাকে। রাজকুমারের আদেশ বা আইন মূল্যহীন যদি এতে গির্জার শিক্ষার সামঞ্জস্যতা না থাকে।

এ থেকে জন তার বিখ্যাত মতবাদের গ্রন্থ *Tyrannicide* প্রণয়ন করেন, যদি কোন রাজকুমার অন্যায় কাজ করেন, তিনি অত্যাচারী হন, যার মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত। অত্যাচারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতেই হবে এবং তা ভালোভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং ধর্মকে দোষারূপ করা যাবে না, বিষ ব্যবহার করা হবে না—যেহেতু এতে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কোনো বিধান নেই। অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচবার সর্বাপেক্ষা নিরাপদ পথ হচ্ছে প্রার্থনা, যদি তা ব্যর্থ হয় জনগণ তলোয়ারের পথ অবলম্বন করবে।

ঐশ্বরিক আইনের অধীনে রাজকুমারদের ন্যায়বিচার ও সৎ পথে পরিচালনার জন্য সেলিসব্যারির জন রোমের ও প্রাথমিক যুগের গির্জার কর্ণধারগণের ঐতিহ্যকে স্থায়ীভাবে বলবৎ করতে সাহায্য করেন এবং তিনি সাংবিধানিক সরকার উন্নয়নে সহায়তা করেন। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা চলে যুক্তিরভিত্তিতে অত্যাচারী শাসকদের উৎখাতের মাধ্যমে।

সেন্ট টমাস একুইনাস

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ধর্মযাজকদের ক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছার জন্য উল্লেখযোগ্য। এতে আনুমানিক দর্শনের বিস্তর চর্চা হয়। এ বিষয়ের সর্বাপেক্ষা সক্ষম লেখক হচ্ছেন St. Thomas Aquinas (১২২৭-১২৭৪)। তিনি যুক্তি এবং ঐশীবাণীর ঐক্য ও মিলনের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। ইনি চার্চের মতবাদ এবং বিবেকসম্মত ভিন্নধর্মী দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস করেন। তাঁর এই সার্বজনীন শিক্ষা তাকে বিশেষভাবে পরিচিত করে। তিনি তার সময়ের ইচ্ছাকে ঐশীবাণীর জ্ঞান এবং চূড়ান্ত কারণসমূহ সম্পূর্ণ ঐক্যের বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তার মতে রাজনীতি একটি বিজ্ঞান যদিও সত্যিকার মধ্যযুগীয় পদ্ধতিতে এটা ছিল এরিসটোটল ও সিসারোর রাজনীতি, যা সেন্ট অগাস্টাইন ও বাইবেল দ্বারা সংশোধিত হয়। পরবর্তী মধ্যযুগে একুইনাস নতুন ধারার সৃষ্টি করেন। তিনি রাজনৈতিক চিন্তার বিবেকিকরণ করে পুরানো তত্ত্ব এবং পুঁথিগত যুক্তিসমূহকে সাধারণ বিবেচনায় আনেন যা তিনি রাজনৈতিক সমাজের প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করেন এবং যা এরিসটোটোলের রাজনীতির ভিত্তি ছিল। তিনি ঐতিহাসিক মূল্যবোধ প্রদর্শন করেন এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে রসদ সংগ্রহ করেন। বহুদিক থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গি এককভাবে অগ্রসর হয়েছিল এবং মধ্যপন্থী ছিল।

সেন্ট টমাস সাধারণ মঙ্গলের জন্য আইনকে যুক্তির অধ্যাদেশ বলে চিহ্নিত করেন, তিনিই আদেশ জারি করতে পারেন যিনি সমাজের প্রতি যত্নবান। গ্রীক আইনের তত্ত্বের

বিপক্ষে যা প্রকৃতি ও যুক্তিতে রয়েছে তিনি ঐসব উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এভাবে তিনি প্রত্যক্ষ আইনের প্রচলন করেন অর্থাৎ যে বিধি সার্বভৌম ক্ষমতাধর রাষ্ট্রে কার্যকরী করেন। মূলত তিনি আইনকে কিছুটা সার্বজনীন, অক্ষয় এবং স্বাভাবিক বলে দেখেছেন; মানুষের দ্বারা নির্মিত প্রত্যক্ষ আইন যা মাত্র আইনের দুর্নীতি যদি তা ন্যায়বিচারের নীতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। রোমান আইনের পুনরুজ্জীবনের ফলে প্রাকৃতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাকে নতুনভাবে বৃদ্ধি করে, যা সম্রাট বা পোপ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। এ ভাবধারার উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে যা শুধু রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাকে সীমিত করে নি বরং ন্যায়পরতা আইনের ধারণাকে সৃষ্টি করেছে যা রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে।

সেন্ট টমাস আইনের বিভিন্ন প্রকৃতিকে বিবেচনা করেন। তিনি তার বিখ্যাত *Summa Theologica*-তে চার প্রকার আইনের উল্লেখ করেন। সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে রয়েছে মানবীয় আইন। এটা প্রথা এবং অন্যান্য আইন দ্বারা গঠিত, যার মধ্যে মানবীয় উৎস বিদ্যমান। মানবীয় আইন ঈশ্বরের আইনকে অনুসরণ করে, যা ঐশবাণী দ্বারা গঠিত—যেমন মুসার আইন যা দ্বারা মানুষ বাঁচবে বলে আশা করা যায়। স্বর্গীয় আইন অন্যদিকে প্রাকৃতিক আইনকে অনুসরণ করে, যা সৃষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে ঈশ্বরের যুক্তি বিদ্যমান। বস্তুত উদাহরণসমূহ প্রাকৃতিক আইনের অংশবিশেষ যা আত্মসংরক্ষণ, স্ত্রী সহবাস, সন্তানের শিক্ষা, অন্য মানুষের সাথে সামাজিক জীবন বোঝায়। সবশেষে রয়েছে অমর আইন, যা বিশ্বের চূড়ান্ত বাস্তবতারূপে বিদ্যমান। এটা ঈশ্বরের স্বর্গীয় জ্ঞান যা সব কাজ ও গতিবিধি পরিচালনা করে—এটা হচ্ছে সত্য স্বয়ং। সেন্ট টমাসের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ভিত্তি এরিসটোটলের তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা হলো মানুষের সামাজিক মনোভাবাপন্ন প্রকৃতি এবং সঙ্গে যোগ হবে রাষ্ট্রেব স্বর্গীয় উৎস, যা সেন্টপলের মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে ঈশ্বরের ওপর কোনো ক্ষমতা নেই। এটা গ্রীক আদর্শবাদের বিপক্ষে একুইনাস বিশ্বাস করতেন যে ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্র প্রতিরোধ করতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং এজন্য তিনি যথার্থ রাষ্ট্র হিসেবে বৃহৎ রাজ্য পছন্দ করতেন। মধ্যযুগীয় একতার ভালোবাসায় তিনি গণতন্ত্রের চেয়ে রাজতন্ত্র পছন্দ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, গণতন্ত্র মতবিরোধ সৃষ্টি করে এবং তার যুক্তি ছিল শাসক হবেন একজন যেমন আত্মা দেহকে শাসন করে এবং ঈশ্বর বিশ্বকে শাসন করেন। মধ্যযুগের ব্যাপক সংঘর্ষ ও নৈরাজ্য রাজনৈতিক সংগঠনে স্থায়ী ঐক্যের ধারণা দু'দিক দিয়েই চমৎকার মনে করা হয়। সেন্ট টমাস তার মতবাদে নৈরাজ্যের উপাদানকে অত্যাচারী মনে করেন ও তা বাতিল করেন। তার মতে অত্যাচারী শাসককে উৎখাত করা যেতে পারে—অতঃপর একটি নির্বাচিত রাজতন্ত্র হতে পারে এবং শাসিত ও শাসকের সম্পর্কের একটি নির্দেশনা দেন যা পরবর্তী সময়ে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের এবং নির্বাচনের তত্ত্ব দিয়েছে। গ্রীক ও রোমীয় চিন্তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিস্তারিত যুক্তির ভিত্তিতে এবং বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে রাষ্ট্র তার জনসংখ্যাকে সংরক্ষণ করবে, তাদের নিরাপত্তা দেবে এবং রাস্তাঘাটের যত্ন নেবে, মুদ্রা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে ও মাপের পদ্ধতি প্রণয়ন করবে ও দরিদ্রের সহায়তা করবে।

সেন্ট টমাসের যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি অনুভব করতেন বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই মহত্তম সত্যকে পাওয়া যেতে পারে—তিনি মনে করতেন গির্জা বিশ্বাসের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পার্থিব ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলবে। রাজনৈতিক শাসকদের কর্তব্য হলো জাগতিক বিষয়ের এমনভাবে প্রশাসন করা, যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা

বাস্তবায়িত হয় এবং রাষ্ট্রের কর্মকর্তাগণ ধর্মযাজকের এবং গির্জার ঈশ্বরের আইনের অধীন হবে। যদি কোন শাসক গির্জার আদেশ অমান্য করে তাকে গির্জার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং প্রজাগণকে তার আনুগত্য থেকে মুক্ত করা হবে। ধর্মযাজকের ক্ষমতা পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক। সর্বোপরি সব শাসকের উর্ধ্বে পোপকে মান্য করতে হবে যা জাগতিক মঙ্গল ও পরকালের মুক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

সেন্ট টমাসের অসমাপ্ত পদ্ধতি তার শিষ্য Egidius Colonna সম্পন্ন করেন। তার লেখা ফ্রান্সের রাজকুমারের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত হয় এবং এতে সুবিন্যস্তও পরিষ্কারভাবে লেখা হয়। এতে কোন মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান যুক্ত করা হয় নি। সেন্ট টমাস ও Egidius গির্জার দলিলের সমন্বয় সাধন করে যা পরবর্তী শতাব্দীতে আরও উন্নত হয় এবং এমনভাবে এতে কাজ করা হয় যা পরবর্তীকালে সঠিক ও স্থায়ী পদ্ধতিতে পরিণত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে প্রাকৃতিক আইনকে সনাক্ত করা হয়—রাজতান্ত্রিক সরকার এবং গির্জার ক্ষমতার প্রাধানে ধারণা করে ব্যাখ্যা করা হয়; কিন্তু যথার্থতা নিরূপণ করা হয় নি। রাজকীয় ক্ষমতার দুর্বলতার জন্য মতবিরোধ নিরসন হয়েছে এ বিশ্বাসে রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহের ওপর ধর্মীয় গোঁড়ামিকে চাপিয়ে দেয়া হয়। বাস্তবিক পক্ষে এতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়, যার ফলে পাণ্ডিত্যপূর্ণ পদ্ধতি এবং গির্জার দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলা হয়। যাহোক, পরবর্তী সময়ে একুইনাসের তত্ত্বসমূহ Jesuit পদ্ধতির ভিত্তি রচনা করে এবং তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে প্রভাব বিস্তার করে।

চতুর্দশ শতাব্দীর মতবিরোধসমূহ

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গির্জার ও পার্থিব ক্ষমতার বিরোধ Pope Boniface ও ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ দি ফেয়ারের মধ্যে সংঘটিত হয়। পোপ জাতীয় রাষ্ট্র ও রাজকীয় ক্ষমতায় জনগণের সমর্থন সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন এবং তিনি গির্জার আদর্শের প্রাধান্য বিস্তারের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। Boniface-এর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী Clement V এবং জন XXII পরাক্রমশালী ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন এবং ১৩০৯ থেকে ১৩৭৬ সাল পর্যন্ত Avignon-এ তাদের প্রদত্ত নিরাপত্তা ও প্রভাবের মধ্যে অবস্থান করেন। এই সময়ে তারা জার্মান সম্রাটদের ও সপ্তম হেনরি এবং ব্যাভারিয়ার Lewis-এর সাথে উত্তপ্ত বিরোধের সম্মুখীন হন। তিনি ধর্মরাজকদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং নেতৃস্থানীয় বিতর্ক সৃষ্টিকারী ছিলেন। Pope Boniface, Egidius Colonna যিনি রাজার শিক্ষক ছিলেন পোপের সাথে ঝগড়ার সময় তার পক্ষ ত্যাগ করেন এবং Friar Augustinius Triumphus ও Pope John XXII গির্জার সপক্ষে এবং John of Paris, Pierre Dubois, Dante, পাদুয়ার Marsllius এবং Ockam এর William পার্থিব শাসকদের পক্ষ সমর্থন করেন।

এ সময়ে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সর্বসম্মত মনোভাবের পরিবর্তন আসে, খ্রিস্টান জগতে ফ্রান্সের রাজা পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন। তিনি রাজকীয় ক্ষমতায় কোনো দাবি উত্থাপন করেন নি এবং ঐজন্য তিনি জাগতিক ক্ষমতার স্বাধীনতার ওপর জোর দেন এবং তিনি সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যের সাথে জড়িত হন নি। তিনি এত দুর্বল রাজা ছিলেন যার ফলে গির্জা তাকে আর ভয় করতো না। পোপ ফ্রান্সের শাসককে দুর্বল করার প্রয়াসে এমনকি রাজকীয় যুক্তিকেও সমর্থন করতেন, যেন সব রাজাই সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে। জাতীয় একতার ক্রমবর্ধমান ধারা এবং কেন্দ্রীভূত সরকার প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সে শক্তিশালী রাজনৈতিক পদ্ধতির সৃষ্টি করে এবং ফ্রান্স রাজাদের দাবিদাওয়া রাজ্যের সর্বস্তরের লোকেরা সমর্থন

করতো। রাষ্ট্র ক্রমে গির্জার চেয়ে অধিক ক্ষমতাশীল হয়। ইতিহাসের অসমালোচিত আবেদন প্রমাণ করে যে, গির্জার উত্থানের পূর্বেও ফ্রান্সের রাজা ছিল এবং আরো আধুনিক যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে ফ্রান্সের রাজা স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব করবেন কারণ তিনি সামরিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ করতেন। ফ্রান্সের অধীনে পবিত্র স্থান উদ্ধার এবং ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়। এ বিষয়ে পোপের নমনীয়তা ও খ্রিষ্টান জগতে অনৈক্যের জন্য পোপকে দোষারোপ করা হয়।

ঘটনা হলো যে ফ্রান্সের রাজা এবং পোপের মধ্যে কর বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়—যে বিষয়টি ছিল প্রকৃতিগতভাবে জাগতিক, যার ফলে রাজার সমর্থকদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এতে সম্পত্তির অধিকার সম্পর্ক বিস্তারিত আলোচনা হয় যাতে গির্জাপক্ষ গির্জার প্রাধান্যের জন্য তীব্র দাবি উত্থাপন করে। তাদের যুক্তি ছিল সর্বপ্রকার পার্থিব বস্তুর চূড়ান্ত মালিকানা গির্জার অথবা এগুলো পোপের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে। রাজার অনুসারীরা যুক্তি প্রদর্শন করে যে, সাধারণ লোকের সম্পত্তি ব্যক্তিগত এবং ধর্মযাজকদের সম্পত্তি গির্জার। গির্জার সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে পোপ রক্ষণাবেক্ষণকারী কিন্তু মালিক নন। মালিকানা ও সীমানার পার্থক্যের ব্যাপারে আইনগত বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয় এবং গির্জার সম্পত্তির মালিকানার ওপর ফ্রান্সের রাজাব দাবি সাফল্য সহকারে সুপারিশ করা হয়।

পার্থিব ক্ষমতার সমর্থনকারীরা শতাব্দীব্যাপী যে প্রতিরোধ করে আসছিল দেখা গেল তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। যখন চমৎকার যুক্তি এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ আবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে ও তাদের যুক্তির দর্শনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় যারা ভিত্তি হয় তখন এরিসটোটেল এবং রোমের আইন উভয়ই ভাবধারার দিক থেকে গির্জার বিপক্ষে ছিল এবং এতে ছিল সিদ্ধান্তপ্রসূত ফল। ফ্রান্সে বিশেষ করে সামন্ত ও গির্জার ওপর যেখানে রাজকীয় আদালতের ক্ষমতা বর্ধিত হয়, রাজার উপদেষ্টা জুরিগণের প্রভাব খুব শক্তিশালী ছিল। Pierre de Bois এমন যুক্তি প্রদর্শন করেন যে গির্জার পার্থিব ক্ষমতা ফ্রান্সের রাজার নিকট হস্তান্তর করা উচিত এবং বিবাহ বন্ধনের, বন্ধুত্বের এবং বিজয়ের মাধ্যমে ফ্রান্স বিশ্বকে শাসন করবে। আইনবিদগণ সামন্তবাদী ইউরোপ সংগঠিত করতে শক্তি সঞ্চার করেন এবং জাতীয় রাজতন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে, যাতে গির্জার পার্থিব ক্ষমতার অধিকারকে নস্যাৎ করা যায়।

জুরিগণ যারা ফ্রান্সের রাজাকে সমর্থন করছিলেন তারা নতুন এক যুক্তির অবতারণা করেন যা পরবর্তী শতাব্দীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারা জোর দিয়ে বলেন যদি পোপ গির্জার কল্যাণের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থ হন তাকে যেকোন অত্যাচারী রাজার মতো সিংহাসনচ্যুত করা হবে। ফ্রান্সের রাজার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ন্যায়সঙ্গত তত্ত্ব না থাকায় তারা যুক্তি প্রদর্শন করে যে, গির্জার ক্ষমতার চূড়ান্ত রক্ষক একটি সাধারণ গির্জা পরিষদ এবং এমন একটি সংস্থা পোপকে সরিয়ে দিতে পারে। জার্মান সম্রাট এবং পোপ জনের মধ্যে বিরোধের ফলে উক্ত মতবাদ পুনরায় উচ্চারিত হয়।

পোপের বিপক্ষীয়গণ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, গির্জার চূড়ান্ত ক্ষমতা বিশ্বাসীদের সবার ওপর অর্পিত এবং অত্যাচারী পোপকে গির্জা পরিষদ সরিয়ে দিতে পারে। পটভূমি হিসেবে এ ধারণা সাম্রাজ্যের সাথে আরও গুরুত্ব বহন করে যে ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের প্রাথমিক ২০ বছর অপেক্ষা প্রাথমিক গির্জার ইতিহাস থেকে জানা যায়, গির্জা পরিষদের দলিল-দস্তাবেজে সম্রাটই প্রধান হিসেবে গণ্য হতেন।

পোপ জন ও সম্রাট লুইয়ের মধ্যে বিরোধ কতকগুলো বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করে, যা

গির্জার পোপের পদমর্যাদাকে দুর্বল করে দেয়। পোপ বিতর্কিত উত্তরাধিকারের সুযোগ গ্রহণ করে জার্মান বিষয়ে তার হস্তক্ষেপ করার দাবিকে আরও বৃদ্ধি করেন। পোপের নীতির পেছনে, তখন তিনি Avignon-এর বাসিন্দা ছিলেন, ফ্রান্সের প্রভাব পরিষ্কারভাবে দেখা যায় পোপের কর্তৃত্বের দাবি জার্মানির ব্যয়ে ফ্রান্সের সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। একইভাবে পোপ ইতালির নগরসমূহের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি Guelf দলকে সমর্থন করেছিলেন কারণ তিনি ইতালিতে রাজকীয় ক্ষমতার স্বীকৃতি দিতে আর ইচ্ছুক ছিলেন না। স্বাধীন নগরসমূহ তাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণে তৎপর ছিল, তারা পোপ ও সম্রাটের বিতর্কে জড়াতে চান নি এবং তারা তাদের শক্তিশালী প্রতিবেশীদের একের বিরুদ্ধে অপরকে লেলিয়ে দেয়। এতদ্ব্যতীত ইতালির নগরসমূহ পোপকে ভালো চোখে দেখে নি কারণ তাকে রোম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, এর ফলে গির্জার কর্তৃপক্ষের লাভজনক উৎসের এবং তীর্থযাত্রীদের ও মহান ইতালিয় পরিবারদের ক্ষতি হয়।

গির্জার ভিতরে বিরোধ যা পোপের জারিকৃত আদেশে Franciscan Friars দরিদ্রতার মতবাদকে আক্রমণ করে তা কতিপয় গির্জা সংক্রান্ত লেখকদের পোপের সমালোচকে পরিণত করে। এসব লোক সম্রাটের সভাকক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং গির্জাকে আক্রমণ করার জন্য তাদের সব বির্তকিত দক্ষতাকে প্রয়োগ করে। তারা গির্জা পদ্ধতির বিরুদ্ধে পার্থিব ক্ষমতার শক্তি বৃদ্ধি করে এবং যুক্তি প্রদর্শন করে যে পোপের গির্জা পরিষদ হচ্ছে গির্জা সংক্রান্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। ইংল্যান্ডে বিশ্বাস ছিল যে পোপ ফ্রান্সের সমর্থন করছেন এতে রাজার সমর্থকদের শক্তিশালী করে এবং জনের গুণাবলির ক্ষতিসাধন করে (Provisors ও Praemunire আইনকে) এবং ধর্মযাজকদের প্রতি শত্রুতা কৃষক বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়। পার্লামেন্টে এমন প্রস্তাব করা হয় রাজনৈতিক প্রয়োজনে গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত। যেসব বিশ্বাসী যারা রোমকে খ্রিষ্টান জগতের খাঁটি রাজধানী মনে করতেন Avignon এ বেবিলনের বন্দি হিসেবে নিষ্পিত হন এবং এরপর মহা ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পোপতন্ত্র সম্মান হারায় যা আর কখনও উদ্ধার করা যায় নি।

দান্তে

দান্তে (১২৬৫-১৩২ আলিঘেরি) রাজকীয় তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত বর্ণনা প্রদান করেন। দান্তের ফ্লোরেন্স নগরের রাজনীতি সম্পর্কে প্রভূত অভিজ্ঞতা ছিল এবং নগর হতে নগরে তার ভ্রমণ এবং সভাসদ থেকে সভাসদে তার গমনাগমন তার দীর্ঘ নির্বাসিত জীবনে তিনি মূল্যবান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

তিনি ইতালিতে প্রধানত শান্তি ও একতা পুনরায় স্থাপন করতে আগ্রহী হন তার লেখা গ্রন্থ *De Monarchia* একটি Ghilbelline প্রচার পুস্তিকা যা গির্জা সমর্থক Guelfs-কে আক্রমণ করেছিল। অন্যান্য মধ্যযুগীয় লেখকের মতো দান্তে বিশ্বাস করতেন যে মানুষ সার্বজনীন নিয়ন্ত্রণে অবশ্যই বাস করবে রাজকীয় বা ধর্মীয় এবং তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ-পার্থিব বিষয়ে প্রয়োজন। যদিও তার আদর্শবাদ ছিল ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ব সাম্রাজ্য তার যুক্তির চিন্তাধারা এবং সার্বজনীন দর্শন, ইতিহাস, বেসামরিক, সামরিক আইন, তত্ত্বগত বিষয়াদি এবং রহস্যাবৃত সাদৃশ্যসমূহ একত্রিত করা কার্যত ঐগুলো ছিল মধ্যযুগীয়। তিনি আধুনিক ধারণার চিহ্নসমূহ প্রতিফলিত করেন অর্থাৎ রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যক্তির জন্য এবং ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করবে।

তাঁর গ্রন্থের প্রথমভাগে দান্তে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, রাজতন্ত্রই একমাত্র সঠিক সরকার কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় দাবি হলো শান্তি ও একজন শাসকের অধীনেই শান্তি সম্ভব। তিনিই ঈশ্বরের মানবীয় প্রতিরূপ। নগর, জাতি এবং রাজ্যসমূহে একজন শাসক শাসন করবেন যিনি সবার জন্য এক এবং তার শাসন হবে শান্তির জন্য। যাহোক, দান্তের সম্রাট সার্বজনীন স্বৈরাচারী ছিল না বরং ছিল একপ্রকার আন্তর্জাতিক দূরদর্শী, যার কর্তব্য ছিল বিভিন্ন শাসক যারা নানা নগর ও দেশের প্রতিভূ তাদের সবার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ নিরসন এবং তাদের মধ্যে শান্তিরক্ষা করা। জাতীয় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যতদূর সম্ভব সংরক্ষণ করতে হবে এবং তা সার্বজনীন রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে হতে হবে। দান্তে বিশ্বাস করতেন একক রাজাকে ভীতি প্রদর্শনের কোনো কারণ নেই এবং নিজেকে সন্তুষ্ট রাখার আর কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই এবং ন্যায়ভাবে শাসন করা ছাড়া তার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। তার সম্রাট হলো প্লেটোর স্বর্গজাত রাজনীতিজ্ঞ যিনি গ্রীক নগর হতে ইউরোপ সাম্রাজ্যে বদলি হয়েছে।

দান্তে তার গ্রন্থ *De Monarchia*'র দ্বিতীয় অংশে লিখেছেন Psalmist, Aristotle, Ciccro, Vergil ও একুইনিস রোমান বিজয়সমূহকে প্রমাণ করেছেন যে, যুদ্ধদ্বারা এই বিচারসমূহের মধ্যে ঈশ্বরের রায় প্রতিফলিত হয়েছে যিশুকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় একজন রোমের কর্মকর্তা কর্তৃক এ শাস্তি বিধান করে রোমানদের বিশ্বব্যাপী ন্যায়পরায়ণ শাসনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে অন্যথায় প্রায়শ্চিত্ত অবৈধ শাস্তির ভিত্তিতে হতো। দান্তের যুক্তি হলো যে, রোমান সম্রাটদের অধীনেই একমাত্র যথার্থ শান্তি বিরাজমান ছিল। রোমান বিশ্বের একতা ধ্বংসর ফলে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।, অতএব সার্বজনীন কর্তৃত্বের পুনরুদ্ধার অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

দান্তের গ্রন্থের তৃতীয় অংশে বক্তব্য রাখা হয়েছে রাজকীয় ক্ষমতা কি প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের নিকট থেকে এসেছে অথবা তার প্রতিনিধি ভাইকার অথবা পোপের মাধ্যমে। তিনি সত্যিকার মধ্যযুগীয় চালচিত্রকে আক্রমণ করেন যেসব যুক্তির ওপর গির্জার প্রাধান্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং অধিকাংশ উক্তির মিথ্যা প্রমাণ কদাচিৎ যুক্তিসমূহ থেকে হাস্যকর। দান্তের মতে মানুষের প্রকৃতি দুই প্রকার। তারা দুটি নির্দেশক চায় সম্রাট ও পোপ থেকে। তারা উভয়েই ঈশ্বরের নিকট থেকে ক্ষমতা লাভ করে কিন্তু সম্রাট জাগতিক বিষয়ে সব কিছুর ঊর্ধ্বে এবং এটা অত্যন্ত পরিষ্কার পোপের রাজকীয় ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার কোনো অধিকার নেই।

মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যের মতবাদের পরিষ্কার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার অন্যদিকে দান্তের প্রধান আগ্রহ ছিল যে, যুগের প্রয়োজনে শান্তি অত্যাবশ্যক, এটাই প্রমাণ করা। ক্ষুদ্র রাজকুমারসমূহের ঝগড়া এবং ইতালির নগরসমূহের সংঘাত অসহনীয় হয়ে ওঠে। বাণিজ্যের প্রসারের জন্যও নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল। অতএব রাজনৈতিক সাহিত্যে শান্তির যুক্তিকতার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। এ ধারণা পরবর্তী সময়ে Marsilius-এর লেখায় জুরিস্ট আইনজ্ঞদের উৎসাহিত করে যাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কিত নিয়মবিধি Grotius কর্তৃক চূড়ান্তভাবে পরিশোধিত হয়।

মার্সিলিয়াস এবং ওকামের উইলিয়াম

মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা Marsilius-এর লেখায় বিধৃত হয়। তিনি পাদুয়ার লোক (১২৭০–১৩৪০)। Marsilius ঔষধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তিনি

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করেন। সেখানে Ockam-এর উইলিয়াম বিখ্যাত ইঙ্গ-ফরাসি ও স্বাভাবিকবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন এবং তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। সন্দেহাতীতভাবে তারা একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন, উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ধ্যান-ধারণার বাইরে চলে যান। উভয়কেই গির্জার সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত করা হয়— এবং তারা ফ্রানসিস বেকনসের দলভুক্ত হন এবং তারা শিক্ষিত কিন্তু দুর্বল জার্মান সম্রাট ব্যাভেরিয়ার Leurs-এর সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। Marsilius ও Ockam রাজকীয় ধারণায় আকৃষ্ট হন নি কিন্তু উভয়ই রাষ্ট্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে নিজের পরিমণ্ডলে থাকবে এবং এর অবস্থান হবে গির্জার ঊর্ধ্বে। Marsilius -এর বাস্তবিক পক্ষে প্রস্তাব রাখেন যে পৃথক ভাষাভাষী জনগণ পৃথক রাষ্ট্র গঠন করবে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ প্রকৃতির জ্ঞানবান অবদান। তিনি অভ্যন্তরীণ শান্তি কামনা করেন।

Marsilius-এর প্রথম গ্রন্থে রাষ্ট্রের নীতির আলোচনা ছিল এবং দ্বিতীয়টিতে ছিল গির্জার উৎসব পোপের অধীনে গির্জার উন্নয়ন, গির্জা পদ্ধতি সংগঠনের কথা এবং বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক গির্জার তৃতীয়টি ছিল মন্তব্যসমূহের সংক্ষিপ্ত সার। শর্তসমূহ সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করা হয় এবং এরিসটোটলের সূত্র ঘন-ঘন ব্যবহৃত হয়।

রাষ্ট্রকে জীবিত কোষ হিসেবে দেখা হয় এবং মানুষের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান এবং ব্যক্তির যোগ্যতা অর্জন ও উন্নয়নের স্বাধীনতাদান, যা রাষ্ট্রের সাধারণ কল্যাণ বহন করবে। বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষা পাওয়ার ও স্বাধীনতার অধিকার রাষ্ট্রের আছে এবং এটাই ছিল Marsilius-এর চিন্তার মূল নীতি। মার্সিলিয়াস সরকারের সঙ্গে জনপ্রিয় ভিত্তি এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে গির্জার অবস্থান বিষয়ে দূরদর্শী নীতির প্রবর্তন করেন। গ্রীক গণতন্ত্রের তত্ত্বসমূহ ও রোমের জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রভাবের ফলে তার কথার জনপ্রিয় লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন এবং রাষ্ট্রের সারমর্ম হচ্ছে আইন প্রণয়ন, সকল নাগরিকের মধ্যে আইনের উৎস বিদ্যমান এবং সরকারি শাসন জনগণের হাতে থাকবে এবং ঐ সরকারকে জনগণই নির্বাচন করবে এবং শাসকগণ জনগণের নিকট জবাবদিহি করবে। তিনি শিক্ষা দেন যে জনগণের শাসককে শাস্তি প্রদানের অধিকার থাকবে যদি তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে আইন ভঙ্গ করে এবং জনগণ তাকে প্রয়োজনবোধে উৎখাত করতে পারবে। তিনি রাষ্ট্রে ও সার্বভৌমত্বের সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করেন, যা তিনি জনগণের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেন এবং সরকারের গঠন হবে আইন প্রয়োগের জন্য। এ উদ্দেশ্যে তার সিদ্ধান্ত হলো নির্বাচিত রাজাই শ্রেষ্ঠ। রাজার কর্তব্য হলো আইনের ব্যাখ্যা প্রদান এবং এর প্রয়োগ এবং এটা করতে গিয়ে রাজকীয় ক্ষমতা সীমা লঙ্ঘন করতে পারবে না।

Marsilius বিশ্বাস করতেন যে গির্জা গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত হবে চূড়ান্ত ক্ষমতা সাধারণ গির্জা পরিষদের থাকবে, যাতে জাগতিক ও ধর্মীয় প্রতিনিধি থাকবে এবং উক্ত সংগঠনের পোপকে উৎখাত করার ক্ষমতা থাকবে। গির্জার কার্যাবলি কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং গির্জা পরিষদ ভেঙে দেয়া এবং আধ্যাত্মিক শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে থাকবে। ধর্মযাজকগণ রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে অন্যসব নাগরিকের মতোই ব্যবহার লাভ করবে এবং রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে তাদের ধর্মীয় চরিত্রের জন্য তারা রাজনৈতিক আনুগত্য থেকে রেহাই পাবে না। Marsilius-এর পোপকে অন্য বিশপদের মতোই সমতার ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন; কিন্তু কোনো কোনো

ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদার প্রাধান্য থাকবে এবং গির্জার প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের একটি দীনতম মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

দান্তের মতো Marsilius রাষ্ট্রের সংঘাত ও বেআইনি কার্যকলাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য সম্রাটকে সমর্থন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মযাজকদের অব্যাহতি ও প্রাধান্যের দাবি ছিল উত্তম সরকার ও শান্তি স্থাপনের পক্ষে বাধাস্বরূপ। তিনি ধনসম্পদের দুর্নীতির প্রভাবকে আক্রমণ করেন এবং Fraciscan Friars-এক দরিদ্রতার মতবাদকে তুলে ধরেন। মধ্যযুগীয় এসব সংস্পর্শের বাইরে Marsilius এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ, আধুনিক। রাজনৈতিক ও গির্জা সংগঠনের মতবাদের ক্ষেত্রে তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর ধারণার অবতারণা করেন কিন্তু স্বাধীনভাবে ঐসব গৃহীত হয় নি ষোড়শ শতাব্দীর প্রটেস্টাটান্ট সংস্কার ও সপ্তদশ এবং অষ্টদশ শতাব্দীর বিদ্রোহ পর্যন্ত। সংস্কারের বিশেষত্ব ও বিশ্বাসিগণের ধর্মমত উভয়ই ছিল গির্জার যাজকদের জন্য এবং পরবর্তী রাজনৈতিক বিদ্রোহ স্বীকৃতি দিয়েছে যে, রাষ্ট্রে জনগণই ক্ষমতার উৎস একথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।

Ockam-এর উইলিয়াম (১২৮০-১৩৪০) যদিও Marsilius-এর রাজনৈতিক ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, প্রাথমিকভাবে তাত্ত্বিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পার্থিব এবং গির্জার ক্ষমতার ওপর আলোচনা করেন এবং তার এ আলোচনা ছিল প্রশ্ন ও সংলাপের মাধ্যম, যাতে উভয়পক্ষের বিতর্ক বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হতো। এটা তাকে প্রশ্ন উত্থাপন ও পরামর্শ দিতে সাহায্য করে কোনো প্রকার উত্তর প্রস্তুত না করে এবং এতে তার তাত্ত্বিক ধারণা পেতে আধুনিক পাঠকদের পক্ষে কঠিন বলে প্রতীয়মান হন। Ockam-এর লেখা ক্রমাগতভাবে পোপকে প্রতিহত করার সক্রিয় উদ্যোগ ছিল এঁটা Marsilius-এর চেয়েও ছিল সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলা এবং মধ্যযুগীয় চিন্তার পদ্ধতি। যেখানে Marsalius খ্রিষ্টান বিশ্বের জনগণের বিদ্যাবত্তা ও ন্যায়ের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন এবং খ্রিষ্টজগৎকে পার্থিব ও গির্জা বিষয়ের চূড়ান্ত ক্ষমতাধর মনে করতেন কিন্তু Ockam এ বিষয়ে এতটা বিশ্বাস ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন মানবীয় প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত এবং শেষ। তিনি প্রকৃতির আইনের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন, যা থেকে পোপ ও সম্রাট অব্যাহতি পাবেন না। সার্বজনীন সাম্রাজ্যর ধারণা তাকে বেশি প্রভাবিত করে নি এবং তিনি বলতেন কতিপয় পোপ ও কতিপয় সম্রাট থাকা বরং উত্তম। তার ইংল্যান্ডের জন্ম এবং ফ্রান্সের প্রশিক্ষণ তাকে সার্বজনীন সাম্রাজ্যের ধারণা দিয়েছিল এতে সন্দেহ নেই। এটা ইতালির Marsilius-এর অপেক্ষা স্বল্প খাঁটি ও অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মনে হয়।

সম্রাটের ক্ষমতায় সীমাবদ্ধতা স্থাপনের মাধ্যমে Ockam-এর মতে সর্বজাতির সাধারণ আইন অবশ্যই সম্রাট মেনে চলবেন এবং এ বিষয়ে তিনি তার ধারণা প্রদান করেছেন যা পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়নে দেখা যায়। Marsilius ও Ockam উভয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্রের বিষয়টি অগ্রাহ্য করেন এবং তারা একে দেখেছেন ন্যায়বিচার ও ব্যবহারের মাধ্যমে সীমিতরূপে। রাজনৈতিক সংগঠনের বেলায় Marsilius গ্রীকের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে জনগণ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। গির্জার পরিষদের পরিকল্পনাব একটি রূপরেখা প্রণয়নে তিনি একটি প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির কথা বলেন, যাতে প্রত্যেক প্রদেশ বাসিন্দার সংখ্যা ও মান অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করবে। Ockam একটি বিস্তারিত গির্জা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। উক্ত পরিষদ ছিল প্রতিনিধিবদ্ধ জীবন। এক শতাব্দীব্যাপী Marsilius-এর ও Ockam-এর ধারণাসমূহ কর্তৃপক্ষের

অবস্থান বিষয়ে এবং প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতির ব্যাপারে গির্জা জগতে উত্তপ্ত বির্তকের বিষয় ছিল। এগুলো বেসামরিক ও কানুন আইনরূপে জুরিগণ বিধিবদ্ধ করেন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে উদার মতবাদের উন্নতি সাধিত হয়। বিখ্যাত ফরাসি কবিতা *Roman de la Rose* প্রকৃতির রাষ্ট্রের ধারণা দান করে যেখানে মানুষ সমতার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে বাস করতে পারতো সম্পদহীন ও নির্ভীকভাবে। ষষ্ঠ চার্লসের রাজত্বকালে রাজার প্রতিনিধি জনগণকে বলে দেন রাজা জনগণের সম্মতি পেয়ে শাসন করেন এবং রাজার জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের মধ্যে প্রজাদের শ্রমের ঘাম রয়েছে। Marsilius ও Ockam-এর ধারণাকে জোরের সাথে প্রচার করা হয়, ফ্রান্সে রাজকীয় উদ্দেশ্যের বদলে ওকামের ডায়লগের আদর্শ গ্রহণ করে, যা *Songe du Verger* নামে পরিচিত গ্রন্থে রয়েছে। জনগণের সার্বভৌমিকতা গ্রীক ও রোমানদের সময়ে হস্তান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টান মতবাদের দ্বারা শক্তিশালী হয় এবং কখনও হারিয়ে যায় নি। একচ্ছত্র প্রাকৃতিক আইনের অধীনে স্বাধীনতা ও সাম্যবাদের মতবাদ জীবন্ত ছিল। রাজা জনগণের নিকট থেকে ক্ষমতা লাভ করেছে এ বিশ্বাস ধর্মযাজকগণ প্রায়ই সমর্থন করতেন। যেহেতু রাজতন্ত্রের মতবাদ জনগণের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সীমিত ছিল। অতএব রাজতন্ত্রের অন্য একটি (সীমিত মতবাদ) গির্জার সমর্থন লাভ করে। গির্জার পুরোহিততন্ত্রের উন্নতি ও সামন্তবাদের প্রতিষ্ঠা চিন্তার স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে এবং সমাজকে কঠোরভাবে শ্রেণীবিভক্ত করে। প্রথা এবং ঐতিহ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে দমন করে এবং মানুষ একটি নির্ধারিত পদ মর্যাদার অধিকারী হয় যতদিন পর্যন্ত রেঁনেসা (পুনর্জাগরণ) ও সংস্কার মানুষকে আত্মসচেতন করেনি ততদিন তারা মুক্তি লাভ করতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি :

Allen. J.W., *Marsilio of Padua and Medieval Secularism.*
Chesterton, G.K., St. *Thomas Acquinas.*
Cosmo, Umberto, *Handbook of Dante Studies.*
Dunning, WA, *Political Theories, Ancient and Medieval.*
Carlyle. A.J.& R.W., *A History of Medievaal Political Theory in the West.*

নবম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের অবসান

মধ্যযুগের সাধারণ প্রবণতা

মধ্যযুগের একশ' পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা বাস্তব প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের নীতিসমূহের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে, রাজনৈতিক দার্শনিকের লেখায় যা পাওয়া যাবে না। এ সময় ছিল পরিবর্তনের। মধ্যযুগের বিষয়সমূহ অগুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ও বুদ্ধিগত পদ্ধতিতে নতুন ভাবধারার উদয় হয়। একটি সমালোচক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ ধ্বংস করে মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যের মতবাদ ও কল্পকাহিনীসমূহকে শতাব্দীব্যাপী রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহ ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হয়ে পুনরায় রাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্পর্কিত ঘটনাবলির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে।

এ সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ছিল সামন্তবাদের পতন এবং জাতীয় রাজতন্ত্রের উত্থান, বাণিজ্য ও নগরের উন্নয়ন, পোপতন্ত্রের পতন এবং গির্জা পরিষদের আবির্ভাব। বিশ্ব ঐক্যের মধ্যযুগীয় আদর্শবাদ ও গির্জারাষ্ট্রগঠিন আর সম্ভব ছিল না। সামন্ত প্রভু ও ধর্মযাজকদের বাজনৈতিক গুরুত্ব কমে আসছিল, রাজা ও সাধারণ মানুষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, জাতীয় রাষ্ট্রসমূহে পরবর্তী রাজকীয় ও জনগণের ক্ষমতার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির পথ রচিত হচ্ছিল। যুদ্ধে আন্তর্জাতিক শত্রুতা, বাণিজ্য ও তাদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কেও বিরোধ-বিবাদের সৃষ্টি হচ্ছিল।

নতুন জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ সংগঠন বিস্তৃত ও রকমারিপূর্ণ ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা আশাতীত বর্ধিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাদের অধিকাংশ ক্ষমতা ধ্বংস হয়। শত বছরের যুদ্ধ, গোলাপের যুদ্ধ, গোলাবারুদের ব্যবহার এবং জাতীয়করন নীতি এবং সামন্ত প্রভুদের অর্থেরাজ প্রহরায় নিয়োজিত স্থায়ী সেনাদল রাজকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্সে ও স্পেনে।

ইংল্যান্ডে সামন্তবাদের প্রভাব কখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং ধীরে ধীরে মুছে যায়। সুবিধাবাদী শ্রেণী সাধারণ মানুষের সাথে মিশে রাজার বিরুদ্ধে যায়, রাজকীয় ক্ষমতা খর্ব করে এবং জনগণের জন্য স্বাধীনতা সম্প্রসারিত করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জনগণের স্বাধীনতা ম্যাগনা কার্টায় (Magna Carta) নিশ্চিত করে এবং একটি প্রতিনিধিত্বশীল আইন পরিষদ রাজার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। পশ্চিম ইউরোপের কতকগুলো সামন্ত রাষ্ট্রে কর মঞ্জুর ও আইন পরিষদের প্রতিনিধিত্ব তিনটি স্টেটে ছিল ধর্মযাজক মণ্ডলী, সামন্ত ভূস্বামী ও নগরবাসী। এ সময় সামন্ত প্রভুদের সামন্ত আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যযুগীয় এসব রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্র এবং পরবর্তী সময় বৃহৎ রাষ্ট্রে মিশে যায় এবং উক্ত পদ্ধতিতে মধ্যযুগের প্রতিনিধিত্ব পরিষদ অন্তর্হিত হয়। ইংল্যান্ডে মধ্যযুগীয় আইন পরিষদ আধুনিক সময় পর্যন্ত অস্তিত্ব বহাল রাখে। মধ্যযুগ থেকে বেরিয়ে আসা ইংল্যান্ড ছিল একটি বৃহৎ রাষ্ট্র, যেখানে ছিল ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আইন।

ফ্রান্সে যেখানে সামন্ত প্রভুরা, বিশেষ করে ক্ষমতাশালী ছিল রাজা একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকার গঠন করেন। তাকে এ কাজে সাহায্য করেছিল নগর ও জনগণ। রোমান আইনের পুনর্জাগরণ এবং Justinian-এর মতবাদ 'রাজার ইচ্ছার মধ্যে আইনের শক্তি রয়েছে' ফ্রান্স রাজাদের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র স্থাপনে সাহায্য করেছিল। ফ্রান্স নোবেলগণ যখন তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাচ্ছিল ফরাসি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত তারা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধা অক্ষুণ্ন রেখেছিল। স্পেনের রাজ্যসমূহ মুসলমান আক্রমণকারী ও তাদের নিজেদের মধ্যে এক শতাব্দী যুদ্ধ করে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চূড়ান্তভাবে মুরদের তাড়িয়ে দেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারসহ একটি যুক্ত রাজ্য স্থাপন করে—এবং এতে ছিল শক্তিশালী রাজকীয় ক্ষমতা। ইতালি ও জার্মানিকে আরও দূরে তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং প্রত্যেকটিতে জাতীয় সত্তার জাগরণের ফলে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ইতালি বা জার্মানি মারাত্মক জাতীয় শক্তিশালী সরকার স্থাপনে সক্ষম হয় নি। পোপতন্ত্র, জার্মান নোবেলগণ, ইতালি ও জার্মানির মুক্ত নগরসমূহ মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তাদের শক্তিশালী প্রতিবেশী ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে।

বর্বরদের অভিযানে বাণিজ্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়, তবে মধ্যযুগে তা একেবারে ধ্বংস হয় নি এবং ক্রুসেডের ফলে পুনরায় উজ্জীবিত হয়। জলপথে যোগাযোগের উন্নয়ন হয়, বিস্তৃত এলাকায় নতুন জনপদের সাথে সংযোগ সাধিত হয় এবং পণ্যের নতুন দ্রব্যাদির বাণিজ্য প্রচলিত হয়। পূর্বাঞ্চল থেকে মসল্লা, সুগন্ধি দ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী, মূল্যবান পাথর ও দাম কাপড় আসে। এগুলো পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম সাম্রাজের মাধ্যমে ভারত থেকে সংগ্রহ করা হয়। যেহেতু ইউরোপ পূর্বাঞ্চলের চাহিদামতো কিছু দিতে পারে নি। অতএব বিপুল পরিমাণের মূল্যবান পাথর মূল্য হিসেবে রপ্তানি করতে হয়। উত্তর দিক থেকে খাদ্য সরবরাহ করা হতো যথা শস্য ও মাছ এবং কাঁচামাল যথা পশম, চামড়া, মোম, কাঠ, ভেড়ার লোম ও টিন। বাণিজ্য নগরে কেন্দ্রীভূত ছিল যার বিস্তার ছিল বাল্টিক ও উত্তর সমুদ্র সীমা পর্যন্ত এবং চূড়ান্তভাবে Hanseatic লীগের জার্মান বাণিজ্য প্রধান শহরের সংঘ বাণিজ্যিক সংগঠন গড়ে ওঠে।

মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তির মতো প্রতীচ্য ও উত্তর ইউরোপে পণ্য রপ্তানি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ইতালির নগরসমূহে বিশেষ করে ভেনিস ও জেনেয়ার শিল্পনগরী হয়ে ওঠে। এসব পূর্বদেশের সাথে পৃথক রাস্তা সংরক্ষণ করে এবং উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে জলপথ ও স্থলপথে যোগাযোগ স্থাপন করে। পঞ্চম শতাব্দীতে বাণিজ্য বহু বিভক্ত হয়ও আন্তর্জাতিক বিনিময় পদ্ধতিতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। লোকেরা জাতীয় সম্পদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য সরবরাহ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে এবং বিদেশী প্রতিযোগিতায় সরকারি হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় মনে করে। এসব তত্ত্বের ওপর বাণিজ্যিক পদ্ধতি স্থাপিত হবে। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। মধ্যযুগের অবসানকালে ভারতে নতুন পথ আবিষ্কারের সন্ধান এবং পশ্চিম ইউরোপের নতুন রাষ্ট্রসমূহের পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্যে অংশগ্রহণের জন্য উচ্চাশায় আমেরিকা আবিষ্কৃত হয় এবং ষোড়শ শতকে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক কার্যকলাপের পথ প্রস্তুত করে। বিশ্বক্ষমতার কেন্দ্র ভূমধ্যসাগর থেকে আটলান্টিকে স্থানান্তরিত হয়।

শিল্পের উন্নতির সাথে পুরনো নগরসমূহ কর্মমুখর হয়ে ওঠে এবং নতুন শহরের পত্তন হয়। কৃষি গ্রামসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আগ্রহের ফলে এসব নগর সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বৈরী হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে স্থানীয় স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের স্পৃহা জাগ্রত হয়। ইতালি ও জার্মানিতে যেখানে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দুর্বল ছিল তারা স্বাধীন নগর রাষ্ট্রে পরিণত

হয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেনে যেখানে জাতীয় ঐক্য অর্জিত হয় তারা সামন্ত নোবেলদের উৎখাতের জন্য রাজাগণকে সাহায্য করে এবং অবশেষে রাজকীয় ক্ষমতার অধীনস্থ হয়। অর্থের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ও ধনবান বণিক শ্রেণীর উত্থানের ফলে ভূমি কেবল সম্পদের উৎসরূপে রইলো না এবং ভূস্বামীদের ও রাষ্ট্রের গির্জার ক্ষমতার ওপর মারাত্মক আঘাত হানে। মূলধনের সঞ্চয় ও শিল্পের বিস্তার শান্তি, নিরাপত্তা ও আইনের সমতার দাবি উত্থাপিত করে, যা কেবল রাজকীয় ক্ষমতাই দিতে পারে জাতীয় কর ব্যবস্থার সম্ভাবনা ছাড়াও যা কেন্দ্রীয়সরকারকে সামন্ত সামরিক বাহিনীর নির্ভরশীলতা থেকে স্বস্তিদান করে।

শিল্প ও নগরের অগ্রগতি তৃতীয় ভূসম্পত্তির প্রভাব বৃদ্ধি করে। সম্পদ নতুন শ্রেণীকে ক্ষমতাদান করে অর্থাৎ বণিক ও রাজকুমারদের। তাছাড়া নগরের লোকগণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে জ্ঞানবুদ্ধির প্রশিক্ষণ লাভ করে, যা পূর্বে গির্জার একচেটিয়া অধিকারে ছিল। ধন সম্পদ ও জ্ঞানের অধিকারী হয়ে নাগরিকগণ নোবেলদের ও গির্জা কর্তৃপক্ষদের তাদের ব্যবস্থাপনার কাজে অংশগ্রহণের স্বীকৃতিদানের জন্য বল প্রয়োগ করে। যেহেতু নগরের প্রভাব পার্শ্ববর্তী দেশে আপনাআপনি শুরু হয় এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন কার্যকরী হতে থাকে। এতে দেশের কৃষি শ্রমিকগণও উপকৃত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে দাসত্ব মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। ভূমির খাজনা ব্যবস্থা সংশোধিত হয় অনির্দিষ্ট ব্যক্তিগত চাকরিসমূহ নির্দিষ্ট ও সীমিত চাকরিতে পরিবর্তিত হয় এবং টাকা প্রদান, খাজনা ও মজুরি প্রদান পূর্বেকার সামন্ত ব্যবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়। ফ্রান্সে, ইংল্যান্ড ও বোহেমিয়ার কৃষক বিদ্রোহ, জীবনের মান উন্নয়নের দাবি করে এবং তার সাথে অধিকতর মানবীয় সাম্যবাদের দাবি রাখে।

যেসব পরিবর্তন রাজনৈতিক দর্শনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করে সেগুলো হচ্ছে Avignon এ পোপের দীর্ঘ অবস্থান প্রতিদ্বন্দ্বী পোপের নির্বাচন আনে এবং এতে যে ধর্মীয় মতবিরোধের সূচনা হয় তাতে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়সমূহ ছিল। ফ্রান্স ও স্পেনের রাজ্যসমূহ স্কটল্যান্ড, ফ্লেনডার্স এবং কিছু কিছু জার্মান ও ইতালির দেশসমূহ পোপকে সমর্থন করে। ইতালি ও জার্মানির বৃহদংশ, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, স্কান্ডিনেভিয়া, পর্তুগাল এবং ইংল্যান্ড ইতালির পোপকে সমর্থন করে। এসব রাষ্ট্রের সমর্থন লাভের জন্য বিদ্রোহী পোপগণ তাদের সুযোগ-সুবিধা দান করে কিন্তু সার্বজনীন ইউরাপের প্রধান হিসেবে পোপের পূর্বেকার পদমর্যাদার অবসান হয়। এছাড়া এভিগননের (Avignon) অমিতব্যয় এবং পোপের দুটি আদালতের ব্যয়, পোপ সংক্রান্ত করের বোঝা বৃদ্ধি করে এবং অর্থ উত্তোলনের নতুন পন্থা আবিষ্কার করে, যার ফলে বিরোধীরা ক্ষেপে যায় এবং নিষিদ্ধ আইন কোনো কোনো রাষ্ট্রে জারি হয় এবং সবশেষে প্রটেস্টান্টদের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

পোপের নীতির জন্য গির্জায় মহা-অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। জনগণের ধর্মীয় জীবন বিপর্যস্ত হয় এবং লেখকগণ বিশেষ করে প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মীয় পার্থক্য নিরসনের জন্য প্রস্তাব করে এবং গির্জার সংস্কারেরও সুপারিশ করে। সাধারণ গির্জা পরিষদ আহ্বানের ধারণা প্রথমে বিচ্ছিন্ন অস্ত্ররূপে পোপের সঙ্গে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যবহৃত হয়, যার ফলে সারা ইউরোপে শক্তিশালী দাবি উত্থাপিত হয় যা উপেক্ষা করা যায় নি। বিভিন্ন গির্জা পরিষদ একত্রিত হয়েছিল এবং ৫০ বছরব্যাপী তীব্র দ্বন্দ্ব সংগঠিত হয় যারা রাজকীয় সংগঠন পোপের অধীনে সমর্থন করে এবং যারা গির্জা পরিষদের অধীনে প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন পদ্ধতি সমর্থন করে। যদিও ধর্মযাজকের দল অবশেষে জয়ী হয়, কেন্দ্রে পোপের সম্মান ও ক্ষমতার মারাত্মক হানি ঘটে এবং ইউরোপে বিষয়াদিতে তার প্রভাব অত্যন্ত হ্রাস পায়। তখন থেকে পোপগণ ইতালির ব্যাপারে মনোযোগ দেন, কেউ কেউ স্থানীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে

যেহেতু পোপ ক্ষুদ্র ইতালি রাষ্ট্রের পার্থিব সার্বভৌম রূপে অবস্থান করেন এবং অন্যরা রেনেসাঁর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করে। তারা গির্জার সংস্কারে আর মনোযোগ দেয় নি, যে পর্যন্ত না প্রোটেস্টান্ট বিদ্রোহ তাদের মনোযোগ আকর্ষণে বাধ্য করে।

উইক্লিফ ও হাস্

মধ্যযুগের শেষভাগের রাজনৈতিক প্রবণতা ইংল্যান্ড John Wyclif এবং বোহেমিয়ায় জন হাস (১৩৬৯-১৪১৫)-এর মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে। ১৩২০-১৩৮৪ জাতীয়, গির্জাবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন তাদের শিক্ষার ফলেই সংঘটিত হয়েছিল। যখন উইক্লিফ ও হাস উভয়েই প্রধানত ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন তারা নিঃসন্দেহভাবে Marsilius ও Ockam-এর জনগণের সার্বভৌমত্ব ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক উইক্লিফ একজন জনপ্রিয় ধর্মীয় সংস্কারক ছিলেন। তার রাজনৈতিক বিবৃতি সন্ন্যাসীদের যুক্তি খর্ব করার জন্য লিখিত হয়, সম্ভবত উইলিয়ম ওয়াডফোর্ড যিনি মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, পোপ ইংল্যান্ডের ওপর সামন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন এবং ইংল্যান্ডের রাজা তার সিংহাসনের উপাধি বাতিল করেন। কারণ তিনি গির্জার সালামি প্রদান বন্ধ করে দেন।

উইক্লিফের রাজনৈতিক ভাবধারায় প্রধান অবদান ছিল যে তার প্রভুত্বের মতবাদ যা সামন্তবাদের সংগঠনে একটি আদর্শগত রাজনৈতিক নমুনা ছিল। প্রভুত্ব এবং সেবা একটি শিকলের দু'প্রান্ত যা মানুষকে ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত করে। ঈশ্বরের প্রভুত্ব সবচাইতে উর্ধ্বে এবং মানুষের ওপর প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অধীনস্থ প্রজাদের দ্বারা নয়। উক্ত মতবাদ ধর্মযাজক এবং সাধারণ মানুষের পার্থক্যকে আঘাত করে এবং প্রত্যেক মানুষকে ঈশ্বরের চোখে সমতুল্য হিসেবে তুলে ধরে।

বেসামরিক প্রভুত্ব মানবীয় উৎস থেকে এসেছে এবং তা পাপের জন্য প্রয়োজন। একজন পুণ্যবান ন্যায়পরায়ণ লোক সববস্তুর প্রভু, পাপীরা কোনো কিছুর মালিক নয়। কেবল বিশ্বাসিগণ প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেন এবং সম্পদের মালিক হতে পারেন। উইক্লিফের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যেক খ্রিষ্টান ব্যক্তি আদর্শগতভাবে সব জিনিসের অধিকারী, এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবধারার বাস্তব প্রয়োগের ইচ্ছা সম্ভবত তার ছিল না। তার কৃষক অনুসারিগণ উৎসাহের সাথে উক্ত ধারণা গ্রহণ করে এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শ, আংশিক ধর্মীয়, আংশিক অর্থনৈতিক যা ষোড়শ শতাব্দী ইউরোপের বিভিন্ন অংশে দেখা যায়।

মধ্যযুগীয় ভাবধারায় উইক্লিফ ক্ষমতার সাথে সম্পদের অধিকারকে যুক্ত করেন এবং স্বর্গীয় প্রভুত্ব ও বেসামরিক প্রভুত্বের সম্পর্কে সামন্ত প্রভু থেকে প্রজা পর্যন্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যা হোক প্রত্যেক কর্তৃত্ব নিজ ক্ষেত্রে প্রধান এবং অন্যের সাথে প্রতিযোগিতার অবকাশ ছিল না। উইক্লিফের গির্জার আধ্যাত্মিক ভাব-ধারার প্রতি ভক্তি তাকে এই অনুভূতি দেয় যে, বহির্বিশ্বের বিষয়াদির ওপর তার অংশগ্রহণ না করাই উচিত। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে, গির্জা দেশের সীমানা ও অর্থনৈতিক বিষয়ে জড়িত হলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত এবং এর নিজস্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। উক্ত মতবাদের বাস্তব প্রভাব যা ইংল্যান্ডে এবং অন্যত্র প্রয়োগ করা হয়েছে যা পোপের সাথে রাজাদের বিরোধ বা প্রতিযোগিতায় সহায়ক হয়েছে।

উইক্লিফের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক ও মানবীয় প্রভুত্বের মতবাদ তাকে পোপের প্রাধান্যের মতবাদের প্রশ্নের সম্মুখীন করে। তার মতে রাষ্ট্র ও গির্জা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর কর্তৃক ক্ষমতা লাভ করেছে এবং পোপ ও গির্জার রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার নেই। তিনি

পরবর্তী প্রটেস্টান্টদের বাইবেলকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ব্যবহারের হাতিয়াররূপে চিহ্নিত করেছেন এবং মধ্যযুগীয় গির্জার মতবাদ আক্রমণে ধর্মীয় শাস্ত্রের কোনো অনুমোদন পাওয়া যায় নি। উইক্লিফের তত্ত্ব সাধারণত অবিংসম্বাদিতরূপে জাতিগত ছিল। ফরাসি রাজার পোপের দ্বারা নিয়ন্ত্রণকে ইংরেজরা পছন্দ করতো। তিনি একটি জাতীয় রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেন যার অধীনস্থরূপে জাতীয় গির্জা থাকবে যা অষ্টম হেনরির পরবর্তী সময় স্থাপন করেন। রাষ্ট্রের মর্যাদার উন্নতি সাধনে এটা Bodin ও Hobbes-এর মতবাদের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছে।

সরকারের গঠন সম্পর্কে আলোচনায় উইক্লিফ বলেছেন একটি আভিজাত্য সরকার গঠিত হয়েছে প্লেটোর দার্শনিকগণের ও পুরাতন টেস্টামেন্টের বিচারকগণ দ্বারা—এটাই হলো সর্বোকৃষ্ট তত্ত্ব যা বেসামরিক অধ্যাদেশের সাথে যুক্ত নয়। তার মতে ধর্মযাজকদের শাসন সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরনের। মানুষের পাপ-পুণ্য প্রকৃতির জন্য রাজতন্ত্র সবচেয়ে হিতকর সরকার, কারণ অপরাধ দমনে এটা অত্যন্ত শক্তিশালী। উইক্লিফ উত্তরাধিকারসূত্রের নীতির ও নির্বাচনের সপক্ষে ও বিপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন এবং কোনো সিদ্ধান্তে নির্দিষ্টভাবে পৌঁছুতে পারেন নি। তার পাপপুণ্য মানুষের নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য জনগণের ভোট প্রদান সম্পর্কে তার নিম্নমানের ধারণা ছিল।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সরকারি সম্পদের সমস্যা পুরাতন কৃষি ক্ষেত্র থেকে নতুন চারণভূমি, গণতান্ত্রিক সংস্থাসমূহ থেকে অভিজাত বণিক সংস্থাসমূহের অভ্যুদয়ের পরিবর্তনকাল ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ইংল্যান্ডে উইক্লিফ এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সমাজের একত্রীকরণ দাবি করে তার মতে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী পার্থিব রাজতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট সংগঠন। তিনি ক্ষমতার একত্রীকরণকে জনগণের আগ্রহে একত্রীকরণের ভিত্তিতে স্থাপিত বলে মনে করেন, যা অর্জন করতে হবে সম্পত্তির লিখিত মালিকানা উচ্ছেদ করে এবং ব্যক্তির ঈশ্বরের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করে। তিনি John Ball এবং Jack Cade-এ ধারণা বাস্তবে পরিণত করতে চেষ্টা করেন কিন্তু এ কাজে ব্যর্থ হন।

উইক্লিফের মতবাদসমূহ প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান John Huss প্রবর্তন করেন যদিও Huss গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু যুক্ত করতে পারেন নি। তিনি জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী একজন প্রচারক ছিলেন। তিনি গির্জায় ও পোপের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াকে বহন করে নিয়ে যান এবং পোপের ও গির্জার দাবিদাওয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি গুরুত্ব সহকারে বলেন, গির্জার সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই এবং জাগতিক শাসকগণ গির্জার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার অধিকার সংরক্ষণ করেন যদি তা নিন্দনীয় হয়। উইক্লিফের মতো তিনি বলতেন বিশ্বাসীদের সমস্ত শরীর সত্যিকার গির্জা গঠন করে, পোপ এবং গির্জার ধর্মযাজকগণ অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং ঈশ্বর কর্তৃকও প্রদত্ত নয়। উইক্লিফের এবং হাসের ধর্মীয় শিক্ষা গির্জার অভ্যন্তরে সংস্কারের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তাদের অর্থনৈতিকও রাজনৈতিক ধারণায় জনগণের উত্থান ঘটে। উক্ত আন্দোলন ইংল্যান্ডে অস্তমিত হয় এবং উইক্লিফের অনুসারিগণ স্পষ্টত বিতাড়িত হয়। মহাদেশে আংশিক রাজনৈতিক কারণে একটি মীমাংসা সংঘটিত হয়। হাসের অনুসারীদের গির্জা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুযোগ দান করে। উইক্লিফ ও হাসের প্রচেষ্টায় আদি খ্রিষ্টধর্মে প্রত্যাবর্তন, ধর্মশাস্ত্রকে কর্তৃত্বের একটি উৎস মনে করা এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাইবেল পাঠের অনুমতি দেয়া এবং তার নিজ মন্তব্যে পৌঁছতে উপদেশ দেয়া তাদের মানসিকতার সাক্ষ্যদান করে, যার ফলে প্রটেস্টান্টদের সংস্কার ঘটে। তাদের রাজনৈতিক ধারণা যদিও আকারে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল—ভাবধারার দিক থেকে আধুনিক ছিল। তারা গির্জার অধিকারকে বঞ্চিত করার জন্য রাজার স্বর্গীয় অধিকারের ওপর জোর

দেয়। তারা গির্জার রাজনৈতিক দাবির বিরোধিতা করে এবং ব্যক্তির মর্যাদার স্বীকৃতি দান করে কারণ তারা সমাজের সদস্য। তাদের ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের মতবাদ এবং মানুষের ক্ষমতা গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে যায় এবং যুগের অর্থনৈতিক প্রবণতার সাথে যুক্ত হয় যায় চূড়ান্ত ফলাফল যা পঞ্চম শতাব্দীতে দেখা যায় নি।

শান্তিসংস্থাপক আন্দোলন

শান্তি স্থাপনের বিতর্কের যুগে গির্জাকে মানব সমাজরূপে দেখা হতো মানবসমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতোই। যে সব পরিষদের প্রতিনিধিদের দ্বারাও একটি প্রতিনিধিত্বশীল গির্জা পরিষদ দ্বারা পোপের ক্ষমতা হস্তান্তরের চেষ্টা করা হয় এবং সাধারণ নীতিসমূহ তৈরি করা হয় যা সমভাবে প্রতিনিধিত্বশীল আইন পরিষদ দ্বারা রাজার ক্ষমতাকে হস্তান্তর করবে। কাউন্সিল অব কনস্টান্সের (১৪১৪-১৪১৭) আদেশ পোপের প্রাধান্যের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে যাকে অত্যন্ত বিদ্রোহপূর্ণ দলিল বলে জগতের ইতিহাসে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটা মধ্যযুগীয় প্রচেষ্টার চূড়ান্তে পৌঁছে যা জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ দ্বারা রোমান কর্তৃত্বের আদর্শকে একটি একক, ঐশ্বরিকভাবে প্রদত্ত প্রধানের নিকট ন্যস্ত করতে হবে। এটা রাষ্ট্রে স্বৈরতন্ত্র এবং সাংবিধানিক নীতির মধ্যে বিরোধের সম্পর্কে পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছিল। মহান ধর্মীয় সংস্থার সুযোগ গ্রহণ করে উদার নীতির গির্জার ধর্মযাজকগণ ইউরোপের উদীয়মান রাষ্ট্রসমূহ ও Marsilius ও Ockam-এর মতবাদ ধার করে গির্জার সীমিত রাজতন্ত্রের ভাবধারা ও গীর্জার প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই প্রতিষ্ঠানে Constance পরিষদ উদীয়মান জাতীয় ভাবধারার প্রতিনিধিত্ব করে এবং একটি সুযোগ সৃষ্টি করে যে ধর্মযাজকদের ভোট জাতি প্রদান করবে। শান্তি সংস্থাপন দলের নেতৃত্ব সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং রেঁনাসার নতুন পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটে পূর্বের প্রশ্নাতীত বিশ্বাসের কালানকানুনের সমালোচনার মনোভাবের জন্য। অনেকেই আপোস বা শান্তি স্থাপনের আন্দোলনকে সমর্থন করে কারণ এখানে গির্জার মতবিরোধকে উপশম করার একটি সৎ ইচ্ছা ছিল—যখন এটা সম্পন্ন হলো তাদের সব আগ্রহ চলে যায় এবং আন্দোলনের শিক্ষাগত প্রকৃতি একটি দুর্বলতার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। স্বার্থন্বেষী শক্তিশালী দল কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হয়ে যারা এদের আক্রমণ করেছিলও হাসের আন্দোলনের বিরোধিতা করে এটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং জনগণের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়। শান্তি সংস্থাপক আন্দোলনের ব্যর্থতা আধুনিক বিশ্বের সূচনা করে। যখন এটা গণতান্ত্রিক নীতিকে সংরক্ষণ করা অসম্ভব প্রমাণ করে এবং ভিতর থেকে গির্জাকে স্বীকৃতি দিতে ও সংস্কার করতে অসমর্থ হয় তখন এটা তখন রাজাদের স্বর্গীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করে Machiavelli- মতবাদে গ্রহণ করে পরবর্তীতে লুথার ও তার অনুসারিগণ স্বাধীন প্রোটেস্টান্ট খ্রিষ্ট জগতের বিরাট অংশ স্থাপন করে এবং ক্যাথলিক গির্জার পক্ষে পোপের একাধিপত্যের সমর্থকগণের প্রতিক্রিয়া ও Loyola-এর প্রচেষ্টা ও Jesuits-এর কর্মতৎপরতা অব্যাহত থাকে।

এ-যুগের প্রধান লেখক ছিলেন জন গ্যারসন (১৩৬৩-১৪২৫), যিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন, আরও ছিলেন Cues-এর কার্ডিনাল নিকোলাস (১৪০১-১৪৬৪) এবং Aeneas Sylvius (১৪০৫-১৪৬৪) পরবর্তীকালে পোপ পিয়াস II. Gerson গীর্জায় সীমিত রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক উপাদানের মিশ্রণ গির্জা ও রাষ্ট্রের জন্য সর্বোত্তম। তিনি পোপের প্রাধান্যের বিরোধিতা করেন এবং Marsilus-এর কোনো কোনো নীতির প্রবর্তন করেন।। যদিও তিনি গির্জায় সকল বিশ্বাসীর

মতো গণতান্ত্রিক তত্ত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি আরও অভিজাত মতবাদের কথা গির্জার জন্য বলতেন কারণ ধর্মযাজকদের শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা সাধারণ পরিষদ বহন করবে। গ্যারসন (Gerson) পোপকে গির্জার প্রশাসনিক প্রতিনিধির দৃষ্টিতে দেখতেন এবং গির্জা পরিষদের প্রাধান্যকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতেন গির্জার মতবিরোধ-সংক্রান্ত বিচ্ছেদজনিত প্রয়োজনের তাগিদে উপযোগিতাবাদের তত্ত্ব তার মতবাদে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে এবং প্রজাদের স্বার্থ বিঘ্ন হলে পোপ এবং রাজাকে বাধা প্রদান করার পক্ষে তিনি মত পোষণ করেন। তিনি আরও মত ব্যক্ত করেন যে, জাগতিক শাসক গির্জা পরিষদ ডেকে পোপকে বরখাস্ত করতে পারেন যদি তিনি তার কর্তব্য পালনে প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের আইনকে যদি অমান্য করেন যা মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। গ্যারসনের ধারণা Constance-এর পরিষদের আইনকে সমর্থন করেন এবং সাংবিধানিক সরকারের মতবাদ সমগ্র ইউরোপে প্রচার করেন এবং পরবর্তী সংস্কারকদের জন্য পথ সৃষ্টি করেন। তিনি নির্দিষ্টও সীমিতভাবে রাজার ও পোপের ক্ষমতা সংরক্ষণের লক্ষ্যে কাজ করেন এবং একই সঙ্গে জনগণের স্বাধীনতা সংরক্ষণের পক্ষে মতবাদ ব্যক্ত করেন।

Cues-এর নিকোলাস Basel-এর পরিষদের সময়ে (১৪৩১-১৪৪৯) আরও মৌলিক ও গণতান্ত্রিক তত্ত্বের উপস্থাপন করেন। তিনি বিশ্বকে একটি জীবিত প্রাণী হিসেবে অথবা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত দেহের অঙ্গের মিলন মনে করেন। ঐরূপভাবে গির্জা এবং রাষ্ট্র নানা প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা গঠিত, প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ আছে এবং গির্জা ও অন্যান্য সংগঠনের ক্ষেত্রে একই নীতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। তিনি প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদকে গির্জা ও রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি এর ক্ষমতার উৎসরূপে সম্পূর্ণ সংস্থার সম্মতিকে অবলোকন করেছেন। তার মতে প্রকৃতিগতভাবে সব মানুষ সমান এবং স্বাধীন। তিনি আইনের ও ক্ষমতার উৎস জনগণের মধ্যে আবিষ্কার করেন। জনগণের শাসনের জন্য রাজাও বিশপগণকে প্রশাসক হিসেবে মনোনয়ন করা হয় এবং তারা জনগণকে নিয়ে তাদের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন বা সমাজ গঠন করে। নিকোলাস শিক্ষা দেন যে, শাসকগণ প্রজাদের পছন্দের ওপর তাদের পদমর্যাদা লাভ করেন এবং তারা অন্য প্রজাদের মতো আইনের অনুগত হবে। যে আইন সবার মতামতের ভিত্তির ওপর স্থাপিত প্রকৃতপক্ষে তা স্বর্গীয়, যেহেতু মানুষ মূলত ঈশ্বরের নিকট থেকে এসেছে।

Aeneas Sylvius মৌলিক প্রকৃতির অবস্থা থেকে মানুষের উত্থানের ওপর ঐতিহাসিক জরিপ করেছেন। মানুষকে স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তারা পশুর মতো বাস করতো। যখন তারা সমাজের মূল্যবোধ আবিষ্কার করলো তারা সরাসরিভাবে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। যখন অত্যাচারীরা জেগে ওঠে এবং অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে মানুষ কারও না কারও নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে যার অসাধারণ শক্তি ও গুণাবলি আছে। এভাবে রাজতন্ত্রের অভ্যুদয় হয়। যখন রাজা অত্যাচারী হয়ে ওঠেন তিনি যাদের দ্বারা সিংহাসনে বসেছেন তাদের দ্বারাই বিতাড়িত হবেন। পোপকে উৎখাত করার ব্যাপারে একই কারণ বিদ্যমান। Cues-এর নিকোলাসের ও Aeneas Sylvius-এর লেখায় দেখা যায় প্রকৃতির রাষ্ট্র এবং প্রাকৃতিক অধিকার সামাজিক চুক্তির মতবাদে রয়েছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈপ্লবিক মতবাদ হিসেবে তা পরিচিতি লাভ করে।

একটি দৃষ্টিকোণ থেকে আপোসকারী দলটি ছিল ধ্বংসাত্মক। ঐ দল পোপের একনায়কতত্ত্বকে আক্রমণ করে এবং গির্জার ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিহীন দলিল থেকে আবেদন করে যে এতে প্রাকৃতিক আইনের সাধারণ বিবেচনা ও জনগণের কল্যাণ রয়েছে। অপরদিকে তত্ত্বটি

ছিল সংস্কারমূলক। এটা গির্জার জন্য একটা নির্দিষ্ট সংবিধান স্থাপন করার লক্ষ্যে ছিল, যাতে জনগণের সমর্থন থাকবে। মোটের ওপর শান্তিসংস্থাপকরা আপোসকারী জাতীয়তাবোধসম্পন্ন, প্রতিনিধিত্বশীল এবং মাঝারি রকমের গণতান্ত্রিক। উপযোগিতাবাদী ধারণার সঙ্গে রাজনৈতিক নীতিসমূহের ঐক্য স্থাপন তাদের ধর্মীয় গুরুত্বকে বৃদ্ধি করে এ বিষয় বিবেচনা করে যে এটি ক্ষুদ্র রাষ্টসমূহের জন্য একটি আদর্শ হতে পারে যার ভিত্তি হবে বিশ্বজনীন। এটাই ছিল আপোসকারী দল (Conciliar party) এবং তাদের বিরোধীদের কাজ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর আইন শাস্ত্রজ্ঞগণ

রোমান আইনের অধ্যয়ন দ্বারা সৃষ্ট আইনগত বিশ্লেষণ ও ধারণার প্রতি আগ্রহ পঞ্চদশ শতাব্দীতে শান্তি সংস্থাপন বিরোধ দ্বারা বিঘ্নিত হয়। রোমান আইন করপোরেশনের ধারণার সাথে পরিচিত ছিল এবং এর নীতিসমূহ সমষ্টিগত খ্রিষ্টধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাখায় প্রয়োগ করা হয়। যেমন, গির্জা, গির্জা পরিষদ, রাষ্ট্র এবং মুক্ত নগর। রাজনৈতিক তত্ত্ববিদগণ যেগুলো একজনের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কারণে আক্রমণ করার ইচ্ছা পোষণ করে তা গির্জা হোক আর রাষ্ট্রেই হোক, সমষ্টিগত সংস্থার ধারণায় তারা আকৃষ্ট হয়ও আইনগতভাবে ঐ সংস্থাকে একজন ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি দেয়। উক্ত ধারণা মধ্যবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে কিছুদিন টিকে থাকে এবং এটা টিকে থাকে একক ব্যক্তি এবং কিছুসংখ্যক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে। তারা সংস্কারের প্রয়োজন দেখেছিলেন এবং তারা অর্পিত ক্ষমতার ধারণা থেকে ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসেন সমগ্র নাগরিকদের মধ্যে অথবা বিশ্বাসীদের ধর্মসভায় যারা করপোরেশনের মতবাদকে উপকারী হিসেবে দেখেছেন।

এ দৃষ্টিকোণের সমর্থকগণের অভিমত শাসকদের ক্ষমতা জনগণ দ্বারা তাদের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং গির্জার চূড়ান্ত ক্ষমতা বিশ্বাসীদের হস্তে ন্যস্ত। তারা নতুন ধারণাকে আইনানুগভাবে সমর্থন করার যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন যে সামগ্রিক জনগণ হচ্ছে একটি আইনগত ব্যক্তিত্ব। গির্জা পরিষদ গির্জার সংঘবদ্ধ প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা হিসেবে কাজ করে, যাকে সম্পূর্ণরূপে রোমান আইন আদালতের নীতি অনুসারে বিশ্লেষণ করা হয়। পরিষদের সাথে পোপের সম্পর্ক পরিষদ ডাকার পদ্ধতি, কোরাম হওয়ার প্রক্রিয়া এবং ভোট প্রদান পদ্ধতি করপোরেশনে সংক্রান্ত রোমান আইনের ধারণা অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়। রোমান করপোরেশন বা পৌরসভার আইনের নীতি অনুযায়ী সম্রাট ও পোপের নির্বাচনের পদ্ধতি আলোচিত হয়।

যেসব ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দলগুলোর ওপর করপোরেশনের তত্ত্ব বিশেষ করে প্রয়োগ করা হয় যেমন গির্জার বৈঠক ও পরিষদ সামাজিক ক্রমানুসারে নানা প্রকার স্থাবর সম্পত্তি, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, মুক্ত নগরসমূহ এবং ইতালির কমিউন বা সম্প্রদায় জার্মানি ও ফ্রান্সের কমিউনিস্টসমূহও এর অন্তর্গত। বলাবাহুল্য এটি গির্জার ও রাষ্ট্রের আইনগত ব্যক্তিত্বের বৃহৎ ধারণার পথ সৃষ্টি করেছিল এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের জন্য মধ্যযুগীয় মতবাদ বিশ্বাস করতো গির্জা ও রাষ্ট্রের ঐক্য সাধিত হয় যদি তার সদস্যদের একজনকে সম্রাট শাসকের অধীনস্থ করে।

করপোরেশনের তত্ত্ব সামগ্রিকভাবে মানুষের আইনগত সত্তার ধারণার ভিত্তি স্থাপন করে এবং সার্বভৌমত্বের পরবর্তী ধারণার ভিত্তি সৃষ্টি করে যে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে অবস্থিত এবং সম্রাটের মধ্যে নয়। মধ্যযুগীয় মতবাদে রাষ্ট্র একটি জীবকোষ হিসেবে সম্পূর্ণ পরিচিত ছিল। এই ধারণার সাথে সমষ্টিগত ব্যক্তিত্বকে যোগ করা হয়েছে এবং প্রতিনিধিত্বের শান্তি সংস্থাপক মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে একটি পরিষ্কার পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অঙ্গ ও ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎসের মধ্যে যেখানে কর্তৃত্ব হস্তান্তর

করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যৌথ ব্যক্তিত্বের মতবাদ প্রথমে এ যুগে উত্থাপন করা হয়, যা অধুনা বছরসমূহে সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদ তত্ত্বে সঙ্ঘবদ্ধ সমাজবাদের মতবাদে অবদান রেখেছে এবং রাজনৈতিক সংগঠনের যথাযথভিত্তির কাজে গুরুত্ব স্থাপন করেছে। গির্জা প্রতিষ্ঠান ও ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে উক্ত প্রবণতা আংশিকভাবে এসেছে। আরও এসেছে অর্থনৈতিক দলের রাজনৈতিক তৎপরতা ও গুরুত্বের মাধ্যমে যথা শ্রমিক সমিতি, শিল্প সংস্থা এবং এরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং আরও এসেছে আইনের সামাজিক প্রকৃতির জুরিদের মতবাদের মাধ্যমে এবং রাষ্ট্রের সাথে এর সম্পর্কের মাধ্যমে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর জুরিগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার অধিকার সংরক্ষণে মালিকানার সীমার পরিষ্কার দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন রাজনৈতিক ক্ষমতাধারীদের বিরুদ্ধে। উক্ত মতবাদ রাজার সামন্ত তত্ত্বের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। রাজাই একমাত্র রাষ্ট্রের দেশসমূহের চূড়ান্ত অধিকারী নন এবং ভূমির এবং এর ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের প্রবণতাকেও দূর করে। এটা সার্বভৌম ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎসকে সম্রাট থেকে জনগণের কাছে হস্তান্তর করে অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের জনগণের কাছে।

এই সমগ্র কালটিতে প্রাকৃতিক আইনের রোমান মতবাদ আইনগত তত্ত্বের কেন্দ্র বিন্দুরূপে পরিণত হয়। প্রাকৃতিক আইনের নীতিসমূহ শাসকের যে-কোনো আদেশের ওপর প্রাধান্য লাভ করে অথবা যে-কোনো মানবীর আদেশের বিরুদ্ধে। প্রাকৃতিক আইনের চিরন্তন নীতির সাথে যা কিছু বিতর্কিত তা বাতিল বলে গণ্য হয়, যা কাউকে বাঁধতে পারে না। আধুনিক প্রাকৃতিক আইন যা প্রাকৃতিক কারণে ঈশ্বর রোপণ করেছেন, স্বর্গীয় আইন স্থান দখল করে যা মানুষের নিকট ঈশ্বরের কাছ থেকে অলৌকিকভাবে এসেছে এবং জাতির আইনসমূহে যাতে সকল জাতির আইনসমূহ রয়েছে তা প্রাকৃতিক আইন থেকে এসেছে এবং স্বীকৃতি লাভ করেছে। মধ্যযুগীয় লেখকগণ রাষ্ট্রকে নৈতিক এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে এর ভিত্তি স্থাপন করে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন এবং যথাযথ উপায়ে প্রাকৃতিক আইনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি। একুইনাসের সময় থেকে এরূপ ধারণা করা হতো সামগ্রিক কল্যাণ আংশিক কল্যাণের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ কল্যাণের উক্ত হিতৈষী মতবাদ শান্তি সংস্থাপক দলের প্রধান যুক্তি ছিল। এ যুক্তি তারা সমগ্র গির্জার প্রতিনিধিত্বের জন্য দাবি করে। উক্ত মতবাদ গির্জা ও রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে এবং খাঁটি ও অপরিবর্তনীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করে এবং প্রয়োজন অনুসারে এর পরিবর্তন ও সংস্কার করার যুক্তি স্থাপন করে।

রেনাসাঁ যুগের সার্বজনীন সমীক্ষা গ্রীকদের গণতন্ত্রের আগ্রহকে পুনর্জীবিত করে এবং রোমান চুক্তির আইনকেও উজ্জীবিত করে এবং করপোরেশনের ওপরও আগ্রহ সৃষ্টি করে। একজন প্রধানের নিকট ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের মধ্যযুগীয় ধারণাকে উভয়ই আক্রমণ করে এবং বহুর গুরুত্ব সার্বভৌমত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। যেখানে এসব ভাবধারায় জনতার সার্বভৌমত্বের প্রয়োগের ধারণা নিহিত এবং যা পরিষদের ওপর পোপের বিজয়ের ফলে দমিত হয় ও প্রোটেস্টান্ট সংস্কার ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার মতবাদকে পুনরুজ্জীবিত করে। এসব ধারণা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পুনরায় উদয় হয় এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদ্রোহে কার্যকরী হয়। আধুনিক গণতন্ত্র পঞ্চদশ শতাব্দীর ধর্মীয় তাত্ত্বিক বিতর্কের নিকট সাময়িকভাবে ঋণী এবং রেনেসাঁর জুরিগণ যারা রাজাদের সাময়িকভাবে শক্তিশালী করেছিলেন তারা ঐসব মতবাদের প্রচলন করেন, যা অবশেষে গণতান্ত্রিক নীতিসমূহকে সমর্থন করে।

ম্যাকিয়াভেলি

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে Conciliar যুগের গণতন্ত্রের প্রবণতা গির্জা এবং রাষ্ট্র থেকে তিরোহিত হয়। পোপ পার্থিব ব্যাপারে আর প্রাধান্য দাবি করতে সক্ষম হন নি। তিনি গির্জা প্রতিষ্ঠানে তার পদমর্যাদা পুনরায় লাভ করেন, যে গির্জা পরিষদ কদাচিৎ বৈঠক করতো তা তার নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। রাজনৈতিক জগতে জাতীয়তা ও রাজতন্ত্রের প্রবণতা সবশেষে সফলকাম হয়। একজন রাজার অধীনে যুক্ত ইউরোপের পূর্ব ধারণা সব গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। জাতিগত পার্থক্য পরিষ্কাররূপে চিহ্নিত হয় ধর্মনিরপেক্ষ পৃথক পৃথক রাষ্ট্র শক্তিশালী সম্রাটদের সমুখবর্তী হয় যারা সামন্ত পরিষদগুলোকে গুরুত্বহীন করে দেয়। ইতালিতে দৃঢ়ভাবে সংগঠিত হওয়ার প্রবণতার খুব একটা উন্নতি হয় নি। মধ্যযুগের শেষভাগে বহুসংখ্যক সামন্ত শাসিত রাজ্য এবং মুক্ত নগরসমূহ পাঁচটি বৃহৎ অঞ্চলে যুক্ত হয়। ভেনিস ও ফ্লোরেন্সের প্রজাতন্ত্র, নেপলসের রাজ্য, মিলানের ডিউকি (জমিদারি) এবং রোমান গির্জার অঞ্চলসমূহ উক্ত পাঁচটি বৃহৎ অখণ্ড ভূভাগের অন্তর্গত। এসব রাষ্ট্রে ঈর্ষাপরায়ণতার জন্য আর কোনো ঐক্য গড়ে ওঠে নি। তারা এক একটি একক রাষ্ট্র ও পোপের নীতি অনুসারে একে অন্যকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। যারা গির্জার অন্তর্গত রাষ্ট্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষার জন্য একত্রীকরণের বিরোধিতা করেন এবং বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপে যারা একটি ইতালীয় রাষ্ট্রকে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ঐ উপদ্বীপে তাদের ক্ষমতা লাভ ও উচ্চাশা চরিতার্থ করে।

মধ্যযুগের শেষভাগে ইতালির নগরসমূহ বহুলাংশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ হারিয়ে ফেলে। নগরে দলগত সংঘর্ষের ফলে এক নায়ক অত্যাচারী শাসকের উত্থান ঘটে, যারা নাগরিকদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে যাদেরকে তারা অত্যাচার করতো অন্যের ব্যয়ে কতিপয় নগর আক্রমণ করে এবং বেতনভোগী সৈন্য ও নেতা নিয়োগ করে যারা দেশপ্রেম বাদ দিয়ে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে সচেতন হয়। রাজনৈতিক নৈতিকতা ও জনগণের উৎসাহ অত্যন্ত নিচু স্তরে নেমে আসে। ইতালির শাসকগণ যদিও কোনো কোনো সময় নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছেন সাধারণত তারা সক্ষম ও সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তারা রেনেসাঁকে উৎসাহিত করেন এবং কখনও সার্বিকভাবে জনগণের উন্নতি সাধন করেন। তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী শত্রুদের মোকাবিলার জন্য এবং প্রভাবশালী নোবেল পরিবারের বিরুদ্ধে সর্বদা সজাগ থাকতেন। ষড়যন্ত্র, হত্যা, জেল ও দেশান্তর অতি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। ক্ষমতা রক্ষার জন্য ঠাণ্ডা মাথায় ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিবেচনা প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়ায়।

ইতালিতে বিরাজমান অবস্থার ফলে ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানির শত্রুতা ইতালিকে অপেক্ষাকৃত বলবান রাজাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে। ক্ষুদ্র ইতালির রাষ্ট্রসমূহ শক্তি প্রয়োগে নিজেদের রক্ষা করতে অক্ষম হয়ে তারা কূটনীতি ও কলাকৌশলে দক্ষতা অর্জন করে। নিকোলাই ম্যাকিয়াভেলি (১৪৪৯-১৫২৭) ইতালির জটিল রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং ইতালি সরকারের কার্যকলাপের ওপর তার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে যেখানে তিনি গিয়েছেন তা তার রাজনীতির প্রকৃতিও রাজনৈতিক দর্শনের পদ্ধতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি প্রধানত ইতালির স্বাধীনতা রক্ষার কাজে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ইতালির নগরসমূহে উন্নতির পুনরুদ্ধারের কাজেও ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি সর্বতোভাবে সার্বজনীন রেনেসাঁর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন বুদ্ধি বিকাশের স্বাধীনতার ওপর এবং পাণ্ডিত্যবাদীর রীতিনীতি ও পদ্ধতির ওপর তার আক্রমণ, নৈতিকতা ও ধর্মের ওপর ছিল তার ভিন্নধর্মীয় মানসিকতা।

ম্যাকিয়াভেলি গির্জা বনাম রাষ্ট্র অথবা পোপ বনাম পরিষদ এবং বাইবেলের শিক্ষা বা

গির্জা গুরুদের মতামত এবং প্রাকৃতিক আইনের নীতির প্রতি মনোযোগী ছিলেন না। তিনি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন যার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধান অতীতের আলোকে হতে পারে। তার মতে এটাই ছিল রাজনীতির সঠিক পদক্ষেপ। বাস্তবভাবে তিনি প্রধানত তার সময়কার প্রশ্নসমূহের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তিনি সেগুলোকে নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করেন, সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করেন এবং তার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তারপর তিনি তার সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানাতে ইতিহাসের সরণাপন্ন হন। তিনি বাস্তব রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত ছিলেন, রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে নয়। তিনি সরকারি শাসনতন্ত্র এবং তার কার্যকরী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতির সাথে নয়। তিনি প্রথম আধুনিক বাস্তববাদী যিনি বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্র নিজের জন্যই অস্তিত্ব বহন করবে, এর সংরক্ষণ এবং সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখবে এবং জনগণের কার্যাবলি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

ম্যাকিয়াভেলি এবং তার পূর্ববর্তীর ধর্ম ও নৈতিকতার প্রসারে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তিনি নৈতিক মূল্যবোধ ও রাজনীতিকে আলাদা করেন এমন কি স্ববিরোধী ও দুর্নামের বিষয়েও।

শতাব্দীকালব্যাপী রাজনৈতিক চিন্তাধারা ধর্মতত্ত্বের উপজাত হিসেবে বিদ্যমান ছিল এবং রাজনৈতিক বিষয়সমূহ প্রধানত ধর্মীয় বিষয়ের সাথে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতো। ম্যাকিয়াভেলি রাজনৈতিক অস্তিত্বের ও যুদ্ধের প্রয়োজনে খোলাখুলিভাবে নৈতিক নীতিসমূহকে রাষ্ট্রের অধীনস্থ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রকে পরিষ্কারভাবে মানবীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবলোকন করেছেন এবং গির্জা এমন একটি উপাদান যা একজন রাজনীতিবিদ তার নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনতে পারেন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সাফল্যকে উচ্চে স্থান দেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য সবকিছুকে তার অধীন করা হয়েছে।

রাজনৈতিক অস্তিত্বের আসল তথ্যসমূহ পাওয়ার ইচ্ছায় ম্যাকিয়াভেলি দেখতে পেলেন ইতালির নগরসমূহের বাস্তব রাজনীতিতে খ্রিষ্টান নৈতিক শিক্ষার সামান্যই ভূমিকা রয়েছে। ইতালির একত্রীকরণে তিনি পোপদের কর্তৃত্বের বিরোধিতা করেন যা একত্রীকরণের ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা ছিল। অভিযানকারীদের হাত থেকে ইতালিকে রক্ষা করার তার আগ্রহের ফলে তিনি মনে করেন, যে কোন রাজনৈতিক উপায় ন্যায়সঙ্গত। তার মতবাদ ছিল রাষ্ট্রের সংরক্ষণ কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য আলাদা কোনো মতবাদ ছিল না।

সাভোনারোলা (Savonarola) নৈতিক প্রভাব দ্বারা ফ্লোরেন্সকে শাসন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার পরীক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সাভোনারোলার প্রয়াসের মধ্যে ম্যাকিয়াভেলির অদৃশ্য আদর্শবাদ দেখতে পেয়েছিলেন তা বাস্তবজগতে প্রয়োগযোগ্য নয়, এ থেকে তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে সরকারের সাফল্য নির্ভর করে বল প্রয়োগ ও কলাকৌশলের ওপর। তিনি বিশ্বাস করতেন রাজনীতির কলা মানুষের নিজ স্বার্থের উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল, যা ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা শিক্ষা দিয়েছে। তিনি মানব প্রকৃতির নিরাশাবাদী ও বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা করেছেন যে দৃষ্টির আলোকে মানুষ স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসিত সরকার ভালোবাসে বস্তুবাদী ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের মাধ্যমে এবং বস্তুগত উন্নতি হচ্ছে রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রধান লক্ষ্য। তিনি প্রতারণা ও জাল-জুয়াচুরিকে প্রশ্রয় দেন নি এবং তিনি বলেন যে ক্ষমতা যেভাবে আয়ত্তে আসে সে উপায়টিকে ধরে রাখতে হবে। ম্যাকিয়াভেলি শক্তিশালী ও দক্ষ শাসকের পক্ষপাতী ছিলেন এবং দোলায়মান ও অবিবেকী নীতিকে ঘৃণা করতেন, যা রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে এবং শাসকদের মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

ম্যাকিয়াভেলি পরিষ্কাররূপে রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের নিবিড় সম্পর্ক উপলব্ধি করেছিলেন

এবং শাসকের ক্ষমতার বাস্তব স্থানও নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য পৃথক অবস্থার স্বীকৃতি সেভাবে দিয়েছিলেন। মানুষের জন্য যেখানে অর্থনৈতিক সমতা বিদ্যমান তিনি গণতান্ত্রিক সরকারের উপদেশ দিতেন এবং তিনি জনগণের প্রতিনিধি ও সরকারের মূল্যবোধকে সর্বাধিক হৃদয়ঙ্গম করতেন যা যথাযথ অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত। স্পার্টা, রোম ও ভেনিসের প্রজাতন্ত্রকে তিনি প্রশংসা করছেন কিন্তু তিনি একে ধারণা করেছেন বুদ্ধিমান এবং জনশক্তিসম্পন্ন নাগরিক সংস্থা হিসেবে। একটি অভিজাততন্ত্র বিশেষ করে—যদি ভূমিভিত্তিক হয়, তিনি তা অপছন্দ করতেন। কারণ এতে দলগত বিরোধ ডেকে আনতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন মিশ্রজাতীয় সরকার সর্বোৎকৃষ্ট এবং তিনি নির্বাচিত রাজতন্ত্রকে পছন্দ করতেন যা সে যুগের অবস্থায় সবচেয়ে উপযোগী ছিল। ম্যাকিয়াভেলির গ্রন্থে ইতালিকে একত্রিতকরণের আগ্রহে তিনি রাষ্ট্রের পরিধির বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তার প্রিন্স রাজকীয় রাষ্ট্রকে তত্ত্বগত বা বাস্তবভাবে সম্প্রসারণের বিষয় বিবেচনা করেন এবং 'ডিসকোর্সে' প্রজাতন্ত্রের সম্প্রসারণের ভাবধারা ছিল। ম্যাকিয়াভেলি বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্র অবশ্যই তার পরিধি বাড়াবে অথবা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এ বিষয়ে তিনি অনুকরণের জন্য রোমান নীতির প্রশংসা করেন। তাঁর আলোচনায় কিভাবে কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে ও বৃহৎ এলাকায় শাসন করবে বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তিনি তা সূক্ষ্মভাবে প্রদর্শন করেছেন এবং তিনি নৈতিক নীতির বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। বলপ্রয়োগ ও কৌশল বিশেষ করে শেষোক্তটি রাজনৈতিক মহত্ত্বের অপরিহার্য ভিত্তি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

ম্যাকিয়াভেলির প্রস্তাবনার দুটি দিক রাজনীতির পদক্ষেপের ব্যাখ্যা প্রদান করে 'প্রিন্সে' তিনি আলোচনা করেছেন শাসকদের জন্য কোনটি উত্তম, তাকে প্রজাগণ ভালোবাসবে অথবা ভয় করবে। 'একজন রাজকুমার' তিনি বলেছেন প্রজাদের একত্র ও ভক্ত করার জন্য নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দেবেন না। কারণ তিনি দয়াবান হবেন কিন্তু অতিরিক্ত নমনীয় হবেন না, যার ফলে বিশৃঙ্খলা হতে পারে, যার ফলে রক্তপাত এবং ধর্ষণ হতে পারে। এগুলোর জন্য নিয়মানুসারে সমগ্র জাতির ক্ষতি করা হয়, যখন প্রিন্সগণ মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন তা কেবল ব্যক্তিদের ক্ষতি করা হয়। তিনি আরও বলেন, ভালোবাসার চেয়ে ভয় করা ভালো, কারণ মানুষ তাদের মুক্ত ইচ্ছায় ভালোবাসে কিন্তু রাজকুমারের ইচ্ছায় ভয় করে, একজন বুদ্ধিমান রাজকুমার তার ক্ষমতায় বিশ্বাস করবে কিন্তু অন্যের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস করবে না। এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত Discourses এ পাওয়া যাবে। এখানে তার উপদেশ হলো একজন বিজ্ঞলোক উদারতার আশ্রয় না নিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে বলপ্রয়োগ করবে।

যখন ম্যাকিয়াভেলি তীব্র ভাষায় সমালোচিত হয়েছেন এবং তার মতবাদের বিকৃত ব্যাখ্যা তার নামের ওপর কুৎসা রচনা করে, যা আজ পর্যন্তও রয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাচেতনায় তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি রাজনৈতিক তত্ত্বকে পুনরায় বাস্তবের সংস্পর্শে এনেছেন। মধ্যযুগীয় আনুমানিক দর্শন প্রণয়নের পদ্ধতিতে বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ বিবর্জ্জিত ছিল, যা পর্যবেক্ষণের আবেদন এবং অভিজ্ঞতার ফলে ধ্বংস হয়, এটাই ছিল ম্যাকিয়াভেলির পদ্ধতির ভিত্তিমূল। তিনি প্রাকৃতিক আইনের সাধারণ গৃহীত ধারণা বর্জন করেন এবং আইনকে বাস্তবধর্মী নিয়মরূপে গ্রহণ করেন, যা রাষ্ট্রের সম্রাট কর্তৃক প্রণীত এবং শারীরিক বলপ্রয়োগ রক্ষিত হয়। তিনি সরকার ও বেসরকারি লোকের নৈতিকতার পার্থক্য নিরূপণ করেন, যা বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক আইনে এখনও টিকে আছে। বিজয় এবং রাষ্ট্র বিস্তারে তার যুক্তি সুদূরপ্রসারী ছিল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও বিরোধে প্রমাণ করেছে এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের উপনিবেশ

সম্প্রসারণেও স্বাক্ষর রেখেছে এবং বাস্তব রাজনীতিতে তার ধারণা ইউরোপের রাজাদের নীতিতে এবং কূটনৈতিক আচরণে সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যযুগীয় মতবাদ

মধ্যযুগে স্থানীয় রাজ্য বিশ্ব রাজ্যের স্থান দখল করে এবং সার্বজনীন আইনের নীতিকে পেছনে ছুড়ে ফেলা হয়। মধ্যযুগকে সংগঠিত নৈরাজ্যের যুগ বলা হয়। আইনের বিচারে যুদ্ধবাজগণ স্বীকৃতি পায় ব্যক্তিগত যুদ্ধ ছিল সাধারণ, জলদস্যুদের অত্যাচারে বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হতো, স্থল পথে ডাকাতদের দ্বারা এবং অসংখ্য সামন্ত কর্তৃক পথশুল্ক, বলপূর্বক কর আদায় সংঘর্ষ ও বিরোধ এ যুগের বিশেষত্ব ছিল। যখন গির্জা শান্তি স্থাপনে ও যুদ্ধের অবস্থা নিরসনে চেষ্টিত ছিল এবং তখন বীরত্বের আদর্শ নোবেলদের চরিত্রকে কিছুটা মানবীয় করতে সাহায্য করে যতদিন রাজাদের ক্ষমতায় ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা না হয় এবং তাদের রাজ্যগুলোতে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান না হয়। এ সময় প্রাদেশিকতার বীজ গভীরভাবে প্রোথিত হয়।

একই সময়ে বিশ্ব সাম্রাজ্যের তত্ত্ব আদর্শরূপে টিকে থাকে এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তারের ভান করে এবং জাঁকজমকপূর্ণ বলে তা অসম্ভব ছিল। স্থানীয় চেতনাবোধ ধীরধীরে জাতীয় সার্বভৌম রাজতন্ত্রের উন্নয়ন সাধন করে, যার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূচনা হয়। সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের পুনর্জাগরণ এ পদ্ধতিকে বাধাগ্রস্ত করে। মধ্যযুগের অধিকাংশ সময়ে গির্জা রাষ্ট্রের চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী ছিল, উদীয়মান রাষ্ট্রকে পৃথক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং জাতীয় ভাবধারাকে স্বীকৃতিদান করে। একই সময়ে বিশ্ব সংগঠনে খ্রিষ্টান ভ্রাতৃত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয় এবং সারা ইউরোপের জন্য এটা একটি একক মতবাদ হিসেবে আন্তর্জাতিক নীতির ঘোষণা দান করে। রোমান সাম্রাজ্য জগতের এমন একটা বিরাট এলাকা দখল করে, এটা আইনগতভাবে অন্য কোনো রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় নি এবং আন্তর্জাতিক আইনের কোনো পদ্ধতি কার্যকরী করতে পারে নি। গির্জা বিশ্ব সাম্রাজ্য স্থাপনের তার দাবি সংরক্ষণ করতে পারে নি এবং স্বাধীন রাজ্যসমূহের উত্থানকেও রোধ করতে পারে নি এবং সার্বভৌম ক্ষমতা বিস্তারে অন্য কারও সমকক্ষ হতে পারে নি। এই সমাজের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক আইন উন্নীত হতে পারতো। এতদ্ব্যতীত গির্জার ব্যক্তিগত যুদ্ধবিগ্রহ দমন এবং মধ্যস্থতা গ্রহণের নীতিসমূহ আন্তর্জাতিক বিধিমালার ধারণার সম্প্রসারণ ঘটাতে সাহায্য করে। রাজা, প্রখ্যাত জুরিগণ, এবং নগরসমূহ মধ্যযুগে মধ্যস্থকারীরূপে ভূমিকা পালন করে এবং সামন্ত নীতিতে পূর্বে বরখাস্তকৃত Vassals প্রজাগণ বিচারক হিসেবে তাদের প্রভুদের গ্রহণ করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালিতেই একমাত্র একশটি মামলা মোকদ্দমা বিচারের সম্মুখীন হয়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ কমে আসে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে একেবারে অন্তর্হিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে ল্যাটিন ভাষা সবার জন্য ব্যবহার এবং গির্জা একতার বাঁধন সৃষ্টি করে এবং পোপের প্রতিনিধিগণকে রোম হতে নানা কাজে এবং রাষ্ট্রদূত হিসেবে প্রেরণ করা হয় এবং পোপগণ কর্তৃক প্রেরিত রাষ্ট্রদূতগণ বিচারালয়ের কাজে অবদান রাখেন এবং কূটনীতির চর্চা করেন।

সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে একজন স্পেনিশ ধর্মযাজক St. Isadore of Seville রোমীয় jus naturale ও jus gentium-এব মধ্যে পার্থক্য রচনা করেন এবং পরবর্তীকালে তা প্রয়োগ করে যাকে আমরা বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইন বলে থাকি। এই পার্থক্য Gratians Canon আইনে বিধিবদ্ধ করা হয় এবং গির্জার আইন শাস্ত্রে সত্য হিসেবে গ্রহণীয় হয়। দ্বাদশ শতকের জুরিগণের দ্বারা রোমান আইনের পুনর্জাগরণ রাজকীয়

ক্ষমতার বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ভিত্তি রচনা করে, যার ফলে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং আন্তর্জাতিক আইনেরও উন্নয়ন সাধিত হয়। দেশভিত্তিক সার্বভৌমত্বের ধারণা যা সামন্তবাদে উত্তরাধিকারজনিত ছিল সার্বজনীন সাম্রাজ্যের ধারণার অবসানের পর তাও ফলবতী হয় এবং রোমান আইনের চর্চার ফলে রাজাদের তাদের দেশের মালিকরূপে চিহ্নিত করে এবং তাদের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর ধর্মযুদ্ধ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে এর প্রভাব বিস্তার করে। তারা নানা দেশের লোকদের একটি সাধারণ নিয়মের বাঁধনে বাঁধতে সক্ষম হয় এবং ভাব বিনিময়ের সুযোগ করে দেয় এবং খ্রিষ্টান জগতের ঐক্যের ধারণাকে শক্তিশালী করে। নোবেলদের সম্পদকে দুর্বল করে সামন্তবাদকে ধ্বংস করতে সাহায্য করে। এভাবে রাজা ও মুক্ত নগরগুলোকে সাহার্য্য করে। তারা বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করে ও নৌ আইন প্রণয়নে সাহায্য করে যা পরবর্তী সময় আন্তর্জাতিক আইনকে প্রভাবিত করে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিম দেশসমূহে ইতালীয় নগরের বণিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে কনসালগণ প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভেনিস কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে ও রাষ্ট্রদূতদের নির্দেশনার জন্য আইন প্রণয়ন করে। মধ্যযুগের শেষভাগে উদীয়মান জাতীয় রাজ্যসমূহের রাজাগণ তাদের রাজ্য সংগঠিত ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আগ্রহী হয় ও ইতালি নগরসমূহে বহু কূটনৈতিক পদ্ধতি এবং আদর্শ প্রবর্তন করে।

প্রাথমিক মধ্যযুগীয় বিশ্বের অবস্থা আধুনিক চিন্তাধারায় আন্তর্জাতিক আইনকে অসম্ভব করে তোলে। গির্জা ও রাষ্ট্রের বিরোধপূর্ণ দাবিতে সামন্তবাদের জটিল ও অসংগঠিত রাজনৈতিক পদ্ধতিতে, বিশ্ব ঐক্যের ধারণা এবং স্থানীয় প্রধানদের ও নগরগুলোর স্বাধীনতা সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণাকে দমন করে, স্বাধীন এবং আইনগতভাবে সমান একটি ভারসাম্য তারা নির্বাহ করতো। গির্জার প্রভাব আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বাধা প্রদান করে, কেবল খ্রিষ্টান জগতের ঐক্যে গুরুত্ব আরোপ করেই নয় বরং মুসলিম বিশ্বের সাথে আইনগত সম্পর্কের ব্যাপারেও নিরুৎসাহেব সৃষ্টি করে। একটি প্রকৃত চুক্তি দ্বিতীয় ফ্রেডারিক মিশরের সুলতানের সাথে স্থাপন করেন যা ছিল পোপের দৃষ্টিকোণ থেকে অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা রেনেসাঁ ও সংস্কারের যুগে অন্তর্হিত হয়। জাতীয় রাজতন্ত্রের আবির্ভাবে স্থানীয় অরাজকতা দূরীভূত হয় এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে নেতৃস্থানীয় ইতালির নগরসমূহের সম্পর্কে ক্ষমতার ভারসাম্যের ধারণা প্রয়োগ হয়। আন্তর্জাতিক আইনের ধারণা জুরিগণ কর্তৃক উন্নীত হয় যা Grotius দ্বারা শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আন্তর্জাতিক যুদ্ধসমূহ, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারসমূহের জন্য এবং প্রথম আন্তর্জাতিক সভা আহ্বান করে বৃহৎ Westphalia-র আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জি :

Allen, J.W., *A History of Political Thought in the SixteenthCentury.*
Bett, Henry, *Nicholas of Cusa.*
Binns, L.E., *Decline and Fall of the Medieval Papacy.*
Butterfield, Herbert, *The Statecraft of Machiavelli.*
Flick. A.S., *The Decline of Medieval Church.*
Poole, R.L., *Wycliff and Movement for Reform.*

চতুর্থ খণ্ড

আধুনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার সূচনা

দশম পরিচ্ছেদ

সংস্কার আন্দোলনের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব

প্রোটেস্টান্ট সংস্কার অস্থায়ীভাবে ম্যাকিয়াভেলির রাজনীতি ও ধর্মের পৃথকীকরণ প্রচেষ্টায় বাধা দান করে। এ আন্দোলন গির্জায় পোপের প্রাধান্য বাতিল করে এবং গির্জার সীমা নানা প্রকার সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে একই পদ্ধতিতে গির্জার সমাপ্তি চিহ্নিত করে যা সাম্রাজ্যে পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল। এটা জাতীয় দেশপ্রেমিকতার নানাবিধ উপাদানকে সংগঠিত করে এবং পবিত্র রোম সাম্রাজ্যকে ঐতিহ্যে পরিণত করে। এটা গির্জা ও সাম্রাজ্যের ঐক্যের ধারণাকে ধ্বংস করে এবং ইউরোপকে দেশগতভাবে আলাদা আলাদা জাতীয় রাষ্ট্রে স্বীকৃতি দান করে। একই সময়ে প্রধানত গির্জা সংক্রান্ত আন্দোলনে পরিণত হয়ে এটা ধর্মশাস্ত্র ও রাজনীতির মধ্যে মধ্যযুগীয় বন্ধুত্ব ফিরিয়ে আনে। সংস্কারকদের মতবাদ ছিল অনেক দিক থেকে মধ্যযুগীয় এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাদের পদ্ধতি ছিল একুইনাসের মতো ম্যাকিয়াভেলির মতো নয়। গির্জার সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক রাজনৈতিক দর্শনের পুনরায় একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন সম্রাট ও পোপের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা আর ছিল না কিন্তু সংশ্লিষ্ট নীতি একই ছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে চূড়ান্তভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা এসেছে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে শাসকের প্রতি আনুগত তা স্বর্গীয় অধিকারেই প্রাপ্ত হয়।

সম্রাট ও পোপের মধ্যে প্রতিযোগিতার সময় উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে স্বর্গীয় ক্ষমতায় শাসন করে বলে দাবি উত্থাপন করে। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় রাষ্ট্রের রাজা এবং পোপের মধ্যে পরবর্তী দ্বন্দ্বে রাজার ক্ষমতাকে গৌরবান্বিত করা হয়, এর উদ্দেশ্য ছিল পোপের অধিকারকে বাতিল করে প্রজাদের ভিন্নধর্মী শাসকের আনুগত্য থেকে মুক্তি প্রদান। নতুন রাষ্ট্রে রাজা সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার বিজয়ী প্রতিভূ সমভাবে কর্তৃত্বের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য, যা কেবল ঈশ্বরের হাতে থেকে লাভ হয়। প্রোটেস্টান্ট রাজকুমারদের স্বার্থ রক্ষায় প্রোটেস্টান্ট সংস্কার তত্ত্বটিকে নস্যাৎ করে রাজার এবং প্রজাদের মধ্যে চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের পথ রচনা করে। যদি রাজা ঈশ্বর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে শাসন করে এবং তাঁর নিকট দায়ী থাকেন, তিনি প্রজাদের দিক থেকে স্বাধীন যেহেতু তিনি যেমন তেমনি অন্য সম্রাটদের কাছ থেকেও প্রশ্নাতীত বাধ্যতা দাবি করা হয় যে বিদ্রোহ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপস্বরূপ এবং এটা একটি রাজনৈতিক অপরাধও বটে। স্বর্গীয় অধিকারের তত্ত্ব এক ধরনের সরকারের মতো রাজতন্ত্রকে ধরে রাখার জন্য প্রয়োগ করা হয় এবং বিশেষ বংশ ও ব্যক্তিদের রাজকীয় পদমর্যাদা রাখার জন্য উক্ত তত্ত্বের অবতারণা করা হয়। মধ্যযুগীয় মানসিকতায় সার্বজনীন গির্জা রাষ্ট্রের বিশ্বাস ছিল, আধ্যাত্মিক প্রধানের ওপর থাকবে চূড়ান্ত ক্ষমতা। ষোড়শ শতাব্দীতে বিশ্ব সাম্রাজ্যের গুরুত্ব পরিবর্তিত হয়ে দেশগত

রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং গির্জা থেকে জনগণের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

সংস্কারগণ গির্জার সম্পদের বিরুদ্ধে এবং পার্থিব প্রকল্পের ওপর এর আগ্রহকেও আক্রমণ করে। তারা পোপের ক্ষমতার এবং খ্রিস্টীয় বিরোধিতা করে এবং খ্রিস্ট্রীয় যাকজগণের শাসনকে বিরোধিতা করে এবং এই শিক্ষা দেয় যে ব্যক্তির ঈশ্বরের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক অনুসারে ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত। এসব প্রশ্নের তাত্ত্বিক দিকে পার্থিব সরকারের তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়ে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক গুরুত্ব জড়িত ছিল। গির্জার মূল্যবান সম্পদ ছিল, বিশেষ করে ভূমি এবং খ্রিষ্টান জগতের সব স্থান জুড়ে ভূমি ছিল। গির্জা প্রজাদের ওপর বিরাট করের বোঝা চাপিয়ে দেয়। গির্জার সম্পদ অধিকারের ইচ্ছা এবং অর্থ শোষণ থেকে রক্ষা একটি শক্তিশালী উদ্দেশ্যের প্রশ্নাতীতভাবে জন্ম দেয়, যার ফলে জাগতিক শাসকবর্গ বিশেষ করে ফ্রান্সে এবং জার্মানিতে প্রোটেস্টান্টে বিদ্রোহকে সাদরে গ্রহণ করে। রাষ্ট্র কর্তৃক গির্জার সম্পত্তি দখল, গির্জা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ফলে রাষ্ট্রের প্রভূত সম্পদ লাভ হয় এবং একটি বিরাট জনগোষ্ঠী জাগতিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার আওতাধীন আসে। নতুন ধর্মীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান শাসক রক্ষাকর্তার পদমর্যাদার স্বর্গীয় অধিকার পেয়ে তার শাসন করার দাবিকে জোরদার করে।

মতবাদের বিভিন্নরূপ ও চরমপন্থী দলের আবির্ভাব হয় যার সাথে কৃষক বিদ্রোহ এবং সমাজতান্ত্রিক উত্তেজনা যুক্ত হয়েছিল। এর ফলে ব্যক্তির বিশ্বাসে প্রোটেস্টান্টদের শিক্ষা যা মধ্যপন্থী সংস্কারকদের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে ও আন্দোলনের অতিশয়তা ও খামখেয়ালি ধর্মান্ধতার হুমকি থেকে দেশকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এভাবে রাষ্ট্র অবাধ্য গোত্রদের ও ধর্মান্ধদের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা লাভ করে এবং এ পথে সরকারের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। বড় সংস্কারকগণ রাষ্ট্রের প্রতি সহিষ্ণু আনুগত্য স্বীকার করেন এবং ক্ষমতা ঈশ্বরের দান এ শিক্ষাদান করেন।

সংস্কারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে জোরদার করা এবং যার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা। খ্রিষ্টান ধর্মের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও টিউটনিকের ভাবধারা সংস্কার যুগে পুনর্জাগরণের সূচনা করে। সংস্কারকগণ জোরের সাথে মানুষের সাম্যবাদ প্রচার করেন। গির্জার শাসনকে আঘাত করে তারা শিক্ষা দেন যে, মানুষের অধিকারের প্রশ্নে কেবল ঈশ্বরের নিকট জবাবদিহি করতে হবে। তারা কর্তৃপক্ষের নীতির বিরোধিতা করেন এবং মানুষের বিবেকের স্বাধীনতার দাবি করেন। ব্যক্তিগত যোগ্যতার ধারণা যা ষোড়শ শতাব্দীর ভাবধারার প্রধান ও স্থায়ী অবদান ছিল, যার মধ্যে স্বাধীনতার দর্শন এবং স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সারমর্ম ছিল। এ বিষয়ে সংস্কারকগণ রেনেসাঁর মানবীয় দিকের কাজ অব্যাহত রাখেন, মানুষকে ব্যক্তি হিসেবে দেখেন। কেবল একটি দলের সদস্য হিসেবেই শুধু নয় মানুষকে নিজস্ব চিন্তা করতে উৎসাহিত করেন এবং তার নিজের বিবেকসম্মত বিচারের অধিকার দেয়া হয়, যাতে মানুষ কোনো কর্তৃপক্ষ বা ধর্মীয় গোঁড়ামির মতবাদের তাঁবেদার না হয়। যখন সংস্কারগণ মানবিকতাবাদিগণের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন, তারা তাদের নিজেদের ধর্মমত প্রণয়ন করেন ও গোঁড়ামি মতবাদে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন এবং তারা কখনো রেনেসাঁর উদার নীতি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন নি। তাদের বিরোধীদের দোষারোপে বেশ সত্যতা রয়েছে যথা, "ইরাসমাস ডিম পেড়েছে ও লুথার ডিমে তা দিয়েছে।"

সংস্কারকগণ তাদের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, যাদের ঈশ্বর নির্বাচনের জন্য

পছন্দ করেছেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, তারা স্বর্গীয়ভাবে উৎসাহিত হয়েছে এবং পূর্বেই পরিত্রাণ পেয়েছে। ঈশ্বরের পছন্দনীয়রা তাদের মর্যাদা ও স্বাধীনতার ওপর জোর দেন এবং তাদের ব্যক্তিগত বিচারের অধিকার এবং বিবেকের স্বাধীনতা দাবি করেন। এই ধারণাগুলো ফ্রান্সে, নেদারল্যান্ড স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় প্রোটেস্টান্টদের দ্বারা কার্যকর হয় এবং এই স্বাধীনতা জনগণের সরকার স্থাপনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

সংস্কারের ভাবধারা দুটি স্পষ্ট বিপরীতমুখী প্রবণতা উপস্থাপন করে। যে পর্যন্ত সংস্কার যূথবদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশগত, আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করেছিল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এটা ব্যক্তিস্বাধীনতার সূত্রপাত করে এবং এটাকে সফলতার দিক থেকে আধুনিক হিসেবে গণ্য করা যায় কিন্তু যখন এটা ঈশ্বরতন্ত্রের আদর্শ ধর্মীয় রাজনীতি পুনরুদ্ধার ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে সরকার গঠনের আবেদন করে। তখন এটা মধ্যযুগের ভাবধারার আদর্শের পুনরাবৃত্তি করে, যা এরিসটোটল ও রেনেসাঁর মুক্ত প্রভাবে অন্তর্হিত হতে যাচ্ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর জার্মানি, স্কেন্ডিনেভিয়ার রাষ্ট্রগুলো, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ডের অধিকাংশ স্থান প্রোটেস্টান্টদের প্রভাবে আসে এবং কম বা বেশি বা সম্পূর্ণভাবে পোপের অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। প্রোটেস্টান্ট ধারণা, যদিও আইনগতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে নি তবুও ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চলসমূহ রোমান ক্যাথলিক মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। গির্জার ভিতরের প্রতিসংস্কার পোপের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং ধর্মীয় মতবাদকে একত্র করে। জেসুইটদের নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের আগ্রাসী কাজ শুরু হয়। এর ফলে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র কোন্দলের সৃষ্টি হয় এবং উক্ত দু'দলের মধ্যেও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘটিত হয়, যা রাষ্ট্রের মধ্যে সীমিত ছিল। উক্ত পদ্ধতিতে সংস্কার তত্ত্বের তাত্ত্বিক দিকসমূহ কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নীতিসমূহ প্রাধান্য লাভ করে।

লুথার

এটা স্বাভাবিক যে সংস্কার আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উপাসনার অনুকূলে একটি বিদ্রোহ ছিল, তা জার্মানি থেকে শুরু হয়, যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি জার্মানদের ভালোবাসা গভীর চিন্তাশীলতা ও মনের রহস্যবৃত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। যখন ইউরোপের দেশসমূহ অর্থ ও সাম্রাজ্যের সন্ধান নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কারে উৎসাহিত ছিল, সে সময়ে একজন মঠবাসী জার্মান সন্ন্যাসী ধর্মীয় বিতর্কের সূচনা করেন, যা নির্দয়ভাবে মানবতাবাদীদের যুক্তিকে অনুসরণ করে, উইক্লিফ ও হাসের পদ্ধতিকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করে এবং অবশেষে ইউরোপকে দুটি বিরুদ্ধবাদী ধর্মীয় শিবিরে বিভক্ত করে যার ফলে রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়।

মার্টিন লুথারের (১৪৯৩-১৫৫৬) রাজনৈতিক চিন্তায় প্রধান অবদান, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ। তিনি গির্জার ক্ষমতার বিরুদ্ধে পার্থিব ক্ষমতার গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তিনি সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি বাধ্যতার কথা বলেন। লুথার উইক্লিফ ও দান্তের মতো গির্জার পদ্ধতির ওপরে জনগণের ক্ষমতার স্থান দিয়েছেন। তিনি Marsilius ও Ockam-এর গির্জার মূল কর্তৃত্ব খুঁজে পেয়েছেন

সাধারণ পরিষদে, পোপের মধ্যে নন। তিনি গির্জার যাজকদের শাসনকে আক্রমণ করেন এবং Canon আইন পদ্ধতিকে জাগতিক গুরুত্ব ও ধনলাভের জন্য ধর্মগ্রন্থ-বহির্ভূত একটি উপায় হিসেবে মনে করেন। পোপের সাথে তার বিরোধের ব্যাপারে তিনি জার্মানির জাতীয় মনোভাবের প্রতি ইতালির বিরুদ্ধে আবেদন জানান যে, রোম জার্মানদের অর্থ আত্মসাৎ করছে।

তার ধারণাসমূহ সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। তিনি প্রথমে গির্জার নির্দিষ্ট দোষ-ত্রুটি বিশুদ্ধকরণের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, সাধারণ সংস্কারের ব্যাপারে তার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। ঘটনার যৌক্তিকতা লুথারকে সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে এবং তার দর্শনকে সম্প্রসারণ ও সংশোধন করতে বাধ্য করে। তার সহিষ্ণু আনুগত্যের মতবাদ বাস্তব অসুবিধার সৃষ্টি করে, যখন জার্মান প্রোটেস্টান্ট রাজকুমার ও সম্রাট পঞ্চম চার্লস এবং লুথারের মধ্যে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়, লুথারও তখন শিক্ষা দেন যে আত্মরক্ষা খ্রিষ্টান ধম অনুমোদন করে, বিশেষ করে অত্যাচারের ক্ষেত্রে। যদি সম্রাট আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখায় প্রজাগণ তখন তার অনুগত থাকতে বাধ্য নয়। লুথারের মতবাদ এইদিক দিয়ে পরবতী সময়ে স্বর্গীয় অধিকারের মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় প্রাধান্য লাভ করে।

তার কিছু লেখা জাগতিক শাসকদের ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করেছে, কৃষকদের অবাধ্যতাকে নসাৎ করেছে, যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে সুইজারল্যান্ড থেকে বালটিক সমুদ্র পর্যন্ত হানাহানির মধ্যে ছিল। লুথার তাদের বাড়াবাড়িতে ভীত হয়েছিলেন, প্রথমে মধ্যপন্থার পরামর্শ দেন কিন্তু সবশেষে জার্মান রাজকুমারদের ভাগ্য তার ওপর বর্তায় এবং জনগণের বিদ্রোহ দমনে চাপ দেন। যখন তিনি কৃষকদের অভিযোগে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তিনি সরকারি কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার বাধাদানে বিশ্বাস করেন নি। তাছাড়া তিনি তার মতবাদে বলপ্রয়োগের ভিত্তির সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত হন নি। তিনি সমতার ধারণার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। অপরদিকে অর্থাৎ বিপরীতে তিনি নাগরিক রাষ্ট্রে পদমর্যাদার অসমতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অপরদিকে গোঁড়া সম্প্রদায়ের আতিশয্যে যা সংস্কার আন্দোলনে মাথাচাড়া দেয় লুথারকে তার মৌলিক মতবাদ সংশোধনে প্রবৃত্ত করে যেমন রাষ্ট্রের বিশ্বাসের ব্যাপারসমূহে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়— রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে সহিষ্ণুতার সীমা নির্দিষ্টকরণের অনুমতির জন্য তাকে বাধ্য করে এবং প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে বলপ্রয়োগ করে। লুথারের সন্ন্যাসী আদর্শের অপছন্দ দরিদ্রতার প্রতি ঘৃণা এবং বৈষয়িক সাফল্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ, যা সুস্পষ্টভাবে আধুনিক এবং মধ্যযুগীয় বিশ্বের সাথে বিপরীতমুখী। এটা তার বিশ্বাসের ব্যাখ্যা দিতে সাহায্য করেছিল যে রাষ্ট্র থেকে কোনো সামাজিক দলের বিচ্ছিন্ন থাকা উচিত নয়। সামন্ততান্ত্রিক ধারণা, সম্প্রদায়সমূহের সম্প্রদায় স্থলে কেন্দ্রীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের আধুনিক ধারণা দ্বারা পুনর্স্থাপিত হয়।

মূলত বাস্তবমুখী হয়ে এবং জার্মানির স্বাধীনতায় আগ্রহী হয়ে এবং সংস্কার আন্দোলনের সাফল্যে লুথার জার্মান রাজকুমারদের সাথে একত্র হন, যা একমাত্র শক্তি যা তার উদ্দেশ্যকে সাধন করতে পারে। তার তখন আসল আগ্রহ ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি, এ পদ্ধতিতে তিনি একনায়কত্বর উন্নতি সাধন করেন। তিনি রাষ্ট্রকে পবিত্র মনে করতেন। এর শাসক কেবল ঈশ্বরের কাছে তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবেন— এ মতবাদ বাস্তব রাজনীতিতে প্রয়োগ করে সংস্কার আন্দোলন মানুষের মনে চিরদিনের জন্য এ শিক্ষা দেয় যে, রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ হচ্ছে গির্জার কর্তৃত্বের জন্য। দেশের আইনের প্রাধান্য সবার ওপরে

এবং যারা এর সীমানায় বাস করে এমনকি যাজকদের ওপরও তা বিশ্বজনীনভাবে বিজয় লাভ করে এ ধারণাকে সাম্রাজ্য থেকে রাজকীয় এবং রাজকুমারের কর্তৃত্বসমূহ স্থানান্তর গির্জা থেকে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে উত্তরণ প্রক্রিয়ায় লুথার রাজাদের স্বর্গীয় অধিকারের চিরস্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মগ্রন্থসমূহের সাহিত্যিক ব্যাখ্যার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে জাগতিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচারণ না করা ছিল কতিপয় শতাব্দী ধরে রাজকীয় লেখকদের প্রধান নির্ভরশীলতা। লুথারের নিকট রাষ্ট্র ছিল প্রধানত পবিত্র। এভাবে তিনি রাষ্ট্রের মর্যাদা উন্নীত করেন, যা পরবর্তীকালে হেগেল ও জার্মান মতবাদিগণ আরও উন্নীত করেন। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ তত্ত্ব ক্যালভিনের অনুসারীদের এবং জেসুইটদের খ্রিষ্টীয় যাজক সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপযোগিতা মতবাদ দ্বারা প্রচলিত হয়।

মেলাংথন

ফিলিপ মেলাংথন (১৪৯৭-১৫৬০) যিনি লুথারের শিষ্য ছিলেন, তিনি তার গুরুর সঙ্গে সংস্কার মতবাদের পক্ষে একমত হন। কিন্তু তার মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি অবসরমুখী এবং পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু বাস্তববাদী ও আগ্রাসী ছিলেন না। তিনি উদার মানবিক ভাবপূর্ণ মানবতাবাদী প্রাচীন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরিসটোটলের দর্শনের এবং সাধারণ আইনের ভক্ত ছিলেন— এ দুটিকেই লুথার নিন্দা করতেন। মেলাংথন নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনের সার্বজনীন পদ্ধতি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন বাইবেলের শিক্ষাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। তার রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারায় প্রধান অবদান হলো তিনি প্রকৃতির আইনের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এভাবে তিনি প্রোটেস্টান্ট জগৎকে সরকার ও আইনকে যাচাই করার একই প্রক্রিয়া দিয়েছিলেন, যা ভিন্নধর্মী লোকেরা ও ক্যাথলিক লেখকগণ প্রথমে ব্যবহার করেন।

মেলাংথন শিক্ষা দেন যে প্রাকৃতিক আইন মানবীয় মনে কতিপয় নীতিসমূহ রোপণ করেছে, যা ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রত্যক্ষভাব অবতীর্ণ হয়েছে এবং কতিপয় নীতি মানুষের প্রকৃতি থেকে এসেছে। যে-কোনো প্রতিষ্ঠান ও আইন এসব উৎস থেকে এসেছে তা স্বাভাবিক ও সঠিক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রাষ্ট্রকে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলনরূপে বিচার করা যায়, যা পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যার ফল মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তি। এভাবে রাষ্ট্রকে প্রকৃতভাবে স্বর্গীয় এবং বহু ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিবেচনা না করা হয়। মেলাংথন বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে সত্য ধর্মকে উন্নীত করা অতএব রাষ্ট্র মিথ্যা উপাসনা এবং খ্রিষ্টানবিরোধী তৎপরতা বন্ধ করবে। তিনি গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে রায় দেন। তার যুক্তি এই ছিল যে, রাষ্ট্রের সেই সম্পত্তি নেয়ার অধিকার রয়েছে, যা এর মালিক কর্তৃক অপব্যবহার হয়েছে। তিনি দাসত্ব প্রথাকে তুলে ধরেন এবং কৃষক বিদ্রোহের ওপর তার কোনো সহানুভূতি ছিল না।

মেলাংথন লুথারের মতো সন্ত্রাসবাদী আদর্শের বিরোধিতা করেছেন। কারণ এটা খ্রিষ্টান কমনওয়েলেথের বিশ্বাসীদের একতা ও সমতার ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি গির্জার শাসনে বলপ্রয়োগের ক্ষমতাকে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আধ্যাত্মিক তলোয়ারের মালিকানায় নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রেই সত্যিকার সঠিক সমাজ জীবন রয়েছে এবং গির্জাকে তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার অধীনে নিয়ে আসেন। তিনি জাতীয়তাবাদী ধারণাকে তুলে ধরেন। তিনি সার্বজনীন সাম্রাজ্যের তত্ত্বকে বাতিল করেন এবং যুক্তি প্রদর্শন করেন যে বিশ্ব পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সংগঠিত হবে। তিনি

রাজতান্ত্রিক সরকারের সমর্থন করেন। কারণ তিনি শাসকদের স্বর্গীয় ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সহিষ্ণু আনুগত্যের শিক্ষা দেন। লুথারের সঙ্গে তার কোনো কোনো ধারণা অসামঞ্জস্যতা প্রদর্শন করেছে। কারণ চিন্তার অবস্থা ছিল অবিন্যস্ত, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়। তার কোনো কোনো লেখায় দেখা যায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে নির্যাতনের বিপদ আসে ঐশ্বরিক অধিকার ও সহিষ্ণু আনুগত্য থেকে এবং যখন শাসকগণ অত্যাচারী হয় এবং প্রোটেস্টান্ট প্রজাগণ ক্যাথলিক রাজকুমার দ্বারা শাসিত হয়, তিনি তখন বাধা প্রদানের অধিকার ব্যক্ত করেন। তার পরবর্তী বছরসমূহে মেলাংথন মুক্ত নগরের সংগঠন দেখে মুগ্ধ হন এবং তিনি রাজতন্ত্রের বদলে অভিজাততন্ত্রের অনুকূলে ছিলেন এবং তার মতে অভিজাততন্ত্রই সর্বোকৃষ্ট ধরনের সরকার।

জুইংগলি

ইতালিতে নৌ-সেনাদের কার্যাবলির মাধ্যমে সুইসরা পোপদের বিলাসিতার এবং রাজনৈতিক উচ্চাশার সাথে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুইস ক্রমে গির্জার ক্ষমতাকে সীমিত করে এবং গির্জার পুরোহিতগণকে জাগতিক আদালতসমূহের আওতাধীনে আনয়ন করে। গির্জা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তখন স্বীকৃতি লাভ করে। রোম থেকে সুইস বিদ্রোহ জার্মান ভাষাভাষী দেশে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং এর নায়ক ছিলেন জুইংলি (১৪৮৪-১৫৮১)। একই সঙ্গে লুথার জার্মানিতে বিদ্রোহ করে। জুইংলি একজন মানবতাবাদী ছিলেন এবং লুথারের মতো চরমপন্থী ছিলেন না। লুথার তাকে ভিন্নধর্মী হিসেবে গণ্য করতেন। কারণ পৌরাণিকতার ওপর তার অনুরাগ ছিল এবং আদি পাপের মতবাদের ওপর তার উদার মানসিকতা ছিল। তিনি লুথার অপেক্ষা রাজনীতিতে অধিক আগ্রহী ছিলেন। তবে ধর্মতত্ত্বে ততটা নয়, বাস্তব সংস্কারের প্রতি তার অনুরাগ তার মাতৃভূমির কল্যাণের চিন্তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল।

সুইস সংস্কার সংস্কারক দলের সঙ্গে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িত ছিল, যা সরকারের গণতন্ত্রকে সমর্থন করে এবং নৈতিক ও দেশাত্মবোধকে দুর্নীতি দমনের আকাঙ্ক্ষা করেছিল, যা বিদেশি প্রভাবের ফলে হয়েছে এবং এক ধনিক শাসন নৌ কার্যকলাপের পদ্ধতির থেকে সৃষ্ট যা থেকে পোপগণ ভাতা নিত। জুইংলির দল ধর্মীয় ভিত্তির ওপর জাতীয় সংস্কারের চেষ্টা করেন।

সুইজারল্যান্ডের সংস্কার প্রতিষ্ঠিত সরকারি পরিষদসমূহের সংস্থাগুলো দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তাদের কার্যাবলির দ্বারা Ziwingli-এর ধারণাসমূহ আইনের আকারে স্থাপিত হয়। এভাবে জুইংলি সম্প্রদায়ের অধিকারকে নাগরিক ও ধর্মীয় জীবনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে আনার জন্য ধরে রাখেন। এভাবে গির্জা ও রাষ্ট্র একটি একক পদ্ধতিতে মিলিত হয় এবং রাজনৈতিক সংস্থা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা এবং ভিন্নধর্মীদের দমনের জন্য রাষ্ট্রের অধিকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জুইংলি নিজ শহর জুরিখে Anabaptists-দের তাদের ধারণা অনুযায়ী পবিত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে জুইংলি ঐসব শাসনতান্ত্রিক বিভাগের বিরোধিতা করেন, যারা পুরনো বিশ্বাসকে একই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য ধরে রাখে এবং ক্যাথলিক ক্যান্টনদের প্রচেষ্টা দমনে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন। কারণ তারা তার অনুসারীদের ক্যাথলিক ধর্ম অনুসরণে বলপ্রয়োগ করছিল।

সুইজারল্যান্ডের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আবহাওয়া এবং প্রাচীন লেখকদের ধারণা

জুইংলিকে রাজনৈতিক সংগঠনের নানা প্রকার ভাবধারা গ্রহণে সহায়তা করে। তাদের মধ্যে লুথার ও মেলাংথন অন্যতম। রাজতন্ত্রের স্বর্গীয় অধিকার ও প্রজাদের কাছ থেকে সহিষ্ণু আনুগত্য লাভের স্থলে জুইংলি খ্রিষ্টানদের জন্য কমনওয়েলথ স্থাপনের চিন্তা করেন, যেখানে বিশ্বাসিগণ নাগরিক ক্ষমতা স্থাপন ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের প্রশাসন কার্যে সহায়তা করবে। আদি খ্রিষ্টধর্মের সামাজিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই ছিল জুইংলির রাষ্ট্রীয় আদর্শ।

ক্যালভিন

শ্রেষ্ঠতম সংস্কারের ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ক্ষেত্রে যিনি সর্বাধিক অবদান রেখেছেন তার নাম জন ক্যালভিন (১৫০৯-১৫৬৪)। আইনবিদ হিসেবে প্রশিক্ষণ লাভ করে ক্যালভিন একটি সংশোধিত ধর্ম ও বিস্তারিত যুক্তিপূর্ণ মতবাদ প্রদান করেন, যা স্বচ্ছতার এবং বিচ্ছিন্নতার দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যগতভাবে ফরাসি এবং তুলনামূলকভাবে যা রোমান ক্যাথলিক গির্জার জন্য লিখিত সেন্ট টমাস একুইনোসের অবদানই বহন করে। ক্যালভিন পবিত্র ধর্মগ্রন্থের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার অনুমোদন বাতিল করেন, তিনি ভয় করেন যে বিপ্লবী সামাজিক মতবাদ সংস্কারের সাথে যুক্ত ছিল। তার লক্ষ্য ছিল খ্রিষ্টান বিশ্বাসের একটি সম্পূর্ণ ও সঙ্গতিপূর্ণ প্রকাশ দিতে, যার ভিত্তি হবে কর্তৃপক্ষের আইনগত ধারণা ও নির্দেশ। তিনি চিন্তা ও ইচ্ছাকে আনতে চেষ্টা করছেন তার নিজের এবং অন্যের জীবনে, গির্জা ও রাষ্ট্রকে আইনের অধীনে আনতে এনেছিলেন। মুসার নীতি একটি সুশৃঙ্খল কমনওয়েলথ গঠনের জন্য ক্যালভিনের ধারণার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে যাতে সাধারণভাবে ধর্মীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এর বিস্তারিত আলোচনা ছিল।

গির্জা ও রাষ্ট্র একই পদ্ধতিতে একত্র থাকবে। ক্যালভিন জুইংলির এই ধারণা বাতিল করেন। ক্যালভিন শিক্ষা দেন যে সরকারের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব শাখা সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি বিশ্বাস করতেন চাহিদার প্রেক্ষিতে গির্জা সংগঠিত হবে এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে ধর্ম সম্মেলনে প্রদত্ত বয়স্কদের কাছে, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে কার্যাবলি সীমাবদ্ধ রাখবেন। তিনি বলেছেন রাষ্ট্র অপরিহার্য এবং তা তার সদস্যদের দৈহিক প্রয়োজনের যত্ন নেবে। এটা শৃঙ্খলা ও সম্পত্তি রক্ষা করবে এবং বিশেষ করে দয়া ধর্ম রক্ষা করবে।

রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে জনগণের উপাসনা বৃদ্ধি এবং ধর্মের স্বার্থ বৃদ্ধি। ক্যালভিন বলেছেন, প্রতিটি খ্রিষ্টান এইসব উদ্দেশ্যের জন্য রাষ্ট্রকে সমর্থন করবে। সরকারকে মান্য করা হচ্ছে ধর্মীয় কর্তব্য এবং কোনো লোকেরই রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা উচিত নয়। একই সঙ্গে ক্যালভিন সরকারি সংস্থাকে স্বীকৃতি দিতে চান যেমন পরিষদের প্রতিনিধিগণ অত্যাচারী রাজাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং খ্রিষ্টানগণ আইনগতভাবে অস্ত্র ধারণ করবে তাদের ক্ষমতা প্রদত্ত নেতাদের অত্যাচার নিবারণার্থে। তাছাড়া প্রজগণ ও রাজার ইচ্ছাকে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। যদি আইন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী হয়। এইসব শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধাচরণের ভিত্তি, যা ক্যালভিনের সদস্যগণ পরবর্তীকালে প্রচার করেছেন। সরকারকে সাধারণত ক্যালভিন মান্য করতে শিক্ষা দিয়েছেন। লুথার জনগণের বিবেকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। যা আদি মৌলিক উপাদান বলে প্রমাণিত হয় ও বিচ্ছিন্নতা ডেকে আনে, যা আশা করা গিয়েছিল। অতএব ক্যালভিন বেসরকারি সরকার আইনের কর্তৃত্ব এবং প্রশাসকদের প্রতি খ্রিষ্টানদের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। ক্যালভিন কর্তৃত্বজনিত মনোভাব পছন্দ করতেন এবং স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন না।

একতাবদ্ধ জনগণের ওপর তার ঘৃণা ছিল এবং তিনি একটি অভিজাত ধরনের সরকার পছন্দ করতেন। তার মতাদর্শ ছিল শক্তিশালী শাসক, যিনি একক ও নিয়মবদ্ধ পদ্ধতির প্রতি বাধাকে অপছন্দ করেন।

ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হয়ে ক্যালভিন জেনেভায় বসবাস শুরু করেন, যেখানে স্বেচ্ছাচারী সরকারের ক্ষমতা দেয়া হয় এবং তিনি সেখানে সরকারের মধ্যে ধর্মীয় ও আভিজাত্যিক অনুশীলনের চেষ্টা করেন। তিনি সে ক্ষুদ্র শহরে তার মতবাদ অনুযায়ী ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে পৃথক করতে পারেন নি। নৈতিক বিধি আইনের ভিত্তি হয় এবং তীব শাস্তিজনক বৈরাগ্য জীবন ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ খ্রিষ্টধর্মীয় পরিষদের যন্ত্রে পরিণত হয়। একটি স্বয়ংক্রিয় ধনিক শাসন গির্জা ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ এবং পিউরিটান পদ্ধতির কঠোর নিয়ম পালন এবং ভিন্নমতের ধারণাকে ভেঙে ফেলা হয় এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত।

ক্যালভিনের ধারণাসমূহ অন্য সংস্কারকদের মতো ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। ফ্রান্স, হল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ডে ক্যালিভিনের আদর্শ প্রটেস্টান্ট মতবাদ অনুসরণ করা হয়। এই অনুসারীদের কার্যক্রম এবং দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষকে প্রতিহত করা হয় এবং ক্যালভিনের মতবাদ স্বাধীনতার উন্নয়নের সহায়ক হয়। কৃষক বিদ্রোহে ভীত হয়ে এবং এনাব্যাপটিস্টদের সীমা অতিক্রম করার ফলে লুথার জাগতিক রাজপুত্র দের শরণাপন্ন হন ও আইন-শৃঙ্খলা এবং যার মতবাদ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শভিত্তিক ছিল না। তিনি তার শিষ্যদের মাধ্যমে আধুনিক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সঙ্গে সংযুক্ত হন।

এর প্রধান কারণ হচ্ছে ক্যালভিনের মতবাদ তারাই গ্রহণ করেছিল যারা রাষ্ট্রে সংখ্যালঘ বলে অভিযুক্ত ছিল এবং যারা অত্যাচারীদের প্রতিরোধ করেছিল। নেদারল্যান্ড ও ফ্রান্সে ক্যালভিন স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন এবং তার বিরোধিতার জন্য একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি চাচ্ছিলেন। ইংল্যান্ডে ক্যালভিনের মতবাদ সংখ্যালঘুদের মতবাদ ছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল নির্যাতিত না হয়ে স্বাধীনতাকে জীবিত রাখা। ক্যালভিনীয় অনুসারীদের জন্য এটা ছিল বাঁচার জন্য সংগ্রাম, যা সরকারের মতবাদকে অগ্রগামী করে একচ্ছত্র কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ করেছে। ধর্মীয় ব্যাপারে জাগতিক প্রতিবন্ধকতার মতবাদের বিরোধিতা করে ক্যালভিন মতবাদিগণ আধুনিক স্বাধীনতার বিজয়ী সমর্থক হন, যখন তাদের মতবাদ রাজাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যাদের অধীনে তারা বাস করতো। ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে তারা সে মতবাদ কার্যকরী করে যা দ্বারা ঈশ্বর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার নিরাপত্তা লাভ করবে, রাজকীয় কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট সীমিত ক্ষমতা থাকবে এবং শাসক ও প্রজা উভয়েই উচ্চতর আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

যেখানে লুথার ও জুইংলি গির্জাকে রাষ্ট্রের অধীনে অন্যার চেষ্টা করেছেন, বেসামরিক শাসকদের অনুমতি দিয়েছেন মতবাদ ও অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে এবং তাদের ধর্মকে রাষ্ট্রের উপাসনায় পরিণত করেন। ক্যালভিন রাষ্ট্র ও গির্জার মধ্যে একটি পরিষ্কার সীমারেখা অঙ্কন করেন এবং গির্জার নিজস্ব কার্যক্রমকে রাষ্ট্রের অধীনে ন্যস্ত করেন নি। ক্যালভিনীয় মতবাদ যেখানেই রোপণ করা হয়েছিল এটা বেসামরিক শাসকদের প্রতিহত করার কোনো চেষ্টা করে নি যারা ধর্ম ও বিবেকের ওপর হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিল। এই পার্থক্য অবশেষে বেসামরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকে পৃথক করে। এটা রাষ্ট্রকে ধর্মীয় ব্যাপারে তার ক্ষমতা সম্প্রসারণের ব্যাপারে এবং ধর্মীয় আইনের একজন কার্যকর হিসেবে বাধা প্রদান করে। এটা ক্যালভিনীয় সংখ্যালঘিষ্ঠদের বেসামরিক কর্তৃপক্ষের এ চেষ্টাকে

প্রতিহত করার ক্ষমতা দান করে, যাতে তারা একই ধরনের রাষ্ট্রীয় উপাসনা করতে বাধ্য হয়।

ক্যালভিনীয় মতবাদ রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে উন্নীত করে গির্জা প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রজাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য। ধর্মীয় সভা দ্বারা যাজক নির্বাচিত হবে এবং সাধারণ লোকেরাও মন্ত্রীদের ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করবে। যেসব দেশে ক্যালভিনীয় মতবাদ রাষ্ট্রের বৈরী হয় সেখানেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রসার ঘটে। মানুষ গির্জার ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সমান সুযোগ-সুবিধা দাবি করেন। নিউ ইংল্যান্ডে উপনিবেশে এই ধারণা গুরুত্ব লাভ করে।

সমাজতান্ত্রিক ধর্মীয় সংঘসমূহ

প্রথমদিক থেকেই খ্রিষ্টান ধর্ম সমাজতান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ঈশ্বরের চোখে সব মানুষ সমান এটাই শিক্ষা দিয়েছিল এবং স্বেচ্ছাদারিদ্র্যে উচ্চ মূল্যবোধ স্থাপন করে। মধ্যযুগে এটা শিক্ষা দিয়েছিল যে ব্যক্তিগত সম্পদ এসেছে মানুষের পতনের ফল থেকে। এটা সম্প্রদায়ের মালামালকে আদর্শ হিসেবে স্থাপন করে। নানা প্রকার ধর্মীয় আদেশ এ ধারণাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে কিন্তু সফলকাম হয় নি। কতিপয় ভিন্নধর্মী (খ্রিষ্টানবিরোধী) সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের সম্পদকে তাদের ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত করে। দ্বাদশ শতাব্দীর Waldenses এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর Apostolicans এরূপ ভ্রাতৃত্বের উদাহরণ। উভয় ক্ষেত্রে তারা দাবি করে যে, তারা প্রাথমিক গির্জার নীতি প্রয়োগ করছে। উইক্লিফ ও হাসের মতবাদ ঐসব শ্রেণীর লোকের মধ্যে সামঞ্জস্যতা লাভ করে, যারা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অসন্তোষের মধ্যে কালাতিপাত করছিল, এমতাবস্থায় তারা সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইংল্যান্ড চতুর্দশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহ এবং বোহেমিয়ার বিদ্রোহ ছিল গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দ্বাদশ শতাব্দীর এবং পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল তন্তুবায়দের দ্বারা, যা তাদের পেশাগত বৈশিষ্ট্যে সাধারণ সম্পত্তিসহ শ্রমিক ঐক্যের ধারণার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বোহেমিয়া থেকে জার্মানিতে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে সামন্তবাদের করভারে ও গির্জার শোষণে কৃষকগণ পীড়িত ছিল এবং যখন শহরের শ্রমিকগণ শক্তিশালী দল ও পুঁজিবাদী সংগঠনের দ্বারা শোষিত হতো। অর্থনৈতিক অসন্তোষ ছোটখাটো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহে পরিণত হয় এবং তা লুথারের মতবাদেরই প্রতিফলনেই ঘটে এবং যার ফলে কৃষক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অস্ত্র ও অসংগঠনের দুর্বলতার জন্য কৃষকগণ রাজকুমারদের প্রশিক্ষিত সৈন্যদের হাতে পরাজিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ধারণা শক্তিশালী ধর্মীয় পটভূমিতে একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে টিকে থাকে, যা Anabaptists নামে পরিচিত। নেদারল্যান্ডে উক্ত সম্প্রদায়ের আধিক্য ছিল তারা প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী ছিল এবং স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়। ফলে তারা তীব্রভাবে নির্যাতিত হয়।

১৫২৬ সালে Anabaptists-মতালম্বিগণ মোরাভিয়ায় বসতি স্থাপন করে এক শতাব্দী যাবৎ একটি বিস্তারিত সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে নির্বাহ করে। তারা লেখাপড়াকে ঘৃণা করতো এবং কায়িক শ্রমের উচ্চমর্যাদা দিত। তাদের সম্পত্তি ছিল সবার জন্য এবং ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন বিলুপ্ত করা হয়। উক্ত সম্প্রদায় কয়েকশ' লোকের বিরতি

পরিবারসমূহ নিয়ে সংগঠিত ছিল, বিবাহ সম্প্রদায়ের প্রধান কর্তৃক সম্পন্ন হতো এবং শৈশবেই শিশুগণকে পিতামাতার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হতো এবং কঠোর শাসন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিপালন করা হতো। সম্প্রদায়টি গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত ছিল। সদস্যদের নামে বয়োজ্যেষ্ঠদের একটি পরিষদ কাজ করতো। অর্থনৈতিকভাবে উক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাফল্য লাভ করে উক্ত সমাজ উন্নতিশীল ছিল যে পর্যন্ত অস্ত্র প্রয়োগ করে তাদের ধ্বংস করে দেয়া না হয়। সাংগঠনিক দিক দিয়ে প্লেটোর *Republic* ও মুরের *Utopia*-এর সাথে এর মিল ছিল। Anabaptistগণ রাষ্ট্রকে একটি প্রয়োজনীয় দুষ্টক্ষত হিসেবে মনে করে এবং ততক্ষণই রাষ্ট্রকে মানা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত আইন বিবেককে পীড়িত না করে। তারা আদালতে শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় ও কোনো চাকরি গ্রহণেও রাজি ছিল না, তারা বিশ্বাস করতো রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ খ্রিষ্টান ধর্মে প্রবর্তিত সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বিরোধ সৃষ্টি করবে। তারা যুদ্ধের বিরোধিতা করে এবং অস্ত্র গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ঐ দলের লোকগণ তাদের অকাট্য বিশ্বাস থেকে ধীরে ধীরে সরে পড়ে ও ইউরোপের নানা স্থানে অত্যাচার এবং অভিযোগ থেকে রেহাই পায়। কেউ কেউ হল্যাণ্ড ও পূর্ব ইউরোপে বসতি স্থাপন করে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে তাদের ধারণা ইংরেজ কোয়েকার ও স্বাধীনতাকামীদের দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জি :

Allen W.A., *A History of Political Thought in the Sixteenth Century,*
Barker Ernest : *Traditions of Civility.*
Boehmes, Heinrich, *The Road to Reformation.*
D'Entreves, A.P,, *The Medieval Contribution to Political Thought.*
Jarrett, Bede, *Medieval Socialism.*
Mackinnon, James, *Calvin and the Reformation.*
Smith, P., *The Age of Reformation.*
Waring, L.H., *The Political Theories of Martin Luther.*

একাদশ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রাজনৈতিক চিন্তাধারা

বিধর্মী ও পোপের শিষ্যবৃন্দ

বিধর্মী ও রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বিগণ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য ও রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে জনতার ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা সংগ্রামকারীদের পৃথক করে দেয়। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের দ্বন্দ্বে এবং জাতীয় ধর্মসমূহ স্থাপনে, ঈশ্বরের প্রতি ও রাজার প্রতি আনুগত্য ছিল অভিন্ন। ভিন্ন ধর্মীয়গণ ছিল ক্যাথলিক শাসকদের শত্রু এবং পোপের শিক্ষকগণ ছিল প্রোটেস্টান্ট শাসকদের কাছে দেশদ্রোহী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ধারণার ধাঁধার মধ্যে বিরোধপূর্ণ ধর্মীয় দলের তীব্র কলহ, কোন্দল জনসংঘর্ষ ও আন্তর্জাতিক বিবাদের সূচনা করে।

স্পেন ও ইংল্যান্ডে রাজকীয় শক্তি এ সময় যুদ্ধ দমনে যথেষ্ট পরাক্রমশালী ছিল। স্পেনে দ্বিতীয় ফিলিপের সময় হেপস্‌বার্গ সাম্রাজ্য ক্ষমতার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। স্পেনের নৌ-বাহিনী সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করে এবং এর পদাতিক সৈন্য ইউরোপের সর্বাধিক দক্ষ সেনাদল ছিল। বস্তুত পক্ষে এটি নতুন বিশ্বে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে এবং প্রতি বছর এর নৌজাহাজগুলো রত্ন সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে আসতো। ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগাল এবং পূর্ব ভারতীয় সাম্রাজ্য স্পেনের দখলে আসে। স্পেন সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না এ অহঙ্কার বাস্তবে পরিণত হয়। সংস্কার ধারণা স্পেনে প্রাধান্য পায় নি এবং বিধর্মীদের নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয়। ক্যাথলিক বিশ্বাসে অবিসংবাদিত্ব নেতারূপে স্পেন স্বীকৃতি লাভ করে। জাতীয় অহঙ্কারের গরিমায় স্পেনের রাজা একনায়কত্বের ক্ষমতা নিয়ে একটি কেন্দ্রীভূত ধর্মীয় একাত্ম রাষ্ট্রকে শাসন করেন।

এলিজাবেথের অধীনে ইংল্যান্ড স্পেনের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয় শক্তিশালী মনোভাব এবং স্পেন সাম্রাজ্যের ভয়ে ভীত রানী এলিজাবেথকে বিনাবাধায় অধিক শক্তির মাধ্যমে শাসন করতে উৎসাহিত গোঁড়া সম্প্রদায় বিরোধিতা করে ইংল্যান্ড প্রোটেস্টান্টদের প্রধান ঘাঁটি হয়ে দাঁড়ায়। স্পেন ও ইংল্যান্ডের মধ্যে বিরোধ ধর্মীয় কোন্দলে পরিণত হয় এবং কে সমুদ্রে প্রাধান্য বিস্তার করবে এ নিয়েও দ্বন্দ্ব হয়। আরও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় আমেরিকার সম্পদ নিয়ে। ধর্মযুদ্ধের তাগিদে আরমাডাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। স্পেন ও ইংল্যান্ডের সরকারের একচ্ছত্র শাসনের ফলে রাজনৈতিক তত্ত্ব স্বল্পই মনোযোগ লাভ করে, যদিও স্পেনের লেখকগণ বিজ্ঞান ও আইনে প্রভূত অবদান রাখেন।

ফ্রান্স, স্কটল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডে ক্যালভিনের মতবাদ যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করে। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জনযুদ্ধ, যার সাথে জড়িত ছিল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এসব মাঝে মাঝেই সংঘটিত হতো। এসব সংঘর্ষের মাধ্যমে মূল্যবান রাজনৈতিক চিন্তার অবদান পরিলক্ষিত হয়। ফ্রান্সে সিংহাসন লাভের জন্য বিদ্রোহী নোবেল পরিবার ও

ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট হিউগনটদের যুক্ত দ্বন্দ্ব শুরু হয়, স্পেন ও ইংল্যান্ডের সাথে তারা নিজ নিজ গোত্রের সমর্থন করে। স্কটল্যান্ডের John Knox-এর অনুসারী Presbyterianগণ ক্যাথলিক নোবেলদের, রানী মেরীর সমর্থকদের সাথে অব্যাহত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। নেদারল্যান্ডে প্রোটেস্টান্টদের অভিযুক্তকরণ এবং স্থানীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ও করের বোঝা চাপানো বিদ্রোহে পরিণত হয়। ফলে উত্তর প্রদেশসমূহ স্পেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ইউরোপের প্রোটেস্টান্ট শক্তিসমূহের সাহায্যপুষ্ট হয়ে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে।

যদিও সংস্কারকগণ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে প্রজাগণ অবশ্যই ক্ষমতাধারীদের আনুগত্য প্রদর্শন করবে। প্রোটেস্টান্টগণ সমরসজ্জায় সজ্জিত হয়ে এই দ্বন্দ্বে আগ্রাসনের ভূমিকা পালন করে। ক্যালভিনপন্থীদের দমন করার সমর্থনে একটি নতুন মতবাদের প্রয়োজন হয় ফ্রান্স, স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডে ক্যাথলিক শাসকদের জন্য। এ উদ্দেশ্যে শান্তি সংস্থাপক যুগের (Concilior Period) ধারণা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। প্রকৃতির অব্যাহত আইনকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে একীভূত করা হয় এবং একে মানবীয় যুক্তিবাদ দ্বারা ও বিবেকের নির্দেশে ব্যাখ্যা করা হয়। এটা ধারণা করা হয় যে, শাসক এবং প্রজাগণ অবশ্যই আইন মেনে চলবে। রাজার ক্ষমতার ধারণা তার ও জনগণের মধ্যে চুক্তিতে অবস্থান করে এবং এও বলা হয়, যদি শাসক আইনের উর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করেন তাকে প্রজাগণ মান্য করবে না এবং তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে, তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে এবং নতুন একটি রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় কোন্দল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদ্রোহের পথ উন্মোচন করে। এর ফলে রাজাবিরোধী সামাজিক চুক্তির মতবাদ ও প্রাকৃতিক অধিকারের উদয় হতে থাকে।

ওলন্দাজদের বিদ্রোহের সাফল্য রাজনৈতিক চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। একনায়কত্বের বিরুদ্ধে এটি নানা প্রকার প্রবণতা সংগ্রহ করে এবং ঐগুলোকে বাস্তব কার্যকরী করে। এর লক্ষ্য ছিল, জাতীয় ধর্মীয় এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা। নেদারল্যান্ডের চিন্তাবিদগণ জাতীয় স্বাধীনতার নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তারা রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক যুক্তিকে কণ্টকমুক্ত করেন। তারা ধর্মীয় সহনশীলতার সুচিন্তিত ধারণা প্রকাশ করেন। তারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ওপর জোর দেন এবং সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির পথ রচনা করেন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বাস, শিল্প স্থাপন ও শান্তির আগ্রহ তারা প্রদর্শন করেন। তারা আইনের শাসনের মতবাদের উন্নতি সাধন করেন, যাতে রাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রে সমান অধিকার আইনের দৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

একটি জগৎ যেখানে একনায়কত্ব দ্রুত প্রসার লাভ করে, ওলন্দাজগণ সে সময় স্বাধীনতা ও মানবিক প্রজ্ঞাকে ধরে রাখে। তাদের প্রচেষ্টায় ইউরোপে স্পেনের আগ্রাসন পদ্ধতি দমন হয়। নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের জন্য তারা বাসস্থান দান করে। তারা ইংল্যান্ডের ওপর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে তারা তাদের নিকট স্বাধীনতার মশাল তুলে দেয়, যে সময় Richelio-এর মতো রাজনীতিবিদ Bossuet এবং লয়েডের মতো ধর্মযাজক যারা রাজার স্বর্গীয় অধিকারকে গৌরবোজ্জ্বল করেন। ওলন্দাজগণ মতবাদ এবং অনুশীলনকে প্রগতিশীল আদর্শ, স্বায়ত্তশাসনের প্রগতিশীল আদর্শ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে তুলে ধরেন।

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় ইউরোপীয় সম্প্রসারণের ফলাফল

মধ্যযুগে পৃথিবী ও জ্ঞানকে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত মনে করা হতো। রোমান সাম্রাজ্যর কোনো শত্রু ছিল না। Ptolemaic জ্যোতিষ বিজ্ঞান বিশ্বমন্ডলকে একটি বৃহৎ বৃত্ত বলে মনে করতো, যা অন্যান্য বৃত্তকে আবৃত করে আছে এবং এর মধ্যস্থলে রয়েছে পৃথিবী। টমাস একুইনাসের পদ্ধতিতে বিস্তারিত ও খাঁটি বলে মনে করা হতো। প্রকৃতিব পৃথিবী এবং চিন্তার পৃথিবী খাঁটি যথার্থ ঐক্য মনে করা হতো এবং নতুন ধারণাকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো। একটি প্রভাব এ দৃষ্টিভঙ্গিকে ভেঙে দেয়, যা মধ্যযুগীয় ভাবধারা থেকে আধুনিক ভাবধারাকে নিয়ে আসে এবং এটা ছিল ইউরোপের ভৌগোলিক সম্প্রসারণ।

এ পদ্ধতি ধর্মযুদ্ধের সময় থেকে শুরু হয়, যা তীর্থ যাত্রায়, বাণিজ্য, ভ্রমণ ও মিশনারি কার্যক্রমকে সঞ্জীবিত করে। ইউরোপের কল্পনা ধর্মযোদ্ধাদের প্রত্যাবর্তনের গল্পের সাথে যুক্ত হয়, যাতে ছিল প্রাচ্যের ধনরত্ন ও আশ্চর্য বস্তুর কথা। এর ফলে বণিক, পরিব্রাজক ও মিশনারিগণ দূরবর্তী অঞ্চলে যাত্রা শুরু করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পোপের দূতগণকে মধ্য এশিয়ায় তাতার খানের নিকট পাঠানো হয় এবং Polos ভেনিসের বণিকগণ স্থলপথে সমস্ত এশিয়া ভ্রমণ করে সমুদ্রের দক্ষিণ উপকূলে গমন করে তাদের নিজ শহরে ফিরে আসে। যখন পূর্ব ভূমধ্যসাগর তুর্কিরা বন্ধ করে দেয় প্রাচ্যে সমুদ্রপথে গমনের প্রচেষ্টা চরমে ওঠে। পর্তুগিজ নাবিকগণ আফ্রিকা ঘুরে ভারতে পৌঁছে। কলম্বাস পশ্চিমের সমুদ্র পথে প্রাচ্য খুঁজতে গিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। অবশেষে ম্যাগলিন সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এভাবে ইউরোপের সম্প্রসারণের ধারণা বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয় ও সমস্ত বিশ্বে তাদের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং ইউরোপীয় জীবনযাত্রা ও চিন্তার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রাচ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়।

আবিষ্কারের ফলে অর্থনৈতিক ফলশ্রুতি দেখা দেয়। উটের বহরের বদলে Caravel-এর প্রবর্তন হয় এবং নতুন বাণিজ্যিক পথ গুরুত্বপূর্ণ হয়। ইউরোপের বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে ভূমধ্যসাগর বন্ধ হয়ে যায় এবং ইতালির শহরসমূহের গুরুত্ব কমে যায়। পশ্চিম ইউরোপের আটলান্টিকের তীরে জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয় এবং নতুন সামুদ্রিক বন্দর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মূল্যবান ধাতুসমূহ প্রাচ্যের উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য মূল্যের বিনিময়ে এশিয়া থেকে আসত এসবের প্রাচুর্য আরও বেড়ে যায়। স্পেন একাই ৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের স্বর্ণ সংগ্রহ করে, এর সাথে রৌপ্য ও বিজিত দেশসমূহ থেকে নিয়ে আসে। বাণিজ্যের রকম এবং মাত্রা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ও বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়ে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে এবং সরকার থেকে সুবিধা ও ক্ষমতা লাভ করে। পুঁজিবাদ এবং নগরজীবন প্রাধান্য বিস্তার করে সামাজিক সংগঠন বিস্তৃত ভাঙনের সৃষ্টি হয় এবং নতুন সমাজ ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ দেখা দেয়। অষ্টম শতাব্দীর শিল্প বিদ্রোহ ষোড়শ শতাব্দীর বাণিজ্যিক বিদ্রোহ থেকে সূত্রপাত হয়।

নতুন ভৌগোলিক জ্ঞান লাভের ফলে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা সংশোধিত হয়। পৃথিবীর মধ্যযুগীয় মতবাদ যে পৃথিবী একটা ডিস্কের মতো যা আকাশমণ্ডলে ঘুরে এ ধারণা নস্যাৎ হয়। Ptolemy কোপারনিকাসের পথ খুলে দেয় এবং ধর্মীয় বিশ্বাস যার ভিত্তি ছিল পৃথিবী বিশ্বমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দু, ক্রমে প্রসার দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা এ ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটে। নগরজীবনের বৃদ্ধি এবং পার্থিব নগর সংস্কৃতি ভিন্নধর্মী পৌরাণিক ভাবধারার পুনর্জাগরণের ফলে অনড় মধ্যযুগীয় গির্জা সংস্কৃতির বিরোধিতা দেখা দেয়।

নতুন জগৎ বিরোধী ধর্মীয় দলগুলোর জন্য আশ্রয়স্থল গড়ে তোলে, সাথে সাথে

মিশনারি তৎপরতার ক্ষেত্র নির্মাণ করে। ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপনিবেশসমূহ স্থাপিত হয়। ধর্মীয় ধারণার ঐতিহ্যগত বিশ্বাস এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

আবিষ্কারসমূহ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সুফল দান করে। পশ্চিম ইউরোপের নতুন জাতিসমূহ দূরবর্তী দেশে কর্মতৎপর হয়ে ওঠে এবং মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্য, বিশ্ব ঐক্যের ধারণা অচল হয়ে পড়ে। স্পেন ও পর্তুগাল নতুন দেশসমূহে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে কিন্তু তারা তাদের সুযোগ বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করে নি। চিন্তার স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করে এবং মুর ও ইহুদিদের তাড়িয়ে ধর্মীয় একাত্মতা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় আমেরিকার সম্পদের ওপর নির্ভর করে এবং দীর্ঘমেয়াদি সামরিক তৎপরতায় তারা বুদ্ধিমত্তা থেকে পিছনে পড়ে যায় এবং শিল্পের দিকে বীতরাগ শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড উত্তম ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং আবিষ্কারের ফসল বপন করে।

ষোড়শ শতাব্দীর অধিকাংশ সংগ্রাম ও যুদ্ধ বাণিজ্যিক এবং ঔপনিবেশিক শত্রুতা নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখা দেয়। অসম ভূভাগ বণ্টন এবং বিশ্ববাণিজ্যের প্রবেশ নিয়ে অসন্তোষ এবং অন্য কোনো জাতিকে বিশ্বের রাজপথকে ব্যবহারের অনুমতি না দেয়া। এর ফলে জাতীয় সচেতনতা আরও সতেজ ও সম্প্রসারিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করে। ইউরোপের বিস্তার বিশ্ব রাজনীতি গড়ে তোলে এবং এতে ছিল সুফল ও কুফলের মিশ্রণ।

বিশ্বকে উন্মুক্ত করে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা মধ্যযুগীয় সামন্ত রাজতন্ত্রের বদলে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। কৃষি থেকে বাণিজ্যে পদক্ষেপ এবং মুদ্রা অর্থনীতির উদ্ভব মূল্যবান ধাতু আমদানি সম্ভব করে তুলে, রাজাদের কর আরোপে সাহায্য করে, যার ফলে তারা সামরিক শক্তি সংরক্ষণে কর্মকর্তাদের বেতনভুক্তরূপে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়—সামন্ত অভিজাত্যের ওপর নির্ভর করতে হয় নি। যখন ভূমিই ছিল একমাত্র সম্পদ তাদের ক্ষমতার অন্ত ছিল না। অভিজাত সামন্ত ও গির্জার ব্যয়ে রাজকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিদেশে সমুদ্রের ওপারের কর্মতৎপরতা, জাতীয় গৌরব ও একতা, শক্তিশালী ও সফল বৈদেশিক নীতি রাজাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে, যা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। অপরদিকে শহরের ক্রমবর্ধমান সম্পদ ও শক্তি এবং শিল্পপতির শ্রেণীসমূহ রাষ্ট্র মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে এবং তারা স্থানীয় স্বাধীনতায় আগ্রহী হয় এবং রাজকীয় হস্তক্ষেপের সীমা টেনে দেয়। খাজনা-মজুরি হিসেবে মুদ্রার ব্যবহার এবং সার্ফদের স্বাধীনতার অভ্যুদয় ঘটায় এবং ক্ষমতার জনপ্রিয় ভিত্তির পথ সৃষ্টির সূচনা করে।

নতুন দেশসমূহের উন্মোচন ষোড়শ শতাব্দীর বুদ্ধিমত্তা ও বস্তুগত দিগন্তের বিস্তার সাধন করে এবং যে সব রাষ্ট্র সমুদ্রের ওপর নেতৃত্ব গ্রহণ করে তারা রাজনৈতিক চিন্তারও নেতৃত্ব পান। ইউরোপের বিস্তার চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করে এবং পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ পাঠের ক্ষেত্রে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি করে, যাতে ভবিষ্যতের সুযোগ লাভ হয়। নতুন জগতে যে-কোনো জিনিস সম্ভব ছিল যেহেতু EL-Doredo-তে বিশ্বাস ও যৌবনের অদম্য কর্মস্পৃহার বর্ণনা দেয়া যেতে পারে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের পরীক্ষা নতুন দেশসমূহে চালানো হয়। আমেরিকা আবিষ্কার টমাস মুরকে Utopia লিখতে অনুপ্রেরণা দান করে। আবিষ্কারসমূহ রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যযুগীয় পদ্ধতি ভেঙে দেয়। নতুন ধারণার উদ্ভব হয় এবং পরিবর্তনসমূহ স্বল্প বাধার সম্মুখীন হয়।

আবিষ্কার ও ফলাফল যা কিছু এসব থেকে আসে রাজনৈতিক চিন্তায় ও নতুন তত্ত্বে

নবসমস্যা সৃষ্টি করে। অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী ব্যক্তিদের সম্পর্কিত প্রশ্ন আদিম বসবাসকারীদের ভূমি দখল এবং তাদের দাসত্বে বাধ্য করা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ধারা ছিল—সাম্রাজ্যবাদ আকাঙ্ক্ষা ও পদ্ধতি অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রকৃত কারণে প্রশ্ন এবং যুদ্ধ পরিচালনা, সমুদ্রের স্বাধীনতা এবং ঔপনিবেশিক মালিকানার বিতরণ আন্তর্জাতিক আইনের অভ্যুদয় ঘটায় এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিরও জন্ম দেয়। একচেটিয়া প্রশ্ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মুক্ত বাণিজ্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে।

জাতীয় রাজতন্ত্রের তাৎক্ষণিক অগ্রগতি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার চূড়ান্ত উত্থান, আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়ন, সামাজ্যবাদী ধারণার অভ্যুদয় এবং বিরোধী ঔপনিবেশিক নীতি, অর্থনৈতিক মতবাদ ও রাজনৈতিক নীতি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ, বহুলাংশে ইউরোপের সম্প্রসারণ, প্রতীচ্য ও নতুন জগৎকে প্রভাবিত করে। এসব উন্নয়নের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব ষোড়শ শতাব্দীর চিন্তাবিদগণ ধারণা করতে পারে নি।

রাজনৈতিক দল

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজনৈতিক চিন্তাধারার একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন 'পলিটিকস' নামে ফ্রান্সের একটি দলের উত্থান ঘটে। ফলে ঐ দলটি লুথারের মতবাদকে সর্বতোভাবে তুলে ধরে যে, প্রজাগণ শাসকদের আনুগত্য অবশ্যই স্বীকার করবে এবং ম্যাকিয়াভেলির মতবাদ-রাষ্ট্রই চূড়ান্ত এবং নৈতিকতার সমুদয় নিয়মকানুনের ঊর্ধ্বে যখন এগুলো জননীতির সাথে বিরোধ ঘটায়। তারা বিশ্বাস করতেন ধর্মের ঐক্য রাষ্ট্রের ঐক্যের পথ খুলে দেবে। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্যদিকে রাষ্ট্রের প্রধান দাবি হলো জনগণ তার অনুগত হবে। এভাবে তারা ধর্মীয় সহনশীলতার ওপর জোর দেন, একই সময় প্রজাদের আনুগত্যের কথা বলেন, এমন কি ধর্মীয় বিশ্বাসে যদিও পার্থক্য থাকে।

দলের লেখক যারা ছিলেন তাদের অধিকাংশ ছিল ক্যাথলিক। এদের মধ্যে যারা ছিলেন তারা হলেন Du Bellai-এর Apologia Catholica, Servins-এর Vindiciae, William Barclay-এর De Regno, Pierre Gregoire-এর De Republica, ও Jean Bodin-এর Livres dela Republique. এসব লেখা ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধের শত্রু ভাবাপন্ন দলের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করে। ফ্রান্স সিংহাসনে পলিটিকস Navararre-র হেনরির দাবি সমর্থন করে, যদিও তিনি একজন Huguenot ছিলেন। তারা ফ্রান্সের ব্যাপারে পোপের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে এবং যুগের রাজতন্ত্রবিরোধী লেখকদের যুক্তির সাথে মোকাবিলা করার চেষ্টা করে।

জনগণের যুদ্ধের কথা হৃদয়ঙ্গম করে, অত্যাচার রক্তপাত এবং গুপ্তহত্যা যা ফ্রান্স সভ্যতা ও জাতীয় শক্তির প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। 'পলিটিকস' ধর্মকে রাজনৈতিক বিতক থেকে পৃথক করার চেষ্টা করে। তারা আইনগত যুক্তির ভিত্তিতে তাদের তত্ত্বকে উপস্থাপন করে। তারা বলেন, রাজার ক্ষমতা রাষ্ট্রের স্বাভাবিক অধিকার থেকে এসেছে। অতএব রাষ্ট্রের ঐক্য অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে, যদি এতে ধর্মীয় সহনশীলতাও প্রয়োজন হয়। গোঁড়ামির সাথে আনুগত্যের সনাক্তকরণের তারা বিরোধিতা করে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো জাতীয় উপাসনার উন্নতি সাধন ও ভিন্নমতবাদীর ধ্বংস করা। তারা সেদিনের প্রচলিত তত্ত্বের একাত্মতা থেকে সরে পড়ে, যেহেতু লুথার ক্যালভিন ও ক্যাথলিক গির্জা রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগে ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে। পলিটিকসের যুক্তি ছিল সহনশীলতা কেবল

ধর্মীয় নীতির জন্য নয়, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার নীতির জন্যও বটে। তারা বিশ্বাস করতেন, ধম জননীতির পরিপোষক। এজন্য তাদের ম্যাকিয়াভেলিস্ট আখ্যা দেয়া হয়।

'পলিটিকস' রাজার একনায়কত্ব অধিকারের তত্ত্ব ধরে রাখে এর আধুনিক আইনগত আকারের মাধ্যমে। তারা জোর দিয়ে বলে, রাজা উত্তরাধিকার সূত্রে অপ্রতিরোধ্য অধিকারের ভিত্তিতে শাসন করবে। পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের আইনগত ও দর্শনগতভাবে এবং কল্যাণধর্মী যুক্তিসমূহ ঐ মতবাদকে সমর্থন করে যে রাজাকে মানতেই হবে। কোনোপ্রকার বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র সহ্য করা হবে না, রাজনৈতিক ব্যাপারে গির্জার নানাপ্রকার হস্তক্ষেপ অবশ্যই দূর করতে হবে। বাস্তব রাজনীতিতে নেভারের হেনরির রাজা হওয়ার পর ক্যাথলিক বিশ্বাসের প্রবর্তন, উইলিয়ামের গির্জা সংক্রান্ত পরিবর্তন ও হল্যান্ড ধর্মীয় নীতির তার সহনশীলতা এবং রানী এলিজাবেথের সাধারণ মনোভাব পলিটিকসের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির বহু বিষয়ে প্রতিফলন ঘটেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর রাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদসমূহ

ঐশ্বরিক অধিকারের মতবাদের নেতৃস্থানীয় সংস্কারকগণ যখন রাজকীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রকে ধরে রাখার প্রবণতা প্রদর্শন করেন এবং জাতীয় গির্জাসমূহের শিক্ষার ফলে যা রাজকীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তায় স্থাপিত হয় সে সময় 'পলিটিকস' দলের আইনগত যুক্তি এবং কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ঐরূপ বিশ্বাসের প্রতিকূলে সীমিত রাজতন্ত্র এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার সপক্ষে সোচ্চার হন। মানবতাবাদ সার্বজনীন পৃথিবীতে গৌরবান্বিত হয়। ইরাসমাস উত্তরাধিকারজনিত রাজতন্ত্রের মিথ্যাচারের মতো প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ তুলে ধরেন, এমন কি লুথারও প্রজা ও রাজকুমারদের মধ্যে চুক্তির প্রস্তাব দেন এবং কোনো কোনো অবস্থায় অত্যাচার বন্ধ করার জন্য প্রজাদের অধিকারের কথা উত্থাপন করেন এবং ক্যালভিন সতর্কতার সঙ্গে ঈশ্বরহীন শাসকের প্রতিরোধের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন।

ফ্রান্স, স্কটল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডের জনযুদ্ধের সময় বিস্তর রাজতন্ত্রবিরোধী রাজনৈতিক চিন্তার উদ্ভব ঘটে, বিশেষত: ক্যালভিনিয়ান দলের ক্যাথলিক শাসকদের প্রতিরোধ করার জন্য। যাহোক, যখন নাভারে প্রোটেস্টান্ট হেনরিকে ফ্রান্স সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে আশা ব্যক্ত করা হয় ও গুপ্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তখন ক্যাথলিক লেখকগণ প্রতিরোধ ও হত্যাকাণ্ডের মতবাদ সমর্থন করেন এবং তাদের গণতন্ত্র প্রবল লেখার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অতিক্রম করেন।

তা'ছাড়া ক্যাথলিক গির্জাকে প্রোটেস্টান্ট দেশসমূহে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে বলপ্রয়োগ করা হয় এবং ও প্রতিপক্ষ পরবর্তী সংস্কারের মূলনীতি রাজাদের অধিকার অস্বীকার করে। তারা নিজের রাষ্ট্রে ধর্মবিষয়ে স্বীয় ইচ্ছানুরূপ চলবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন দুটি ধর্মীয় দল রোমান ক্যাথলিক ও ক্যালভিনিসটিক যারা ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপারে মাথা ঘামান নি এবং যারা একনায়কত্ব পদ্ধতি চালু করেন, যখন তারা ক্ষমতায় ছিলেন তারাই মানুষের অধিকারের জন্য বিশেষ অবদান রাখেন। তাদের নিজ স্বাধীনতা রক্ষার অবিরাম সংগ্রামে তারা মানুষের ক্ষমতার জন্য একনায়কত্বকে স্থায়ীভাবে দমন করেন এবং তারা দমন তত্ত্বের উন্নয়ন সাধন করেন, যার ফলে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার চূড়ান্ত পথ উন্মোচিত হয়।

ফ্রান্সের বিশেষ করে Saint Bartholomew হত্যাকাণ্ডের দিন থেকে জনতার বিজ্ঞপ্তি দেখা দেয়, যা রাজাও সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করতো Etenne deia Boetie (1530-1563) রাজতন্ত্রের তত্ত্বের সাহসিকতার সঙ্গে বিরোধিতা করেন এবং এই ধারণা প্রচার

করেন যে প্রকৃতিগতভাবে সব মানুষ মুক্ত বা স্বাধীন। Bode এবং Claude de Sesysell জমিদারির প্রধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং রাজকীয় ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করেন। Francois Hotman (1524-1599) ইতিহাসের দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে আদিমকাল থেকে একটি সাধারণ পরিষদ উচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করতো এবং রাজতন্ত্র জনগণ কর্তৃক সীমিত ছিল। শুধু তাই নয় জমিদারি ও একটি সুনির্দিষ্ট পরিষদ দ্বারা সাংবিধানিক আইন কার্যকরী হতো। Hotman বলতেন যে শাসক এবং প্রজা একটি চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ এবং রাজার অত্যাচার যখন চুক্তি লঙ্ঘন করবে তখন প্রজাগণের বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত। উক্ত গ্রন্থকার পূর্ব দৃষ্টান্ত ও আইনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং রাজনৈতিক প্রশ্নের মোকাবিলার জন্য ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে অবদান রাখেন।

এ যুগের সবচেয়ে মূল্যবান অবদান হচ্ছে Vindcia contra tyrannous. উক্ত বিজ্ঞপ্তি কিছুটা মধ্যযুগীয় সুর সম্পন্ন ছিল। এর গ্রন্থকার বহুলাংশে শান্তি স্থাপক যুগের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং পবিত্র ধর্মীয় পুস্তকের উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে চেষ্টা করেন এবং ইতিহাস ও আইনের পূর্ব দৃষ্টান্ত তার যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর যুক্তি ছিল অত্যন্ত শক্তিধর ও প্রাঞ্জল, যা রাজনৈতিক সংস্কারের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং এর মেয়াদ ফরাসি বিদ্রোহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এর আলোচনা উত্তর আকারে উপস্থাপিত করা হয়। যা এরূপ : যে শাসক ঐশ্বরিক আইনের বিরুদ্ধে আদেশ দেন প্রজারা কি তাকে মানবে? এতে একটি নেতিবাচক উত্তর দেয়া হয়, যার ভিত্তি ছিল পবিত্র গ্রন্থের নিষেধাজ্ঞার ওপর এবং সামন্তনীতির আনুগত্যের ওপর একজন উচ্চমানের প্রভুর নিকট কিন্তু নিম্নমানের নয়।[২] এটা কি আইনগত একজন শাসককে বাধা দান করে যে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করে। পুরাতন টেস্টামেন্টের ইতিহাস এবং রোমান আইনের ওপর নির্ভর করে গ্রন্থকার রাজার এবং জনগণের সম্পর্কের দুটি চুক্তির ভিত্তি রচনা করেন। প্রথম আইন হলো রাজা ও প্রজা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত যারা তার উপাসনা করতে সম্মত হয়। দ্বিতীয়ত রাজার সঙ্গে চুক্তি, যারা ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে প্রজাকে শাসন করবে এবং যারা তাকে মান্য করবে। যদি রাজা ঈশ্বরের সাথে সংযোগ রাখায় ব্যর্থ হয় জনগণ তাকে ন্যায় সঙ্গতভাবে বাধা দিতে পারে। এরূপ বাধা ব্যক্তিগতভাবে নাগরিকগণ দিতে পারে না, একজন বিচারক বা বিচারকদল করতে পারে।[৩] এটা কি আইনগত যে শাসক অত্যাচারী ও রাষ্ট্রকে ধ্বংস করছে। এর উত্তরে গ্রন্থকার রাষ্ট্রের উৎস সম্পকে আলোচনা করেন এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব সমর্থন করেন এই অনুসিদ্ধান্তে যে, মানুষের প্রকৃতিগত অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং পরবর্তী সময় মানুষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী সময় সামাজিক চুক্তির তাত্ত্বিকগণ আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। গ্রন্থকার বলেছেন যে, যারা অত্যাচারের সাথে শাসন করেন তারা ন্যায়বিচার সংরক্ষণে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছেন এবং রাষ্ট্রের সংসদ তাদের সিংহাসনচ্যুত করতে পারে। শাসকগণ কি যারা ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত তাদের প্রতিবেশীদের কি সাহায্য দিতে পারেন অথবা অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরের প্রতি যুক্তির ও তার প্রতিবেশীর প্রতি মানুষের কর্তব্য ছিল অনুকূল। Vindiciaটি ছিল প্রচার ধর্মী বিজ্ঞাপন। প্রথম তিনটি প্রশ্ন ছিল ফ্রান্সের রাজার কর্তৃত্ব Huguenots দ্বারা বাধাদানের যথার্থতা প্রতিপন্ন করা, শেষ প্রশ্নটি ছিল ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথ কর্তৃক Hugunenotsদেরকে সাহায্য দান এবং কতিপয় জার্মান প্রোটেস্টান্ট রাজকুমার যে সাহায্য দেন তা ন্যায়সঙ্গত কিনা।

Scotch সংস্কার রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কর্তব্যের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেন যারা ঈশ্বরের

নির্বাচিতকে ধর্মীয় উপাসনার ব্যাপার হস্তক্ষেপ করে। John Knox Mary Stuart-কে বলেন এবং এতে তার ও তার প্রজাদের চুক্তির কথা উল্লেখ করেন। যদি তিনি তার কর্তব্যের অবহেলা করেন তাহলে তাদের কাছ থেকে পুরোপুরি আনুগত্য পাবেন না। উইনচেস্টারের বিশপ John Poynet ঘোষণা করেন রাজা জনগণের কাছ থেকে তার ক্ষমতা লাভ করেন এবং তারা সে ক্ষমতা তুলে নিতে পারে যদি তার অপব্যবহার করা হয়।

জর্জ বুকানন Scotch আন্দোলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছেন। এতে কুইন মেরীর উৎখাতের কথা আছে। এতে দুটি প্রধান যুক্তি ছিল— একটি ছিল ইতিহাসের ভিত্তিতে পূর্বদৃষ্টান্ত, রাজকীয় ক্ষমতায় দমন নীতি প্রাচীন প্রথাগত। অন্যটি রাজা ও প্রজাদের চুক্তির নীতি সম্পর্কে। বুকানন বিশ্বাস করতেন, মানুষ আদিম অবস্থানে পশুর মতো বাস করতো এবং মেলামেশার স্বভাব এবং আত্ম স্বার্থের কারণে সরকারও আইন গঠনে তাদের বাধ্য করে। জনগণ যারা সংসদের মাধ্যমে কাজ করে তারাই চূড়ান্ত ক্ষমতা বহন করে এবং তারাই আইনের উৎস, রাজার উত্তরাধিকার সূত্রে ও জনগণের চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, সম্মত হয় সুশাসন করতে। যদি তিনি জনগণের সম্মতি ছাড়া ক্ষমতা লাভ করেন এবং তিনি যদি অন্যায়ভাবে শাসন করেন অত্যাচারী হিসেবে তাকে উৎখাত করা যায় এবং সবশেষে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে।

অত্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সুবিন্যস্ত রাজনৈতিক রাজতন্ত্রীবিরোধী গ্রন্থ Johannes Althusius (1557-1623) লেখা থেকে জানা যায়। তিনি একজন জার্মান জুরি ছিলেন, যিনি নতুন ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্রের সীমান্তে বাস করতেন এবং যিনি সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। আলথুসিয়াস জেনেভাতে লেখাপড়া করেন এবং ক্যালাভিনিয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। তিনি রাষ্ট্রের উৎস সম্পর্কে আবিষ্কার করেন যে রাষ্ট্র ক্ষুদ্রাকার থেকে পরবর্তী সময় বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হয়। এসব দল প্রয়োজনের তাগিদেই উদ্ভব হয়েছে এবং এদের ভিত্তি ছিল চুক্তি। চূড়ান্ত ক্ষমতা জনগণ থেকে এসেছে, রাষ্ট্র তার সদস্যদের সম্মতির ওপর নির্ভর করে এবং এর উদ্দেশ্য হলো সবার জন্য কল্যাণ। Althusius চুক্তি তত্ত্বের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। কারণ এটাই ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি এবং রাজনৈতিক সংস্থার মধ্যে চুক্তির ধারণা যোগ করেছেন, যা রাষ্ট্র গঠন করেছে এভাবে এটা যৌথ ফেডারেল ভিত্তির রূপ লাভ করে।

আলথুসিয়াস সার্বভৌমত্বের পরিষ্কার তত্ত্ব দিয়েছেন যা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা, এবং এর উৎস হচ্ছে রাষ্ট্রের সদস্যদের গড়পড়তা সংখ্যা। তিনি প্রধান বিচারক এবং নানা প্রকার পরিষদের এবং শৃঙ্খলার পার্থক্য নির্দেশ করেন, যা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে ও রাষ্ট্রের প্রধানকে দমন রাখে। প্রধান প্রশাসকের ক্ষমতা আসে প্রজাদের সম্মতি থেকে এবং অন্যায় ও অত্যাচার রাজার প্রতি প্রজাদের আনুগত্যের অঙ্গীকার থেকে অব্যাহতি দেয় এবং শাসককে উৎখাত করার ক্ষেত্রে রায় প্রদান করে। ব্যক্তিগতভাবে জনগণ পরোক্ষভাবে প্রতিহত করবে। জনপরিষদ অত্যাচারী শাসককে মৃত্যুদন্ড দিতে পারে। সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় (Confederation) রাজনৈতিক নেতাগণ ঐক্যবদ্ধতা থেকে অব্যাহতি নিতে পারেন ও অন্য রাষ্ট্রে যোগদান করতে পারেন। চুক্তি লঙ্ঘন এভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে এবং অভ্যন্তরীণ বাধাকে যথাযথ প্রতিপন্ন করে। আলথুসিয়াসের বিশ্বাসের মধ্যে ক্যালভিনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় যে রাষ্ট্র ধর্ম এবং নৈতিক মূল্যবোধের তদারকি রাষ্ট্রীয় গির্জার অধীনে করবে এবং সামাজিক রীতিনীতি ও নৈতিকতার আইন প্রণয়ন করবে এবং সাধারণের কল্যাণ

সাধনের জন্য বিস্তারিত কর্মতৎপরতা চালু রাখবে।

চিন্তাশীল দলের তত্ত্ব—কিছুসংখ্যক আদিম প্রাকৃতিক রাষ্ট্র প্রাকৃতিক আইনের অস্তিত্ব এবং প্রাকৃতিক অধিকার, সরকার ও রাষ্ট্রের চুক্তিগত উৎস—জনগণের চূড়ান্ত সার্বভৌমত উনবিংশ শতাব্দীর অবসান পর্যন্ত রাজনৈতিক চিন্তায় প্রাধান্য বিস্তার করে। এসব ধারণা হিব্রু ইতিহাস হয়েছে।

এছাড়া পৌরাণিক সাহিত্য, রোমান আইন এবং পরবর্তী মধ্যযুগের ধর্মযাজকদের নিকট থেকে নেয়া হয়েছে এবং নির্দিষ্ট আকারে সময়ের বাস্তব সমস্যার ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। সম্রাট ও প্রজার মধ্যে চুক্তির ধারণা একদিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ এটা সরকারের প্রতি বাধ্যবাধকতা এবং নিরাপত্তার পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত বলে এ ধারণাটিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং এতে অত্যাচারের বিরোধিতা করা সহজ হয়। একটা জগতে যেখানে প্রাকৃতিক আইনের ধারণা প্রাধান্য বিস্তার করে এবং সামন্তবাদের বহুবিধ চুক্তির সম্পর্ক রাজা ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তত্ত্ব যুক্তিপূর্ণ মনে হয় এবং সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের রাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদ গারসন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শান্তি সংস্থাপক দলের নীতিকে বিস্তারিত রূপ দান করেছে এবং ঐগুলোকে রাজনৈতিক বিষয়সমূহে প্রয়োগ করেছে। শান্তি সংস্থাপক দল (Conciliation party) পোপের একনায়কত্ব ধ্বংস করতে চেয়েছিল এবং ক্ষমতাকে গির্জা পরিষদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। রাজতন্ত্র বিরোধীদল রাজার একনায়কত্ব ধ্বংস করতে চেয়েছিল এবং তার ক্ষমতা সামন্ত অভিজাতদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আভিজাত্যমূলক এবং জনগণের সার্বভৌম বাস্তবায়িত করতো উচ্চশ্রেণীসমূহ। এটাই হচ্ছে মূল কারণ। সেই সময়ে এক নায়কত্ব দমন করার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় যেহেতু অধিকাংশ লোক সামন্তদের ভয় করতো—যেমন রাজাকে ভয় করতো। পরবর্তীকালে বাস্তবিকপক্ষে নতুন জাতীয় ঐক্যের ও উন্নতির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়, যা কদাচিৎ জনগণের সিদ্ধান্তভিত্তিক সমর্থন লাভ করে। যতদিন জনগণের সার্বভৌমত্ব তত্ত্বে গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি পায় নি এটা ব্যাপকভাবে কার্যকর ছিল। এক বিষয়ে রাজতন্ত্র বিরোধীদের দ্বারা একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। তারা শিক্ষা দেয় রাজা মানবীয় উৎস থেকে ক্ষমতা লাভ করেছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে স্বর্গীয় অধিকার দ্বারা শাসন করে না। এ মতবাদ লুথার ও ক্যালভিন পশ্চাদগামী পদক্ষেপ সংশোধন করতে সাহায্য করে ও রাজনৈতিক এবং গির্জা সংক্রান্ত ধারণার ও স্বার্থের সংযোগকে শক্তিশালী করে।

ষোড়শ শতাব্দীর ক্যাথলিক রাজনৈতিক রচনাবলি

প্রোটেস্টান্ট মতবাদের বিস্তার ক্যাথলিকদের একটি সাধারণ গির্জা পরিষদ আহ্বানে প্রবুদ্ধ করে, যা Trent-এ ১৫৪২-১৫৮৩ পর্যন্ত অনেকগুলো অধিবেশনে মিলিত হয়। ট্রেন্ট পরিষদের প্রধান লক্ষ্য ছিল গির্জার দোষত্রুটি নিরসন, যা সংস্কারকগণ প্রচণ্ডভাবে নিন্দা করেছেন এবং ধর্মশাস্ত্রের অনেক বিতর্কিত বিষয়ে প্রামাণ্য মতবাদ গ্রহণ করে। পোপের সাথে পরিষদের সম্পর্ক এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার পুরনো প্রশ্নসমূহ পুনর্বার উদয় হয়। পোপ আইন প্রবর্তনে কৃতকার্যতা লাভ করে, যা গির্জায় তার প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দেয়। পরিষদ ঘোষণা করে অধিকাংশ ধর্মীয় ধারণা ভিন্ন মতবাদীদের এবং একটি সুবিন্যস্ত বিশ্বাসের বিধির ওপর সম্মতি প্রদান করে। এটা শৃঙ্খলার নিয়ম প্রবর্তন করে যা

গির্জাকে বর্ধিত শক্তি ও ঐক্য দান করে এবং সক্ষমতার নৈতিকতার মান ধর্মযাজকদের জন্য বৃদ্ধি করে।

একই সময়ে যিশুখ্রিষ্টের সমিতি স্থাপন করেন Ignativus Loyola এটা সংস্কারের ওপর পুনঃসংস্কার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। সংগঠনের সদস্যদের Jesuits বলা হতো ইউরোপে তারা প্রোটেস্টান্ট বিশ্বাস প্রচার বন্ধ করার জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং মিশনারি তৎপরতা নতুন দেশে প্রবর্তন করে। জেসুইটগণ রাজনৈতিক বিশেষ করে রাজনীতির দর্শন ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন। তারা একদল সক্ষম স্পেনের লেখক দ্বারা পরিচালিত হতেন। তারা যে কেবল গির্জার স্বার্থ প্রসারেই আগ্রহী ছিলেন না স্পেনের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ও স্পেনের গণতন্ত্র রক্ষাক্ষেত্রেও তারা যত্নবান ছিলেন। যেহেতু স্পেন একটি নতুন রাষ্ট্র ছিল, যাতে মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য ছিল না। তারা সার্বজনীন সাম্রাজ্যের তত্ত্বের বিরোধিতা করে এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সম্পূর্ণ সমতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

সাধারণভাবে জেসুইট (Jesuits) লেখকগণ পণ্ডিত্ববাদকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের ওপর তাদের আলোচনা প্রায়ই সেন্ট টমাস একুইনাসের ধারণার ধারা বিবরণীর রূপ লাভ করতো, যাতে ছিল আইনের উৎস এবং প্রকৃতি আইনদাতাদের কর্তৃত্ব। Jesuitsগণ স্বর্গীয় অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে রাজা শাসন করেন, এর বিরোধিতা করেন এবং প্রোটেস্টান্ট দেশসমূহে প্রধান সমর্থক ছিলেন, যারা বিশ্বাস করতেন যে রাজাকে দমন করার প্রজাদের অধিকার আছে। তারা মনে করতেন রাজা একজন জাগতিক প্রতিনিধি, তিনি জনগণের কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ করেছেন। তিনি জনগণের নির্বাচনের একজন প্রতিনিধি। তাদের প্রধান নীতি ছিল, জনগণ মৌলিক সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তারা খ্রিষ্টধর্মীয় সীমানার পার্থক্য করতে চেয়েছিলেন—এতে আছে জনগণের সীমা, যা নিচে থেকে আসে। এভাবে তারা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠনের পরিষ্কার পার্থক্য নিরূপণ করেন এবং রাষ্ট্রকে কেবল মানবিক সংগঠনরূপে দেখতে পান, যার লক্ষ্য জাগতিক বিষয়সমূহ। মধ্যযুগীয় গির্জার তত্ত্বের পরিবর্তন এবং আধুনিক গির্জার তত্ত্বে রাষ্ট্র একটি সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রে দুটি পৃথক সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারণা স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে ক্যালভিনপন্থীদের দ্বারা কার্যকরী হয়।

যেখানে জেসুইটরা বিশ্বাস করতো সার্বজনীন কোনো সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নেই কিন্তু গির্জা খ্রিষ্টান বিশ্বের ঐক্যের পুনর্জাগরণ সৃষ্টি করে। এভাবে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সত্ত্বেও একটি আইনের অস্তিত্ব আছে, যা জাতীয় আইনের ঊর্ধ্বে। প্রকৃতির আইন যাতে রয়েছে ন্যায়বিচারের প্রধান নীতিসমূহ চূড়ান্তভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায়ই রোমান Jus gentium-এর সাথে সনাক্ত করা হয়, যাকে সার্বজনীন মনে করা হতো এবং যা সমস্ত জাতির জন্য প্রযোজ্য। গির্জা ও রাষ্ট্র দুটি আলাদা সমাজ এবং রাষ্ট্রসমূহ জাতিগতভাবে স্বাধীন বলে স্বীকৃত এসব সংগঠনের সম্পর্কের জন্য তত্ত্ব প্রয়োজন। Jesuits গণ স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের খোলাখুলি সমর্থন দ্বারা এবং প্রকৃতির আইনের প্রতি তাদের বিশ্বাস যেমন, প্রকৃতির আইনই সব আইনের ভিত্তি বেসামরিক ও ক্যানন আইনের তাদের উত্তরাধিকার ছিল আদর্শ নিয়মকানুনের সার্বজনীন বিধি, যা আন্তর্জাতিক আইনের তত্ত্বের পথ উন্মোচিত করে। তারা রাজনৈতিক তথ্যসমূহের নতুন স্বীকৃতির সঙ্গে প্রধান আদর্শের ঐক্য একত্র করে।

Juan Mariana (1536-1624) প্রাথমিক Jesuits-দের স্পেনিশ চরিত্রের বিস্তারিত

ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার পুস্তকটি রাজকুমারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত যিনি পরে তৃতীয় ফিলিপরূপে পরিচিত হন এবং যাতে আছে শাসকের নির্দেশনার বাস্তব শিক্ষাগত বিষয়সমূহ। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্র জনগণের সম্মতিক্রমে সৃষ্টি হয়েছে যখন স্বর্ণযুগের বিশ্বাস ছিল নিরাপত্তার চাহিদা মিটাতে না পারলে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। একজন শাসককে সীমিত ক্ষমতা অর্পণ করে নির্বাচন করা হয়, জনগণ আইন প্রণয়ন ও খাজনা আরোপের অধিকার রাখে। যে শাসক ক্ষমতার অপব্যবহার করে যথাযথভাবে নির্বাচিত শাসক অথবা অত্যাচারী শাসক, জনগণের পরিষদ তাকে সতর্কীকরণ করতে পারে এবং নাগরিক কর্তৃক নিহত হতে পারে মুক্তভাবে অথবা কৌশলে এবং এতে যতকম গোলমাল ঘটে সে দিকে নজর দিতে হবে। মেরিয়ানা প্রশাসনের বাস্তব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন যেমন কর আরোপ, দরিদ্র সাহায্য, সামরিক নীতি এবং একজন শাসক জনগণের সদিচ্ছাকে কিভাবে ধরে রাখবেন সে সম্পর্কে সুস্থ পরামর্শ দান করেন। গ্রন্থটির সাধারণ স্বর ম্যাকিয়ালিয়ানের। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী সংঘটিত হবে এবং বৈদেশিক সম্প্রসারণ প্রয়োজন। মানুষের প্রাথমিক উদ্দেশ্য আত্মস্বার্থপরতা, শাসকগণ অবশ্যই প্রয়োজনে ভান করবে। এসব ধারণা Jesuits দের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে যে রাষ্ট্র গির্জা অপেক্ষা একটি নিম্নমানের সংস্থা এবং প্রাথমিকভাবে নৈতিকতার প্রশ্নের ব্যাপারে জড়িত নয়। তারা এমন একটা প্রবণতার জন্ম দেন যে পরবর্তী সময়ে তা Jesuitical নামে পরিচিত হয়।

এ সময়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্যাথলিক লেখক ছিলেন রবার্ট বেলারমাইন (১৫৪২-১৬২১) Robert Bellarmine একজন ফরাসি খ্রীস্টিয় যাজক সম্প্রদায়ের সভ্য এবং পোপের মন্ত্রণা গড়ার একজন সদস্য। গির্জায় পোপের রাজতন্ত্রের স্বর্গীয় মঞ্জুরি ধারণকল্পে তিনি নানা প্রকার সরকারের ধরনের মূল্যকে বিবেচনা করেন। তিনি ক্যালভিনের আভিজাত্যবাদকে আক্রমণ করেন এবং যুক্তি দেখান যে, প্লেটোর অভিজাততন্ত্র একটি নগরের জন্য বাঞ্ছনীয় হতে পারে কিন্তু একটি বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন একচ্ছত্র রাজতন্ত্র আদর্শ সরকার কিন্তু মানুষের দুর্নীতিপরায়ণ স্বভাবের জন্য জনগণের শাসকের ক্ষমতা সীমিতকরণ করা উচিত যে শাখাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে অবস্থা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী। চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে অবস্থিত বা তাদের শাসকগণ হস্তান্তর করেছে। গির্জার সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক আলোচনায় বেলারমাইন দুটি পদ্ধতিকে পৃথক করেছেন এবং তার যুক্তি হলো জাগতিক বিষয়ে পোপের কোনো প্রত্যক্ষ ক্ষমতা নেই। এই বক্তব্যের জন্য তার অবদান Index স্থাপন করা হয়। তিনি পোপকে পরোক্ষ ক্ষমতার অধিকারী বলেছেন এবং তিনি আইনে হস্তক্ষেপ করতে পারেন—যে আইন গির্জার স্বার্থের বিপক্ষে কাজ করবে। রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে, যদি তিনি গির্জার সুবিধার ওপর আক্রমণ করেন। উক্ত যুক্তি ফ্রান্সের জুরিগণ রাগান্বিতভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

পরবর্তী রচনায় বেলারমাইন পোপের অসীমাবদ্ধ জাগতিক ক্ষমতার ওপর যুক্তি প্রদর্শন করেন। উইলিয়ম বার্কলের (১৫৪৬-১৬০৮) লেখার প্রতিবাদ করে উক্ত দাবি উত্থাপন করা হয়—তিনি ছিলেন একজন স্কচ ক্যাথলিক যিনি ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বার্কলে ক্যালভিনপন্থীদের রাজতান্ত্রিক ও Jesuits-দের পোপপন্থী মতবাদের বিরোধিতা করেন। তার বিশ্বাস ছিল জাগতিক ক্ষমতা জনগণের সার্বভৌমত্বের ওপর অবস্থান করে। তিনি রাষ্ট্রের স্বাধীন প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, রাজার স্বর্গীয় অধিকারকে তুলে ধরেন এবং বিশেষ করে অত্যাচারের ন্যায়সঙ্গততকে বাতিল করেন। বন্দুক বা বারুদ ষড়যন্ত্র

(Gunpowder plot) এবং চতুর্থ হেনরির হত্যাকাণ্ড Jesuits-দের শিক্ষার পক্ষে ছিল। বার্কলে বিশ্বাস করতেন যে রাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদ নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেবে এবং রাজার একচেটিয়া কর্তৃত্ব যা স্বর্গীয় অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শৃঙ্খলার জন্য নিরাপদ ভিত্তি।

এডাম ব্লাকউড (১৫৩৯-১৫৮১) অপর একজন স্কচ ক্যাথলিক যিনি প্রেসবিটারিয়ান নেতাদের স্কচ রাজনীতির প্রাধান্য বিস্তারে বিরোধিতার চেষ্টা করেন এবং তিনি ফ্রান্সে বসতি স্থাপন করেন। তিনি বুকাননের রাজতন্ত্রের পরিপন্থী মতবাদের বিরোধিতা করেন এবং রাজার স্বর্গীয় অধিকার তুলে ধরেন। অপ্রতিরোধ মতবাদ এবং ভিন্নধর্মী বিশ্বাসকে নস্যাৎ রাষ্ট্রের কর্তব্য— তিনি এগুলোরও বিরোধিতা করেন। এ সময় স্কটল্যান্ড ও ফ্রান্সের যোগসূত্র ছিন্ন হয় এবং স্কচ জাতি যারা ফ্রান্সে বাস করতেন ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের জন্য অক্ষত ছিলেন না এবং চতুর্থ হেনরির সমর্থন যারা করতেন সেই পলিটিকস দলের মতবাদও তাদের অনুকূলে ছিল না। ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে বার্কলের De Potaestate papae-এর ইংরেজি অনুবাদ হয় এবং বার্কলে ও ব্লাকউডের রচনাসমূহ প্রথম জেমসের মনে প্রশ্নাতীত প্রভাব বিস্তার করে। ইংল্যান্ডের ও ফ্রান্সের স্বর্গীয় অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিল এবং Filmer তাদের বার্কলে এবং ব্লাকউডকে তার উত্তরসূরি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

জেসুইটদের (Jesuits) কর্মতৎপরতায় যে ধর্মীয় উৎসাহ কেন্দ্রীভূত ছিল এবং নতুন জগতের আবিষ্কার ও বিজয়ের ফলে বুদ্ধিবৃত্তির যে বিকাশ সাধন করে এবং স্পেনে একটি ধর্মতাত্ত্বিক জুরিদের অন্য একটি দলের উত্থানকে সহযোগিতা করে। এসব লেখক আইনের সাথে নৈতিকতার সমন্বয় সাধনের আগ্রহী ছিলেন এবং একটি প্রধান এবং অকাট্য আইনের উন্নয়নে মানুষ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কে ভিত্তি রচনা করতে চেয়েছেন। তারা বিশ্বকে আইনের রাজত্বের বিষয় হিসেবে চিন্তা করেন এবং একটিমাত্র পদ্ধতিতে স্বর্গীয় জনসম্পর্কিত ও গির্জা সংক্রান্ত আইনকে একত্র করেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে সক্ষম ছিলেন একজন Jesuit অধ্যাপক Francisco Suarez (১৫৪৮-১৬১৭)। ফ্রান্সিস সুয়ারেজ Coimbra নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতাত্ত্বিক অধ্যাপক ছিলেন।

তিনি পাণ্ডিত্যের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পদ্ধতি প্রবর্তন করেন এবং একুইনাসকে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করেন। তিনি প্রকৃতির আইনে প্রধানত দৃষ্টিপাত করেন, যাকে তিনি ঈশ্বরের আইন বলে বর্ণনা করেন যে আইন মানব মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এর দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করা হয়। এর নীতিসমূহ ছিল অপরিবর্তনীয় সব স্থানে সব সময় এবং সব মানুষের জন্য।

যখন বিবেকবান জুরিগণ Jus naturale এবং Jus gentium-কে একত্র করেন এবং নৈতিকতাকে সাধারণ অভিজ্ঞতা ও মানবজাতির রায়ের ভিত্তিতে একত্র করেন Suarez আইন ও প্রকৃতির মধ্যে স্বচ্ছ পার্থক্য নির্ণয় করেন, যাতে রয়েছে ন্যায়বিচারের প্রধান তত্ত্বসমূহ এবং নৈতিক আইনের সাথে মিলসম্পন্ন এবং Jus gentium অথবা জাতির আইন যাতে রয়েছে নীতিসমূহ। প্রাকৃতিক আইনের উৎস ঐশ্বরিক এবং Jus gentium। পরবর্তীটিতে তিনি এমন নীতির সন্নিবেশ করেন যা পূর্ববর্তী পদ্ধতিতে মানায় না। এভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং দাসত্বকে নৈতিক ন্যায়পরায়ণতার সাথে সম্পৃক্ত করা কঠিন। তিনি Jus gentium-এ এটা উল্লেখ করেন। যুদ্ধ, শান্তি, সন্ধি ও বাণিজ্যিক নীতিও Jus gentium-এ সন্নিবেশিত হয়। উদীয়মান বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক আইনে Suarez একজন গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী ছিলেন।

Suarez রোমান আইনের ধারক ও ধারক ছিলেন। তার যুক্তি ছিল প্রকৃতিগতভাবে

মানুষ স্বাধীন ও সমমর্যাদা সম্পন্ন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা সমগ্র সমাজে গচ্ছিত থাকবে। তিনি শিক্ষা দেন জনগণ চুক্তির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা রাজাকে হস্তান্তর করে। অতএব তারা রাজাকে মানতে বাধ্য কিন্তু অত্যাচার এবং অবিচারের বেলায় নয়। রাজা প্রকৃতি ও ঈশ্বরের আইনে বৈধ। বেলারমাইনের মতো Suarez পোপকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদানের বিরোধিতা করেন কিন্তু ধর্মীয় বিষয় ছাড়া ম্যারিয়ানার মতো তিনি কর আরোপের প্রশ্নের আগ্রহী ছিলেন, যা বর্তমানে ইউরোপের একটি বিষয়বস্তু। যখন ম্যারিয়ানা বলেন, জনগণ অর্থ মঞ্জুরির ওপর নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষণ করেন, Suarez বলেন ক্ষমতা রাজাকে হস্তান্তর করা হয়েছে। Suarez-এর আদর্শ ছিল স্পেনের রাজার একচেটিয়া অধিকার এবং অধিকাংশ ক্যাথলিক জুরিদের মতো তিনি রাজাদের নৈতিক রাজ্যের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধীন করার জন্য জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা উপস্থাপন করেন কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে তার দৃষ্টি ছিল না।

ইতালির Thomas Campanella (1568-1639) এ যুগে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি তার মতবাদে মানবিক ভিন্নধর্মী ধারণাকে একত্র করেন। ম্যাকিয়াভেলিয়ান বস্তুবাদ এবং সঙ্কীর্ণ খ্রিষ্টানতত্ত্ব এতে সন্নিবেশিত হয়। তিনি সামাজিক সংগঠনে প্লেটোর এবং সন্ন্যাসীদের ধারণা যুক্ত করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতি ও ইতিহাসের উপাদান নীতির মাধ্যমে ব্যাখ্যায়িত হতে পারে, যা হচ্ছে ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা এবং ভালোবাসা এবং তিনি পোপের একনায়কত্বকে রাজনৈতিক সংগঠনের আদর্শ নমুনা হিসেবে গণ্য করেন। তার ইউটোপিয়ান কাল্পনিক লেখায় তিনি সংলাপ আকারে বর্ণনা করেন যে, Genoese নাবিক একটি অজানা কমনওয়েলথ আবিষ্কার করেন। একজন রাজা সেখানে একচেটিয়া অধিকার নিয়ে রাজত্ব করতেন Sol পোপ দ্বারা নির্বাচিত এবং বিচারকগণ নিয়ে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কাজসমূহ একত্র হয়। Sol-এর প্রধানমন্ত্রী ছিল Potentia. তিনি যুদ্ধ ও কূটনীতির ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। Prudentia ছিলেন শিক্ষা, কলা এবং গণপূত বিভাগের দায়িত্বে এবং Amor ছিলেন জনসংখ্যার উন্নয়নকে স্থায়ী রূপ প্রদানের দায়িত্বে। দুটি পরিষদ ছিল। একটি গঠিত হয়েছিল পুরোহিত ও বিচারক নিয়ে এবং অপরটি ছিল সমস্ত লোক নিয়ে গঠিত। নাগরিকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যারা সাধারণভাবে বাস করতো তাদের কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না বা পরিবারও ছিল না এবং রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণে ছিল। Campanella-এর অবদান Jesuits-দের দ্বারা সম্ভবত অনুপ্রাণিত হয় যা থেকে তারা প্যারাগুয়েতে সমাজতন্ত্রবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।

গ্রন্থপঞ্জি :

Barker, Ernest, *Church, State and Study.*

Carlyle A.J. & R.W., *A History of Medieval Political Theory in the West.*

Church, W.F., *Institutional Thought in Sixteenth Century.*

Figgis, J.N., *From Gerson to Grotius.*

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বোঁদে ও গ্রটিউস

আধুনিক সার্বভৌমত্ব মতবাদের উদ্ভব

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি রাজনৈতিক চিন্তাধারায় স্বচ্ছ তাত্ত্বিক রূপ লাভ করে অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রে একজন একক কর্তৃত্বের অধিকারী অবস্থান করবেন এবং একটি পারিবারিক জাতিতে প্রতিটি রাষ্ট্র একে অপর থেকে স্বাধীন থাকবে। এ ধারণায় বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি অবদান রাখেন। তাদের কাজ ছিল সুবিন্যস্ত এবং দু'জন মহান প্রচারক বক্তব্য প্রদান করেন। এ বিষয়ে স্বচ্ছ সার্বভৌমত্বের অভ্যন্তরীণ দিক রাষ্ট্র ও নাগরিকের সঙ্গে এর সম্পর্ক সম্বন্ধে লিখেছেন Jean Bodin রাষ্ট্রের বাহ্যিক বিষয়ে অর্থাৎ এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে Hugo Grotius-এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব সূচিত হয় এরিসটোটলের পলিটিকস গ্রন্থ ও রোমান আইনে রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সার্বভৌম ক্ষমতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং ধারণা করেন এ ক্ষমতা একজনের হাতে, কতিপয় ব্যক্তির হাতে বা বহু ব্যক্তির হাতে থাকতে পারে। রোমান তত্ত্ব এ মতবাদকে আরও উন্নত করে মত প্রকাশ করে যে, চূড়ান্ত ক্ষমতা সমগ্র নাগরিক গোষ্ঠীতে অবস্থান করতে পারে এবং জনগণ সম্রাটের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করে, যার ইচ্ছার মধ্যে আইনের শক্তি বিদ্যমান।

রোমান আইন গবেষণার পুনর্জাগরণ এবং এরিসটোটল 'পলিটিকস' নামক গ্রন্থে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের ভিত্তি রচনা করে যার ফলে গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে বির্তকের ঝড় ওঠে। রোমান সাম্রাজ্য রোমের উত্তরাধিকারিত্ব দাবি করে এবং রোমান সম্রাটের কর্তৃত্বকে এর প্রধান হিসেবে দাবি উত্থাপন করে ও চূড়ান্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে অবস্থান করে— এ তত্ত্ব মেনে নিতে বাধ্য করে। জনগণের শাসক তাদের প্রতিনিধি হিসেবে কার্য সম্পাদন করে। প্রাথমিক গির্জা যা অগাস্টাইন ও সপ্তম গ্রেগরির অধীনে ছিল মানুষের পতনের ফলে রাষ্ট্রের কাজকে দুষ্কর্ম হিসেবে বিবেচনা করতো। পরবর্তী সময়ে এরিসটোটলের প্রভাবে একুইনাসের শিক্ষা ছিল যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা জনগণ থেকে আসে এবং জনগণের ক্ষমতার মানবীয় উৎসের এবং গির্জার ক্ষমতা স্বর্গীয় উৎসের সাথে যুক্ত। এ দুটি মতবাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। শান্তি সংস্থাপক মতবাদের বিতর্কের সময় জনগণের সার্বভৌমত্বের যুক্তি রাষ্ট্র থেকে গির্জায় বিস্তার লাভ করে এবং পোপের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করে ও গির্জার জন্য একটি প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদের দাবি করে। সরকার শাসিতের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল মধ্যযুগে একটি ধারণারূপে পরিচিতি লাভ করে।

পোপের জাগতিক দাবির বিরুদ্ধে জনগণের শাসকও স্বর্গীয় অধিকারে শাসন করে। উক্ত তত্ত্ব রাজকীয় ক্ষমতার দ্বারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও কোনো কোনো দেশে প্রোটেস্টান্ট

মতবাদ জাতীয় শাসকদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় উপাসনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে রাজার একচ্ছত্র অধিকার এবং তার প্রজাগণ তার প্রতি অনুগত থাকে। এতে একটি যুক্তির অবতারণা হয় যে রাজা তার জনগণ থেকে ক্ষমতা লাভ করে। উক্ত ক্ষমতা চুক্তির মাধ্যমে আসে এবং চুক্তি ভেঙে যেতে পারে যদি রাজা ন্যায়সম্মত শাসন করতে ব্যর্থ হন। লুথার, ক্যালভিন, পলিটিকস, স্কচ ক্যাথলিক লেখকবৃন্দ যথা বার্কলে, ব্লাকউড, ফিল্মার, ১ম জেমস ইংল্যান্ডে রাজার স্বর্গীয় অধিকার তুলে ধরেন।

ফ্রান্সে, স্কটল্যান্ডে, ইংল্যান্ডে এবং নেদারল্যান্ডে ক্যালভিনপন্থী রাজতন্ত্র-বিরোধীরা এবং পার্থিব শক্তিবিরোধী জেসুটসগণ গির্জার প্রাধান্যের স্বার্থে জনগণের সার্বভৌমত্বের এবং সীমিত রাজ ক্ষমতার যা চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত এ বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করে। এভাবে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর রাজা ও জনগণের মধ্যে স্বর্গীয় মতবাদ এবং জনগণের সার্বভৌমত ও সামাজিক চুক্তির ওপর বিতর্কের অবতারণা হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে কতিপয় প্রভাব পরিষ্কারভাবে সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব প্রদান করে, একক, প্রধান ও ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎস, হিসেবে এবং রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে। স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে এরিসটোটল রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য চিহ্ন হিসেবে মনে করেন। এটা ছিল নীতিগত, আইনগত ধারণা নয়। রোমান সার্বভৌম মতবাদ সার্বজনীন আইনের ও সার্বজনীন সাম্রাজ্যের অস্তিত সম্পর্কে পূর্বে অনুমান করে। রোমের পতনের পর প্রকৃতির আইনে প্রচলিত বিশ্বাস, ন্যায়বিচার মৌলিক মানুষের বাইরে অবস্থান করে ঈশ্বরের প্রেরিত ইচ্ছারূপে ও স্বর্গীয় আইনে বিশ্বাস মানুষের আধুনিক ধারণাকে অসম্ভব করে তোলে, বাস্তব আইন প্রণীত হয় এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতার দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। একক সমাজরূপে রাষ্ট্র ও গির্জার সনাক্তকরণ, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাধান্য স্থাপনের মধ্যে বিরোধ, প্রত্যেকের নিজস্ব সংগঠন ও আইনগত পদ্ধতি, রাষ্ট্রের ঐক্যে অথবা চুক্তিতে চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎসের ওপর বাধা প্রদান করে। স্থানীয় স্বাধীনতা নিয়ে সামন্তবাদের প্রতিষ্ঠান এবং তাদের প্রভুদের জটিল পদ্ধতি এবং তাদের সীমিত ক্ষমতার ধারণা ও চুক্তিগত অধিকার, রাজনৈতিক ঐক্য এবং কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় বাধা প্রদান করে। তাছাড়া রোমান তত্ত্ব অনুযায়ী মিশ্র আকারের সরকারই সর্বশ্রেষ্ঠ যা সাধারণের বিশ্বাস এবং নানা প্রকার যৌথ সংগঠন, বিশেষ করে নগরসমূহ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করে।

জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয় পর্যন্ত, কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্র সামন্ত অভিজাতদেরও ধর্মযাজকদেরও উর্ধ্বে ছিল। তারা ছিল পোপতন্ত্র মুক্ত এবং আইনের স্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যতদিন সার্বভৌমত্বের আধুনিক তত্ত্ব বর্ণিত হয় নি। প্রদেশগুলো রাজ্যের সাথে সংযুক্ত হয় এবং বিভ্রান্তিকর সামন্ত ও গির্জার অধিকারসমূহ ও বাদবাকিসমূহ একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক পদ্ধতিরূপে সঙ্কুচিত হয়। এটা ছিল একচ্ছত্র জাতীয় রাজাদের কাজ। জনগণ যে-কোনো ক্ষমতা তাদের রাজাদের অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিল স্থানীয় নোবেলদের চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সের রাজা তার সাম্রাজ্যকে সংঘটিত করে স্বীয় ক্ষমতাকে একত্র করেছিলেন এবং ফ্রান্স লেখক জীন বডিন (বোঁদে) যিনি সর্বপ্রথম সার্বভৌমিক ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং উক্ত ক্ষমতা রাজার নিকট অবস্থিত বলে প্রদর্শন করেন।

রাষ্ট্রের বাহ্যিক স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তাদের আইনগত সমতা প্রদর্শন করতে একই ধরনের জটিলতা দেখা যায়। রোমান সাম্রাজ্য সার্বজনীনতা দাবি করে এবং অন্য কোনো প্রকার রাজনৈতিক পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেয় নি। পোপতন্ত্রের অভ্যুত্থানে বিশ্ব

একতার ধারণা জোরদার হয়—পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য স্থাপনেও এ ধারণা এমন বদ্ধমূল হয় যে, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের তত্ত্ব অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পথ রচনা করে। এতদ্ব্যতীত সামন্তবাদের সম্পর্ক এতটা স্থানীয় ও ব্যক্তিগত ছিল যে তাদের আন্তর্জাতিক চরিত্র পুরোপুরিভাবে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। স্বাধীন রাষ্ট্রের সমষ্টিভিত্তিক তত্ত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বহনকারী আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে ছিল তখন পর্যন্ত আবির্ভূত হয় নি যে পর্যন্ত বাইরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান না করা হয়। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিগ্রহ বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক শত্রুতা ষোড়শ শতাব্দীতে উক্ত পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করে। রাষ্ট্রের পার্থিব ভিত্তির স্বীকৃতি অথবা কমপক্ষে ইউরোপীয় রাষ্ট্রের পদ্ধতির বহুধর্মীয় চরিত্র এবং দেশের সীমানাভিত্তিক সার্বভৌমত্বের নীতি গ্রহণ ইউরোপীয় ঐক্য নস্যাতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। অপরদিকে মানুষের ভ্রাতৃত্বের প্রাচীন ধারণা এবং প্রাকৃতিক আইনের সার্বজনীন ক্ষমতার ওপর প্রচলিত বিশ্বাস ঐ দৃষ্টিকোণকে দমন করে যে, রাষ্ট্রসমূহের একে অন্যের ব্যাপারে কোনো কর্তব্য নেই।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপের রাজনৈতিক উন্নয়ন এমন একটি স্থানে পৌঁছে সেখানে অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং রাষ্ট্রের বাহ্যিক আইনগত সমতা একটি নতুন তাত্ত্বিকভিত্তির চাহিদা সৃষ্টি করে। নেদারল্যান্ড থেকে যা একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, শান্তির ও অবাধ বলিষ্ঠ নীতিতে আগ্রহী হয় এবং শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হাত থেকে স্বকীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণে ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং যুদ্ধবিগ্রহে আইনগত সীমা নির্ধারণ করে। এভাবেই আন্তর্জাতিক সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক আইনের ধারা গড়ে ওঠে, যা Grotius-এর রচনায় দেখা যায়। নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রতিটি রাষ্ট্র উন্নয়ন লাভ করবে এ ধারণা এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে স্বীকৃতি নিয়মকানুনের অধীনে এবং কোনো রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতার হুমকি সৃষ্টির জন্য অধিক শক্তিশালী হবে না এটাই ইউরোপীয় রাজনীতির স্বীকৃত ভিত্তি। জাতীয়তাবাদ সর্বজাতিক ভাবধারায় রূপান্তরিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় পরিবার ও ক্ষমতার ভারসাম্য মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যের ঐক্যে রূপান্তরিত হয়।

বোঁদে, (Bodin), জাঁ বডিন

জাঁ বোঁদের অবদান (১৫৩০-১৫৯৬) রাজনৈতিক তত্ত্বের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্যভাবে চিহ্নিত করে। আইনে প্রশিক্ষিত এবং সরকারি চাকরিতে অভিজ্ঞ বোঁদে ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিকে একত্র করেন। তিনি Politiques দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা শান্তি ও শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করেন এবং তারা বিশ্বাস করতেন ফ্রান্সের সাফল্য রাজনৈতিক দলসমূহের দমন ও ধর্মীয় বিতর্কের নিরসনের দাবি রাখে এবং একটি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চায়। এ জন্য ধর্মীয় সহনশীলতার কথা বলেন এবং জাতীয় ও দেশীয় সার্বভৌমত্বের সমর্থনের জন্য রাষ্ট্রের একটি তত্ত্ব নির্মাণের দিকে লক্ষ্য স্থির করেন, যা ফ্রান্সে পূর্ণশক্তি নিয়ে আসে এবং বিশেষ করে Navarre-এর হেনরির রাজত্বকে নিরাপত্তা দান করে।

পদ্ধতিগত দিক থেকে বডিন (বোঁদে) বির্তকিত প্রবক্তা ছিলেন না, ছিলেন একজন রাজনৈতিক দার্শনিক যিনি সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন সমীক্ষাদ্বারা সিদ্ধান্ত দান করেন এবং প্রথম আধুনিক লেখকদের একজন যা দর্শনের ইতিহাস রচনার পথ প্রদর্শন করে তাদের অনুসারী ছিলেন। তিনি মানবীয় প্রগতির তত্ত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন ও বিগত স্বর্ণ যুগের মানুষের বিচ্ছিন্নতার মতবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি আইন বিষয়ে ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাজনৈতিক তত্ত্ব

ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে হতে হবে। রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের উন্নয়নের ওপর সমীক্ষা প্রণয়ন করতে হবে এবং রাজনৈতিক ও আইনগত পদ্ধতি যা বিভিন্ন সময় ও যুগের তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। বোঁদে (বডিন) হবসের বিশ্লেষক পদ্ধতি ও Montesquieu-এর ঐতিহাসিক পদ্ধতি নিয়ে ধ্যান-ধারণা করেন এবং তারা উভয়ই তার কাজে লাভবান হন।

এরিসটোটলের Politics বডিনের রাজনৈতিক তত্ত্বের কাঠামো নির্মাণে সাহায্য করে। ব্যবহারিক পদ্ধতিতে বডিন নিয়ম পদ্ধতির ধারক ছিলেন এবং তিনি পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার প্রধান তত্ত্বসমূহ স্বচ্ছ সংজ্ঞায় বিধৃত করা হয়েছে। তিনি ম্যাকিয়াভেলির কাজের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং বিবেকসম্মত বিজ্ঞান রাজনীতিতে ফিরে আসেন। যাহোক বডিন রাজনৈতিক দর্শনের সাধারণ নীতির প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং রাজনীতির বাস্তব প্রয়োগের ওপরও তার আগ্রহ নিবদ্ধ হয়। ম্যাকিয়াভেলির মতো তিনি আইন ও নগর নীতির পার্থক্য নিরূপণ করেন এবং পৃথকীকরণকে সম্পূর্ণ করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ন্যায়বিচার ও নৈতিক আইনকে অপরিহার্য বলে তিনি বিবেচনা করেন। তিনি বিনা প্রশ্নে প্রকৃতির আইনকে গ্রহণ করেন যা সমস্ত মানবীয় সম্পর্কের সাথে যুক্ত। সর্বোচ্চ সম্রাটও এ নীতিসমূহ পালনে বাধ্য যা সরকার নৈতিক আইনে বাধা, রাষ্ট্রের এবং ব্যক্তির কল্যাণ নৈতিক ও বিবেকসম্মত উদ্দেশ্যের ওপর স্থাপিত।

বডিন (বোঁদে) বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় ইতিহাস ও যুক্তিবাদ উন্নয়নে পরিবারের মাধ্যমে। এভাবে তিনি ব্যাপক স্বাধীনতার দিকে সামান্যই দৃষ্টিপাত করেন এবং সামাজিক চুক্তির তত্ত্বের দিকেও তার ততটা নজর ছিল না, যা রাজতন্ত্র মতবাদের বিপক্ষে বিরাট ভূমিকা পালন করে। পারিবারিক দল এবং অন্যান্য দল বা সমিতি অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকেই গড়ে উঠেছে। এসব দলের মধ্যে যুদ্ধের ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে এবং এ সময় বিজিতগণ দাসে পরিণত হয়। বিজয়ী ও সামরিক নেতাগণ নিজেদের শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বল্পসংখ্যক দলের মিলিত শক্তি রাষ্ট্র গঠন করে, যা চূড়ান্তভাবে প্রধান সংগঠনরূপে গড়ে ওঠে। পরিবার ও অন্যান্য সমিতির আলোচনা করে রোমান আইনের ওপর অধিক গুরুত দেন। পরিবারের ওপর পিতার প্রভাব রোমের Patria potestas-এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সমিতির ভিত্তি রোমান আইনের যৌথ সংস্থার ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল। নানা প্রকার বাণিজ্যিক কোম্পানিসমূহ জমিদারি এবং শিল্প ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের অধীনে আনতে আগ্রহী ছিলেন এবং এসব প্রতিষ্ঠানের নিজেদের কোনো মালিকানার কথা তিনি অস্বীকার করেন। তার ধারণা ছিল এগুলো সবই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত সংগঠনের সম্পূর্ণ অধীনে এবং কেবল রাষ্ট্রই এগুলোর ওপর চূড়ান্ত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে পরিবারের প্রধানগণ নগরসঙ্ঘ গড়ে তোলে। জাঁ বডিন (বোঁদে) গ্রীকদের মতো না হয়ে নাগরিকত্বের জন্য জনজীবনে অংশগ্রহণ অপরিহায মনে করেন নি। নাগরিকগণ বিভিন্ন পদের হতে পারেন এবং বিভিন্ন অধিকার এবং সুবিধা সংরক্ষণ করতে পারেন। তারা হয়তো এক বিষয়ে একইরূপ হতে পারে অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতার নিকট সবাই অধীন, যে শক্তি সমস্ত রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রের আনুগত্য হচ্ছে নাগরিকত্বের পরীক্ষা—রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একে সবার সর্বোচ্চ ক্ষমতাপূণ প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতিদান।

এভাবে বডিন (বোঁদে) তত্ত্বের কেন্দ্রীয় ধারায় উপনীত হন—সার্বভৌমত্বের মতবাদ

যাকে তিনি নাগরিক এবং প্রজাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতার আধার হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যাকে আইন বাধা দিতে পারে না। সার্বভৌমত্বের প্রধান কাজ হলো আইন প্রণয়ন। আইন প্রণয়নকারী হিসেবে সম্রাট আইনের বাধ্য নন। সার্বভৌমত্ব সর্বোচ্চ এবং চিরস্থায়ী আইন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। যেখানে বডিনের (বোঁদে) সম্রাট আইনগতভাবে প্রধান, বলাবাহুল্য তিনি নৈতিক বাধ্যবাধকতায় সীমিত যা ঈশ্বরের আইনে এবং প্রকৃতির আইনে দেখা যায়। এতে আরও রয়েছে সন্ধি পালনে নৈতিক কর্তব্য (অন্য রাজাদের সাথে) তৎসহ নিজের প্রজাদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনে। বডিন (বোঁদে) অজানিতভাবে কোনো কোনো প্রধান রাজনৈতিক নীতির সম্পর্কে বলেছেন এবং আরও প্রতিষ্ঠা করেন যে আইন প্রণয়নকারী রাজা তাদের পরিবর্তন করতে পারেন না; কিন্তু তিনি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ভিত্তির মতবাদ উন্নয়ন করেন নি। তবে তিনি আইন ও প্রথার পার্থক্য নিরূপণ করেন। তার মত ছিল, সম্রাটের আদেশ আইনের প্রতি অপরিহার্য। তিনি বলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্রাট তাদের পূর্বসূরিদের অঙ্গীকার পালন করতে বাধ্য। যেহেতু কোনো আইনই চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় নয় সম্রাটের ক্ষমতার বিরুদ্ধে। শাসক যারা ঈশ্বরের ও প্রকৃতির আইন মানতে অস্বীকার করেন তারা অত্যাচারী। অত্যাচারীরা যাহোক সম্রাট হয়ে থাকেন, অত্যাচার ও যথাযথ রাজকীয়তার পার্থক্য নৈতিক বিষয়। বডিন (বোঁদে) এভাবে নৈতিক কর্তব্য থেকে আইনের বাধ্যবাধকতার পার্থক্য করেছেন এবং নৈতিক ও আইনগত তত্ত্বের পার্থক্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

ম্যাকিয়াভেলি ও হবসের মতো বডিন (বোঁদে) রাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তার মতে রাজতন্ত্র অত্যন্ত বাঞ্ছিত ধরনের সরকার। তিনি তত্ত্বগত সম্রাট ও বাস্তব রাজাকে সনাক্ত করেন, বিশেষ করে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও স্পেনে যেখানে রাজার ক্ষমতা চরমে পৌঁছে। রাজার ক্ষমতা ঈশ্বরের নিকট থেকে এসেছে এ বিশ্বাস ছিল এবং সাধারণ পাঠ্য বিষয় থেকে উদ্ধৃত হতো, যাতে রাজার প্রতি কর্তব্যের তাগিদ রয়েছে। বডিন (বোঁদে) রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য সতর্কতার সাথে নিরূপণ করেন এবং তার ধারণা ছিল সার্বভৌমত্বের অধিকার রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কিন্তু যে পদ্ধতি দ্বারা সার্বভৌমত্বের ব্যবহার হয় তা সরকারের ধরন নির্ধারণ করে। রাষ্ট্রসমূহ রাজতান্ত্রিক আভিজাত্যিক ও গণতান্ত্রিক হতে পারে এটা নির্ভর করে সার্বভৌম ক্ষমতা কি একজনের, সংখ্যালঘিষ্ঠ নাগরিকদের হাতে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের হাতে। রাষ্ট্রের ধরন হচ্ছে একটা ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়, তা মিশ্র হতে পারে। মিশ্র রাষ্ট্রের ধারণা যা রোমান লেখক দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে তা বডিন (বোঁদে) সহ্য করতে পারেন নি। তিনি আইন পরিষদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদের দূর্বলতা ও শক্তির পর্যবেক্ষণ করেন। সমস্ত বিবেচনার ফল হয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজতন্ত্র এবং কেবল মহিলারা সিংহাসনে বসতে পারবেন না। এটাই হচ্ছে সন্তোষজনক ধরন কারণ এটা দলগত কোন্দল থেকে মুক্ত, এটি জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করতে পারে এবং বিস্তারিত সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সুসংগঠিত। এরিসটোটলের মতো বডিন (বোঁদে) পরিবর্তনের বা বিপ্লবের ওপর আলোচনা করেন, যার মাধ্যমে নানা প্রকার রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়—তিনি প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের পার্থক্য করেন এবং আইনের কথা বলেন যা সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে এবং ঐগুলোর ওপর আলোচনা করেন, যেখানে সার্বভৌমত্বের অবস্থানে পরিবর্তন ঘটে। রাজতন্ত্রকে তিনি স্থিতিশীল বলেছেন এবং গণতন্ত্র বিদ্রোহের ঝুঁকি বহন করে। বিদ্রোহের কারণ আলোচনায় তিনি জ্যোতিকী-বিজ্ঞানীর মতো এবং কুসংস্কারের মিশ্রিত কথা বলেন এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে

রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিটি জনগণের সংগঠন তাদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যকে লালন করবে। এগুলোর মধ্যে তিনি ভৌগোলিক ও আবহাওয়ার প্রভাবের ওপর গভীর মনোযোগ প্রদান করেন। তিনি উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল জনপদের পার্থক্য করেন এবং তার সাথে সমভূমি ও পর্বতে বসবাসকারীদেরও পার্থক্য নির্ণয় করেন। তিনি সরকার ও আইনের ধরন জাতীয় চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করে বলে মত প্রকাশ করেন।

বডিন (বোঁদে) রাষ্ট্রের বাস্তব সমস্যার ওপর বিশেষ মনোযোগ দান করেন। তিনি দাসপ্রথার নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং ধর্মীয় সহনশীলতার সপক্ষে কথা বলেন। অর্থনৈতিক প্রশ্নে তিনি তার সময়ে সবার অগ্রগামী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের ধন বিতরণের নিবিড় সম্পর্কের স্বীকৃতি দেন এবং এটাই তার মতে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। তিনি অসাম্য ধন বিতরণের বিপদ হৃদয়ঙ্গম করেন এবং তিনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সাম্যনীতির বিরোধিতা করেন। তিনি সীমা ও মালিকানার পার্থক্য নিরূপণ করেন এবং তার মতে প্রজার ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর হস্তক্ষেপে রাষ্ট্রের কোনো অধিকার নেই। আমলাতান্ত্রিক ও পৃষ্ঠপোষকতার যুগে তিনি মুক্ত বাণিজ্যের কথা বলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন বিদেশি বাণিজ্য থেকে অর্থপ্রাপ্তি সম্রাটের জন্য অমর্যাদাপূর্ণ। তিনি শিক্ষা দেন যে আদালতের আইন প্রয়োগ রাজাদের কর্তব্য নয়। বিশেষ বিচারকবৃন্দ জনগণের নৈতিক জীবনের তদারকি করবেন, যেহেতু সে সময় পিতার ও ধর্মযাজকের ক্ষমতা বহুলাংশে অন্তর্হিত হয়। বডিন (বোঁদে) রাজাদের মধ্যে চুক্তির কথা বলেন এবং Grotius-এর আন্তর্জাতিক আইনের নীতি ও ব্যবহারের বিষয়ে রূপরেখা প্রণয়ন করেন। রাষ্ট্রের আইনগত ব্যক্তিত্বের জন্য সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব শক্তি সঞ্চার করেছে—সমতা ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতাও শক্তি যুগিয়েছে। বডিন (বোঁদে) প্রকৃতির আইন ও Jus genitum-এর মধ্যে পার্থক্য রচনা করেন এবং তার ধারণা প্রথমটির দ্বারা সম্রাট বাধ্য পরবর্তীটির দ্বারা নয়। ম্যাকিয়াভেলির মতো না হয়ে তিনি শিক্ষা দেন রাজাদের চুক্তিসমূহকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, বিশেষ করে তাদের শর্ত যদি সুন্দর ও ন্যায়সম্মত হয়। ফ্রান্সে ও ইংল্যান্ডের সমসাময়িক চিন্তাধারায় বডিন (বোঁদের) অবদান বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে আধুনিক যুগের রাজনৈতিক চিন্তাকেও প্রভাবিত করেছে।

ইংরেজদের সহানুভূতি তাদের পক্ষেই যায়, যারা ফ্রান্সের রাজতন্ত্রকে রক্ষার পক্ষে রায় দেয়। এ রায় পোপদের আগ্রাসন ও স্পেনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। কতিপয় স্থানে বডিন (বোঁদে) মত প্রকাশ করেছেন যে ইংল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব রাজার ওপর অর্পিত। তার গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে নির্বাচন করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি হবস ও ফিল্মারের লেখাকে প্রভাবান্বিত করেছে। এতে রাজাকে প্রত্যক্ষ আইনের বাধার উর্ধ্বে রাখা হয়েছে এবং তিনি আইন পরিষদের দাবির বিরোধিতা করতে পারেন, যা সার্বভৌমত্বের ওপর আইনগত বাধা দিতে পারে।

গ্রোটিয়াসের উত্তরসূরিগণ

গ্রোটিয়াসের আগমনের শত শত বছর পূর্বে জনগণের মধ্যে বিবেকসম্মত সম্পর্কের সন্ধান যুক্তির ভিত্তিতে করা হয়েছে, বিশেষ করে যুদ্ধের বাড়াবাড়ি বন্ধের জন্য। এসব পদ্ধতিতে রোমান আইনের দুটি তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়, একটি হচ্ছে প্রকৃতির আইন, অপরটি Jus geutium। রোমান Jus gentium কতিপয় আইনের সমষ্টি, যা বহু লোকের জন্য একই

আইনের প্রয়োগ বোঝায় এবং বিতর্কিত হয়ে Jus civile নামক অনড় আইনে পরিণত হয় এবং যা ব্যক্তি ও আইনের সম্পর্কে আলোচনা করে যুদ্ধ ও সন্ধির এবং বাণিজ্যের ব্যবহার সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সকল ব্যক্তির মধ্যে একই রকম নীতির অবস্থান যারা রোমের সংস্পর্শে এসেছিলেন তারা Jus gentium-এর ধারণা সৃষ্টি করে— যা সার্বজনীন প্রাকৃতিক আইনের উৎস। এর সনাক্তকরণ মধ্যযুগীয় চিন্তাশীলদের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে, যারা একপ্রকার আইন পদ্ধতির অন্বেষণে ছিল, যা মানবীয় আইনের ওপরে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আবরণে ঢাকা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যপারে ধর্মতাত্ত্বিক ও নৈতিক লেখকগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সঠিক আচরণের আইন উন্নয়নের চেষ্টা করছিলেন এবং এর আবেদন প্রাচীন রোমান Jus gentium-এ করা হয়, যাতে সার্বজনীন বাধ্যবাধকতার গুণাবলি রয়েছে।

গির্জার যাজকগণ প্রথমে রোমান ধারণাসমূহ খ্রিষ্ট ধর্মীয়ভিত্তিক নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতার আলোকে সমালোচনা করেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে সেন্ট অগাস্টাইন এমন সময়ের কথা আলোচনা করেন, যা ন্যায়সম্মত যুদ্ধের অবতারণা করতে পারে, যেক্ষেত্রে একজন খ্রিষ্টান অস্ত্র হাতে নিতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইসাডোরের সেভাইল Jus gentium কে কতিপয় প্রধান বিভাগে বিভক্ত করেন, যা আলপিয়ান প্রতিষ্ঠানসমূহে পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে Gratian তার গ্রন্থ Decretals-এ জাতিগত আইনের শ্রেণীবিন্যাস প্রবর্তন করেন এতে সংযুক্ত হয় যুদ্ধের আইন। সেন্ট টমাস একুইনাস কেবল প্রকৃতির আইন ও জাতির আইনের পার্থক্য নিরূপণই করেন নি, তিনি যুদ্ধের বিষয়ে নৈতিক সমস্যার ওপরও বেশ মনোযোগ দেন। চতুর্দশ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে ধর্মতাত্ত্বিক ও জুরিগণ যুদ্ধের আইনগত দিক নিয়ে একই প্রকার বিজ্ঞপ্তি প্রণয়ন করেন, যা যুদ্ধের যথাথ শত্রুদের ওপর বিশ্বাস ও চুক্তির বন্ধনের গুণগতমান সম্পর্কে আলোচনা করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে রাজনৈতিক দার্শনিকগণ যথা উইলিয়াম ওকাম মার্সিলিয়াস এবং দান্তে সম্রাট ও পোপের বিরোধী দাবির আক্রমণ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক সংস্থার সম্পর্কের সমঝোতার পথ রচনা করেন ও ম্যাকিয়াভেলি এবং ইতালীয় নগরসমূহের সম্প্রসারণের অদ্ভুত পরিস্থিতির আলোকে শাসকদের যুদ্ধ ও সন্ধির নীতি বিবেচনা করেন। ইউটোপিয়াতে স্যার টমাস মুর যুদ্ধবিগ্রহ ঘোষণার বিদ্রূপাত্মকে পদ্ধতির কথা লেখেন এবং এরূপ জঘন্য আচরণের নিরাময়ের দিক নির্দেশনা দেন। বডিন (বোঁদে) যা পূর্বে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে যথেষ্ট মনোযোগ দান করেন। তিনি নাগরিকত্ব, আনুগত্য, চুক্তি, সন্ধি, যৌথ সংস্থা নিরপেক্ষতা ও বাণিজ্যিক রাষ্ট্রসমূহ সংক্রান্ত আলোচনা করেন, মিত্রতা বিষয়েও আলোকপাত করেন। তিনি সার্বভৌমত্বের ওপর অধিক আলোকপাত করেন এবং সমসাময়িক আন্তর্জাতিক আচরণের ওপরও অব্যাহতভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

স্পেনের নৈতিক ধর্মতাত্ত্বিকগণ সংস্কারের সময় বাস্তব আন্তর্জাতিক প্রশ্নের ওপর বিস্তারিত আলোচনায় সোচ্চার হন। তারা সম্রাটের সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেন এবং পোপের জাগতিক অধিকারও নিষেধ করেন ও রোমান ধারণার সার্বজনীন প্রকৃতির রোমান আইনকে গ্রহণ করেন। তারা নতুন নতুন আবিষ্কার ও ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তার দ্বারা প্রভাবিত হন। তারা খ্রিষ্টান জগৎকে স্বাধীন রাজকুমারদের সমিতি এবং মুক্ত কমনওয়েলথরূপে অবলোকন করেন। তাদের মধ্যে যে অধিকার আছে তার ব্যাখ্যা রয়েছে প্রকৃতির ও জাতির আইনের মধ্যে। মানবীয় স্বভাবের বাস্তব প্রশ্ন সম্পর্ক তারা প্রায়ই

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমস্যা তুলতে বাধ্য হন এবং এ পদ্ধতি তারা আন্তর্জাতিক নীতির স্বীকৃত সমষ্টি গঠন করেন। এদের মধ্যে সালামানকার ডমিনিকান অধ্যাপক Franciso a victoria (1480-1549) প্রসিদ্ধ। তিনি যুদ্ধ ঘোষণার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করেন এবং অবশেষে স্পেনের কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা ও পরিধির আলোচনা করেন—এ আলোচনা নতুন আবিষ্কৃত পশ্চিমা দেশের প্রেক্ষিতে, বিশেষ করে স্পেনের ও ভারতের সম্পর্ক এবং আবিষ্কার ও বিজয় দ্বারা অর্জিত অধিকার সম্পর্কে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হতে থাকে সুবিন্যস্ত সন্ধির আইন, যা রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। Conrad Braun (1491-1563) পোপের দূতসমূহের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ আলোচনা করে কূটনৈতিক যোগাযোগের নীতিসমূহ লিবিপদ্ধ করেন। ফার্দিনান্দ ভাসকরেরা (১৫০৯-১৫৬৬) স্পেন রাজ্যের ভৌগোলিক সীমারেখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং একটি সংযুক্ত প্রাকৃতিক আইনকে স্বীকৃতি প্রদান করেন ও Jus Gentium-কে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করার স্বীকৃতি দান করেন। তিনি আদ্রিয়াটিক ও লাইগুরিয়ান সমুদ্র সংলগ্ন ইতালিয়ান নগরসমূহের অধিকারের প্রবল বিরোধিতা করেন এবং সমুদ্রের মুক্ত অধিকারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। Balthazar Ayala (1548-1584) নেদারল্যান্ডের স্পেনীয় সেনাবাহিনীর এডভোকেট জেনারেল যুদ্ধের অধিকার ও প্রকৃতি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন যেমন শুল্ক ক্ষতিপূরণ, লুণ্ঠিত মালামাল বিশ্বাস রক্ষা ও সেনাধ্যক্ষের গুণ ও কর্তব্য সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। Ayala রোমানদের সামরিক দৃষ্টান্ত ও বোমান আইনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে স্পেনের পৌর আইনের উল্লেখ করেন। তিনি কানুন-আইনের Jus Natura Jus divinum ও Jus gentium-এর উল্লেখ করেন। Francisco Suarez (1548-1617) আন্তর্জাতিক আইনের দার্শনিক তত্ত্বের রূপদান করেন। তিনি প্রকৃতির আইন ও Jus gentium-এর পরিষ্কার পার্থক্য তুলে ধরেন এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও পারস্পরিক নির্ভরতার স্বীকৃতিদান করেন। তাছাড়া তিনি রাষ্ট্রসমূহের আসল সমাজের ধারণা পোষণ করেন এবং আইনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যা সব জাতিরই মেনে চলা উচিত। যেই মাত্র সুয়ারেজের (Suarz) তত্ত্বসমূহ বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন আন্তর্জাতিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠিত হয়।

Alberico Gentili (1552-1608) আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেন। ইতালির একজন উদ্বাস্তুরূপে তিনি অক্সফোর্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে যখন তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন একজন রাষ্ট্রদূতের মামলা নিয়ে স্পেনিশ পরিষদ তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। এটা তার প্রথম পুস্তকের সূচনা করে, এতে তিনি কূটনৈতিক মিশনের শ্রেণীবিন্যাস ও ঐতিহাসিক রূপরেখা দান করেন। তিনি রাষ্ট্রদূতদের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করেন, যে রাষ্ট্র তাদের পাঠায় ও গ্রহণ করে তাদের সম্পর্কও তার পুস্তকে আলোচনা করেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ লাভের পর তিনি নাগরিক আইনের ওপর সর্বাপেক্ষা উত্তম গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এতে যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন, যিনি তা ঘটিয়ে থাকেন এবং এর ন্যায়সঙ্গত কারণসমূহের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি যুদ্ধের শ্রেণীবিন্যাস করেন এবং শত্রুতা বজায় রাখার পদ্ধতিসমূহ বিশ্লেষণ করেন, জনজীবন ও সম্পত্তির ওপর যুদ্ধের প্রভাব নিরূপণ করেন। তিনি সন্ধিসমূহের প্রকৃতি ও বাধ্যতামূলক প্রয়োগের ওপর আলোকপাত করেন। তার জীবনের শেষ প্রান্তে Gentil

স্পেনের রাজার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিয়োগলাভ করেন এবং তার চূড়ান্ত লেখার সমাপ্তি টানেন, যা তার মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত হয় নি। এতে তিনি যুদ্ধরত ও নিরপেক্ষ দেশের যথাক্রমে অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাখ্যাদান করেন এবং স্পষ্টভাবে দেশগত সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেন। Gentil আন্তর্জাতিক আইনের অগ্রগামী তত্ত্বের প্রয়োগ তার সময়কার বাস্তব সমস্যার ক্ষেত্রে তুলে ধরেন। যদিও তিনি তার ধারণাকে সম্পূর্ণ পদ্ধতিতে তুলে ধরেন নি, তবু Grotius-এর তত্ত্বের তিনিই প্রধান অবদানকারী ছিলেন এবং তার নিরপেক্ষতার মতবাদে তার প্রখ্যাত উত্তরাধিকারীদের চেয়েও তিনি অগ্রগামী ছিলেন।

গ্রটিয়াস

ওলন্দাজ জুরিস্ট Hugo-Grotius-এর লেখার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইনের নীতিসমূহ অবশেষে চূড়ান্তভাবে সাধারণের নিকট গ্রহণীয় হয়। Grotius (1583-1645) খ্রিষ্টাব্দে তার পূর্বসূরিদের লেখনীর অবদান ব্যবহার করে তিনি তার বিখ্যাত পুস্তক De Jure Belli ac Pacis-(1625) এ আন্তর্জাতিক আইনের সম্পূর্ণ পদ্ধতির কাঠামো নির্মাণ করেন। তার কাজের বিস্তৃত প্রভাব গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধি থেকে আংশিকভাবে উৎপত্তি লাভ করে কিছু অংশ বিস্তারিত আলোচনা ও সুবিন্যস্ত বিশ্লেষণ থেকে এবং এতে আন্তর্জাতিক আইন, নীতিশাস্ত্র ও সাধারণ আইনের পৃথকীকরণ দেখানো হয়।

গ্রটিয়াস বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার সময়কার মানবীয় শিক্ষায় তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি আইনজ্ঞরূপে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হয়ে নেদারল্যান্ডের পৌরসভার ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ অলঙ্কৃত করেন এবং ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে বিশেষ কূটনীতিকের কাজ করেন। তিনি গৃহযুদ্ধের সময় ফ্রান্সে বসবাস করেন। ইংল্যান্ডে ও হল্যান্ডে ধর্মীয় ও গৃহযুদ্ধের সময় এবং পরবর্তী সময় স্পেনের বিরুদ্ধে যুক্ত প্রদেশসমূহের যুদ্ধে এবং ত্রিশ বছরের যুদ্ধের প্রথম দিকেও তথায় অবস্থান করেন। তিনি এসব ঘটনায় অভিভূত হন এবং জন্মভূমিতে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনে অধীর হন। তিনি তার গ্রন্থ De-Jur-Belle ac Pacis এ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, জাতিসমূহের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে একটি সাধারণ আইন বলবৎ রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রকৃতির আইনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেন এবং Jus gentium-এ সার্বজনীন কার্যকারিতার জন্য আইনগত নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করেন। তিনি সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি ও অবস্থানের তদন্ত করেন, জনযুদ্ধে যথাযথভাবে কোনো পক্ষ অংশ নেয় এ বিষয়টি নিরূপণের জন্য। তার রাজনৈতিক তত্ত্ব, তিনটি প্রধান শিরোনামায় স্থান পায়—১. প্রকৃতির আইন ২. জাতির আইন ও ৩. সার্বভৌমিকত্বের আইন।

মতবাদের বিরোধিতায় হবস্ শিগগিরই বিজয়ী হন—ন্যায়বিচারের কোনো সার্বজনীন মান নেই এবং আইনের একমাত্র পরীক্ষা উপযোগিতা এবং কার্যকারিতা। গ্রটিয়াস বিশ্বাস করতেন অপরিহার্য ন্যায়বিচার ও নৈতিকতা প্রকৃতির বাস্তবের মধ্যে পাওয়া যায় এবং এ আইন জাতি ও মানুষের মধ্যে বিরাজমান থাকা উচিত। তিনি প্রাকৃতিক ও স্বেচ্ছাভিত্তিক আইনের পার্থক্য নিরূপণ করেন। প্রকৃতির আইন সঠিক যুক্তির দিকে নির্দেশনা দান করে এবং যা প্রাকৃতিক যুক্তির সঙ্গে ও ঐশ্বরের সঙ্গেও মতৈক্য পোষণ করে। এটা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। তিনি মানুষের এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া স্বাভাবিক বলে মনে করতেন এবং সামাজিক প্রবৃত্তির নীতিকে প্রাকৃতিক আইনের একটি উৎস হিসেবে প্রচলিত করেন। সামাজিক অস্তিত্বের চাহিদার বিবেকসম্মত সামঞ্জস্যতা, নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের পরীক্ষা

গ্রটিয়াস প্রকৃতির পবিত্র আইনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ পার্থক্য নিরূপণ করেন, যা রাজনৈতিক সম্পর্কের অস্তিত্বের পূর্বে আদিম মানুষের বৈশিষ্ট্য ছিল এবং কতিপয় অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক আইনের অবস্থান, যা পরবর্তী অগ্রগতিতে বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখেছে। তিনি এভাবে বিভিন্ন ধারণা ও প্রথাকে তার পদ্ধতিতে আনয়ন করেন। যুদ্ধকে তিনি স্বাভাবিক মনে করতেন, এটা ছিল আত্মসংরক্ষণ নীতির অধীনে।

Grotius জাতির আইনকে স্বেচ্ছাভিত্তিক আইন বলতেন। এরূপ আইন মানুষের ইচ্ছা বা ঈশ্বরের আদেশের মাধ্যমে সূত্রপাত হয়। মানবীয় স্বেচ্ছাভিত্তিক আইন নাগরিক আইনের অন্তর্গত, যা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে এসেছে। কিছু স্বল্প প্রসারিত আইন যথা পিতা ও প্রভুর আদেশ যা নাগরিক আইনের ওপর নির্ভরশীল এবং প্রসারিত আইন যা Jus gentium বা জাতি আইন। স্বর্গীয় স্বেচ্ছাভিত্তিক আইন ঈশ্বরের অবদান, যা তার সৃষ্টির পর মানুষের জন্য প্রণীত। মহাপ্লাবনের শেষে ও যিশুর শিক্ষায় Grotius প্রকৃতির আইনকে স্বর্গীয় আইন থেকে পৃথক করেন এবং তার সময়ে যৌক্তিকতাকরণ প্রবণতার ইন্ধন যোগায়। তিনি সুয়ারেজের মতো Jus gentium থেকে প্রকৃতির আইনকে পৃথক করেন, যদিও তিনি বিশ্বাস করতেন প্রাকৃতিক আইনের প্রধান নীতিসমূহ রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের বিষয়ে প্রয়োগ করা উচিত।

Grotius তার পূর্বসূরিদের চেয়েও Jus gentium-এর নীতি ও পরিধির অনেক বেশি উন্নতি সাধন করেন, জাতির জন্য একই নিয়মনীতি হতে এর অর্থ পবিবর্তনের জন্য তিনি অনেক কিছু করেন যে আইন বিভিন্ন জাতির সঙ্গে আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে। প্রচলিত রীতিনীতি ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতামতের, বিশেষ করে তার পূর্বসূরি Gentil-র চিন্তাধারার ওপর গ্রটিয়াস তার সময়ের অবস্থায় প্রয়োগ করার মতো আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। বাস্তব নীতির সিদ্ধান্তে তিনি বিশেষভাবে প্রকৃতির আইন এবং Jus gentium-এর পার্থক্যকে উপেক্ষা করে এমন সব অনুশীলন নির্বাচন করেন, যা সাধারণ ন্যায় বিচারের স্বার্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তিনি আন্তর্জাতিক রীতিনীতির সঙ্গে যুক্তির ও নৈতিকতার নীতিতে একত্র করেন, যা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের সাথে মিল রয়েছে। অন্যান্য প্রশ্নের মতো তিনি যুদ্ধের প্রকৃতি ও সঠিক কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেন, শত্রুতা বজায় রাখার পদ্ধতি, সম্পদের ও মানুষের ওপর যুদ্ধের প্রভাব এবং সম্প্রসারণের অধিকার, সভ্য ও অসভ্য জনগণের সম্পর্ক, দাসত্ব ও অন্যান্য বিষয় তার লেখায় স্থান পায়।

যখন Grotius প্রধানত প্রকৃতির ও জাতির আইন সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন তিনি ঘটনাচক্রে রাষ্ট্রের এবং সার্বভৌমত্ব ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিবেচনা করতে বাধ্য হন এবং তা ছিল তার মতবাদের ভিত্তি স্থাপনের জন্য। তিনি সরকারি সংগঠনের বাস্তব সমস্যা ও নীতির প্রতি কোনো মনোযোগ দেন নি। তিনি রাষ্ট্রকে স্বাধীন মানুষের সঠিক ঐক্যবদ্ধ রূপ মনে করেন, যাতে তারা আইনের নিরাপত্তা ও সাধারণ কল্যাণ ভোগ করবে। রাষ্ট্রের উৎসের আলোচনায় তিনি গ্রীক মতবাদ অনুসরণ করেন অর্থাৎ রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তি থেকে এবং রোমান মতবাদের সামাজিক চুক্তি থেকে যার যুক্তি হলো উপকারিতা লাভ, যারা প্রকৃতির রাষ্ট্রে বসবাস করতো যখন তিনি রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তিকে গুরুত্ব প্রদান করেন এবং বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির আইনের অধীনে মানুষের অধিকার Grotius সামাজিক চুক্তির তত্ত্বের ওপর গুরুত্ব দেন নি, যা রাজতন্ত্রের বিরোধীরা করেছিল যারা তার পূর্বসূরি ছিলেন এবং হবস ও লক্ তাকে অনুসরণ করেন।

Grotius তার সার্বভৌমিকতার মতবাদ সুয়ারেজ ও বডিন (বোঁদে) থেকে গ্রহণ করেন,

যদিও তার তত্ত্ব ছিল কম যুক্তিপূর্ণ ও সঠিক। তিনি সার্বভৌমিকতাকে প্রধান রাজনৈতিক ক্ষমতা হিসেবে বর্ণনা করেন, যাকে এটা অর্পণ করা হয়েছে অন্য কোনো মানুষের ইচ্ছায় ও তার কাজকে বাতিল করা যায় না। ইউরোপের বাস্তব রাষ্ট্রের ওপর তার ধারণা প্রয়োগে তিনি সামঞ্জস্যতা আনতে পারেন নি। তিনি বিভক্ত ও সীমিত সার্বভৌমত্বের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেন।

আধা সামন্ত রাজকুমারদের দ্বারা যুদ্ধ আহ্বানের সম্ভাবনার ওপর তার পদ্ধতির আন্তর্জাতিক নিয়মবিধি সম্ভবত এ বিষয়টির অবতারণা করে। Grotius যেসব রাজনৈতিক সংস্থা যুদ্ধ ঘটানোর অধিকার রাখে তাদের সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন। তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারেও জনতার সার্বভৌমত্বের মতবাদের বিরোধিতা করেছেন, তিনি মনে করতেন তার সরকার আত্মঘাতী সংগ্রাম ও দলগত কোন্দলের এজন্য দায়ী, তিনি এ ধারণা পোষণ করতেন, জনগণের যে কোন ধরনের সরকার গঠনের অধিকার আছে। একবার নির্বাচিত হলে তারা ঐ সরকারকে মানতে বাধ্য। প্রতিরোধের অধিকারকে তিনি বিশেষভাবে অস্বীকার করেছেন। তার রাজকীয় ক্ষমতার মতবাদ সে সময়কার রাজন্যবর্গের নিকট জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এর প্রভাব Peace of Westphalia প্রথম ইউরোপের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে প্রয়োগ করা হয় যা তার ব্যাখ্যা দিতে সাহায্য করে। একচ্ছত্র রাজতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রসমূহের বস্তু সমতা তার তত্ত্বের প্রধান বিষয় ছিল।

Grotius-এর মহান অবদান রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য অধিকার ও কর্তব্যের একটি নকশা সৃষ্টির প্রয়াস এবং প্রকৃতির আইনের বিধান দ্বারা এর সমর্থন লাভ। ঐ সময়ে ইউরোপের একতা ও আন্তর্জাতিক নৈতিকতার জন্য ধর্মীয় অনুমোদন অন্তর্হিত হয়েছিল। সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো জাতিসমূহের পরিবারে আন্তর্জাতিকতাবাদের সংস্থায় পরিণত হয় এবং সার্বজনীন বিশ্ব ঐক্যের মধ্যযুগীয় তত্ত্বের ব্যক্তিগত ভ্রাতৃত্বের বিপক্ষে কাজ করে। সার্বভৌমত্বের মতবাদ Grotius একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের পদমর্যাদাটি শক্তিশালী করেন, বিশেষ করে ব্যক্তিগত অধিকার হিসেবে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার সম্পত্তির প্রকৃতির কিছু অংশ নিয়ে তিনি আলোচনা করেন।

একই সময়ে Grotius ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করেন। তিনি চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎসের মতবাদও প্রাকৃতিক আইনের অধীনে রাজাদের মধ্যে চুক্তির সম্পর্ক ছিল তার অগ্রচিন্তার বিষয়বস্তু। ইউরোপ মহাদেশে সময়ের প্রেক্ষিতে Grotius-এর মতবাদ বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং একচ্ছত্র রাজতন্ত্র বিশেষ করে প্রয়োগযোগ্য ছিল। যাহোক, ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রের পরিপন্থী মতবাদ বাস্তবে প্রয়োগ হওয়ার উপক্রম হয়।

গ্রন্থপঞ্জি :

Gerbrandy, P.S., *National & International Stability : Althusisus, Grotus, Von Vollenhoven.*
Nussbaum, Arthur, *A Concise History of Law of Nations.*
Shepard, Max, *Sovereignty at the Crosssoads, A Srdy of Bodin.*
Vander Molin, Gezina, *Alaberics Gentili.*

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ইংলন্ডে পিউরিটানদের বিপ্লব

বিপ্লবের পূর্বে ইংল্যান্ডীয় রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

রোম ও ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক উন্নয়নের বিস্ময়কর সাদৃশ্য বারবার তুলে ধরা হয়েছে।[১] উভয় ক্ষেত্রে সাংবিধানিক পদ্ধতি বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে ধীরে ধীরে সরকার চালনা সক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হয়। উভয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ধারণার আবির্ভাবের পূর্বেই অগ্রযাত্রায় পৌঁছে। মধ্যযুগে ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক জীবন কঠোর ছিল এমন কি সবচেয়ে বিতর্কিত সময়েও বিমূর্ত রাজনৈতিক দর্শন অন্তর্হিত হয়। আইন ও প্রথার প্রতি আবেদন রাখা হয় কিন্তু সাধারণ নীতির ওপরে নয়। অনুরূপভাবে ইংল্যান্ডের রাজা ও পোপদের বিতর্ক রাজনৈতিক মতবাদে সেরূপ জড়িত হয নি। রাজনৈতিক যুক্তিযুক্ততা এবং প্রথাগত বা লিখিত আইন বাধা প্রদানের জন্য যথেষ্ট ভিত্তি বলে মনে করা হতো।

রোম এবং ইংল্যান্ড উভয়ে এক পদ্ধতির দর্শন উদ্ভাবন করে এবং প্রত্যেকেই নিজের প্রতিষ্ঠানের এমনভাবে রূপ দেয় যেমন, বিমূর্ত সার্থকতা অর্জন করা হয়েছে। রোমান সংবিধানের প্রশংসা করেছেন পলিবিয়াস নামে একজন গ্রীক, সিসারিও নামে একজন রোমান এবং ইংল্যান্ডের সংবিধানের প্রশংসা করেছে মনটেসকু নামে একজন ফরাসি ও ব্লাকস্টোন বা বার্ক নামে দু'জন ইংরেজ। উভয় প্রশংসার মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। উভয় রাষ্ট্রই উল্লেখযোগ্য আইনের পদ্ধতি সৃষ্টি করে এবং উভয়ই তাদের আইনগত পদ্ধতির প্রসারতা আনে, যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সমাদৃত হয়। রোমান আইনের বিপক্ষে যা পদ্ধতিগত আইনে বিশুদ্ধতা লাভ করেছে ইংরেজ আইন কতিপয় বৃহৎ দলিলে পাওয়া যায় এবং প্রধানত রাজকীয় সভার সিদ্ধান্তে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত এবং প্রথা ইংরেজ আইনে বৃহৎ ভূমিকা পালন করেছে এবং এরূপ সাধারণ আইন পরিবর্তনশীল ও ক্রমাগত বর্ধনশীল, যা ইংরেজ আইনগত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং যা আদিযুগ থেকে গর্বের বিষয়বস্তু ছিল।

কতিপয় বিষয়ে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক উন্নয়ন ইউরোপ মহাদেশের চেয়ে ভিন্ন। প্রথমদিকে ইংল্যান্ড নরম্যানদের বিজয় দ্বারা একতাবদ্ধ হয় এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে। সামন্তবাদের সরকার কখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। জাতীয় আইন পরিষদ জমিদারির প্রতিনিধিত্ব করে এবং জমিদার ও পুরোহিতদের একই প্রকোষ্ঠে স্থাপন করে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ক্রমাগতভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখে যখন মহাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা রাজতন্ত্রের অধীনে অন্তর্হিত হয়। ইংল্যান্ডে অভিজাত গোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষের সম্পর্ক অন্যান্য স্থানের চেয়ে নৈকট্য লাভ করে এবং রাজকীয় ক্ষমতার ওপর সুনির্দিষ্ট সীমা আরোপিত হয়। সিংহাসন আরোহণ (অভিষেক) শপথ সনদ এবং অঙ্গীকারনামার ম্যাগনা কার্টায় সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেখানে রাজার বিরুদ্ধে

প্রজাদের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া জুরি প্রথা ও প্রায় স্বাধীন আদালত রাজার স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর পিউরিটান বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক মতবাদ ইংল্যান্ডে প্রসিদ্ধ লাভ করে নি। মধ্যযুগে সেলিসব্যারির জন ও ওকামের উইলিয়ম রাজনৈতিক দর্শনে অবদান রাখেন কিন্তু যে প্রশ্নসমূহে তারা আগ্রহী ছিলেন সেগুলো ইংল্যান্ডের না হয়ে মহাদেশীয় ছিল। জন উইক্লিফ মধ্যযুগে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক চিন্তার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং তার সামাজিক ঐক্যের মতবাদ এবং তার প্রাকৃতিক আইনকে দৈনন্দিন জীবনের অর্থনীতি ও নীতিজ্ঞানে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়। মহাদেশে রোমান আইনের পুনরুত্থান ইংরেজ জুরিদের তাদের আইন ব্যবসায় বর্ণনার সুযোগ দিয়েছে। রোমান নীতিসমূহ তাদের আয়োজনকে প্রভাবিত করেছে কিন্তু বিষয়বস্তুকে নয়। প্রাথমিক ইংরেজ জুরিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন Ranulf de-Glanville[২] ও Braction[৩]। তারা সাধারণ আইনের সুবিন্যস্ত রূপ দান করেন এবং রাজার ইচ্ছার চেয়ে আইনের প্রাধান্যে গুরুত্ব আরোপ করেন।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে কতিপয় লেখকের আবির্ভাব হয়, যারা ইংরেজ রাজনৈতিক চিন্তার প্রধান দিকসমূহ চিহ্নিত করেন। Sir John Fortescue[৪] (1394-1476) ইংরেজ আইন পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেন, যা রোমান আইন শাস্ত্রের সাথে পার্থক্যপূর্ণ। তিনি ইংরেজ পদ্ধতির সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন, যা রাজকীয় ও রাজনৈতিক শাসনকে একত্র করেছে যাতে আইন ব্যাপারে ও অর্থ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন এবং যে আইন বিচারকগণ প্রয়োগ করেছেন তা রাজকীয় আদেশের চেয়ে বড়। তিনি তার উত্তরাধিকারিদের মতো রাজকুমারের ইচ্ছাই আইনের উৎস অস্বীকার করেন। তিনি ইংরেজ ও ফরাসি সরকারের ধারণার বিপক্ষে ইংরেজদের অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা দেন পরবর্তী অধিকার আইনে এর অনেকগুলো ধারা পরবর্তী বিল অব-রাইট রাইটসে লিপিবদ্ধ আছে।

Fortescue প্রকৃতির রাষ্ট্রের চিন্তাভাবনা করেন, যার অস্তিত্ব ছিল সরকার স্থাপনের পূর্বে এবং তিনি প্রাকৃতিক আইনে ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎস আবিষ্কার করেন যা ঈশ্বর কর্তৃক স্থাপিত যাতে একচ্ছত্র বিচারের নীতি রয়েছে। রাজার ক্ষমতা প্রাকৃতিক আইন থেকে এসেছে এবং এর মধ্যে শর্ত আরোপিত রয়েছে। রাজা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কাজ করেন কিন্তু অবশ্যই সংবিধান অনুসারে যথাযথ অঙ্গের মাধ্যমে কাজ করবেন। Fortescue প্রস্তাবনা রাখেন যে রাজকীয় ক্ষমতা জনগণের সম্মতি থেকে এসেছে কিন্তু তিনি এ ধারণার উন্নয়ন করেন নি। Sir Edward Coke-এর দ্বারা Fortescue-এর ধারণা বিস্তার লাভ করে। তারা প্রায়ই রাজার বিপক্ষের লোক দ্বারা পরবর্তী বিদ্রোহে আলোচিত হতেন।

শক্তিশালী টিউডর রাজতন্ত্রের সময় ষোড়শ শতাব্দীতে রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার জন্য অনুকূল ছিল না। স্পেনের ভীতি, শক্তিশালী জাতীয় ভাবধারা রাজতন্ত্রের চতুর্দিকে কেন্দ্রীভূত ছিল। গোলাপের যুদ্ধে নোবেলরা দুর্বল হয়ে পড়ে, তারা ছিল রাজার প্রধান বিরোধী, সাম্রাজ্যের বস্তুগত সমৃদ্ধি এবং জাতীয় গির্জা স্থাপন রাজকীয় নেতৃত্বের অধীনে একনায়কত্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে স্বাধীনতা যে স্বেচ্ছাচারি হস্তক্ষেপ Fortescue প্রশংসা করেছেন। প্রধান রাজনৈতিক তত্ত্ব ছিল রাজতন্ত্রের স্বর্গীয় অধিকার এবং প্রজাদের নিষ্ক্রিয় আনুগত্য। Tyndall-এর The Obedience of a Christian Man Latimer-এর Exhortation Concerning Order and Obedience-এর ভাষণ এবং Heywood-

এর নাটক Rival King and Loyal Subject ছিল টিউডর চিন্তাধারার নমুনা। জাগতিক নিরপেক্ষ সরকারের স্বর্গীয় অধিকারের তত্ত্ব পোপের গির্জার প্রাধান্যের বিরোধিতা করতে উপস্থাপিত হয় এবং ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ঘটনাবলি দ্বারা জোরদার হয়ে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দাবি উত্থাপন করে।

এ যুগের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অবদান রাখেন Richard Hooker (1553-1600)। তার গ্রন্থ ছিল প্রধানত ধর্মতাত্ত্বিক এবং গির্জা সরকারের বিতর্কিত বিষয়সমূহ এবং এর উদ্দেশ্য ছিল Anglican গির্জার ওপর Presbyterian-দের আক্রমণ প্রতিহত করা। Hooker জাগতিক এবং গির্জা সরকারের ওপর একই নীতি প্রয়োগ করেন এবং তার রচনা পরবর্তী রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। তিনি উৎস, প্রকৃতি এবং আইনের বাধ্যবাধকতার সাধারণভাবে পরীক্ষা করেন। তিনি প্রাকৃতিক আইনের যৌক্তিকতাবাদী ব্যাখ্যাদান করেন। তিনি বলেন নাগরিক এবং গির্জার আইন মানুষের যুক্তি দ্বারা রূপলাভ করবে এবং পরিবর্তন করা যাবে, তাছাড়া এটি প্রাকৃতিক আইনের মতো অপরিবর্তনীয় নয়, নাগরিক আইন জনগণের মতামতের ওপর ভিত্তিশীল, যা জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা রূপলাভ করে। Hooker বিশ্বাস করতেন মানুষ মৌলিকভাবে প্রকৃতির রাজ্যে বাস করতো সেখানে কোনো সংগঠিত কর্তৃপক্ষ ছিল না এবং সরকারও ছিল না। সে অবস্থা ছিল অসন্তোষ ও রক্তপাতের কারণ। মানুষ স্বভাবত সামাজিক, এভাবে তারা আনুষ্ঠানিক সম্মতি দ্বারা রাজনৈতিক সংগঠনও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। যে কারণে এটি করা হয় তিনি মনে করেন এটা স্থায়ীভাবে মেনে নিতে হবে এবং সার্বজনীন সম্মতি ছাড়া এটি ভেঙে যাওয়ার নয়। Hooker তার তত্ত্বকে রাজতন্ত্রের সমর্থনে প্রয়োগ করেন এবং বাধ্য থাকার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু জনগণের সম্মতিভিত্তিতে তার সরকারের মতবাদ পরবর্তী গণতান্ত্রিকমনা তাত্ত্বিকগণ কর্তৃক অধিকতর হিতকর মনে হয়। Hooker জাতির আইনের সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন এবং বলেন, ব্যক্তির নৈরাজ্য পরিত্যাগ করে নাগরিক সমাজ গ্রহণ করা উচিত। জাতির জন্য নৈরাজ্যে বাস করা কল্যাণকর নয় এবং নাগরিক সমাজ প্রত্যাখ্যান করাও উত্তম নয়। সংক্ষেপে তার কাজ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত অথবা তার বীজাণুতে ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ প্রধান ধ্যান-ধারণা। তিনি ঐতিহ্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার পাণ্ডিত্যপূর্ণ পদ্ধতি পরিহার করেন। তিনি Grotius-এর ত্রিশ বছর পূর্বে প্রাকৃতিক আইনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। তিনি সামাজিক চুক্তির স্পষ্ট মতবাদের বর্ণনা করেন এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতার পৃথকীকরণের ওপরও বক্তব্য রাখেন।[৫]

মুর ও বেকন

টিউডর ও স্টুয়ার্টযুগের দু'জন লেখকের অবদান যথা স্যার টমাস মুর (১৪৭৮-১৫৩৫) এবং Francis Bacon (ফ্রান্সিস বেকন) (১৫৬১-১৬২৬) সাধারণভাবে প্রচলিত ইংরেজ রাজনৈতিক চিন্তার বাইরে বক্তব্য রাখেন। তারা উভয়েই রেনেসাঁর মানবিক ভাবধারায় প্রবুদ্ধ হন এবং নতুন দেশের আবিষ্কারও তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং Platonic ধারার আদর্শ কমনওয়েলথের ধারণা দেন। মুরের বস্তুবাদের প্রতি কোনো সহানুভূতি ছিল না এবং তার সময়কার একনায়কত্বের প্রতিও কোনো অনুরাগ ছিল না। তিনি ইরেজদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মন্দ-দিকের ওপর বিদ্রূপ করেন[৭] এবং একটি বেনামি দেশের বর্ণনা দেন যেখানে এসব দোষত্রুটির প্রতিকার হতে পারে। তিনি যুদ্ধ সংঘাতের

নিন্দা করেন এবং ধর্মীয় সহনশীলতা অনুমোদন করেন। তিনি কৃষক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিশেষ করে অভিভূত হন পুরনো কৃষি জমি ব্যবস্থার ও ভেড়া পালনের সম্পর্কে। তিনি ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পদকে সমাজের প্রধান ত্রুটিরূপে চিহ্নিত করেন এবং তিনি সমাজতন্ত্রের অধীনে শান্তি ও প্রাচুর্যের একটি নবযুগের ছবি অঙ্কিত করেন। তার সরকার Utopia ছিল জাতীয় রাষ্ট্র যা গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত। তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের বিশাল ক্ষমতাকে বিভাজনের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। মানবতাবাদীদের প্লেটোর মতবাদ প্রাথমিক ইংরেজ ধর্মীয় সমাজতন্ত্রবাদে যুক্ত হয়ে মুরের লেখায় স্থান পায়। একদিকে তিনি Wyclif-এর গির্জাধর্মী সমাজতন্ত্রবাদের দিকে ও মধ্যযুগীয় গোষ্ঠীগত জীবনের দিকে ফিরে তাকান, অপরদিকে তিনি টিউডর জাতীয়তাবাদের প্রশাসনিক ঐক্য ও পার্থিব ক্ষমতার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

বেকনের Utopia মুরের সাথে প্রধানত পার্থক্যপূর্ণ ছিল। এটা ছিল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বস্তুগত সমৃদ্ধির ভিত্তিতে স্থাপিত, নীতিগত সমাজতন্ত্রবাদের ওপর ছিল না। সমতার ধারণা, শক্তিশালী সম্প্রসারণ আগ্রাসন ও বাণিজ্যিক শোষণনীতির দ্বারা ধ্বংস হয়। বেকন শক্তিশালী রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সুশৃঙ্খল সমাজও তার কাম্য ছিল। তার অসমাপ্ত Utopia ব্যতীত বেকন বহু রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন ও বক্তব্য[৯] দিয়েছেন, যাতে তিনি টিউডর যুগের মানসিকতার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তিনি যুদ্ধের এবং সম্প্রসারণবাদের একজন শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে জাতীয়তাবাদ নীতি ও পিতৃতান্ত্রিক সরকারের সমর্থক ছিলেন। তিনি বাণিজ্য তত্ত্বের অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং তিনি তার সমসাময়িক গ্রটিয়াসের আন্তর্জাতিক আইনের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তার তত্ত্ব স্পষ্টত প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। রাজার নিকট আনুগত্যকে তিনি স্বাভাবিক মনে করতেন যেমন, শিশু পিতামাতার নিকট এবং যেসব আইনজীবী পার্লামেন্টের বিশেষ আইনকে তুলে ধরতেন তিনি তাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিজ্ঞানের দিক থেকে তিনি ভবিষ্যতের দিকে তাকাতেন কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় তার অন্তর্দৃষ্টি ছিল না, যা নতুন ধ্যান-ধারণা ও স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে ধাবমান ছিল।

প্রথম জেমস-এর রাজনৈতিক তত্ত্ব

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সংস্কারের প্রভাব ইংরেজ রাজনৈতিক চিন্তায় প্রতিফলিত হচ্ছিল এবং ইউরোপ মহাদেশে প্রধান বিতর্কের সূচনা হয়। একদিকে প্রতিষ্ঠিত ধারার পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এ্যাংগলিকান গির্জা রাজতন্ত্রকে জিইয়ে রাখতে, গির্জার প্রধানরূপে রাজাকে সমর্থন ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকারের যুক্তির মাধ্যমে অপর দিকে ইংরেজ আইনবিদগণ আইন ও পার্লামেন্টেও আদালতের পুরনো অধিকারসমূহ ধরে রাখতে চান বিশেষ করে স্কট রাজার বিরুদ্ধে পিউরিটানগণ যারা এ্যানগলিকান গির্জা পদ্ধতির সমর্থনকে আক্রমণ করেন। এরূপ প্রতিযোগিতায় ইংরেজ কেলভিনিস্টগণ ধর্মীয় রাজনৈতিক দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের তাদের সহযোগীদের মতো এবং বুকানন, আলথুসিয়াস এবং Vindicia Contra Tyrannos[১০] মতবাদের রাজতন্ত্রবিরোধী-ধ্বনি তোলেন। তাদের ভিত্তি ছিল প্রাকৃতিক অধিকার ও সামাজিক চুক্তি সে সময়ে অভ্যুদয় ঘটেছিল।

ষোড়শ শতাব্দী ছিল ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের যুগ এবং সপ্তদশ শতাব্দী ছিল রাজনৈতিক আলোচনার যুগ। এ যুগে নৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে নি, কিন্তু আইন ও রাজনৈতিক মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের প্রধান

সমস্যা ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার ও জাতীয় স্বার্থরক্ষা।

টিউডর সম্রাটগণ জাতীয় একতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারক ও বাহক ছিলেন, তারা স্বেচ্ছাচারী হিসেবে শাসন কার্যে সক্ষম ছিলেন কিন্তু আরমাডার পরাজয়ের পর শক্তিশালী কর্তৃত্বের প্রয়োজন অন্তর্হিত হয় এবং রানী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর শাসকের প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। এর ফলে টিউডর নীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সামন্তদের কাছ থেকে দেশের অভিজাত ও বণিক শ্রেণীর হাতে চলে যায় এবং ক্ষয়িষ্ণু সমৃদ্ধি তাদের সমর্থনকে দুর্বল করে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, রাজকীয় আদেশের ওপর সাধারণ আইনকে প্রাধান্য প্রদান করে। রাজা ও বিচারকদের মধ্যে দ্বন্দ্বে যারা সাধারণ আইনের ব্যাখ্যাকারীরূপে দাবি করে রাজা ও আইন তারাই হয় প্রকৃত সার্বভৌমত্বের পথ প্রদর্শক। পার্লামেন্ট কর আরোপ করার এবং সাধারণ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার অধিকার জোরদার করতে থাকে। পিউরিটান সম্প্রদায় বিশেষ করে স্বাধীন মনোবাদিগণ একনায়কত্বকে ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থীরূপে মনে করে, যা তারা নিজেদের জন্য চেয়েছিল। রাজার পদে বিরোধীদল প্রথম জেমস-প্রথমকে প্রধান করে এর সিংহাসন সমাসীন হওয়াকে ত্বরান্বিত করে। তার ছিল রাজকীয় ক্ষমতার প্রতি উচ্চভাব এবং ব্যক্তিত্ব ছিল কৌশলহীন।

জেমস-প্রথম তার রাজনৈতিক দর্শন (১৫৫৬-১৬২৫)[১১] প্রধানত স্কটল্যান্ডে অবস্থানকালীন অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করেন। তার শিক্ষক বুকানন এই শিক্ষা দেন যে, রাজা তার ক্ষমতা জনগণ থেকে পেয়েছেন এবং যদি তারা মন্দ শাসন করে জনগণ তাদের উৎখাত করতে পারে। তার পিতা খুন হয়েছিল, তার মাতাকে সিংহাসন থেকে বিতারিত করে হত্যা করা হয় এবং প্রেসবিটারিয়ান নেতাগণ রাজকীয় ক্ষমতাকে আক্রমণ করেন এবং প্রজাগণ তাদের শাসককে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রাখে এ মত পোষণ করেন। পিউরিটান মতবাদের বিরুদ্ধে জেমসের বিরোধিতা স্বাভাবিক ছিল। জেমস ইংল্যান্ডের সিংহাসন উত্তরাধিকারীরূপে লাভ করেন এবং রোমান বিপক্ষীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হন, যারা চেয়েছিল একজন ক্যাথলিক রাজা। এ বিষয়টি জেসুইটদের রাজতন্দ্রর পরিপন্থী তত্ত্বের বিরোধিতা করে। জেমস স্বর্গীয় অধিকারের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হন এবং এ ধারণা বারকেক ব্লাকউড এবং ফ্রান্সের Politiques[১২] দের দ্বারা উন্নীত হয়। যখন তিনি ইংল্যন্ডের রাজা হন তিনি দেখতে পান টিউডরদের রাজতন্ত্রের মতবাদ এবং প্রতিষ্ঠিত গির্জায় তার রাজকীয় সমর্থনের ধারণা আছে 'কোন বিশপ নেই, কোন রাজা নেই' এরূপ একটি মতবাদ তার দৃষ্টিভঙ্গি গির্জার এবং রাজনৈতিক সংগঠনের সম্পর্কে প্রতিফলিত হয়। এ্যাগলিকান গির্জা অন্যদিক রাজার স্বর্গীয় অধিকারের কথা ঘোষণা করে এবং শর্তহীন আনুগত্যের কথাও বলে। রাজাকে গৌরবান্বিত করা মানে প্রতিষ্ঠিত গির্জাকে শক্তিশালী করা। এ্যাংগলিকান গির্জার ধর্মতাত্ত্বিকগণ রাজার বিশেষ ক্ষমতাকে সমর্থন করে, যা একদিকে ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে কার্যকর হাতিয়ার ছিল অন্যদিকে পিউরিটানদের। যখন পিউরিটান ও জেসুইটগণ জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রবর্তন করেন। তাদের বিরোধীদের প্রতীয়মান হয় যে রাজাকে গৌরবান্বিত করাও কার্যালয়কে পবিত্র করা প্রয়োজন। দান্তে, ওকাম ও মার্সিলিয়াসের মধ্যযুগীয় সম্রাটদের পোপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং লুথারের স্বাধীন জার্মান রাজপুত্রদের পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করা অতিথির ভক্তির পরিবর্তে একটি ধৈর্যশীল আনুগত্যের মতবাদ উন্নয়নে সহায়তা করে।

পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ, সামন্তবাদের প্রাচীন আইন এবং প্রকৃতির আইন থেকে যুক্তি আনয়ন

করা হয়। নৈরাজ্যের বিপদকে অত্যাচারীর বিপদ থেকে ভয়াবহ মনে হয়। যখন রাজকীয় ক্ষমতার উৎসের চুক্তির মতবাদ রাজার সমর্থকগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়, তারা মনে করে যদি এরূপ চুক্তি থাকে ঈশ্বর একাই বিচারক হতে পারেন এবং তার নিকটই কেবল অত্যাচারের বিরুদ্ধে আবেদন জানানো যায়। গির্জা ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা ওপর থেকে আসবে নিচ থেকে নয়, রাজকীয় দলের এই মতবাদ ছিল। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে পার্লামেন্টের বক্তৃতায় জেমস বলেন, রাজাকে সঠিকভাবেই ঈশ্বর নামে অভিহিত করা হয়। তারা পৃথিবীতে যে স্বর্গীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার সাথে ঐশ্বরিক কাজের সামঞ্জস্যতা আছে। ১৬১৬ সালে স্টার চেম্বারের বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'যেহেতু অবিশ্বাসিগণ ঈশ্বরের কাজ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে অতএব, রাজা কি করতে পারে এমন অনুমান করা ও বিতর্ক অত্যন্ত নিন্দনীয়।

তাত্ত্বিকদল যারা একনায়কত্ব সমর্থন করে এই বলে যে, পার্থিব ক্ষমতা তাৎক্ষণিকভাবে ঈশ্বরের নিকট থেকে এসেছে এবং তারা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির ওপর নির্ভরশীল, রাজকীয় ক্ষমতার প্রাধান্যকে দুই দিক থেকে সমর্থন করেছেন। Filmer[১৩] দেখাতে চেয়েছেন একনায়কত্ব ঐতিহাসিকভাবে ন্যায়সম্মত ও স্বাভাবিক এবং মানবীয় প্রকৃতির অব্যাহত প্রকাশ। হবস[১৪] এক নায়কত্বকে সামাজিক চুক্তির হিতকরী দর্শনের ভিত্তিতে সমর্থন করেন। গৃহযুদ্ধের সময় রাজার স্বর্গীয় অধিকারের মতবাদ রাজকীয় দলের বাণীরূপে স্বীকৃতি পায় এবং রাজনৈতিকভাবে ক্রমাগত সমর্থিত হয় কিন্তু ধর্মীয় ভিত্তিতে নয়। প্রথম জেমসের তত্ত্ব আমলাতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিয়োজিত ছিল, যা সংস্কারের বিচ্ছিন্নতার প্রভাবের সাধারণ সমাধান ছিল।

একমাত্র ব্যতিক্রম হল্যান্ড ছাড়া তাঁর নীতির ব্যর্থতা ইংল্যান্ডই একমাত্র দেশ, যা তার ভাগ্যকে পরিহার করতে পেরেছিল।

পার্লামেন্টারি দলের রাজনৈতিক তত্ত্ব

রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিতর্কের ফলে অবশেষে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, যা পার্লামেন্টারি দলকে স্বর্গীয় অধিকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দর্শন গড়ে তোলার জন্য বাধ্য করে। একদিকে তারা নির্দিষ্ট এবং সুবিন্যস্ত সংবিধানিক ও আইনগত নীতির রূপদান করে, যা ইংরেজ রাজনৈতিক চিন্তাধারার অধিকাংশ কাঠামো গড়ে তোলে। অপরদিকে তারা মহাদেশ ও স্কটল্যান্ড থেকে রাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদ গ্রহণ করে, যা রেনেসাঁ ও সংস্কারের যুগে গির্জাধর্মী ও রাজনৈতিক তত্ত্বকে উন্নীত করে। আইনজীবিগণ প্রথম সারির যুক্তি উত্থাপন করেন, দ্বিতীয় সারির বিরুদ্ধবাদিগণ প্রধানত রাজার ধর্মীয় অবস্থান নীতি এবং এ্যাংগলিকান গির্জার বিরুদ্ধবাদিতা করেন।

প্রতিযোগিতার প্রথমদিকে আইনগত যুক্তির ওপর প্রধানত নির্ভর করা হয়। সাধারণ আইনের প্রাধান্যের জনপ্রিয় মতবাদ অর্থাৎ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং জনগণের মধ্যে আইনের উৎস যা পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করে এবং পার্লামেন্টের ওপর নিয়ন্ত্রণের বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। স্যার এডওয়ার্ড কুক[১৫] ছিলেন রাজার প্রধান বিরোধী, যিনি প্রধান বিচারপতিরূপে আইনের সার্বভৌমত্ব তুলে ধরেন এবং যখন তিনি আইন পরিষদের সদস্য পদ হারান তখন অধিকারের আবেদনকে উৎসাহিত করেন। এই মনোভাবকে স্মরণ রেখে প্রথম জেমস বলেছিলেন, রাজার একনায়কত্বের বিশেষ ক্ষমতা আইনজীবীর আলোচনার বিষয় নয় এবং এ বিষয়ে বিতর্কে যাওয়াও আইনসঙ্গত নয় এ ব্যাপারে অপর একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের নাম করা যেতে পারে। তিনি হলেন জন সেলডেন[১৬], তার সময়কার

সবচেয়ে বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয়তাবাদী ও হিতকর দলভুক্ত ছিলেন, যিনি রাজকীয় ক্ষমতার অলৌকিক মঞ্জুরিকে নাকচ করে দেন। তিনি রাজতন্ত্রকে সাংবিধানিক গঠন হিসেবে প্রত্যক্ষ করেন— রাজার কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন রাজা হচ্ছে সেই বস্তু যাকে মানুষেরা তাদের জন্য তৈরি করেন তাদের শান্তির জন্য, যেমন একটি পরিবারে মাংস ক্রয়ের জন্য একজন ব্যক্তি নির্বাচন করেন।[১৭] সেলডিন ধর্মযাজকদের তীব্র নিন্দা করতেন এবং রাজা ও গির্জার ভক্তি নিরসনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি প্রতিষ্ঠান ও ধারণাকে মানুষের যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা যাচাই করতে উৎসাহিত করেন।

অধিকন্তু ইংরেজদের নাগরিক স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং স্পষ্টভাবে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়। ইলিয়ট,[১৮] পাইম, হেম্পডেন, অধিকারের আবেদন ও বিল অব রাইটসের বর্ণনায় ক্রমোন্নতি ঘটে যে প্রতিটি ব্যক্তির কিছু মৌলিক স্বাধীনতা রয়েছে, এর মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সম্পদের স্বাধীনতা রয়েছে এবং এতে স্বেচ্ছাচারীভাবে হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই। প্রাকৃতিক অধিকারের সঙ্গে এগুলোর শনাক্তকরণ হচ্ছে পরবর্তী সহজ পদক্ষেপ।

প্রাকৃতিক আইন শতাব্দীব্যাপী পরিচিতি লাভ করে দুটি অপরিহার্য কিন্তু পৃথকগুণের কারণে। প্রথমে এটি সকল মানুষের যথার্থ আচার-আচরণের পদ্ধতি প্রদর্শন করে, দ্বিতীয়ত এটি কতিপয় অনুকূল মতামতের ভিত্তি বিবেচনা করে, যেমন সকল মানুষ সমান।[১৯] প্রথম দিকে এটি একটি বাধ্যতার নেতিবাচক নীতি, কারণ এটা মানুষের কাজে বাধা দেয়। দ্বিতীয়ত, এটিতে জনগণের অধিকারের সুনির্দিষ্ট নীতির প্রত্যাশা ছিল। এ দুয়ের মধ্যে বাধ্যবাধ্যতার নেতিবাচক নীতি ঐতিহ্যগতভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক আইন মানুষের কর্তব্যের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে, তাদের অধিকারে তত নয়। এখন যাহোক, একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বাধ্যবাধকতা থেকে প্রত্যাশার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিপুলসংখ্যক লোক রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারা দাবি করে যে তাদের স্বাধীনতা বা স্বাভাবিক অধিকারের জন্য সরকারের নিশ্চয়তা প্রদান অপরিহার্য, যার সাথে আমরা এতো সুপরিচিত। এভাবে ইংরেজদের আইনগত নীতির উন্নয়ন সাধিত হয় এবং যেহেতু গির্জা বিরোধিগণকে নির্যাতন করে রাজনীতিতে আনা হয়, এতে নাগরিক স্বাধীনতার মতবাদ এবং সীমিত সরকারের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়।

এ পদ্ধতিতে ধর্ম বিষয়ে বিরোধীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথম চার্লসের স্কটল্যান্ডের প্রেসবিটারিয়ানদের ওপর গির্জার বিশপ সরকার চাপানোর ফলে গির্জাগত বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়, যার ফলে স্কটল্যান্ডের লোকেরা পবিত্র চুক্তি সম্পাদন করে (১৬৩৮) এবং অঙ্গীকার করে যে তাদের প্রার্থনা সংরক্ষণ এবং রাজাকে সমর্থন দেয়া হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা গির্জার ও পার্লামেন্টের আইন মেনে চলেন। এভাবে স্কটল্যান্ডের লোকেরা বুকাননের তত্ত্বের প্রবর্তন করে। ইংল্যান্ডে যখন রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় স্কটল্যান্ডের সাহায্যে পার্লামেন্টকে একটি পবিত্র লীগ চুক্তি বিধিবদ্ধকরণে প্রভাবিত করে (১৬৪৮)। যার ফলে উভয় দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ রাজার বিরুদ্ধে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জনগণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্বসমূহ এবং সামাজিক চুক্তি ইংল্যান্ডে বহন করে আনা হয় এবং শিগগিরই পার্লামেন্ট প্রেসবিটারিয়ান ধরনের সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত গির্জার ওপর চাপানোর চেষ্টা করে এবং এ্যাগলিকান বিশপগণকে রাজনৈতিক অফিস থেকে বিতাড়িত করে।

ইংরেজ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রেসবিটারিয়ানবাদের প্রবর্তন নৈরাজ্যের হুমকি সৃষ্টির জন্য

অসংখ্য দলের উত্থান ঘটায় এবং বিদ্রোহকে বহুদূর না নেয়ার বাধা সৃষ্টি করে, যাতে গণতন্ত্রের দিকে না যেতে পারে। প্রেসবিটারিয়ানবাদের আভিজাত্যিক প্রবণতা বহু ইংরেজ নেতার মাঝে আবেদন সৃষ্টি করে।

একই সময়ে ইংল্যান্ডের স্বাধীন দল আরও সংঘটিত হয় এবং এঁদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনগণ ধর্মসভার স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী ছিলেন—প্রত্যেক প্রার্থনায় এবং প্রত্যেক নাগরিকের অধিকারে গির্জার প্রশাসনের অংশীদারিত্বের ওপরও তাদের বিশ্বাস ছিল। প্রত্যেক ধর্মসভা চুক্তি দ্বারা বিধিবদ্ধ হয় এবং ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র গঠন করে। স্বাধীনতাকামীদের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ব্রাউন গির্জা ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি এই শিক্ষা দেন যে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির[২০] ওপর বিচারকদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। গৃহযুদ্ধের সময় স্বাধীন দল শক্তিশালী হয় ও ক্রমওয়েলের অধীনে সরকারের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। তারা নাগরিক স্বাধীনতার আন্দোলনে আরও অধিক গণতান্ত্রিক উৎসাহ দান করেন এবং ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত দেয়ার চাপের ফলে উপাসনার স্বাধীনতার অধিকার লাভের এবং কথা বলার স্বাধীনতায় জীবন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সম্মতির অধিকার আইনজীবীদের মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়। তাদের মতবাদ হলো বিশ্বাসীদের যে-কোনো দল নিজের উপাসনার ব্যবস্থাপনার অধিকার রাখে এবং ধর্মীয় একত্বের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোনো অধিকার নেই, এটা ধর্মীয় সহনশীলতার নীতির দিকে নিয়ে যায় এবং যখন রাজনৈতিক বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়, তখন জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারের মতবাদকে জোরদার করে। স্বাধীন মতবাদিগণ যুক্তরাষ্ট্রে বসতি স্থাপন করে যেখানে তাদের মতবাদ উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ ছিল এবং যখন ক্রমওয়েলের সাফল্য তাদের দলকে ইংল্যান্ডে নিয়ন্ত্রণ করে—যুক্তরাষ্ট্রের নেতাগণ কর্তৃক তাদের প্রবর্তিত মতবাদ ইংল্যান্ডে পুনরায় প্রবর্তন করা হয়।

ধর্ম ও রাজনৈতিক বিষয়ের সংযোগ রাজা ও আইন পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাকৃতিক অধিকারের রাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদ সামাজিক চুক্তি জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব ক্যালভিনপন্থিগণ তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যবহার করে এবং যখন তাদেরকে জেসুইট ও প্রোটেস্টান্ট রাজাদের সঙ্গে ধর্মীয় স্বাধিকার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।

এইসব মতবাদে ইংল্যান্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করে। মহাদেশে যে সব দল প্রাকৃতিক অধিকার পোষণ করতো এবং যারা চুক্তি সম্পাদন করতো তারা ছিল শ্রেণী, প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা, করপোরেশন ইত্যাদি। ইংল্যান্ডে ব্যক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের ফল অধিক সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব পরিণতি লাভ করে। সামাজিক চুক্তি ও প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদ ইংল্যান্ডে উন্নতি লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহাদেশে পুনঃপ্রচারিত হয়, যেখানে তা ফরাসি বিদ্রোহের জন্য তত্ত্বগত পটভূমি হিসেবে কাজ করে।

কমনওয়েলথের রাজনৈতিক মতবাদ

গৃহযুদ্ধের সময় প্রেসবিটারিয়ানদের দ্বারা পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অন্য ধর্মীয় দলের প্রতি সহনশীল মনোভাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। পার্লামেন্টারি সেনাদলে বেশিরভাগ স্বাধীন মতবাদিগণ ছিলেন এবং আমূল পরিবর্তনশীল দলের প্রতি তারা ঝুঁকে পড়েন। এদের লেভেলার বা সমানকারী বলা হতো। রাজকীয় বাহিনীর পতনের পর পার্লামেন্টের অবশ্যম্ভাবী ভাঙনের ফলে সেনাবাহিনী দেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। সেনাবাহিনী পার্লামেন্ট

থেকে প্রেসবিটারিয়ানদের বিতাড়িত করে এবং রাজাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে ক্রমওয়েলকে একনায়ক শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। স্বাভাবিকভাবে এ বিপ্লব সংস্কারবাদী দলকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। এ পদ্ধতিতে রাজনৈতিক আলোচনার ভিত্তি সংবিধানিক ও আইনগত কারণ থেকে পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক অধিকার ও মানবিক সাম্যবাদের মতবাদের দিকে স্থানান্তরিত হয় এবং অন্যদিকে এগুলো ধর্মীয় আলোচনা থেকে যুক্তিবাদ দ্বারা সমর্থিত হয়।

ইংরেজ সংস্কারবাদিগণ এ শিক্ষাই দেন যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন ও সমান, সরকার আইনের ভিত্তিতে স্থাপিত যাতে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। সব মানুষ ব্যক্তি হিসেবে ও প্রাকৃতিকভাবে জীবনের, স্বাধীনতার ও সম্পদের অধিকার লাভ করে। তাদের বিবেকের ও প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে এবং রাজনৈতিক সাম্যও রয়েছে। উইক্লিফের সমাজতান্ত্রিক ধারণার পুনর্জাগরণের ব্যাপারে তারা বিরোধিতা করে এবং এই শিক্ষার জন্য যে সম্পদের সমতাও স্বাভাবিক অধিকার। এসব মতবাদ বহুসংখ্যক বিজ্ঞাপন আকারে প্রচার হয় এবং এ বিষয়ে লে. কর্নেল জন লিলবার্ন[২১] অধিক প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি সাহসিকতার সাথে সাধারণ মানুষের সার্বভৌমত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন যে, পার্লামেন্ট কেবলমাত্র জাতির প্রতিনিধি। তার গণতান্ত্রিক ধারণা সেনাবাহিনীর মধ্যে দ্রুত প্রচারিত হয় এবং এর ফলে আভিজাত্যের অধিকারী-প্রেসবিটারিয়ানদের নিয়ন্ত্রণ করতো। Gerard Winstanley[২২] ছিলেন সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা। তিনি বলেন, রাজনৈতিক পরিবর্তন, সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন না হলে গুরুত্বহীন। সেনা পরিষদে Ireton ও ক্রমওয়েল আরও সংস্কারবাদীরূপে ভূমিকা পালন করেন। তারা সম্পদের সমবণ্টনের বিরোধিতা করেন এবং তারা সার্বজনীন ভোটাধিকারকেও আপত্তি করেন। তারা আইনের কাছে আবেদন করেন—প্রাকৃতিকগত অধিকারের নয় এবং মাঝারি সাংবিধানিক সরকারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জোরালো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবিক পক্ষে একনায়কত্ব স্থাপিত হয়।

এ যুগের উল্লেখযোগ্য দিক হলো রাজার অপসারণের পর সেনাবাহিনী সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভিত্তিতে সরকারের লিখিত কাঠামো প্রণয়ন করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জনগণের চুক্তি বা "The agreement of the people"[২৩] (১৬৪৭)। সেনাবাহিনীর সংস্কারবাদিগণ এটি উপস্থাপন করে এবং রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে আপোসের ভিত্তিরূপে কাজ করে। উক্ত দলিল জনগণের ইচ্ছা হিসেবে ঘোষিত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। এতে একটি একক আইনসভার প্রস্তাব করা হয়, যা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সীমিত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। এতে ছিল অধিকারের আইন এবং এতে বিশেষভাবে লেখা ছিল উপদেষ্টামণ্ডলী মৌলিক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সামরিক বাহিনীর সংরক্ষণ উপাদান এবং Rump পার্লামেন্ট তা কার্যকরী হতে দেয় নি। রাম্প পার্লামেন্ট বাতিলের পর ক্রমওয়েল স্পষ্টত ক্ষমতায় আসেন, সামরিক কর্মকর্তাগণ নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন, যার নাম ছিল Instrument of Government (1654) বা 'সরকারের হাতিয়ার' একজন লর্ড Protector অর্থাৎ রক্ষাকর্তা এবং একটি পার্লামেন্ট যা সম্পত্তির যোগ্যতার দ্বারা নির্বাচিত হবে। রক্ষাকর্তা ও আইন পরিষদের ক্ষমতা সতর্কতার সাথে সীমিত করা হয়। এই প্রতিনিধিত্বের প্রয়াস ছিল সংবিধান পদ্ধতিকে এলিজাবেথের অধীনে পুনরায় চালু করা এবং Agreement of the people অর্থাৎ জনগণের চুক্তির চেয়েও অধিক রক্ষণশীল ছিল। ভয় ছিল যে পার্লামেন্টের নির্বাচন কমনওয়েলথের ধারণার বিপক্ষে যেতে পারে

একচ্ছত্র সরকারের হাতিয়ারকে Instrument of Goverment কার্যকর করতে বারণ করা হয় এবং ক্রমওয়েল সামরিক একনায়কত্ব স্থাপন করেন যা ছিল ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক। লিখিত সংবিধানের ধারণাসমূহ এবং সরকারের ওপর সাংবিধানিক নীতি এভাবে প্রস্তাবিত হয়, যা ইংল্যান্ডে বাস্তবে প্রয়োগ হয় নি।

জন মিলটনের লেখায় (১৬০৮-১৬৭৪) কমনওয়েলথ যুগের মধ্যমপন্থী নীতি স্থান পায়। মিলটন পার্লামেন্টারি পার্টিকে সমর্থন করেন এবং গির্জা ও রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ পৃথক করতে বলেন এবং গির্জার সংগঠনে প্রেসবিটারিয়ানদের গির্জার শাসন থেকে পৃথক করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী সময় তিনি স্বাধীনতার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং কমনওয়েলথ ও Protectorate-এর অধীনে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। যখন ১৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পার্লামেন্টে মুদ্রাকর ও পুস্তক বিক্রেতাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করেন। মিলটন[২৪] বাকস্বাধীনতার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন, কারণ এ বিষয়টি নাগরিকত্বের অধিকার এবং রাষ্ট্রের জন্য হিতকর। তিনি সাধারণভাবে স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে অগ্রসর হন, তার যুক্তি ছিল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে ও মর্যাদা রক্ষার্থে এটা অপরিহার্য। তিনি সরকারের বাধানিষেধ ও তদারকির বিরোধিতা করেন, ধর্মীয় সহনশীলতার কথা বলেন এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন, যা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাধান্য লাভ করে।

চার্লসের-প্রথম প্রাণদণ্ডের পর মিলটন[২৫] Regicides রাজহন্তাদের সাথে নিজেকে শনাক্তকরণ করেন, যাতে ছিল বুকাননের প্রভাব। তিনি প্রায়ই যুক্তি প্রদর্শন করতেন, মানুষ স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে জন্ম লাভ করে, পরস্পর চুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে এবং তাদের প্রতিনিধিকে রাজা ও বিচারক নির্বাচন করে। আইন তাদের সবার সম্মতিক্রমে প্রণীত হয়—যা শাসক ও প্রজাগণ মেনে নিতে বাধ্য। চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎস জনগণ, যারা রাজাকে প্রতিষ্ঠিত ও অপসারিত করতে পারে এবং যারা বাধ্য হয়ে অত্যাচারীকে অপসারণ করে।

Eikon Basilike-এর আগমনে Galden-এর চতুর প্রতারণা, রাজকীয়তার স্বর্গীয় নির্দেশ মিলটন কাউন্সিল অব স্টেটের অনুরোধে এসবের উত্তর প্রদান[২৬] করেন। এতে তিনি রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করেন। একই সময় সংস্কারবাদীদের বৃদ্ধির দ্বারা ভীত হয়ে তিনি চরম গণতান্ত্রিক ধারণার বিরোধিতা করেন এবং তিনি তার স্বভাবসুলভ আভিজাত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেন। যখন Salmasius যিনি Leyden-এর অধ্যাপক ছিলেন, ইউরোপের ভয়াবহতা তুলে ধরেন। যেহেতু রাজার প্রাণদণ্ডের জন্য তিনি রাজতন্ত্রের নীতির পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পুনরায় মিলটনকে উত্তর দিতে নিয়োগ করা হয়। তিনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুক্তিসহ উত্তরাধিকারী সূত্রের শাসনের বিরুদ্ধেও মতবাদ ব্যক্ত করেন, কারণ এ বিষয়টি প্রাকৃতিক আইনের বিরোধী। তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে কমনওয়েলথকে সর্বশ্রেষ্ঠ সরকার হিসেবে অভিহিত করেন। মিলটন এক ব্যক্তির শাসন অপছন্দ করতেন এবং একই সময়ে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের প্রতি তার ন্যূনতম বিশ্বাস ছিল।

যেহেতু Protectorate রক্ষাকর্তার সাথে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, মিলটন দ্বিতীয় চার্লসের নীতিকে দমন করে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের[২৯] পরিকল্পনা উত্থাপন করেন। তিনি একটি পদ্ধতির রূপদান করেন, যাতে একদল প্রতিনিধি থাকবেন যারা স্থায়ীভাবে কাজ করে যাবেন এবং তাদের মধ্য থেকে একটি নির্বাহী পরিষদ গঠন করবেন। প্রাথমিক যুগে বহু প্রত্যাশার মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তার যুগের অভিজ্ঞ ও কল্পনাবিলাসী লোকের অক্ষমতা যা যথাযথভাবে স্বাধীনতাকে ব্যবহার করতে পারে নি, তাদেরকে একটি হতাশাব্যঞ্জক

চিরস্থায়ী সিনেটের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। মিলটন তার মানসিক দিক থেকে অগণতান্ত্রিক ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে একনায়কত্বে বিশ্বাসী ক্রমওয়েলের সাথে যুক্ত ছিলেন। তার জন্য গণতান্ত্রিক তত্ত্বের সামঞ্জস্যভাবে প্রতিনিধিত্ব করা কঠিন ছিল, যা পিউরিটানদের প্রচেষ্টার ভিত্তি ছিল।

হেরিংটন

জেমস হেরিংটন (১৬১১-১৬৭৭) রাজতন্ত্রের বদলে একটি অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ও প্রস্তাবিত সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, যা ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক কল্পকাহিনী[৩০] হিসেবে ধ্বংস হয়। হেরিংটন গৃহযুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ মানসিকতা পোষণ করেন। তার বই যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও উভয় দলের সন্দেহের উদ্রেক করে। তার গ্রন্থে ঐতিহাসিকভাবে বিস্তর লেখা ছিল এবং অন্য রাজনৈতিকদের তত্ত্ব ছাড়াও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও সমসাময়িক ইউরোপের ঘটনাবলি ছিল। হেরিংটন কিছু সময় ভেনিসে কাটান এবং তার সরকারের সমীক্ষা থেকে বহু রাজনৈতিক ধারণা লাভ করেন। তিনি বলেন, ঐতিহাসিক বা পরিব্রাজক না হলে কেউ রাজনীতিক হতে পারে না। তিনি ইতিহাসের সাতটি প্রধান প্রজাতন্ত্রের সংবিধান নিয়ে কমনওয়েলথের একটি নমুনা প্রণয়ন করেন। তিনি এরিসটোটল এবং ম্যাকিয়াভেলির একজন ভক্ত ছিলেন ও হবসের[৩১] কঠোর সমালোচক ছিলেন যার Leviathan নামক গ্রন্থ কেবল প্রকাশিত হয়।

ইতিহাস পড়ে ও ইংল্যান্ডের অবস্থা দেখে হেরিংটন বিশ্বাস করতেন সরকারের স্থিতিশীলতা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সরকার যাচাই করার সত্যিকার নীতি হচ্ছে সরকারের ভিতরের শক্তিসমূহের ভারসাম্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, সব রাষ্ট্রের আইনের সরকার থাকবে যার লক্ষ্য হবে সাধারণ কল্যাণ বা জনগণের সরকার যার লক্ষ্য হবে কতিপয় ব্যক্তিস্বার্থ[৩২]। তিনি জাতির স্বায়ত্তশাসন ও অন্যান্য সরকারের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেন। তিনি স্থায়ী ও কাঙ্ক্ষিত সরকারের নীতি সম্পর্কে তদন্ত করেন তাদের বাস্তব ভিত্তিতে এবং মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকায় এবং তার ধারণা ছিল সমস্ত ক্ষমতা ধন অথবা বুদ্ধিমত্তা থেকে আসে।

হেরিংটন বলেন যে, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে অনুসরণ করে ধন বণ্টন করে। যাদের হাতে ধনসম্পদ অধিক থাকে তাদের হাতে সার্বভৌমত্ব কেন্দ্রীভূত এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তখনই সংরক্ষণ করা যায়, যখন কয়েকজন লোকের হাতে অধিক ধন থাকে। রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র তখনই স্বাভাবিক যখন ভূমি সম্পদের আকারে (বাণিজ্যিক নগর ব্যতীত) একজন অথবা কতিপয় ব্যক্তির হাতে থাকে। ইংল্যান্ডে অভিজাত সামন্তদের বড় জমিদারি এবং গির্জাসমূহ টিউডরগণ ভেঙে ফেলে তখন কমনওয়েলথ ছিল সঠিক ধরনের সরকার। এর স্থিতিশীলতা সংরক্ষণে একটি আইন প্রণীত হবে যাতে একজন ব্যক্তি অধিক ভূমির মালিক না হয়ে সীমিত ভূমির মালিক হবে। হেরিংটন ইতিহাসের অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণের একজন প্রথম প্রবক্তা এবং রাজনৈতিক কাঠামোরও তিনি প্রথম পথিকৃৎ।

সংবিধানিক সংগঠনের বিস্তারিত পরিকল্পনা মানুষের স্বভাবসুলভ বিবেকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং তিনি এরূপ প্রস্তাব রাখেন এতে থাকবে একটি সিনেট যা গঠিত হবে স্বাভাবিক অভিজাত্য দ্বারা, যার কাজ হবে নীতিনির্ধারণ ও আইন প্রণয়ন; একটি জনসমষ্টি নিয়ে পরিষদ গঠিত হবে অথবা তাদের প্রতিনিধি নিয়ে

হবে এবং যারা সিনেটের অনুমোদনসাপেক্ষে ভোট প্রদান করতে পারবে। একটি নির্বাহী বিভাগ থাকবে যারা সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা করবে। উক্ত পদ্ধতিকে কতিপয় সাহায্যকারী নিয়ম দ্বারা শক্তিশালী করা হয় যেমন গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন এবং অফিসের কাজ পর্যায়ভিত্তিক হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা পদ্ধতিরও তিনি সুপারিশ করেন।

Utopia আকারে যখন হেরিংটনের গ্রন্থ লিখিত হয় এবং ক্রমওয়েলথ এটি বিতরণের এই বলে অনুমতি দেয় যে এটা বিপজ্জনক হওয়ার পক্ষে অতিরিক্ত অবাস্তব। বাস্তবিকপক্ষে হেরিংটন ও তার বন্ধুগণ দেশবাসীর নিকট বিনীত আবেদনসহ আইন পরিষদে পরিকল্পনাটি প্রবর্তনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। হেরিংটন মিলটনের চেয়ে স্বাধীনতার পক্ষে কম আগ্রহ প্রকাশ করতেন কিন্তু তিনি সরকারি সংগঠনের প্রক্রিয়া নির্মাণে বাস্তবমুখী ছিলেন এবং অধিক মনোযোগী ছিলেন ও রাজনীতির সঠিক তথ্যের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। আগ্রহের সাথে তার পুস্তক পঠিত হতো। ইংল্যান্ডে এ ব্যাপারে এত অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হয় যে তার প্রস্তাবসমূহের ওপর বিতর্কের জন্য Rotaclub নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। ইংরেজগণ তাদের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ফিরে যেতে চান এবং রাজতন্ত্রের পুনর্প্রতিষ্ঠা হেরিংটনের চিন্তাধারার সমাপ্তি আনে। তার গ্রন্থ আমেরিকায় অধিক প্রভাব বিস্তার করে। ক্যারোলিনা, নিউজার্সি এবং পেনস্যালভেনিয়ার সংবিধানে তাঁর চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয় এবং এক শতাব্দী পর তার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ আলোচনায় যুক্ত হয়, যা আমেরিকার সংবিধানে বিস্তারিতভাবে অনুসৃত হয়। তার গ্রন্থ Otis জন আদমসের রাজনৈতিক বাইবেলে পরিণত হয় এবং জেফারসনের কপিটি লাইব্রেরি অব কংগ্রেস সংরক্ষিত হয়। বিদ্রোহের সময় ফরাসি ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়—Sieyes-কে এর অনেক ধারণা প্রদান করা হয়। এভাবে হেরিংটনের নাম আধুনিক বিশ্বের তিনটি মহাবিদ্রোহে সংযুক্ত হয়।[৩৩]

ফিল্মার

স্যার রবার্ট ফিল্মার গৃহযুদ্ধের সময় অগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তার গ্রন্থ তার মৃত্যুর বহু বছর পর প্রকাশিত হয়। তার রচিত Patriarcha গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর উত্তর সিডনি ও লক প্রদান করেন এবং আংশিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি রাজতন্ত্রের মতবাদ সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রদান করেছে পুনর্প্রতিষ্ঠার পর টোরিগণ তা প্রবর্তন করেন। ফিল্মার রাজকীয় ক্ষমতার একচ্ছত্র প্রকৃতির ওপর হবসের সাথে এক মত পোষণ করেন কিন্তু সামাজিক চুক্তির ভিতকে আক্রমণ করেন, যা থেকে হবস তা গ্রহণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রকৃতির রাজ্য ও সামাজিক চুক্তি মতবাদ একচ্ছত্র রাজতন্ত্র-বিরোধী, যদি জনগণ মৌলিকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে তারা স্বাধীনভাবে করতে পারে এবং সরকার নির্বাচন কেবল গণতন্ত্র আইনসম্মত হতে পারে। তিনি মানুষের মৌলিক সাম্যের কথা অস্বীকার করেন এবং কর্তৃত্ব মানুষের সম্মতির ফল একথাও নাকচ করেন। তিনি বডিনের (বোঁদে) সাথে একমত হন যে প্রতি রাষ্ট্রে একজন একচ্ছত্র দায়িত্বহীন সার্বভৌম শাসক থাকবে।

ফিল্মার বলেন পরিবার বৃদ্ধির ফলে সরকার সৃষ্টি হয়—রাজা পিতৃতুল্য এবং প্রজাগণ তারই সন্তান। এরূপ প্রবাদ যে রাজা জনগণের পিতা[৩৫] একনায়কত্বের এই যুক্তির সাথে রূপান্তর করা হয়। পিতৃতান্ত্রিক শাসন কর্তৃত্বের মৌলিক রূপ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং ইতিহাস

অনুসারে রাজতন্ত্র স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান যার প্রকৃতির আইনের সাথে সামঞ্জস্য আছে। পিতৃসুলভ ক্ষমতা হস্তান্তরের অযোগ্য, যা একাচ্ছত্র ক্ষমতার মধ্যে চিরস্থায়ী এবং যা রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিদ্যমান। রাজতন্ত্রের বিকল্প হচ্ছে নৈরাজ্য এবং সামরিক স্বেচ্ছাচার। অধিকন্তু রাজতন্ত্র একমাত্র সরকার যা সত্য ধর্মকে রক্ষা করে, হল্যান্ডের ধর্মবিরোধিতা এবং ভেনিসের ধর্মহীনতা এ বিষয়ে প্রমাণ দিয়েছে। রাজা আইনের উৎস এবং পার্লামেন্ট উপদেষ্টা পরিষদ ছাড়া আর কিছু নয় এবং প্রজাগণ অবশ্যই নিষ্ক্রিয় আনুগত্য স্বীকার করবে। রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব মৌলিক পিতৃসুলভ ক্ষমতা থেকে এসেছে এবং যা স্বর্গীয় আদেশ বলে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রেরিত হয়েছে। উত্তরাধিকারীর অভাবে মহান পরিবারবর্গ প্রধানদের দ্বারা একজন নতুন শাসক নির্বাচিত হবে এবং একে ঈশ্বরের নির্বাচন বলা যেতে পারে।

ফিল্মার এ বিষয়ে আংশিকভাবে ইতিহাসের এবং আংশিকভাবে প্রকৃতির আইনের ওপর বিশ্বাসী ছিলেন। তার তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল যে রাষ্ট্র প্রাকৃতিক ও জৈবিক উপাদানে গঠিত হয় এবং চুক্তির দ্বারা গঠিত যান্ত্রিক সংগঠন নয়। তিনি স্বর্গীয় অধিকারের মতবাদ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রকৃতির শিক্ষার ওপর স্থাপন করেন। প্রাকৃতিক সকল কিছ স্বর্গীয় আদেশে অনুমোদিত বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। স্বর্গীয় অধিকারের তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রত্যাখ্যান উক্ত তত্ত্ব ধ্বংস করার পথ উন্মোচন করে। ফিল্মারের ইতিহাসের ব্যাখ্যা সমালোচনা সহজ, তার গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ প্রাকৃতিক, তাদের নিজ কারণে ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিসমূহে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তা দ্বারা প্রাকৃতিক আইনের নীতির ব্যাখ্যার প্রবণতা রাজতন্ত্রের পরিপন্থী যা ফিল্মারের নিকট অত্যন্ত শক্তিশালী মনে হয়। এমন কি সক্ষম চিন্তাবিদ হবস কার্যকরভাবে যার বিরোধিতা করেন।

আমেরিকায় পিউরিটান ধারণা

ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবিরোধ আমেরিকার উপনিবেশবাদের ইন্ধন দান করে। প্রথমদিকে স্টুয়ার্টদের অধীনে স্বাধীনতাকামী ও পিউরিটানগণ নিউ ইংল্যান্ডে বসতি স্থাপন করে। তাদের উদ্দেশ্য হলো উপাসনায় যেন কোনো ব্যাঘাত না হয়। প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদের পর ক্রমওয়েল ক্ষমতায় আসেন এবং বহু এনগলিকান রাজপন্থিগণ দক্ষিণের উপনিবেশগুলোতে বসতি স্থাপন করে। ক্যাথলিকগণ মেরিল্যান্ডে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কোয়েকারগণ পেনস্যলভেনিয়ায় চলে যান। এইসব ঔপনিবেশিকগণ তাদের সাথে ইংরেজদের সাধারণ আইন বহন করে নিয়ে যায় এবং তার সাথে নিয়ে যায় ইংল্যান্ডের ঐতিহ্য ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তারা আমেরিকায় গণতন্ত্র উন্নয়নের ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য অনুকূল পরিবেশ লাভ করে। যদিও আমেরিকার বিদ্রোহ পর্যন্ত সুবিন্যস্ত রাজনৈতিক ধারণার অভাব ছিল, তবুও যে ধরনের সরকারের সমৃদ্ধি উপনিবেশগুলোতে সাধিত হয় তাতে ইংরেজদের প্রভাব ও ধারণা বিদ্যমান ছিল।

নিউ ইংল্যান্ডের পিউরিটান ধারণা আমেরিকার চিন্তাধারার দিক নির্ণয়ে সম্ভবত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গির্জার প্রভাব প্রবল ছিল। পুরনো টেস্টামেন্টের শিক্ষার ভিত্তিতে তত্ত্বগত ও অসহনীয় পদ্ধতি জেনেভায় ক্যালভিনের জাগরণের চেষ্টা করা হয়। যদিও ক্যালভিনের মতবাদ ছিল গির্জা ও রাষ্ট্র আলাদা, সমাজ, পূর্ব স্মৃতি তবুও এটা সাধারণত স্বীকৃতি ছিল নাগরিক কর্তৃপক্ষ গির্জার মতবাদ ও উৎসব পালনের নিশ্চয়তা দেবে এবং নৈতিক আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দেবে। সত্যিকারের ধর্মরক্ষা রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য ও পূর্ণ নাগরিত্বের জন্য গির্জার সদস্যপদ অত্যাবশ্যক।

স্বাধীনতাকামী দল উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি করে এবং এ বিষয়ে রজার উইলিয়ামস[৩৬] ছিলেন প্রধান প্রবক্তা। তিনি বলেন, রাষ্ট্র গির্জা থেকে পৃথক এবং বেসামরিক প্রশাসকদের গির্জার ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই। তিনি বলেন, মানুষের বিবেকের স্বাধীনতার জন্য প্রথম পবিত্র গ্রন্থের ভিত্তি। দ্বিতীয়ত, এটা সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত। রাজনৈতিক বিষয়ে তার মতবাদ এ শিক্ষাই দেয় যে, জনগণের সরকার জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে গঠিত যা মূল চুক্তিতে যা সুস্পষ্ট প্রকাশিত, কমনওয়েলথ যুগে তার ধারণা ইংল্যান্ডে খুব প্রভাব বিস্তার করে।

পিউরিটানগণ আমেরিকাতে ক্যালভিনের অগণতান্ত্রিক মতবাদ আমদানি করে এবং প্রথম বসতি স্থাপনে অল্পসংখ্যক লোকই স্বাধীন ছিল যারা সরকারে অংশ গ্রহণ করতে পারতো। নতুন পরিবেশের সীমান্তবর্তী অবস্থা থেকে কতিপয় প্রভাব পরিলক্ষিত এবং ঈর্ষাপরায়ণতার সঙ্গে ইংরেজদের নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক হয়। রাজনৈতিক সংস্থা সৃষ্টিতে সামাজিক চুক্তির ব্যবহার নিউ ইংল্যান্ডে বহু বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের May Flower Compact ও কানেকটিকাটের মৌলিক আদেশ (১৬৩৯) এর উদাহরণ বহন করে। সামাজিক চুক্তির স্পষ্ট বক্তব্য কানেকটিকাটের প্রচারকগণ উপস্থাপন করেন। টমাস হুকার গির্জা সংগঠনের ধর্মীয়সভার পদ্ধতি যাতে উপাসনাকারিগণ স্বাধীন ছিলেন এবং নিজেদের মন্ত্রী নির্বাচন করতেন যা নিউ ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত হয়। এতে শুধু চুক্তির ধারণাই জোরদার হয় নি বরঞ্চ এতে স্থানীয় সরকার স্থাপনসহ জনগণের সার্বভৌমত্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চুক্তির মতবাদ গির্জায় ও রাষ্ট্রে ব্যক্তির প্রাধান্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ উভয়েই স্বেচ্ছাভিত্তিক সম্মতিতে গঠিত হয়। নতুন বিশ্বের অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায় গণতন্ত্রের বীজ ছিল, যা নিউ ইংল্যান্ডের ধর্মীয় ও আভিজাত্যিক প্রবণতাকে দ্রুত বিদূরিত করে।

দক্ষিণের উপনিবেশগুলো তাদের ইংল্যান্ডীয় ও রাজকীয় ঐতিহ্য নিয়ে তাদের বপন পদ্ধতি এবং তাদের ব্যাপক দাস নিয়োগ গণতন্ত্রের স্থানীয় সরকারের দিকেও ঝুঁকে নি। বলাবাহুল্য সমাজের নির্দিষ্ট অভিজাত সংগঠন ও সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কোয়েকারদের আমেরিকায় আনা হয় এবং এনাব্যাপটিস্টদের আদালতে মামলা গ্রহণ এবং সামরিক বাহিনীর প্রতি ঝোঁক দেখা যায়।

আমেরিকার উপনিবেশসমূহে লিখিত সংবিধানের ধারণার সবিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। ঔপনিবেশিক শিল্প সংস্থাগুলোকে যে সনদ প্রদান করা হয় এতে ছিল ভূমি মঞ্জুরি, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং বাণিজ্যিক ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার, যা যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা হয় এবং যা সরকারের লিখিত ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং স্থানীয় সুবিধাসমূহের নিশ্চয়তা দান করে। বিদ্রোহ সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত দুটি উপনিবেশ তাদের চার্টার সংরক্ষণ করে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার পর সংবিধানের মতো সন্তোষজনক মনে করে। মালিকানা উপনিবেশগুলোতে সরকার কাঠামো গঠন করা হয়, এতে কমনওয়েলথ যুগের দলিলসমূহের প্রভাব ছিল এবং এতে হেরিংটনের Oceana-র ধ্যান-ধারণাও ছিল। ক্যারোলিনাসহ মৌলিক সংবিধান (১৬৬৯) জন-লকের বৈশিষ্ট্য আরোপ করে একটি অভিজাতপূর্ণ পদ্ধতি স্থাপন করে, যেখানে শাসনের ক্ষমতা সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। উইলিয়াম পেন নিউ জার্সির ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দ এবং ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে প্যানস্যালভেনিয়ার জন্য চার্টার প্রণয়ন করেন, যাতে Oceana-র রূপ রেখা ব্যবহৃত হয়। এসব সংবিধান আদর্শ নমুনা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আসে ও বিশেষ করে

ইউরোপে বিপুল যশ অর্জন করে ভল্টেয়ার ও মনটেস্কুর সাধুবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। এসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় যদিও সম্পত্তির যোগ্যতার বিশ্বাস, নাগরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারণা ও লিখিত সংবিধানের ধারণা টিকে থাকে।

ঔপনিবেশিক যুগের গণতান্ত্রিক আন্দোলন রাজকীয় শাসক ও ঔপনিবেশিক পরিষদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এ দ্বন্দ্ব প্রধানত ইংল্যান্ডের রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে এবং উপনিবেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ইংরেজদের নাম গ্রহণ করে। হুইগ ও টোরি এই পরিষদগুলো অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে এবং দ্রুত তাদের ক্ষমতা বিস্তার করে, স্বরাষ্ট্র সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সঙ্কীর্ণ হয়। এই দ্বন্দ্ব ঔপনিবেশিকদের বাস্তব রাজনীতির অভিজ্ঞতা প্রদান করে এবং জনগণের সরকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

পাদটীকা :

১. W.A. Danning, *Political Theories, from Luther to Montesquieu (1905).*
James Bryce, *Studies in History of Jurisprudence (1901).*
২. *Tractatus de legibus et Consuetudinibus Angliae (1190).*
৩. *De Legibus et Consuetudinibus Angliae (1250).*
৪. *On the Nature of the Law of Nature; On the Excellence of the Laws of England, on the Governance of England.*
৫. *The Laws of Ecclesiastical Polity (1594).*
৬. *AP. D'Entreves, The Medieval Contribution to Political Thought (1939).*
৭. *Utopia* বইটি ল্যাটিন ভাষায় লেখা হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন ইংরেজিতে অনুবাদ হয় নি।
৮. *The New Atlantis (1629),* বেকন এটাকে আদর্শ প্রজাতন্ত্র করতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞাননের প্রতি তার আগ্রহ একে বাধাগ্রস্ত করে।
৯. তার *Advise to the Queen Elizabeth, of the true greatnees of Kingdoms and Estates; of Seditions, the art of Empire or civil government.*
১০ পরিচ্ছেদ ১১ দ্রষ্টব্য
১১. জেমসের রাজনৈতিক দর্শন তার *Basilicon Doron* এ পাওয়া যায়, যা তার ছেলেকে নির্দেশ দেয়ার জন্য লেখা হয়েছিল। তার *True Laws of Free Monarchies (1598)* এবং তার *Remnostrance for the Right of Kings* এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার প্রদত্ত বক্তৃতায়। *Political works of James I (1918)* by C.H McIlwain দ্রষ্টব্য।
১২. পরিচ্ছেদ ১১ দ্রষ্টব্য
১৩. নিম্নে দ্রষ্টব্য
১৪. নিম্নে দ্রষ্টব্য পরিচ্ছেদ ১৪
১৫. তার *Institutes* দ্রষ্টব্য
১৬. তার *Table Talk, Frederick Pollock* সম্পাদিত এবং তার উত্তরে প্রটিউসের *Mare rlibesum,* Selden তার *Mare clausum*-এ মত প্রকাশ করেছে সমুদ্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি।
১৭. *Table Talk*
১৮. তার *De jure Magistratus* ও *The Monarchy of Man.*
১৯. Cicero, *Republic.*
২০. স্বাধীন মতবাদীদের সহনশীলতার মতবাদে হল্যান্ডের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাদের অনেক নেতা সেখানে কিছুকাল যেমন বাস করেছে এবং অন্যদল হল্যান্ড থেকে ইংল্যান্ড অভিবাসন গ্রহণ করে।
২১. তার *Vox Plebis* ও *Fundamental Liberties in England.*
২২. তার *Land of Freedom (1652), The Saints Paradise (1658).*
২৩. S.R. Gardiner, *Documents No 74.* এখানে যে সরকারের পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয়েছে তার তুলনা করা যায় *Fundamental Articles of Connecticut (1639).*

২৪. তার *Areopagitica (1644)*, পার্লামেন্টের বক্তৃতার মত লেখা।
২৫. তার *The Tenure of King and Magistrates (1649).*
২৬. তার *Eikonoklastes.*
২৭. তার *Defensio Regia pro Carolo (1649).*
২৮. তার *Defensio Populi Anglicani (1651).*
২৯. তার *The Ready and Easy Way to Establish a Free Commonwealth (1660).*
৩০. *The Commonwealth of Oceana (1656)* ক্রমওয়েলকে উৎসর্গীকৃত যার দ্বারা হ্যারিংটন তার নীতিগুলি প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। Morleyর সংস্করণ দেখুন।
৩১. নিম্নে দেখুন পরিচ্ছেদ ১৬
৩২. *Bill of Rights* এর শেষ লাইন ম্যাসাচুসেট সংবিধান (১৭৮০)তে সন্নিবেশিত হয়েছে। *"to the end it may be a government of Laws and not of men".*
৩৩. G.P. Gooch, *Political Thought in England, from Bacon to Halifax (1914).*
৩৪. *Patriarcha or the Natural Power of Kings (1680).*
Morbyর সংস্করণে প্রকাশিত, Locke's *Two Treatise of Civil Government*। দেখুন তার *Obserations concerning the orginal of Government (1652)*, হবস, মিলটন, গ্রটিউস এবং হান্টনের সমালোচনা
৩৫. একুইনাসের পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ যা তার পরবর্তী লেখকগণ উল্লেখ করেছেন।
৩৬. তার *Bloudy Tenent of Persecution for Cause of Conscience (1644)* এবং তার *Bloudy Tenant yet more Bloudy (1652).*
৩৭. তার *Survey of the Summe of Church Discipline (1648)*

গ্রন্থপঞ্জি :

Allen. J.W., *English Political Thought,*
—, *A History of Political Thought in the Sixteenth Century.*
Barker. Arthur, *Milton and Puritan. Dilemma.*
Bryce. *Studies in History and Jurisprudence.*
Campbell. W.E., *More's Utopia and his Social Teachings.*
D'Entreves. A.P., *A Medieval Contribution to Political Thought*
Gooch G.P., *A History of English Democratic Ideas in the Sixteenth Century.*
McIlwain. C.H., *Constitutionalism, Ancient and Modern.*
Smith. H.F.R., *Harrington and his Oceana.*
Wolfe. D.M., *Leveller Manifestoes of the Puritan Revolution*

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

হবস ও লক

প্রাকৃতিক রাষ্ট্র ও সামাজিক চুক্তি

হবসের এবং লকের লেখনীতে রাজনৈতিক দর্শনের তিনটি প্রধান ধারণা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে। ঐগুলো হলো প্রাকৃতিক আইন এবং প্রাকৃতিক রাষ্ট্রের ধারণা যা সামাজিক সংগঠনের পূর্ববর্তী ঘটনা এবং সামাজিক চুক্তির ধারণা যার দ্বারা রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে এসব ধারণা রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে পরিচিত। Stoicsগণ মনে করতেন প্রাকৃতিক আইন নৈতিক আইনের অপরিবর্তনীয় পথপ্রদর্শক। রোমান আইনজীবিগণ সাধারণত প্রাকৃতিক আইনকে শনাক্ত করেছেন Jus gentium-এর সাথে এবং Jus civile থেকে এর পার্থক্য নিরূপণ করেছেন, যদিও কতিপয় আইনজ্ঞ দৃষ্টান্তস্বরূপ Ulpian Jus Naturale ও Jus gentium-এর মধ্যে পার্থক্য রচনা করেছেন; তবে এ পার্থক্য পরিষ্কার নয়। মধ্যযুগে আইনের তিনটি শ্রেণী বিভাগ ছিল— প্রাকৃতিক আইন, ঈশ্বরের আইন ও যথার্থ আইন। প্রাকৃতিক আইন একত্র হয়ে ঈশ্বরের আইনের অধীন হয়। প্রোটেস্টান্টগণ Decalogue-এ প্রধান নীতিসমূহ আবিষ্কার করেন এবং ক্যাথলিকগণ Canon আইনে। ক্রমে প্রাকৃতিক আইন মানুষের যুক্তির ফসল হয় সম্মুখ থেকে আগত ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নয়। হুকার ও গ্রোটিয়াসের রচনায় এ ধারণা প্রাধান্য লাভ করে যদিও তা সুস্পষ্ট ছিল না। ধর্মগ্রন্থের পাঠ্যসমূহ ও ইতিহাসের উদাহরণের ওপর যা এখনও নির্ভরশীল। হবস যাহোক একটি স্পষ্ট অর্থপূর্ণ উক্তি প্রদান করেছেন। তার নিকট যুক্তি ছাড়া প্রকৃতির আর কোনো আইন নেই। প্রকৃতির আইনের শর্তসমূহ হচ্ছে মানবিক প্রকৃতি থেকে যুক্তির বিয়োগ মাত্র।

প্রকৃতির রাষ্ট্রের ধারণা যেখানে মানুষ প্রকৃতির আইনের অধীনে বাস করতো ও প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করতো যা রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যায়। এ বিষয়টি পূর্বেকার লেখকগণও[১] বলে গেছেন। কিন্তু তা সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে প্রাধান্য লাভ করে নি। প্রাকৃতিক রাষ্ট্রের ধারণা ঐতিহাসিক কিন্তু এটা ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করা হয় নি। একে প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের প্রয়োজনীয় স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে মনে করা হয়। কর্তৃপক্ষের জনপ্রিয় ভিত্তিকে এবং মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের সমর্থনের পূর্বে কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠাও রাষ্ট্রের আইন প্রতিষ্ঠার পূর্বে একটি আদি মানবসমাজ ছিল বলে ধারণা করা যায়। প্রাকৃতিক রাষ্ট্র দুটি মৌলিক ধারণা থেকে উদ্ভূত, সরলভাব গুণে ভরা একটি মনোহর অবস্থা, যা নাগরিক কর্তৃপক্ষ স্থাপনের পর ধ্বংস হয়েছে এবং যা মানুষ পুনঃস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। অন্যেরা একে সংঘাত ও রক্তপাতের অবস্থা হিসেবে দেখেছেন, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর যার প্রতিকার হয়েছে যা মানুষ পুনরায় স্থাপন করার চেষ্টা করেছে যতদিন পর্যন্ত তারা রাজনৈতিকভাবে জ্ঞানী ও শক্তিশালী

না হয়েছে। মধ্যযুগে মানুষের পতনের মতবাদ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে গির্জার বিরোধিতা ও রাজনৈতিক সমাজ মন্দ ও আদিম নৈরাজ্য প্রধানত আশীর্বাদ পায়। ষোড়শ শতাব্দী ছিল একটি অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক সম্প্রসারণের যুগ। পুরাতন ধ্যান-ধারণা বর্জন করে নতুন ধ্যান-ধারণাকে গ্রহণ করা হয়। রাজনৈতিক তাত্ত্বিকগণ বিশেষ করে যারা রাজার ক্ষমতাকে মহিমান্বিত রূপে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তারা প্রাকৃতিক রাষ্ট্র বা পরিস্থিতিকে বর্বরতা বলে মনে করতেন এবং একটি সুশৃঙ্খল, সুশাসিত রাজনৈতিক সমাজকে সভ্যতার মহত্তম কাজ বলে বিবেচনা করতেন। এটা ছিল হবসের দৃষ্টিভঙ্গি। রুশোর সময়ে আদিম সহজজীবনের সৌন্দর্য ও আবেগপ্রবণ বিশ্বাস পুনরায় আবির্ভূত হয়। এ যুগের সাহিত্য মহৎ (Savage) বর্বরদের প্রশংসায় মুখরিত ছিল। রুশো প্রাকৃতিক অবস্থাকে একটি নির্দোষ আনন্দরূপে চিহ্নিত করেছেন এবং তিনি প্রাকৃতিক সরলতায় ফিরে আসার সুপারিশ করেন এবং যা ছিল তার যুগের মন্দ কাজ নিরসনের উপায়।

রাষ্ট্র চুক্তি বা সম্মতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ধারণা কোনোক্রমেই নতুন নয়। এ প্রসঙ্গে প্লেটোও সমালোচনা করেছেন। চুক্তি হিসেবে পুরাতন টেস্টামেন্টে এটাকে চিত্রিত করা হয় এবং মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক তত্ত্বে প্রচলিত হয়। সামন্ত প্রভু ও প্রজাদের সামন্তবাদী বাধ্যবাধকতা মুক্তভাবে দুই দলই গ্রহণ করেছে এবং এটা চুক্তির ভিত্তিতে শাসক ও প্রজাদের সম্পর্ক নির্ণয়ের পথ খুলে দেয়। আইনগত দিক থেকে এটা রোমান আইনের অংশীদারিত্ব বা যৌথ সংস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে উক্ত তত্ত্বে ওকামের উইলিয়ম প্রস্তাব করেন যে শাসিতদের সম্পত্তির ওপর সরকার ও ব্যক্তির সম্পত্তির ভিত্তি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাবে উক্ত ধারণা সবার পরিচিতি লাভ করে এবং প্রজাদের ওপর রাজকুমারদের একচ্ছত্র দাবির প্রতিরোধে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। জেসুইটগণও এর ব্যবহার করতে শুরু করেন খ্রিষ্টধর্মীয় ভিত্তির ও ঐশ্বরিক ভিত্তির বৈষম্য প্রদর্শনের জন্য যে ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের মানবিকভিত্তিকে নিন্দা করার জন্য বুকানন আলথুসিয়ারের ও Vindıciae-এর তত্ত্বে এটি প্রাধান্য লাভ করে। কোনো কোনো সময় সত্য ধর্মকে তুলে ধরার জন্য এটাকে এবং জনগণের মধ্যে চুক্তির হিসেবে বলা হয়। কোনো কোনো সময় প্রতিটি মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্থার চুক্তি হিসেবে দেখা হয়। কোনো কোনো সময় শাসক ও জনগণের মধ্যে চুক্তিরূপে দেখা হয় এবং ব্যাখ্যা করা হয় যে জনগণ শাসককে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে।

১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে রিচার্ড হুকার সামাজিক চুক্তির রূপ রেখা প্রণয়ন করেন। অর্থনৈতিক স্বার্থের গুরুত্ব, নতুন ধনী ও বণিক শ্রেণীর প্রভাব এবং আইনজীবীদের শক্তিশালী পদমর্যাদা দেশে সামাজিক চুক্তির তত্ত্বকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করে তোলে। গৃহযুদ্ধের সময় সামাজিক চুক্তি গণতান্ত্রিক দলের সমর্থনের জন্য এবং রাজতন্ত্রের স্বর্গীয় অধিকারের বিরুদ্ধ প্রাধান্য লাভ করে ও কমনওয়েলথ সময়ের দলিলসমূহ জনগণের চুক্তির আকার ধারণ করে। এই মতবাদ হুইগ দলের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়ে পরিণত হয় এবং এর একটি বক্তব্য (১৬৭২) খ্রিষ্টাব্দের পর অক্সফোর্ডে দগ্ধ করা হয়— পুনঃস্থাপনের যুগের প্রতিক্রিয়ার ফলে এটি সংঘটিত হয়। ১৬৮৮ সালের বিদ্রোহের পর এটা পুনরায় স্বীকৃতি লাভ করে। দ্বিতীয় জেমসের উৎখাত ছিল তার অপশাসনের জন্য ন্যায়সঙ্গত, তিনি রাজা ও জনগণের মধ্যে মৌলিক চুক্তি করেন।

চুক্তির মতবাদ যা নাগরিক ও প্রাকৃতিক সম্পর্কের পরিবর্তে সাধারণ মানুষকে গ্রহণ করে তা সপ্তম ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদদের সাধারণ গ্রহণযোগ্য

মতবাদে পরিণত হয়। এটাই ছিল স্বর্গীয় অধিকারের যুক্তিসঙ্গত বিকল্প এবং এটা স্বাধীনতাকামীদের মনে আবেদন সৃষ্টি করে যেহেতু এটা রাজার স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতায় সীমিত পদ্ধতি আনয়ন করে—দার্শনিক ও বিবেকবান চিন্তাবিদগণ ধর্মতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করে এটা গ্রহণ করেন। কারণ এটা মানবীয় ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ প্রবর্তন করে যার আলোচনা ও সমালোচনা করা হয়।

এটা অনেকের নিকট আবেদন সৃষ্টি করে কারণ এটা সমাজের বিবর্তনে মানুষের সচেতন ইচ্ছার ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং ব্যক্তিকে তার স্বাভাবিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করে, যার স্বার্থ ছিল একটি প্রধান গুরুত্বপূণ বিষয়। যখন মতবাদ অনৈতিহাসিক এবং পরবর্তী সময় Hume, Bentham, Burke ও Kant (হিউম বেন্থাম, বার্ক ও কান্ট)র সমালোচনা দ্বারা ধ্বংস হয় এবং বিশেষ করে ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে যেখানে লক ও রুশোর রচনা বিদ্রোহের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং যা আধুনিক গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সৃষ্টি করে।

হবস

টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) একজন ইংরেজ, রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দান করেন। হবস কেবল রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ছিলেন না কিন্তু একজন ব্যক্তি হিসেবেও চিত্তাকর্ষক ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে তার ব্যক্তিত্ব সরকারের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রধান ভূমিকা পালন করে।

তিনি Malmesbury-এর নিকট একস্থানে অপরিপুষ্ট অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে তার মাতা স্পেনের আরমাডার কাহিনী শুনে ভীত হন। যদি আমরা হবসকে বিশ্বাস করতে চাই এটা এমন একটা ঘটনা যেখান থেকে তিনি কখনও তার আত্মজীবনীর লেখক জন আরবেরীর মাধ্যমে বলেন, তার জীবনে যেসব ভীতির ঘটনার সূত্রপাত হয় যা তার জীবনকে চিহ্নিত করেছে সেটা হচ্ছে তার জন্মের পরিস্থিতি। হবস একটি ভগ্ন বাড়ির দুর্গত মানব। ওয়েস্ট পোর্টের ভাইকার তার পিতা হবসের বাল্যকালে তার স্ত্রী ও সন্তানদের পরিত্যাগ করে। পরবর্তী জীবনে হবস নগণ্য শান্তি ও স্বস্তি পান। গৃহযুদ্ধের সময় তিনি ফ্রান্সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। পরবর্তী সময় তিনি ইংল্যান্ডে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করার অনুমোদন লাভ করেন, তার প্রতি শর্ত আরোপ করা হয় যে তিনি কোনো রাজনৈতিক বিতর্কে যেতে পারবেন না। এ সময়ে গোলযোগ দ্বিগুণভাবে হবসের জীবনকে আঘাত করে, কারণ তার মতবাদ প্রজাতন্ত্রপন্থী ও রাজতন্ত্রপন্থীদের সমভাবে শত্রুভাবাপন্ন করে তোলে। ক্রমওয়েলের চারপাশের গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা তিনি কমই ব্যবহার করেন এবং তার উপযোগিতা মতবাদ রাজাদের স্বর্গীয় অধিকার সমর্থন করে যাদের তিনি সমর্থন করতে বলেন—এটা এমন আঘাত যা থেকে তারা কখনও পরিত্রাণ পায় নি।

হবস বিশ্বাস করতেন স্থিতিশীলতা থেকে শান্তি এ দুটি দল থেকে অর্জন করা যাবে না। শান্তি নির্ভর করে সরকারের ওপর যে সরকার সকল বিরোধিতা নির্মূল করতে পারে এবং তা এমন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হবে যা সকল বিরোধীদল মেনে নেবে। তবে কেমন করে ক্ষমতাধর সরকার প্রদর্শন করা যাবে? হবস এ সম্পর্কে একটি গল্প বলেছেন। তিনি ইউক্লিডের প্রাথমিক জ্যামিতির একটি কপি পান যে কপিটি তার বন্ধুর গ্রন্থাগারে ছিল। উক্ত পুস্তকে ৪৭টি অনুপ্রস্তাব আছে 'হ্যাঁ' ঈশ্বর বলে তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন এটা অসম্ভব; কিন্তু আবিষ্কারের ফলে দেখা যায় এটা কেবল সম্ভবই নয়—এ থেকে পরিত্রাণ

নেই। অতঃপর হবস জ্যামিতির ভালোবাসায় আবদ্ধ হন। এখানে ছিল সত্যকে প্রদর্শনের পদ্ধতি যা তিনি ইতোমধ্যে উপলব্ধি করেন।

এসব অনুজ্ঞা তিনি এমন একটি কাজে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্ধারণ করেন যা জীবনের দুটি বাস্তব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—যেমন ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রথম প্রস্তাবনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এ দুটি চূড়ান্ত তথ্য হচ্ছে বস্তু এবং গতি। এদের প্রতিক্রিয়া থেকে সব কিছুই ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি যে কাজের পরিকল্পনা করে তার তিনটি অংশ। প্রথমটি হলো Decorpore যা বস্তুর এবং গতি আলোচনা করে। দ্বিতীয়টি হলো De Homine যা মানুষের উদ্বুদ্ধকরণের সাথে সম্পৃক্ত এবং তৃতীয়টি মানুষের সমাজের অথবা রাষ্ট্রের সম্পকে আলোচনা করে। এই বৃহৎ কাজের সমুদয় তিনটি অংশের কাজ অবশেষে সম্পন্ন হয়। কিন্তু হবস শক্তিশালী সরকার গঠনের আকাঙ্ক্ষায় তৃতীয় অংশটি প্রথমে রচনা করেন পরবর্তীসময়ে।

তিনি তার রচনায় যুক্তি প্রদর্শন করেন যে তার গ্রন্থ *Leviathan* এ সমাজের মানুষ একটি মৌলিক নীতির দ্বারা শাসিত হয়। এটি হচ্ছে একটি আকাঙ্ক্ষা যা আনন্দ চায় এবং দুঃখ পরিহার করে। যদি মানুষের ব্যবহারকে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাবে আনন্দ ও বেদনার প্রক্রিয়া সর্বপ্রকার ব্যাখ্যা দান করে। যদিও জীবিত সত্তার অহংবোধ নিজেকে সংরক্ষণ করতে চায় এবং তার অবস্থা সংরক্ষণের পর অধিক ক্ষমতা আহরণের জন্য এর জীবনী শক্তিকে বৃদ্ধি করে।

রাজনীতির মনস্তত্ত্বর দিকে তাকালে হবসের মতে, মানুষ মৌলিকভাবে প্রকৃতির রাষ্ট্রে বাস করতো যেখানে সরকারের কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। ব্যক্তির অহমিকা এবং আত্মসংরক্ষণের লক্ষ্য সমস্ত কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। হবস এ যুগকে 'নির্জন, দরিদ্র, নোংরা, বর্বরোচিত এবং সংক্ষিপ্ত' বলে বর্ণনা করেছেন। অসুবিধা সৃষ্টি হয় তখনই যখন প্রতিটি লোক একে অন্যের সমান হতে চায়। প্রকৃতি মানুষ এমন করে সৃষ্টি করেছে যে একজন লোক তার জন্য উপকার দাবি করতে পারে না যেখানে অপর একজন সমান দাবি না করতে পারে। মানুষের মধ্যে এমন পার্থক্য নেই যে সবচেয়ে দুর্বল লোক সবচয়ে বলবানকে হত্যা করার শক্তি রাখে না। মানুষ পরিবৃত্ত হয়ে থাকে প্রতিযোগিতার আত্মসন্দেহ ও গৌরবের পাপ দ্বারা, যার ফলে চিরস্থায়ী যুদ্ধ হয় প্রতিটি মানুষের প্রতিটি মানুষের বিরুদ্ধে। এ যুগে কোনো কিছু ন্যায় বা অন্যায় ছিল না, কোনো আইন ছিল না অথবা অধিকারের ধারণা ছিল না সেখানে কেবল ছিল শক্তি প্রয়োগ ও প্রতারণা।

এরূপ অবস্থা অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারতো কেবল মানুষের মধ্যে দুটি জন্মগত উপাদান থাকায় তা হয় নি, যুক্তি ও রক্তপাতের মৃত্যু ভয়। মানুষের যুক্তি আবিষ্কার করেছে শান্তির অধিকতর উপকারিতা আছে, যুদ্ধের চেয়ে ভয়াবহ মৃত্যু ভয় মানুষের যুক্তির সাথে সংযুক্ত হয়েছে। মানুষ দুটি প্রধান নিয়মে সম্মত হয়েছে যা শান্তির পূর্বশর্ত। প্রথমটি হলো প্রতিটি মানুষ শান্তির জন্য প্রয়াস চালাবে যতক্ষণ এটি তার পাওয়ার আশা থাকে। দ্বিতীয়টি হলো সে এতটা স্বাধীনতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে যতটুকু সে অপর লোককে এ মানুষ একে অন্যের স্বাধীনতা দেবে। এর ভিত্তিতে একত্র হয়ে বসবাস করার চুক্তি করবে একটি একচ্ছত্র সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেখানে সব ক্ষমতা সমর্পণ করা হবে। সে ক্ষমতা বা শক্তি একজন লোকের অথবা দলের হতে পারে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা সর্বক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠা। এভাবে শান্তির নিশ্চয়তা দানের জন্য ব্যক্তিগণ তাদের প্রাকৃতিক অধিকারকে একটি ক্ষমতার নিকট হস্তান্তর করবে তাদের নিরাপদে রাখার জন্য এবং যা

তাদের কাজসমূহ একটি সাধারণ কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি অথবা দল এই ক্ষমতা লাভ করে তা কোনো চুক্তির পক্ষ নয়। তিনি বরং একটি চুক্তির ফল এবং ফলত তিনি চুক্তির ঊর্ধ্বে। এটা তাকে অসীম ক্ষমতা ব্যবহারে স্বাধীনতা দান করে যা তার নিকট থেকে ফিরিয়ে নেয়া যায় না। বাস্তবিক যখন তিনি তার ক্ষমতা হস্তান্তর করেন তিনি তাদের নিকট থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন না। একবার যে চুক্তি করা হয় তাকে ভঙ্গ করা যায় না—যদি কেউ চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করে মৌলিক যুদ্ধাবস্থায় ফিরে আসে এবং ধ্বংস হতে পারে।

যখন হবস সার্বভৌমত্ব একজনের ওপর ন্যস্ত না করায় গুরুত্ব অর্পণ করেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে, রাজতন্ত্র সর্বাপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত ধরনের সরকার যেহেতু এটা স্বল্প বাধার সম্মুখীন হবে অথবা গৃহযুদ্ধে বিলীন হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন সার্বভৌমত্ব ভাগ করা যায় না এবং এটি একটি সহজ অঙ্গে অবস্থিত থাকবে সীমিত রাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদ। হবস ঐতিহাসিক ঘটনায় সামাজিক চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে—এর ওপর গুরুত দেন নি। তিনি প্রাকৃতিক রাষ্ট্রকে দেখেছেন মানব জাতির যুক্তিপূর্ণ বা স্বাভাবিক অবস্থায় যদি তা রাজনৈতিক পদ্ধতি দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়।

প্রজাদের প্রতিরোধের অধিকার এমনকি অত্যাচারের সময়ও তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবিচারক শাসকদের শাস্তি ঈশ্বরের হাতে কেবল ছেড়ে দেয়া যায়। প্রজাদের স্বাধীনতা হচ্ছে যা সার্বভৌমত্ব বাধাদান করে না এবং যে প্রাকৃতিক অধিকার মানুষ সমর্থন করেনি যেমন আত্মসংরক্ষণ এবং নিজেকে অভিযুক্তকরণ হতে স্বাধীনতা। অপরদিকে যেহেতু সার্বভৌমত্ব নিরাপত্তা বিধানের জন্য স্থাপিত প্রজাদের বাধ্যবাধকতা ততদিনই থাকবে যতদিন সার্বভৌম সম্রাট এ কাজটি যথার্থ সম্পাদন করবেন।

যদি কোনো বিদ্রোহ তার বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় তা হলে তিনি শাস্তি স্থাপনে ও চুক্তি সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছেন। তার আইনগত অধিকার তা হলে থাকবে না। তার মতবাদের এ অংশে হবস যৌক্তিক সংশয়ে পড়েছেন। তিনি পিতৃতান্ত্রিক সরকার অনুমোদন করেন নি। যদিও সম্রাটের বিস্তারিত আইন প্রণয়নের অধিকার আছে। তিনি এমন কিছু অনুমোদন করতে পারেন না যা শান্তি ভঙ্গ করে। আইন হবে কতিপয় ও সহজ। রাষ্ট্র সামাজিক কল্যাণ সাধন করে হবসের এ সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় অনিষ্টকারী যা মানুষকে বন্য প্রকৃতি থেকে রক্ষা করে।

হবস আইনকে সম্রাটের আনুষ্ঠানিক আদেশ বলে সংজ্ঞায়িত করেন যা প্রজাদের জন্য প্রণীত এবং একে পরিষ্কাররূপে নীতি ও নৈতিকতার সাথে পৃথক ভেবেছেন। সম্রাটের একা আইন প্রণয়ন ও বাতিলের ক্ষমতা আছে কিন্তু তিনি নিজে আইনের ঊর্ধ্বে কিন্তু আইনের অধীন নন। হব্‌স প্রকৃতির আইনকে পরিহার করেছেন। সাধারণত প্রকৃতির আইন বলতে যা বলা হয় যদি তা থাকতো তবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা দিতে পারতো। তিনি ঐসব সমর্থনকে মেনে নেন নি যেগুলো বিভিন্ন ইংরেজ দল নৈতিক আইনে, বিরোধী প্রথায় এবং পূর্ব দৃষ্টান্তে পেয়েছে ও সম্রাটের ইচ্ছাকেই ক্ষমতার প্রাধান্য দিয়েছে। তার মতবাদ মুরব্বিদের আদেশই আইন এবং প্রতিটি আইন শাস্তির মাধ্যমে অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে, এ ধারণাকে পরে অস্টিন গ্রহণ করেছেন। হবস শিক্ষা দিয়েছেন কারও জবাবদিহি করতে হবে না যদি তার কোনো অপরাধ বা দোষ না থাকে এবং তিনি আইন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন।

হবসের ধারণা ছিল সার্বভৌম আধ্যাত্মিক বিষয়ে ও জাগতিক বিষয়ে এবং প্রধানত

যদিও তিনি ধর্মীয় সহনশীলতা অনুশীলন করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তার সময়ে ইংল্যান্ডে পিউরিটান ও ক্যাথলিকগণ রাষ্ট্রের একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বকে হুমকি দিয়েছে এবং যা তিনি অপরিহার্য বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তিনি ক্যাথলিক গির্জার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন এবং তিনি গির্জার পদ্ধতির ধর্মান্ধ ভাবকে বাতিল করেছেন যে এর শিক্ষা মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মযাজকগণ তাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করছেন ও তাকে নাস্তিক বলে অভিহিত করেছেন এবং সুদীর্ঘকাল সকল প্রকার মুক্তচিন্তার পক্ষে হবসের মতবাদ হিসেবে কলঙ্কিত করেছে।

হবসের রাজনৈতিক পদ্ধতি তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার ধরন ছিল খুবই সহজ, যা সহজেই শ্রোতারা গ্রহণ করতো সাধারণভাবে দার্শনিকদের চেয়ে তার প্রতি অধিক আকর্ষণ ছিল। তার সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা হতো যদিও তিনি মৌলিকভাবে ভুল পথে ছিলেন এবং তিনি এতোই প্রতিভাহীনভাবে ভুল করেন যে, তার সাথে যার ভুলের যে সম্পর্ক ছিল তা ক্লেভিয়াসকে সঠিকভাবে স্পর্শ করে আঘাত করতো। যাহোক এটা তার সাহিত্যিক রচনাশৈলী হতে পারে। কারণ তার রাজনৈতিক দর্শনের সারমর্ম মাত্র কতিপয় বন্ধুর নিকট আদৃত হয়। Sterling Lamprecht তার সম্পর্কে বলেছেন যে হবসের রাজনৈতিক দর্শন তার সময়ে তার মতবাদ এমনভাবে সমাদৃত হয়েছে ব্যাপক প্রত্যাখানে সত্ত্বেও তা তার সময়ে অন্য কোনো দার্শনিকের মতবাদকে এভাবে করা হয় নি। অনেক বিকৃতি ও বিজ্ঞাপন যা হবসের বিরুদ্ধে আনা হয়, নিঃসন্দেহভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়। আমরা ৫১টি সমালোচনার কথা জানি যা হবসের বিরুদ্ধে মুদ্রিত হয় এবং এটা তার জীবদ্দশায় ও পরবর্তী দশকেও সংঘটিত হয় এবং আমরা জানি তার সপক্ষে দুটি গ্রন্থ যা ইউরোপীয় লেখকগণ রচনা করেছেন।

হবসের একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব মতবাদের বিরুদ্ধে কোনো লেখকই অধিক কিছু বলেন নি। যখন ম্যাকিয়াভেলি রাজনীতি থেকে ধর্ম ও নীতিকে পৃথক করেছেন হবস রাজনীতিকে ধর্মের উর্ধ্বে রেখেছেন এবং নীতি দার্শনিক তত্ত্বে সংস্থাপন করেছেন। যখন বডিন (বোঁদে) সার্বভৌমত্বকে স্বর্গীয় আইন, প্রাকৃতিক আইন এবং জাতির আইন দ্বারা সীমিত করেছেন হবস সার্বভৌমত্বকে সর্বেসর্বা ও অসীমাবদ্ধ করেছেন যখন গ্রোটিয়াস প্রকৃতির আইন এবং জাতির আইনকে সব রাষ্ট্রের ওপর প্রযোজ্য বলে শিক্ষা দিয়েছেন। হবস শিক্ষা দেন যে প্রকৃতির আইন এবং জাতির আইন এমন কি ঈশ্বরের আইন মানুষের ওপর প্রযোজ্য তাদের সার্বভৌমত্বের ইচ্ছা অনুযায়ী। রাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন, রাষ্ট্র একটি প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে ছিল এবং জাতির আইন হচ্ছে যুক্তির অনুশাসন যেমন নিয়মনীতির দিক দিয়ে যা প্রত্যেকের ইচ্ছার নিরাপত্তার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে যখন হবসের সার্বভৌমত্বের তত্ত একনায়কত্বে পর্যবসিত। বলাবাহুল্য তখন সকল মানুষের প্রকৃতি ভাবে সমান এ মতবাদের কোনো ভিত্তি ছিল না এবং এতে ব্যক্তির সর্বাধিক স্বাধীনতার বিশ্বাস নিহিত ছিল। একচ্ছত্রবাদকে সমর্থন করতে গিয়ে সামাজিক চুক্তির নীতিকে পরিহার করার প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং বিপ্লবের দিকের ক্রমোন্নতির প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং লক গণতন্ত্রের পুরোধারূপে আবির্ভূত হন।

পুনঃস্থাপনের রাজনৈতিক তত্ত্ব

১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ রাজতন্ত্রের পুনঃস্থাপন রাজা ও গির্জার বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করে এবং স্বর্গীয় অধিকারের মতবাদের ও নিষ্ক্রিয় আনুগত্যের ওপর নতুন অনুপ্রেরণা দান করে।

ফিল্মারের কাজের জনপ্রিয়তা সে সময়ের প্রধান মতবাদের নির্দেশনা দান করে। টোরিগণ যারা রাজার ও ইংল্যান্ডীয় গির্জার সমর্থক ছিলেন তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিটি প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয়। হুইগগণ রাজকীয় ক্ষমতা সীমিতকরণ এবং প্রচলিত গির্জায় ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাধীনতা দেয়ার প্রচেষ্টা করে। তারা জনগণের চুক্তিতে রাষ্ট্রের ভিত্তি মতবাদ বাতিল করে এবং অত্যাচারের সময়ও জনগণের বাধা দেয়ার অধিকারকেও অস্বীকার করে। প্রতিক্রিয়ার স্রোতে হেরিংটনকে দুগে পাঠানো হয় এবং ফাঁসিদানকারীরা মিলটনের গ্রন্থসমূহ পুড়িয়ে দেয়।

প্রোটেস্টান্টদের সম্প্রদায় ধর্মীয় সহনশীলতার জন্য যুক্তি দেখান কিন্তু রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে নিবৃত্ত থাকেন এবং আমূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কেও যে যুক্তি প্রদর্শন করতেন সেটাও অন্তর্হিত হয়। প্রোটেস্টান্টদের এবং ক্যাথলিকদের বিরোধিতার ভয় সহনশীলতাকে দমন করে। এ যুগে গির্জা দল বাধাদানকারীদের সাথে নমনীয় ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিল কিন্তু ক্যাথলিকদের ভয় করতো। দ্বিতীয় চার্লসের প্রোটেস্টান্টদের প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না বরং তিনি ক্যাথলিকদের পক্ষপাতিত্ব করেন। দ্বিতীয় জেমসের সিংহাসন আরোহণ যিনি একজন গোঁড়া ক্যাথলিক ছিলেন এ্যাংগলিকান ও বিরোধীদের একত্র করেন এবং পুরনো রাজকীয় বিশেষ ক্ষমতার পুনর্জাগরণ ঘটান এবং হুইগ দলকে ক্ষমতায় বসান। জেমসের বহিষ্কারকরণ, উইলিয়ম ও মেরীর সিংহাসন আরোহণ যা বিপ্লবী প্রথা দ্বারা সংঘটিত হয় এবং বিল অব রাইটস বা অধিকারের আইন প্রণয়ন চূড়ান্তভাবে রাজকীয় ক্ষমতার ওপর পার্লামেন্টের সাফল্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহ সংরক্ষণশীল ও বাস্তবপন্থীদের দ্বারা সংঘটিত হয় যাদের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ওপর খুব কমই আস্থা ছিল এবং সাম্যের তত্ত্বের ওপর তাদের তেমন কোনো আস্থা ছিল না। যখন তারা স্বর্গীয় অধিকারের মতবাদের বিরোধিতা করে তারা সীমিত রাজতন্ত্রের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সরকারের ওপর আভিজাত্যিক নিয়ন্ত্রণ চায়। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল ইংরেজ রাজনীতিতে হুইগদের বৈশিষ্ট্য, জন লক এই রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এমন কি লকের পূর্বে ফিল্মার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আহ্বান করেন তা এলগারনন সিডনি (১৬২২-১৬৮৩) গ্রহণ করেন তিনি হুইগদের একজন প্রগতিশীল নেতা এবং স্বাধীনতায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। সিডনিকে রাজদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করে প্রাণদণ্ড দেয়া হয় এবং এ প্রাণদণ্ড Ryehouse ষড়যন্ত্রের ফল। তার অপ্রকাশিত গ্রন্থে একটি অভিযোগ ছিল তার মতবাদের প্রকৃতি।

তিনি স্বর্গীয় অধিকারের যুক্তিপূর্ণ বিরোধিতা করেন এবং তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন যে জনগণের সম্মতির ওপর কর্তৃত্বের ভিত্তি নির্ভরশীল। সিডনি প্রচুর ইতিহাসের জ্ঞান ও তথ্যের অবতারণা করেন এবং তার দিকে বিশেষভাবে রোমান কমনওয়েলথ দ্বারা আকৃষ্ট হন। বহু বিষয়ে তার ম্যাকিয়াভেলির Discourses on livy-র সঙ্গে তার Discourses-এর সাদৃশ্য ছিল।

সিডনি সীমিত চুক্তির ব্যাপারে মিলটনকে অনুসরণ করেন যাতে জনগণ কিছু ক্ষমতা শাসককে হস্তান্তর করে এবং তাদের হাতে কিছুটা স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে। তিনি আরও যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, চুক্তি তাদের জন্যই প্রযোজ্য যারা তা করেছে এবং তাদের বংশধরগণের ওপর তা বর্তাবে এবং ততক্ষণ বলবৎ থাকবে যতক্ষণ শাসক জনগণের মঙ্গলের জন্য তার হস্তান্তরিত ক্ষমতা ব্যবহার করবে। সিডনি স্বাধীনতার প্রশংসা করেছেন কিন্তু তিনি সাম্যতা

পছন্দ করেন নি। তিনি মধ্যম ধরনের সাংবিধানিক পদ্ধতির পক্ষে মত দেন। তিনি পুনঃস্থাপনের অন্ধকার দিনগুলোতে স্বাধীনতার মশাল জ্বেলে রাখেন এবং ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দের সাংবিধানিক বিদ্রোহে তিনি ইন্ধন যোগান, যা চূড়ান্তভাবে ইংল্যান্ডের স্বর্গীয় অধিকারের তত্ত্বকে ধ্বংস করে।

পুনঃস্থাপন যুগের মৌলিক চিন্তাবিদ জর্জ সেভাইল হ্যালিফ্যাকসের মার্কুইস হুইগ ও টোরিদের বিরোধের সময় মধ্যপথ অবলম্বন করেন। যদিও তিনি এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত কিছু লিখে যান নি তবুও তার বিজ্ঞপ্তি প্রচারপত্র এবং হাস্যরসের মধ্যে ছিল গভীর চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের ছাপ। হ্যালিফাকস মেজাজের দিক থেকে রক্ষণশীল প্রকৃতির ছিলেন এবং মধ্যমপন্থী মীমাংসার নীতি পছন্দ করতেন। তিনি মৃত্যুদণ্ড, সন্ত্রাসের বিরোধিতা করেন এবং গৃহযুদ্ধ ত্যাগ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তিনি সীমিত রাজতন্ত্রের পক্ষে সুপারিশ করেন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরোধিতা করেন এবং আইনগত ও সাংবিধানিক পদ্ধতি সমর্থন করেন। তিনি নন-কনফরমিস্ট ও ক্যাথলিকদের সহনশীলতার পক্ষে মতবাদ ব্যক্ত করেন যদিও তিনি তা পরবর্তীদের অফিস থেকে বহিষ্কার করেন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বাস করতেন ইংল্যান্ড হল্যান্ডের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত যাতে ফ্রান্স ও স্পেনের সাথে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা হয়। ক্রমওয়েল দুর্বল রাষ্ট্রের সমর্থন না করে শক্তিশালী রাষ্ট্রকে সমর্থন করে তিনি ভুল করেছিলেনও ইংল্যান্ডের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলতে চান। হ্যালিফ্যাকস রাজনীতিকে প্রায়োগিক ধারা রূপে মনে করেন এবং তাদের কার্যাবলি দ্বারা তত্ত্বগুলো পরীক্ষা করেন। তিনি রাজাদের স্বর্গীয় অধিকার ও প্রজাতন্ত্রীদের প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ত্বের বিরোধিতা করেন যে যুগে অধিকাংশ লোক পবিত্র বাণী ও পূর্বসূরিদের কাজে এবং প্রাকৃতিক আইনের ধারায় অনুরূপ ছিল সে সময় তার চিন্তার আধুনিকতা ও নতুনত্ব সতেজ ছিল। তত্ত্বসমূহ বিশেষ করে যা সিডনি ও লক উপস্থাপন করেন ফ্রান্সে এর অনেক প্রবক্তা ছিল। সিডনির Discourses নামক গ্রন্থ ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয় ১৭০২ সালে সপ্তম লুইসের বিখ্যাত প্রচারক রুশো ও বার্দালো দ্বারা রাজার উপস্থিতিতে পঠিত হয়। তার ধারণা রাজার সম্মুখে প্রচার করেন। ১৭৫০ সালে Argenson লিখেন— "রাজনীতিতে ইংরেজদের ধারণা সমুদ্র অতিক্রম করেছে এবং এখানে প্রবর্তিত হচ্ছে।" আমেরিকান ঔপনিবেশিকরা হুইগ মতবাদ গ্রহণ করে এবং স্বাধীনতার ঘোষণায় ও বিল অব রাইটস অর্থাৎ অধিকারের আইনে তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

লক

১৬৮৮ সালের বিদ্রোহের তাত্ত্বিক ছিলেন জন লক (১৬৩২-১৭০৪)। তার প্রধান দার্শনিককর্ম পার্লামেন্টারি দলের দার্শনিক প্রতিরোধ। লক স্বাধীনতাকামী প্রভাবের নিয়ন্ত্রণে আসেন যা ইংল্যান্ডে অনুভূত হচ্ছিল। তিনি হুইগ দলের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড সেফটিসবুরির ব্যক্তিগত সেক্রেটারি ছিলেন এবং বাস্তব রাজনীতিতে তার কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। পরবর্তী স্টুয়ার্ডকালের প্রচলিত গির্জার এবং রাজনৈতিক পদ্ধতির বিরোধিতা করেন। তিনি ইংল্যান্ডীয় এ্যানগলিকান ও ফিল্মারের স্বর্গীয় অধিকারের মতবাদকে আক্রমণ করেন এবং হবস সামাজিক চুক্তিপ্রসূত একনায়কত্বের যে তত্ত্ব দেন তারও বিরোধিতা করেন। একই সময়ে তিনি কট্টর হুইগদের মতবাদের প্রতি তার কোনো সহানুভূতি ছিল না।

লকের প্রথম দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল স্বর্গীয় অধিকারপ্রসূত রাজাদের বিশেষ ক্ষমতার মতবাদ প্রমাণ করার জন্য। এতে তিনি অক্ষরে অক্ষরে সিডনির মতবাদ অনুসরণ করেন এবং ফিল্মারের খণ্ডন করেন, ফিল্মার ও Patriarcha-এর প্রতিটি যুক্তিকে খণ্ডন

করেন। তার দ্বিতীয় গ্রন্থে (Of Civil Government) সরকারের আদি প্রকৃতি বিস্তারিত ও সুবিন্যস্তভাবে আলোচনা করেন। এটা ছিল হবসের উত্তর, যদিও লক প্রকাশ্যভাবে Leviathan-এর মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। তিনি হুকারের নিকট ঋণ স্বীকার করেন যার নিকট থেকে তিনি প্রধান ধারণাসমূহ লাভ করেন। তার হবসের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিল ছিল এবং তিনি সামাজিক চুক্তির মতবাদে নির্ভর করতেন কিন্তু হবসের দর্শনের প্রতিটি প্রতিপাদ্যও বাতিল করেন।

লকের মতে রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি এমন ছিল যেখানে শান্তি ও যুক্তির অবস্থান ছিল। এটা ছিল প্রাক্ রাজনৈতিক কিন্তু প্রাক-সামাজিক ছিল না। এটা আইনশূন্য ছিল না যেহেত মানুষ প্রাকৃতিক আইনের অধীনে বাস করতো, যা লক গ্রোটিয়াসকে অনুসরণ করে যুক্তি দ্বারা কতিপয় আইনের সমষ্টির কথা বলেন যা মানুষের প্রাকৃতিক অবস্থার নির্দেশক ছিল। প্রাকৃতিক আইনের অধীনে সব মানুষ সমান অধিকার ভোগ করতো। স্বাধীনতাকে অনুসরণ করে লক এগুলোকে বলেন জীবনের স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার। এই তিনটির মধ্যে হিসেবে বর্ণনা করেন যথাযথভাবে সম্পত্তি প্রথমে আসে এবং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক বিশ্বাস করতেন সম্পত্তির অধিকার মানুষের অধিকারের অন্তর্গত এবং এটা তার জীবন ও স্বাধীনতার ভিত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি কোনো এক উদ্দেশ্য অর্জনে মানুষের শ্রমেব ফল। তার প্রচেষ্টায় একখণ্ড জমির মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত মূল্য একান্তই তার এবং তাকে অবশ্য ওটা থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এটা সহজ আকাবের লকের বহু প্রশংসিত শ্রম মূল্যের মতবাদ। এর প্রভাব দুই প্রকার এবং আজও তা অনুভূত হয় এটা পুঁজিবাদের কারণকে অগ্রগতি দান করে মুক্ত বাজার ও মুনাফা পদ্ধতি দ্বারা এবং এটা কাল মার্কস ও অন্যান্য বা আধুনিক সমাজতন্ত্রের সমর্থনে ব্যবহার করে। মার্কস বলেন যদি কোনো বস্তুতে মূল্য সংযোজন করা হয় যা শ্রম দ্বারা উৎপাদিত শ্রমিকগণ বরং মালিক শ্রেণী নয়, তার উৎপাদনের সম্পূর্ণ মূল্য পাওয়া উচিত।

প্রাকৃতিক রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি আমাদের লকের কথা মনে করিয়ে দেয়—প্রাকৃতিক আইন কোন চুক্তির মাধ্যমে গঠিত, কোন বিচারক মামলা নিষ্পত্তির জন্য আছেন কি এবং অবিচারের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যক্তির অক্ষমতা কি অনিশ্চয়তার পথে নিয়ে যায়, যা অসহনীয় হয়ে ওঠে। এভাবে ব্যক্তিগণ সামাজিক চুক্তির দ্বারা একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ত্যাগ করে প্রাকৃতিক আইনকে কার্যকরী ও ব্যাখ্যা করার জন্য, যার প্রতিদানে তারা প্রাকৃতিক অধিকার, জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির নিশ্চয়তা ও সংরক্ষণ লাভ করবে। এ চুক্তি ছিল নির্দিষ্ট এবং সীমিত, হবসের মতো সাধারণ চুক্তি নয়। অধিকন্তু যে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া হয়েছে তা কোনো একজন ব্যক্তি বা অঙ্গের ওপর ন্যস্ত হয় নি কিন্তু সামগ্রিকভাবে সম্প্রদায়ের ওপর। এমন কি রাজনৈতিক সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব একচ্ছত্র নয়—এর কেবল ক্ষমতা ছিল প্রাকৃতিক আইনকে রক্ষা করার জন্য সার্বভৌমত নামক শব্দ বাস্তবিক পক্ষে লকের গ্রন্থে নেই।

এরূপ চুক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে জড়িত। প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের নিকট প্রাকৃতিক আইনকে কার্যকরী করার তার অধিকার সমর্পণ করেছে অতএব সংখ্যালঘিষ্টগণ সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছা মেনে নিতে বাধ্য এবং যদি এতে বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তা করতে হবে। রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে ব্যক্তিগণের সম্মতি অবশ্য প্রকাশিত হতে হবে। সম্পত্তি রেখে মৌন সম্মতি সম্প্রদায়ের বাদবাকি অংশ থেকে দেয়া হয়। এভাবে মৌলিক চুক্তির প্রভাব প্রতিষ্ঠাতাদের বংশধরদের ওপর বর্তাবে। যদিও লক জোর দিয়ে

বলেন চুক্তি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তিনি তার অন্তর্নিহিত ভাবার্থকে এর উৎপত্তি অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন।

লক স্বীকার করেন যদিও তিনি স্পষ্টভাবে রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য বর্ণনা করেন নি। এক সময় তিনি মাধ্যমিক একটি চুক্তির অনুমান করেন যে মানুষের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর সরকার সৃষ্ট হয় একটি মাধ্যমিক চুক্তির দ্বারা। যখন প্রাথমিক রাজতন্ত্রবিরোধীরা সরকারি চুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন যেমন রাজা ও প্রজার মধ্যে যা দ্বারা শাসকের কর্তৃত্ব সৃষ্টি হয়। হবস ও লক উভয়েই জনগণের সামাজিক চুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন যা দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয়। লক এরিসটোটলের ঐতিহ্য অনুসরণ করেন, সরকারকে রাজতন্ত্রে আভিজাততন্ত্রে ও গণতন্ত্রে বিভক্ত করেন। এই বিবেচনা করে যে আইন পরিষদের ক্ষমতার স্থানকে প্রধান পরীক্ষা হিসেবে নিতে হবে। শাসন ও বিচার বিভাগকে আইন প্রণয়নকারী সংস্থার ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। লক তার আলোচনায় ক্ষমতার পৃথকীকরণ তত্ত্বের উন্নয়ন করেন নি। তিনি সীমিত গণতন্ত্রকে বিবেচনা করেন যা প্রতিনিধির হাতে নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় এটাই সর্বোৎকৃষ্ট ধরনের সরকার। তিনি একজন রাজার পক্ষপাতী ছিলেন, যদি তিনি তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতায় থাকেন এবং তার শাসনের অধিকার জনগণের সম্মতির ওপর স্বীকৃত হয়। তার ধারণার সংযোগ এবং অবস্থা ইংল্যান্ডের সুস্পষ্ট ছিল।

যখন লক আইন পরিষদকে সরকারের প্রধান অঙ্গরূপে দেখেন তার ক্ষমতা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। এর পিছনে সমাজ আছে যা তার প্রাথমিক অধিকার বজায় রাখে। যদি বিশ্বাস ভঙ্গ করে তবে সরকারকে ভেঙে দিতে পারে। যখন অবিচার সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় জনগণ সরকারের কর্তৃত্বে বাধা দান করতে পারে। যখন সরকার প্রজার সম্পদে হস্তক্ষেপ করে এবং তা স্বেচ্ছাচারী হয়ে জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পদের হানি করে তখন বিদ্রোহের প্রয়োজন হয়। বিদ্রোহের অধিকার দুই উপায়ে হতে পারে। মারাত্মক বিষয় না হলে বলপ্রয়োগ করা যাবে না। কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠরাই সরকারকে নস্যাৎ করতে পারে কারণ জেফারসন ও অন্যদের মধ্যে এর প্রভাব আছে। লকের বিদ্রোহের তত্ত্ব তার মতবাদের একটি গুরুত্বপূণ অংশ।

রাষ্ট্রের সম্পর্ক গির্জার সাথে কিরূপ হবে লক তা অস্বীকার করেন, যে-কোনো ধর্মভিত্তিক সরকার রাজনৈতিক বৈধতা দাবি করতে পারে না। তিনি মনে করেন রাষ্ট্র সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখবে মানুষের আত্মা নিয়ে নয়। তিনি গির্জাকে একটি স্বেচ্ছাসেবী সমাজরূপে মনে করেন তার কোনো অত্যাচারের, যা বলপ্রয়োগের অধিকার নেই এবং তিনি ধর্মীয় সহনশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন। রাষ্ট্র তখনই মতামতকে দমন করবে যখন তা জনসাধারণের শান্তির পক্ষে হবে ধ্বংসাত্মক। ক্যাথলিক, মুসলিম, গির্জা, নাস্তিকদের প্রতি সহনশীল হলে চলবে না। ক্যাথলিকগণ একটি বৈদেশিক শক্তির আনুগত্য করে। মুসলমানদের নৈতিকতা ইংরেজ সভ্যতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যারা নাস্তিক তারা ভালো চরিত্রের অধিকারী নয়।

লকের তত্ত্ব পূর্ববর্তী চিন্তাবিদগণের দ্বারা ব্যবহৃত হয় নি। এটা প্রাকৃতিক অধিকার জননিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধের অধিকারের। এতে সামাজিক চুক্তির তত্ত্বের ওপর ব্যক্তিস্বাধীনতার গুরুত্ব আরোপ করেছে। যখন হবস একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগের লক্ষ্য প্রয়োগ করেন, লক তা সীমিতকারণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি সম্মতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং হবসের মতো মানুষেরা সুখকে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা করেন। তিনি মানুষের যুক্তিবাদের ওপর কৃত্রিম প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, রাষ্ট্রের জৈবিক

প্রকৃতির কথা উপলব্ধি করেন নি, যা পরবর্তী সময় রুশো করেছেন। লকের তত্ত্ব তার পূর্বসূরিদের চেয়ে অধিকতর রাজনৈতিক তত্ত্ব। তিনি ধর্মীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে অপ্রাথমিক যুগের রাজতন্ত্র বিরোধীদের সাথে সম্পর্ক রাখেন নি। তিনি গির্জা ও রাষ্ট্রকে পৃথক করেছেন—এতে তিনি গির্জার স্বাধীনতা চান নি বরং তিনি রাষ্ট্রের প্রাধান্যকে গুরুত্ব দেন।

লকের তত্ত্ব অপরিহার্যভাবে মধ্যম ও বাস্তব এতে হবসের যুক্তির পরিচ্ছন্নতার অভাব আছে। কিন্তু এটা সময়ের সমস্যার মোকাবিলার কাছাকাছি এসে পৌঁছে। এটা সরকারের পথসমূহ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিয়োজিত থাকে যাতে জনগণের সম্মতি কার্যকর করা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। যখন লকের অনুসিদ্ধান্ত বাস্তব সংরক্ষণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় তার তত্ত্ব অর্ধসত্যও ইতস্ততার মধ্যে বিরাজমান যা হুইগ নেতৃবৃন্দের পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা পুঁজিবাদকে যথার্থ স্বীকার করে এবং দ্বিতীয় জেমসের বিরুদ্ধে তাদের কার্যকরী বোঝাকে হালকা করে।

পরবর্তী লেখকদের লেখায় লকের প্রভাব ব্যাপক। উইলিয়ম মলিন্যাকস আইরিশ স্বাধীনতার দাবির সাথে তার ধারণাকে যুক্ত করে। ফ্রান্সের Huguenots এবং ওলন্দাজগণ তার বহু মতবাদ প্রবর্তন করেন। মনটেসকু তার কাজের প্রধান ধারণায় লকের ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতিকে যুক্ত করে। রুশো লকের ভাবধারার উন্নয়ন সাধন করেন এবং তিনি সামাজিক চুক্তির দুঃসাহসী আকার দেন এবং ফ্রান্স বিদ্রোহে তাদের যুক্তির সীমানাকে এগিয়ে দেন। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অধিকাংশে লকের ধারণা গ্রহণ করে। লক অত্যন্ত বিশ্বাসের সাথে জ্ঞানার্জনের শক্তিকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেন যা তার পূর্বের চিন্তাবিদগণ করেন নি। তিনি আধুনিক স্বাধীনতার সমালোচনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন, যা সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মীয় সংস্কারও রাজনৈতিক বিপ্লবে প্রতিফলিত হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবদের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে। অন্য কোনো দার্শনিকই তার মতো চিন্তাধাবাকে মানুষের মনে ও প্রতিষ্ঠানে গভীরভাবে মুদ্রিত করতে পারেন নি।

পাদটীকা

১. দৃষ্টান্তস্বরূপ, মেরিয়ানা ও গ্রোটিয়াস
২. *লেভিয়েথান,* হবস
৩. ও.এল.ডিক জন অব্রের সংক্ষিপ্ত জীবন।
৪. জন অব্রে হবসের পিতাকে অজ্ঞ ও গ্রাম্য লোক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন.
৫. এটা ছিল গণিত শাস্ত্রের যুগ এবং নবাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যুগ হবস ফ্রান্সিস বেকনের সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করার সময় ফ্রান্সে দেকার্তের সংস্পর্শে আসেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে পদার্থবিদ্যার মতই রাজনীতিকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করা যায়।
৬. *লেভিয়েথান,* আত্মসর্বস্ববাদকে হবস বৈজ্ঞানিকভাবে মাননীয় ব্যবহারের নীতি হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং একটি মাননীয় আদর্শ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন।
৭. *লেভিয়েথান*
৮. উপরোক্ত গ্রন্থ
৯. ঐ
১০. ঐ
১১. যা দ্বারা বেদনা লাঘব করে ও আনন্দ বাড়ায়
১২. *লেভিয়েথান*
১৩. উপরোক্ত গ্রন্থ
১৪. ডিক পৃ. ১৫১
১৫. ল্যাসপ্রেকট, ডি সাইড (১৪৪৯)

১৬. এন্ড্রু সার্ভেলের *রিহার্সেল ট্রান্সপোসড* এবং উইলিয়াম পেনের *গ্রেট কজ অব লিবার্টি কনসিয়েন্স* (১৬৭১) এবং ইংলন্ডে বর্তমান স্বার্থ আবিষ্কার (১৬৭৫) দেখুন।

১৭. তার *ডিসকোর্সেস কনসার্নিং গবর্নমেন্ট*। ফিল্মারারের প্যাট্রিয়ার্সার জবাবে লেখা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে যুবকবৃন্দ সকলেই এ গ্রন্থ আগ্রহের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন।

১৮. তার *ক্যারেক্টার অব এ ট্রিমার* দেখুন যা রজার এল স্ট্রেঞ্জের অবজারভেটরে তার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছিল। তার *লেটার টু ডিসেন্টার* (১৬৯৪) তার *থটস এন্ড রিফ্লেকসন* (১৭৫০) সালে তার মৃত্যুর বহু পরে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯. *রুশো।*

২০. লক তার অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান দ্বারা রচনা করেছেন। এ বিষয়টি তার এসে *কনসার্নিং হিউমান আনডারস্টান্ডিং* এ আলোচিত হয়েছে।

২২. তাঁর *টু ট্রিটাইন অব গবর্নমেন্ট*, পরিচ্ছেদ ১৯

গ্রন্থপঞ্জি :

Czajkowski, C.J., *The Theory of Private Property in John Locke's Political Philosophy.*

Dick, O.L., ed., *John Aubrey's Brief Lives.*

Gough. J.W., *John Locke's Political Philosophy.*

Kendall, Willmoore, *John Loke and the Doctrine of Majority Rule.*

Laird, *Hobbes.*

Lamprecht, S.P., *Hobbes and Hobbism.*

Landry, Bland, *Hobbes.*

Laskin, Pasca, *Property in the 18th Century with Special Reference to England & Locke.*

Laski, H.J., *Political Thought in England from Locke to Bentham.*

Strauss, Leo. *The Political Philosophy of Hobbes.*

Texte, Joseph, *Rousseau et les origines du cosmopolitisme litteraire.*

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

স্পিনোজা থেকে হিউম

সপ্তদশ শতকের ইউরোপীয় রাজনীতি

সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপের রাজনৈতিক স্বার্থ ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। জার্মানিতে ধর্মীয় বিরোধিতার ফলে এই দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে অবশেষে অনেকগুলো ইউরোপীয় শক্তি বর্গকে জড়িত করে ফেলে এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তা ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে রাজনৈতিক আকার ধারণ করে। শেষের দিকে প্রথম বৃহৎ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ওয়েস্টফেলিয়ার শান্তি চুক্তি (১৬৪৮) নির্ধারিত হয়ে ইউরোপীয় রাজনীতিতে নতুন যুগের সূচনা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্য একটি স্বল্প প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপীয় কূটনীতিতে পোপের প্রাধান্য আর স্বীকৃত হচ্ছিল না। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী ঐক্য এবং প্রয়োজনীয়তা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এর সীমানার বাইরে শক্তিশালী নতুন রাষ্ট্রগুলোর উদ্ভব ঘটতে থাকে। জার্মানি কয়েকটি স্বাধীন খণ্ডাংশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং সম্রাট বাস্তবিক পক্ষে তার হেপসবার্গ রাজ্যসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন।

গ্রটিউসের নীতিগুলো ওয়েস্টফেলিয়ার শান্তি চুক্তিতে একটি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে এবং সার্বভৌমত্বের ধারণা, স্বাধীন রাষ্ট্র, প্রত্যেকটি রাজার সম্পত্তি এসব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে, ইউরোপীয় জাতিগুলোর একটি পরিবার গঠন করে এবং তা সাধারণ্যে স্বীকৃত হয়। শক্তির ঐক্য এবং শক্তি সাম্যের মতবাদ ইউরোপীয় কূটনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে। ষোড়শ শতকের বিশেষ শক্তিশালী রাষ্ট্র স্পেন এত সুস্পষ্টভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে যে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তার সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফ্রান্স রিচেলিও ম্যাজারিনের মতো প্রতিভাবান লোকের দ্বারা ইউরোপের নেতৃস্থানীয় শক্তিতে পরিণত হয়। সে অবশ্য তার অভ্যন্তরীণ সরকারের মধ্যে বিশেষ কেন্দ্রীভূত এবং শক্তিশালী জাতীয় রাজতন্ত্র কার্যকরী করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজনৈতিক স্বার্থ ফ্রান্সে চতুর্দশ লুইয়ের উচ্চাভিলাসি নীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এ যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল শক্তিশালী শাসক, রাষ্ট্রের মধ্যে বংশানুক্রমিক একচ্ছত্র সরকার এবং এদের মধ্যেকার আক্রমণাত্মক ও খামখেয়ালি বৈদেশিক নীতি। শাসকগণ তাদের রাষ্ট্রকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করত এবং রাজ্যের সীমানা বাড়াতে চেষ্টা করতো এবং তাদের বংশানুক্রমিক সম্প্রসারণ নীতি জনগণের স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিত। ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল অতি-তীক্ষ্ণ এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই লক্ষ্য ছিল তার প্রতিবেশী পক্ষের খরচায় লাভবান হওয়া। অর্থনৈতিক স্বার্থ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের নীতি রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে অরেঞ্জের উইলিয়ামের সিংহাসন আরোহণে ইংল্যান্ডের ইউরোপীয় রাজনীতিকে পূর্ণ ঢেউয়ের মধ্যে এনে ফেলল যে চতুর্দশ লুইয়ের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডকে রক্ষা করার জন্য

সাহায্য করতে এসে ফ্রান্সের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থায়ী হয়েছিল তা এইভাবে শুরু হলো।

যুদ্ধের সময়ে চতুর্দশ লুইয়ের বর্ধিষ্ণু উচ্চাভিলাষের ফলে আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়নের কিছু প্রগতি লক্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় দূতদের নিরাপত্তা ও অধিকার সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়। ইউরোপের শক্তিসাম্য রক্ষা করার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ সেকালের শ্রমসাধ্য রাষ্ট্রীয় কাগজপত্রে সর্বদা আলোচনা করা হয়। নৌযুদ্ধের আইনকানুন সাধারণভাবে অধিক পরিচিতি লাভ করে এবং অনুসরণ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর কারণ হচ্ছে পূর্বতন সমুদ্র সম্বন্ধীয় আইন সঞ্জীবিত থাকার ফলশ্রুতি। যেমন, consolato del Mare, যার নীতিগুলোকে সাধারণত নেতৃস্থানীয় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো স্বীকৃতি প্রদান করে। যাহোক ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে সুবিখ্যাত ফরাসি সমুদ্র বিধি জারি করা হয় যুদ্ধকারী জাতির নিরপেক্ষ বাণিজ্যের হস্তক্ষেপের দাবিকে সম্প্রসারিত করে। সেল্‌ডেনের বিপরীত যুক্তি প্রদান করা সত্ত্বেও সমুদ্রের স্বাধীনতার মতবাদ সাধারণভাবে পরিত্যক্ত হয় এবং পরিদর্শন, অনুসন্ধান, অবরোধ ও বেআইনি বাণিজ্য নিষিদ্ধ বিষয়ক কতগুলো বিধি লিপিবদ্ধ হয়।

ইউরোপের অবস্থা রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের উন্নতির পক্ষে অনুকূল ছিল না। স্পেনের লেখকগণ, যারা পূর্ব শতাব্দীতে খুবই উল্লেখযোগ্য ছিলেন তারাও বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে স্থবির হয়ে গিয়েছিলেন। ফ্রান্সে একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছিল ধর্মীয় পথ অনুসরণ করে রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকারের স্তুতি জ্ঞাপন। জার্মানি এবং হল্যান্ডে যেখানে অনেক বেশি ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক উদার নৈতিকতা এবং কিছু কিছু রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা বিদ্যমান ছিল সেখানে হবস এবং গ্রটিউসের যুক্তিভিত্তিক মতবাদ চালু ছিল। চিরাচরিতভাবে রাজনৈতিক গোলযোগের সময় রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের নৈতিক দিকগুলোর মূল স্বার্থ প্রজাদের সম্পর্কে এবং রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্কের মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকে।

হল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

গ্রটিউসের সার্বভৌমত্বের মতবাদ এবং হবসের কতগুলো মনস্তাত্ত্বিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা সপ্তদশ শতকে যুক্ত প্রদেশে বসবাসকারী একজন পর্তুগিজ ইহুদি বেনিডিক্ট স্পিনোজার (১৬৩২-১৬৭৭) দ্বারা হল্যান্ডে উন্নীত হয়।

স্পিনোজা যদিও ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের ক্ষেত্রে তার রচনার জন্য বিশেষ পরিচিত ছিলেন, তবু তিনি তার সময়কার রাজনৈতিক সমস্যাবলি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তিনি হবসের সঙ্গে একমত হন যে স্বীয় স্বার্থই মানুষের কার্যাবলির প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি একটি সুশিক্ষিত আত্মস্বার্থে বিশ্বাস করতেন, যা হবস চিন্তা করেন নি। স্পিনোজা রাষ্ট্রকে একটি প্রয়োজনীয় অনিষ্টকারী হিসেবে দেখেছেন কিন্তু তা ছিল একটি সুনির্দিষ্ট মঙ্গলের জন্য। এটা ভয়ের কারণে সৃষ্টি হয় নি বরং এই উপলব্ধির জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল যে এটা সাধারণ সুখ বৃদ্ধি করতে পারে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তির মাধ্যমে, যার দ্বারা জনগণের শক্তি সংযুক্ত হয়েছিল এবং তাদের প্রাকৃতিক অধিকার পৃথকভাবে কোনো কিছু করার সুবিধার্থে শাসকের ক্ষমতার নিকট পরিত্যাগ করা হয় যা সমগ্র সমাজের প্রাকৃতিক অধিকার নিযুক্ত করতো। যাহোক, স্পিনোজা বিস্তৃত যুক্তির ব্যাপারে আইনসঙ্গত প্রয়োগে অথবা এর দ্বারা কিরূপ যথার্থ সার্বভৌমত্বের সৃষ্টি হয়েছিল— এ ব্যাপারে খুব কমই মনোযোগ প্রদান করেন। তার সময়কার বাস্তব রাজনীতি থেকে হবসের চেয়েও অনেক দূরে ছিলেন। এটা তাকে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হিসেবে ব্যক্তি এবং শাসক থেকে রাষ্ট্রকে

পৃথক করতে সাহায্য করেছে। রাষ্ট্রের ঐক্য সম্পর্কে যখন তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন, তিনি এই ঐক্যকে রাষ্ট্রের সকল সদস্যের অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার যুক্তি হিসেবে দেখেন মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছার নয়। তিনি রাষ্ট্রের জৈবিক ঐক্য সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন এবং ধারণা করতেন যে এর সার্বভৌমত্ব সাধারণ যুক্তির অথবা তার সদস্যদের সাধারণ মনের ওপর অবস্থিত। এই ধারণাগুলো পরে রুশোর সাধারণ ইচ্ছা মতবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।

সার্বভৌম ক্ষমতাকে এইভাবে একটি নির্দিষ্ট অঙ্গ থেকে পৃথক করা হয় যা এটা কার্যকরী করতো। রাষ্ট্র এবং সরকারকে পরিষ্কারভাবে পৃথক করা হয়। রাষ্ট্রের নমুনা সম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে স্পিনোজা অভিজাত প্রজাতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। পৌরাণিক গণতন্ত্রের ওপর তার কোনো সহানুভূতি ছিল না এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাজতন্ত্রে যেখানে বাস্তবিক পক্ষে একজন লোকেরই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার আছে, মতবাদের দিক দিয়ে তা অপ্রতিরোধ্য এবং কার্যত অসম্ভব।

হবস প্রাথমিকভাবে স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতির সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অপর পক্ষে স্পিনোজার লক্ষ্য ছিল জনগণের স্বাধীনতা সংরক্ষণ। তার কাছে রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনগণের স্বাধীনতার সংরক্ষণ, যাতে মানুষ যুক্তি অনুযায়ী বাস করতে পারে। অতএব সাধারণ মঙ্গলের জন্য যে কাজ করা হয় সেই কাজ রাষ্ট্রের সদস্যদের প্রাকৃতিক অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। কর্মদক্ষতা হচ্ছে একমাত্র পরীক্ষা যার দ্বারা সার্বভৌমত্বকে যাচাই করা যায়। এর কর্তৃত্ব ছিল যা ক্ষমতার সঙ্গে সহবুদ্ধি জ্ঞাপক যাতে অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে সাহায্য কবা যায় অথবা আস্টিনের ভাষায় সেই অধিকার, যে অধিকারগুলো স্বীকৃত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, যার দ্বারা প্রতিকার করা যায়। যদি যৌক্তিক জীবনের জন্য যে শর্তগুলো প্রয়োজন সেগুলো নির্বাহ করা না করা তাহলে শাসনের অধিকার লুপ্ত হবে। চিন্তাধারা প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর স্পিনোজা বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন তা মানুষের মর্যাদা এবং যথার্থ উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়, বরঞ্চ এগুলো রাষ্ট্রের কল্যাণ এবং নিরাপত্তার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ব্যাপার সচেতন স্পিনোজা ধর্মীয় স্বাধীনতার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। স্পিনোজার অধিকারের ধারণা হবসের চেয়ে পরিষ্কার অগ্রগতির স্বাক্ষর। হবস বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্র ছাড়াও মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার রয়েছে। স্পিনোজার ধারণা ছিল যে, তাদের ওপর রাষ্ট্রের প্রদত্ত অধিকার ছাড়া জনগণের কোনো অধিকার নেই। রাষ্ট্রীয় সদস্যদের পক্ষে একটি সাধারণ স্বার্থের সচেতনতা থেকে সমস্ত অধিকার প্রবাহিত হবে; প্রত্যেক অধিকার সাধারণ ইচ্ছার স্বীকৃতির ধারক হবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্পিনোজা মেকিয়াভেলির অনেক ধারণাকে গ্রহণ করেন, যার সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন। ইউরোপের কূটনীতি নেদারল্যান্ডকে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন করেছিল সেগুলো ছিল পঞ্চদশ শতকের ইতালিয়ান নগরগুলোর অবস্থার সমতুল্য। তার অভিজাত ধরনের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ফ্লোরেন্স ও ভেনিসের পূর্বেকার পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে চাচ্ছিল। মেকিয়াভেলির মতো স্পিনোজা এ ধারণা পোষণ করতেন, যে নীতিগুলো ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, সেগুলো সব সময় রাষ্ট্রের ব্যাপারে প্রযোজ্য হয় না। রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে জনগণের স্বার্থকে নিরাপদে রক্ষা করা। অতএব এটা এমন কোন চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ হওয়া উচিত নয় যা তার আসল উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী যতদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে শক্তিশালী একটি সুসংগঠিত ক্ষমতা তৈরি না হয়। যুদ্ধ হ্রাস করতে হলে

রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা একটি যুক্ত রাষ্ট্র গঠন করাই হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত উপায়।

স্পিনোজার রাজনৈতিক রচনা বাস্তবিক পক্ষে সারা ইউরোপে এক শতাব্দী অপরিচিত ছিল, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা অন্যদিকে মোড় নিয়ে। তার নাস্তিক ধরনের ধর্মীয় মত অখ্যাতির সৃষ্টি করে এবং সাধরণত তাকে নাস্তিক বলে মনে করা হতো।

লেখকের জাতীয়তা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত অখ্যাতি তার যুগকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তার রচনা ইউরোপের সমকালীন রাজনীতির পর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি। লক যিনি ইউরোপীয় দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন সম্ভবত তিনি স্পিনোজার ধারণার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন, তার ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা স্পিনোজার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। স্পিনোজার অনেক ধারণা পরবর্তী কালে রুশো কর্তৃক গৃহীত হয়, যার মাধ্যমে তারা ইউরোপে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসে।

জার্মানির রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

জার্মানিতে সংস্কার আন্দোলনের পরের যুগ অনুর্বর ধর্মীয় বিতর্ক এবং ত্রিশ বছরের যুদ্ধ দ্বারা অধিকৃত থাকার ফলে কোনোরূপ রাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণায় উপযোগী ছিল না। কতগুলো প্রধান স্বাধীন রাষ্ট্রে দেশটি বিভক্ত হওয়ায় জাতীয়তাবাদের ভাবধারার অবনতি ঘটেছিল। জার্মানগণ তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতির জন্য লজ্জিত হয়ে পড়েছিল এবং ফরাসি পিতৃতান্ত্রিক বিচারালয়ের মাধ্যমে তাদের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এবং ব্যক্তিগত আচার ব্যবহার আদর্শ হিসেবে স্যামুয়েল পুফেনডরফ গ্রহণ করেছিলেন। জার্মানিতে আধুনিক শিক্ষার আলোক এবং যৌক্তিক চিন্তাধারার প্রথম প্রতিনিধি হচ্ছেন স্যামুয়েল পুফেনডরফ (১৬৩২-১৬৯৪)। স্পিনোজারের মতোই পুফেনডরফ হবসের একচ্ছত্র সার্বভৌম মতবাদ এবং গ্রটিউসের সীমাবদ্ধ নীতিভিত্তিক সার্বভৌমত্বকে পুনর্মিলিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। তার পদ্ধতি ছিল পরিষ্কারভাবেই যুক্তিভিত্তিক। তিনি গ্রটিউসের পৌরাণিকত্বের উল্লেখ এবং হবসের খ্রিষ্ট ধর্মীয় উদ্ধৃতি পরিহার করেন। তিনি তার যুগের ধর্মতত্ত্বের অস্পষ্ট এবং রহস্যাচ্ছন্ন মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন, কারণ তারা ঐশ্বরিক অধিকার মতবাদের ধারক ছিলেন। পুফেনডরফের মতবাদের ভিত্তি ছিল প্রাকৃতিক আইনের ধারণা, যা তিনি রাষ্ট্রীয় দর্শনের একটি বিস্তৃত পদ্ধতিরূপে উন্নীত করেন। তিনি ভালো এবং মন্দ নিরূপণে প্রাকৃতিক আইনকে যুক্তির আদেশ হিসেবে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গ্রটিউসকে অনুসরণ করেছেন এবং একই সঙ্গে তিনি হবসের উপযোগিতাবাদের দিকে ঝুঁকে ছিলেন এই দেখে যে, স্বীয় স্বার্থই হচ্ছে মানুষের আচার-আচরণের প্রধান চালক এবং দেখেছেন যে, যোগ্যতার ভিত্তিতেই প্রধানত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিচার করা যায়।

পুফেনডরফ প্রকৃতির রাজ্য থেকে শুরু করেন, যা তিনি মানব জাতির একটি ঐতিহাসিক ও যুক্তিসঙ্গত অবস্থা হিসেবে দেখেছেন। মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তিই মানুষকে সমাজের মধ্যে টেনে এনেছে, যাতে প্রাকৃতিক আইনই একমাত্র প্রভুত্ব এবং এতে মানবীয় কর্তৃত্বের অভাব ছিল। প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত ছিল কারণ অর্ধেকাংশ লোকই যুক্তি ছাড়া প্রবৃত্তি অনুযায়ী বাস করতো এবং নিতান্তই স্বার্থপর ছিল। পুফেনডরফ হবসের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হন নি যে, প্রকৃতির রাজ্যে প্রতিনিয়তই যুদ্ধবিগ্রহ হতো যদিও তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, এটা ছিল একটা অসহনীয় অবস্থা, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের অজ্ঞতা এবং যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে সত্যতা এবং ন্যায়নীতিকে নির্বাহ করা সম্ভব হচ্ছিল না। মানুষের অসৎপ্রকৃতি উদ্ভূত এইসব অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তির ফলে নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলো। এই চুক্তিটি ছিল দু'রকমের। হবসের সামাজিক চুক্তি এবং আদি রাজতন্ত্রী বিরোধীদের সরকারি চুক্তি—এই দুই চুক্তিকে প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। প্রথমটিতে জনগণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকে তাদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা ভোট দ্বারা সিদ্ধান্ত করে যে কি ধরনের সরকার তারা কামনা করে। দ্বিতীয়ত একটি সমগ্র সমাজের মধ্যে এবং শাসন ক্ষমতার প্রধানদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। যাতে প্রথম দল আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করে এবং শেষোক্তগণ জনগণের সাধারণ উন্নতিকল্পে তার কর্তৃত্ব কার্যকরী করবে বলে স্বীকার করে।

যাহোক, এইভাবে যে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো তা একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব নয়। এই একটি ব্যাপারে একে প্রধান বলা যায়, কারণ এর ঊর্ধ্বে কোনো মানবীয় কর্তৃপক্ষ বা আইন ছিল না, যার অধীনস্থতা এটা স্বীকার করে। অপর পক্ষে তা পুরনো রীতিনীতি পদ্ধতি প্রথা এবং ঐশ্বরিক প্রাকৃতিক আইন ও যে উদ্দেশ্যের ফলে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সীমাবদ্ধ সার্বভৌম হচ্ছে সুউচ্চ ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু সর্বক্ষমতার অধিকারী নয়। পুফেনডরফ তার এই অংশের রচনার ক্ষেত্রে হবসের চেয়ে গ্রটিউসকে বেশি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি একজন নির্বাচিত অথবা সীমাবদ্ধ রাজাকে আসল সার্বভৌম হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন আইন প্রণয়নে পার্লামেন্টের অংশ গ্রহণ রাজার সার্বভৌমত্বকে অসম্মানিত করে না।

পুফেনডরফ শিক্ষা দিয়েছেন যে, জাতির আইন প্রাকৃতিক আইনের অংশ বিশেষ যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করে। এর আইনকানুনগুলো জনকল্যাণজনিত স্বার্থের প্রবণতা থেকে যুক্তির মাধ্যমে আবিষ্কার করতে হয়। যাহোক, সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অথবা সুনির্দিষ্ট কোনো জাতীয় আইনকে তিনি সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন। এদিক দিয়ে প্রাকৃতিক আইন, জাতির আইনের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি গ্রটিউসের চেয়ে হবসের সঙ্গে একমত হয়েছেন Jus natural ও Jus gentium কে চিহ্নিত করে তিনি প্রচলিত রীতিনীতি অথবা চুক্তির উপর অবস্থিত অথবা জাতিগুলোর সাধারণ কার্যকরী ব্যবস্থার ওপর অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে কোনো বাধ্যবাধকতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। পুফেনডরফ প্রাকৃতিক আইন এবং জাতির আইন বিষয়ক শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন অলঙ্কৃত করেন।[৫]

পুফেনডরফের মতবাদ আংশিকভাবে মধ্যম ধরনের এবং কিছুটা বিপরীত প্রকৃতির হওয়ার ফলে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এটি জার্মান রাষ্ট্রগুলির মহৎ স্বেচ্ছাচারিতা এবং ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণাকে সম্মিলিত করে। তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অনুমতি দেন এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্রের সদস্যদের জীবন ও কার্যাবলির ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করে। পুফেনডরফের মতবাদ তার অনুসারীদের দ্বারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে জার্মানিতে কান্টের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত প্রধান মতবাদ হিসেবে রয়ে যায়। এর বিরুদ্ধাচরণ করেন গটফ্রিড লিবনিজ, যিনি ধর্মতত্ত্ব যুক্তিবাদীদের প্রাকৃতিক আইনকে পৃথক করার চেষ্টাতে আপত্তি প্রদর্শন করেন এবং জোহান হর্ন যিনি ঐশ্বরিক অধিকার মতবাদের রক্ষক ছিলেন।[৬]

জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদগণ সাধারণত এ কারণে এর বিরোধিতা করেন যে, ধর্মীয় শিক্ষা থেকে পৃথকভাবে এটা মানুষের যুক্তির মাধ্যমে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে একটি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করে। নেতৃস্থানীয় যুক্তিবাদীদের মধ্যে যারা পুফেনডরফের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন তারা হচ্ছেন উলফ ও টমাসিয়াস।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

ত্রয়োদশ লুইয়ের (১৬১০-১৬৪৩) রাজত্বকালে ফ্রান্সের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা বোঁদের মতবাদকে পরিত্যাগ করে। কারণ এমন কতকগুলো মৌলিক আইন-এর মধ্যে রয়েছে যেগুলো স্বয়ং সম্রাটও লঙ্ঘন করতে পারে না। কতগুলো অভিমত গ্রহণ করে যে রাজার বিবেকের মধ্যে অবস্থিত কতিপয় ক্ষমতা ছাড়া রাজকীয় ক্ষমতার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। লুইয়ের রাজত্বকালে (১৬৪৩-১৭১৫) প্রধান রাজনৈতিক মতবাদ একচ্ছত্র রাজতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ ধরনের সরকার হিসেবে যথার্থ প্রতিপন্ন করে, পৃথিবীতে বিধাতার সরাসরি প্রতিনিধি হিসেবে রাজার ক্ষমতাকে মর্যাদায় ভূষিত করে, যে রাজা অধিকারের বলে শাসন করে, প্রজাদের একচ্ছত্র আনুগত্যের ওপর জোর দেন এবং পোপের দাবির বিরুদ্ধে এই রাজার অধীনে ফরাসি গির্জার স্বাধীনতাকে নির্বাহ করেন। ফ্রান্স ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষমতা ছিল এবং তার 'রাজাদের' উচ্চাভিলাষীনীতি বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করে এবং দেশে রাজকীয় একচ্ছত্রবাদ চালায়। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বের প্রথম ভাগে ফ্রন্ড স্বেচ্ছাচারী মতবাদের বৃদ্ধিকে ব্যাহত করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তার রাজত্বের শেষ ভাগে যখন ক্রমাগত যুদ্ধের এবং রাজসভার অমিতব্যয়িতার ফলে বিপুল ব্যয়ভার দেখা দিল এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক দুরবস্থা ঘটল, তখন মহাসম্রাটের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে কিছু সমালোচনা শোনা যেতে লাগলো। এই রূপে সামরিক প্রকৌশলের জন্য বিখ্যাত মার্শাল ভবন[৭] জনগণের স্বাথে কর পদ্ধতির একটি পুনর্গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব করে। সম্পদের ভিত্তি হিসেবে তিনি শ্রম এবং বিশেষভাবে কৃষিকেই মর্যাদা দিতেন এবং এদেরকেই করের ধারক এবং বাহক মনে করতেন। পিয়ারি বুইসগিলবার্ট জনগণ প্রদত্ত করের[৮] অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রাজকীয় নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সম্পদ নির্ভর করে শিল্পের প্রাকৃতিক সামঞ্জস্যের ওপর রাজনৈতিক ধনসম্পদের ওপর নয় এবং সমানভাবে কর বণ্টনের জন্যই যুক্তি দেখান। ফেনিলন[৯] তার উদারনৈতিক সাহিত্য রচনার মাধ্যমে একটি বৃহৎ জনগণের ওপর ব্যক্তিগত শাসনের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং বাণিজ্যের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন জানান। সাধারণভাবে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা মূলত ধর্মতত্ত্ববিদগণের কার্যাবলি সম্পূর্ণভাবেই রাজার ইচ্ছার অধীনে ছিল। ত্রয়োদশ লুইয়ের বিখ্যাত মন্ত্রী কার্ডিন্যাল রিচিলিও[১০] এই বিশ্বাস বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন যে রাজার ক্ষমতা হচ্ছে দিগন্তপ্রসারী। তিনি তার নীতির যথার্থতা সপ্রমাণ করতে Raison de 'Etat নীতে অগ্রে স্থান দেন।

রাজকীয় শক্তির ঐশ্বরিক প্রকৃতি বিশেষ প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতার সঙ্গে প্রচারিত হয় বিশপ জেকস্ বসুয়েট (১৬২৭-১৭০৪) দ্বারা যাকে চতুর্দশ লুই তার পুত্রের উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করেন। বসুয়েটের রাজনীতির ওপর[১১] গ্রন্থ ফরাসি সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে একটি সুউচ্চ পদমর্যাদা এবং দায়িত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়।

বসুয়েট মৌলিক নীতিগুলো লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে এবং এগুলোকে ধর্ম গ্রন্থের আসল উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থন করতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। একই সঙ্গে তিনি সমসাময়িক দার্শনিকদের যুক্তিবাদী পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হন, বিশেষ করে হবসের যাঁর রচনা ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়ে স্বেচ্ছাচারী সরকারের সমর্থনের জন্য বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

বসুয়েট মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কারণে সরকারের যথার্থতাকে সমর্থন করেন। তিনি এই ধারণা পোষণ করতেন যে, উত্তরাধিকারী রাজতন্ত্র সবচেয়ে

পুরনো এবং প্রাকৃতিক ধরনের সরকার পারিবারিক অভিভাবকের কর্তৃত্বের আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজতন্ত্র হচ্ছে পবিত্র এবং রাজকীয় ব্যক্তিকে আক্রমণ করা ধর্মীয় অপরাধ। "রাজাগণকে পবিত্র জিনিসের মত রক্ষা করতে হবে।" রাজকীয়তা পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত। রাজার প্রয়োজন প্রজাকে সযত্নে প্রতিপালন করা যেমন পিতা পুত্রকে প্রতিপালন করে। রাজতন্ত্র হচ্ছে একচ্ছত্র, এতে রাজাদেরকে কারো কাছে আচার-আচরণের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না এবং প্রজাগণ সর্বদাই রাজার প্রতি নিষ্ক্রিয় আনুগত্য প্রদর্শন করবে। একই সঙ্গে রাজতন্ত্র হচ্ছে যুক্তি সাপেক্ষ অর্থাৎ এটা স্বেচ্ছাচারিতা প্রয়োগ করবে না। রাজা হচ্ছেন বিধাতা প্রভুর প্রতিরূপ এবং তিনি তদনুযাই কার্য করবেন, অবশ্যই ধর্ম এবং ন্যায়পরায়ণতা নির্বাহ করবেন। তিনি শুধু একজন ব্যক্তিই নয় তিনি একজন জনপ্রতিনিধি। "সমগ্র রাষ্ট্র এবং সমগ্র লোকের ইচ্ছাই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।" বসুয়েট ইতিপূর্বেই উন্নীত সার্বভৌমত্বের গুণাবলির সঙ্গে পবিত্রতার বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে তিনি শাসকদের নৈতিক দায়িত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। "বিধাতা থেকে রাজাকে অবশ্যই ভয় এবং আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে তার শাসন ক্ষমতাকে কার্যকরী করতে হবে।" যেহেতু তিনি ঈশ্বরের নিকট থেকে এসেছেন এবং তাকে সেখানে জবাবদিহি করতে হবে। বসুয়েটের যুক্তিগুলো 'স্বল্পতর (লেখকগণের দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়, রাজনীতিতে মতবাদগুলো জয়লাভ করে এবং কিছু কালের জন্য রাজতন্ত্রবিরোধীরা পরাজিত হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ কোনো প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন দ্বারা চিহ্নিত হয় নি। আন্তর্জাতিক আইনের শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইউরোপে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ইংল্যান্ডে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ওপর সমালোচনার পূর্ণ আক্রমণ শুরু হয়। যাহোক এই যুগটি সাধারণ রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার উন্নতির ক্ষেত্রে এবং ইংল্যান্ডের পূর্ববর্তী সক্রিয় শতাব্দীর সঙ্গে তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং ফ্রান্স ও আমেরিকায় সমান গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিরাজ করছিল।

ইউরোপে প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থগুলো কতগুলো বংশানুক্রমিক যুদ্ধে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, যার উৎপত্তি হয় চতুর্দশ লুইয়ের উচ্চাভিলাষের মধ্যে এবং অবশেষে এটা ইউরোপের সমগ্র নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রগুলোকেই জড়িত করে। আমেরিকা এবং ভারতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্বে, সামুদ্রিক নিয়ন্ত্রণে এবং ইউরোপীয় কূটনীতিতে প্রাধান্য বিস্তারে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড ছিল পশ্চিম ইউরোপে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। মধ্য ইউরোপে প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়াবিরোধী হয়ে জার্মানিতে প্রাধান্য লাভের প্রতিযোগিতা শুরু করলো। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর চেষ্টায় কতগুলো সুযোগ সুবিধা লাভ করার জন্য অথবা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর রক্ষা করার জন্য অথবা শক্তি সাম্য করার জন্য কতগুলো মৈত্রী চুক্তি সংঘটিত হলো। যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল জনগণের স্বার্থের জন্য নয় বরং হোজেনজোর্লানের মধ্যে ও হেপস বাগ শাসকশ্রেণীর সুবিধার্থে যারা একচ্ছত্র এবং স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতো এবং তাদের রাষ্ট্রগুলোকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করতো। রাষ্ট্রের মধ্যেকার কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যকেও শাসকদের লাভের উৎস হিসেবে দেখা হতো। সরকারের স্বার্থে বৈদেশিক এবং ঔপনিবেশিক বাণিজ্যকে দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হোত এবং বাণিজ্যিক ধারণাগুলো প্রসার লাভ করেছিল। রাজা এবং রাষ্ট্রের তুলনামূলক সম্পর্ক বিবেচিত হওয়ায়

সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি বা অবস্থিতি সম্পর্কে ব্যাপক চিন্তাধারা বাধাগ্রস্ত ছিল। লকের ধারণা কখনো ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি; ঐশ্বরিক অধিকারের স্বেচ্ছাচারী সম্পর্ক সম্বন্ধে স্বল্পই প্রশ্ন করা হতো। ঐ সময়ের মহাদেশীয় চিন্তাধারা শুধু রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক সম্বন্ধীয় ছিল।

যাহোক, এ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বৈপ্লবিক মতবাদের জন্য ফ্রান্সে ভিত্তিপ্রস্তর তৈরি হচ্ছিল। চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পর (১৭১৫) উদারনৈতিক মনোবৃত্তি দ্রুত মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। ইংল্যান্ডীয় চিন্তাধারা হবসের দর্শনের ব্যতিক্রমসহ মহাসম্রাটের রাজত্বকালে বাস্তবিক পক্ষে ফ্রান্সে অপরিচিত ছিল। অর্ধ শতাব্দী পরে কদাচিৎ কোনো উল্লেখযোগ্য ফরাসি ছিল না যিনি ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন নি বা ইংরেজি ভাষা শিখেন নি। তাদের মধ্যে যারা বিশেষত ইংল্যান্ডীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ধারণা দ্বারা বিমুগ্ধ হয়েছিলেন তারা হচ্ছেন ভলটেয়ার, মন্টেস্কু, গুরনে এবং মিরাবু। লকের রচনা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল এবং সেফটবারি এবং হিউমের যুক্তিবাদী সমালোচনাপূর্ণ চিন্তাধারা ফরাসিদর্শনে খাজনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এর ফলে ইংল্যান্ডীয় বিপ্লব ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রকৃতি সম্পর্কে অধ্যয়ন, ফ্রান্সে রাজনৈতিক মত আগ্রহের পুনর্জীবনের জন্য এবং রুশোর রচনায় বিপ্লবের দার্শনিক ভিত্তি সৃষ্টির জন্য প্রধানত দায়ী। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ফরাসি লেখকগণ গির্জাকে আক্রমণ করে; এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দেয়।

ইংল্যান্ডে ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব মন্ত্রিপরিষদ শাসিত এবং দলীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। রাজা আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা শাসন করবেন, এই নীতি সুনির্দিষ্টভাবে গৃহীত হয়। দ্বিতীয় জেমসের ক্যাথলিক মতবাদের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা অস্থায়ীভাবে হুইগ এবং টোরি দলকে একত্র করে কিন্তু উইলিয়াম এবং মেরির সিংহাসনারোহণ দলগুলোকে পুনরায় বিভক্ত করে। সাধারণত টোরিগণ ঐশ্বরিক অধিকার দ্বারা বিধিসঙ্গত রাজতন্ত্রের পথে প্রত্যাবর্তনের পক্ষপাতী ছিল, হুইগগণ ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবকে সমর্থন করে এবং পরে হ্যানোভার বংশীয়দের সিংহাসনারোহণের সমর্থন করেন। মন্ত্রী নির্বাচনে দলীয় শ্রেণী বিভক্তিকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং রাজাগণ তাদের উপদেষ্টা নির্বাচনে মন্ত্রিপরিষদে দলীয় শ্রেণী বিভক্তিকে অধিকতর স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন।

১৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে রাণী এ্যানির মৃত্যুর পর হুইগদলের সাফল্য লাভ অবশ্যই হ্যানোভারিয়ান উত্তরাধিকারকে একটি নিরাপদ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করল এবং মধ্য শতকের পূর্বে আর কোনো টোরি সরকার ছিল না। এই সময়ে দলগুলোকে পৃথক করার মৌলিক কারণগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত হয়। ধীরে ধীরে টোরিগণ ঐশ্বরিক অধিকার মতবাদ পরিত্যাগ করে এবং স্টুয়ার্ট রাজাদেরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশাও ত্যাগ করে। অন্যদিকে হুইগগণ একবার বাস্তব ক্ষমতায় আসার পর রাজকীয় কর্তৃপক্ষ ও শক্তিশালী সরকারকে অবিশ্বাস করতে বিরত হয়। নীতিগত পার্থক্যের চেয়ে ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্ব দলীয় শ্রেণী বিভক্তির ভিত্তি রচনা করে। উভয় দলই কার্যকরী শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিকে প্রশংসা ও সমর্থন করে এবং প্রধানত রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ গঠিত হতো মূলত প্রকৃতি এবং আলোচনার বিশ্লেষণ এবং যে দল সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতো তারা এই নীতিগুলো কতখানি নির্বাহ করতো তার ওপর। গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্কের সামঞ্জস্যের ব্যাপারেও অনেক আলোচনা হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকে প্রাকৃতিক আইনের ধারণাও একটি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এটা ছিল এমন এক কাল যখন ঐতিহাসিক তেজস্বীতা কমে যাচ্ছিল এবং মানুষ অতীতের

প্রচলিত পদ্ধতিকে কমই শ্রদ্ধা করতো। তারা অতীতের প্রথা ও প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছিল। অন্য কোনো যুগেরই পূর্ণতার সম্ভাবনার এরূপ বিন্যাস ছিল না। সামগ্রিক মানবীয় ভালোমন্দের ক্ষেত্রে যুক্তিকে একমাত্র সর্ব রোগনাশক ওষুধ হিসেবে মনে করা হতো। রাষ্ট্রের অসংখ্য দ্বন্দ্বকীর্ণ আইনের চেয়ে সরল প্রাকৃতিক আইনগুলোকে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর আইন বলে গণ্য করা হতো। উদার স্বেচ্ছাচারীদের অসহনীয় কোন্দলের অধীনে মানুষ ছিল স্থবির। পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কামনা করছিল এবং যতদূর সম্ভব রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছিল। তাদের প্রাকৃতিক অধিকারের প্রতি বিশ্বাস এই ধারণার সৃষ্টি করে যে যারা সরকার ও এই অধিকারগুলোকে জোর দখল করে, তারা হচ্ছে অত্যাচারী। মানুষের সমতা এবং প্রাকৃতিক অধিকারের প্রতি বিশ্বাস ইউরোপের বাস্তব বৈষয়িক ঘটনার ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে বৈসাদৃশ্যমূলক ছিল। মানুষ অসন্তুষ্ট ও সমালোচনাশীল হয়ে ওঠে এবং অনুসন্ধান করতে শুরু করে কিভাবে প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে সাদৃশ্যসূচকভাবে রাষ্ট্রের সংগঠন হওয়া উচিত। এ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিতৈষী স্বেচ্ছাচার প্রাকৃতিক আইনের নীতিগুলোকে পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে; শেষাংশে জনগণ ফরাসি বিপ্লবে নিজেদের হস্ত দ্বারা এর প্রয়োগ করার সুব্যবস্থাকেও গ্রহণ করে।

জার্মানিতে পুফেনডরফের অনুসারীরা

অষ্টাদশ শতকের শুরুতে জার্মান রাজ্যগুলোতে স্বেচ্ছাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল ধরনের সরকার ছিল এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন ছিল অস্পষ্ট। ধর্মতাত্ত্বিক প্রভাব প্রাধান্য লাভ করেছিল, যদিও পুফেনডরফের শিষ্যগণ যুক্তিবাদী অভিমত নির্বাহ করতে চেষ্টা করেছিল। এ দলের নেতৃস্থানীয় লেখক হচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ান টমাসিয়াস (১৬২৮-১৭২৮)[১২] এবং ক্রিশ্চিয়ান ওলফ (১৬৭৯-১৭৫৪)[১৩]। টমাসিয়াস বিজ্ঞানের আইনের সঙ্গে নীতির আইনের পার্থক্য নিরূপণ করেন এবং প্রাকৃতিক ও সুনির্দিষ্ট আইনকে পৃথক করেন। তিনি অবশ্য মানুষের উত্তরাধিকারজনিত প্রাকৃতিক অধিকার এবং মানবীয় আইনের ফলে উদ্ভূত প্রাপ্ত অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। তার মতে, প্রকৃতির দানের সাধারণ মালিকানাই হলো স্বাধীনতা এবং মানুষের জীবন ও চিন্তাধারার অধিকার হচ্ছে প্রাকৃতিক অধিকার; সম্পত্তির অধিকার ও কর্তৃত্ব পরিচালনার অধিকার হচ্ছে লব্ধ বা প্রাপ্ত অধিকার।

হেলির একজন অধ্যাপক উলফ অবিশ্বাস্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ফ্রান্সে তার জনপ্রিয়তা এত অধিক ছিল যে এক সময়ে এটা মনে করা হতো তার রচনা ইংরেজ লেখকদের ছাড়িয়ে যাবে। তিনি গ্রটিউস ও পুফেনডরফের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারাকে লকের সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক ধারায় উন্নীত করেন এবং তিনি প্রাকৃতিক, জাতির আইন এবং রাষ্ট্রের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি মানুষের নৈতিক প্রকৃতি থেকে প্রাকৃতিক আইনকে মানুষের সহজাত নৈতিক কর্তব্য থেকে প্রাকৃতিক অধিকারকে নির্ধারণ করেন। তিনি এই ধারণা পোষণ করতেন যে, সকল মানুষই সমান কারণ তাদের অধিকার ও কর্তব্যও সমান এবং প্রাকৃতিক দিক দিয়ে কোনো মানুষেরই অন্যের ওপর কোনো ক্ষমতা নেই। রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে জনগণের প্রাকৃতিক অধিকারের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমর্পণে, প্রত্যেকে এতখানি অধিকারই ত্যাগ করেছে, যা সাধারণ কল্যাণ রক্ষার্থে একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ নিরাপত্তার উপলব্ধি এবং ব্যক্তিগত কল্যাণ বৃদ্ধি।

টমাসিয়াস এবং উলফের রচনা আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে

মূল্যবান। টমাসিয়াস রাষ্ট্রের খাঁটি ও অখাঁটি কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। উলফের ব্যবস্থা ছিল কাল্পনিক ও গাণিতিক। কিন্তু এটা মূল্যবান ছিল এ কারণে যে, তার ধারণাকে সরস করার প্রচেষ্টা এবং এগুলোকে রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণের কাছে পরিচিত করানোর কাজ এমেরিক দ্য ভাট্রেল (১৭১৪-১৭৬৭) নামক একজন সুইজারল্যান্ডের আইনজ্ঞ পণ্ডিত গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রীতিনীতি নিয়ে ভাট্রেলের রচনা[১৪] একমাত্র গ্রটিউসের রচনার পরেই উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক আইনের ওপর জাতির আইনগত ভিত্তি রচনা করতে তিনি পুফেনডরফকে অনুসরণ করেন। যাহোক, তিনি ব্যক্তিসাধারণের সম্মতির ওপর সুনির্দিষ্ট জাতির আইনকে যুক্ত করেন এবং যতদিন পর্যন্ত এটা প্রাকৃতিক আইনের বিধিকে লঙ্ঘন না করে ততদিন পর্যন্ত এটাকে পালন করতে হবে বলে মত দেন। ভাট্রেলের রচনা ইউরোপ এবং আমেরিকা উভয় দেশে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে এবং প্রায়শই ওটিস, শ্যামুয়েল, এডামস্, জন এডামস্, হেমিলটন এবং জেফারসন দ্বারা উদ্ধৃত হয়।

যদিও টমাসিয়াস ও উলফের মৌলিকতা ছিল না, তবুও তাঁরা তাঁদের দর্শনের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞান প্রদর্শন করে জার্মানির যৌক্তিক জ্ঞানলোকের ক্ষেত্রে বিশেষ শক্তি প্রদান করেন। কারণ তারা জার্মান ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন ধারণাকে যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে লাভ করতে হবে, তারা তীব্রভাবে জার্মান রহস্যবাদী উপনাফ এবং ভক্ত ধার্মিকদের বিরোধিতা করেন। উলফের ধারণাগুলো অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জার্মানিতে প্রধান পদ্ধতি হিসেবে রয়ে গিয়েছিল, যখন ইংল্যান্ডীয় চিন্তাধারাগুলো লক, হিউম, স্যাফটবেরি এবং ফারগুসনের বচনাগুলো অনুবাদেব মাধ্যমে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। এর ফলস্বরূপ প্রচলিত স্বেচ্ছাচারী রাজনৈতিক মতবাদগুলোকে যৌক্তিক পদ্ধতি এবং আদর্শগুলো রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে ও প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদগুলো এমনকি শাসকদের বিচারালয়গুলোতেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে মহানুভব ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং উদারনৈতিকদের ওপর তিনি তার প্রভাব বিস্তার করেন। এইভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে শতাব্দীর অবশিষ্টকালের জন্য একটি উজ্জ্বল যুগের সূচনা হলো। সিংহাসন আরোহণের অনেক পূর্বেই বিশেষত লকের দর্শনের প্রশংসা করে ফ্রেডারিক প্রাকৃতিক আইনের মতবাদ[১৫] গ্রহণ করেন। তিনি সে যুগের জ্ঞানী পণ্ডিতগণকে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। উলফকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, যেখান থেকে ধর্মতত্ত্ববিদগণ দ্বারা তাকে বল প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং সমালোচক ও মুক্ত চিন্তাবিদ ভলটেয়ারকে বার্লিনে বসবাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ফ্রেডারিক ঐশ্বরিক অধিকার মতবাদকে আক্রমণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাজা তার প্রজাগণের সম্মতির মাধ্যমে শাসন করবে এবং তিনি রাজাদের বিশেষ অধিকারের চেয়ে কর্তব্যের ওপরই অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। রাষ্ট্রের জনগণ ও ভূভাগ রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তিনি এই প্রচলিত মতবাদকে খণ্ডন করেন এবং একথা জোর দিয়ে বলেন যে, রাজা হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রথম ভৃত্য, সমানুপাতিকভাবে প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধনের ওপর তার শাসনের যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়।

তার *Anti-Machiavel* (মেকিয়াভেলি বিরোধী) গ্রন্থে তিনি সমালোচনা করেছেন যে, শাসকগণকে সাধারণ নীতির মানদণ্ড দ্বারা বিচার করা উচিত নয় এবং তিনি মেকিয়াভেলির

সমর্থিত দৃষ্টিভঙ্গি "স্বার্থ, ঐশ্বর্য, উচ্চাভিলাষ ও স্বেচ্ছাচারিতার ধারণার" বিরোধিতা করেছেন। যদিও প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতায় নিযুক্ত হন, তবু ফ্রেডারিক ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিক বিবেচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হন এবং তিনি কখনো তার ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতাকে ব্যবহার করেন নি। প্রাশিয়ার স্বার্থ বৃদ্ধিকল্পে তাকে এমন কতগুলো পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়েছে, যা তিনি নিজেই অত্যন্ত তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন। তাঁর সুবিখ্যাত আইনবিধিতে প্রাকৃতিক আইনের প্রভাব দেখা যায়। এতে বলা হচ্ছে, "রাষ্ট্রের কল্যাণ এবং সুনির্দিষ্টভাবে এর অধিবাসীদের কল্যাণ হচ্ছে নাগরিক সমাজের এবং আইনের বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের আইন এবং বিধি নাগরিকদের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ও অধিকারকে উপরোক্ত উদ্দেশ্যের প্রয়োজন ছাড়া অধিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।"

ফ্রেডারিকের একজন উৎসাহী অনুসারী ছিলেন "জ্ঞানী স্বেচ্ছাচারী" অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় জোসেফ। তিনি প্রাকৃতিক আইনের নীতিতে শিক্ষা লাভ করেন এবং প্রচলিত অবস্থার মধ্যে এটাকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন। বাস্তবিক পক্ষে তার একটি সংস্কারের কামনা ছিল এবং যখন তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন তখন বলেছিলেন, তিনি "দর্শনকে তার রাজ্যের আইন প্রণেতা করবেন।" ন্যায়পরায়ণতা ও সমতার উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়ে তিনি তার রাজ্যের অবস্থার আরেকটি সম্পূর্ণ পুনর্জন্ম কামনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক উন্নতির প্রতি তার অশ্রদ্ধা, দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিকল্পনার প্রতি যাদের তিনি উপকার করতে চাচ্ছিলেন ক্রমবিরোধিতা অবশেষে তার সমগ্র সংস্কারকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।

ভিকো

এ যুগের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় ইতালির অবদানকে উন্নীত করেন রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে মনস্তাত্ত্বিক ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা আইনজ্ঞ ও দার্শনিক গিয়ামবাট্টিস্টা ভিকো (১৬৬৮-১৭৪৪)[১৬]। ভিকো ফ্রান্সিস বেকন এবং গ্রটিউস দ্বারা প্রভাবান্বিত হন এবং তিনি প্রায়ই মেকিয়াভেলি ও বোঁদের উল্লেখ করেন, যাদের চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন। সে সময়কার প্রধান উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক আইনের দার্শনিকগণের সঙ্গে ভিকোর পদ্ধতি আশ্চর্যজনকভাবে বৈসাদৃশ্যমূলক ছিল। যথার্থ যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সকল স্থানকালের জন্য মঙ্গলজনক প্রচলিত তাদের আইনের মতবাদগুলোর ওপর তার কোনো সহানুভূতি ছিল না। তিনি এই সত্যের ওপর জোর দিয়ে বলেন যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং ধারণাগুলো একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের পারিপার্শ্বিকতা এবং জনগণের জাতীয় চরিত্র অনুযায়ী পথ অতিক্রম করে। অতএব সরকার এবং আইনের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার স্তর এবং যুগের প্রয়োজন অনুসারে পার্থক্য সূচিত হয়। এই ধারণাগুলো প্রশ্নাতীতভাবে মন্টেস্কুর পরবর্তী রচনাগুলোকে প্রভাবান্বিত করে।

ভিকো তার অনেকগুলো চিন্তাধারাকে, রোমান ইতিহাস চিন্তাধারাকে রোমান ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে অঙ্কন করেন এবং তিনি এই পদ্ধতিতে একটি মতবাদ তৈরি করেন, যা দ্বারা সরকারের উৎপত্তি ও বিলুপ্তি ঘটে। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রথমত মানুষ একটি ধর্মীয় স্তর অতিক্রম করেছে, যাতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ভিত্তি ছিল বিধাতার ইচ্ছা, যা দৈববাণীরূপে প্রকাশিত হয়েছে। অভিজাততন্ত্র এর অনুসরণ করে, যাতে বিখ্যাত পরিবারগুলোর প্রধানগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন। শেষ স্তর হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ, যাতে সমগ জনসাধারণ রাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এই ধরনের সরকার প্রজাতন্ত্র

অথবা রাজতন্ত্ররূপে সংগঠিত হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে রাজাকে জনগণের কাজ করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়— এই নমুনাগুলোর মধ্যবর্তী স্তরে মিশ্রিত ধরনের সরকারের নমুনা দেখা যায়। ভিকো বিশ্বাস করতেন, এই ঐশ্বরিক বীরত্বসূচক এবং মানবীয় ধরনের সরকারের উত্তরাধিকার মানব প্রকৃতি এবং দর্শনের সাধারণ মূলনীতিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এই পদ্ধতিতে যথার্থ আইন বিশ্বজনীন অথবা প্রাকৃতিক আইনের নীতিসমূহের দিকে ধাবিত হয়। রোমান সাম্রাজ্য পতনের পর ইউরোপ ইতিপূর্বেই ধর্ম ও অভিজাততন্ত্রভিত্তিক সরকারের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করে এবং জননিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করে। যদিও এইসব ঘটনাগুলোকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে ভিকো কিছুটা বাধ্য হয়েছিলেন, তথাপি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের তিনি মূল্যবান ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার একটি অধিকতর বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেন। তার সময়েই নেপলসের আইনজ্ঞ পণ্ডিতগণের সমষ্টির বাইরে তিনি খুব স্বল্প পরিচিত ছিলেন এবং ইউরোপে কান্টের পদ্ধতির প্রসারের ফলে তার চিন্তাধারার দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তৃতি ঘটে।

বলিংব্রুক এবং হিউম

১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের পর ইংল্যান্ড শতাব্দীকাল ধরে আত্মতৃপ্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। শাসকগণ জনগণের সম্মতির ফলে কর্তৃত্ব লাভ করেছেন— এ মতবাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং গৃহযুদ্ধের ভয়ে ভীত অধিকাংশ লোক নিরিবিলিতে বাস করতে চাচ্ছিল। ধর্মতত্ত্ববিদগণ রাজনৈতিক বিষয় থেকে তাদের মনোযোগ ফিরিয়ে নিয়ে আরামদায়ক জীবনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিল।

বাস্তববাদী রাজনীতিবিদগণ দলীয় রাজনীতির দুর্নীতিপরায়ণতা দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল, যার মধ্য থেকে ওয়ালপোল বিবদমান বিষয়গুলো পরিহার করতে উৎসুক হয়ে কেবিনেট সরকার গঠন করতে চাচ্ছিলেন। রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ পূর্ব শতকের জীবনী শক্তির উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে পুঁথিগত এবং সাহিত্যিক বিষয়ে পরিণত হয়ে প্রবন্ধ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। পরিচ্ছন্ন কবিতাগুচ্ছ ও নাগরিক সমাজের গৌরবগাথা হিসেবে পোপের Essayon man বা মানব বিষয়ক প্রবন্ধ এ যুগের একটি বিশেষ ধরনের রচনারূপে সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিশপ বার্কলে কাল্পনিক মানসিক রোগাক্রান্ত হন, যার ফলস্বরূপ রচিত 'দক্ষিণ সাগরের বুদ্বুদ' ইংল্যান্ডের পতনের ওপর[১৭] লেখা হয়। কিন্তু রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক উপাদানগুলোর ভারসাম্যমূলক পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর বৃটিশ পদ্ধতির সাধারণ প্রশংসার চেয়ে তার কণ্ঠস্বর ছিল ব্যতিক্রম। এই বিন্যাসের বিস্তৃত প্রসার ছিল যে, মিশ্রিত ধরনের সরকার স্বাধীনতাকে নিরাপদে রক্ষা করে এবং বৃটিশ সরকার ও পুরনো রোমের মধ্যে তুলনাগর্বিত করা সৌখিন রীতিতে পরিণত হয়। গির্জার সাথে রাষ্ট্রের এবং স্থাপিত গির্জার সাথে সাদৃশ্যবিরোধী দলের সম্পর্ক বিবাদের অবতারণা করে। ইংল্যান্ডীয় গির্জা অনিচ্ছার সঙ্গে ক্যালভিনপন্থী অরেঞ্জের উইলিয়ামের সিংহাসন আরোহণকে গ্রহণ করে এবং জোরজবরদস্তি করে ধর্ম যাজক থেকে আনুগত্যের শপথ আদায় গির্জার মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদের সৃষ্টি করে এবং কতিপয় সুযোগ্য ধর্মীয় আচার্য রাজ অধীনতা অস্বীকারকারীদের মধ্যে যোগাযোগ করেন। এই পদ্ধতিতে যুক্তি প্রদর্শিত হলো যে, গির্জা সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন এবং এর একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও ইচ্ছা রয়েছে এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রকৃতিগত দিক দিয়ে এর সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রীয়।

জাতীয় গির্জার মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান এর স্বাধীন ও ভগবৎ প্রদত্ত মর্যাদা রক্ষার আকাঙ্ক্ষা এবং এর অভ্যন্তরীণ সকল প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বাস্তবিক পক্ষে একটি কঠিন সমস্যা ছিল। রাষ্ট্র চাচ্ছিল প্রতিষ্ঠিত গির্জাকে তার সরকারের অধীনে একটি খণ্ডাংশরূপে তৈরি করতে। গির্জা তার বিশেষ অধিকারের মর্যাদাসম্পন্ন স্থান রাষ্ট্রের নিকট সমর্পণে অনিচ্ছুক হয়ে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাচ্ছিল অথবা সমতা শর্তে বিশিষ্ট বিরোধীদলের মুখোমুখি হতে ইচ্ছুক ছিল। উনবিংশ শতকের অক্সফোর্ড আন্দোলন এবং আধুনিক সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদী মতবাদের মধ্যে এ যুগের ধর্ম সংক্রান্ত ঘটনাবলির প্রভাব দেখা যায়।[১৯]

রাজনৈতিক প্রশ্নাবলি সম্পর্কে প্রধান প্রবন্ধকার ছিলেন ভাই কাউন্ট বলিংব্রুক (১৬৭৮-১৭৫১)[২০] এবং ডেভিড হিউম। (১৭১১-১৭৭৬)[২১]। হ্যানুভারদের সিংহাসন আরোহণের পর ওয়ালপোল উত্তরাধিকারী হওয়ায় রাণী এ্যানির অধীনে বলিংব্রুক উচ্চ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি টোরি এবং হুইগ দলের অসন্তুষ্ট কারণগুলোর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে তার উত্তরাধিকারীকে উচ্ছেদের পরিকল্পনা করেন এবং টোরিদের অবশিষ্ট রাজদ্রোহীদের ধ্বংস করার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। ওয়ালপোলের প্রতি ঘৃণা এবং ইংল্যান্ডের তাৎক্ষণিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার রাজনৈতিক ধারণাগুলো প্রকাশিত হয়। তিনি Craftsman নামক ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক দলের একটি প্রথম সরকারি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি বিশেষভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তিনি প্রকাশ্যভাবে শাস্তি ব্যতিরেকে ওয়ালপোলের সঙ্গে যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি দল বিভক্তিরপক্ষে ছিলেন; ক্ষমতাবিহীন অবস্থায় তিনি দলীয় পদ্ধতিকে এই ধারণা পোষণ করে আক্রমণ করেন যে, দলগুলো কার্যালয়ের সুবিধা ভোগের এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সম্ভাবনার দ্বারা চালিত হয়। যাহোক, তার রাজনৈতিক কার্যাবলি এবং শিক্ষাদান স্পষ্টভাবে পরস্পরবিরোধী ছিল এবং তার ধারণাগুলোতেও সামঞ্জস্য এবং আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।[২২]

বলিংব্রুক ক্ষমতার ভারসাম্য অনুযায়ী মিশ্রিত ধরনের সরকারের প্রশংসা করেন এবং ওয়ালপোলের দুর্নীতিপরায়ণ পদ্ধতিকে আক্রমণ করেন, যা স্বাধীন পার্লামেন্ট দ্বারা রাজার ক্ষমতাকে দমন করার প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে তুলছিল। তিনি তার সময়কার সচরাচর চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে কর্তৃত্বের ভিত্তিকে জনগণের হস্তে ন্যস্ত করেন এবং সার্বভৌম অধিপতি ও প্রজার সম্পর্ককে যুক্তির ওপর অবস্থিত বলে প্রত্যক্ষ করেন। সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সম্পর্ককে তিনি অনির্ধারিত চুক্তিসম্মত বলে বিবেচনা করেন। বলিংব্রুক একটি শক্তিশালী বৈদেশিক নীতির পক্ষ সমর্থন করেন ও ঔপনিবেশিক ব্যাপারে বিস্তৃত বাণিজ্যিক স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইংল্যান্ডের অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের উচ্চাভিলাষকে বিলুপ্ত করা উচিত। তিনি নৌবাহিনীর মূল্যের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। বলিংব্রুকের মতবাদ বিশেষ করে জাতীয় দলের প্রধান হিসেবে তার দেশপ্রেমিক রাজার আদর্শ, যিনি দলীয় কোন্দল নিবারণ করবেন, তৃতীয় জর্জ ও এক সময়ে চেথাম এবং ডিজরেলির ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

হিউমের সমালোচনামূলক দর্শন[২৩] শতাব্দীর একটি বিশেষ শক্তিশালী দ্রাবক ছিল। তিনি রাষ্ট্রের ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদ উভয়কেই অগ্রাহ্য করেন। তিনি তাঁর দর্শনে বিশেষ করে লকের ফ্রান্সিস হাচিসন স্কচ বিদ্যালয় অনেকের কাছেই ঋণী, যাঁরা মনস্তত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতি সংমিশ্রিত করেছেন। তিনি ঐশ্বরিক

অধিকার ও সামাজিক চুক্তিকে তুলে ধরার জন্য ইতিহাসের ব্যবহারকে আক্রমণ করেন এবং তিনি ধারণা পোষণ করতেন যে, আদর্শ সময়োচিত সাধারণ মতের ওপর ভিত্তিশীল এবং এটাকে যথার্থ আইন থেকে পৃথক করা যায় না। তিনি যুক্তিবাদীদের প্রাকৃতিক আইনের মতবাদের বিরোধিতা করেন এবং বিশ্বাস করেন ইতিহাস এবং মনস্তত্ত্ব রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের মালমশলা যোগাতে সক্ষম। তিনি বহু পূর্বেই বার্কের ঐতিহাসিক পদ্ধতির কল্পনা করেছিলেন, যার ওপর আধুনিক সংরক্ষণশীলবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং বেন্থামের হিতবাদমূলক মতবাদের মাধ্যমে পৌরাণিক অভিমতগুলো একটি স্বীকৃতির উপায় খুঁজে পেয়েছিল।

হিউম ঐতিহাসিক এবং যৌক্তিক উভয় দিক দিয়েই সামাজিক চুক্তি মতবাদকে আক্রমণ করেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তির ধারণা আদিম মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অনেক উর্ধ্বে ছিল কিন্তু মৌলিক চুক্তির কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নি, মৌলিক চুক্তিকারকদের সম্মতি তাদের বংশধরদের আবদ্ধ করতে পারে নি এবং পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে সম্মতির ওপর ভিত্তিশীল রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ধারণাকে অর্থহীন বলে বিবেচনা করা হয়। তিনি দেখিয়েছেন, প্রায়ই অন্যায়ভাবে অধিকার যা যুদ্ধজয় দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অধিকাংশ লোক প্রচলিত জাতি বা অভ্যাসের বলেই আনুগত্য প্রদর্শন করেছে। মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যে জন্মলাভ করে, তার উৎপত্তি বা কারণ সম্পর্কে কোনো মনোযোগ দেয় নি। তিনি ধারণা পোষণ করতেন অধিকাংশ বিপ্লবই স্বল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা এসব কঠোর গতিধারায় খুব কমই যুক্তিভিত্তিক চিন্তাদান করেছেন। অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তাদের শাসকদের মান্য করার সম্মতি দিয়েছে। এই মতবাদের তাৎপর্য হচ্ছে যে ঘটনার পরিপন্থী সব কিছু-কই মানুষ রাষ্ট্র থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে।

রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তিভিত্তিক ধারণাকে ইতিহাসের শিক্ষা ও রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব সত্যের পরিপন্থী হিসেবে প্রদর্শন করে হিউম মতবাদের দার্শনিক ভিত্তির দিকে মোড় ফেরান। তিনি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সত্যের মধ্যে কর্তৃত্বের ভিত্তিকে খুঁজে পান। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মূলে হচ্ছে তার সুস্পষ্ট উপযোগিতা। হিউম দেখিয়েছেন যুক্তির চেয়ে বিশ্বাস ও মতবাদ মানুষের কার্যক্রম স্থির করে এবং যে ধারণাগুলো সাধারণত গৃহীত হয় সেগুলো হচ্ছে মানুষের স্বার্থ বিজড়িত ও উপযোগী। হিউম হবসের সঙ্গে একমত পোষণ করেন যে মানুষকে তিনি অপরিহার্যরূপে স্বার্থপর হিসেবে দেখেছেন এবং বিশ্বাস করতেন যে শক্তিমান ও অন্যায়ের থাবা থেকে রক্ষা করার জন্য আইন ও প্রশাসকদের প্রয়োজন। রাষ্ট্রের প্রয়োজন যৌক্তিক ও যথার্থ; মানুষ কর্তৃপক্ষকে মান্য করতে বাধ্য এ কারণে নয় যে তারা আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করেছে, অন্যথায় মানব সমাজের কোনো অস্তিত্ব থাকতো না।

যদিও হিউম জনপ্রিয় সরকারের বিরোধী ছিলেন, তার রচনায় তার সময়কার বহু রাজনৈতিক বিষয়ে যুগ্ম প্রত্যক্ষণ দৃষ্ট হয়। তিনি হ্যারিংটনের সঙ্গে স্বীকৃত হন যে শাসক কর্তৃপক্ষ সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা করবে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন উদীয়মান গণতন্ত্র হাউস অব কমন্সকে ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল তৈরি করেছে এবং তিনি রাজনৈতিক দলের অবশ্যম্ভাবিতা এবং জনপ্রিয় সরকারের প্রেসের ও সংবাদপত্রের মুক্ত স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তার অর্থনৈতিক ধারণাসমূহ তার যুগের চেয়েও অগ্রগামী ছিল। তিনি বাণিজ্যিক মতবাদের বিরোধিতা করেন এবং তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য ও জাতীয় সম্পদের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

তিনি মুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিনিময়ের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং বাণিজ্য ও কৃষির মধ্যে বিরোধিতার প্রয়োজন অস্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করতেন যে উচ্চ মজুরি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মূল্যবান। অন্যদিকে তিনি এই মত গ্রহণ করেন যে ইংল্যান্ড ইউরোপের একটি শক্তি হিসেবে তার নিজের নিরাপত্তার নিশ্চয়তার জন্যই একটি ভূমিকা পালন করবে। পরবর্তী Laissez Faire মতবাদের ধারণা তার রচনা থেকেই গৃহীত হয়।

হিউম ও বার্কের যুগ ইংল্যান্ডীয় রাজনৈতিক রচনার একটি অনুর্বর কাল। ঐ সময়ে সমগ্র দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক মতবাদের সাধারণ বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায় এবং ভোটারগণের তাদের প্রেরিত পার্লামেন্টের প্রতিনিধিগণের ওপর অধিক নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়। যদিও হবসের ধারণাসমূহ দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল; কিন্তু তার প্রাকৃতিক অধিকার ও সমাজ চুক্তির মতবাদ হিউমের নির্দয় যুক্তিবাদ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইউরোপ মহাদেশে ফরাসি লেখকদের ওপর ইংল্যান্ডীয় চিন্তাধারার ফলে সামাজিক চুক্তি মতবাদ রুশোর প্রাঞ্জল রচনায় দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। আমেরিকাতেও লকের ধারণা জনপ্রিয় ছিল। তার যে মতবাদ আইন বিভাগের প্রাধান্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং বিপ্লবকে সমর্থন করেছে তা সে সময়কার সময়ের দাবিতে প্রযোজ্য ছিল। ইংল্যান্ডে প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের রূপ পরিগ্রহ করে এবং উপযোগিতার ভিত্তিতে বেন্থাম, মিল ও এডাম স্মিথের মতবাদসমূহের পথ প্রস্তুত করে।

পাদটীকা :

১. *Henry Wheaten, History of Law of Nations (1845),*
২. তাঁর *Mare-clausum seu de dominio maris (1635)*
৩. *Tractatus Theological-Politicus (1670), Tractatus Politicus (1677)* এবং তাঁর *Ethics (1677)*
৪. তাঁর *De Jure Naturae et Gentium (1672)* অনুবাদ *B. Kenneth,* তাঁর *De officio Hominis et Civis (1637)* প্রথম রচনার চেয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষ্য।
৫. ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে হাইডেলবার্গে *Elector Palatine* দ্বারা প্রতিষ্ঠিত
৬. তাঁর *Politicorum Pars Architectonica de Civitate (1664))* গ্রন্থে।
৭. তার *Project for a Royal Tythe (1707)*
৮. তাঁর *Detail de la France soune le regu present (1697), এবং তাঁর Factum de la France (1707).*
৯. বিশেষত তাঁর *Telimaque (1697)*
১০. সম্ভবত *Testament politique* এর লেখক।
১১. *The La politique tiree de l' Ecriture Sainte (1709)* এবং তাঁর *Advertissements aux Protestants (1689-91)*
১২. তাঁর *Fundamenta juris naturae et gentium (1705)* গ্রন্থে।
১৩. তাঁর *Die Politik (1721).* এবং তাঁর *Institutiones juris natuae et gentium (1750)* গ্রন্থে।
১৪. *Le droit des gens (1758).*
১৫. তাঁর *Anti-Machiavel (1737)* এবং তাঁর *Essay on Forms of Government and on The Duties of Sovereigns. T. Holcroft* অনূদিত তাঁর *Posthumous Works, Vol. V* দ্রষ্টব্য।
১৬. তাঁর *De Universe Juris Uno principio et fine uno (1720), De Constantio Jurisprudentis (1721), Principii' una Scienza nuova (1725-301)* দ্রষ্টব্য।
১৭. *Essay towards Preventing the Ruin of Great Britain (1721)*
১৮. *Biohop Warburton* এর *Alliance between Church and State (1736)* দ্রষ্টব্য।

১৯. *H.J. Laski* র, *The Problem of Sovreignty (1917)* দ্রষ্টব্য।

২০. তাঁর *Dissertation on Parties (1734), Letters on the Study of History (1735),* এবং *Idea of a Patriot King (1738)* গ্রন্থে।

২১. তাঁর *Essays, Moral, Politial and Liteıary (1741-2)* এবং তাঁর *Political Discourses (1752),* গ্রন্থে।

২২. তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত *Letter to Sir Windham* গ্রন্থে

২৩. যদিও প্রাথমিকভাবে এ আলোচনা হিউমের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা সংক্রান্ত কিন্তু এটা উল্লেখযোগ্য যে, তার অবদান রয়েছে দর্শনের ক্ষেত্রেই। আধুনিক সমস্ত দার্শনিক অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্রে তাঁর *Treatise of Human Nature*-এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। যদিও তাঁর সাধারণ দর্শন আমাদের বিবেচ্য পরিধির বাইরে কিন্তু হিউমের দর্শনের সারমর্ম হচ্ছে যে, প্রাকৃতিক আইন অথবা কোনো মূল্যবোধের পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক যথার্থতার দাবি করতে পারে না। কারণ মূল্যবোধ সত্য কি মিথ্যা তা প্রদর্শন করা যায় না। *N.K. Smith, The Philosophy of David Hume.*

গ্রন্থপঞ্জি:

Bowle, *Western Political Thought* (New York, Oxford Univ. Press, 1948),

Croce, B., *Philosophy of Giambattista Vico,* trans., by R.G. Collingword (New York, Macmillan, 1913).

Duff, R.A., *Spinoza's Political and Ethical* Philosophy (Glasgow, Maclehose, 1903).

Laing, BH, *David Hume* (London, Benn, 1932).

Laird, John, *Humes Philosophy of Human Nature* (London, Methuen, 1932).

Laski, H.J., *Political Thought in England from Locke to Bentham* (New York, Holt, 1920).

—, *The Problem of Sovereignty* (New Haven, Yale Univ. Press, 1917).

Rensi Giuseppe, *Spinoza* (Milan, Bocca, 1942).

Sabine, G.H., *A History of Political Theory,* rev. ed (New York, Holt, 1950).

Sée, H., *Les Idées Politiques en France an XVII siécle* (Paris, Giard, 1923).

Smith, N.K., *The Philosophy of David Hume* (London, Macmillan, 1941)

Swinny, S.H., "Giambattista Vico", *Sociological Review,* Vol. 7 (January, 1914).

Wheaten, Henry, *History of the Law of Nations* (New York, Gould, Banks, 1845).

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মন্টেস্কু ও রুশো

চতুর্দশ লুইয়ের পর ফ্রান্সের অবস্থা

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দিক দিয়ে অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্স ছিল সমাজতান্ত্রিক এবং সরকার ছিল স্বেচ্ছাচারী। দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মোট জনসংখ্যার মধ্যে আড়াই লক্ষ অভিজাত ও যাজকগণ ভূমির অর্ধাংশের মালিক ছিল এবং খাজনা ও গির্জার কর হিসেবে কৃষকদের কাছ থেকে তাদের আয়ের এক-চতুর্থাংশ আদায় করতো এবং তাদের করের অধিকাংশ অবসরভোগী ও চাকরিহীন ব্যক্তিরা বেতন হিসেবে লাভ করতো এবং এদের অধিকাংশই একরূপ কর মুক্ত ছিল। সামাজিক চরম অবস্থার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণী সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল কিন্তু তাদের কোনো বিশেষ সামাজিক বা রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ছিল না। সরকার ছিল কেন্দ্রভিত্তিক ও স্বেচ্ছাচারী সমাজতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের ফলে অপরিচ্ছন্ন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল রাজা এবং তার কর্মচারীদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল, রাজকীয় শক্তিকে দমন করার মতো কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক পার্লামেন্টের অস্তিত্ব ছিল না এবং বিচার বিভাগ উচ্চশ্রেণীর অভিজাতবর্গ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।

অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ ও রাজসভার অমিতব্যয়িতা রাজকোষকে নিঃশেষিত করে ভারি ঋণ সৃষ্টি করেছিল। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ঋণ করা হয়েছিল এবং কর ভার ছিল দুর্বহ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিতরণ করা হয়েছিল। দুর্বহ কর ভার দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মালপত্রের চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল এবং কর আদায়ের ভার যেসব কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত হয়েছিল তাদের প্রধান স্বার্থ ছিল জনগণকে লুণ্ঠন করা। ভূমির মূল্য ছিল খুবই কম। কড়া বিধিনিষেধের বাণিজ্যিক বিধি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে অনুকূল সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তা ছিল সরকারের গৃহীত নীতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে একটি তীব্র প্রতিক্রিয়া দ্রব্যতত্ত্ববিদগণের রচনায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে; যারা প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদকে *laissez faire* আকারে প্রয়োগ করেছিল, ধনের প্রধান উৎস হিসেবে কৃষির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং উন্নত ধরনের কর পদ্ধতির প্রস্তাব করে। অর্থনীতিবিদগণের রচনা জনগণ সরকারের মধ্যে ধর্মীয় বিতর্ককে প্রসারিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পর ফরাসি রাজতন্ত্রের নীতির বিরুদ্ধে একটি সুসিদ্ধান্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ধর্মের অবিশ্বাস এবং চিন্তাধারার একটি যুক্তিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবির আবির্ভাব শুরু হতে থাকে। ইংল্যান্ডীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা বিশেষত লকের ফরাসি চিন্তাধারায় প্রচলিত হয় এবং ফ্রান্সের সঙ্গে আশ্চর্য বৈসাদৃশ্যমূলক হওয়া সত্ত্বেও ইংল্যান্ডীয় রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জ্ঞান ফরাসি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুসিদ্ধান্তভাবে বৈরী তুলনার পথে চালিত হয়। ইংরেজ জনগণের স্বাধীনতা ফরাসিদেরকে প্রশংসায় পূর্ণ করে তুললো। ধর্ম বিশ্বাসহীন এবং যৌক্তিক দর্শনের ফলস্বরূপ গির্জা ও রাষ্ট্র উভয়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি ও শৃঙ্খলার

বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও পরিবর্তনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার আলোড়ন সৃষ্টি করে। সামাজিক ব্যবস্থার সমালোচনা ছিল সাধারণ, এমনকি বিশেষ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তগণও তাদের অপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছিল। এই মনোভাব ছিল আংশিকভাবে আবেগপ্রবণ, আংশিকভাবে ছিল কতগুলো অভিজাতদের দীর্ঘ পরিত্যক্ত কর্তব্যে নিয়োজিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। যাহোক, সাধারণত উচ্চশ্রেণী অবজ্ঞা ও বিদ্বেষপরায়ণ রয়ে গিয়েছিল এবং নতুন ধারণাগুলো প্রধানত সুযোগ-সুবিধাহীন জনগণকেই প্রভাবান্বিত করেছিল।

ফ্রান্সে বোঁদে পর্যন্ত মন্টেস্কু ও রুশোর রাজনৈতিক রচনা রাষ্ট্রীয় দর্শনের প্রথম বোধগম্য আলোচনা হিসেবে দেদীপ্যমান থাকলেও এ যুগে আরো কিছু চিন্তাবিদদেরও অবদান রয়েছে। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালের শেষভাগে ফেনেলন[১] দ্বারা অধিকার ও উদারনৈতিক সরকারের জন্য যুক্তি প্রদর্শন রাজার মৃত্যুর পর গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। অ্যাবি দ্য সেন্ট পিয়েরি[২] ছিলেন একজন সূক্ষ্ম অথচ কল্পনাপ্রবণ সমালোচক, যিনি ফ্রান্সের সরকার পদ্ধতির দোষত্রুটিকে আক্রমণ করেন এবং সরকারের প্রত্যেক বিভাগে পরিষদ ও বিবেচনাযোগ্য স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাব করেন। তার গ্রন্থ *Projet de paix perpétuelle* (1713) বিশ্ব শান্তি লাভের বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলো যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং তা Holy Alliance (পবিত্র মৈত্রী চুক্তিতে) সন্নিবেশিত হয়। মারকুইস দ্য আরগনসন একটি সংস্কার পরিকল্পনার প্রস্তাব করেন, যার লক্ষ্য ছিল বোরবোঁ স্বেচ্ছাচারিতাকে পরিমিত এবং সুশিক্ষিত রাজতন্ত্রে পরিণত করা।

এ যুগের সবচেয়ে ক্ষমতা সম্পন্ন সমালোচক ছিলেন ভলটেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮)। তিনি তিন বছর ইংল্যান্ডে অতিবাহিত করেন এবং বলিংব্রুকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং বেকন নিউটন ও লকের রচনাবলি পাঠ করেন। তিনি ইংল্যান্ডীয় মতবাদকে ফ্রান্সে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখেন। ভলটেয়ার কুসংস্কার, গির্জার আধিপত্য, সকল প্রকার নির্যাতনকে আক্রমণ করেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন। তিনি সংবাদপত্র, নির্বাচন এবং পার্লামেন্টের স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার দাবি করেন। যারা ব্যবসা ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধি অর্জন করছিল। স্বায়ত্তশাসনের কর্মক্ষমতার ব্যাপারে তাঁর নিম্নশ্রেণীর প্রতি কোনো আস্থা ছিল না। তিনি একটি মহানুভব ও সুশিক্ষিত রাজতন্ত্র পছন্দ করতেন। কিন্তু যেহেতু রাজারা ভালোভাবে শাসন করার ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য নয় অতএব তিনি প্রজাতান্ত্রিক ধরনের সরকার সহন ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করতেন। ভলটেয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন যে সকল মানুষেরই স্বাধীনতা, সম্পত্তি এবং আইনের রক্ষণাবেক্ষণের সমান প্রাকৃতিক অধিকার রয়েছে। তিনি সমাজতান্ত্রিক খাজনার ও পিতৃতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ব্যাপক ব্যয়বহুল আইনের বিরোধিতা করেন। একই সঙ্গে মানুষকে বিপ্লবী হিসেবে প্রস্তুত করে তোলার জন্য তার কোনো ইচ্ছা ছিল না। তিনি চাচ্ছিলেন সংস্কার এবং তা রাজাদের নিজেদের দ্বারাই সংস্কার কার্যকরী হোক— এরূপ আশা করেছিলেন।

আলোকপ্রাপ্তির পথে বিশ্বকোষ প্রণেতাগণও বিশেষ উদ্দীপনা সঞ্চার করেন, এদের মধ্যে ডিডেরট (১৭১৩-১৭৮৪) এবং দ্য এলেমবার্ট (১৭১৭-১৭৮৩) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা আটাশ খণ্ডে ব্যাপক রচনা সঙ্কলন করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের সত্য ঘটনাগুলোকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একত্র করে জীবন ও বিশ্বের দর্শন সৃষ্টি করা, যা

পুরনো কর্তৃত্বের ভিত্তিতে অবস্থিত প্রাচীন পদ্ধতির চিন্তাধারা ও বিশ্বাস বোধকে অতিক্রম করে। বিশ্বকোষে লকের মতবাদ অনুযায়ী প্রাকৃতিক অধিকারের এই সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সকল মানুষের তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পত্তি ও ব্যক্তিকে সন্নিবেশিত করার অধিকার রয়েছে। প্রকৃতিগত দিক দিয়ে সকল মানুষই সমান এবং নাগরিক সমাজ গঠনের পর সফল মানুষই স্বাধীনতা লাভ করে।[৪]

মন্টেস্কু

ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তির ফলে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রথম যে নিয়মতান্ত্রিক রচনা রচিত হয় তা হচ্ছে ব্যারন দ্য মন্টেস্কুর (১৬৮৯-১৭৫৫)[৫] রচনা। মন্টেস্কু সাহিত্য এবং ইতিহাসেব একজন বিরাট পাঠক ছিলেন এবং তার সময়কার বুদ্ধিজীবী আন্দোলনেব প্রতি তার বরাবরই সহানুভূতি ছিল। ১৭২১-এর প্রথম দিকে তিনি তার Persian Letter (পারস্যেব চিঠিতে) ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক রচনা লিখেন। কিয়ৎকাল পরেই তিনি অন্যান্য দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য ভ্রমণের মনস্থ করেন। ইউরোপের সমগ্র রাষ্ট্রগুলোতে ব্যাপক ভ্রমণের পর তিনি দুই বছর ইংল্যান্ডে অতিবাহিত করেন। এখানে তিনি বহু প্রখ্যাত রাজনীতিবিদদের সংস্পর্শে আসেন এবং ইংল্যান্ডীয় স্বাধীনতার ধারণা এবং সরকার পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হন। মন্টেস্কু রোমের ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহশীল ছিলেন এবং তিনি এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ[৬] লিপিবদ্ধ করেন যাতে তিনি রোমান রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতির উত্থান ও পতন সম্পর্কে প্রাথমিক বিশ্লেষণ করেন। রোমান ইতিহাস ও ইংল্যান্ডীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎস হিসেবে প্রধানত তার রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের উৎপত্তি ঘটায়। সুদীর্ঘ প্রস্তুতির পরে তার সুবৃহৎ রচনা *Spirit of the Laws* (আইনের তেজস্বিতা) ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

যুক্তিবাদিতা বা আদর্শবাদিতার চেয়ে মন্টেস্কুর পদ্ধতি ছিল অবৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোকে কাল্পনিক রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা ও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত হিসেবে বিবেচনা করা হয় নি। তাঁর সময়কার অন্য লেখকদের মতো মন্টেস্কু বিশ্বাস করতেন, আইন এবং ন্যায়নীতির মৌলিক নীতিগুলো প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত এবং তিনি এ ধারণা পোষণ করতেন যে, প্রকৃতির শিক্ষাগুলোকে যুক্তির ভিত্তিতে অবস্থিত ধারণাগুলো থেকে বাদ দিলেই পাওয়া যাবে না। বরঞ্চ ইতিহাসের সত্য ঘটনা ও রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব কার্যাবলির প্রত্যক্ষণের মধ্যে তা পাওয়া যাবে। তিনি কাল্পনিক ন্যায়নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না অথবা তিনি খাঁটি আইন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠারও কোনো চেষ্টা করেন নি। তিনি প্রাকৃতিক আইনবাদী গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার চেয়ে বরং ঐতিহাসিক চিন্তাবিদদের অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর পদ্ধতি ছিল এরিসটোটল ও বোঁদের মতো প্লেটো এবং লকের পদ্ধতির মতো নয়।

মন্টেস্কুর রচনা শুধু তার সময়কার প্রাকৃতিক আইন দর্শনই নয় বরঞ্চ ফ্রান্সের সমসাময়িক প্রচারপত্রগুলোর চেয়েও দূরত্ব জ্ঞাপক ছিল। এর লক্ষ্য ছিল বর্তমান পদ্ধতির সংস্কার করা, উদ্ধার করা বা আক্রমণ করা। ন্যায়নীতির এবং সরকারি দক্ষতার প্রশ্ন সম্পর্কে এটা আলোচনা করেছে; নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কিত দক্ষতার প্রশ্ন সম্পর্কে এটা আলোচনা করেছে; নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কিত মতবাদ বা সার্বভৌম অধিপতির বিশেষ অধিকার সম্পর্কে কোনো আলোচনা করে নি। মন্টেস্কুর রচনায় সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি অথবা মানুষের

অধিকার এবং প্রাকৃতিক সাম্য সম্পর্কে খুব কমই ব্যাখ্যা রয়েছে। তিনি আশা করেছিলেন রাজতন্ত্রকে রক্ষা করে ফরাসি ভাবধারাকে সংরক্ষিত রাখতে এবং সরকারের আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগকে পৃথক করে স্বাধীনতাকে নিরাপদে রক্ষা করতে। তাঁর রচনার লক্ষ্য ছিল শুধু ফ্রান্স নয়, সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ও প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা। পরিধির দিক দিয়ে এটা সমগ্র সামাজিক অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং এই সমস্ত উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিবেচনা করেছে; প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতা, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক প্রথা এবং একদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যদিকে নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এর লক্ষ্য ছিল, বিভিন্ন দেশ ও যুগের বাস্তব পদ্ধতি অধ্যয়নের ভিত্তিতে অভিন্ন ও রাজনীতির একটি তুলনামূলক মতবাদ নির্মাণ করা, অদ্রূপ বিভিন্ন ধরনের সরকারের উপযোগী করে একটি তুলনামূলক আইন প্রণয়নের মতবাদ সৃষ্টি করা। এ রচনার বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশে, স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ হিসেবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকৃতির মধ্যেই আইনের অবস্থান এবং যুক্তির নির্দেশ থেকে নির্ধারিত অথবা এ ধারণার বিপরীতে মন্টেস্কু কার্য ও কারণের সাধারণ সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত করে জাতির আইনের উৎপত্তি। যে-কোনো রাষ্ট্রের শাসক ও সরকারের মধ্যেকার সম্পর্ক হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস। জাতির আইন সকল রাষ্ট্রের জন্যই সাধারণ আইন, রাষ্ট্রীয় এবং নাগরিক আইন প্রত্যেক রাষ্ট্রের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল বলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পার্থক্য সূচনা করে। স্বাভাবিক নমুনার সরকার ও আইন পদ্ধতি হচ্ছে যা অসংখ্য প্রভাবের ওপর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা জনগণের প্রকৃতি ও অবস্থা নির্ধারণ করে যেখানে তারা বাস করে। এই জটিল প্রভাবগুলি "Spirit of Laws" বা আইনের তেজস্বিতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের বিবেচনায় মন্টেস্কু ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং আইনশাস্ত্র ও যথার্থ রাজনীতির দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। মন্টেস্কুর পদ্ধতি ছিল অভিজ্ঞতালব্ধ যুক্তিবাদী বা আদর্শবাদী নয়। রাজনৈতিক প্রশ্নসমূহ কাল্পনিক রাজনৈতিক ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল না বরং বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট অবস্থার সঙ্গে প্রযুক্ত ছিল। তার সমসাময়িক লেখকদের মতো মন্টেস্কু বিশ্বাস করতেন, আইন ও ন্যায়পরায়ণতার মৌলিক নীতিসমূহ প্রকৃতির মধ্যেই অবস্থিত এবং তিনি এই ধারণা পোষণ করতেন যে, প্রকৃতির শিক্ষাসমূহ পাওয়া যাবে যুক্তির ভিত্তিতে, ধারণাসমূহ থেকে বাদ দিয়ে নয়, ঐতিহাসিক সত্য ও রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব কার্যাবলি প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে। তিনি কাল্পনিক ন্যায়নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং তিনি কোনো যথার্থ আইন প্রতিষ্ঠার জন্যও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক শিক্ষার অগ্রদূত প্রাকৃতিক আইন সমষ্টির সদস্য নয়। তার পদ্ধতি ছিল এরিসটোটল ও বডিন (বোঁদের) মতো, প্লেটো এবং লকের মতো নয়।

মন্টেস্কুর রচনা একান্তই পৃথক ছিল তার সময়কার শুধু প্রাকৃতিক দর্শন থেকেই নয় ফ্রান্সের তদানীন্তন সমসাময়িক ঘটনাবলি থেকেও পৃথক। এর লক্ষ্য ছিল সংস্কার প্রচলিত পদ্ধতিকে আঁকড়ে রাখা বা আক্রমণ করা নয়। এটা ন্যায়নীতির বাস্তব প্রশ্ন ও সরকারের দক্ষতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। জনগণের অধিকারের মতবাদ বা সার্বভৌম রাজার বিশেষ ক্ষমতার অধিকারের মতবাদ নয়। মন্টেস্কুর রচনায় সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি অথবা মানুষের অধিকার বা প্রাকৃতিক সাম্য সম্পর্কে খুব কমই আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ফরাসি ভাবধারাকে সংরক্ষণ করতে এবং রাজতন্ত্রকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং

স্বাধীনতা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন সরকারের আইন বিভাগকে প্রশাসনিক বিভাগ থেকে পৃথক করে। তার রচনার লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলির প্রকৃতি আলোচনা করা শুধু ফ্রান্সেরই নয়। পরিধির দিক দিয়ে একদিকে এটা সামাজিক অস্তিত্বের সকল প্রতিষ্ঠানকেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং ঐসব উপাদানের সম্পর্ককে বিবেচনা করে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক প্রথা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, অন্যদিকে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার। এর লক্ষ্য ছিল আইন ও রাজনীতির একটি তুলনামূলক মতবাদ নির্মাণ করা, যার ভিত্তি ছিল বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে বাস্তব পদ্ধতি সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞান, তদ্রূপ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত একটি তুলনামূলক মতবাদ, যা প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরনের সরকারে প্রয়োগ করা যায়। এই রচনার সবচেয়ে জরুরি অংশ স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মূল্যবোধ, যা স্বাধীনতার একটি প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ।

প্রকৃতির মধ্যে আইন নিহিত এবং তা যুক্তির নির্দেশ থেকে এর সিদ্ধান্ত নিরূপিত হয় অথবা সার্বভৌমের আদেশ এ ধারণার বিপরীতে মন্টেস্কু আইনের ধারণাকে বিস্তৃত করেন, কার্যকারণের ও সাধারণ সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, কতগুলো নীতিমালা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সর্বদা কার্যকরী থাকে। রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক থেকে জাতির আইনের উদ্ভব ঘটেছে। কোনো রাষ্ট্রের সরকার ও শাসিতের সম্পর্ক হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস। নাগরিকদের সম্পর্ক হচ্ছে নাগরিক আইনের উৎস। জাতির আইন সকল রাষ্ট্রের জন্যই সমান রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক আইন এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে পৃথক এবং এটা সে দেশের অবস্থার ওপর নির্ভর করে।

প্রাকৃতিক ধরনের সরকার ও প্রাকৃতিক আইনের পদ্ধতি কতগুলো প্রভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা মানুষের প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাতে সে বাস করে তা দ্বারা নিরূপিত হয়। ঐসব জটিল প্রভাবই তাঁর Spirit of Law আইনের তেজস্বিতাকে গঠন করেছে এবং তাদের বিবেচনায় মন্টেস্কু ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইনশাস্ত্র এবং যথার্থ রাজনীতি দ্বারা চালিত হয়েছেন। সকল ধরনের সরকারের অন্তর্নিহিত নীতিসমূহকে আবিষ্কারের জন্য মন্টেস্কু চেষ্টা করেন। তিনি সরকারকে স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত করেন। স্বৈরতন্ত্রে একক ব্যক্তি আইনহীন শাসন চালান, রাজতন্ত্রে একক ব্যক্তি আইনানুগ শাসন চালান এবং প্রজাতন্ত্রে সমগ্র জনগণ রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী থাকেন। এই শেষোক্ত নমুনাটি গণতান্ত্রিক বা অভিজাততান্ত্রিক হতে পারে। সবধরনের সরকারই তার বিশেষ স্বকীয় নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে ভয়। রাজতন্ত্রের ভিত্তি সম্মান, অভিজাততন্ত্র মিতাচার এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে রাজনৈতিক গুণ অথবা দেশপ্রেম। মন্টেস্কু প্রত্যেক পদ্ধতির সহজাত বিপদগুলো এবং প্রত্যেক পদ্ধতির জন্য যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও আইনসমূহ বিবেচনা করেছেন এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতির আলোকেও নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ অত্যাবশ্যক সরকারি উপায়সমূহ ও রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন।

মন্টেস্কুর কাছে কোনো ধরনের সরকারই অত্যাবশ্যকরূপে ভালো ছিল না; এর মূল্য ছিল আপেক্ষিক। প্রত্যেকটি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগত তেজস্বীতা যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে অবশ্যই সরকারের মধ্যে বিপ্লব অনুসৃত হয়। যদি রাষ্ট্রীয় গুণ ও সাম্যের তেজস্বীতার বিলুপ্তি ঘটে তাহলে গণতন্ত্র অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। অভিজাততন্ত্রও টিকতে পারে না যদি শাসক শ্রেণীর মধ্যে মিতাচারের বিলুপ্তি ঘটে। যদি শাসকদের মধ্যে সম্মান দুর্বল হয়ে ওঠে, তাহলে রাজতন্ত্রও অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্বৈরতন্ত্র তার প্রকৃতিগত দিক দিয়েই অস্থায়ী।

বিপ্লবের কোনো ধারাবাহিক নিয়ম নেই, বিপ্লবের নতুন ধারা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অবস্থার পারিপার্শ্বিকতার ওপর নির্ভর করে।

যে উপাদানের ওপর মন্টেস্কু গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হচ্ছে রাষ্ট্রের আয়তন। তিনি ধারণা করেছেন যে, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোতে স্বৈরতন্ত্র স্বাভাবিক, পরিমিত আকারের রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোতে প্রজাতন্ত্র স্বাভাবিক। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে ফ্রান্সকে তিনি অত্যন্ত বৃহদাকার মনে করতেন। রাষ্ট্রের আকৃতির পরিবর্তন সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন দ্বারা স্বাভাবিকভাবে অনুসৃত হতো কারণ বৃহৎ আকৃতি অনাকাঙ্ক্ষিত ধরনের সরকার সৃষ্টি করতো। মন্টেস্কু মেকিয়াভেলির মতবাদ রাষ্ট্রীয় সম্প্রসারণের মূল্যের বিরোধিতা করেন। একটি ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তা মন্টেস্কুকে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির পক্ষ সমর্থনের দিকে চালিত করে। রাষ্ট্র ও সরকারের আকৃতি সম্পর্কে তার মতবাদসমূহের প্রভাব এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের সরকারের মুল্যবোধ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গ্রহণের সময় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

যে বিষয়বস্তুর ওপর মন্টেস্কু বিশেষ করে মনোযোগ প্রদান করেন তা হচ্ছে স্বাধীনতার প্রকৃতি। এ বিষয়ে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক থেকে তার ধারণাসমূহ গ্রহণ করেন; কিন্তু প্রাকৃতিক অধিকার বা ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর স্বল্প গুরুত্ব প্রদান করে তিনি এগুলোকে অন্য ধারায় উন্নীত করেন। তিনি রাজনৈতিক এবং নাগরিক স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা জন্ম লাভ করে। আইন অনুযায়ী একজনের আকাঙ্ক্ষিত মতে কাজ করার জন্য এর স্থিতি রয়েছে আইনের অধীনে নিরাপত্তার। এটা হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের বিপরীত। গণস্বাধীনতা মানুষের স্বার্থে মানুষের সম্পর্কের মধ্য থেকে জন্ম নেয়। এটা দাসত্বের বিপরীত কিন্তু প্রাকৃতিক আইনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক যুক্ত। দাসত্ব সমর্থনকারী এবং সম্পৃক্ততার পদ্ধতিটিকে আক্রমণকারী প্রচলিত মতবাদগুলোকে মন্টেস্কু সমালোচনা করতে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করে নি, কিছুটা বিদ্রূপাত্মকভাবে হলেও তিনি দাস ব্যবসা নিবারণার্থে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রস্তাব করেন।

মন্টেস্কুর প্রধান আগ্রহ ছিল এমন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, যা উত্তমরূপে রাজনৈতিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হবে। ব্যক্তিগত খামখেয়ালির বিরুদ্ধে এটা নিরাপত্তা দাবি করে এবং মানবীয় ইচ্ছার অধীন হওয়ার চেয়ে আইনের অধীনতা স্বীকার করে। স্বাধীনতা সেখানেই সম্ভব যেখানে সরকারি ক্ষমতাগুলো সীমিত। মন্টেস্কু বিশ্বাস করতেন, স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে অত্যাবশ্যক রক্ষাকবচ এবং স্বাধীনতার নিশ্চিত জামিন হচ্ছে সরকারের শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, যা তিনি ইংল্যান্ডে বিদ্যমান রয়েছে বলে বিশ্বাস করতেন। প্রত্যেকটি ক্ষমতা অবশ্যই পৃথক উপায় দ্বারা কার্যকরী হবে এবং দমন ও ভারসাম্যের একটি পদ্ধতি এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বিশেষভাবে জরুরি। বিবাদ থেকে দৃষ্ট অবিচারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইন ও বিধিকে বিধান করতে হবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি যদিও বৃটিশ শাসনতন্ত্রের একটি ভ্রান্ত ধারণার ওপর ভিত্তিশীল কিন্তু কেবিনেট সরকারের উত্থান শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের কার্যাবলিকে সংমিশ্রিত করে আমেরিকায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রীয় উভয়বিধ শাসনতন্ত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং অনেক রাষ্ট্রীয় অধিকার বিলে অন্তর্ভুক্ত

করা হয়েছে। ফ্রান্সের বিপ্লবী পরিষদ দ্বারা অঙ্কিত মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রেও এটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবের বিশেষ মনোযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে মন্টেস্কু বোঁদেকে অনুসরণ করেন এবং জলবায়ু ও ভূমির উর্বরতার ওপর বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন। তিনি ধারণা করতেন শীত প্রধান জলবায়ুতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্বাভাবিক; দাসত্ব হচ্ছে উক্ত প্রধান দেশে। পার্বত্য অঞ্চল স্বাধীনতার উপযোগী; উর্বর সমতল হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতার উপযোগী। এশিয়ার বিশাল ভৌগোলিক বিভক্তি স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের অনুকূল হয়েছে; ইউরোপের ক্ষুদ্র অংশগুলো স্বাধীনতাকে বৃদ্ধি করেছে। দ্বীপের লোকেরা মহাদেশীয় লোকদের চেয়ে অধিক মাত্রায় গণতান্ত্রিক সরকার অভিলাষী।

আইনের ওপর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার প্রভাবে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া হযেছে। মন্টেস্কু ধারণা করতেন যে, আইন প্রচলিত নিদর্শন প্রথা ও আচার প্রথা পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। জনসংখ্যা, দরিদ্রের জন্য সাহায্য, অর্থ এবং বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রশ্নাবলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং তার সময়কার অবস্থা ও ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত অঙ্কন করা হয়েছে। হ্যারিংটনের সঙ্গে মন্টেস্কু উপলব্ধি করেছিলেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য, সম্পত্তির ভারসাম্যকে অনুসরণ করে। তিনি ধারণা করতেন অতি উন্নত বাণিজ্য রাজতন্ত্রের জন্য উপযোগী নয়। একচেটিয়া বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীন সরকারগুলোর সহ্য করা উচিত নয়। তিনি ব্যক্তিগণ, প্রচেষ্টা ও প্রতিযোগিতার মূল্য সম্পর্কে দ্রব্যতত্ত্ববিদগণের সঙ্গে একমত হন।

যদিও মন্টেস্কু খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন তবুও তিনি ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তা প্রায় মেকিয়াভেলির মনোভাবাপন্ন। তার মতে স্বৈরতন্ত্র সরকারের জন্য মুসলমান ধর্ম, সীমিত সরকারের জন্য খ্রিষ্টান ধর্ম, রাজতন্ত্রের জন্য ক্যাথলিকবাদ এবং প্রজাতন্ত্রের জন্য প্রটেস্টান্টবাদ উপযোগী। তিনি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা সমর্থন করেন এবং ধর্মীয় প্রশ্নাবলি সরকারি কর্তৃপক্ষের যথার্থ পরিধির বাইরে অবস্থান করবে।

মন্টেস্কু, এরিসটোটল, মেকিয়াভেলি ও বোঁদের ঐতিহাসিক প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং তাদের মতো তিনিও রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ক ও প্রকৃতি বিষয়ক সাধারণ মতবাদগুলোর চেয়ে বাস্তব রাজনৈতিক কার্যকলাপে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি মূর্খ ও অনুন্নত লোকগুলোকে[৭] অন্তর্ভুক্ত করে ইতিহাসের ও প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্র বিস্তৃত করেন এবং চীন, জাপান, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপের প্রতিষ্ঠান বিষয়ক যে সিদ্ধান্ত অঙ্কন করেন তা নিখুঁত তথ্য সমৃদ্ধ এবং প্রামাণ্য ছিল না। তার রাজনীতিকে সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে একত্রীভূত করার প্রচেষ্টা এবং বিস্তৃত সাধারণীকরণের যুক্তির ওপর রাজনৈতিক নীতিসমূহের ভিত্তি স্থাপন ছিল রাষ্ট্রীয় দর্শনের মূল প্রবাহের বাইরে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ লকের প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদের উন্নতি, সামাজিক চুক্তি এবং বিপ্লবের ওপর ভিত্তিশীল হয় এবং তা রুশোর রচনায় ব্যক্ত হয়।

রুশো

যে লেখকের রচনায় ফ্রান্সের সমসাময়িক অবস্থার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে এবং যার লক্ষ্য ছিল সে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায়ের সমাধান করা তিনি হচ্ছেন জিন জ্যাকস রুশো (১৭১২-১৭৭৮)। যে সময়ে হিউমের যুক্তি ইংল্যান্ডে সামাজিক চুক্তি মতবাদকে

ধ্বংস করে দিচ্ছিল, রুশো তখন সে মতবাদকে পৃথক রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রয়োগ করেছিলেন। হবসের চেয়েও একগুঁয়ে এবং লকের চেয়েও সুস্পষ্ট ও জনপ্রিয় তাঁর রচনা ত্রুটিপূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সে যুগে তা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বাহ্যিকভাবে রুশো ইতিহাস ও পূর্বেকার রাষ্ট্রীয় দার্শনিকগণের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি গ্রিক এবং রোমান প্রজাতন্ত্রকে প্রশংসা করতেন এবং আদর্শ স্বরূপ মনে করতেন।[৯] ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের জন্য তার প্রশংসার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় আংশিকভাবে তার জেনেভার প্রভাবের ফলে যেখানে তার বাল্যকাল কেটেছে ফ্রান্স থেকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতির অধীনে, তার অনেক ধারণা পুফেনডরফ, লক এবং মন্টেস্কু থেকে গৃহীত হয়। অনেকাংশেই তার জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের মতবাদ আলথুসিয়াসের সঙ্গে মিল রয়েছে,[১০] যদিও এটা স্থিরকৃত করা শক্ত যে, রুশো কতদূর ঋণী কারণ যাদের কাছ থেকে তিনি তার ধারণাসমূহ গ্রহণ করেছেন। তাদের নাম উল্লেখ না করে যাদের সঙ্গে তার মতবিরোধ ঘটেছে শুধু তাদেরই নাম উল্লেখ করেছেন। হবসও গ্রটিউসের মতবাদকে বিশেষ অপছন্দ করতেন।

তার ধারণাগুলোতে তার ব্যক্তিত্ব ও লালিত-পালিত হওয়ার ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে। শেষোক্তটির সম্পর্কে তিনি খুব অল্পই লিখেছেন। তবে পিতা দ্বারা[১১] অল্প বয়সেই তিনি পরিত্যক্ত হন। তার মা তার জন্মকালে মৃত্যুবরণ করেন। ভাগ্যের ওপর পরিত্যক্ত অবস্থায় তিনি ভবঘুরের জীবনযাপন করেন। সম্ভবত ব্যর্থ, স্পর্শকাতর এবং অনিয়ন্ত্রিত মেজাজী হিসেবে পরিগণিত হন, যা তাকে সকল প্রচলিত রীতিনীতি এবং প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে কর্তৃপক্ষ ও সভ্যতার সমালোচক করে তোলে। ফ্রান্সের অবস্থা এর ঐশ্বরিক অধিকারী রাজতন্ত্রের সমস্ত শ্রেণী বিভক্তি এবং তার অনাচারী সমাজ এইসব সমালোচনার জন্য বিশেষভাবে উন্মুক্ত ছিল। যাহোক, ভলটেয়ার কোনো বিশ্বকোষবিদ এবং কোনো দ্রব্যতত্ত্ববিদগণের যারা একটি সুশিক্ষিত রাজতন্ত্র সমর্থন করতেন অথবা মন্টেস্কু যিনি ইংল্যান্ডীয় শাসনতান্ত্রিক দমন ও ভারসাম্য গ্রহণ করতে আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন, এদের মিতাচারী সংস্কারের ধারণার প্রতি রুশোর কোনো সহানুভূতি ছিল না। রুশো কৃষক, শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী পর্যন্ত সমান অধিকার প্রসারিত করতে আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধিজীবীদের এই বিশ্বাসকে আক্রমণ করেন যে, শিক্ষার ফলস্বরূপ উন্নতি আসবে। ললিতকলা ও বিজ্ঞানের মানুষের কীর্তির ওপর ভিত্তিশীল মেকি সভ্যতার প্রতি তার কোনো আস্থা ছিল না। তার আদর্শবাদের লক্ষ্য গণতন্ত্র ও সাম্য এবং তিনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নীতির একটি মৌলিক পুনর্গঠন দাবি করতেন, যা যুক্তিসঙ্গতভাবে বিপ্লবের দিকে চালিত করে।

রুশোর মতবাদ রাষ্ট্র-পূর্ব প্রাকৃতিক রাজ্যের ধারণার ওপর ভিত্তিশীল, যাতে মানুষমাত্রই ছিল সমান, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তৃপ্ত। তাদের চরিত্র ছিল আত্মস্বার্থের, আবেগ ও দয়ার ওপর ভিত্তিশীল নয়, যুক্তির ওপর। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মন্দের উৎপত্তি হলো। শিল্পকলার উন্নতি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে শ্রমের শ্রেণী বিভক্তি সূচিত হয় এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে মানব জাতির সুখী প্রাকৃতিক অবস্থা ভেঙে, রাষ্ট্রীয় সমাজের প্রতি প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে। রুশো, হবস এবং লকের চেয়েও প্রকৃতির রাষ্ট্রকে একটি বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থারূপে চিত্রায়িত করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি মানবীয় যুক্তির প্রয়োজনীয়তাকে হ্রাস করার ব্যাপারে অনৈক্য প্রদর্শন করেন। গ্রটিউস, হবস, পুফেনডরফ এবং লক এ অভিমত পোষণ করতেন যে, প্রাকৃতিক মানুষের যৌক্তিক ক্ষমতা, তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠনে সক্ষম করেছিল। রুশো শিক্ষা দিয়েছিলেন যে,

যুক্তি হচ্ছে সংগঠিত সমাজের মানুষের কৃত্রিম জীবনের ফল এবং তার উন্নতির ফল বিপজ্জনক। রুশোর আদর্শ ছিল 'মহৎ বর্বরতা'। মানুষের মধ্যে অসমতা দেখা দেয়ার ফলে অনিষ্টকারী হিসেবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

যে পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাজের সৃষ্টি হয়েছে তা হচ্ছে একটি সামাজিক চুক্তি, কারণ শুধু চুক্তি এবং সম্মতির ফলে কর্তৃপক্ষের যথার্থতা নিরূপিত হয় এবং স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। রুশোর রচনার এ অংশ হবস এবং লক উভয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে, হবসের পদ্ধতি এবং লকের উপসংহারকে সুকৌশলে সংযুক্ত করা হয়েছে। রুশো ধারণা করেছিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমস্ত প্রাকৃতিক অধিকারকে সমুদয়ভাবে সম্প্রদায়ের নিকট সমর্পণ করেছে, এ পদ্ধতিতে একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা একটি জীবন ও তার ইচ্ছাসহ প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি লোক সমস্ত সার্বভৌমত্বের একটি সমান ও স্বীয় অংশের অধিকারী হিসেবে, যে অধিকার সে পরিত্যাগ করেছিলেন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অধীনে তা পুনরায লাভ করে। এই পদ্ধতি নিম্নোক্ত বিখ্যাত গ্রন্থের অংশে রুশো দ্বারা সংক্ষেপে করা হয়েছে।

সমগ্র সামাজিক শক্তি তথা ব্যক্তি, সম্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তাদানের জন্য কোনো বিশেষ ধরনের সমিতি বা সম্মেলন লাভের চেষ্টা করা, যা দ্বারা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে শুধু নিজেই প্রতিটিতে অনুগত থাকবে না অথচ পূর্বের মতোই স্বাধীন থাকবে। এটাই হলো মূল সমস্যা, মানবিক চুক্তির মাধ্যমে যার সমাধান করা হয় ...... সংক্ষেপে, প্রত্যেকে নিজেদেরকে সমর্পণ করবে অথচ ব্যক্তিগতভাবে কারো কাছে নত হবে না এবং যেহেতু এমন কোনো সঙ্গী থাকবে না যার অধিকার সমান নয়, আমরা যা হারাব ঠিক সেই সমানই লাভ করব এবং সংরক্ষণের জন্য বর্তমান ক্ষমতা থেকে বেশি লাভ করব।'[১২]

এইভাবে যদিও হবসকে অনুসরণ করে কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা হলো কিন্তু লক্‌কে অনুসরণ করে ব্যক্তিসাধারণের সমান অধিকারই রয়ে গেল। এটা অনুধাবন করা কঠিন, কিন্তু রুশো বিশ্বাস করতেন যে জনগণের মধ্যে সামগ্রিকভাবে কর্তৃত্ব প্রদানের মধ্যে এবং ব্যক্তিসাধারণ হিসেবে তাদের স্বাধীনতার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

রুশোর মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছা একটি সাধারণ ইচ্ছার সঙ্গে মিশে গেছে। নির্দিষ্ট স্বার্থের বৈষম্যে সম্প্রদায়ের সমস্ত সদস্যের সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে সাধারণ ইচ্ছার সংযোগ ঘটেছে। ভোটের পূর্বে প্রত্যেক সদস্যদের বলা হয় যে, সে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে গ্রহণের জন্য কোনো পন্থাকে বিশ্বাস করে। সংখ্যাগরিষ্ঠেরও অবশ্য ভুল[১৩] হতে পারে। কিন্তু রুশো বিশ্বাস করতেন বিশেষ কোনো দলের চেয়ে[১৪] সাধারণ ইচ্ছায় পর্যবসিত হয়ে গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠগণ প্রায়শই কম ভুল করবে। কারণ সম্প্রদায়ের কল্যাণে তাদের স্বার্থ অতি সহজেই দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠবে না। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা গৃহীত কোনো কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করে, রুশো জ্ঞাপন করেছেন যে এমন কি তারাও উপকৃত হবেন। সাধারণ ইচ্ছার জোরে ভ্রান্তি উপলব্ধি করে যদি তাদের নিজস্ব কোনো পথ থাকে এর চেয়ে তারা অধিক সম্মতি দ্বারা ভার লাভ করে আরো মুক্ত হবে। কারণ তাদের বৃহত্তর স্বার্থ অধিকতর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর অবস্থান করবে।[১৫]

সাধারণ ইচ্ছার কার্যাবলিই একমাত্র যথাযথ আইনরূপে পরিগণিত হবে। অতএব আইন সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং তা জনগণ থেকে উদ্ভূত হতে হবে। সরকারি যে-কোনো শাখার

বিধি সত্যিকারের আইন প্রণয়ন সংস্থার ঊর্ধ্বতন আদেশগুলোকে ফলপ্রসূ করার জন্য কেবল একটি উপায়স্বরূপ। রুশোর আইনের ধারণা এভাবে আধুনিক আইনের ধারণা যা শাসনতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়েছে, যার সঙ্গে মিলিতভাবে সমস্ত সরকারি ক্ষমতা কার্যকরী হয়।

রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যেকার পার্থক্য রুশোর দ্বারা সুষমরূপে নির্দেশিত হয়েছে। রাষ্ট্র হচ্ছে পূর্ণ রাজনৈতিক সংস্থা, সর্বোচ্চ এবং সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ, সরকার হচ্ছে, সাধারণ ইচ্ছাকে কার্যকরী করার জন্য সম্প্রদায় দ্বারা নির্বাচিত জনগণের সমষ্টি। হবসের চিন্তাধারানুযায়ী সরকার চুক্তি দ্বারা সৃষ্ট হয় নি, বরঞ্চ সার্বভৌম জনগণের কার্য দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। তাদের খেয়ালখুশিতেই এটা পরিবর্তিত হতে পারে। সরকার কেবল তাদের কার্যকরী শক্তি ছিল এবং সার্বভৌম জনগণের অপরাজেয় অধিকারে রুশো বিশেষ প্রত্যয়ী থাকায় তিনি সব রকমের ক্ষমতা সমর্পণ করতে রাজি ছিলেন, যা লক এবং মন্টেস্কু বিপজ্জনক মনে করতেন। শাসন বিভাগকে জনগণের ইচ্ছার কেবল প্রতিনিধি মনে করে, এমন কি রুশো শান্তভাবে একনায়কতন্ত্রের কথা বলেছেন। পরে যখন জননিরাপত্তা পরিষদ ফ্রান্সে শাসন করতো তখন এই ধারণাকে কার্যকরী করা হয়।

রুশো সরকারকে রাজতন্ত্র, অভিজাতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং মিশ্রিত ধরনের সরকারে বিভক্ত করেন এবং তিনি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সরকারের নমুনার সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে মন্টেস্কু থেকে অনেক ধারণা গ্রহণ করেন। তিনি আধুনিক অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে অনুসরণ করতেন এবং এ অভিমত পোষণ করতেন যে, একটি ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা একটি ভালো সরকারের জন্য পরীক্ষামূলক কষ্টিপাথর। রুশো একথা বিশ্বাস করেন যে, সার্বভৌম জনগণ প্রত্যক্ষভাবে আইন তৈরির ব্যাপারে কাজ করবে; তিনি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সমর্থন করতেন এবং ধারণা পোষণ করতেন যে, প্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদ হচ্ছে রাষ্ট্রনৈতিক ধ্বংসের প্রতীক। জনগণের নিয়ন্ত্রণের ব্যয়ে ক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য সরকারের প্রবণতা তার অভিমতের দিকে চালিত হওয়ার ফল স্বরূপ নীতিসমূহের অধীনে কেবল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহে একমাত্র সাধারণ ইচ্ছা স্থায়ীভাবে তার প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। বৃহত্তর এবং অধিক জটিল রাষ্ট্রসমূহে সরকারি জবরদস্তি অধিকার প্রবণতা নিবারণার্থে, তিনি সার্বভৌম জনগণের নিরূপিত সময়ে আইন পরিষদের অধিবেশনের নির্দেশ দেন, যাতে তারা সিদ্ধান্ত করতে পারে যে, তারা বর্তমান ধরনের সরকার নির্বাহ করতে এবং কার্যালয়ের কর্মচারীদের রাখতে ইচ্ছুক কিনা। যতক্ষণ না জনগণ সার্বভৌম সংস্থায় এভাবে সম্মিলিত হবে ততক্ষণ সরকারের সমগ্র কার্যসীমা বিলুপ্ত থাকবে। সরকারি কর্মচারীদের জন্য নিরূপিত সময়ে ভোট গ্রহণের সম্ভাবনা এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। জেফারসন দ্বারা গৃহীত শাসনতন্ত্রকে প্রত্যেক বংশ পরম্পরায় পুনর্বার পরীক্ষা করার অধিকার এবং কিয়ৎকাল পরপর শাসনতান্ত্রিক সভা আহ্বানের উপায়সমূহ আমেরিকার কতিপয় রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

রুশো এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

রুশোর মৃত্যুর পর তার চিন্তা, ভাবধারা সে যুগের সরকারগুলোর পরিবর্তনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তার মতবাদগুলো, যেমন মানবিক সাম্য, জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং

প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনের অভিলাষ বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল। তার অনেক নীতিসমূহ ফরাসি বিপ্লবের রাজনৈতিক পরীক্ষায় প্রয়োগ করা হয় এবং ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের মানবাধিকার ঘোষণায়[১৬] স্পষ্ট লিখিত হয়। যাহোক, ব্যক্তি অধিকার আইনের একটি বিল রুশোর চেয়ে বরং আমেরিকা থেকেই উৎপন্ন হয়। তার মতবাদ যে, ব্যক্তি জনসাধারণ তার সমস্ত প্রাকৃতিক অধিকার এমন একটি সাধারণ ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করেছে এমন একটি জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা করে যা হবসের Leviathan-এর মতোই একচ্ছত্র। সার্বভৌম জনগণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিসাধারণের কোনো অধিকার ছিল না।[১৭] তার গণতন্ত্র, সাম্য এবং জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের ওপর জোরারোপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আগ্রহের জন্য দায়ী ছিল না, যা দ্বারা ফরাসি জনগণ অধিকারের ঘোষণা আমেরিকার ধারণাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিল।

রুশোর মৃত্যুর দশ বছর পরে ফরাসিগণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহশীল হয়ে ওঠে, যারা গ্রেট বৃটেন থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। তাদের সরকার Contract Social-এ বর্ণিত সার্বভৌমত্বের নীতিগুলো জনগণ দ্বারা সৃষ্ট মৌলিক আইনগুলো উপলব্ধি করতে পেরেছিল মনে হয়। মৌলিক প্রশ্ন সংক্রান্ত ব্যাপারে নিয়োজিত এই রাষ্ট্রগুলোর শাসনতন্ত্রসমূহ পুঁথিগত সূত্রে জনগণের মধ্যে এবং তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা অধীনস্থ সরকারগুলোকে তাদের থেকে পৃথক করে যথাযথভাবে আইনের জন্য রুশোর প্রয়োজনগুলোর সন্তোষজনক সামঞ্জস্য বিধান করে।

রুশো এবং জার্মান আদর্শবাদ

প্রতিকূল হলেও রুশো খুব শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল। জার্মান আদর্শবাদী চিন্তাবিদগণ রুশোর সাধারণ ইচ্ছার মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। কান্ট বলেছেন, রুশোর *Emile* অধ্যয়নকালে তিনি তার দর্শনের মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তার নামের সঙ্গে সংযুক্ত পরবর্তী জার্মান মতবাদগুলোর সঙ্গে রুশো কখনো একমত ছিলেন না। কিন্তু দুটি ব্যাপারে নিজকেই প্রকাশিত ব্যাখ্যার জন্য তিনি নিজকেই আক্রমণ করেছিলেন।

তার সাধারণ ইচ্ছার মতবাদ জার্মানদের "জনগণের ইচ্ছার" ভিত্তি হিসেবে কাজ করে যা তারা মাত্র তাদের ইচ্ছারূপে অনুধাবন করতে চায় নি। উল্লিখিত হওয়ার ফলে তা জনগণের আসল ইচ্ছা হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত মতদ্বৈধতার কোনো সুযোগ দিয়ে এটা রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ধারণারূপে পরিগণিত হলো।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে রুশো আরো বেশি আক্রমণযোগ্য হয়েছিলেন। Diderot (ডিডেরো) ছিলেন তার সব ব্যাপারে যুক্তিবাদী কিন্তু রুশো এতে সময়োপযোগী কৃত্রিমতা আরোপ করেন। তিনি অনুভব করেন, মানুষের মৌলিক ভাবাবেগ সত্ত্বেও এর ওপর নির্ভরশীলতাকে স্থান দিতে হবে। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, জনগণ রাজনৈতিক দিক দিয়ে তিনটি পথে চালিত হবে। প্রথম পথ হচ্ছে অন্যায়, অতএব অসম্ভব। দ্বিতীয় পথ কৃত্রিমতার জন্য সন্দেহপূর্ণ বলে জনগণ তা গ্রহণ করে নি। এখন রয়েছে শুধু তৃতীয় পথ। অনুকম্পা হিসেবে মৌলিক ভাবাবেগ গ্রহণ করতে হবে এবং জনগণের মঙ্গলের উৎসস্বরূপ কার্যকরী করতে হবে। এর ফলে উনিশ শতকের রোমান্টিকবাদের সূচনা হলো। রুশো একটি ক্লাবের ব্যবস্থা করেছিলেন, যা হিউমের যুক্তিপূর্ণ মতামতকে পরাজিত করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। হিউমের যুক্তির স্থানে জার্মান দর্শন একটি নতুন যুক্তি সৃষ্টি করলো। এটা হলো একটা

উন্নত ধরনের যুক্তি পরবর্তীকালের "বিশ্ব বিধাতার পদধ্বনি যুক্তি"রূপে পরিগণিত হয়। মূল্যায়নের পদ্ধতিকে অবশ্যই যথার্থ প্রতিপন্ন করতে হবে অথবা বর্জন করতে হবে। গৃহীত মূল্যবোধের ওপর হিউমের আক্রমণ যদি প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো তাহলে অন্য কোনো মূল্যবোধ থেকে ভালো অথবা মন্দ কোনো মূল্যবোধ থাকতো না। এর ফলস্বরূপ কোনো কর্তৃপক্ষ বাদ থাকতো না। কারণ এরূপ সংজ্ঞা একটি চূড়ান্ত অধিকারের নিদর্শনের তাৎপর্য দর্শন।

হিউমের চেয়ে উচ্চতর যুক্তি দৃঢ় স্থাপনে এভাবে কর্তৃত্ববাদ রক্ষা পেল, কিন্তু তা করতে. গিয়ে ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিস্টবাদের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল। একটি মাত্র মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ফ্যাসিবাদ রুশোর নির্দেশিত ভাবাবেগের আবেদনের কাছে অধিকরূপে নির্ভর করছে এবং কমিউনিস্টগণ তাদের কর্তৃত্ববাদকে দুষ্ট অর্থনীতির সঙ্গে সংমিশ্রিত করেছে।

হবস, লক ও রুশো

হবস, লক ও রুশোর সামাজিক চুক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য প্রদর্শিত হয়েছে। হবস দেখিয়েছেন, প্রকৃতির মানুষ একান্তই স্বার্থপর এবং প্রকৃতির রাজ্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিগ্রহের যুগ। রুশো প্রদর্শন করেছেন প্রাকৃতিক মানুষ ছিল একান্তই ভালো এবং প্রকৃতির রাজ্য ছিল শান্তিপূর্ণ সুখের কাল। লক এ দুটি অভিমতের মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। হবস এবং রুশো ধারণা পোষণ করতেন যে, সার্বভৌমত্ব হচ্ছে একচ্ছত্র, লকের অভিমত ছিল এটা হচ্ছে সীমাবদ্ধ। হবস ধারণা করতেন, সার্বভৌমত্ব একজন, কয়েকজন বা অধিকজনের কাছে প্রদান করতে হবে কিন্তু তা একবার লোকের কাছে প্রদান করা হলে তা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। রুশো বিশ্বাস করতেন যে, সার্বভৌমত্ব সর্বদাই সমস্ত লোকের অধিকারে প্রযোজ্য এবং আইন হচ্ছে সাধারণ ইচ্ছার প্রত্যক্ষ প্রকাশ। হবস রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্দেশ করেন নি। তার কাছে জোরদখলকৃত সরকার ছিল সর্বদাই আইনসঙ্গত সরকার। লক এবং রুশো সরকারের মধ্যেও আইনসঙ্গত এবং বেআইনি সরকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। হবস ধারণা পোষণ করতেন যে, সরকারের মধ্যে একটি পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি এবং অরাজকতার প্রত্যাবর্তন। লকের অভিমত ছিল যে, সরকারের নির্বাচন এবং যদি তা সন্তোষজনক না হয় তাহলে তা পরিবর্তন করার সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণেরই রয়েছে। রুশোর কাছে সরকার হচ্ছে কেবল প্রতিনিধি, যে জনপ্রিয় ইচ্ছাকে কার্যকরী করে। লক এবং রুশো জনগণের কাছে সার্বভৌমত্বকে প্রদান করতে এবং সরকারের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে সম্মত হন। যাহোক, লক অভিমত পোষণ করেছেন যে, জনগণের কাছে সংরক্ষিত সার্বভৌমত্ব চরম ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে, যখন বিপ্লব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। জনগণের অধিকারকে লঙ্ঘন না করা পর্যন্ত সরকারের সমস্ত কাজই আইনসঙ্গত। রুশোর অভিমত হচ্ছে যে, জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিনিয়তই সকর্মক, আইন সৃষ্টির ব্যাপারে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

রুশোর পরেও সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলে দীর্ঘকাল স্থিতিলাভ করে। অ্যামেরিকাতে এই মতবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এটা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে এবং প্রায় সকল রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রগুলোর সমস্ত অধিকার সংক্রান্ত আইনের বিলে স্বীকৃতি লাভ করে। জেফারসন এবং ম্যাডিসনের রচনার খুবই উন্নত ধরনে এই মতবাদ বিবৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে যে মতবাদ ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ ও যুক্তির দিক

দিয়ে ছিল ভ্রমাত্মক, তা ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ইংল্যান্ডীয় বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব এবং আমেরিকান বিপ্লবের যথার্থতা প্রতিপন্ন করার জন্য কার্যকরী হয় এবং তা আধুনিক গণতন্ত্র এবং নাগরিক স্বাধীনতার দার্শনিক ভিত্তিকে প্রস্তুত করে, যা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসে অসম্ভব সত্যকথা।

পাদটীকা :

১. তাঁর *Telimaque (1699)* গ্রন্থ
২. তাঁর *Discourses sur la Polysynodie (1718)* গ্রন্থে।
৩. দেখুন *Letters sur les Anglais.*
৪. *Liberate naturelle et civile* প্রবন্ধ *Encydopédie*তে দ্রষ্টব্য।
৫. *T. Nugent* অনূদিত *The el 'Esprit des lois (1748).*
৬. *The Considerations sur les causes de la grandeur des Romaines et de leur decadence (1734).*
৭. আমেরিকা আবিষ্কারের প্রভাব এবং ইউরোপীয় চিন্তাধারায় নতুন ভূভাগের উন্মোচনের প্রবণতা *উল্লেখযোগ্য।*
৮. *H J. Tozer (1749)* অনূদিত তার *Contract Social (1762)* এবং *Discourse on Progress of the Arts and Sciences (1754)* রুশো তার প্রাকৃতিক রাষ্ট্রের ধারণা ও সভ্যতার ফলে অনিষ্টকর বাস্তবসমূহের উদ্ভবের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর কতক রাজনৈতিক মতবাদ তাঁর শিক্ষার ওপর রচনাবলি *Emile (1762)*তে রয়েছে।
৯. রুশোর বাল্যকালে জেনেভার ও পরবর্তীকালে ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা তার confession-এ বর্ণিত হয়েছে। এটা ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনী।
১০. পরিচ্ছেদ ১১
১১. এখানে হবসের সঙ্গে তার সাদৃশ্য মিলে। হবসও লকের মতো তার গোঁড়া পরিবারে জন্ম হলে, এটা ধারণা করা যেত যে দুজন দায়িত্বজ্ঞানহীন পিতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দুজন রাজনৈতিক দার্শনিকের জন্ম দিয়েছেন।
১২, *Social Contract, পরিচ্ছেদ* ৬
১৩. সাধারণ ইচ্ছা কথাটি ভ্রমাত্মক নয় কারণ এটা সংজ্ঞার দিক দিয়ে সম্প্রদায়ের সর্বোত্তম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।
১৪. এমনি ছিল বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রেণী।
১৫. এই পরবর্তী ধারণায় গণতন্ত্রের বিপদ অপরিলক্ষীয় হওয়া উচিত নয়।
১৬. অনুচ্ছেদ ১-এ বর্ণিত হয়েছে যে, "মানুষ মাত্রই মুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং অধিকারের দিক দিয়েও মুক্ত ও সমান থাকবে।" অনুচ্ছেদ ৬-এ বর্ণিত হয়েছে, "আইন হচ্ছে সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ।"
১৭. যাহোক, রুশো এটা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মানুষকে যে-কোনো কাজ স্বাধীনভাবে করতে আশা করা যায়, যা মারাত্মকভাবে অন্যের ক্ষতির কারণ হয় না।

গ্রন্থপঞ্জি :

Babbitt, Irving, *Rousseau and Romanticism* (Boston, Houghton. 1919),

Bosanquet, Bernard, *The Philosophical Theory of the State* (London, Macmillan, 1920).

Cattelain, Fernand, *Etude sur l'influence de Montesquieu dans les constitutions américaines* (Besancon, Imprimerie Millot fréres, 1927).

Cobban, Alfred, *"New Light on the Political Thought of Rousseau," Political Science Quarterly, Vol. 66* (June, 1951).

—*Rousseau and the Modern State* (London G. Allen, 1934).

Derathé, Robert, *Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps* (Paris,Univ. of Paris Press, 1950).
—*Le Rationalisme de J.-J. Rousseau* (Paris, Univ. of Paris Press, 1948).
Fletcher, F.T.H., *Montesquieu and English Politics (1750-1800)* London, E. Arnold & Co., 1939).
Gough, J.W., *The Social Contract* (Oxford, Clarendon Press, 1936).
Sabine, G.H., *A History of Political Theory*, rev. ed (New York Holt, 1950).
Spink, J.S., *Jean-Jacques Rousseau et Genéve* (Paris, Boivin (1934).
Watkins, Frederick, *The Political Tradition of the West* (Cambridge, Harvard Univ. Press, 1948).

পঞ্চম খণ্ড

আধুনিক উদারনৈতিক চিন্তাধারা

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা

আমাদের শতাব্দীতে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা তিনটি বিবদমান আদর্শবাদ, উদারনৈতিকতাবাদ, ফ্যাসিবাদ[১] এবং কমিউনিস্টবাদ দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করেছে। তাদের সবগুলোই রুশোর[২] নিকট ঋণী, যিনি লিখিত এবং অলিখিতভাবে কর্তৃত্ববাদ এবং উদারনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে গিয়েছেন। সুতরাং ফ্যাসিবাদ এবং কমিউনিস্টবাদের বিশ্লেষণ করে রুশো থেকে পশ্চিমের উদারনৈতিকতাবাদের দিকে মোড় ফিরতে ও পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে অনুসরণ করতে সুবিধা হবে।

রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক

অর্থনৈতিক মতবাদ ও কার্যকলাপ উদারনৈতিকতাবাদের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের সূচনাতেই সুযোগ্য চিন্তাবিদগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এরিসটোটল উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, রাষ্ট্রনীতিকে অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কারণ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পত্তির প্রকার ও কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল এবং অর্থনৈতিক শ্রেণীদের মধ্যে ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম থেকে বিপ্লব সংঘটিত হয়। তিনি ধারণা পোষণ করতেন যে, সুশাসিত রাষ্ট্রের জন্য একটি সুবৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রয়োজনীয় এবং কৃষিজীবী জনসংখ্যা হচ্ছে স্থায়ী, রক্ষণশীল ও পরিশ্রমী এবং একটি ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক জনসংখ্যা হচ্ছে দুর্দান্ত এবং সহজেই শত দলপতিদের দ্বারা চালিত হয়। মেকিয়াভেলি অর্থনৈতিক জনসমষ্টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে উপদেশ দিয়েছিলেন কিভাবে রাজা একশ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্য শ্রেণীকে লাগিয়ে রাখে। হ্যারিংটন শিক্ষা দিয়েছেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পত্তিকে অনুসরণ করে এবং এ অভিমত পোষণ করতেন যে, রাজনীতিবিদদের কর্তব্য হচ্ছে যাতে সম্পত্তি বিস্তৃতভাবে বণ্টন হয় এটা লক্ষ্য করা এবং রাষ্ট্রের স্থিতিস্থাপক হিসেবে একটি নিরেট ভূসম্পত্তিশীল শ্রেণীকে নির্বাহ করা। লকের অভিমত ছিল, সম্পত্তির সংরক্ষণ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় উৎপত্তির কারণস্বরূপ এবং এই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক সম্পত্তির অধিকার আক্রমণ হচ্ছে বিপ্লবের যথার্থ কারণ।

অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিবাদী ধারণাগুলো আদি খ্রিষ্ট ধর্মীয় মতবাদ ও মধ্যযুগের কৃষক বিদ্রোহের পরবর্তী বিরুদ্ধ মতবাদিগণ থেকেও অনেক সূক্ষ্মভাবে তাদের সংস্কারের প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসেবে রাজনৈতিক সাম্যের চেয়েও সম্পত্তির সাম্যের দিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। অন্যদিকে প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ন্যায়পরায়ণতার নীতিসমূহের সুস্পষ্ট বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও দাসত্ব এবং ধন সাম্যের

যথার্থতা প্রতিপন্ন করার জন্য মতবাদসমূহ অগ্রসর হয়েছিল। রাষ্ট্রনীতির অর্থনৈতিক ভিত্তি কার্যত এবং মতবাদের দিক দিয়ে স্বীকৃত হয়েছিল। শতাব্দীকাল ধরে বৃহৎ জাতিসমূহের সরকারগুলো সুচিন্তিতভাবে ধর্মযাজক, অভিজাত শ্রেণী, নগরপাল এবং কৃষকদের পৃথকভাবে শৃঙ্খলিত করে। শ্রেণী বা ভূসম্পত্তি যুক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকেই পৃথক পেশা এবং নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক স্বার্থ অনুসরণ করেছে।

বাণিজ্যবাদ

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থনীতির সঙ্গে রাজনৈতিক মতবাদের সম্পর্ক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। একটি মুদ্রা অর্থনীতি, কর ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা উদ্ভূত আধুনিক জাতি রাষ্ট এবং ধনের সম্পর্ক নির্ণয়ে মনোনিবেশ করে। মধ্যযুগীয় অর্থনীতি প্রকৃতিগত দিক থেকে রাজনৈতিক নয় বরং গার্হস্থ্য বিষয়ক, কৃষি বৃদ্ধি পেয়েছিল, শিল্পকর্ম এবং বাণিজ্য ঘৃণিত হতো। রক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের ধারণা ছিল বিশ্বজনীন। মাসুল, নিয়ন্ত্রণ এবং একচেটিয়া ব্যবসা প্রশ্নাতীতভাবে গির্জা, জমিদারি, শহর এবং সংঘের হাতে ছিল। নতুন জগৎ আবিষ্কারের ফলে বাণিজ্যিক প্রসার এবং স্বর্ণ রৌপ্যের প্রচুর আমদানি কৃষি এবং বিনিময় ব্যবস্থা থেকে বৈদেশিক বাণিজ্য ও স্বর্ণের প্রাধান্যের দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলো। আমেরিকা থেকে নতুন ধাতুদ্রব্য নেয়ার ফলে স্পেনের বিশালতা উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে করা হতো। বর্ধিষ্ণু জাতীয়তাবাদী রাজতন্ত্রগুলো পূর্বেকার মধ্যযুগীয় সংস্থাগুলো দ্বারা চালিত ব্যবস্থাপনাগুলোর নিয়ন্ত্রণও গ্রহণ করে এবং এই নিয়ন্ত্রণকে তাদের তীক্ষ্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতো। রাজকীয় ভূসম্পত্তি এবং রাজার বিশেষ অধিকারসমূহ সরকারের ক্রমবর্ধিষ্ণু ব্যয়ভার বহনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ছিল না। সৈন্যদল মোতায়েন রাখার জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল এবং বাণিজ্যিক শ্রেণীগুলো অর্থে পরিপুষ্ট হয়ে রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। উপনিবেশগুলোর প্রতিষ্ঠা মাতৃভূমির সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রশ্ন তুলনা, গৃহীত নীতি ছিল একমাত্র মাতৃভূমির মধ্যে ঔপনিবেশিক বাণিজ্যকে নিষিদ্ধ করা এবং ঔপনিবেশিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঁচামাল উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করা যায় যাতে মাতৃভূমিগুলো পরিপূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যরূপ তৈরি ও বিক্রি করতে পারে। বাণিজ্যিক স্বার্থ বৈদেশিক নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতো এবং সরকার শিল্প ও বাণিজ্যিক বিষয় সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে সচেতন এই বিশ্বাস সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছিল। এ অভিমত পোষণ করা হতো যে, এক দেশের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধাগুলো অন্য দেশের ব্যয়ে লাভ করা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইংরেজ ওলন্দাজদের মধ্যেকার শত্রুতায় ও ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মধ্যেকার পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই ধারণাগুলো প্রয়োগ করা হয়েছিল।

উল্লিখিত অবস্থার কার্যকারণের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত অভিমতকেই বাণিজ্যবাদ বলা হয়, যা তৎকালীন প্রবল জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক প্রকৃতি। জাতীয় সম্পদের উৎস হিসেবে শিল্পকর্ম কৃষির উর্ধ্বে উন্নীত হয়েছিল এবং দেশীয় বাণিজ্যের চেয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যকে অনেক মূল্যাবান হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আমদানির চেয়ে একটি অনুকূল রপ্তানির ভারসাম্য বিশেষভাবে আকাঙ্ক্ষিত ছিল, কারণ এতে অর্থাগম হতো। মূল্যবান ধাতুর বৃহৎ ভাণ্ডার জরুরি হিসেবে বিবেচিত হতো। সমস্ত যোগ্যতা হিসেবে রাষ্ট্রের কর্তব্য ছিল শক্তি এবং ধন সম্পদ বৃদ্ধি করা। শুল্ক তালিকা, অগ্রিমদের শুল্ক এবং বিধিনিষেধ ছিল অসংখ্য। সনদ বা ছাড়পত্র মঞ্জুর করা হতো, একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সমগ্র বিশ্ব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুলিন্দা প্রেরিত

হতো। মাতৃভূমির ব্যবসায়ীদের উপকারার্থে উপনিবেশগুলো ছিল শোষকের জন্য জমিদারি। এই দৃষ্টিভঙ্গি ষোড়শ শতাব্দী থেক অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বিরাজিত ছিল। আদিযুগে স্বর্ণ রৌপ্যর প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হতো এবং পরবর্তী যুগে অনুকূল বাণিজ্যিক ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হতো। অর্থনীতি রাষ্ট্রের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল এবং বাণিজ্যিকবাদ বৃহৎ শক্তিবর্গের অভ্যুত্থানের একটি যন্ত্রসরূপ ছিল। এর লক্ষ্য ছিল শক্তিশালী জনবহুল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রসমূহের সৃষ্টি করা।

কার্যত বাণিজ্যিকবাদ পঞ্চম চার্লসের সময় থেকে শুরু হয় ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে, তিনি স্পেনের সিংহাসনে আরোহণের ফলে। ভেনিসের একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু হয়। বাণিজ্যিকবাদেরনীতিসমূহ প্রথম ইতালীয় লেখক সেরা[৩] সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন। ইংল্যাণ্ডে স্যার উইলিয়াম প্যাটি[৪] স্বর্ণ রৌপ্য এবং মণিমুক্তার ধন সম্পদের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং উন্নত পদ্ধতির কর ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদের বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক টমাসমান[৫] বৈদেশিক বাণিজ্য ও অনুকূল ভারসাম্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন; কিন্তু টাকা-পয়সাই একমাত্র ধন সম্পদ এই মতবাদের বিরোধিতা করেন। হল্যান্ডের উত্থান এবং স্পেনের পতন তাকে কতগুলো দৃষ্টান্ত প্রদান করে। তার রচনাবলি সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে প্রায়ই পুনর্মদ্রিত হতো এবং অ্যাডাম স্মিথের *Wealth of Nations (জাতির সম্পদ)* দ্বারা অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হতো। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিশেষত হুইগ পার্টি দ্বারা ইংল্যান্ডে বাণিজ্যবাদ প্রচলিত ছিল, যারা ফরাসি প্রভাব ঘৃণা করতো এবং সে দেশের সঙ্গে বাণিজ্য নিষিদ্ধ করতে আকাঙ্ক্ষিত ছিল। দ্বিতীয় চার্লসের কাছে ফ্রান্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পক নীতিকে সমর্থনকারী টোরিগণ পার্লামেন্টের রক্ষণশীল ব্যবস্থার বিরোধিতা করতো। ডাডলি নর্থ[৬] এবং যোশিয়া চাইল্ড[৭] এর রচনাবলি এই মতবাদকে তুলে ধরেন যে, বিশ্ব হচ্ছে একটি বাণিজ্যিক সংস্থা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের চেয়ে বরং সরবরাহ ও চাহিদারই মূল্য এবং সুদের হার নির্ধারণ করা উচিত। এই দল পরবর্তী শতকের *laissez faire* এবং স্বাধীন বাণিজ্যিক মতবাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ছায়াপাত করেন।

বাণিজ্যিকবাদের দমন নীতি চতুর্দশ লুইয়ের সুদক্ষ অর্থমন্ত্রী জিন কোলবার্ট (১৬১৯-১৬৮৩) দ্বারা আরো অধিকতর কার্যকরী হয়েছিল। রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্প বাণিজ্যের ওপর সীমাহীন এবং স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্ব কার্যকরী হতো। কোলবার্ট রক্ষণশীল শুল্ক তালিকার ধারা বিবরণী শিল্পগুলোর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন, উন্নত কর পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, একটি নৌবাহিনী সৃষ্টি করেন এবং একটি সুবৃহৎ ফরাসি উপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেন। তাঁর প্রভাবে ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। ইংল্যান্ডে শস্য আইন, নৌ-আইন এবং ব্যাপক ব্যয়বহুল আইন ছিল বৈশিষ্ট্য। প্রাশিয়াতে বিশেষত মহান নির্বাচন এবং মহানুভব ফ্রেডারিকের অধীনে সাধারণভাবে বহু ব্যবস্থা জ্ঞানবত্তার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছিল ও বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কার্যকরী করা হয়।

জার্মান রাষ্ট্রসমূহে বাণিজ্যিক অভিমতসমূহ রাজকোষবাদ[৮] কেমেরালিজম নামে পরিচিত একটি বিদগ্ধ সংস্থা প্রতিনিধিত্ব করতো। এটা ছিল একটি রাষ্ট্রনৈতিক, আইন সম্বন্ধীয়, কারিগরি এবং অর্থনৈতিক ধারণাবলির সংমিশ্রণ এবং এর প্রধান কাজ ছিল কি পদ্ধতিতে

রাজকীয় আয় নির্বাহ, বৃদ্ধি ও প্রশাসন করা যায়। শিল্প সংক্রান্ত উন্নতিতে পশ্চাদমুখী ও ঐক্যহীন জার্মান রাষ্ট্রগুলো মধ্যযুগীয় অর্থ পদ্ধতির ফলে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। একচ্ছত্র রাজার ব্যক্তিগত আয় ও জনগণের রাজকোষের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। রাষ্ট্রের আয় উদ্ভূত হতো রাজার অধিকৃত স্থানগুলো থেকে ও সার্বভৌম অধিপতির অধিকৃত বিশেষ রাজক্ষমতাবিশিষ্ট লাভজনক কেন্দ্র থেকে। যখন সরকারের ক্রমবর্ধিষ্ণু ব্যয় প্রচুর আয় দাবি করতো তখন রাজকীয় সুযোগ-সুবিধার পরিধির অথবা রাজকীয় অধিকারের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা হোত।

অনুরূপভাবে, রাজকোষবাদিগণ সামুদ্রিক দেশসমূহ যথা হল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিবাদীদের চেয়ে বৈদেশিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যের অনুকূল ভারসাম্যর খুব কমই আলোচনা করেছেন। জার্মান লেখকগণ দেশীয় গল্প, প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন এবং ভূসম্পত্তি ও রাজকীয় সার্বভৌমত্বের বিশেষ ক্ষমতা সংক্রান্ত সুদক্ষ প্রশাসনের বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন। যাহোক, তারা বাণিজ্য বিষয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যাপারে কড়া সরকারি নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মূল্যবান ধাতুসমূহের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব প্রদানে এবং জনসংখ্যার আধিক্য, অধিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং জাতীয় মহানুভবতা সম্পর্কে একমত হয়েছেন, যেহেতু ইংল্যান্ডীয় বাণিজ্যবিদগণ ছিলেন ব্যবসায়ী এবং প্রচার পুস্তিকা লেখক, জার্মান রাজকোষবিদগণ ছিলেন অর্থ বিষয়ক[৯] অধ্যাপকবৃন্দ এবং তারা বহু খণ্ড সংবলিত নিয়মতান্ত্রিক গ্রন্থাবলি লিখেছেন। এদের মধ্যে প্রখ্যাত লেখকগণ হচ্ছেন, বীচারস,[১০] ভনহেরিং,[১১] জাস্টি[১২] এবং ডেরিস[১৩]।

দ্রব্যতত্ত্ববিদগণ

যদিও বাণিজ্যিকবাদ অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চালু ছিল তবুও এর আগত পতন লক এবং অন্যদের পূর্বাহ্ণেই পরিদৃষ্ট হয়েছিল, যারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করতেন। পিতৃতান্ত্রিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধ দ্রুত ক্রমবর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে দুর্বহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তারা উপশমের জন্য প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদের দিকে মোড় পরিবর্তন করেন। এই মতবাদ ঐ নীতিকে সমর্থনের জন্য প্রয়োগ করা হয় যে, ব্যক্তিগণ যতদূর সম্ভব স্বল্প রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও তাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কার্যকরী করতে পারবে। এটা ধারণা করা হতো যে, শিল্প-বাণিজ্য এবং একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধার ওপর প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতিতে স্বাধীন প্রতিযোগিতায় সুশিক্ষিত জনগণ আত্মস্বার্থ এবং জনকল্যাণ উভয়কেই উপলব্ধি করতে পারবে। বাণিজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই অভিমত ফ্রান্সে Physiocrats[১৪] বা দ্রব্যতত্ত্ববিদগণ এবং একদল চিন্তাবিদ দ্বারা কার্যকরী হয়, যা শিল্প বিপ্লবের অনুষঙ্গী হয়েছিল এবং ইংল্যান্ডে এডাম স্মিথের চতুষ্পার্শে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

ফ্রান্সে কোলবার্টের শাসনকালের অব্যবহিত পরেই যে অমিত ব্যয় ও উচ্চ অসমান কর ভারের অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা শিগগিরই একটি প্রায় সিদ্ধান্তপূর্ণ প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে।

দ্রব্যতত্ত্ববিদগণ প্রচলিত প্রাকৃতিক আইনের ধারণা ধারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী এ বিশ্বাসকে রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্পর্কে প্রয়োগ করে।

বিজ্ঞানে সমসাময়িক উন্নয়ন দেকার্তে, লক এবং রুশোর মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তারা এই ধারণা পোষণ করতেন যে, জিনিসের উৎপাদন বণ্টন নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক আইন

অনুযায়ী চালিত হবে এবং নিষেধাজ্ঞার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হবে না। তারা ব্যক্তি এবং তাদের অধিকার বিশেষত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের ওপর গুরুত্ব দান করেন এবং এ অভিমত পোষণ করতেন যে সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারে জনগণকে বেশ কিছুটা স্বাধীনতা দিতে হবে। তারা একটি "প্রাকৃতিক নিয়মে" বিশ্বাসে করতেন, যার ব্যবস্থাপনা ছিল পূর্ণাঙ্গ এবং যার আইন ছিল বিধাতার ইচ্ছা আর যার বিপরীতে ছিল প্রত্যক্ষ আদেশ, যার আইন ছিল অবস্থিত সরকারের অপূর্ণাঙ্গ এবং মানবীয় নিয়মকানুন সংবলিত। রাষ্ট্রের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত; ব্যক্তিগণ উত্তমভাবে তাদের স্বার্থ বুঝে সরকারের চাইতে বরং প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী অধিকতর কার্য করবে। অতএব তাদের সুপরিচিত মূলসূত্র হচ্ছে *Laissez faire, Laissez passer*।

দ্রব্যতত্ত্ববিদগণ বিশ্বাস করতেন যে ভূমিই হচ্ছে উৎস এবং শস্য উৎপাদনে অথবা মৃত্তিকা হতে কাঁচামাল আহরণে শ্রম প্রয়োগ করা হয় সেটাই হচ্ছে একমাত্র যা উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে। বাণিজ্য এবং শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনকে অনুৎপাদনকারী মনে করা হতো। তদনুযায়ী তারা ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ফ্রান্সের শস্য ব্যবহারে অভ্যন্তরীণ শুল্কের উচ্ছেদ এবং ভূমিতে একক করের প্রচলনকে সমর্থন করতেন। তাদের কর বিষয়ক মতবাদ আলোচনা করতে গিয়ে তারা প্রচলিত ক্লেশদায়ক ও অমিতব্যয়ী কর পদ্ধতির সমালোচনা করেছে এবং ফরাসি রাজতন্ত্রের নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ অসন্তোষ বৃদ্ধি করেছে।

তাদের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে দ্রব্যতত্ত্ববিদগণ উত্তরাধিকারজনিত রাজতন্ত্র সমর্থন করেন; কিন্তু তারা বিশ্বাস করতেন যে, রাজাকে সুশিক্ষিত ও উদারনৈতিক হতে হবে। ভোটাধিকারের ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না এবং ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টারি পদ্ধতিকে তারা ঘৃণা করতেন। তারা একটি একচ্ছত্র ও অবিভক্ত সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু রাজাকে দেখতেন আইনের স্রষ্টা হিসেবে নয় বরঞ্চ ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিকতার প্রাকৃতিক আইনের প্রশাসক হিসেবে। রাষ্ট্রীয় আইনের উচিত স্বাভাবিক সামাজিক নিয়মের অতিপ্রয়োজনীয় আইনকানুনগুলো ঘোষণা করা। রাষ্ট্রের অবস্থিতি হচ্ছে ব্যক্তিসাধারণের প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষা করার জন্য। প্রাথমিকভাবে এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে নিজেদের মানুষের মধ্যে প্রত্যেক মানুষের সম্পত্তির অধিকার, যার মধ্যে জড়িত রয়েছে পরিশ্রমের অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকার, যার উৎপত্তি হয়েছে শ্রম থেকে। অতএব সরকার সম্পত্তি এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতা সাধনের প্রচেষ্টার ওপর যতদূর সম্ভব স্বল্প বিধিনিষেধ জারি করবেন। আইন পরিষদ যে বিশেষ মূল্যবান কাজ করতে পারে তা হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় আইনের উচ্ছেদ। যাহোক, শিক্ষা হচ্ছে যথার্থ রাষ্ট্রীয় কাজ, যেহেতু প্রাকৃতিক আইনের মূলনীতিসমূহকে জানা নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয়। দ্রব্যতত্ত্ববিদগণ এভাবে একটি উৎপাদন এবং ধনের ব্যবহারের সঙ্গে স্বাধীনতা ও সম্প্রতির প্রাকৃতিক অধিকারের পরিচিত মতবাদকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমর্থনযোগ্য করেন। বৈদেশিক সম্পর্কের মধ্যে তারা বাণিজ্যিক স্বাধীনতা, শান্তি ও আন্তর্জাতিকতাবাদ পছন্দ করতেন। তারা ধারণা পোষণ করতেন যে, তাদের যুগের আক্রমণাত্মক স্বদেশ-প্রেমিকতা এবং আন্তর্জাতিক বিরোধ প্রয়োজনীয় অনিষ্টকর বস্তু।[১৬]

প্রখ্যাত নেতৃস্থানীয় দ্রব্যতত্ত্ববিদগণের মধ্যে হচ্ছেন ফ্রাঞ্চকুইশ কুইসনে (১৬৯৪-১৭৭৪)[১৭] জ্যা দ্য গুরনে (১৭১২-১৭৫৯)[১৮] মাসিয়ের দ্য লা রিভিয়ের (১৭২০-১৭৯৩)[১৯] জ্যাকস টারগট (১৭২৭-১৭৮১)[২০] ও ডুপন্ট দ্য নেমার্স (১৭৩৯-১৮১৭)[২১]। সর্বপ্রথম এই লেখকগণ একটি একত্রীভূত বৈজ্ঞানিক সমাজের ধারণা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং

যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, সমগ্র সামাজিক সত্য ঘটনাগুলোই অবশ্যম্ভাবী আইনের দ্বারা প্রযুক্ত হয়েছে। তারা অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিল্প উৎপাদন ও বাণিজ্যের ব্যয়ে ভূমির ওপর তাদের এক পক্ষবিশিষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা সত্ত্বেও তারা এডাম স্মিথ এবং সেই শতকের লেখকদের অনুসরণ করে প্রগতিপূর্ণ পথ রচনা করেন। যাহোক, ফরাসি বিপ্লবের আগমন শাসনতন্ত্র বিষয়ক প্রশ্নে ফ্রান্সের সকল চিন্তা-কল্পনাকে অধীনস্থ করে ফেললো এবং রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক মতবাদ উন্নয়নের নেতৃত্ব গ্রেট বৃটেনে স্থানান্তরিত হলো।

দ্রব্যতত্ত্ববিদগণের ধারণাগুলো ফ্রান্সের বাইরেও কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল যদিও শিল্প বিপ্লবের প্রকৃতি তাদের ভূমি ও পুঁজির আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয়ক অভিমতকে বিশেষত ইংল্যান্ডে অরক্ষণীয় করে তুলেছিল। আমেরিকাতে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও টমাস জেফারসন তাঁদের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাদের কতগুলি ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন। রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথেরিন, অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় জোসেফ এবং সুইডেনের তৃতীয় গুষ্টাভাস দ্রব্যতত্ত্ববিদগণের পদ্ধতির প্রশংসা করেছিলেন এবং তাঁদের নীতিসমূহকে কার্যকরী করার জন্য কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। ফ্রান্সে ষোড়শ লুইয়ের অধীনে অর্থমন্ত্রী টার্গট কতগুলি দুর্বহ বিধিনিষেধের উচ্ছেদের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ধর্মযাজক ও অভিজাত বর্গের বৈরীতা ব্যাপক সংস্কারের প্রতিরোধ করে।

অ্যাডাম স্মিথ

অষ্টাদশ শতক ইংল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কাল যে সময় জাতীয় সম্পদের ব্যাপক বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার একটি সুবৃহৎ শ্রেণী ভয়াবহ দুরবস্থার সৃষ্টি করেছে, তুলা ও উলের তাঁত এবং বয়ন শিল্পের যন্ত্রপাতির আবিষ্কার, শক্তি চালিত স্টিমইঞ্জিনের ব্যবহার, কাঠ ও কয়লার বিকল্পে পাথর ও পোড়া কয়লা এবং লৌহ শিল্পের উন্নতি সপ্তদশ শতকের গৃহ উৎপাদন শিল্পকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃহদায়তন ফ্যাক্টরি পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করলো। কৃষির জন্য উন্নত ধরনের পদ্ধতি গৃহীত হলো, জলমগ্ন ভূমিগুলোতে খাল কেটে দেয়া হলো, অনুর্বর জমিসমূহ উর্বর হলো, গৃহপালিত পশুর বীজ উন্নীত হলো এবং নতুন ফসলের চারার প্রবর্তন করা হলো। একটি নতুন সংস্কার আন্দোলন বৃহদাকারে চাষাবাদ বৃদ্ধি করলো। রাস্তাঘাট নির্মাণে ও খাল খননের ফলে সস্তা এবং দ্রুতগামী যানবাহন ব্যবস্থা সম্ভব হলো। ফলশ্রুতি হিসেবে ক্ষুদ্র কৃষক ও কুটির শ্রমিকগণ শহরে বিতাড়িত হলো, যার ফলে শহরগুলো ফ্যাক্টরি শ্রমিকের কেন্দ্র হিসেবে দ্রুত বেড়ে উঠলো। বৃহৎ ভূম্যধিকারিগণ কৃষি খামারগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো; একটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পুঁজিপতি শ্রেণী শিল্প ও কারখানাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো। যন্ত্রপাতির ব্যবহার বহুলোককে বেকার করে দিল এবং চাকরির অবস্থা এবং ফ্যাক্টরি ও শহরের জীবন অবশেষে অবর্ণনীয় হয়ে দাঁড়াল। দারিদ্র্য এবং অপরাধ দ্রুত বেড়ে উঠলো।

শিল্প বিপ্লব এমন সময়েই সংঘটিত হয়েছিল যখন সপ্তদশ শতকের বাণিজ্যিক ধারণাগুলো পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং Laissez faire মতবাদ কর্মদাতা ও শ্রমিকদের মধ্যেকার বিষয়সমূহ মীমাংসা করার ব্যাপার পরিহার করেছিল। পক্ষান্তরে, অর্থনৈতিক পরিবর্তন বাণিজ্যিকবাদের ধারণাসমূহ ভাঙতে সাহায্য করেছিল, যেহেতু পুরনো পদ্ধতির জন্য প্রয়োগযোগ্য বিস্তৃত নিয়মকানুনগুলো সুস্পষ্টভাবেই নতুনের উপযোগী ছিল না এবং এদেরকে বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা অনেক লোককে বিশ্বাস করতে বাধ্য করাল যে, সরকারের উচিত সামগ্রিকভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে হস্ত সরিয়ে নেয়া। এছাড়া,

খাদ্য এবং তার বর্ধিষ্ণু ফ্যাক্টরি শহরগুলোর ভাগ্য কাঁচামাল আমদানি করার জন্য ইংল্যান্ডের প্রয়োজনীয়তা এবং সস্তায় শিল্প উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ দেয়ার ফলে তার বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সুযোগ-সুবিধা স্বাধীন বাণিজ্যিক ধারণার দিকে চালিত করলো, যেহেতু ইংল্যান্ড অত্যন্ত সস্তায় বাজার থেকে ক্রয় করতো পারত এবং পৃথিবীর সকল অংশেই তার প্রতিযোগীদের চেয়ে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করতো পারতো।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যান্ডে বাণিজ্যিক মতবাদসমূহ কয়েকজন লেখক দ্বারা আক্রান্ত হয় যেমন নর্থ এবং চাইল্ড। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ওয়ালপোল একশ' নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক অপসারণ ও হ্রাস করেন এবং ইংল্যান্ড যে পদ্ধতির দ্বারা উপনিবেশিক বাণিজ্য একচেটিয়া করতে চেষ্টা করেছিল সেই পদ্ধতির দ্বারাই বিরোধিতা লাভ করেও তিনি নৌ-আইনকে কার্যকরী করতে অবহেলা করেন। কর্তৃত্ববাদী সরকার পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তৃতীয় জর্জের চেষ্টা শুধু উপনিবেশগুলোতেই নয় বরঞ্চ এক সুবৃহৎ শ্রেণীর ইংরেজদের দ্বারাও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়, যারা স্বাধীন প্রতিযোগিতা ও স্বাধীন বাণিজ্যের দ্বারা প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাছাড়া ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের প্রধান দর্শন প্রাকৃতিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর গুরুত আরোপ করেছিল এবং অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদরূপে এই ধারণাগুলো অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদিও অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে প্রায়ই অজ্ঞাত, বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও প্রচার পুস্তিকা অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার উন্নয়নে যুগান্তকারী গ্রন্থ রচনা করেন অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০)[২২]।

স্মিথ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার পূর্বাচার্যদের রচনাকে ভিত্তি করে তাঁর রচনা নির্মাণ করেন। তিনি কতগুলো নীতিকে চূড়ান্ত সীমায় উপনীত করেন, যেগুলো তার সময়ে সাধারণ ছিল এবং যেগুলো সরকারের বাধাগ্রস্ত পদ্ধতির ফলে শিল্প সংক্রান্ত অগ্রগতির ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণকে অসম্ভব করে তুলেছিল। তিনি বাণিজ্যিক, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক এবং দ্রব্যতত্ত্ববিদগণের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। গ্লাসগোতে তার শিক্ষক ফ্র্যান্সিস হাচিসন "প্রাকৃতিক আইন শাস্ত্রের" ওপর তার বক্তৃতার গভীর প্রভাব বিস্তার করেন এবং পুফেনডরফ, গ্রটিউস এবং লকের অভিমতসমূহ স্মিথকে প্রদান করেন। ফ্রান্সে ভ্রমণ কবাকালীন স্মিথ ডিডের, কুইসনের এবং টার্গটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং শেষোক্তগণের সঙ্গে প্রায়ই কর এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি আলোচনা করতেন। তার সমসাময়িক যোশিয়া টাকের[২৩] এবং এডাম ফারগুসনের কাছ থেকে তিনি রাষ্ট্রনৈতিক নীতি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক ধারণাসমূহ গ্রহণ করেন, বিশেষত স্বকীয় স্বার্থকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক এবং প্রতিবন্ধকতাহীন বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। হিউম, স্মিথের সাধারণ দর্শনের ওপর শ্রেষ্ঠতম প্রভাব বিস্তার করেন। তার মানব চরিত্রের ধারণা, তার ঐতিহাসিক মনোভাব এবং তার সামাজিক শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের উপলব্ধি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হিউম অবশ্য টাকাপয়সার মূল্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি বাণিজ্যবিদদের বিধিনিষেধক মনোবৃত্তি বিষয়ক বিশ্বাস বোধকে আক্রমণ করেন এবং এ ধারণা পোষণ করতেন যে, ইংল্যান্ডীয় ব্যবসা তার প্রতিবেশীদের বাণিজ্যিক উন্নতির দ্বাবা উপকৃত হবে।

গ্লাসগোতে বক্তৃতাদানকালে স্মিথ প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব, নীতি ও আইনশাস্ত্র ছাড়াও ন্যায়নীতি নয় বরঞ্চ যোগ্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় রীতিনীতিগুলো পরীক্ষা করেন যেগুলো ঐশ্বর্য, ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের সম্পত্তি বৃদ্ধিকল্পে গণনা করা হয়। এই অভিমত

অনুসারে তিনি বাণিজ্য, অর্থ, খ্রিষ্ট ধর্মীয় ও সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর[২৪] সঙ্গে সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবেচনা করেন। এডাম স্মিথের মৌলিক ধারণাগুলো হচ্ছে, আত্মস্বার্থই সমাজের প্রাথমিক শক্তি[২৫] মানুষ প্রাকৃতিক স্বাধীনতার অধিকারী, বিশ্ব শাসিত হয় উপকারী বিধাতার ইচ্ছায় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যে যতদূর সম্ভব সরকারি হস্তক্ষেপ হ্রাস করা উচিত। দ্রব্যতত্ত্ববিদগণের বিপরীতে তিনি ধারণা পোষণ করতেন যে, ভূমির চেয়ে শ্রমই হচ্ছে ধনের প্রধান উৎস। যাহোক, তিনি দ্রব্যতত্ত্ববিদগণের সঙ্গে একথা বিশ্বাস করে একমত হন যে, সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাকৃতিক বিধানের উৎস হবে যদি কৃত্রিম মানব সৃষ্ট বিধিনিষেধগুলো অপসারিত হয়। তিনি দ্রব্যতত্ত্ববিদগণের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তববাদী এবং উৎকৃষ্টতাবাদী ছিলেন এবং যা প্রয়োজনীয় ও সুযোগ্যতার যথার্থতা খুঁজে পান, যদিও এটা প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে দ্বন্দ্বকীর্ণ হয়। এরূপে তিনি প্রকৃত দর্শন এবং সাধারণ জ্ঞান উৎকর্ষতাবাদকে একত্র করেন। মন্টেস্কুর[২৬] প্রভাব ও বস্তুর যেমন তার ওপর ও পারিপার্শ্বিকতার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব প্রদান, ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ধারণাগুলোর কিছুটা ভারসাম্য রক্ষা করে। তার বিশ্বাস মতে, কৃত্রিমভাবে বাধাগ্রস্ত না হলে মানুষ আত্মস্বার্থ দ্বারা চালিত হতো যেমন প্রাকৃতিক বিধান দ্বারা ঐশ্বরিক হস্ত ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের উত্তম ফল লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করে। স্মিথের এই মত আশাব্যঞ্জক। কোনো সময়ে সব জাতি একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে উপনীত হবে এবং বিভিন্ন শ্রেণী স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কীয় তার মতবাদ নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

স্মিথের মতে রাষ্ট্র তার কার্যাবলিকে সীমিত করবে বৈদেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা হিসেবে, আইন ও ন্যায়নীতির প্রশাসনিক কার্য হিসেবে এবং রাস্তা ও পোতাশ্রয়, বিদ্যায়তন ও গির্জার মতো কতগুলো জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী হিসেবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্যাঙ্কের নিয়মকানুন ও যুদ্ধের হার, আমদানি দ্রব্যের ওপর কর, স্বদেশ প্রস্তুত একই রকম জিনিসের ওপর কর দেশকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য খনিজ লবণ ও নৌবহরের মতো দ্রব্যের আমদানির ওপর কর এবং যদি ইংল্যান্ডীয় উৎপাদিত সামগ্রিগুলোকে বিদেশে কর দিতে হয়, তাহলে এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক শুল্ক ধার্য সংবলিত সরকারি আইনকে তিনি অনুমোদন করেন। কর্মদাতা ও কর্মচারীর সম্পর্কের মধ্যে নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তিনি অনুমতি প্রদান করেন।

যখন স্মিথের রচনা প্রকাশিত হয় তখন একটি নতুন সামাজিক বিধানের ব্যাখ্যার আবির্ভাবের মতো সময় পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল। কারণ শিল্প, দর্শন এবং রাজনীতির বাতাসে বিপ্লবের পদধ্বনি অনুরণিত হচ্ছিল। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার জন্য আন্দোলন ও একটি বিরাট অংশ জুড়ে ছিল। রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় ব্যাপারে উদারনৈতিকবাদের স্বপক্ষে যুক্তি সমানভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছিল। ফ্রান্সের দ্রব্যতত্ত্ববিদ এবং ইংল্যান্ডের স্বাধীন ব্যবসায়িগণ সহিষ্ণুতা পছন্দ করতেন। ধর্মযাজকগণ ছিলেন ভূমির মালিক। বাণিজ্যের লোকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল স্থাপিত ধর্মক্রিয়াতে অসম্মত এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বৃটিশ বাণিজ্যকে ব্যাহত করেছিল। সাধারণত গির্জা বিরোধীরা সরকারকে অবিশ্বাস করতো এবং তারা রাজসভা প্রদত্ত প্রিয়পাত্রদের একচেটিয়া ব্যবসা মঞ্জুরির বিরোধিতা করতো। তারা একা থাকতে চাইত এবং তারা বিশ্বাস করতো যে উদ্যোগী ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় ব্যবসাতে সাফল্য লাভ হয়। এটা হচ্ছে বিধাতার অনুগ্রহের একটি চিহ্ন। স্মিথের জীবদ্দশায় তার গ্রন্থ পঞ্চম সংস্করণ অতিক্রম করে। এটা কতগুলি ভাষায় অনূদিত হয় এবং সিদ্ধান্তপূর্ণভাবে আইন প্রণয়নকে প্রভাবান্বিত করে। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের প্রধান অর্থনীতিবিদগণ তার

ধারণাসমূহকে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা দেয়। কনিষ্ঠ পিট স্মিথের একজন যত্নশীল ছাত্র ছিলেন এবং তার অনেকগুলো নীতিকে (Wealth of Nations) জাতির ঐশ্বর্যের নীতিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরি করে সংশোধন করেন। ব্যবসায়ী শ্রেণীর সংরক্ষণশীলতা সত্ত্বেও তাদের অনেকেই এ বিশ্বাস আঁকড়ে ছিল যে বর্তমানে স্বর্ণ এবং রৌপ্য এবং একচেটিয়া ও সরকার নিয়ন্ত্রণের ফলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। পিট অসংখ্য অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনে সক্ষম হন। তিনি উপনিবেশগুলোর প্রতি উদারনৈতিক নীতি পছন্দ করতেন এবং তার ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধতার উদ্দেশ্য ছিল উভয়ের মধ্যেকার বাণিজ্যিক শুল্কের অবরোধকে ভগ্ন করা।

স্মিথের ধারণাগুলোর প্রসার পরবর্তী ঘটনাগুলোর দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। স্মিথ যখন লিখেন তখন শিল্প বিপ্লব প্রাথমিক স্তরে ছিল এবং তার শ্রম বিভক্তির মূল্য সম্পর্কে ধারণা এটাকে আকাঙ্ক্ষিত করে তুললো যে, ইংল্যান্ডের উচিত তার বাজার সম্প্রসারিত করা। ফ্যাক্টরি মালিকগণ সস্তায় শ্রম লাভের আশায় শস্য আইনের বিরুদ্ধে তার সরকারি হস্তক্ষেপহীন নীতিকে স্বাগতম জানায়, যা খাদ্যমূল্য ও মজুরির হার বৃদ্ধির প্রবণতা দেখিয়েছিল। আমেরিকার বিপ্লবে বিপদ দেখা দেয় যে ঔপনিবেশিক পদ্ধতির বিদ্রোহ ঘটাতে পারে; এটা অবশ্য রক্ষণশীল নীতির অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে। কারণ উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতার পরে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মধ্যে যে বাণিজ্যিক প্রসার দেখা যায় তা পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। এর ফলে একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতি ছিল প্রধানত বাণিজ্যিক এবং বাণিজ্যিকবাদ মতবাদ দ্বারাই তা যথার্থ প্রতিপন্ন হয়। যখন এই মতবাদগুলো দ্রুত বিদূরিত হলো, তখন অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে ঔপনিবেশিকগুলোকে পরিত্যাগ করলে ইংল্যান্ডের উপকার হয়। টাকার এবং এডাম স্মিথ অস্বীকার করতেন যে, বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য উপনিবেশগুলো অপরিহার্য। উৎকর্ষতাবাদী বেন্থাম এবং মিল ধারণা করতেন যে, উপনিবেশগুলো হচ্ছে ব্যয়ের উৎস এবং রাজনৈতিক দুর্নীতি ও যুদ্ধের কারণ।

স্মিথের ধারণাগুলি "ম্যানচেষ্টার মতবাদী" নামক একদল লোক বিশেষত বণিক ও কারিগর দ্বারা চালিত হয়, যাদের মধ্যে নেতা ছিলেন রিচার্ড কবডেন ও জন ব্রাইট। যদিও তারা শিশুদের রক্ষা করার জন্য ফ্যাক্টরি আইনের সমর্থন করতেন তথাপি তারা জনগণের প্রাকৃতিক স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তারা বিশ্বাস করতেন যে, শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর সরকারি বিধিনিষেধ অপকারী। তারা বিশেষত শস্য আইনকে রহিত করার জন্য আগ্রহশীল ছিল। স্মিথের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বাণিজ্যিক মতবাদের নেতৃত্ব তাদের বিরুদ্ধে একটি মূল্যায়ন প্রতিক্রিয়া ছিল এবং ইংল্যান্ডের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী ছিল। এর প্রয়োগ বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীকে আক্রমণ করে অনেক স্বার্থপর এবং বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনিষ্টের দিকে চালিত করে। শ্রম ও ব্যবসার ক্ষেত্রে আধুনিক সরকারের বিধিনিষেধের উন্নয়ন এবং সামন্ততান্ত্রিক মতবাদের উদ্ভব হচ্ছে তার নীতিসমূহের বাস্তব ফলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ[২৭]।

জনসংখ্যার মতবাদ

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের অসংখ্য লোক জনসংখ্যার[২৮] প্রশ্নে মনোযোগ দান করেন। বাণিজ্যিকবিদগণ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, ঘন জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির অথ হচ্ছে সমৃদ্ধি। ফলপ্রসূ উন্নতির বাইবেলের আদেশ থেকে অবাধভাবে উদ্ধৃতি দেয়া হতো

এবং এটা প্রায়ই পরিলক্ষিত হতো যে, ধনাঢ্য এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে অত্যন্ত জনবহুল। সরকার এবং চাকরিদাতা শ্রেণী নির্দিষ্টভাবে ঘন জনসংখ্যা পছন্দ করতেন; প্রথমোক্তটির সৈন্যদল স্ফীত করার জন্য এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে শিল্প-কারখানার জন্য সস্তা দরে শ্রমিক সরবরাহের জন্য। বৃহৎ পরিবারগুলোর জন্য অগ্রিম সেলামি দেয়া হতো, জার্মান রাষ্ট্রসমূহে শুধু বিবাহিত লোকেরা চাকরি পেত।

ফ্রান্সের কৃষকদের অবস্থা মন্টেস্কুকে জনসংখ্যা বিষয়ক কিছু আলোচনা করতে অনুপ্রাণিত করে। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে সমগ্র প্রশ্নটিকে পুনঃ পরীক্ষা করা হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে দেখা যায়, ব্যাপক জনসংখ্যার তুলনায় তাদের নির্ভরযোগ্য জমি নেই। খাদ্যের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পায় বেকারত্ব, দারিদ্র্য এবং রোগ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এ শতকের কৃষির সমৃদ্ধি নিদারুণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। কারণ বহু জনসাধারণ দেশ থেকে মহানগরীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আয়ারল্যান্ডে বিশেষ দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি টমাস রবার্ট ম্যালথাসের (১৭৬৬-১৮৩৪)[২৯] রচনার উত্থান ঘটায়, যিনি এডাম স্মিথের শিক্ষার নিরাশাবাদী প্রবণতাকে অনুসরণ করেন এবং এ ধারণা পোষণ করতেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুধু নিদারুণ অভাব ও কষ্ট আনয়ন করে।

ম্যালথাসের প্রবন্ধের আশু কারণ হচ্ছে উইলিয়াম গডউইনকৃত অনুসন্ধান নামক পুস্তকের প্রকাশ। সুশিক্ষিত নৈরাজ্যবাদের প্রতি যুক্তি প্রদর্শন করে গডউইন ধারণা করতেন যে, সরকার একটি প্রয়োজনীয় অনিষ্টকর বস্তু এবং তাই তাকে তিনি মানব জাতির সুখহীনতা ও দুরবস্থার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, সম্পদ যদি সমানভাবে বণ্টিত হতো তাহলে সকলের জন্যই প্রাচুর্য থাকতো। প্রায়ই একই সময়ে ফ্রান্সে কনডরমেট[৩০] সমান আশাবাদী অভিমত প্রকাশ করেন যে, পৃথিবী যথেষ্ট পরিমাণে জীবনধারণের সংস্থান সরবরাহ করতে সক্ষম। তিনি ধারণা পোষণ করতেন যে, বিজ্ঞান খাদ্যের সরবরাহ বর্ধিত করবে অথবা সেই যুক্তিই অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিবারণ করবে।

এর উত্তরে ম্যালথাস বলেছেন যে, সমাজে একটি আদি আইন কর্মরত রয়েছে, যাই করা হোক না কেন, চিরতরে মূল উৎপাদনের চেয়ে তা দারিদ্র্য নিবারণ করবে। তিনি বিবৃতি দিয়েছেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক গতিতে (২, ৪, ৬, ৮, ১৬, ৩২) অথচ বিশ্বের খাদ্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক গতিতে (২, ৪, ৬, ৮, ১০)-এর অর্থ হচ্ছে যে, বিশ্বের জনসংখ্যার প্রবণতা হচ্ছে প্রতিনিয়তই খাদ্য সরবরাহকে দ্রুত ছাড়িয়ে যাওয়া। বাস্তবিক পক্ষে এটা তাই করবে কিন্তু দারিদ্রতার ঘটনাগুলো উপবাস, রোগ এবং দুরবস্থা জনসংখ্যাকে দমিত রাখে। ফলস্বরূপ দারিদ্রতা থাকবেই।

ম্যালথাস জন্মনিয়ন্ত্রণ, দেশান্তর গমন, জীবন ধারণের উচ্চমান বৃদ্ধিতে সরকারের হস্তক্ষেপ এইসব সম্ভাব্য সমাধানের উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তিনি এই উপরোক্তগুলোকে দোষযুক্ত বলে বাতিল করেছেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ তখনই কার্যকরী হবে যখন মানুষ যে অবস্থায় বিশ্বাসী তার চেয়ে তার প্রজ্ঞা অধিকতর প্রসার লাভ করবে। দেশান্তর গমন নতুন দেশ উন্মুক্ত করবে ঠিকই। কিন্তু দ্বিগুণ, চতুর্গুণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি শিগগিরই খাদ্য সরবরাহকে ছাড়িয়ে যাবে, সরকারি হস্তক্ষেপ যদি জীবনযাত্রার মান সহজ করে দেয় তাহলে তা আরো জন্মবৃদ্ধির কারণ হবে, যার অর্থ "অধিক সুখের জন্য আহারের সংস্থান অথচ এর পরিমাণ সবার বেলাতেই অতি অল্প'—দাঁড়াবে। ম্যালথাস নীতিগতভাবে শেষোক্ত দুটি সমাধানের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও বিধির জন্য আনা এই নীতিগুলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে নস্যাৎ করবে।

ফলশ্রুতি হিসেবে ম্যালথাস বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারনের ক্ষুধার্ত অভাবের বিরোধিতা করেছেন; কারণ তিনি মনে করেন এদের অবস্থা হবে মর্মান্তিক। এসব কিছুর জন্য তিনি শিল্প কারখানার নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতিবিদদের বিবেককে দায়ী করেছেন, যারা তাদের চতুষ্পার্শ্বের মানুষদের দুর্দশায় অধিকতর অসুবিধার সম্মুখীন হবে। ম্যালথাসের রচনা অনেক আলোচনাকে উদ্দীপ্ত করেছে এবং তার সিদ্ধান্তকে আক্রমণ ও সমর্থন করার জন্য অসংখ্য রচনা লেখা হয়েছে। তার মতবাদ আইন প্রণয়নকে বিশেষ করে দরিদ্রদের সাহায্য এবং দেশান্তর গমন সম্পর্কিত ব্যাপারকে প্রভাবান্বিত করেছে। ডারউইনকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদের দিকে চালিত করতে এগুলো আংশিকভাবে যন্ত্রস্বরূপ ছিল। এগুলো জন স্টুয়ার্ট মিলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মতবাদকে শক্তিশালী করে, যিনি ম্যালথাসের প্রদর্শিত জনসংখ্যার মতবাদের প্রসারের জন্য তার প্রথম দিকের রচনাগুলোতে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রচার করতে গিয়ে বাধাগ্রস্ত হন এবং এই মতবাদ সমাজতন্ত্রের আসন্ন উদ্ভবের ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

পাদটীকা :

১. অন্যভাবে নির্দিষ্ট না হলে। ফ্যাসিবাদ বলতে হিটলার ও মুসোলিনীর মতবাদ বোঝানো হয়েছে।
২. উদারনৈতিকতাবাদ ও ফ্যাসিবাদের চেয়ে রুশোর কাছে কমিউনিজমের ঋণ কর্ম প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ।
৩. তাঁর *Brief Treatise on the Causes which make Gold and Silver abound in Kingdoms where there are no mines (1613).*
৪. তাঁর *Essay on Political Arithmetic* এবং তাঁর *Treatise on Taxes and Contributions (1662).*
৫. তাঁর *England's Treasure.*
৮. *Kammer* হচ্ছে একটি জায়গা যেখানে রাজকীয় আয় সংরক্ষিত করে রাখা হতো।
৯. ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে ১ম ফ্রেডারিক উইলিয়াম কয়েকটি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনৈতিক ও রাজকোষ সংক্রান্ত বিষয়ে কতকগুলো আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।
১০. *Political Discourse (1667).*
১১. *Oesterreich über Alles (1684).*
১২. *Statswritheschaff (1755).*
১৩. *First Principles of Kameral Sciences (1756).*
১৪. *E. Daise (1846)* সম্পাদিত *Physiocrates* দ্রষ্টব্য; *Physiocrats দ্রব্যতত্ত্বিদিগণের রচনার জন্য।*
১৫. *The Essay upon the Nature of Commerce in General (1755)*
১৬. অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সের চিন্তাধারায় একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তারা চীনা সংস্কৃতি সম্পর্কে উচ্চ সমর্থনীয় মনোভাব পোষণ করতেন। দ্রব্যতত্ত্ববিদগণের ধারণায় কৃষি শাসন ব্যবস্থার স্থিতি ও শান্তিবাদী নীতি একত্র হয়েছিল বলে মনে হয়। ফরাসি নীতিবাদিগণও চীনকে মডেল হিসেবে ধারণা করতেন। চীনাদের সম্পর্কে অনেক ভ্রান্তি মন্টেস্কু দ্বারা উদঘাটিত হয়।
১৭. তিনি *Les grains* এবং *Les Fermier in the Encyclopedie* এবং *Tableau economical (1754)* এবং *Le Droit Naturel (1965)*-এর ওপর প্রবন্ধ রচনা করেন।
১৮. তিনি *Sir Josiah Child*-এর ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং টার্গটের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন।
১৯. তাঁর *L'ordre naturel et essential des Societes politiques (1765).*
২০. তাঁর *Eulogy of Gourney (1760)* এবং তাঁর *Reflections Sur Formation et la distribution des Richesses (1766).*
২১. তাঁর *Origine et progress d une science Nouvelle,* এবং তাঁর *Physiocratic, ou constitution essential du government le plus advantageux an genre humain (1768),* দ্রষ্টব্য।

২২. *The Wealth of Nations (1776),* তাঁর Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms.

২৩. টাকের আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার স্বীকৃতিস্বরূপ ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের ঐক্যের পক্ষে ওকালতি করেন। তিনি জাতিগুলোর মধ্যে বিরোধিতার চেয়ে অর্থনৈতিক স্বার্থের ঐক্যে বিশ্বাস করতেন।

২৪. *Works, Vol. X, P-12 Dugalt Stewart* সংস্করণ।

২৫. তাঁর ধারণা *Helvetius*-এর রচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। *De l' Espirit (1758).*

২৬. তাঁর শেষ বছরগুলোতে *Smith Espirit des Lois*-এর ওপর টীকা লিখতেন বলে কথিত হয়।

২৭. এ বিষয়টি পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে।

২৮. দৃষ্টান্তস্বরূপ *Davenant, Child, Hume* (তাঁর *Essay on the Populousness of Ancient Nations, (1752)* এবং জার্মান অর্থনীতিবিদ *Sussmilch এবং Sonnenfels* তাঁর *Essay on Population* দ্রষ্টব্য। (এটি ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে অজ্ঞাতনামে প্রকাশিত হয়; পরবর্তী সংস্করণগুলোতে বর্ধিত করা হয়েছে।

২৯. তাঁর *Esquisse d'un Tableau historique des progres de l' Espirit humain (1794)*

গ্রন্থপঞ্জি :

Beard, C.A., *The Economic Basis of Politics* (New York, Knopf, 1934).

Boner, James, *Malthus and His Work* (London, Macmillan, 1885).

Brailsford, H.N., *Shelley, Godwin and Their Circle* (New York, Holt, n.d).

Buck, P.W., *The Politics of Mercantilism* (New York, Holt, 1942).

Cole, C.W., *French Mercantilism, 1683-1700* (New York, Columbia Univ. Press, 1943).

Ginzberg, Eli, *The House of Adam Smith* (New York, Columbia Univ. Press, 1943).

Gooch, G. P., *Political Thought in England from Bacon to Halifax* (London, T. Butterworth, 1937), Chap. 11.

Johnson, E.A.J., *Predecessrs of Adam Smith* (New York, Prentice-Hall; 1937).

Laski, H.J., *Political Thought in England from Locke to Bentham* (New York, Holt, 1920) Chap. 7.

Russell, Bertrand, *Freedom versus Organization* (New York, Norton 1934)

Schuyler, R.L., *"The Rise of Anti-Imperialism in England, 1760-1830)". Political Science Quarterly,* Vol. 37 (September, 1932).

Weulersse, Georges, *Les Physiocrates* (Paris, Doin, 1931).

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতকের অন্তকালের নীতিবাদী ও আইনজ্ঞগণ

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের অবস্থা

১৭৬৩ সালে সাত বছরের যুদ্ধের অবসান ঘটে, যাতে ইংল্যান্ড প্রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ফ্রান্স এবং তার মিত্র অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে। এ যুগের ফলস্বরূপ ফ্রান্স ইংল্যান্ডের কাছে তার সাম্রাজ্য হারায়, যা তার ঔপনিবেশিকগণ সেন্ট লরেন্স ও মিসিসিপিতে নির্মাণ করছিল এবং তার ভারত জয়ের আশাও পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অধিকন্তু ফরাসি রাজতন্ত্র অস্ট্রীয় হেপস্ বার্গদের সঙ্গে স্বজনপ্রিয় মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ব্যাপকভাবে যুদ্ধের জন্য ঋণগ্রস্থ হয়, যার ফলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা সামাজিক অসুবিধাগুলোকে ত্বরান্বিত করে বিপ্লবের দিকে চালিত করে। মন্টেস্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদ, ফরাসি পার্লামেন্ট অথবা উচ্চতর আইন-আদালতের দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে, যা প্রায়শই রাজার মন্ত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি করতো, তা রাজার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য তাদের দাবিকে ঠেলে দেয়। যা হোক, তারা অবশেষে ১৭৭১ সালে অবদমিত হয়েছিল এবং চরম ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত ফরাসি সম্রাট স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার সঙ্গে রাজত্ব করেন।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ড বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লাভ করে এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সমুদ্রের রক্ষক ও বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপনিবেশিক শক্তি হয়ে ওঠে। যা হোক, তৃতীয় জর্জের সিংহাসনে আরোহণ (১৭৬০) একটি আরো অধিক স্বাধীন রাজকীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর বর্ধিত গুরুত্ব লোপ করার প্রচেষ্টা দ্বারা চিহ্নিত হয়ে আছে। এই প্রচেষ্টার ফলে দলীয় বিবাদ উদ্দীপিত হয়ে ওঠে এবং ইংল্যান্ডীয় পদ্ধতির প্রকৃতি ও মূল্যবোধ পুনঃপরীক্ষা করা হয়। ঔপনিবেশিক নীতির দিক দিয়ে নৌআইনকে কার্যকরী করার ব্যাপক প্রচেষ্টা এবং ঔপনিবেশিকদের নিকট কানাডীয় প্রদেশগুলোকে হস্তান্তর ও এগুলোকে জয় করার আংশিক ব্যয়ভার বহন করার জন্য আমেরিকানদের বাধ্য করার ফলে আমেরিকান বিপ্লবের সূচনা হয়।

প্রাশিয়া সুদৃঢ়বদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তার শাসক ও মহানুভব ফ্রেডারিক সে যুগের সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাচারীদের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত ছিলেন এবং এদের মধ্যে ছিলেন রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিন, অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় জোসেফ ও স্পেনের তৃতীয় চার্লস। এই শাসকগণ দ্রব্যতত্ত্ববিদগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপদেশ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে সুদূরপ্রসারী অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন করেন। ভূম্যাধিকারীর মর্যাদাকে অধিক সহনশীল করা হয়েছিল, ব্যবসা ও শিল্পকে অনেক ভারবাহী বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল এবং অভিজাতবর্গ ও যাজক সম্প্রদায়ের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাকে কমানো হয়েছিল। বুদ্ধিজীবী জীবনের ওপর গির্জার নিয়ন্ত্রণকে আক্রমণ করা হয় এবং পোপের

প্রভাব ও জীবনযাত্রায় জেসুইট বা খ্রিষ্টান পাদ্রিদের কার্যকলাপকে হ্রাস করা হয়।

"জ্ঞানালোক" প্রদান করার জন্য যুক্তিবাদী দার্শনিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা রাজাদের জন্য জনপ্রিয় ছিল। এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয়তত্ত্ববিদগণ সরকারের ওপর কার্যকরীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। পঞ্চদশ লুইয়ের অধীনে টার্ডাট অর্থমন্ত্রী হন এবং কিছু সময়ের জন্য দ্রব্যতত্ত্ববিদগণের নীতিসমূহ কার্যকরী করার জন্য তাকে সুযোগ দেয়া হয়। মহানুভব ফ্রেডারিকের রাজসভায় ভলটেয়ারকে আমন্ত্রণ করা হয়। কর্নিকা এবং পোল্যান্ডের[১] অসুবিধাসঙ্কুল রাজনৈতিক সমস্যার ওপর উপদেশ প্রদানের জন্য রুশোকে প্রয়োগ করা হয়। তাঁর রাজ্যের প্রস্তাবিত আইনবিধি তৈরির উপদেশ প্রদানের জন্য মার্সয়ের দ্য লা রিভিয়েরাকে রাশিয়ার রাণি ক্যাথারিন আহ্বান করেন যিনি আইনের ওপর বেকোরিয়ার গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং দ্বিতীয় জোসেফ ও টার্গটের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। মিলানের বেকোরিয়া ও নেপালের ফিলানগিরি ছিলেন প্রচারবিদ, যারা সরকারের ওপর বাস্তব প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। যদিও মন্টেস্কুর নীতিসমূহ সামাজিক সংস্কার আনয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যাবলির স্বতন্ত্রীকরণের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাচারী শাসকদলের কাছে খুব কম আদ্রিত হয়। তারা তাদের রাজ্যে কোনোরূপ রাষ্ট্রীয় পুনঃসংগঠন ব্যতিরেকে তাদের নীতিসমূহ কার্যকরী করা পছন্দ করতেন এবং ফরাসি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিনিধিত্বমূলক পার্লামেন্টের জন্য কোনো আন্দোলনের উদ্ভব হয় নি।

পরবর্তী অষ্টাদশ শতকের বৈদেশিক নীতিতে খুব কমই শিক্ষার আলোকের চিহ্ন অথবা প্রাকৃতিক ন্যায়পরায়ণতার আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে, যার নিচে আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি রয়েছে বলে মনে করা হতো। ইংল্যান্ডে নৌচলাচল সংক্রান্ত ভাঁওতা দ্বারা উদ্ভূত সমুদ্রের ওপর নিরপেক্ষ অধিকারের প্রশ্ন কিছুটা বিবেচনা লাভ করেছিল[২]। কিন্তু সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক আইনের কোনো উন্নতি হয় নি। সে সময়কার বংশানুক্রমিক কূটনীতি ছিল শঠতাপূর্ণ এবং জাতীয় সুবিধা আনয়নের জন্য অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীকে দুর্বল করার জন্য যে-কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। সামান্য কারণেই দীর্ঘস্থায়ী ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হতো এবং যখনই দেশের স্বার্থ উদ্ভূত হয়ে দাবি করতো তখনই সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করা হতো। সমগ্র রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যেগুলো সম্রাটের আদিম বিধানের নিশ্চয়তা প্রদান করতো তাদের মধ্যে একমাত্র ইংল্যান্ডেই স্বীয় স্বার্থের উদ্দেশ্যে বিশ্বাস রক্ষা করেছিল। মহানুভব ফ্রেডারিক কর্তৃক মাইলেসিয়া অধিকার এবং পোল্যান্ডের বিভক্তি এ যুগের মেকিয়াভেলির কূটনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল।

পরবর্তী অষ্টাদশ শতকের রাষ্ট্রীয় দর্শন সাধারণত আশবাদী ভাবধারা দ্বারা চিহ্নিত ছিল। এটা বিশ্বাস করতো যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনিষ্টকর বস্তুগুলি মানবিক যুক্তির প্রয়োগ দ্বারা বিদূরিত করা যায় এবং প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে এর ওষুধ আবিষ্কার করা যাবে ও আদিম নীতিগুলো আবিষ্কার করা যাবে এবং সমগ্র সামাজিক ঘটনাসমূহের মধ্যে প্রয়োগ করা যাবে। বিস্তৃত আইন সংক্রান্ত বিধি এ বিশ্বাসে প্রস্তুত করা হয়েছিল যে, সার্থক ও স্থায়ী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হবে। সরল এবং সমালোচনাহীন সূত্রসমূহ মানুষের মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। দ্রব্যতত্ত্ববিদগণের একক কর পদ্ধতি, তাদের Laissez faire বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মতবাদ, স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। একমাত্র মন্টেস্ক মানবীয় বিষয়সমূহের জটিলতা এবং বিশ্বজনীন নীতির তৈরি ও প্রয়োগের অসুবিধা উপলব্ধি করে প্রায় একাকী রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। মানব সরলতা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনরাকৃতিদানের যৌক্তিকতার ওপর বিশ্বাস সম্ভবত পুরনো গোলমাল দূরীকরণে প্রয়োজনীয়

হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পর একটি নতুন পদ্ধতি নির্মাণের দুরূহ কার্য প্রাকৃতিক আইন দার্শনিকদের মতবাদসমূহ দ্বারা অতিরঞ্জিত হয়েছিল।

ফরাসি সামাজিক ও নৈতিক দর্শন

রুশো এবং ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় মতবাদ প্রধানত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কার বিষয়ক ছিল। যে সমস্ত প্রস্তাব করা হয়েছিল তার অধিকাংশই ছিল প্রকৃতিগত দিক দিয়ে বিশেষভাবে নির্বাচিত। দ্রব্যতত্ত্ববিদগণ উৎপাদন ও ধনের ব্যবহার নির্ধারণের অবস্থার মধ্যে প্রধান অসুবিধা প্রত্যক্ষ করেন। তাদের প্রতিকার ছিল কৃষি উন্নয়ন, ভূমির ওপর একক কর, ব্যবসার ওপর অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতার উচ্ছেদ এবং সাধারণ Laissez faire বা সরকারি স্বল্প হস্তক্ষেপ নীতি যা প্রাকৃতিক আইনকে কার্যকরী করতে সক্ষম হতো। অন্য লেখকগণ যেমন মুরেলি এবং এ্যাবি ম্যাবলি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে প্রধান অনিষ্টকর বস্তু বলে প্রত্যক্ষ করেন বিশেষত ভূমির মালিকানা সত্ত্বেও এবং সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন।

মুরেলি, যার জীবন ও রচনা সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়, তিনি কাল্পনিক কাহিনীর মাধ্যমে[৩] ও তাঁর গ্রন্থে[৪] বিশ্লেষণ ও দার্শনিকমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে আধুনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট অগ্রগতি সাধন করেন। তিনি বোঁরোবো রাজতন্ত্রের পতন সম্পর্কে এবং সামন্ততান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধামুক্ত একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি সম্পত্তির অসাম্যকে আক্রমণ করেন এবং সাধারণ সম্পত্তি বিভক্তির সমর্থন করেন। তার চিন্তাধারা ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক মতবাদসমূহে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

গ্যাব্রিয়েল দা ম্যাবলি (১৭০৯-১৭৮৫)[৫] রুশোর ধারণাগুলোকে বর্ধিত করেন এই বিশ্বাস করে যে, সম্পত্তির অধিকারিগণ দ্বারা ধনের অসাম্য ও ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায়ের উৎস। প্রাকৃতিক দিক দিয়ে মানুষ অপরিহার্যভাবে সমান। যদি মানুষের সমান প্রয়োজন এবং একই মানসিক শক্তি থাকে তাহলে তাকে সমান প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। অসাম্য হচ্ছে মন্দ আইনের ফল বিশেষত যারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি মঞ্জুর করেছে। যথার্থ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এর প্রতিকার লাভ হবে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতরভাবে উত্তম যুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা এবং অনুপ্রাণিত জ্ঞানী আইন প্রণেতাগণ দ্বারা, তৈরি আইন বিধির দ্বারা। ম্যাবলি স্পার্টাও রোমের[৬] প্রশংসা করেছেন এবং তিনি তার রচনাকে সলোন, লাইকারগাস এবং কাটোর আইনের বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট ব্যক্ত করেন। তাদের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার এবং বিশেষত ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তার মতবাদগুলোকে প্রভাবান্বিত করেছে। ম্যাবলি তার সময়কার মেকিয়াভেলীয় কার্যরীতির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রশ্ন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাগ অগ্রসর অভিমত পোষণ করতেন। তিনি মানবতার প্রতি প্রেম, চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং নৌযুদ্ধ[৭] ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে মুক্তিদানের কথা সমর্থন করতেন। বিশ্বকোষবিদগণ এবং রুশোর দ্বারা গুরুত্ব আরোপিত ও মুরেলি ও ম্যাবলি দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রাকৃতিক অধিকার মানবীয় সাম্যের ধারণাগুলো সাম্যবাদী ধরনের ফরাসি সমাজতন্ত্রের দিকে চালিত করে।

অন্যান্য ফরাসি লেখক যেমন হেল্‌ভেটিয়াস হোলবাক প্রচলিত নৈতিক ও ধর্মীয় ধারণাগুলোকে আক্রমণ করেন, রাজসভায় খ্রিষ্টধর্মচারীদের প্রভাবের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং হিতবাদীদের ন্যায় নীতি ও নাস্তিকতার নীতিগুলিকে সম্মুখবর্তী করেন। তারা রুশোর আবেগপ্রবণতার বিরোধিতা

করেন এবং তাদের মতবাদগুলোকে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত করার জন্য হবস এবং লকের ঐতিহ্য অনুসরণ করেন। ক্লড হেল্‌ভেটিয়াস (১৭১৫-১৭৭১)[৮] আত্ম অহংবাদকে মানুষের কার্যকলাপের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে এবং নৈতিকতার মানদণ্ডরূপে প্রেমের আনন্দ ও বেদনার ওপর ভিত্তিতে আত্মস্বার্থকে তৈরি করেছেন। জনকল্যাণের মধ্যে আত্মস্বার্থকে প্রত্যক্ষ করাই একজন মানুষকে নীতিবাদী করে তোলার জন্য একমাত্র পথ এবং তা পুরস্কার এবং শাস্তি প্রদানসুলভ আইন প্রয়োগ দ্বারাই করা সম্ভব। অনুরূপে নৈতিকতার বিজ্ঞান হয়েছে আইন প্রণয়নের বিজ্ঞান এবং এইটেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম সরকার যা অধিকমাত্রায় সুখ অর্জন করেছে।

হেল্‌ভেটিয়াস ধারণা করতেন, প্রত্যেক মানুষই বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে প্রকৃতিগতভাবেই সমান এবং তিনি জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন করেন। সমস্ত সরকারই ক্ষমতা ভালোবাসে এবং তাঁরা স্বভাবতই স্বেচ্ছাচারী; সেইটেই শ্রেষ্ঠ সরকার যাতে কর্তৃপক্ষের দ্বারা শ্রেষ্ঠতম সুশিক্ষিত আলোকপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শিত হয়েছে। হেলভেটিয়াস প্রাশিয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার বিদগ্ধ স্বেচ্ছাচারীদের প্রচেষ্টাগুলোকে অনুমোদন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একজন মানুষের পাপ পুণ্য তার পারিপার্শ্বিক আইনের ফলশ্রুতি এবং তাই তিনি ফ্রান্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতিতে আমূল সংস্কার দাবি করেন। তাঁর হিতবাদী ধারণাগুলো পরবর্তী বেন্থামের মতবাদে প্রভাব বিস্তার করে। বাক্কেরিয়া বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার দণ্ডবিধি আইনের সংস্কারের প্রচেষ্টায় হেলভেটিয়াস দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

ব্যরন পল দ্য হল্‌বাক (১৭২৩-১৭৮৯)[৯] একজন জার্মান উদ্ভূত ফরাসি দার্শনিক। তিনি বিভিন্ন বিশ্বকোষবিদ এবং রুশোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং হেলভেটিয়াস ও লকের অন্যান্য ফরাসি শিষ্যদের ধারণাগুলোকে আরো অধিক দূর অগ্রসর করেন। মানুষের সকল অনিষ্টের উৎস হিসেবে তিনি ধর্মকে আক্রমণ করেন এবং একটি শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা বিকল্প ব্যবস্থা আশা করতেন, যা সুশিক্ষিত আত্মস্বার্থকে উন্নতি করবে এবং বিশ্বাস করতেন যে, বিজ্ঞানের অধ্যয়ন মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবে। হল্‌বাচ রুশোর 'মহৎ বর্বরদের' উপহাস করেন কিন্তু তার সামাজিক চুক্তি ও সাধারণ ইচ্ছার ধারণাকে এ ধারণা পোষণ করে গ্রহণ করেন যে, সর্বাধিক সংখ্যার সর্বাধিক কল্যাণ অর্জন নিমিত্ত চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র স্থায়ী হয়েছে এবং তা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদানে। শাসক ও নাগরিকগণের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে একটি চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি লককে অনুসরণ করেন এবং এ ধারণা পোষণ করেন যে, নাগরিকগণ কর্তৃপক্ষকে অনুসরণ করেন এবং ধারণা পোষণ করেন যে, নাগরিকগণ কর্তৃপক্ষকে আনুগত্য প্রদান করতে বিরত হবে, যদি কর্তৃপক্ষ জনকল্যাণ বিধানে ব্যর্থ হয়। তিনি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে মন্টেস্কুর মতবাদকে অনুসরণ করেন যে, সরকারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কর্তৃত্ব বিতরণ হওয়া উচিত।

হল্‌বাক বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত অস্তিত্ব সম্পন্ন সরকার এমনকি উচ্চ প্রশংসিত ইংল্যান্ডীয় পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ। কারণ এটি বলপ্রয়োগ ও অজ্ঞতার ওপর ভিত্তিশীল। বুদ্ধি সম্পন্ন অভিমতের প্রদর্শিত নির্দেশ দ্বারা তিনি প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের অধীনে প্রত্যাবর্তনের জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। পৌরাণিক প্রতিষ্ঠান ও প্রাচীন আইনকানুন অবশ্যই যুক্তি ও ন্যায়নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পুনঃস্থাপিত হবে। মানুষের প্রকৃতি ও কার্যাবলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে যে প্রতিষ্ঠান ও আইনের অধীনে বাস করে তার দ্বারাই নির্ধারিত

হয়। একথা বিশ্বাস করে তিনি ধারণা করতেন যে, অন্যায় ও অসাম্য হচ্ছে কৃত্রিম ও যুক্তিহীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির ফল। সুষ্ঠু যুক্তি অনুযায়ী উৎকর্ষতাই হচ্ছে এ পদ্ধতির কষ্টিপাথর। সাধারণত সরকারের ওপর তার তীব্র আক্রমণ, মৌলিক সংস্কারের জন্য তার উগ্র যুক্তি, তৎসঙ্গে তার অনুসৃত লকের দর্শনে, হলবাচ বিপ্লবের ধারণারই সঙ্কেত জ্ঞাপন করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের লেখকগণ যারা ফ্রান্সে সংস্কারের জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তারা প্রধানত চার দলে বিভক্ত। শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশের উদারনৈতিক চিন্তাবিদদের প্রতিনিধিত্ব করেন মন্টেস্কু, ডি আর্গেনাস এবং ভলটেয়ার যারা পদ্ধতির দিক দিয়ে ছিলেন ঐতিহাসিক, তারা ইংল্যান্ডীয় পদ্ধতিকে প্রতিকৃতিস্বরূপ দেখেছেন এবং লক্ষ্যের দিক দিয়ে তারা ছিলেন মধ্যপন্থাবলম্বী। দ্বিতীয় দার্শনিক মতাবলম্বীদের মধ্যে রুশো, ডিডেরট, হেলভেটিয়াস এবং হলবাচ হচ্ছেন প্রধান সংজ্ঞাবিদ, যারা প্রচলিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অসহিষ্ণু মতবাদী ছিলেন। এটা অবরোহ পদ্ধতির প্রয়োগ করে এবং একটি যথার্থ রাষ্ট্র গঠনে বিশুদ্ধ যুক্তির ওপর নির্ভর করে। দ্রব্যতত্ত্ববিদগণ, যাদের মধ্যে কুইসনে ও লা-রিভিয়েরা বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন, রাজতন্ত্রবাদী হলেও তারা অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতি যুক্তি প্রদর্শন করেন। বৈপ্লবিক মতবাদীদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ম্যাবলি ও কনডরসেট, যারা গণতন্ত্রের প্রস্তাবকে গ্রহণ করেন এবং যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিপ্লবের প্রয়োজন। যাহোক, সকলেই সম্মত হন যে, মানুষের সকলেরই প্রাকৃতিক অধিকার রয়েছে এবং এটাই উদার নৈতিকতাদের অকল্পিত মূলসূত্র এবং বিপ্লবের প্রধান মতবাদ।

ইতালীয় আইনজ্ঞগণ

সময়োচিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারে মন্টেস্কুর ভাবধারা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে দু'জন ইতালীয় আইনজ্ঞ দ্বারা চমৎকার গ্রন্থ লিখিত হয়। ইউরোপের সর্বত্র ফৌজদারি আইন ছিল পৌরাণিকপন্থী, অপরাধীদের বিচার ছিল নিন্দাপূর্ণভাবে অন্যায় এবং শাস্তি ছিল অবিশ্বাস্যভাবে নিষ্ঠুর। সংবাদবাহকদের পুরস্কৃত করা হতো এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রমাণই যথেষ্ট ছিল। স্বীকারোক্তির জন্য অত্যাচার করা হতো এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দান করা হতো। এমনকি ইংল্যান্ডের যেখানে ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভালো পদ্ধতি ছিল, ব্লাকস্টোন সেখানেও দেখেছেন যে, স্বল্প অন্যায়ের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হতো।

ইতালীয় আইনশাস্ত্রবিদ সিসারিও ব্যাক্কেরিয়া (১৭৩৫-১৭৯৪) মন্টেস্কু অধ্যয়ন থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নে তার উৎসাহ খুঁজে পান। তার প্রথম প্রকাশিত রচনা হচ্ছে মিলানীয় রাষ্ট্রে মুদ্রার প্রতিকারের প্রস্তাব রচনা, শাস্তি ও অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছে।[১০] এতে তিনি প্রকাশ্য বিচারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং অত্যাচার ও গোপন অভিযুক্তিকে প্রকাশ্য নিন্দা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শাস্তি স্বল্প কর্কশ ও অধিক নিশ্চিত হওয়া উচিত এবং তিনি মৃত্যুদণ্ডের উচ্ছেদ সমর্থন করেন। তিনি ধারণা করতেন, সমস্ত ধরনের লোককেই সমানভাবে দেখা উচিত কারণ শাস্তিস্বরূপ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এটা পরিবারের নির্দোষ লোকদের কষ্ট দুর্দশা আনয়ন করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, অপরাধের শাস্তির চেয়ে অপরাধ নিবারণ অনেক বেশি জরুরি এবং তা উত্তমভাবে সম্পন্ন হতে পারে। আইনকে পরিষ্কারভাবে তৈরি করে শাস্তি প্রদানকে নিশ্চিতভাবে তৈরি করে এবং বিশেষ করে শিক্ষার মাধ্যমে আলোক প্রসার করে।

তার ধারণার সাধারণ ভিত্তি হিসেবে ব্যাক্কেরিয়া প্রচলিত বিশ্বাসকে গ্রহণ করে দেখিয়েছেন যে, আত্মস্বার্থই মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য কারণ প্রকৃতিগতভাবে মানুষ স্বাধীন, স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই তারা একটি নাগরিক সমাজে একত্রীভূত হয়েছে এবং আইন প্রণয়নের লক্ষ্য হচ্ছে অধিকসংখ্যক মানুষের জন্য অধিক মাত্রায় কল্যাণ অর্জন করা। জনকল্যাণ হচ্ছে ব্যক্তি কল্যাণেরই সমষ্টি অর্থাৎ তা হচ্ছে অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণ। অতএব আইন এবং শাস্তি কেবল এখানেই যথার্থ হয়, রাষ্ট্রের নির্বাহের জন্য যতটুক প্রয়োজন এবং বুদ্ধির যুক্তির দ্বারা যা রূপ দেয়া হয়। ব্যাক্কেরিয়ার ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বিভিন্ন ভাষার অনূদিত হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় দণ্ডবিধি আইনের সংস্কার সাধন করে। তার ধারণাসমূহ জন হাওয়ার্ডের[১১] পরবর্তী রচনাসমূহও ইংল্যান্ডের বেন্থামকেও প্রভাবান্বিত করে।

ইতালীয় আইন শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং প্রচারবিদ গিতানু ফিলানগিরি (১৭৫২-১৭৮৮)[১২] একজন অকুণ্ঠ সংস্কারক ছিলেন এবং তিনি তার সময়কার ত্রুটিবিচ্যুতিকে তীব্রভাবে নিন্দা করেন। তিনি তার অধিকাংশ ধারণাগুলো মন্টেস্কু থেকে গ্রহণ করেন। মন্টেস্কু আইনের তেজস্বীতার ওপর জোর দিয়েছেন। ফিলানগিরির লক্ষ্য ছিল যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আইনের যথার্থ বিষয়সূচি তৈরি করা। তিনি আশাবাদীধারণা পোষণ করতেন যে, ইউরোপ একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থার পৌঁছুবে, ব্যক্তিস্বাধীনতা নিরাপদ এবং শিল্প, বাণিজ্য এবং ললিতকলার উন্নয়ন জাতিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলবে। এইভাবে একটি বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক আইন প্রণয়নের জন্যও সময় হয়ে উঠেছিল।

তাঁর অসমাপ্ত রচনাপূর্ণ প্রথম পুস্তকটি আইন প্রণয়ন কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত এই বিধি আলোচনা করে। দ্বিতীয় পুস্তকটিতে অসীমাবদ্ধ স্বাধীন বাণিজ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় প্রতিবন্ধকতার উচ্ছেদ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক প্রশ্নে মনোযোগ দেয়া হয়। তৃতীয় পুস্তকটি ফৌজদারি আইনের নীতি সম্পর্কে এবং চতুর্থ পুস্তকটি শিক্ষা ও নীতি সম্পকে আলোচনা করে। ফিলানগিরি তার দণ্ডবিধি আইন ও রীতি পদ্ধতির ধারণাসমূহ ব্যাক্কেরিয়া থেকে গ্রহণ করেন। সরকারের মতবাদের পত্রে তিনি মন্টেস্কুকে অনুসরণ করতে গিয়ে ইংরেজি পদ্ধতির ব্যাপারে কিছুটা সমালোচনাশীল ছিলেন। তৃতীয় জর্জের অধীনে দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মার্কিন বিপ্লব ইংরেজি ভাবধারার প্রতি তার উৎসাহকে ভগ্নোৎসাহ করে এবং আমেরিকার সরকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি তার মনোযোগ আকৃষ্ট করে, যেখানে জীবনের সরলতা দার্শনিকদের প্রাকৃতিক রাজ্যের দিকে অগ্রসর করেছিল। ফিলানগিরি উইলিয়াম পেনের একজন বড় ভক্ত হলেন এবং লাইকাস ও সলোনের সঙ্গে তাকে তুলনা করেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, নতুন আমেরিকান জাতির প্রকৃতি ও সম্পদ তাকে ইউরোপ থেকে স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে সক্ষম করে তুলবে।

ইংল্যান্ডীয় আইন ও নীতিগত দর্শন

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংল্যান্ডীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা দিতে থাকে। ওয়ালপোলের যুগের সন্তুষ্টি বিশেষত তৃতীয় জর্জের সিংহাসন আরোহণের পর অস্পষ্ট হয়ে আসতে থাকে। ফরাসি প্রভাব অনুভূত হতে থাকে ভলটেয়ার, মন্টেস্কু ও রুশোর দ্বারা এবং ইংল্যন্ডীয় ও ফরাসি সরকার পদ্ধতির মধ্যে তুলনার দ্বারা ইংল্যান্ডীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করা হতে থাকে। মন্টেস্কু নির্দিষ্টভাবে তার প্রতি ঐতিহাসিক পদ্ধতির দ্বারা, সামাজিক পরিবর্তনের পদ্ধতি হিসেবে আইন প্রণয়নের

ওপর এবং স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব ও চিন্তাধারার প্রতি একটি উদ্যম প্রয়োগ করেন, যা বার্ক এবং বেন্থামকে চালিত করেছিল। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রতিভার প্রশংসা এবং এর অত্যাবশ্যকীয় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ইংরেজ লেখকদেরকে তাদের সরকার পদ্ধতিকে পরীক্ষা করার দিকে চালিত করে এবং ব্ল্যাকস্টোন এবং সুইস আইনজ্ঞ ডি, ললমের রচনায় ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। সে কালের ইংল্যান্ডে রুশোর অতি প্রত্যক্ষ ধারণাগুলোকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়। যাহোক, লকের শিষ্য রুশোর এবং তার কতগুলো সংস্কারের ধারণা অবশেষে প্রিস্টলি এবং প্রাইস দ্বারা বিভিন্ন শব্দে উন্নীত হয়। সে সময়ে ব্লাকস্টোনের আশাবাদ এবং বার্কের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিরক্ষার উৎস হিসেবে কাজ করে এবং বৃটিশ চিন্তাধারার একটি নতুন যুগের সূচনা হয়।

ক্রমবর্ধিষ্ণু অসন্তোষের মনোভাব জন ব্রাউন (১৭১৫-১৭৬৬)[১৩] নামক একজন পাদ্রির রচনায় ব্যক্ত হয়ে ওঠে। তিনি প্রচলিত বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার প্রতি অভিযোগ করে তার সময়কার রাজনীতি, চিরাচরিত প্রথা ও আচার পদ্ধতিকে আক্রমণ করেন। তিনি ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রকে কার্থেজ এবং রোমের পতনের পূর্বেকার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক প্রসারই হচ্ছে তার পতনের একটি উপসর্গ এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, প্রাকৃতিক সারল্য পুনরুদ্ধার হলে ফ্রান্সের হাতে তার ধ্বংস অনিবার্য। ইংল্যান্ডের স্বাধীনতার সঙ্কেত তিনি কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া ও জাতির মেজাজের মধ্যে খুঁজে পান। জনপ্রিয় সরকারের প্রতি তার কোনো আস্থা ছিল না। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিকার ছিল বলিংব্রুকের Patriot King (দেশপ্রেমিক রাজা) এবং একজন মহানুভব রাজনীতিজ্ঞের সুশিক্ষিত প্রজ্ঞার ওপর নির্ভর করা। এ পদের জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ পিটকেই যথোপযুক্ত বলে বিশ্বাস করতেন।

একই সময়ে হিউমের ধারণাগুলো স্কচ দার্শনিকদের দ্বারা অগ্রসর লাভ করে এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এডাম ফারগুসনের (১৭২৩-১৮১৬)[১৪] রচনায় ফলবতী হয়ে ওঠে। ফারগুসনের রচনায় মৌলিকত্ব খুব কমই ছিল; কিন্তু তার সাহিত্যিক কলাকৌশল এবং অন্যের ধারণাগুলোর ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তার রচনাকে অপরিসীম জনপ্রিয় করে তোলে। মন্টেস্কু ছাড়াও হিউম ও এডাম স্মিথের রচনাবলিকে প্রধানত ব্যাখ্যা করা হয়। ফারগুসন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, প্রাকৃতিক রাষ্ট্রবিষয়ক সহজ সাধারণীকরণ এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্যার সহজ সমাধান করা বিপজ্জনক। তিনি ধারণ পোষণ করতেন যে, সভ্যতার গতিপথ সুনির্দিষ্ট অথচ জটিল নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং যে বিভিন্ন নমনীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্ভব ঘটে সেগুলো সমানভাবেই স্বাভাবিক। যুক্তি নয়, সহজাত জ্ঞান ও অভ্যাস সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সৃষ্টি করেছে, সুচিন্তিত উদ্দেশ্য এতে কমই কার্যকরী হয়েছে। অবশ্যম্ভাবী ঘটনাগুলোর গতিপথ নিয়ন্ত্রণে, আইন প্রণয়ন অতএব অবশম্ভাবী ঘটনার স্বল্পই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। রাষ্ট্র চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নি যদিও বুদ্ধিবৃদ্ধির ক্রমবৃদ্ধিতে সম্মতি অধিকতর প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

মানবজাতির স্বাভাবিক এবং আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র হচ্ছে স্থায়িত্ব ও শান্তিময়তা—ফারগুসেন রুশোর এ মতবাদকে বিশেষভাবে নিন্দা করেন। তিনি মনে করতেন, বিরোধিতা এবং দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক ও উপকারী। রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, এমন কি আন্তর্জাতিক যুদ্ধে প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীনতা "রক্ষিত হয় গতানুগতিক পার্থক্য ও সংখ্যার বিরোধিতা দ্বারা।" আত্মস্বার্থ হচ্ছে ব্যক্তি এবং জাতির নিয়ন্ত্রণকারী উদ্দেশ্য। ফারগুসন বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং একই সঙ্গে স্বাধীনতার ওপর

যত্নপূর্বক নিষেধ আরোপ করতে হবে, যাতে সাম্যের অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে। স্বৈরাচারতন্ত্র ও জনপ্রিয় গণতন্ত্র উভয়ই অনাকাঙ্ক্ষিক রক্ষণশীল ও কিছুটা নৈরাশ্যবাদী ফারগুসন যে-কোনো ধরনের চরম ভাবাপন্ন আদর্শকে অপছন্দ করতেন এবং সংস্কারের দর্শন ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতি তার খুব কমই সহানুভূতি ছিল।

বৃটিশ পদ্ধতির আশাবাদীর ঐতিহ্যের মহিমা স্যার উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোনের (১৭২৩-১৭৮০)[১০] রচনায় অব্যাহত ছিল। পুফেনডরফ, লক এবং মন্টেস্কু থেকে প্রধানত গৃহীত ইংল্যান্ডীয় আইন ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কীয় তার ব্যাখ্যা রাষ্ট্রের সাধারণ দর্শন হিসেবে প্রায় অগ্রসর হয়েছিল ও সামঞ্জস্য বিধানের প্রতি ক্ষুদ্রতম শ্রদ্ধা ব্যতিরেকেই বিভিন্ন চিন্তাবিদের ধারণাগুলোকে সংমিশ্রিত করা হয়। নতুন একটি হিতবাদী মতবাদের সঙ্গে প্রাকৃতিক আইন, বিধাতার আইন এবং নাগরিক আইন সবগুলোই তার পদ্ধতিতে একটি স্থান লাভ করেছিল। প্রথম প্রকাশনা থেকেই তার টীকা-ব্যাখ্যাগুলো শুধু ইংল্যান্ডেই নয় বরং ফ্রান্স এবং আমেরিকাতেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তাদের নিজেদের জাতীয় আইনকে অনুসরণ না করে বরঞ্চ ব্ল্যাকস্টোনকে অনুসরণ করার জন্য ফরাসি আইন ব্যবসায়ী ও বিচারকদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ১৭৭১ সালে প্রকাশিত একটি আমেরিকান সংস্কারের চৌদ্দশ' গ্রন্থ অগ্রিম বিক্রি হয় এবং জন এডাম্‌সের নাম ক্রেতাদের তালিকার সর্বপ্রথমে ছিল।

বার্ক বলেছেন, ইংল্যান্ডে ও আমেরিকার বহুসংখ্যক গ্রন্থ বিক্রি হয়েছিল এবং আমেরিকার বিপ্লবের সূচনাতে প্রাকৃতিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার যে ধারণা বিদ্যমান ছিল তা প্রধানত হচ্ছে ব্ল্যাকস্টোনের।

ব্ল্যাকস্টোন রাষ্ট্রের উৎসকে দেখেছেন মানুষের সর্বোত্তম স্বার্থ লাভ করার জন্য মানুষের প্রচেষ্টা স্বাভাবিক ফল লাভের মধ্যে। তিনি প্রাকৃতিক রাষ্ট্রের ধারণাকে ঐতিহাসিকভাবে ভিত্তিহীন বলে বাতিল করেন। অবশ্য তার গ্রন্থ চুক্তিমূলক ধারণায় পরিপূর্ণ ছিল না। সম্ভবত তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে হিউম লকের মৌলিক ধারণাগুলোকেও উড়িয়ে দিয়েছিলেন; একই সঙ্গে তিনি লকের সাধারণ ধারণাগুলোকে অনুসবণ করতে চেয়েছিলেন। এর ফল সংশয়পূর্ণ। তিনি রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নিরূপণ করেন নি এবং ধারণা পোষণ করতেন যে, সরকার সর্বোচ্চ ও একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী। এটা আইন প্রণয়নকারী সংস্থা পার্লামেন্ট সহযোগে রাজার কাছে অর্পিত হয়। একই সঙ্গে ব্ল্যাকস্টোন প্রাকৃতিক অধিকারে বিশ্বাস করতেন। রাষ্ট্রের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করা। এগুলো হয়তো প্রাকৃতিক স্বাধীনতার পরিত্যাগের বিনিময়ে রাষ্ট্র কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত প্রাকৃতিক স্বাধীনতা অথবা নাগরিক অধিকারের অবশিষ্টাংশ। অধস্তন অধিকার সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন, অস্ত্র ধারণের অধিকার, অভিযোগ প্রতিকারের আবেদন এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলে ন্যায়ের জন্য বিচারালয়ে আবেদন করা।

ব্ল্যাকস্টোন, রাজতান্ত্রিক, আভিজাত্যিক ও গণতান্ত্রিক উপাদানের যথার্থ সংমিশ্রণ হিসেবে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের মহিমা কীর্তন করেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রনৈতিক ও নাগরিক স্বাধীনতার পরিপূর্ণতার সামান্য কিছু বাকি রয়েছে। তিনি ধারণা করতেন যে, ইংল্যান্ডীয় পদ্ধতিতে এতো প্রশংসনীয়ভাবে পরিমিতাচার ও যৌগিক সংমিশ্রণ করা হয়েছে যে, আইন পরিষদের একটি শাখা ও অবশিষ্টাংশের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বিনষ্ট না করে কোনো কিছুই একে আহত বা বিপদগ্রস্ত করতে পারবে না। ব্ল্যাকস্টোন তার

সময়কার অবস্থায় এতো তৃপ্ত ছিলেন যে, পুরাতন সেই ধারণালোকে তিনি স্থান দেন নি, যা নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আদৌ প্রযোজ্য ছিল না। তার রচনায় কেবিনেট, দলীয় পদ্ধতি অথবা মন্ত্রীদের দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু ছিল না। রাজকীয় বিশেষ অধিকার সম্পর্কে তার ধারণা একান্তই পৌরাণিক ছিল, নতুন শিল্প নগরীগুলোর প্রতিনিধিত্বের অভাব এই দৃষ্টিকোণ থেকে কমন্স সভায় সম্পত্তি সম্পন্ন সকল লোকের প্রতিনিধিত্ব করে। তার এই মতবাদ অর্থহীন ছিল।

ব্ল্যাকস্টোনের রচনায় অনেক বাস্তব শিক্ষা ছিল এবং বেন্থাম বলেছেন, একজন পণ্ডিত এবং ভদ্রলোকের ভাষা বলতে এটা আইনশাস্ত্রকে শিক্ষা দিয়েছে। একই সঙ্গে এটা সারমর্ম থেকে গঠন প্রকৃতির দিকে মনোযোগ দিয়েছে এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে একটি অস্তিত্ববিহীন পদ্ধতির রক্ষণ আইনগত ও রাজনৈতিক উন্নতির প্রতিবিম্ব হিসেবে কাজ করেছে। রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসে এটা এ কারণে প্রধানত উল্লেখযোগ্য যে, এটাই ছিল লক্ষ্য যার প্রতি বেন্থাম তার Fragment on Government সরকারের খণ্ডিতাংশকে পরিচালিত করেছিলেন। তার এবং অস্টিনের রচনায়, এর ক্ষীণ আইনগত দর্শন মর্মান্তিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল।

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের আব একটি প্রশংসনীয় কার্য হচ্ছে সুইস আইনশাস্ত্রবিদ জাঁ দ্য ললমের (১৭৪০-১৮০৬)[১৬] রচনা, যিনি তার রাজনৈতিক প্রচার পুস্তিকার দ্বারা আক্রমণ করার ফলে সুইজারল্যান্ড থেকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর নির্বাসনকালে তিনি বৃটিশ শাসনতন্ত্র যত্নসহকারে অধ্যয়ন করেন এবং তার গ্রন্থে যদিও চিন্তাধারার প্রশস্ততা ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারা ছিল না, তথাপি তিনি বৃটিশ পদ্ধতির গুণগত উৎকর্ষতার কারণগুলো অনেক সূক্ষ্মভাবে প্রত্যক্ষ করেন। ব্ল্যাকস্টোনের ব্যাখ্যাকারী গ্রন্থ (Commentaries) এবং হিউমের ইংল্যান্ডের ইতিহাসের (History of England) সঙ্গে সে সময়কার রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকদের তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে শাসনতন্ত্রের ধারণা প্রদান করে এবং তৃতীয় জর্জ ও তার বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে রাজনৈতিক পুস্তিকা হিসেবে প্রধানত ব্যবহৃত হয়।

দ্য ললমে রাজকীয় ও জনপ্রিয় ক্ষমতার শাসনতান্ত্রিক ভারসাম্যের মধ্যে স্বাধীনতার সঙ্কেতকে আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার ওপর বেসামরিক সরকারের প্রাধান্যের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। ইউরোপীয় পদ্ধতির সঙ্গে তুলনামূলক বৈষম্যে তিনি জুরি ব্যবস্থা এবং আত্মরক্ষার অধিকারের আবেদনকে বিশেষ প্রশংসনীয় বলে মনে করেছেন। কেবিনেট ও প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে এবং জনগণের প্রতি তার কোনোরূপ আস্থা ছিল না। সাধারণ মানুষের ওপর তিনি যে ভার অর্পণে ইচ্ছুক ছিলেন তা হচ্ছে নিষ্ক্রিয়ভাবে সরকারের কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি রুশোর এই মতবাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন যে, আইন প্রণয়নে প্রত্যেক নাগরিকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ওপর স্বাধীনতা নির্ভর করে। দ্য ললমে বিশ্বাস করতেন যে, সুসংগঠিত ও মূর্খ জনগণ কখনো শাসন করতে পারে না এবং সাধারণ ইচ্ছা প্রকৃত পক্ষে রাজনীতিবিদ ও প্রধান স্বার্থবাদীদেরই ইচ্ছা। তিনি ধারণা পোষণ করতেন যে, স্বাধীনতাকে উত্তমভাবে রক্ষা করা যেতে পারে যথার্থভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক উপায়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত মাত্রায় এ ধারণার বশবর্তী না হয়ে যে, সরকার একটি যন্ত্র মাত্র এবং জনগণ কেবল তার নিষ্ক্রিয় সংযোগকারী।

যে সময়ে তৃতীয় জর্জের নীতির ফলে জনগণের অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে তখনই ইংল্যান্ডে রুশোর প্রভাব দেখা দিতে শুরু করে। North Briton-এ জন উইলকেস এবং

Junius Letters-এর অজ্ঞাতনামা লেখক ইংল্যান্ডের জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য ক্রমবর্ধমান দাবির প্রতিনিধিত্ব করে। রুশোর প্রাকৃতিক অধিকারের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মতবাদ এবং জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বকে ইংল্যান্ডীয় প্রচলিত গির্জার ধর্মমতবিরোধী হুইগগণ স্বাগত জানায়, যারা সরকারি হস্তক্ষেপের ব্যাপারে স্বভাবতই সন্দেহ পোষণ করতো। যোসেফ প্রিস্টলি (১৭৩৩-১৮০৪)[১৭] শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, মানুষ সমান এবং সকলেই সমান প্রাকৃতিক অধিকারের অধিকারী এবং কোনো মানুষই তার সম্মতি ব্যতিরেকে শাসিত হতে পারে না; যেহেতু সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি চুক্তির ওপর, যার দ্বারা আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণের ক্ষমতার বিনিময়ে নাগরিক অধিকার পরিত্যাগ করা হয়েছে। অতএব জনগণই সার্বভৌম এবং যদি তাদের প্রাকৃতিক অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হয় তবে তারা বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। অধিকন্তু মানুষের কার্যাবলিতে বিশেষত ব্যবসা ইত্যাদিতে যতদূর সম্ভব স্বল্প হস্তক্ষেপ করবে এবং এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা রাষ্ট্রীয় বিধানযোগ্য হতে পারে। এডাম স্মিথের অনেক ধারণা প্রিস্টলি দ্বারা পূর্ব কথিত হয়েছিল। একটি রাষ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মুখ সরকারের সফলতা নিরূপণের মানদণ্ড। "অধিকসংখ্যক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ" এই তাৎপর্য প্রিস্টলি থেকেই বেন্থাম গ্রহণ করেছিলেন।

প্রিস্টলির মতোই একজন প্রখ্যাত ধর্মমতবিরোধী ড. রিচার্ড প্রাইস (১৭২৩—১৭৯১)[১৮] আমেরিকান বিপ্লবে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন। যাহোক, তিনি হিতবাদী যুক্তিকে এড়িয়ে গিয়ে বিশেষত লক এবং মন্টেস্কুকে অনুসরণ করে তার ধারণাকে সম্পূর্ণ প্রতীকধর্মী অধিকারের ওপর ভিত্তি করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীনতা নির্ভর করে প্রত্যক্ষ, জনপ্রিয় স্বায়ত্ত্বশাসিত সরকারের ওপর, মানুষ স্বভাবতই মুক্ত এবং সমান এবং স্বাধীনতা ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার যে-কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মানুষের বিপ্লব করার অধিকার আছে। তিনি সরকারের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অভিমত পোষণ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যের জন্য এর কার্যবিধি নিষিদ্ধ করা উচিত। ব্রাউনের মতবাদের প্রতি অধিক অনুরক্ত হয়ে প্রিস্টলির চেয়েও তিনি স্বল্প আশাবাদী ছিলেন যে, ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান বিলাসিতা হচ্ছে একটি অধঃপাতের চিহ্ন, জনসংখ্যা হ্রাসের দ্বারা তার এই ভ্রান্তিকর বিশ্বাস প্রমাণিত হয়েছে।

যখন প্রিস্টলি এবং প্রাইস এ যুগে হুইগ মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন যা আমেরিকার বিপ্লবের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। ঠিক সেই সময় টোরি এবং ইংল্যান্ডীয় গির্জার ভাবধারাকে গ্লচেস্টারের ডিন যোশিয়া টাকার (১৭১২—১৭৯৯)[১৯] প্রাগগ্রসর করেন। তিনি বিদেশীদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার অধ্যাত্ম দর্শনের প্রতি ঘৃণা এবং তাঁর শ্রেণীর দৃঢ় এবং সাধারণ জ্ঞান জাতীয়তাবাদকে স্বাক্ষরিত করেন। তিনি রুশোর মহৎ বর্বর এবং প্রাকৃতিক রাষ্ট্রের মতবাদ সম্পর্কে অসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি ধারণা করতেন, জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব হচ্ছে জনতার শাসন এবং সরকারকে পরিবর্তন করার জনগণের অধিকার ভয়াবহতা ও অরাজকতার পথে চালিত করবে।

যদিও মার্কিন বিপ্লবের এ যুগে ইংল্যান্ডে উদারনৈতিক মতবাদ দ্রুত উন্নতি লাভ করছিল এবং যদিও ইংল্যান্ডীয় মতবাদ প্রথমে ফরাসি বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমর্থন করতে আসক্ত হয়েছিল; কিন্তু ফরাসি গণতন্ত্রের অমিতাচার ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব যা নেপোলেনীয় যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত হয়েছিল। এই প্রবণতাকে প্রতিহত করে এবং প্রায় এক-চতুর্থাংশ শতাব্দী ধরে বার্কের রক্ষণশীল মতবাদ ইংল্যান্ডের প্রধান মতবাদরূপে পরিগণিত হয়।

পাদটীকা :

১. তাঁর *Considerations sur le gouvernement de pologne (1771), in Political Writings,* C.E. Vanghn সম্পাদিত।
২. ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের সশস্ত্র নিরপেক্ষতার (Armed Neutrality)র মধ্যে।
৩. *Basiliade* এর মধ্যে।
৪. তাঁর *Code de la Nature (1755)* গ্রন্থ মধ্যে। Diderot কর্তৃক Vol.II তাঁর রচনাবলিতে প্রকাশিত।
৫. তাঁর *Entretiens de phocion (1763), De la Legislation (1776).*
৬. তাঁর *Parallele des Romaines et Francois (1740)* গ্রন্থে তিনি রোমের প্রশংসা এবং ফ্রান্সের আলোচনা করেন।
৭. তাঁর *Le droit public de l' Europe (1748)* গ্রন্থে।
৮. De l'*Espirit* গ্রন্থ মধ্যে : অনুবাদ W. Mudford এবং W. Hooper অনূদিত তাঁর De l'*Homme (1772)*। De l'*Espirit* মন্টেস্কুর De l'*Espirit Lois*-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিল।
৯. তাঁর *Le systeme de la Nature (1770),* তাঁর *Politique naturelle (1773),* এবং তাঁর *Systeme Social (1773)* গ্রন্থ মধ্যে।
১০. *Dei Delitti e delle pene (1764)*। এটা ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ভলটেয়ারকে স্বীকৃত একটি টীকাসমেত ইংরেজি প্রকাশিত হয়।
১১. তাঁর *The State of the Prisons in England and Wales (1784)* দ্রষ্টব্য।
১২. স্যার বিচার্ড ক্লেটন অনূদিত তাঁর *La Scienza della Legislazione (1780).*
১৩. তাঁর *Estimates of the Manners and Principes of the Time (1757)* গ্রন্থ মধ্যে।
১৪. তাঁর *History of Civil Society (1767)* সম্পর্কে প্রবন্ধ এবং তাঁর *Principles of Moral and Political Science (1792).*
১৫. *The Commentaries on the Laws of England (1765).*
১৬. তাঁর *Constitution de l' Angleterre (1771),* ইংরেজি সংস্করণ (১৭৭২)।
১৭. তাঁর *Essay on the First Principles of Government (1768)* গ্রন্থ মধ্যে।
১৮. তাঁর *Observations on the Nature of Civil Liberty (1776)* এবং তাঁর *Additional Observations (1777)* মধ্যে।
১৯. তাঁর *Treatise on Civil Government (1781)* গ্রন্থ মধ্যে।

গ্রন্থপঞ্জি :

Boorstin, D.J., *The Mysterious Science of Law; an Essay on Blackstone's Commentaries* (Cambridge, Harvard Univ. Press, 1941).

Gignoux, C.J., *Turgot* (Paris, Fayard, 1945).

Hubert Rene, *D'Holbach et ses amis* (Paris, Delpeuch, 1928).

Laski, H.J., *Political Thought in England from Locke to Bentham* (New York, Holt, 1920), Chap. 5.

Maestro, M.T., *Voltaire and Beccaria as Reformers of Criminal Law* (New York, Columbia Univ. Press, 1942).

Sabine, G.H., *A History of Political Theory, rev. ed.* (New York, Holt 1950), PP 563-567, 568-570.

Stephen, Leslie, *History of English Thought in the Eighteenth Century, 2 vols. (New York, Putnam,* 1927) Vol II.

Wicker, W.H., *Baron d' Holbach* (London, G. Allen, 1935)

—, "Helvétius and Holbach" in F.J.C. Hearnshaw, ed.; *The Social and Political Ideas of Some Great French Thinkers of the Age of Reason* (New York, Barnes & Noble, 1950), Chap. 8.

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আমেরিকান ও ফরাসি বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় মতবাদ

আমেরিকান ও ফরাসি বিপ্লবের প্রকৃতি

আমেরিকান বিপ্লবের প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণ এবং উপনিবেশগুলোতে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে অবিরাম রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলছিল। যাহোক, এ মতবাদগুলো ছিল স্থানীয় ও ব্যক্তিগত। এ বিষয়ক প্রশ্নগুলো ছিল ভোটাধিকার বৃদ্ধি, অপরাধীদের দ্বীপান্তর, কাগজ মুদ্রার প্রচলন এবং মালিকানাভুক্ত ভূমিসমূহের খাজনা। এতে কোনো তীব্র শত্রুতা হয় নি; কারণ ঔপনিবেশিকণ বৃটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণতাকে বিশ্বাস করতো এবং ওয়ালপোল ও তার উত্তরাধিকারিগণ যত্নের সঙ্গে সে সব বিষয় এড়িয়ে যেতেন, যা স্বদেশে ও উপনিবেশগুলোতে বিরোধিতার সৃষ্টি করতো।

রাজকীয় ক্ষমতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তৃতীয় জর্জের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইংল্যান্ডের প্রাচীন অভিজাত শাসনের পতন ঘটায় এবং শক্তিশালী ঔপনিবেশিক নীতিগ্রহণ করে। ইংল্যান্ডের রাজকরের প্রতি বিরোধিতা ঔপনিবেশিকদের কারণ সম্পর্কে যুদ্ধংদেহি করে তোলে। অতএব রাজকীয় ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা উপনিবেশগুলোর ওপর কর্তৃত্ব নির্বাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ হয়। নৌচলাচল সম্পর্কিত আইনকে কার্যকরী করতে গিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যা অধিকার ক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় ছিল। বিশেষত নব ইংল্যান্ডের ব্যবসায়িগণ দ্বারা যারা আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জসমূহের সঙ্গে লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সহায়তা করার জন্য রাজকীয় নির্দেশ জারি সন্দেহজনক মালপত্র আটকের জন্য অনুসন্ধানের ফরমানকে উপনিবেশগুলোতে বৃটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতার অনধিকার হস্তক্ষেপের প্রসাররূপে গণ্য করা হতো।

আসল দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় কানাডায় একটি সৈন্যদলের আংশিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ঔপনিবেশিকগণের ওপর ইংল্যান্ডের একটি কর ধার্যের প্রচেষ্টা থেকে। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে স্টাম্প আইন পাস এই নীতির চিহ্ন সূচনা করে এবং তার ফলে উপনিবেশগুলোতে দাবি উত্থিত হয় যে, প্রতিনিধিত্বহীন কর ধার্য হচ্ছে অন্যায়-অত্যাচার। ঔপনিবেশিকগণ এ অভিমত পোষণ করতেন যে, তাদের আইন পরিষদসমূহই একমাত্র অভ্যন্তরীণ কর ধার্য করতে পারে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যে প্রকৃতি ও পার্লামেন্টের ক্ষমতা সম্পর্কে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিতে থাকে। যদিও উপনিবেশগুলোর আমদানি করের স্থলে স্টাম্প আইন ধার্য করা হয়, তবু এটারও বিরোধিতা করা হয় এবং ইংল্যান্ডীয় দ্রব্য বর্জনের ঔপনিবেশিক চুক্তির সম্মুখীন হয়। বৃটিশ নীতিকে কার্যকরী করার জন্য আমেরিকায় সৈন্য প্রেরণ ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং আরো নির্যাতনমূলক আইন প্রণয়ন যুদ্ধের সূচনা করে। রাষ্ট্র সরকারগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহাদেশীয় মহাসভা সম্মিলিত হয়। অভিযোগ অনুমোদনের

দাবি থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধ ও উপনিবেশগুলোর একত্রীকরণ তার স্বাধীনতার দিকে চালিত হয়।

আমেরিকার বিপ্লব ইউরোপে বিশেষ করে ফ্রান্সে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ফরাসি রাজা ও তার উপদেষ্টাগণ সাত বছরের যুদ্ধের অপমানের ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠে এবং ইংল্যান্ডের অসুবিধায় হর্ষোৎফুল্ল হয়ে আমেরিকানদের সমর্থন করে স্বাধীনতার জয়লাভের জন্য তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য প্রদান করে। ফরাসি রাষ্ট্রীয় দার্শনিকগণ আমেরিকার বিপ্লবের মধ্যে সমকালীন মতবাদসমূহের বাস্তব প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করেন। প্রকৃতিগতভাবে ঘনিষ্ঠ একদল লোক সুচিন্তনীয়ভাবে প্রাকৃতিক অধিকারসমূহের ভিত্তিতে একটি সরকারের উচ্ছেদ করে এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তির দ্বারা অন্যটি প্রতিষ্ঠা করে। তাদের কার্যকে সমর্থনযোগ্য করে তোলার জন্য আমেরিকানগণের দ্বারা আনীত মতবাদ ফরাসি চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল এবং ফরাসি বৈপ্লবিক ধারণাসমূহে এরূপে একটি শক্তিশালী প্রেরণা দেয়া হয়।

আমেরিকার বিপ্লবে ফরাসি হস্তক্ষেপ ফ্রান্সের নিজস্ব ঘটনাবলিতে দ্রুত পট পরিবর্তিত হয়, যেখানে সরকার অচিরেই দেউলিয়া হয়ে ওঠে। অভিজাত ও পাদ্রিগণের বিরোধিতার ফলে টার্গট এবং নেকারের আর্থিক সংস্কার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, যারা তাদের করের অংশ ব্যয় করতে অনিচ্ছুক ছিল। বিভিন্ন সংস্কার পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়, অবশেষে ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে পুরনো সাধারণ রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে একত্র আহ্বান করা হয়। ফরাসি জনগণের সাধারণ ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে, এটি একটি জাতীয় পরিষদরূপে শপথ গ্রহণ করে ও রাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত করার জন্য শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকার বাতিল করা হয়, একটি বিস্তৃত অধিকার আইন জারি করা হয় এবং রাজ্যের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র কার্যকরী করা হয়।

যাহোক, বিপ্লব শিগগির যেভাবে শুরু হয়েছিল যে, পরিমিত উপাদানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। বিশেষত প্যারিসে জনসাধারণের মধ্যে বৈপ্লবিক ধারণার প্রসার অরাজকতার সৃষ্টি করলো এবং অনেক পুরনো নেতৃবর্গীকে প্রখ্যাত করে তুললো। রাজার অভিযুক্তি, প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালকবৃন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নেপোলিয়নের সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাচার দ্রুত অনুসৃত হতে লাগলো। এই সময়ের মধ্যে কিছুসংখ্যক লিখিত শাসনতন্ত্র তৈরি ও কার্যকর করা হয়। আমেরিকা থেকে গৃহীত এ উপায়ে আইন প্রণয়নবিধি ও মৌলিক দলিলসমূহের প্রতি প্রাগগ্রসর এ যুগের সাধারণ বিশ্বাস পরবর্তীকালে ইউরোপের সকল অংশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি এবং এর সৃষ্ট পদ্ধতি, অতএব, রাজনৈতিক মতবাদের জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

১৭৯০ সালে ফরাসি জাতীয় পরিষদ শপথ করে ঘোষণা করলো যে, "ফরাসি জাতি অভিযানমূলক যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছে, কোন জনগণের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তারা কখনই বল প্রয়োগ করবে না।" ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এ্যাবিগ্রেগরি ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের মানবাধিকারের ঘোষণার অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে জাতির আইনের ঘোষণার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রদান করেন। এতে ছিল আন্তর্জাতিক ন্যায়পরায়ণতার অগ্রগামী ধারণাসমূহ এবং তা আদি ফরাসি বিপ্লবের আদর্শবাদী ভাবধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিল। যাহোক, ফরাসি রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতিবেশী শাসকদের প্রচেষ্টা এবং বৈপ্লবিক মতবাদসমূহ বিস্তারে ফরাসিদের প্রচেষ্টার ভীতি একটি সাধারণ ইউরোপীয় যুদ্ধের দিকে চালিত করলো।

এই বিপ্লবে তার নীতিসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং ফ্রান্স আক্রমণ ও যুদ্ধজয়ের

পেশা গ্রহণ করলে, নেপোলিনীয় সাম্রাজ্যের চরম পরিণতি ঘটে। গ্রেট বৃটেন প্রথম দিকে নিরপেক্ষ নীতির প্রতি অনুরক্ত হলেও, অনেকগুলো ঐক্য প্রচেষ্টার নেতৃত্ব গ্রহণ করে অবশেষে ফ্রান্সকে তার পূর্বতম সীমারেখায় সঙ্কুচিত করে। এই যুদ্ধগুলোতে আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতিসমূহ বিশেষত নৌচলাচল সম্পর্কিত আইনকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড উভয়ই উপেক্ষা করে এবং নিরপেক্ষ বাণিজ্যিক অধিকারকে বলপূর্বক লঙ্ঘন করে। নেতৃস্থানীয় নৌ-নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্র এতে বিরোধিতা করে এবং ১৮২২ সালের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নেপোলিয়ানের যুদ্ধাবসানে ভিয়েনার কংগ্রেস বৈধতার নীতিতে তার কার্যকে ভিত্তি করে, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ক্ষমতাশালী শক্তিগুলোকে উপেক্ষা করে এবং প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা জাগ্রত হয়ে ওঠে, যা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

আমেরিকান বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় মতবাদ

আমেরিকান বিপ্লবের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোনো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নি। এটা প্রচার পুস্তিকার আকৃতিতে, বেদি মঞ্চের ভাষণ থেকে, সংবাদপত্রের আলোচনা, সিদ্ধান্ত এবং শাসনতন্ত্ররূপে দেখা দেয়। এর বাহকগণ নিঃস্বার্থ রাষ্ট্রীয় দার্শনিক ছিলেন না। বরঞ্চ বৈপ্লবিক পরিকল্পনার উদ্যোক্তা ছিলেন। সংগ্রামের প্রথমদিকে ঔপনিবেশিকদের যুক্তি প্রধানত শাসনতান্ত্রিক ছিল। এর বিষয়বস্তু ছিল স্বদেশের সরকারের সঙ্গে উপনিবেশগুলোর আইনগত সম্পর্ক। ঔপনিবেশিকদের কর ধার্য করায় পার্লামেন্টের দাবির বিরুদ্ধে তারা রাজার কাছে, তাদের সনদগুলোর কাছে, কর ধার্যের ব্যাপারে তাদের দীর্ঘকালের স্বায়ত্ত্বশাসনের স্বীকৃতির এবং ইংরেজদের চিরাচরিত অধিকারের কাছে আবেদন করে। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক অধিকারের ও সামাজিক চুক্তির আরো অধিক সাধারণ মতবাদের ভিত্তিতে যুক্তিসমূহ দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং ইংরেজ হিসেবে তাদের আইনগত অধিকার নয় বরঞ্চ মানুষ হিসেবে ঔপনিবেশিকদের অসমর্পণীর অধিকারের ওপর জোর দেয়া হয়। কয়েকজন দাবি করে যে, রাজা জনসাধারণের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করেছেন এবং যে মতে তাদের বিরুদ্ধাচরণ যুক্তিযুক্ত। অন্যেরা দাবি করে যে, সামাজিক চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক রাষ্ট্রের পুনরুদ্ধার হয়েছে। অতএব আমেরিকান জনগণের নতুন রাষ্ট্রীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

ঔপনিবেশিকদের রাষ্ট্রীয় ধারণা সাধারণত গৃহীত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তগুলো থেকে এবং সেগুলোর বৈপ্লবিক ফলশ্রুতি হিসেবে প্রকাশিত মত দ্বারা। মিলটন, সিডনি, হ্যারিংটন এবং লক বিরচিত প্রাকৃতিক অধিকার, সামাজিক চুক্তি, জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব এবং বৈপ্লবিক অধিকারের মতবাদসমূহ প্রায়ই উদ্ধৃতি দেয়া হতো। প্রাকৃতিক আইনের প্রতি তাদের গুরুত্ব দানের ফলে গ্রটিউস, পুফেনডরফ ও ভেটেলও খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। কিছু সংখ্যক মৌলিক চিন্তাবিদ ইংল্যান্ডীয় সমান্তরালবাদীদের মতো সাম্যবাদী ধারণাসমূহকে অগ্রসর করেন; কিন্তু সাধারণত ঔপনিবেশিক মতবাদসমূহ বহু পূর্বেই ইংল্যান্ডে পরিচিত ছিল। যাহোক, স্বাধীনতার পরে, গঠনমূলক পরিকল্পনায় এই মতবাদসমূহের বাস্তব প্রয়োগে, ঔপনিবেশিকগণ আরো অধিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার কার্যকরী করে, যা ইংল্যান্ডে সম্ভব হয় নি।

তাদের শাসনতান্ত্রিক যুক্তিতে ঔপনিবেশিক গণদাবি করে যে, উপনিবেশগুলোতে কর ধার্য করার বৃটিশ পার্লামেন্টের কোনো অধিকার নেই। তাদের অভিমত হলো, সনদদানকারী রাজার কাছে তারা আনুগত্য স্বীকার করবে, পার্লামেন্টের কাছে নয় এবং

তাদের আইন পরিষদসমূহ উপনিবেশগুলোতে সম্মান-মর্যাদারই অধিকারী; যেমন পার্লামেন্ট গ্রেট বৃটেনের কাছে লাভ করে থাকে। কেউ কেউ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কর ধার্যের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করে পার্থক্য করে যে, পার্লামেন্ট ঔপনিবেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিন্তু উপনিবেশসমূহ হতে কর সংগ্রহ করতে পারে না। এটা আরো যুক্তি প্রদর্শন করে যে, ইংরেজ হিসেবে ঔপনিবেশিকগণের ওপর পার্লামেন্ট কর ধার্য করতে পারে না যে পর্যন্ত না তারা পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করে এবং যেহেতু কোনো ঔপনিবেশিক প্রতিনিধি বৃটিশ পার্লামেন্টে উপবেশন করে না। অতএব একমাত্র উপনিবেশীয় আইন পরিষদগুলোই উপনিবেশগুলো থেকে কর আদায় করতে পারে।

ঔপনিবেশিকদের শাসনতান্ত্রিক যুক্তিসমূহ দুর্বল[১] ছিল, এতে তারা পার্লামেন্টারি ক্ষমতার ব্যাপক প্রসার সম্পর্কে উপলব্ধি না করে বৃটিশ পদ্ধতির রাজা এবং পার্লামেন্ট সম্পর্কিত মর্যাদার পৌরাণিক ধারণা পোষণ করতেন। পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিত্ব সম্পকে তারা অতি পুরনো মতবাদ পোষণ করতেন যে, ইংল্যান্ড উপনিবেশগুলোর মতো জনসংখ্যার ভিত্তি নয়, শ্রেণী পদ্ধতির ভিত্তিতে অবস্থিত এবং যাতে বৃটিশ জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ প্রতিনিধিত্ববিহীন রয়ে গেছে, যেমনটি আছে উপনিবেশগুলোতে। ঔপনিবেশিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত আদি আইনগত যুক্তিমূহের[২] দৃষ্টান্তগুলি জেমস্ ওটিস ও পেট্রিক হেনরীর বক্তৃতায় জন এডামস্[৩], জেমস উইলসন[৪], স্টিফেন হপ্কিনস[৫] এবং রিচাড ব্ল্যান্ডের[৬] রচনায় এবং ভার্জিনীয় আইন পরিষদের (১৭৬৫) গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে পাওয়া যাবে।

একই সঙ্গে অন্যত্র যে শাসনতান্ত্রিক যুক্তিসমূহের উদ্ভব ঘটেছে যেগুলো প্রাকৃতিক অধিকারের[৭] কাল্পনিক মতবাদের ওপর ভিত্তিশীল। শাসনতান্ত্রিক যুক্তি হিসেবে বিস্তৃত করে এগুলো যেভাবে প্রদর্শিত হয়ছে তা খুবই দুর্বল। এগুলোতে অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি আদি প্রাকৃতিক রাষ্ট্রের সনাতন বিশ্বাস, যাতে মানুষ ছিল মুক্ত ও স্বাধীন, জনকল্যাণের উন্নতিকল্পে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা, অধিকারের দখল যাতে সরকারের অবশ্যই হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, জনগণের কাছে চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব এবং বিশৃঙ্খল সরকার হলো বিপ্লবের অধিকার। মানুষের প্রাকৃতিক ও অসমর্পণীয় অধিকারের যে সচরাচর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তা হচ্ছে জীবন স্বাধীনতা সম্পত্তি ও সুখান্বেষণ। এর সঙ্গে স্বভাবতই প্রযুক্ত হয়েছে উপাসনা এবং প্রকাশের স্বাধীনতা ও অপরাধের ফলে অভিযুক্তদের জুরিদের দ্বারা দ্রুত এবং সদাচার সম্মত বিচারের নিশ্চয়তা। এটা সাধারণত ধারণা করা হতো যে যারা "সম্প্রদায়ের প্রতি আসক্ত এবং স্থায়ী সাধারণ স্বার্থের যথেষ্ট প্রমাণ দেখিয়েছে তাদেরই কার্যালয় পরিচালনা ও স্বাভাবিক ভোট দানের অধিকার রয়েছে"।[৮] যেহেতু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্পত্তির নিরাপত্তা হচ্ছে সরকারের মহৎ উদ্দেশ্য। তাই অধিক মনোযোগ দেয়া হয়েছে সরকারের কি করা উচিত, তার চেয়ে বরঞ্চ সরকারের কি করা উচিত নয় তার প্রতি। সরকারের হস্তক্ষেপকে সাধারণত অপছন্দ করা হতো এবং এ ধারণা পোষণ করা হতো যে অধিক পরিমাণ নাগরিক ও কর্মের স্বাধীনতা জনগণের কাছে ছেড়ে দিতে হবে।

যেহেতু মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তি দ্বারা কোনো কর্তৃপক্ষই তাদের আনুগত্য দাবি করতে পারে না। অতএব সরকার জনগণের সম্পত্তির ওপরই অবস্থিত সমস্ত আইন প্রণয়ন, বিশেষত কর আদায়, যারা আইন মান্য করে তাদের সম্পত্তির ওপরই অবশ্য অবস্থিত থাকবে। অতএব "প্রতিনিধিত্বহীনভাবে কর ধার্য করা

স্বেচ্ছাচারিতা"। সার্বভৌমত্ব জনগণের মধ্যে অবস্থিত, যদিও কোনো পরিষ্কার বিবৃতি দেয়া হয় নি কে "জনগণের" অন্তর্ভুক্ত। সপ্তদশ শতকের আলথুসিয়াসের মতে, আমেরিকার মতবাদ সার্বভৌমগণকে একটি বৃহৎ এলাকায় ব্যক্তি বিশেষের সমষ্টির চেয়ে বরঞ্চ জনসমষ্টির সংগ্রহ হিসেবে দেখতে উৎসুক ছিল। এ ধারণা এ যুগের রাষ্ট্রের অধিকারসমূহের মতবাদ এবং পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। যারা সরকারি ক্ষমতা কার্যকরী করতো, তারা ছিল জনগণের প্রতিনিধি এবং তাদের কার্যবিধির জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকতো। যদি তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করতো অথবা জনগণের প্রাকৃতিক অধিকার লজ্ঘন করতো, তাহলে তারা অপসারিত হতো। যারা স্বাধীনতা ভালোবাসত বিপ্লব তাদের কাছে ছিল কর্তব্য এবং একটি অধিকার, ঔপনিবেশিকদের প্রাকৃতিক অধিকার সংবলিত মতবাদের সর্বোত্তম বিবৃতি দেয়া হয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। এই ধরনের বিবৃতি পরিদৃষ্ট ঔপনিবেশিক আইন পরিষদগুলোর সিদ্ধান্তের এবং আদি রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রগুলোর অধিকারের আইনসমূহে। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে জেমস ওটিস বৈপ্লবিক মতবাদের[৯] পরামর্শ দিয়েছিলেন। জন ডিকিনসন[১০] স্যামুয়েল এডামস,[১১] জন এডামস[১২], জেম্‌স উইলসন[১৩] এবং টমাস জেফারসন[১৪] যে সরকার দর্শন সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা প্রদান করেন।

বিবদমান সময়ের প্রথম দিকে সরকারের রাজতান্ত্রিক নীতি সম্পর্কে আমেরিকায় খুব স্বল্প বিরোধিতা ছিল এবং স্বাধীনতার জন্য খুব কমই আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের লেখকগণ বৃটিশ পদ্ধতির সরকারকে বিশ্বের উত্তম সরকার বলে মনে করতেন। ব্ল্যাকস্টোনের প্রভাব উপনিবেশগুলোতে প্রবল ছিল এবং জেমস ওটিস ও জন এডামস্‌ বৃটিশ শাসনতন্ত্রের চমৎকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্রজাতান্ত্রিক আবেগ প্রবণতার বৃদ্ধি যুদ্ধ দ্বারা এবং বিশেষ করে টমাস পেনের (১৭৩৭-১৮০৯)[১৫] রচনার দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। পেন রাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উত্তরাধিকারজনিত আভিজাত্যকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন।

তিনি রাজাদেরকে ব্যয় বহুল এবং নিষ্কর্মা মূর্তি প্রধান হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি রাজাদের রাজকীয় অধিকারের ধারণাকে উপহাস করেছেন এবং বলেছেন যে, এ পর্যন্ত জীবিত সমস্ত মুকুটধারী পাষণ্ডের চেয়ে একজন সৎলোকের মূল্য বেশি। প্রশাসনিক কর্মচারী মনোনয়ন ব্যাপারে উত্তরাধিকারসূত্রে পদ প্রাপ্তিকে তিনি অবান্তর মনে করেছিলেন। পেন ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা ঘোষণা করার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বৈদেশিক জাতিসমূহ ঔপনিবেশিকদের পক্ষে বাধা প্রদান করবে না, যে পর্যন্ত না তারা বৃটিশ রাজমুকুটের আনুগত্য স্বীকার করে। রাজতন্ত্র অভিজাত পদ্ধতি জনপ্রিয় নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব প্রদান এবং স্বাধীনতার ধারণা, পেনের প্রভাবের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

পেন বৃটিশ সরকারের পদ্ধতিকে আক্রমণ করেন এবং যে প্রতিরোধ এবং ভারসাম্য নীতিকে মন্টেস্কু প্রশংসা করেছিলেন তার সমালোচনা করেন। তিনি ধারণা পোষণ করতেন যে, সরকারের দুটি কার্য রয়েছে, আইন সৃষ্টি এবং আইন কার্যকরী করা এবং বিচার বিভাগ শুধু শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার একটি দিকের কাজই করে। এইদিক দিয়ে আমেরিকান চিন্তাধারার নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একটি লিখিত শাসনতন্ত্রের অনুপস্থিতি বৃটিশ পদ্ধতির একটি মারাত্মক ত্রুটি এবং যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, প্রথা এবং অনুশীলনের ওপর সরকারের ভিত্তি কখনো যথার্থভাবে শাসনতন্ত্র বলা

চলে না। সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট সুনির্দিষ্ট লিখিত শাসনতন্ত্রের আমেরিকান ভাবধারাকে তিনি রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতিতে যুগান্তকারী অগ্রগতি বলে বিবেচনা করেছেন। পেনের মতে, সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ হলো প্রয়োজনীয় অনিষ্টকারী। অতএব, এর কার্যাবলি সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। সরকার যে সব বাস্তব উপকার প্রদান করতে পারে তার চেয়ে মানুষের অধিকারগুলো অনেক বিশেষ জরুরি।[১৬]

বিরুদ্ধাচরণের স্বপক্ষে আমেরিকার অভিমত কখনো অবিসংবাদী ছিল না। যোগ্যতার ভিত্তি, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় নীতিগত কারণে অনেক রাজানুগতগণ বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে। টোরি অভিমতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ভার্জিনীয় পাদ্রী জোনাথন বাউচারের (১৭৩৮-১৮০৪)[১৭] রচনায়। সাধারণত বাউচার ফিলমারের Patriarch এর মতবাদগুলো অনুসরণ করেন। তিনি ধাবণা পোষণ কবতেন যে, সরকার এসেছে বিধাতার কাছে থেকে এবং ঐশ্বরিক অধিকার সংবলিত রাজারা এর শাসন কার্যে নিয়োজিত থাকবে। একটি মহৎ আশীর্বাদের উৎস হিসেবে ধারণা করে তিনি সরকারকে অনিষ্টকর বস্তু বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রাকৃতিক সাম্য ও জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের ধারণাকে তিনি তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, গণতন্ত্র অরাজকতাবই নামান্তর এবং প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে আনুগত্য লাভ করা উচিত। "বিপ্লবের জনক লুসিফার থেকে প্রাপ্ত বিপ্লবের অধিকার তার কাছে নিন্দনীয় মতবাদ ছিল।"

আমেরিকার দলিলপত্র ও শাসনতন্ত্র

আমেরিকা ও ফ্রান্সের বিপ্লবের যুগে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দলিলপত্রের উদ্ভব ঘটে, যার ফলশ্রুতি হিসেবে সমকালীন রাজনৈতিক দর্শন সুস্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করে। আমেরিকাতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ঔপনিবেশীয় আইন পরিষদগুলোর সিদ্ধান্তসমূহ, মহাদেশীয় কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রসমূহ, সংযুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সংবিধানসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর মধ্যে যে সব অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিবৃতি। এগুলো লকের মতবাদ থেকে গৃহীত অসমর্পিত প্রাকৃতিক অধিকারের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ইংল্যান্ডীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণে মহাসনদ অধিকারের আবেদন, অধিকারের আইন এবং আত্মরক্ষার আইন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়েছিল। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, নাগরিক স্বাধীনতা এবং বিপ্লবের অধিকারের সর্বোৎকৃষ্ট বিবৃতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

যতদিন এগুলো সরকারের কার্যাবলির কাঠামো ছিল ততদিন তারা ক্রমওয়েল সরকার প্রণীত দলিলের প্রস্তাব করেছিল। ঔপনিবেশীয় সনদসমূহ ও লিখিত শাসনতন্ত্ররূপে কার্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদ জনপ্রিয় চুক্তির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করেছিল, যা মেফ্লাওয়ার চুক্তি এবং কানেকটিকাটের মৌলিক আদেশসমূহে ইতিপূর্বেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। আমেরিকান শাসনতন্ত্রসমূহ সর্বপ্রথম সাফল্যজনকভাবে জনগণকে সচেতন বা সুচিন্তনীয়ভাবে একটি সরকার পদ্ধতি সৃষ্টি করতে প্রতিনিধিত্ব করে এবং রাষ্ট্রীয় দর্শনের নীতিসমূহকে আইনে পরিণত করার ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। এ কাজের জন্য নিয়োজিত ও একটি বিশেষ প্রতিনিধি সংস্থা দ্বারা সৃষ্ট এবং জনগণ দ্বারা প্রচলিত প্রথানুযায়ী মঞ্জুরিকৃত একটি মৌলিক দলিলের ধারণা এ যুগের বৈশিষ্ট্য এবং উল্লেখযোগ্য অবদানের অন্যতম। সরকারি অত্যাচারের ভয় আমেরিকান গণতন্ত্রকে তাদের সরকারকে মৌলিক আইনের ওপর একটি অতিরিক্ত

প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে যা সাধারণ সরকার পরিবর্তন করতে পারতো না এবং এই আইনের অংশ হিসেবে তাদের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করে অধিকারের আইন তৈরি করতে পারতো না।

আমেরিকান লিখিত শাসনতন্ত্রসমূহ শুধু ইংল্যান্ড ও ফরাসির উৎস থেকে গৃহীত রাজনৈতিক চিন্তাধারারই প্রতিনিধিত্ব করে নি এবং বিচিত্র আমেরিকান প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উদ্ভূত কতগুলো নীতিরও প্রতিনিধিত্ব করেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সাধারণ সমতা, সামন্ততান্ত্রিক প্রথার অনুপস্থিতি এবং গির্জা ও প্রতিষ্ঠানের ধর্মসভা বিষয়ক পদ্ধতি আমেরিকান সরকারের ধারণার প্রকৃতি স্থিরকৃত করতে মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছিল। তদনুযায়ী রাজতন্ত্র ও বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত আভিজাত্যকে নিষিদ্ধ করা হয়; এগুলোর মধ্যে একটি ছিল কার্যভার গ্রহণের উত্তরাধিকার নীতি। সরকারের যে-কোনো শাখাকে অবৈধ ক্ষমতা কার্যকরী করা থেকে বিরত রাখার জন্য দমন ও সামঞ্জস্যের বিস্তৃত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। সরকারকে অবিশ্বাসী ভৃত্যরূপে প্রতিনিয়ত সন্দেহাধীন এবং প্রতিক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ হিসেবে দেখা হতো। শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে ভয় করা হতো, এ প্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদের ওপর প্রধান আস্থা স্থাপন করা হতো। জনপ্রিয় নির্বাচন ও স্বল্প মেয়াদ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত রক্ষাকবচ হিসেবে অবলম্বিত হয়েছিল। স্থায়ী বেতনভোগী সৈন্যদলকে বিপজ্জনক বলে বিবেচনা করা হতো এবং বেসামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে সামরিক কর্তৃপক্ষকে ন্যস্ত করার জন্য সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল ও কেন্দ্রীভূত কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করা হয়েছিল এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত সরকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এই মনোবৃত্তির ফলে সংঘবদ্ধ হওয়ার অসুবিধা প্রধানত তীব্রতর হয়ে উঠেছিল।

যদিও বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক মতবাদ চরম গণতান্ত্রিক ছিল কিন্তু বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে নীতিসমূহের ওপর কতগুলো সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয়েছিল। বাস্তব ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে সম্পত্তিগত যোগ্যতা, ভোটদান ও কার্যালয়ের ভার গ্রহণ সাধারণত প্রয়োজনীয় ছিল আর এভাবে রাজনৈতিক জনগণকে একটি সিদ্ধান্তপূর্ণ সংখ্যালঘুতে পরিণত করেছিল। ক্যাথলিক অথবা নাস্তিকদেরকে সরকারি উচ্চ কার্যালয় থেকে বহিষ্কারজনিত ধর্মীয় যোগ্যতার বিচার অধিকাংশ রাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল। গির্জা এবং রাষ্ট্রের মধ্যে নৈকট্যসূচক ঐক্যকে নিবারণ করার জন্য ধর্মযাজকদের সরকারি কার্যালয় পরিচালনা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। একটি বৃহৎ দাস জনসংখ্যার অস্তিত্বকে প্রাকৃতিক সাম্যবাদের সঙ্গে অসঙ্গত বলে বিবেচনা করা হতো না এবং বাস্তব ক্ষেত্রে নারীদের ভোটাধিকারের কথা শোনা যায় নি।

ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকগণ আমেরিকার দলিলপত্রসমূহ ঘনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। ইংল্যান্ডে রিচার্ড প্রাইস[১৯] বলেছিলেন যে আমেরিকান বিপ্লব বিশ্বের ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। ফ্রান্সে প্রধানত বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিনের[২০] প্রভাবে আমেরিকান ধারণাসমূহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে টার্গট, স্যাবলি কনডরসেট এবং মিরাকের মতো চিন্তাবিদ এগুলোতে সযত্ন মনোযোগ প্রদান করেন।[২১] অভিজাত পরিবারের কয়েকজন ফরাসি যুদ্ধের সময় আমেরিকানদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন এবং আমেরিকান স্বাধীনতা ও সাম্যবাদের জ্বলন্ত সমর্থকরূপে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন। লাফায়েত ফরাসি জনগণের জন্য অনুরূপ অধিকারের ঘোষণাপত্রের জন্য শূন্য স্থান রেখে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তৈরি করেন। এ যুগের বহুসংখ্যক গ্রন্থে আমেরিকানদের বিষয়ে ফরাসি আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়.।[২২]

আমেরিকান বিপ্লব ইউরোপীয়দের কাছে স্বাধীনতার উষালোক চিহ্নিত করে। এমনকি জার্মানিতে, আংশিকভাবে ইংল্যান্ডের অপছন্দ এবং কর্কশ সৈন্যদলের চলাচলের ফলে সরকার এবং শিক্ষিত শ্রেণীর সহানুভূতি উপনিবেশগুলোর পক্ষে ছিল। আমেরিকান বক্তৃতাসমূহ ও দলিলপত্র জার্মান সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে এবং প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যদলকে আমেরিকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায়ই উৎসাহিত দেখা যায়। অধিকারের ঘোষণাপত্রের আমেরিকান ধারণা ইউরোপের বিশেষ সমর্থন লাভ করে। গণতন্ত্র একমাত্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোতেই সম্ভব এই রাজনৈতিক স্বতঃসিদ্ধের বিরুদ্ধে এমন একটি বিস্তৃত এলাকায় এবং এত সুবৃহৎ জনসংখ্যায় গণতান্ত্রিক ধরনের সরকার কার্যকরী করার প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। ফ্রান্সে বৈপ্লবিক মতবাদের দ্রুত প্রসারের জন্য এবং উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে যে লিখিত শাসনতন্ত্র ও প্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদের দাবি ইউরোপে উত্থিত হয়—আমেরিকান ধারণাগুলোই তার জন্য প্রধান দায়ী। একটি নতুন আমেরিকান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়াতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তারা যে দলিল প্রণয়ন করে ও The Federalist (যুক্তরাষ্ট্রকামী)-এ নীতিসমূহের সুদক্ষ প্রকাশ ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের গণশ্রেণী সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবশালী ছিল।

ফরাসি বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় মতবাদ

আমেরিকার মতো ফ্রান্সেও রুশোর রচনার পরবর্তী বৈপ্লবিক দর্শন রাজনৈতিক পুস্তিকারূপে প্রধানত আবির্ভূত হয়। চরমপন্থী ধারণাগুলো অজ্ঞাতভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলো অভিজাত, ধর্মযাজকগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ দ্বারা প্রতিরক্ষিত হচ্ছিল। অসংখ্য লেখক বিশ্বাস করতেন যে, তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সমস্যাগুলো বিশুদ্ধ যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা সমাধান করতে পারেন নি, যদি অন্য লোকেরা তাদের পূব সংস্কার পরিত্যাগ করতে সমর্থ হয়। গণশ্রেণীর আহ্বান, সামন্তবাদের অপব্যবহার এবং আইনগত পদ্ধতিসমূহ প্রধানত আলোচিত হয়েছিল। গ্রন্থ বিক্রেতাদের বিপণিগুলো জনাকীর্ণ হয়েছিল, পাঠ কক্ষগুলোর দ্বার অবারিত ছিল এবং ইংল্যান্ডীয় প্রচলিত রীতি অনুসারে রাজনৈতিক সভাগৃহসমূহ স্থাপিত হয়েছিল। প্রচার পুস্তিকার প্লাবন ফ্রান্সে এতো বৃহৎ আকার ধারণ করে যে, মুদ্রণ মূল্য দ্বিগুণ হয়ে যায়। ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের কেবল শেষ মাসগুলোতেই কয়েক সহস্র প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।[২৩]

প্রচার পুস্তিকাগুলোর চেয়ে পরিচিত ধরনের রাজনৈতিক অভিমতসমূহ ছিল ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের বসন্ত কালের Cahiers (খাজাঞ্চি) নামক পত্রিকাগুলো। এগুলো ছিল স্থানীয় নির্বাচনী জেলাগুলোতে প্রস্তুত দুঃখ-বেদনার অভিযোগ ও সংস্কারসমূহের প্রস্তাবের বিবৃতিসমূহ এবং এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল গণসম্মেলনের জন্য নির্দেশরূপে কাজ করা। যদিও এদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হয় এবং প্রায়ই স্থানীয় ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে প্রধানত আলোচনা করেছে। এতে প্রায়শই কতগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। অসাম্য অতিরিক্ত করভার ও সামাজিক চুক্তির ওপর বিশ্বাসী প্রাকৃতিক আইনের দর্শন সম্পর্কে সাধারণ অভিযোগ করা হয়েছে। মানুষের অধিকার, জনগণের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কেও সচরাচর বর্ণিত হয়েছে। যদিও cahiers (খাজাঞ্চি) নামক পত্রিকাগুলো জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবিসমূহের ব্যাপারে প্রধানত আলোচনা করেছে, ধর্মযাজকগণ তাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। অভিজাতগণ প্রধান

মনোযোগ দিয়েছিলেন একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনার ওপর। সমস্ত শ্রেণীই সম্মত হয় যে, একটি নতুন রাজনৈতিক পদ্ধতি তৈরি করা প্রয়োজন; কতগুলো ক্ষেত্রে নিযুক্ত প্রতিনিধিগণকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, একটি শাসনতন্ত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত সংস্কারের বিস্তৃত কাজ বিবেচনা না করার জন্য, সরকারের পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্টগুলো যা তারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল সেগুলো সাধারণত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। রাজার অস্তিত্বকে স্বীকার করতে তারা এ নীতি প্রণয়ন করেছিল যে, রাজার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে সমগ্র জাতির ইচ্ছায় পরিণত করা উচিত। তিনটি রাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছে পৃথকভাবে ভোট প্রদান করা উচিত নয়, একটি সংস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদান করবে এটা খুব বিতর্কের বিষয় ছিল। রাজার শাসন ক্ষমতা মন্ত্রীদের মাধ্যমে কার্যকরী হবে যারা বেসামরিক বিচারালয় অথবা গণশ্রেণীর সম্মেলনের কাছে দায়িত্বশীল থাকবে। গণসংস্থা স্বল্প বিরতির পর প্রায়ই মিলিত হবে এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য কর ভোট প্রদান করবে। সমধিক শাসন ক্ষমতা সহকারে প্রত্যেক প্রদেশগুলোতে আইন পরিষদগুলো প্রতিষ্ঠিত হবে। বিচারালয়ের কার্যপদ্ধতিগুলো সরল করা হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা হবে। আইনগুলোর বিধিবদ্ধ করার জন্যও প্রায়শই দাবি করা হয়।

সংস্কারকদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবিসিয়েসের (১৭৪৮-১৮৩৬)[২৪] বিখ্যাত প্রবন্ধ দ্বারা চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়। তিনি অভিজাতবর্গ ও ধর্ম যাজকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাকে আক্রমণ করেন এবং এ অভিমত পোষণ করতেন যে, জনসংখ্যার প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত একটি তৃতীয় রাষ্ট্রীয় সংস্থা যারা জাতির সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্যসম্পন্ন করেছে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় ন্যায়সঙ্গত অংশ প্রদান করতে হবে। রুশোর রাজনৈতিক দর্শন অনুসরণ করে এবিসিয়েস বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্র হচ্ছে জনগণ দ্বারা গঠিত, যারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাদের পৃথক ইচ্ছাকে একটি সাধারণ ইচ্ছা গঠনে সংযুক্ত করেছে। তিনি রুশোর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হন নি যে, একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে প্রতিনিধিদের দ্বারা সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটবে, যারা সামগ্রিকভাবে জনগণের জন্য কাজ করবে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের যথার্থ কার্যবিধি হচ্ছে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র তৈরি করার জন্য একটি নিয়মতান্ত্রিক পরিষদ আহ্বান করা। মৌলিক আইন সার্বভৌম জনগণকে আবদ্ধ করে না, যে জনগণ পরবর্তী পরিষদের কার্য দ্বারা এটাকে পরিবর্তন করতে পারে। যাহোক এ আইন সরকারকে আবদ্ধ করবে, যা এর সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণসংস্থার যথার্থ সংগঠন সম্বন্ধে বিতর্কের সময়ে তাঁর পুস্তিকা লিখতে গিয়ে সিয়েস যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, তৃতীয় রাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রতিনিধিগণ পৃথকভাবে মিলিত হবেন এবং একটি জাতীয় শাসনতন্ত্র নির্মাণ পরিষদ গঠন করবেন। যদিও আমেরিকানগণ জাতীয় শাসনতান্ত্রিক পরিষদের ধারণাকে পূর্বেই কার্যে পরিণত করেছিলেন তবুও যে পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সিয়েস একটি বিশেষ শাসনতান্ত্রিক পরিষদের মাধ্যমে জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের মতবাদকে প্রকাশ করেছেন তা রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারায় একটি বিশেষ মূল্যবান অবদান ছিল। সিয়েসের লিপিবদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ীই প্রকৃতপক্ষে ফরাসি দান সংস্থার শাসনতন্ত্র গঠন পরিষদ (constituent assembly) রূপান্তরিত হয়।

লিখিত শাসনতন্ত্রের মতবাদ আরও বিস্তৃতভাবে লিখিত হয় মার্কুইস দ্য কনডরসেট (১৭৪৩-১৭৯৪)[২৫] দ্বারা। তিনি আমেরিকান অনুশীলন সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন এবং শাসনতান্ত্রিক পরিষদের মাধ্যমে লিখিত শাসনতন্ত্রের আকারে জাতীয় ইচ্ছার সুষ্ঠু প্রকাশে

বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, যৌক্তিক দর্শন প্রয়োগের মাধ্যমে একটি যথার্থ সরকার পদ্ধতি এবং প্রাকৃতিক স্বাধীনতার যথার্থ নিশ্চয়তা লাভ করা যেতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অধিকারসমূহের একটি ঘোষণাপত্র শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এবং জাতীয় পরিষদের স্বয়ংক্রিয় সম্মেলনের জন্য আরো একটি সংশোধনী সংবিধানও শাসনন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তিনি ধারণা পোষণ করতেন যে, কোনো বংশধরগণই তাদের উত্তরাধিকারিগণকে বন্ধনাবদ্ধ করতে পারে না; প্রত্যেকেরই উচিত তাদের নিজেদের জন্য তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃতি স্থির করা। সাধারণ ইচ্ছার মুক্ত ও প্রত্যক্ষ প্রকাশে অতি মাত্রায় হস্তক্ষেপ করে বলে তিনি দমন ও ভারসাম্যের আমেরিকান পদ্ধতিকে সমালোচনা করেন।

অতীতে সোনালি যুগ ছিল এবং সভ্যতা যৌক্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পাপ ও দুর্নীতি আনয়ন করেছে, রুশোর এই ধারণার বিপরীতে কনডরসেট ইতিহাস সম্পর্কে এ বিশ্বাস করে আশাবাদী মনোভাব পোষণ করতেন যে, পরিবর্তন উপকারী ও উন্নতির জন্যই মানবীয় গতিধারার বৃদ্ধি। আমেরিকান ও ফরাসি বিপ্লব তার কাছে অগ্রগতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ও মানবীয় যুক্তির প্রয়োগ থেকেই এর উৎপত্তি। তিনি ইউরোপের ঘটনাবলির গতিধারা সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন যে, উদারনৈতিক ধারণার প্রসার হবে এবং আমেরিকান জাতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত হবে এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।

ফরাসি দলিলপত্র ও শাসনতন্ত্র

ফরাসি বিপ্লব উল্লেখযোগ্যসংখ্যক দলিলপত্র ও শাসনতন্ত্রসমূহ উৎপাদন করে। গণসম্মেলনের অধিবেশনসমূহের পূর্বে লাফায়েত, সিয়েম, কনডরসেট এবং মিরাবিউ অধিকারসমূহের ঘোষণাপত্রের নমুনা, প্রতিকৃতিসমূহ প্রকাশ করেন। আমেরিকানদের মতো অনেক ফরাসি নেতাগণ বিশ্বাস করতেন যে, তাদের রাজনৈতিক দর্শনের একটি বিবৃতি তাদের মৌলিক আইনের একটি অংশ হওয়া উচিত অনেক পত্রিকাসমূহে গণসম্মেলনের কাছে আদেশ জারি করা হয়েছিল আমেরিকান প্রচলিত পদ্ধতিতে নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য। লাফায়েত দৃঢ় যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, তাদের প্রাকৃতিক অধিকারের বিবৃতি তৈরি করতে ফরাসী আইন পরিষদের আমেরিকানদের অনুকরণ করা উচিত। মলোয়েট ও এ্যাবিগ্রেগরি দ্বারা চালিত হয়ে পাদ্রিগণ এ ধারণার বিরোধিতা করেন এবং যুক্তি দেখান যে, ফ্রান্সের অবস্থা আমেরিকানদের চেয়ে স্বতন্ত্র এবং উপলব্ধির অগম্য। শস্যের দার্শনিক তত্ত্বের চেয়ে আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার অনেক বেশি প্রয়োজনীয় এবং অধিকারসমূহের বিবৃতির মতোই কর্তব্যকর্মের বিবৃতি জরুরি।

যাহোক, নাগরিকও মানবাধিকারের ঘোষণা অঙ্কিত হয় (১৭৮৯) এবং পরবর্তী বছরগুলোর জন্য শাসনতন্ত্রের অংশ বিশেষ তৈরি হয়। কিছুটা আরো অধিক বিস্তৃত বিশদরূপে এবং যুক্তিপূর্ণভাবে সজ্জিত হয়ে ফরাসি ঘোষণাপত্র আমেরিকার অধিকার আইনকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে। স্বাধীনতার চেয়ে সাম্যের ওপর এটাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে এবং গণতন্ত্রের সঙ্গে স্বাধীনতার সংশয় সৃষ্টি করতে দেখা যায়। ফলস্বরূপ সার্বভৌম জনগণের কাছে একচ্ছত্র ক্ষমতা অর্পণের ফলে কার্যত স্বাধীনতার যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করা হয়। ফরাসিরা অনুভব করেছিল যে, তাদের ওপর বিশ্বের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং তাদের '১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের নীতিসমূহ' কালের পরিবর্তনের সঙ্গেও টিকে থাকবে। ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় এই দলিলের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

ফ্রান্সের প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। এটা রুশোকে অনুসরণ করে জনগণের মধ্যে সার্বভৌমত্বের অবস্থান দেখাতে, মন্টেস্কুকে অনুসরণ করে দমন ও ভারসাম্যের পদ্ধতি তৈরি করতে এবং প্রতিনিধিদের কাছে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করে কার্যকরী করতে ও শাসনতান্ত্রিক একটি জটিল সংশোধন পদ্ধতি গ্রহণ করতে সিয়েসকে অনুসরণ করে। রাজাকে রাখা হয় কিন্তু এককক্ষবিশিষ্ট একটি পরিষদ আসল শাসন সংস্থা দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক প্রদেশগুলোকে মুছে ফেলা হয় এবং ফ্রান্স কতগুলো কৃত্রিম স্থানীয় উপশাখায় বিভক্ত হয়, প্রত্যেকটিকে স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়। ভোটাধিকারকে সম্পত্তিগত যোগ্যতার মধ্যে এবং পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি দ্বারা বিভক্ত দলের বৃদ্ধি, যুদ্ধের সূচনা, ফরাসি জনগণের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জার্মান যুবরাজদের হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা এবং প্যারিসে জনগণের প্রভাব বৃদ্ধি পরিমিতাচারীদের নিয়ন্ত্রণকে ধ্বংস করে। সব নেতৃবর্গকে শক্তিশালী করে তোলে যারা প্রজাতন্ত্রের দাবি করছিল। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে শাসনতন্ত্র সংশোধনের আইনগত পদ্ধতির প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে আইন পরিষদ শাখার একটি আদেশে প্রথম শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয় এবং একটি নতুন ফরাসি পরিষদের মধ্যপন্থী প্রজাতন্ত্রী দলিল তৈরি করা হয়, যাতে কনডরসেট ও পেনের সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল। চরমপন্থী গণতন্ত্রী দলদের সাফল্যের ফলে শিগগির খসড়াটি পরিত্যক্ত হয়, রাজাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসনতন্ত্রের প্রথমার্ধে (১৭৯৩) ভোটাধিকার সমস্ত বয়স্ক পুরুষ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয় এবং এককক্ষবিশিষ্ট একটি জাতীয় পার্লামেন্টকে কার্যত সরকারের নিয়ন্ত্রণের ভার দেয়া হয়, এর আইনসমূহকে জনগণের অধিকার সাপেক্ষে করা হয়। জনগণের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ মতবাদের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি আর কখনও কার্যকরী করা হয় নি, পরিষদ অশাসনতান্ত্রিক একটি আদেশ জারি করে এটাকে বাতিল করে ফ্রান্স হয় বিপদগ্রস্ত এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত সরকার অবশ্যই বৈপ্লবিক হবে।

১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে উল্লেখযোগ্য সামরিক বিজয়ের পরে পরিষদ আবার শাসনতন্ত্র তৈরি করার দিকে মোড় পরিবর্তন করে এবং আরো অধিক রক্ষণশীল ধরনের দলিল জারি করে। অধিকারের আইন থেকে অসংখ্য সংবিধান বাদ দেয়া হয়, ভোটের জন্য সম্পত্তিগত যোগ্যতার পুনরুদ্ধার করা হয়, ক্ষমতা স্বতন্ত্রকরণ নীতির পুনরাবির্ভাব ঘটে, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভা তৈরি হয় এবং আরো অধিক কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দিয়ে, স্বাধীন শাসন বিভাগ বিধিবদ্ধ করা হয়। শিগগির অনুসৃত সম্রাট নেপোলিয়ন ও কনস্যুলেটের যুগে রাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তি শাসনতন্ত্রের সংবিধান সংযোজন বিলুপ্ত হয়। এ যুগে যে সমস্ত দলিলপত্র লিপিবদ্ধ করা হয় এর মতবাদের মধ্যে ছিল যে সম্রাট ফরাসি জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করেন এবং প্রধানত সিয়েস পরিকল্পিত ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র নেপোলিয়নের ধারণার উপযোগী করে সংশোধন করা হয় এবং সুদক্ষ কেন্দ্রীয় শাসন পদ্ধতি লাভের জন্য চতুরতার সঙ্গে পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা হয়। উত্তরাধিকারী সাম্রাজ্য এবং নতুন পদ্ধতির অভিজাতবর্গের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক দর্শন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং প্রতিক্রিয়াশীল নীতিসমূহ প্রবল হয়ে ওঠে।

আমেরিকান ও ফরাসি বিপ্লবে ইংল্যান্ডের সাড়া

ইংল্যান্ডে আমেরিকান বিপ্লব সম্পর্কে রাজনৈতিক মতবাদ যথেষ্ট দ্বিধাবিভক্ত ছিল। অনেক হুইগ অনুভব করেছিলেন যে, উপনিবেশিকগণ তৃতীয় জর্জের বিরুদ্ধাচরণ করে ইংরেজদের

অধিকারের জন্য ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের মতো একই যুদ্ধে রত ছিল। প্রাকৃতিক অধিকার ও বিপ্লবের অধিকারের যুক্তিতে তাদের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। অন্যদিকে রাজার টোরি সমর্থকগণ বৈপ্লবিকদের মধ্যে রাজমুকুটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদেরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[২৬] সাধারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে ঔপনিবেশিকদের শাসনতান্ত্রিক যুক্তি প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি, কর ধার্যের অধিকার ইংল্যান্ডে খুব কমই সমর্থন লাভ করে। যাহোক, এর মধ্যে অনেকেই অনুভব করেছিলেন যে, ইংরেজ ঔপনিবেশিক নীতি স্বেচ্ছাচারী যদিও এটা নিজেকে আইনসঙ্গত বলে দাবি করতে পারতো এবং যারা আমেরিকানদের বলপ্রয়োগ করার বিরোধিতা করেছিল। এই অভিমতের উত্তম প্রকাশ ঘটে চ্যাথাম এবং এডমন্ড বার্কের (১৭২৯-১৭৯৭)[২৭] রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে।

মন্টেস্কুর মতো বার্ক রাষ্ট্র বিষয়ক অধ্যয়নের দিকে অগ্রসর হন ইতিহাসের মাধ্যমে, দর্শনের মাধ্যমে নয়। তিনি অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিজ্ঞতার প্রতি আবেদন করেন। রাষ্ট্রের কৃত্রিমরূপ দানকারী সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রতি তার কোনো সহানুভূতি ছিল না। তিনি এটাকে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির মতোই দেখেছেন, যার মূল শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে গভীর অতীতে জীবিত, মৃত এবং যারা আজও জন্ম লাভ করে নি তাদের অংশীদার হিসেবে। প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদকেও তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি, যা তার কাছে ব্যক্তি বিভক্তির মধ্যে সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্নকারী এবং যা অরাজকতার পথে চালনাকারী বলে মনে হয়েছিল। বলিংব্রুকের নীতি অনুসারে প্রাকৃতিক আইন দর্শনের ভিত্তিতে এবং কাল্পনিক মানবীয় যুক্তি দ্বারা সমাজকে সংস্কার করা যায়, এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে একজন ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণকারী প্রচারবিদ[২৮] হিসেবে তাঁর জীবন শুরু হয়। বার্ক মতবাদের চেয়ে সত্য ঘটনায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং ধারণা পোষণ করতেন যে, আদর্শকে অবশ্যই বাস্তব অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে এবং ফলপ্রসূ করার জন্য বাস্তব রাজনীতিতে প্রয়োগ করতে হবে। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, রাজনীতিকে অবশ্যই যোগ্যতার ওপর অবস্থিত হতে হবে, একই সঙ্গে তিনি সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ন্যায় এবং সঠিকপথ নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন। বাস্তব রাজনৈতিক আদর্শের পিছনে বিধাতা প্রদত্ত ভাগ্যের প্রতি তার রহস্যাচ্ছন্ন বিশ্বাস ছিল, যা মানবীয় ব্যাপারকে রূপদান করে।

যদিও মূলত তার রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বার্ক রক্ষণশীল ছিলেন তবু তিনি উদার নৈতিকতাবাদের একটি সিদ্ধান্তপূর্ণ প্রবল প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন তৃতীয় জর্জের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তিনি ছিলেন হুইগদের একজন সুযোগ্য মুখপাত্র এবং আয়ারল্যান্ড, ভারত এবং আমেরিকা সম্পর্কে তার অভিমতসমূহ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা প্রদর্শন করেছে। তিনি যুক্তিপূর্ণভাবে উপযোগিতার সংশয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, পার্লামেন্টের আইনগত অধিকার যাই হোক না কেন, এর উপনিবেশীয় নীতি ন্যায়সঙ্গত বলে সমর্থিত হতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বৃটিশ স্বাধীনতাসমূহ রক্ষার জন্য আমেরিকান উপনিবেশগুলোর সাফল্য অত্যাবশ্যক, উপনিবেশ প্রশাসনে তার মতবাদ এবং প্রজা জাতিসমূহের প্রতি আচরণ তার কাল থেকে অর্ধশতাব্দী অগ্রসর ছিল। তথাপি তার প্রধান আগ্রহ ছিল শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বে। তিনি বিশ্বাস করতেন, স্বাভাবিক ঘটনাবলির ধারার সঙ্গে মিল রেখে আইন প্রণয়ন দ্বারা সংস্কার অবশ্যই ধীরে ধীরে আনা উচিত। জনগণের প্রতিকার কোনো আস্থা ছিল না, তার আদর্শবাদ ছিল জমিদারি আভিজাত্যের দ্বারা রাষ্ট্র শাসিত হোক, যাতে সম্পত্তি নিরাপদ থাকবে এবং প্রতিষ্ঠিত গির্জা সম্মান পাবে। তিনি বৃটিশ শাসনতন্ত্রের ধীর এবং স্বাভাবিক বিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং

তিনি বিশ্বাস করতেন যে এটা মনুষ্য উদ্ভাবিত যে-কোনো দলিলের চেয়ে অনেক ভালো। এর দমন এবং ভারসাম্য পদ্ধতি, এর স্বাধীনতা ও কর্তৃপক্ষের সামঞ্জস্য, এর বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব বিশেষভাবে মূল্যবান বলে প্রতীয়মান হয়।[২৯]

সে অনুযায়ী বার্ক ফরাসি বিপ্লবের, এর বিশৃঙ্খলার, এর কাল্পনিক মতবাদ প্রিয়তার, ধর্মীয় পদ্ধতির ওপর এর আক্রমণ এবং ফ্রান্সের অতীত মুছে ফেলে এর নবনির্মিতির তীব্র বিরোধী[৩০] ছিলেন। তিনি ফরাসি আভিজাত্যের সমর্থক ছিলেন এবং ফরাসি মৌলিক ধারণার প্রতি বৃটিশের অতিশয় ঘৃণার প্রশংসা করেছেন। রুশোর রচনাকে তিনি 'মানবাধিকারের কলঙ্কিত কাগজের টুকরা হিসেবে নিন্দা করেন; রুশোর অধিকারের ঘোষণাপত্র ছিল "অরাজকতার সার সংগ্রহ"। বার্ক সাম্যের মতবাদ জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব এবং বিপ্লবের অধিকারকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। তার ধারণা ছিল মানুষ প্রাকৃতিক দিক দিয়ে অসমান এবং যারা জনগণের কার্যের জন্য যথার্থ উপযুক্ত তারাই স্বভাবত শাসন করেন। কর্তব্য অধিকারের মতোই জরুরি, মানুষ সম্মতি দিক বা নাই দিক, কর্তব্য মানুষের ওপরই অবস্থিত। রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছে এবং এর প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কর্তৃপক্ষকে সম্মান করতে তার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, মানুষের অধিকার রক্ষার চেয়ে মানুষের অভাব মিটানোর জন্যই রাষ্ট্রের অবস্থিতি এবং উদ্দেশ্যে যে-কোনো পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক না কেন তাই ন্যায়সঙ্গত। বিশুদ্ধ যুক্তির কল্পিত ধারণারূপে মনে না করে প্রয়োজনীয় আপোসমীমাংসা ও ব্যবহার উপযোগী করে রাষ্ট্রকে বাস্তব প্রতিষ্ঠানরূপে দেখতে হবে। বার্ক দৃঢ়ভাবে সমর্থ করেন যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রেই তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ওপর অবস্থিত বিশেষ জাতীয় প্রতিভা রয়েছে এবং কাল্পনিক অন্ধবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে কোনো অসাধারণ পদ্ধতি গ্রহণ করা বা অনুসরণ করার চেষ্টা করা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ফরাসি গণতন্ত্রের ফল হবে একনায়কত্ব।

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় বার্কের অবদান হচ্ছে, বাস্তব প্রতিষ্ঠানসমূহ অধ্যয়নের মূল্য সম্পর্কে তার দৃঢ় সমর্থন এবং সাফল্যজনক সংস্কারের বিবর্তনমূলক প্রকৃতি। তাঁর সময়কার অন্য কোনো লেখকেরই রাজনৈতিক জীবনের জটিলতা সম্পর্কে এতো পরিপূর্ণ ধারণা ছিল না। তাঁর প্রচলিত পদ্ধতির অর্চনা করা এবং উন্নতির উদ্দীপক হিসেবে ধারণার মূল্যকে তুচ্ছজ্ঞান করা তার সীমাবদ্ধনীতির প্রধান বিষয়বস্তু ছিল। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান তিনি প্রশংসা করেছিলেন সেগুলো বহু পূর্বেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তার মনোভাব নিম্নোক্ত দৃঢ় উক্তিসমূহেই প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা বিধাতাকে ভয় করি— আমরা রাজার দিকে ভক্তি প্রযুক্ত ভয়ের সঙ্গে, পার্লামেন্টের দিকে স্নেহের সঙ্গে, ম্যাজিস্ট্রেটগণের প্রতি কর্তব্যের সঙ্গে, ধর্ম যাজকদের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং অভিজাতদের প্রতি সম্মানের সঙ্গে তাকাই।" তিনি ইংল্যান্ডে প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করেন, যা প্রচণ্ড ভীতির রাজত্ব ও নেপোলনীয় যুদ্ধ অবসানে সমগ্র ইউরোপে শুরু হয়েছিল। মানুষের যৌক্তিক বিচার শক্তির ওপর তার কল্পনা ও ভাবাবেগের প্রশংসা দ্বারা তিনি জার্মানিতে হেগেল ও সেভিগনী এবং ফ্রান্সের দ্য ম্যইসটি ও রোনাল্ডের চিন্তাধারার সঙ্গে সম শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।[৩১]

ফরাসি বিপ্লবের প্রথম যুগে হুইগ দলের নেতৃবৃন্দ, প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী মন্ত্রিগণ এবং ইংরেজ কবিগণ আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষা ও আলোকের একটি যুগ ইউরোপে আবির্ভূত হচ্ছে। ইংল্যান্ডে একটি বৈপ্লবিক দল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফক্সের মতো একজন মানুষ বিপ্লবী নেতাদের কার্যকারিতাকে অনুমোদন করে।

ফরাসি বিপ্লবের মৌলিক মতবাদসমূহ ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ইংল্যান্ডে টমাস পেইন, উইলিয়ম গডউইন ও জেমস্ মেকিনটস[৩২] দ্বারা সমর্থিত হয়।

বার্কের প্রত্যুত্তরে পেইন ফরাসি বিপ্লবের[৩৩] পক্ষ সমর্থন করে প্রতিরক্ষামূলক রচনা লিখেন। বার্ক ঐতিহ্যের রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাষ্ট্রের নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির জোর সমর্থন করেন, যার ঐক্যকে তিনি ব্যক্তি সদস্যর স্বার্থে অনেক জরুরিভাবে বিবেচনা করেছেন। পেইন ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রত্যেক বংশধরকে তার নিজের কাজ করার জন্য স্বাধীনতা দিতে হবে। পুরনো প্রতিষ্ঠান ও আইনসমূহকে শ্রদ্ধা করার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না, যখন সেগুলো দুর্বহ ও অন্যায়কারী হয়ে দাঁড়ায়। পেইন যত্নের সঙ্গে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন, যা বার্ক সংশয়াচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন। মানুষের প্রকৃতির প্রয়োজনের আবশ্যকীয় ফলরূপে তিনি রাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু সরকারকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মানুষের পাপকে দমন করার প্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে কৃত্রিম সৃষ্টিরূপে। এটা সহজেই ভ্রান্ত হস্তে পতিত হতে পারে অথবা এর ক্ষমতা অবিকৃত হতে পারে। অতএব প্রচলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানসমূহে পবিত্র বলে কিছু নেই।

পেইন ধারণা পোষণ করতেন, যে চুক্তির ওপর রাষ্ট্রের ভিত্তিশীলতা তা সমান ব্যক্তিগণের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, শাসক এবং জনগণের মধ্যে নয়—যেমনটি বার্ক বলেছিলেন। জনপ্রিয় সম্মতির যথার্থ সংগঠনের জন্য একটি প্রজাতান্ত্রিক ধরনের সরকার এবং একটি লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন। রাজা, ধর্মযাজক এবং কূটনৈতিক যুদ্ধবাজগণ কৃত্রিম এবং বিপজ্জনক সৃষ্টি। পেইন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র সংবলিত (Declaration of the Rights of the Man) প্রাকৃতিক আইনের দর্শনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ মুক্ত এবং সমান; তারা নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির স্বাভাবিক অধিকারী এবং সমগ্র কর্তৃত্বই জনগণ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। তাঁর মতে, মানুষের জন্যই রাষ্ট্রকে তৈরি করা হয়েছে এবং সরকারকে এর ভৃত্য হওয়া উচিত। যদি এটা যথার্থভাবে সংঘটিত হতো তাহলে তা সংস্কারের পথে বিবেচনাযোগ্য মঙ্গল সাধন করতে পারতো। মানবাধিকারের দ্বিতীয় খণ্ডে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দরিদ্র আইনের সংস্কার জাতিসংঘের একটি নকশা অন্তর্ভুক্ত করে তিনি একটি বাস্তব এবং গঠনমূলক পরিকল্পনা রচনা করেন।

উইলিয়াম গডউইন (১৭৫৬-১৮৩৬)[৩৪] ছিলেন একজন দার্শনিক অরাজকতাবাদী এবং তিনি রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনোরূপ আপোস মীমাংসা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি ধারণা করতেন যে, সকল সরকারই যদি কুসংস্কার ও স্বেচ্ছাচারমুক্ত হয়, তবু অনাকাঙ্ক্ষিত। তার জনগণের উপযোগিতার শর্তে সংজ্ঞায়িত ন্যায়পরায়ণতার প্রতি তীব্র আকাঙ্খা ছিল এবং তিনি যথার্থ শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীনে মানুষের পরম উৎকর্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পাপের উৎস খুঁজে পান, যা মানুষকে অজ্ঞ ও ক্রীতদাস করে রাখে। যদি মানুষ বুদ্ধিমান হতো তবে সমস্ত বলপূর্বক শাসনের প্রয়োজনীয়তা বিদূরিত হতো।

অতএব, সামাজিক চুক্তির সাথে মানুষের প্রাকৃতিক অধিকারের বিতর্কের প্রতি গডউইন স্বল্পই আগ্রহী ছিলেন। অবস্থিত অশিক্ষিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ধারণা পোষণ করতেন যে, কিছু কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয়; কিন্তু এদের প্রকৃতিগতভাবে স্থানীয় হওয়া উচিত এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের জন্য এদের কার্যাবলি সুকঠোরভাবে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। গডউইন জাতীয় সম্পদ ও গৌরবের উচ্চাভিলাষি পরিকল্পনাসমূহকে বিশেষভাবে অপছন্দ করতেন, যা বৃহৎ ক্ষমতাকে কার্যকরী করতে সরকারকে সক্ষম করতো।

ধনের অসম বণ্টন মানুষের মধ্যেকার প্রাকৃতিক সাম্য নীতিবিরোধী। এ ধারণা পোষণ করে গডউন ব্যক্তিগত সম্পত্তির পদ্ধতিকে আক্রমণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বুদ্ধিমত্তার ক্রমোন্নতিই স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ধন সম্পত্তির অনিষ্টকর বস্তুসমূহের এবং যা আইন ও সরকারের অবিচার থেকে উদ্ভূত হয়েছে সেগুলোরও অপসারণ ঘটাবে। গডউনের রচনা প্লেটো এবং মুরের কাল্পনিক রাজ্য, অষ্টাদশ শতকের প্রাকৃতিক আইনের দর্শন এবং শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট হিতবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী ধারণার এক চিত্তাকর্ষক সংমিশ্রণ। যদিও তাঁর মতবাদসমূহ ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ[৩৫] দ্বারা গৃহীত হয়েছিল, তথাপি সেগুলো ইংল্যান্ডে কখনো জনপ্রিয় হয় নি। তার জামাতা কবি শেলীর রচনা দ্বারা সেখানে তাকে প্রভাবশালী করার প্রচেষ্টা চালানো হয়, যার মানবতার প্রতি তীব্র ভাবাবেগকে ও অত্যাচারিতের প্রতি ঘৃণাকে তিনি প্রেরণা যোগান।

যেহেতু নেপোলেনীয় যুদ্ধ ফরাসি বিপ্লবের তেজস্বী ভাবধারাকে বৈপ্লবিক আদর্শবাদ থেকে একটি আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদে পরিবর্তিত করে অতএব, প্রাকৃতিক আইন ও মানবাধিকারের প্রতি ইংরেজদের সহানুভূতি বিলুপ্ত হয়। পেইন এবং গডউইনের মৌলিক ও কাল্পনিক ধারণাসমূহ বেপরোয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত একটি জাতির মেজাজের অনুপযুক্ত ছিল; বার্কের রক্ষণশীল মতবাদ জাতির সাধারণ মেজাজকে সমধিকভাবে চিত্রিত করেছে। জাতীয় সম্মেলনের (১৭৯২) আদেশ বিধি, যা সমস্ত রাজতন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে আক্রমণ করেছিল এবং রাজ্যগুলোকে উচ্ছেদ ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের ভয় দেখিয়েছিল, তা ইংল্যান্ডে প্রচণ্ড অবস্থার সৃষ্টি করে। চতুর্দশ লুইয়ের অভিযুক্তি ইংল্যান্ডে একটি ভয়াবহ উত্তেজনার শিহরণ জাগায় এবং হুইগ দলকে নিশ্চুপ করে দেয়। এমন কি ফক্সও এটাকে নিষ্ঠুরতা এবং অন্যায় কার্য বলে বিবেচনা করেছেন।

এর ফলস্বরূপ ইংল্যান্ডে সংস্কারের সমস্ত প্রচেষ্টা নিশ্চুপ হয়ে যায়। প্রজাতান্ত্রিক ধারণাসমূহ শিকড় গাড়বে এই ভয়ে অভিজাত নেতৃবৃন্দ ভোটাধিকার সম্প্রসারণের ও পার্লামেন্ট সংস্কারের প্রস্তাবকে অবদমন করেন। বিদেশিদের বিরুদ্ধে আইন পাশ করতে শুরু করে, আলোচনার স্বাধীনতাকে দমন করে এবং যারা আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল তাদেরকে কঠোরভাবে শাস্তি প্রদান করে।

একই সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহ যা শিল্পনগরীগুলো এবং একটি নতুন উৎপাদক শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল, সেগুলি অবশেষে রক্ষণশীল মনোবৃত্তি এবং ভূম্যাধিকারী অভিজাতবর্গের আধিপত্যের বিরোধিতা করতে থাকে। যদিও শিল্প উৎপাদকদের কোনো দার্শনিক মতবাদ ছিল না এবং গডউইন ও শেলী অরাজকতাবাদ কোনো কাজে লাগতো না, তথাপি তারা পুরনো শাসনব্যবস্থা ও অপরিচ্ছন্ন আইন সম্বন্ধীয় পদ্ধতির ব্যাপারে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, ব্ল্যাকস্টোন যার খুবই প্রশংসা করেছিলেন। তারা বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ও আইন সংক্রান্ত হস্তক্ষেপ অপসারণের আশঙ্কা করে। তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আকাঙ্ক্ষার ফল হচ্ছে তাদের বাণিজ্যিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মতবাদ। এই অভিমত বেন্থামের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মতবাদে বর্ণিত হয়েছে এবং এর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে ম্যানচেস্টার চিন্তাবিদ সম্প্রদায়ের মত বিশ্বাসে এবং উনিশ শতকের মধ্য ভাগের সংস্কার আন্দোলনসমূহে।

পাদটীকা :

১. তাঁর গ্রন্থ *The American Revolution (1923)*, অধ্যাপক *C.H. McIlwain* ঔপনিবেশিকদের শাসনতান্ত্রিক যুক্তির পক্ষে দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করেন।

২. বৃটিশ পার্লামেন্টের অধিকারকে অস্বীকার করে আয়ারল্যান্ডের জন্য আইন প্রণয়নের অনুরূপ শাসনতান্ত্রিক নীতিসমূহ ১৬৪৪ সালের প্রথমদিকে এক অজ্ঞাতনামা প্রচার পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। এর শিরোনামা হচ্ছে, *A declaration setting forth how and by what means, the laws and statutes of England from time to time came to be of force in Ireland.*
৩. *তাঁর Works*, গ্রন্থ ৪, অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৪. *Consideration on the Nature and Extent of the Legislative Authority of the British Parliament (1774)*
৫. *Rights of the Colonies Examined (1764)* দ্রষ্টব্য।
৬. *An Inquiry into the Right of the British Colonies (1766)* দ্রষ্টব্য।
৭. *John Wise* বিরচিত *Vindication of the Government of New England Churches*-এর জনপ্রিয়তার দ্বারা এ ধারণাগুলোর প্রতি আরো উৎসাহ প্রদান করা হয়। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে এর একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।
৮. *Virginia Declaration of Rights.*
৯. *Writs of Assistnace*-এর বিরুদ্ধে তাঁর বক্তৃতা। *Rights of the Colonies Asserted and Proved (1764)* দ্রষ্টব্য এবং তাঁর *Vindication of the British Colonies (1765).*
১০. *Letters of a Pennsylvania Farmer (1768).*
১১. *Rights of the Colonists as men and as British Subjects; Natural Rights of the Colonists.*
১২. *Thoughts on Government (1776).*
১৩. *Considerations on the Nature and Extent of the Legislative Authorites on the British Parliament.*
১৪. *Summary view of the Rights.*
১৫. *Common Sense (1776); The Forester's Letters (1776); The American Crisis (1776-1783)* ফরাসি বিপ্লব সংক্রান্ত পেনের ধারণা সম্পর্কে নিম্নে দ্রষ্টব্য।
১৬. তিনি পরে এ ধারণাকে যোগ্য প্রতিপন্ন করেন। *Rights of Man (1792)*–এর দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য। পেন যখন ইংল্যান্ডে সে সময়ে তা প্রকাশিত হয়।
১৭. তাঁর *View of the Causes and Consequencees of the American Revolution (1797).*
১৮. ইংল্যান্ডে গডউইনের পত্নী মেরী ওলস্টোনক্র্যাফট তাঁর *Vindication of the Rights of Women (1792)* গ্রন্থে নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন।
১৯. তাঁর *Observation on the Importance of the American Revolution.*
২০. ফ্রাংকলিন *Declaration of Independence, the constitutions of the states* এবং আমেরিকা সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র অনুবাদ করে সমগ্র ফ্রান্সে প্রচার করেন।
২১. আমেরিকার পদ্ধতি সম্পর্কে এসব লেখকের সমালোচনার উত্তরে *John Adam's তাঁর Defense of the Constitutions of the United States (1787-8)* এবং তাঁর *Discourses on Davila (1790)* রচনা করেন।
২২. দৃষ্টান্তস্বরূপ Claviers and Bristol-এর *De la France et des States-Unis (1787), Abbe Raynal* এর *Observations on the Government and Laws of the United States (1785), Mirabeau*-এর *Considerations on the orader of Cincinnatus (1785);* এবং *Maarquis de Chastellux* বিরচিত কয়েক খণ্ড ভ্রমণ কাহিনী।
২৩. বিশিষ্ট শিরোনাম হচ্ছে *Plan for a Matrimonial Alliance between Monsieur Third Estate and Madam Nobility, Te Deun of the Third Estate as it will be sung at the First Mass of the Estates General, with the Confession of the Nobility.*
২৪. *Qu-est-ce que le Tiers-Etat ? (1788).* অধিকন্তু তাঁর *Essai Sur les Priviliges (1788).*
২৫. তাঁর *Plan de Constitution (1788)* গ্রন্থে। তার *Esquisse d'un tableau de progres de l'esprit humain (1795).*
২৬. *Samuel Johnson*-এর *Taxation no Tyranny (1775)* দ্রষ্টব্য।

২৭. তাঁর *Speech on Conciliation with America (1775)* এবং তাঁর *Speech on American Taxation (1774)* দ্রষ্টব্য।

২৮. তাঁর *Vindication of Natural Society (1756)* গ্রন্থের মধ্যে এটা গুরুতরভাবে গ্রহণ করা হয় এবং গডউইনের *Political Justice* রচনার দিকে চালিত করে।

২৯. তাঁর *Causes of Our Present Discontents (1770)* দ্রষ্টব্য।

৩০. তাঁর *Reflections on the Revolution in France (1790); Appeal from the New to the Old Whigs (1791); Thoughts on French Affairs (1791)* দ্রষ্টব্য।

৩১. নিম্নে দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ খণ্ড। প্রতিক্রিয়াশীল দল দ্বারাও বার্ক সুবিবেচিত হয়েছেন, যারা ফ্যাসিবাদের সহায়তা করে। কিন্তু ফরাসি ও আমেরিকান বিপ্লবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এখানে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৩২. তাঁর *Vindiciae Gallicae (1791)* দ্রষ্টব্য।

৩৩. *The Rights of Man (1791),* দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৯২।

৩৪. তাঁর *Enquiry Concerning Political Justice (1793)* গ্রন্থ মধ্যে।

৩৫. বিশেষত সেন্ট সাইমন ও প্রুধো।

গ্রন্থপঞ্জি :

Barker, Ernest, *Essays on Government* (Oxford, Clarendon Press, 1945), Chap. 7.

Becker, C.L., *The Declaration of Independence* (New York, Knopf, 1942).

Best, M.A., *Thomas Paine, Prophet and Martyr of Democracy* (New York, Harcourt, (1927).

Brailsford, H.N,, *Shelly, Godwin, and Their Circle* (New York, Holt. n.d)

Burns, C.D., *Political Ideals* (London, Oxford Univ. Press, 1936), Chap 7.

Cobban, Alfred, *Edmund Burke and the Revolt against the Eighteenth Century* (London G Allen, 1929) Chaps 1-4.

Hearnshaw, F.J.C. ed., *The Social and Political Ideas of Some Representative Thinkers of the Revolutionary Age* (New York, Barnes & Noble, 1950).

Jellinek, Georg., *The Declaration of the Rights of Man and Citizens, trans. by Max Farrand* (New York, Holt, 1901).

Laski. H.J , *Political Thought in England from Locke to Bentham* (New York, Holt, 1920) Chap 6.

McIlwain, C.H., *The American Revolution* (New York, Macmillan, 1923).

Merriam, C.E., "Thomas Paine's Political Theories," *Political Science Quarterly,* Vol 14 (1899).

Osborn, A.M., *Rousseau and Burke* (London, Oxford Univ. Press, 1940).

Sabine, G.H., *A History of Political Theory,* rev. (New York, Holt, 1950) P.P. 607-619.

Woodward, W.E., *Tom Paine* : *America's Godfather* (New York, Dutton, 1945)

বিংশ পরিচ্ছেদ

ইংরেজ ও উপযোগিতাবাদিগণ

উপযোগিতাবাদী রাজনৈতিক দর্শন লক ও হিউম বিরচিত ইংরেজ মনস্তত্ত্বের ওপর ভিত্তিশীল ছিল। সপ্তদশ শতকে রিচার্ড কাম্বারল্যান্ডের১৬৩ ২-১৭১৯)[১] রচনায় এর সূচনা দেখা দেয়, যিনি স্বাভাবিক নৈতিক ধারণাবাদী মতবাদকে অস্বীকার করেন এবং যিনি সাধারণ কল্যাণকে সর্বোত্তম বলে মনে করতেন। "শ্রেষ্ঠতম সংখ্যার জন্য শ্রেষ্ঠতম সুখ" এই সূত্রটি হাচি সনের (১৬৯৪-১৭৪৭)[২] দ্বারা প্রথম ব্যবহৃত হয়।

মূল মতবাদ

উপযোগীবাদের প্রথম উক্তি হচ্ছে খসড়া আকারে এই তত্ত্বটিকে উপস্থাপিত করা যে "মনের একটি বিজ্ঞান আছে"।[৩] মন হচ্ছে পরিবেশ থেকে নেয়া কতগুলো বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়াভূতির সমষ্টি মাত্র, যে পরিবেশের মধ্যে এটা নিজেকে খুঁজে পায়। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলো একটি সরল আইন দ্বারা শিগগির সম্মিলিত হয় যা আকর্ষণের আইন। পূর্বে আবির্ভূত দুইটি অনুরূপ অনুভূতি সম্মিলিত পুনরাবির্ভাবের প্রবণতা দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি শিশু সত্তা অনুভূতিসহ তার জননীর সংস্পর্শে আসবে। এর মনে দুটি অনুভূতিই জাগবে এবং একটির উপস্থিতি অন্যটিকে পুনরাহ্বান জানাবে। সাধারণভাবে দেখতে হবে এই সমষ্টিবদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলোকে সম্মতিসূচক বেদনাদায়ক বলে বর্ণনা করা যায়। যেগুলো সম্মতিসূচক সেগুলো আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তুসমূহ হতে পারে; যেগুলো বেদনাদায়ক, সে সব আমাদের ঘৃণার বস্তুসমূহ হতে পারে। অতএব প্রত্যেক মানুষই আনন্দ চায় এবং বেদনা পরিহার করতে চায় এর ফলই হচ্ছে আমাদের নৈতিক জীবনের সমগ্র যান্ত্রিক গঠন। বস্তুত সত্য এবং নৈতিকতার অন্য কোনো অর্থ নেই। একটি জিনিস 'সত্য' এবং ভালো যদি এটা সুখ বৃদ্ধি করে।

উপযোগিতাবাদের নৈতিকতার দিকে পরিবর্তন করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষই সুখী হতে চায় কিন্তু বিভিন্ন মানুষ সুখ লাভের জন্য যে উপায় অবলম্বন করে তা প্রায়শই পরস্পরবিরোধী। দুটি ব্যক্তি যারা তাদের শ্রম উৎপাদন দিয়ে জীবিকা অর্জন করতে চায় তারা একই ভূমি খণ্ডের মালিকানা নিয়ে বিবাদ করতে পারে'।[৪] প্রথমত আইনসঙ্গত মালিক 'শান্তিপূর্ণভাবে তার জমি ভোগ করতে চায়। অপরজন অন্যের সম্পত্তি তছরূপ করে সুখী হতে চায়। এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম সুখ (অতএব শ্রেষ্ঠতম ভালো) উদ্ভূত হবে তসরুফকারীকে ভয় দেখিয়ে, বেদনা সঞ্চার করে, যদি প্রতিষ্ঠিত সম্পত্তির মালিক[৫] তার সম্মতি রক্ষা করে, তা তাকে তার আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ দান করবে। এটা উত্তমভাবে সরকার কর্তৃক আইন প্রণেতাগণের দ্বারা কার্যকরী হতে পারে। তারা স্থির করে যে, কতগুলো কার্যবিধি জনসাধারণের সুখের জন্য ক্ষতিকর এবং এই কাজগুলোকে উপযুক্ত শাস্তি বিধান করে

অপরাধ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। আইন প্রণয়ন হচ্ছে একটি ভয় প্রদর্শনের, আইনের সাধারণ উপযোগিতার যথার্থতা হচ্ছে এর সকল মানুষের মধ্যেই মানবিক প্রকৃতি প্রায় সমান, মানব প্রকৃতির এই ধারণাকে মঞ্জুর করে[৬] অপরাধের শ্রেণীবিভক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলো আইন প্রণেতাগণ কর্তৃক বিধিবদ্ধ লিখিত আইনরূপে পরিণত হয়। এই বিধিবদ্ধ আইনগুলোর দ্বারা আনন্দ ও বেদনার ভারসাম্যের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নকারী কার্যত একটি নৈতিক অনুশাসন সৃষ্টি করে। তাই সমাজ তার কৃত্রিম কৌশলের সৃষ্টকমে পরিণত হয়।

এটা পরিলক্ষণীয় যে, এই দর্শনের আইনগত অংশে উপযোগিতাবাদিগণ কৃত্রিম স্বার্থের সম্মিলিত নীতিকে গ্রহণ করেন। এর অর্থ যে, আইন প্রণেতা (অথবা সরকার) কৃত্রিমভাবে তাদের স্বার্থের মিলন ঘটাতে গিয়ে জনগণের জীবনে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে। সুখ বৃদ্ধিকল্পে সরকারকে অবশ্যই বাস্তবকর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রে যেমন সাম্প্রতিককালে করা হয়েছে। অর্থনৈতিক দিক দিযে যাহোক, উপযোগিতাবাদিগণ একটি বিরুদ্ধবাদী নীতি গ্রহণ করেছেন। তাহলো স্বার্থের প্রাকৃতিক মিলনের নীতি। এইসব সমাজবাদী দার্শনিকদের কাছে এটা ঘটেছে যখন তারা অর্থনৈতিক ঘটনাবলিকে বিবেচনা করেছেন যে প্রকৃতিকে তার নিজস্ব পক্ষে চলতে দিলে সুখকে আরো অধিকতর বৃদ্ধি করা যাবে। আইন প্রণয়নকারী যদি অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপে বিরত থাকে তবে দুইটি মৌলিক আইনের ভিত্তিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি স্বাভাবিক বিধানের উৎপত্তি হবে—একটি শ্রম বিভক্তি অপরটি স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক বিনিময়। এইগুলো স্বার্থের প্রাকৃতিক মিলন ঘটাবে, যা কৃত্রিমভাবে সরকার সৃষ্ট যে-কোনো কিছুকে চালিত করবে। এই সূচনা থেকে ডেভিড রিকার্ডো ও অন্যরা ইংল্যান্ডীয় সুউচ্চ শ্রেণীর অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ অঙ্কন করেছেন।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে এ মতবাদ গণতন্ত্রের অমূল্য সহায়ক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই ধারণার ভিত্তিতে গণতন্ত্রে প্রথম অনুমান করা হলো সকল মানুষই পরিপূর্ণভাবে আত্মস্বার্থপরায়ণ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম সংখ্যার জন্য শ্রেষ্ঠতম সুখ যে-কোনো সরকারেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই মঞ্জুরি প্রদান করে এটা অনুসরণ করেছে যে, "একজন একচ্ছত্র শাসক প্রভুদের চেয়েও নিরাপদ। কারণ এই স্বতঃসিদ্ধ ভিত্তিতে তিনি যা করার ইচ্ছা করেন তা করার ব্যাপারে তিনি একান্তই মুক্ত। অতএব তিনি তার নিজের স্বার্থই অনুসরণ করেন, অধিকসংখ্যক লোকের স্বার্থ নয়।[৭] যেহেতু প্রতিটি মানুষই তার স্বার্থের শ্রেষ্ঠতম বিচারক, অতএব এটা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দ্বারা শ্রেষ্ঠতম জনসংখ্যার স্বার্থকে অনুমান করার সহায়ক'।[৮]

কিছু অধিকতর মন্তব্য

এভাবে উপযোগিতাবাদ মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি এবং রাজনীতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা হলো যে প্রত্যেক মানুষই তার সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি ধারণা করতেন যে, মানুষ প্রধানত সুখ লাভ ও দুঃখ পরিহারের আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই চালিত হয়। একের সুখ অপরের সম্পর্কের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব আইন প্রণয়ন দ্বারা সকলের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজনীয়। যাহোক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এটা ধারণা করা হতো যে, এ ধরনের আইন প্রণয়ন প্রয়োজনীয় নয়। কারণ একটি দৈব বিধান কার্যকরী রয়েছে এবং রাজনীতিতে এটা শিক্ষা দিয়েছে যে কেবল একটি আদ্যপান্ত গণতন্ত্রের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠতম সংখ্যার জন্য শ্রেষ্ঠতম সুখপ্রাপ্তি ঘটতে পারে।

প্রতিযোগী দর্শনগুলোর চেয়ে অধিক বাস্তব উপযোগিতাবাদ আরো শিক্ষা দিয়েছে যে তার সংজ্ঞানুসারে কার্যসমূহের বিচার হয় তার ফল অথবা প্রয়োজনীয়তা দ্বারা। এইদিক দিয়ে, উপযোগিতাবাদ বৈপ্লবিক। প্রাকৃতিক অধিকার ও সামাজিক চুক্তি ছাড়া বার্ক পূজিত পৌরাণিক বা প্রচলিত কোনো কিছুর প্রতি তার শ্রদ্ধা নেই। এটা প্রদর্শন করেছে যে, রাষ্ট্র একটি রহস্যাচ্ছন্ন সামাজিক জৈব সমষ্টিও নয় অথবা নাগরিকদের প্রাকৃতিক অধিকারকে প্রহরা দেয়ার জন্য সৃষ্ট ব্যক্তি সমষ্টিও নয়।

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রয়েছে কারণ এটা প্রয়োজনীয়। এর কর্তব্য হচ্ছে সাধারণ কল্যাণ বৃদ্ধি করা। যদি এর আইনসমূহ এই উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের পরিবর্তন করা উচিত। উপযোগিতাবাদে অর্থহীন বাক্য ও কাল্পনিক নীতির কোনো ব্যবহার নেই। এটা বাস্তব অভিজ্ঞতাসমূহ ও জীবিত মানুষের অসুবিধাসমূহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।[৯]

রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের উপযোগিতাবাদের অভিমত, মানবিক কল্যাণের ক্ষেত্রে একটি যুক্তিবাদী ও বাস্তব মনোযোগ প্রদর্শন করেছেন বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তি করে যে, রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মানবিক জীবনের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব। উপযোগিতাবাদিগণ পৃথিবী থেকে দূরে দণ্ডায়মান কল্পনাপ্রবণ দার্শনিক নন; তারা বাস্তব সমস্যাসমূহের নিবিড় সংস্পর্শে ছিলেন। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জনজীবনে সক্রিয় ছিলেন। আইন এবং দণ্ডবিধি পদ্ধতির সংস্কার, খনি এবং কলকারখানাসমূহে অবস্থার উন্নতি, পার্লামেন্টারি পদ্ধতি, ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্কার প্রধানত তাদের চেষ্টাতেই সংঘটিত হয়েছিল। দরিদ্র আইনের সংস্কার, শস্য আইন বাতিল এবং ধীরে ধীরে সার্বজনীন ভোটাধিকার গ্রহণ উপযোগিতাবাদ দর্শনের নীতিসমূহের ওপরই ভিত্তিশীল ছিল। উপযোগিতাবাদিগণ স্বেচ্ছাচার ও অবিচারের বিরোধিতা করেন এবং মানবীয় উন্নতির সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস করে ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থন করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে তারা ব্যক্তি সদস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় কার্যবিধির সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের যথার্থ সংগঠনমূলক প্রশ্ন এবং এর মধ্যে সার্বভৌমত্বের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

উপযোগিতাবাদের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ জেরেমি বেন্থাম এবং জেম্‌স মিলের রচনার দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনায় এটা সুসিদ্ধান্তপূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়। ঐতিহাসিক গ্রোটে এবং মনস্তত্ত্ববিদ আলেকজ্যান্ডার বেইনের মৌলিক যুক্তিসমূহ গ্রহণ করেন। আইন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে, জন অস্টিন উপযোগিতাবাদের নীতিসমূহকে বর্ধিত করেন। রিকার্ডোকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে সমুন্নত করেন এই মতবাদ বাস্তব প্রয়োগ হয় রাজনীতিতে, প্রয়োগ হয় রোমেলি, ব্রাউঘাম, হবহাউস এবং কবেটের দ্বারা। তাদের রচনার দ্বারা কবডেন ও ব্রাইট মুক্ত বাণিজ্যের দাবি করেন।

বেন্থাম

ইংরেজ উপযোগিতাবাদের সুবিজ্ঞ নেতা ছিলেন জেরেমি বেন্থাম (১৭৮৪-১৮৩২), যার জনসাধারণের কার্যে সক্রিয় মনোযোগ আমেরিকান বিপ্লব থেকে ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন পর্যন্ত আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। তরুণ বেন্থাম সংস্কারহীন অক্সফোর্ডে শিক্ষার নিন্দা করেন; কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি তার সহজাত গভীর আগ্রহ ছিল এবং অন্তর্দশন সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞানে তার সুস্পষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। যৌবনকাল থেকে তিনি সমাজকল্যাণে তীব্র অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন এবং কল্পনায় তিনি নিজকে ফেনিলনের নায়ক টেলিমাকের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন এবং সমাজবিজ্ঞানসমূহে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের

কার্যকরী পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করবেন বলে সঙ্কল্প করেন। তেইশ বছর বয়সে তিনি প্রিস্টলির 'সরকারের ওপর প্রবন্ধ' (Essay on government) পাঠ করেন এবং তার এই বর্ণনায় মুগ্ধ করে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের সুখই হচ্ছে মানদণ্ড যার দ্বারা একটা রাষ্ট্রকে বিচার করা যায়। হেলভেটিয়াস ও বেক্কেরিয়াকে অনুসরণ করে বেন্থাম বিশ্বাস করতেন যে, আনন্দের উপস্থিতি ও বেদনার অনুপস্থিতির মধ্যেই সুখ রয়েছে। অতএব প্রতিষ্ঠানসমূহ এমন হওয়া উচিত যাতে সামাজিক ব্যবস্থাপনা শ্রেষ্ঠতম সুখ লাভের সহায়ক হয়।

তার বিস্তারিত রাজনৈতিক রচনায়[১০] বেন্থাম এই মনস্তত্ত্বকে নীতি ও আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্রে কার্যকরী করেন এ অভিমত পোষণ করে যে, "মানুষের দুই সার্বভৌম প্রভু, আনন্দ ও বেদনা" দ্বারা কি করা উচিত এবং স্থির কৃত করেছে বাস্তবিক পক্ষে কি করা হয়েছে। তিনি ধারণা করতেন যে, সমস্ত মানবীয় সহজাত প্রবৃত্তিই সমানভাবে প্রকৃতিদত্ত এবং তারা ভালো কি মন্দ এটা তাদের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে অনুমোদিত অথবা অননুমোদিত কার্যসমূহে "উপযোগিতার নীতি" তাদের সুখ বৃদ্ধি বা সুখের বিরোধিতার প্রবণতার সঙ্গে মিল রয়েছে। বেন্থাম বিশ্বাস করতেন যে, বস্তুতান্ত্রিক কোনো কিছু যেমন রাষ্ট্র, গির্জা বা দলের প্রতি মানুষের কোনো কর্তব্য নেই, কর্তব্য রয়েছে সুখ দুঃখ অনুভূতি সংবলিত মানুষের প্রতি।

আইন শাস্ত্রে সুশিক্ষিত বেন্থাম আইন শাস্ত্রের মতবাদসমূহে ও আইন প্রণয়নের লক্ষ্যভূত উদ্দেশ্যে সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে গভীর মনোযোগ প্রদান করেন। ছাত্র হিসেবে তিনি ব্ল্যাকস্টোনের বক্তৃতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং যখন ব্ল্যাকস্টোনের বক্তৃতাবলি প্রকাশিত হয় উগ্র সমালোচনা করে তার উত্তর প্রদান করেন।[১১] তিনি ব্ল্যাকস্টোন রচিত ইংরেজ শাসনতন্ত্র, ইংরেজি আইনের গৌরবকে আত্মগর্বি সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করেন এবং ইংল্যান্ডীয় অবস্থা সম্পর্ক আবেগপ্রবণ আশাবাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এবং আদি আইনের উৎস সামাজিক চুক্তির মধ্যে পাওয়া গিয়েছে—ব্ল্যাকস্টোনের এই মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। এবং টোরিগণদের ইচ্ছাধীন স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হয়েছে বলে ইংল্যান্ডীয় আইনকে প্রশংসা করেন ও বেন্থাম এটা বিস্তৃত যান্ত্রিক ও অত্যাচারমূলক বলে আক্রমণ করেন, যার দ্বারা ক্ষমতাসম্পন্নগণ অজ্ঞ এবং অত্যাচারিতগণকে অবনত করে রেখেছিল। বেন্থাম এ চুক্তি দ্বারা যে-কোনো ধরনের চুক্তিমূলক মতবাদকে অস্বীকার করেন যে, রাষ্ট্র সম্মতির ওপর ভিত্তিশীল নয় বরঞ্চ আনুগত্যের অভ্যাসের ওপর ভিত্তিশীল। এর সৃষ্ট উপযোগিতার জন্যই এর অস্তিত্ব রয়েছে। এই মতবাদ, আদর্শবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের ধারণা সম্ভূত "রাষ্ট্র একটি অতি মানব"—এই রহস্যাচ্ছন্ন মতবাদের জন্য কোনো সুযোগ রাখে নি।

বেন্থাম প্রাকৃতিক আইনের অস্তিত্বকে এই ধারণা পোষণ করে অস্বীকার করেন যে, আইন হচ্ছে একটি আদর্শ একটি রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রকাশ। এই কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তিসাধারণের কোনো প্রাকৃতিক অধিকার নেই; এমনকি এর বিরুদ্ধাচরণ করার মতো তাদের কোনো আইনগত অধিকার নেই। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, অধিকার হচ্ছে একটি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কর্তব্য একজন কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব হচ্ছে তিনি জরিমানার মাধ্যমে লঙ্ঘনকারীর প্রতিরোধের অধিকারকে প্রয়োগ করতে সক্ষম। সার্বভৌম অধিপতি কি পর্যন্ত তার অসীম কর্তৃত্বকে কার্যকরী করতে সক্ষম তা স্থিরকৃত হবে তার দক্ষতা ও যোগ্যতার উপর। সার্বভৌম ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণের অধিকার একটি নৈতিক অধিকার হতে পারে কিন্তু কখনো এটা নৈতিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে ক্ষেত্রে বিপ্লবের

অপকারিতার চেয়ে এর দ্বারা অধিকতর উপকারের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের ঐতিহাসিক ও নৈতিক ভিত্তি থেকে আইন শাস্ত্রকে পৃথক করে উপযোগিতাবাদ দর্শনের এই স্তরের উন্নতি জন অস্টিন দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

বেন্থাম ইংরেজ শাসনতন্ত্রকে পরিপূর্ণ মনে করেন নি; তিনি বিশেষভাবে সার্বজনীন মানবীয় ভোটাধিকার, সঠিক পার্লামেন্ট, ব্যালট দ্বারা ভোট প্রদানের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। বেন্থাম ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে, তার মতবাদের তাৎপর্য শ্রেষ্ঠতম সংখ্যার জন্য শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ, গণতন্ত্র ও মৌলিক সংস্কারের দিকে চালিত করেছে। তিনি লর্ড সভা ও রাজার বিরোধিতা করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, সর্বোত্তম শ্রেণীর সরকার হচ্ছে একটি 'এককক্ষ বিশেষ আইন সভাযুক্ত প্রজাতন্ত্র'। আমেরিকা ও ফরাসি বিপ্লবের গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি তার বরাবরই সহানুভূতি ছিল; কিন্তু প্রাকৃতিক আইনের দর্শনের ওপর যার ভিত্তি ছিল তার প্রতি নয়।[১২] তিনি উদ্যমের সঙ্গে প্রাকৃতিক ও অসমর্পণীয় অধিকারের মতবাদের বিরোধিতা করেন, যাকে তিনি "যষ্টির ওপর অর্থহীন অলঙ্কারের কারুকার্য"রূপে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ধারণা করতেন যে, মানুষের সেই সব অধিকার রয়েছে যা আইন দ্বারা প্রদত্ত এবং আসল আইনের পরীক্ষা হচ্ছে এর পরিমাণ, যা দ্বারা এটা শ্রেষ্ঠতম সংখ্যার জন্য শ্রেষ্ঠতম সুখ উৎপন্ন করতে পারে। বেন্থাম কর্তৃক যুক্তি প্রদর্শন বাস্তব আইন সম্বন্ধীয় সংস্কারের সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং অন্যান্য জিনিসের মতো এর লক্ষ্য ছিল জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, দরিদ্র আইনের সংস্কার ও বেসামরিক চাকরির সংস্কার।

তার অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ, বেন্থাম এডাম স্মিথের একজন উৎসাহী শিষ্য ছিলেন যদিও কতগুলো ব্যাপারে তার সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি সম্মত হন যে, সরবরাহ ও চাহিদার আইনের[১৩] ব্যাপারে সরকার যতদূর সম্ভব স্বল্প হস্তক্ষেপ করবে। তিনি মুক্ত বাণিজ্যের একজন বিশ্বস্ত সমর্থক ছিলেন। তিনি প্রতিবন্ধকতাহীন প্রতিযোগিতার মূল্যের প্রশংসা করেছেন এবং একচেটিয়া ব্যবসা ও ব্যবসায়দেরকে রাজকীয় সাহায্য প্রদানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। রাজকীয় আদর্শের প্রতি তার কোনো সহানুভূতি ছিল না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, উপনিবেশগুলোর ওপর অধিকার তাদের সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য অপরিহার্য এবং এই সমস্ত ব্যবসায়ে যে মূলধন খাটানো হয়েছে তা সমানভাবে অন্যত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে।[১৪] তার মতে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃটিশের নিয়ন্ত্রণ, মানবজাতির স্বার্থের জন্য উত্তম হয়েছে, কিন্তু উপনিবেশগুলো যে স্বদেশের সম্পদের উৎস হতে পারে তা তিনি অস্বীকার করেন। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে বেন্থাম কানাডার অধিবাসীদের জন্য পূর্ণ পৃথকীকরণ দাবি করে একটি আবেদনের খসড়া তৈরি করেন। সাধারণত উপযোগিতাবাদিগণ দেখেছিলেন যে, উপনিবেশগুলোর কোনো বিবেকের অনুসূচনা নেই। তথাপি পরবর্তীকালে বেন্থাম সাম্রাজ্যের মধ্যে উপনিবেশগুলোর স্বায়ত্ত্ব শাসনের ধারণার দিকে মোড় পরিবর্তন করেন। কলকারখানাগুলোর মাধ্যমে তিনি ভারতের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং যে সাম্রাজ্যের আইন, বিচার বিভাগীয় পদ্ধতির প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকরী করার জন্য সাহায্য করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ান উপনিবেশগুলোর স্বায়ত্ত্বশাসন এবং বৈজ্ঞানিক বন্দোবস্তের জন্য একটি খসড়া প্রণয়ন করেন।

মানবীয় সুখ বৃদ্ধিকল্পে বাস্তব সামাজিক সংস্কারের প্রতি বেন্থামের আগ্রহ তাকে আইন প্রণয়ন ও শাস্তিমূলক সমস্যাবলির দিকে অধিক মনোযোগ প্রদান করার দিকে চালিত করে।[১৫] তিনি প্রচলিত আইন শাস্ত্রসমূহ এবং কার্যকরী পদ্ধতিগুলোকে সমালোচনা করেন ও নিজে তার একটি বিস্তারিত পরিকল্পনার প্রস্তাব পেশ করেন। বেন্থামের কাল থেকে

অধিকাংশ আইন সংস্কারে তার প্রভাবের চিহ্ন পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে মূল্যায়নের নীতি তিনিই লিপিবদ্ধ করেন।

বেন্থাম কখনো অনুরোধে, কখনো স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অনেক দেশের আইন সংক্রান্ত বিধির সংশোধনে সাহায্য করেন। ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্ট মেডিসনের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বৈজ্ঞানিক আইনবিধি অঙ্কনের জন্য লৌকিকতাপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি রাশিয়ার জারের নিকট ও পেনসিলভেনিয়ার রাজ্যপালের নিকট অনুরূপ প্রস্তাব প্রেরণ করেন এবং ১৮২২ সালে তিনি "যারা উদার নৈতিক অভিমতসমূহ প্রচার করছিল সেই সমস্ত জাতিগণের কাছে" আবেদন করেন। শ্রেষ্ঠতম সংখ্যার জন্য শ্রেষ্ঠতম মঙ্গল বিধানের নিশ্চয়তা প্রদান করে একটি আইন পদ্ধতি সৃষ্টি করার ব্যাপারে তার ক্ষমতার ওপর সীমাহীন আস্থা ছিল।

বেন্থামের প্রথম দিকের রচনাগুলো পরিচ্ছন্ন, সংক্ষিপ্ত ও জোরালো ছিল। তার পরবর্তী রচনাগুলো তার নিজের চয়ন করা[১৬] শিল্প সংক্রান্ত সংজ্ঞায় অতি বিস্তৃত ও অস্পষ্টতায় পরিপূর্ণ ছিল। তার কতগুলো শব্দাবলি যেমন 'আন্তর্জাতিক' 'উপযোগীতাবাদী' 'বিধিবদ্ধকরণ' এবং 'সংক্ষেপিতকরণ' স্থায়ীভাবেই ইংরেজি ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

জেমস মিল

বেন্থামের একজন অতি উৎসাহী শিষ্য ছিলেন জেম্‌স মিল (১৭৭৩—১৮৩৬),[১৭] যিনি সম্মেলন সম্বন্ধীয় মনস্তত্ত্বের[১৮] দৃঢ় সমর্থনের উপযোগিতাবাদের নীতিসমূহকে প্রয়োগ করেন। মিল বেন্থামের সঙ্গে একমত হন যে, নৈতিক ও অনৈতিক কার্যের পার্থক্য তাদের উপযোগিতার ওপর অবস্থিত এবং এটা আইনের কর্তব্য, সম্প্রদায়ের চাপকে ঐসব কায সম্পাদনের জন্য প্রয়োগ করা, যা সাধারণের সুখের পক্ষে সহায়ক হয় এবং সেসব নিবারণ করা, যা সুখকে ধ্বংস করে। বাস্তবিক পক্ষে হেল্‌ভেটিয়াসের নীতি গৃহীত শিক্ষার মৌলিক গুরুত্ব সম্পর্কে বেন্থামের বিশ্বাসের অংশীদার ছিলেন যে, মানুষ মাত্রই উন্নতিকল্পে সমান সক্ষমতা নিয়েই জন্ম লাভ করেছে এবং অসাম্য উৎপত্তি হয়েছে পারিপার্শ্বিকতা ও শিক্ষার পার্থক্য থেকে।

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ও আলোচনার স্বাধীনতা যথার্থ রাজনৈতিক জীবনের জন্য অপরিহার্য, মিল অক্লান্তভাবে প্রযুক্তি প্রদর্শন করেন। প্রত্যেক মানুষই তার নিজের লাভ করতে গিয়ে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, একথা বিশ্বাস করে তিনি ধারণা পোষণ করতেন যে, ঐসব অনধিকার নিবারণ করার জন্য সমবায় অপরিহার্য। একই সঙ্গে অবৈধভাবে ক্ষমতা সম্প্রসারণের ব্যাপারে সরকারকে নিবারণ করাও বাঞ্ছনীয়। একটা উত্তমভাবে সম্পাদিত হতে পারে প্রধান কর্তৃপক্ষকে একটি সংস্থার মধ্যে স্থাপন করে, যা সমগ্র সম্প্রদায়কে উত্তমভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। মধ্যম শ্রেণীর ওপর মিলের যথেষ্ট আস্থা ছিল এবং তিনি তাদের সঙ্গে একমত হন নি যারা বৃটিশ পদ্ধতির মূল্য দিয়েছে এর মধ্যেকার রাজতন্ত্র, অভিজ্ঞতা এবং গণতান্ত্রিক উপাদানের শক্তিসাম্যের জন্য। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, পারস্পরিক স্বার্থই রাজা এবং লর্ডদের কমন্সের বিরুদ্ধে সম্মিলিত করেছে। তিনি অভিমত পোষণ করতেন যে, রাজা এবং লর্ডগণের বিরুদ্ধে পাল্টা ভারসাম্য সৃষ্টি করতে হলে কমন্সকেও যথেষ্ট শক্তিশালী হতে হবে এবং এমন একটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন, যা ১৯১১ সালে লর্ডদের নাকচ আইনের অনুরূপ। প্রতিনিধিগণকে তাদের নির্বাচকমণ্ডলীর সংস্পর্শে রাখতে হলে স্বল্প মেয়াদ বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচনা করা হয় এবং

চল্লিশ বছরের উর্ধ্বে ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শিত হয়। মিলের রচনাবলি বিস্তৃতভাবে পঠিত হয় এবং তা ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন সংক্রান্ত ঘটনাবলীর ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে।

মিল বেন্থামের আইন এবং আইনগত সংস্কারের উদ্দীপনার অংশীদার হন; কিন্তু তাকে অতিক্রম করে স্বল্পই অগ্রসর লাভ করেন। তিনি আইন শাস্ত্রকে অধিকারের সংজ্ঞা ভুলের জন্য শাস্তি বিচারালয়ের শাসনতন্ত্র এবং বিচারালয়ের কার্যপদ্ধতি এই সব শিরোনামার আলোচনা করেন। আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে তার আলোচনা তিনি জাতিদের বিবাদে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের অভাব সম্পর্কে নির্দেশ করেন। তিনি ধারণা করতেন যে, আন্তর্জাতিক আইনের বিধান হচ্ছে জনগণের ভাবাবেগ এবং খুব ক্ষমতা সম্পন্ন জাতি ও এ চাপ উপেক্ষা করতে পারে না বিশেষত যদি সে জাতি গণতান্ত্রিক হয়। যাহোক, মিল আন্তর্জাতিক আইনের বিধি সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন করার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যদি এরূপ একটি সংস্থা, যথাযথভাবে জাতিগুলির প্রতিনিধিত্ব করে, নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত প্রদান করে, জনমতের চাপও আনুগত্য প্রদর্শন করতে বাধ্য হবে। জনগণের ভাবপ্রবণতাকে শক্তিশালী করার জন্য, তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, আন্তর্জাতিক প্রশ্নাবলীর অধ্যয়ন, প্রত্যেক মানুষের শিক্ষার একটি অংশ হওয়া উচিত।

অস্টিন

সাধারণ উপযোগিতাবাদের নীতিসমূহের সঙ্গে আইন শাস্ত্রের প্রত্যক্ষবাদের সম্মিলন ঘটে জন অস্টিনের রচনায় (১৭৯০-১৮৫৯)[১৯]। অস্টিন সংশয়াচ্ছন্ন ইংরেজ আইনের সমষ্টিকে সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত রীতি দিতে চেয়েছিলেন, যাকে বেন্থাম সমালোচনা করেছেন। এ জন্য আইন প্রণয়নের এবং সার্বভৌমত্বের একটি নির্দিষ্ট মতবাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল। উপযোগিতাবাদ আইন প্রণয়নের নীতি শাস্ত্রীয় ভিত্তি প্রদান করেছে। ইংল্যান্ডের অবস্থা আইনগত সার্বভৌমত্ব মতবাদের অনুকূল ছিল, যেহেতু পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব রাজকীয় নাকচ অধিকারের অথবা শাসনতান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার প্রতিবন্ধকতাহীনতার ফলে প্রশ্নাতীত ছিল। অধিকন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে রাজা এবং জনগণের দ্বন্দ্ব থেকে পৃথকভাবে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা যেত, যা বডিনকে একচ্ছত্র ক্ষমতা রাজকীয় হস্তে ন্যস্ত করতে ও রুশোকে সামগ্রিকভাবে সম্প্রদায়ের কাছে প্রদান করতে বাধ্য করেছে।

অস্টিন জার্মানিতে অধ্যয়ন করেছিলেন কিন্তু তিনি জার্মান আদর্শবাদীদের ইন্দ্রিয়াতীত রাজনৈতিক মতবাদকে অপছন্দ করতেন। যাহোক, তিনি জার্মান আইন শাস্ত্রবিদদের বিশেষত গুসাভ ভন হিউগো[২০] দ্বারা প্রভাবান্বিত হন, যার কাছ থেকে তিনি "প্রত্যক্ষ আইনের দর্শন" সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করেন। হবসের মত পরিষ্কার বর্ণনার ওপর গুরুত আরোপ করায় সংজ্ঞাগুলোর সুচারু পার্থক্য নিরূপণে এবং অবিকল যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে অস্টিনের পদ্ধতিও নিয়মতান্ত্রিক ও যুক্তিসঙ্গত ছিল। তিনি সার্বভৌমত্ব মতবাদকে ন্যায়ভিত্তিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে বস্তুনিরপেক্ষ পদ্ধতিতে পৃথক করে প্রত্যক্ষ আইনের বিজ্ঞান তৈরি করেন। তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে আইনের উৎস হিসেবে ধারণা করেছেন এবং তা তিনি প্রভাব শূন্যভাবে শ্রেণীবিভক্তি ও বিশ্লেষণ করেছেন, যা সার্বভৌমকে সৃষ্টি অথবা অনুমোদন করার দিকে চালিত করেছে।

অস্টিন সামাজিক চুক্তির এই ধারণাকে সমর্থন করে একে বাতিল করেন যে, রাষ্ট্র হচ্ছে

ধীর পদ্ধতির অগ্রগতির ফল, যাতে মানুষ সরকারের উপযোগিতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং তিনি অরাজকতার চেয়ে আনুগত্যকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিলো। মানুষ রাষ্ট্রীয় সমাজে আবদ্ধ হয়েছে লৌকিক সম্মতির ফলে নয় বরঞ্চ আনুগত্যের অভ্যাসের দ্বারা। যে ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণ অভ্যাসগতভাবে কোনো সমাজের অধিকাংশ জনগণ থেকে আনুগত্য লাভ করে, অথচ যারা কোনো উর্ধ্বতন ব্যক্তিকে আনুগত্য প্রদর্শন করে না, তারাই সার্বভৌম। সার্বভৌম এবং রাষ্ট্রকে তিনি অভিন্ন বলে বিবেচনা করেছেন। অতএব সার্বভৌমত্ব রাজার নিকট সমর্পিত বলে বিবেচনা করেছেন। সার্বভৌমত্ব সমর্পিত হয়েছে রাজার নিকট নয়, বরঞ্চ সুনির্দিষ্ট একটি জনসমষ্টির অংশের কাছে প্রকৃত পক্ষে যারা সার্বভৌম প্রশাসন ক্ষমতা কার্যকরী করে। সার্বভৌম কর্তৃত আইনগতভাবে একচ্ছত্র, যেহেতু সার্বভৌম আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কোনো সুউচ্চ আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে না। সার্বভৌমই হচ্ছে সকল আইনগত অধিকারের উৎস এবং নাগরিক স্বাধীনতার স্রষ্টা ও নিশ্চয়তা প্রদানকারী।

প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদের প্রতি অস্টিনের তীব্র আপত্তি ছিল। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, সমস্ত অধিকারই আইন দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে এবং রাজনৈতিক সংযম নাগরিক স্বাধীনতার মতোই জরুরি। আইন সংস্কারের একজন মৌলিক লোক হয়েও অস্টিন অপরিহার্যরূপে রক্ষণশীল ছিলেন। তিনি চরমপন্থী গণতন্ত্রকে অপছন্দ করতেন এবং ১৮৫৯ সালের পার্লামেন্টারি সংস্কারের বিরোধিতা করেন। তিনি অস্বীকার করেন যে, সরকার শাসিতের সম্মতির ওপর খুব কম সংখ্যক বুদ্ধিজীবি লোক এইসব প্রশ্নে সচেতন মনোযোগ প্রদান করতে পারে; অধিকাংশ লোক যারা কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করছে ও আইনকে মান্য করেছে তা অভ্যাস এবং ভাবাবেগের দ্বারাই।

অস্টিন আইনকে উর্ধ্বতনদের দ্বারা অধস্তনের প্রতি আদেশরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তা উর্ধ্বতনের শাস্তি প্রদান করার ক্ষমতার যুক্তি দ্বারা আবদ্ধ। রাজনৈতিক প্রধানের আদেশ জারি অর্থাৎ রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌমের আদেশ হচ্ছে প্রত্যক্ষ আইন অথবা যথার্থ আইন। আর সমস্ত অনির্ধারিত বা সার্বভৌমত্বহীন মানবীয় প্রধানের আদেশ হচ্ছে প্রত্যক্ষ নৈতিকতা। শেষোক্ত শ্রেণী হচ্ছে প্রচলিত প্রথা, প্রচলিত রীতি রেওয়াজ ও সম্মানের আইনের এবং যে উপলব্ধির সমষ্টি বা দেশাচার আন্তর্জাতিক আইন তৈরি করেছে এবং শাসনতান্ত্রিক আইনের দৃষ্টান্ত বা নীতিসমূহ তৈরি করেছে তার আওতাভুক্ত। আন্তর্জাতিক আইন প্রত্যক্ষ আইন নয়, কারণ কোনো সার্বভৌম ক্ষমতা একে কার্যকরী করে না। শাসনতান্ত্রিক আইন ও প্রত্যক্ষ আইন হয়, যেহেতু কোনো আইনগত কর্তৃপক্ষ এই আইনসমূহ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, যার দ্বারা স্বয়ং সার্বভৌমত্ব সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তির সুবিধার্থে অস্টিন স্বীকার করেছেন যে, শাসনতান্ত্রিক আইনের একটি অধিক অংশকে আইন শাস্ত্রের অংশ হিসেবে মনে করা যায়। সার্বভৌমত্বের কোনো আইনগত অধিকার নেই অথবা কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে না। যেহেতু তাদেরকে বল প্রয়োগ করার মতো কোনো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নেই।

আইনগত বিধিগুলো যাতে অভ্যাসগত আনুগত্য প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সার্বভৌম ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্ট বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা, সার্বভৌমের প্রতিনিধি দ্বারা বিচারালয়ের সিদ্ধান্তগুলো সৃষ্ট হয়েছে; কিন্তু সেসব যে-কোনো সময়ে স্থানচ্যুত হতে পারে। এইগুলোতে "সার্বভৌম বা অনুমতি দেয়, তাই আদেশ" এই নীতি কার্যকরী হতো। অস্টিন আইন এবং প্রথার মধ্যে তীক্ষ্ণ সীমা রেখা অঙ্কন করেছেন; প্রথা আইন হয় না যে পর্যন্ত সার্বভৌম, নিয়মতান্ত্রিক বা

মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন না করেন। আইন শাস্ত্র এবং নীতি শাস্ত্রকে যত্নের সঙ্গে পৃথক করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ আইনের ক্ষেত্রে আইন শাস্ত্র সীমাবদ্ধ। অস্টিন উপলব্ধি করেছিলেন সমাজ জীবনে অনেক শক্তিসমূহ বাস্তবিক পক্ষে কার্যকরী থেকে মানুষের কার্যবিধি নির্ধারিত করেছে এবং প্রত্যক্ষ আইনের দুরূহ ক্ষেত্রেই তার সার্বভৌমত্বের মতবাদ অখণ্ডনীয় রয়েছে।

বেন্থামের সঙ্গে পার্থক্য করে অস্টিন জোর দিয়ে বলেছেন যে, সার্বভৌমত্ব সীমাবদ্ধ এবং অবিভক্ত হতে হবে; বেন্থামের অভিমত ছিল, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সংঘগুলোতে সার্বভৌমত্ব প্রকাশ, চুক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ হবে। অস্টিন বলেছেন, রাষ্ট্রীয় সমিতিগুলো সরকারি ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংঘ হয়, যাতে প্রত্যেক সদস্যই হয় সার্বভৌম, অথবা সংযুক্ত রাষ্ট্র এবং এতে ঐক্যবদ্ধ একটি সুনির্দিষ্ট সংস্থা সার্বভৌমত্বের অধিকারী হয়। অস্টিন আমেরিকান মতবাদের প্রচলিত সার্বভৌমত্বের বিভক্তিকরণের সঙ্গে একমত হতে পারে নি এবং যুক্তরাষ্ট্রকে একটি সার্বভৌমত্ব প্রযুক্ত সংযুক্ত রাষ্ট্ররূপে বিবেচনা করেছেন। যেখানে সার্বভৌমত্ব নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে অবস্থিত যারা রাষ্ট্রীয় আইন সভাগুলোকে নির্বাচিত করে।

অস্টিনের ধারণাসমূহ তার সময়কার আইন শাস্ত্রবিদগণের অনুমোদন লাভ করে নি। দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদে তার অবদানের মূল্য উপলব্ধ হয় নি। বাস্তবিক পক্ষে ইউরোপে তিনি তেমন কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।[২১]

শাসনতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতিসমূহকে রাষ্ট্রীয় নৈতিকতার ক্ষেত্রে তার মিমাংসার জন্য প্রেরণকে তীব্র বিরোধীতা করা হয় এবং তার সার্বভৌমত্বের মতবাদকে বিশেষত আইন শাস্ত্রের ঐতিহাসিক মতবাদিগণ অত্যন্ত কঠিন, নিয়মতান্ত্রিক এবং সমস্ত রাষ্ট্রীয় সমাজের জন্য প্রযোজ্য নয় বলে সমালোচনা করেন।

জন স্টুয়ার্ট মিল

উনিশ শতকের মাঝামাঝি উপযোগিতা উদারনৈতিকবাদ সাধারণত ইংল্যান্ডে গৃহীত হয়। প্রথমদিকের উপযোগিতাবাদীদের গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা জনসংখ্যার অনুপাতে অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। অনেক পুরনো অনিষ্টকর বস্তুসমূহ এবং সাম্য বিদূরিত হয়। এ পদ্ধতিতে কতগুলো গণতন্ত্রের বিপদসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রকে কেন্দ্রীভূত করণের প্রবণতা রাষ্ট্রীয় মতবাদকে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের পরিধির দিকে এবং জনগণের স্বাধীনতার দিকে, মনোযোগ প্রদানের দিকে চালিত করে। এ যুগের বুদ্ধিজীবীদের নেতা ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩)।[২২]

তার যৌবনকালে মিল ছিলেন বেন্থামের মৌলিক রাজনৈতিক মতবাদের একজন উৎসাহী সমর্থক। তার পরবর্তী যুগে তিনি একটি বিস্তৃত ও অধিক অনুভূতিশীল মনোভাব গ্রহণ করেন, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে ভাবাবেগের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেন এবং কিছুটা সঙ্কীর্ণ এবং দৃঢ় উপযোগিতাবাদের নীতিসমূহকে ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রতি এর আস্থাকে রূপান্তরিত করেন। বেন্থাম এবং জেম্‌স মিলের কাছে এক ধরনের সুখ অন্য ধরনের মতোই, সুখের পার্থক্য একমাত্র পরিমাণেই। জন স্টুয়াট মিল বিভিন্ন ধরনের সুখের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন, কতগুলোকে তিনি উচ্চশ্রেণীর, কতগুলোকে নিম্নশ্রেণীর বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন "একজন নির্বোধের সন্তুষ্টির চেয়ে একজন সক্রেটিসের অসন্তুষ্টি হওয়া ভালো।" প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব সুখ লাভের সুচিন্তনীয় প্রচেষ্টার স্বার্থপর ধারণার বিরুদ্ধে মিল বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নির্দেশ করেন যে, প্রত্যক্ষভাবে আনন্দ লাভের লক্ষ্য করলে তা লাভ করতে ব্যর্থ হবে। তিনি তার পূর্বপুরুষদের চেয়ে নৈতিকতার

একমাত্র সামাজিক ও প্রকৃতিকে আরো পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এই সত্যকে যে, ন্যায়পরায়ণতা সুখবাদের প্রধান সমর্থক। মিল অতএব এ ধারণার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য হওয়া উচিৎ সাধারণ সুখ বৃদ্ধি। সামাজিক কল্যাণ হচ্ছে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য; গুণ এবং বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধি হচ্ছে এর সাফল্যের পরীক্ষা।

সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে তার সাধারণ মনোভাবের ফলে মিল ফরাসি প্রত্যক্ষবাদীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন বিশেষত অগাস্ট কোঁতের ইতিহাসের দর্শন দ্বারা এবং সমাজের বিজ্ঞান সৃষ্টিতে আগ্রহান্বিত হন। তিনি সামাজিক ঘটনাসমূহের জটিলতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং যুক্তির ভ্রমগুলোকে নির্দেশ করেন, যাতে রাজনীতিবিদগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পতিত হন। প্রথমত হচ্ছে এই যুক্তির প্রবণতা যে নীতি সাফল্যের সঙ্গে এক দেশে কার্যকরী হয়েছে, অবস্থার পার্থক্য বিবেচনা না করে তা অন্য দেশে গ্রহণ করা উচিত যা অনুরূপ ফল উৎপাদনে বাধা দিতে পারে। আরেকটি হচ্ছে সত্যকে বিবেচনা করার ব্যর্থতা যে, অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। যখন মিল রাজনীতির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণীর অসম্ভাব্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানব প্রকৃতি জ্ঞানের সঙ্গে সম্মিলিত ইতিহাস অধ্যয়ন এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলির সযত্ন বিশ্লেষণ, আইনপ্রণেতা ও রাজনীতিজ্ঞানের বিশেষ মূল্যবান মনোভাবকে পরিমাপ করতে ফলপ্রসূ হবে। বুদ্ধি সম্পন্ন মানবীয় প্রচেষ্টার দ্বারা উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার সম্ভাব্যতায় মিল একজন উদগ্র বিশ্বাসী ছিলেন। সবেমাত্র আবির্ভূত এইচ.বি. বাকলের[২৩] অনুমিত ধারণার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি পরিসংখ্যান তত্ত্বের ব্যবহারের সুপারিশ করেন। বাকল আশা করেছিলেন, মানব সমাজের বিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুযায়ী তথ্য ব্যাখ্যা ও সংগ্রহের জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। সরকারকে উন্নতির একটি গুরুতর ভ্রমাত্মক শত্রু বলে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং তিনি মিলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করেন।

রাজনৈতিক প্রশ্নে মিলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কারভাবে বাস্তববাদী ছিল। তিনি সামাজিক সংস্কারের যতটা উৎসাহী ছিলেন, ততখানিই ছিলেন রাজনৈতিক চিন্তাধারার ব্যাপারে নারীদের সামাজিক ও আইন সংক্রান্ত অক্ষমতা দেখে তার ন্যায়বিচারের অনুভূতি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। মধ্য ভিক্টোরিয়ান যুগে নারীরা উচ্চশিক্ষা, জীবিকা অর্জনের সুযোগ প্রদানকারী পোশাক এবং জনজীবন থেকে বহির্ভূত ছিল। আইনগত মর্যাদার দিক দিয়ে তারা সিদ্ধান্তপূর্ণভাবে হীন ছিল। মিল যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, নারীর প্রকৃতি ছিল সুযোগহীনতা ও শতাব্দীর 'অধীনতার' ফল। তিনি নারীদের 'মুক্তিদান' করতে ব্যগ্র ছিলেন এবং সর্বপ্রথম পার্লামেন্টে তাদের স্বপক্ষে ওকালতি করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যদি নারীদের পুরুষের সমান সুযোগ দেয়া হয় তার ফলে নারীরা উপকৃত হবে। যেহেতু স্বাধীনতাই একমাত্র সুখ দিতে পারে এবং তা সাধারণত সমাজের জন্যও মূল্যবান হবে। কারণ সমাজ ও নারীদের প্রকৃতিগত মানসিক যোগ্যতার অবদান দ্বারা উপকৃত হবে। নারীদের উচ্চ শিক্ষা, তাদের প্রতিভার জন্য উন্মুক্ত সুযোগের বৃদ্ধি, তাদের জন্যে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ এবং সরকারি কার্যের জন্য উপযুক্ততা অর্জন তার যুক্তি এবং প্রচেষ্টার দ্বারা সাহায্য লাভ করে।

শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তার মনোভাবের ফলে মিল প্রথমত শিক্ষায় এবং অধিক পরিমাণে স্বাধীনতার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। পরবর্তীকালে তিনি শ্রমিক সংঘ ও মূলধন এবং শ্রমের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতাকে অনুমোদন করেন। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বিশ্বাস

করতেন কিন্তু অসাম্যের উপশমের জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেন, বিশেষত যা ভূমির মালিকানা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। একই সঙ্গে মিল অর্থনৈতিক প্রশ্নে সরকারি হস্তক্ষেপের ব্যাপারে ভীত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সঙ্কীর্ণতম গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত এবং সরকারের তখনই হস্তক্ষেপ করা উচিত যখন সামগ্রিকভাবে সম্প্রদায়ের স্বার্থ এটাকে প্রয়োজনীয় করে তোলে। যাহোক, পরবর্তীকালে চূড়ান্ত উন্নতি সম্পর্কে তার আস্থা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চালিত করে, যখন ভূমণ্ডলে কাঁচামালের যৌথ মালিকানা হবে এবং সম্মিলিত শ্রমের উপকার দ্বারা সকলেই সমান অংশীদার হবে।[২৪]

মিল অতীতের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নীতির প্রতি দৃঢ় অনুরক্তি প্রদর্শন করেন। একই সঙ্গে তিনি এর অধীনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অনিষ্টকর বস্তুসমূহকে এবং ব্যক্তি প্রচেষ্টার অপর্যাপ্ততা আরোগ্যকে ফলপ্রসূ করতো বলে স্বীকৃতি দান করেন। প্রাকৃতিক আইনের প্রতি এডামস্মিথের বিশ্বাস তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রয়োগকে একচ্ছত্র করেছে। মিলের উপযোগীতাবাদের মতবাদ সামাজিক কল্যাণের দাবিতে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সৃষ্টি করতে তাকে যথার্থ প্রতিপন্ন করেছে।

এই ভিত্তিতে মিল গণতন্ত্রকে উত্তম ধরনের সরকার হিসেবে সমর্থন কবেছেন এই হিসেবে যে, যাদের স্বার্থ যখন কোনো ব্যাপার জড়িত থাকে যে-কোনো কাজ তাদের দ্বারা উত্তমভাবে সম্পন্ন হয় এবং সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন, যারা এতে অংশগ্রহণ করে তাদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্য ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। তিনি অস্টিনের সঙ্গে একমত হয়েছেন যে, একটি একক ও সার্বভৌম রাজনৈতিক ক্ষমতার সংরক্ষক থাকা উচিৎ এবং ইংল্যান্ডে এ ক্ষমতা বৃটিশ পার্লামেন্টের ওপর ন্যস্ত। এ ধরনের সংস্থার যথার্থ কর্তব্য, যাহোক, শুধু সক্রিয় আইন প্রণয়ন অথবা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ নয়, বরঞ্চ নিয়ন্ত্রণ এবং সমালোচনার সাধারণ নীতি নির্ধারণে।

একই সঙ্গে মিল ভয় করেছেন যে, গণতন্ত্রের বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রের ব্যাপক আইন প্রণয়ন ক্ষমতা জনগণকে একটি সাধারণ শ্রেণীতে সংকুচিত করবে এবং তাদের ক্ষমতা জনগণকে একটি সাধারণ শ্রেনীতে সঙ্কুচিত করবে এবং তাদেরকে সমষ্টিবাদের স্বেচ্ছাচারিতার জলাভূমিতে পরিণত করবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সামাজিক উন্নতি প্রত্যেক মানুষকে মুক্তভাবে বৃদ্ধির জন্য পূর্ণ সুযোগদানের ওপর নির্ভরশীল। এতদনুযায়ী, মিলের চিন্তা, বক্তৃতা ও কার্যের স্বাধীনতাকে সমর্থন করতেন। তিনি মতের সহনশীলতার এবং প্রতিবন্ধকতাহীন আলোচনার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ধারণার যুদ্ধে সত্য টিকে থাকবে। মিলটন, সিডনি ও হামবোল্টের যুক্তিসমূহ উপযোগিতার মতবাদ দ্বারা পুনঃবর্ণিত হয়। মিল যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, জনগণ এবং জনসম্মেলনগুলোকে উৎপীড়িত না করাই উচিত, যে পর্যন্ত তাদের কার্যাবলি মারাত্মকভাবে অন্যের স্বার্থ এবং অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে। তিনি সামাজিক উপকার ও মৌলিকতার মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যা ধারনা কার্যের বৈচিত্রতা থেকে উদ্ভূত। তিনি এ ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় শিক্ষারও বিরোধিতা করেন যে, এটা হচ্ছে "জনগণকে অধিকার একে অন্যের মতো তৈরি করার একটি ফিকির মাত্র"।

মিল গণতন্ত্রের বিপদ সম্পর্কে বিরক্তিবোধ করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠগণ সংখ্যালঘিষ্ঠদের অত্যাচার করবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সংখ্যালঘিষ্ঠগণ বৃটিশ পার্লামেন্টে অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব করছে। অতএব তিনি প্রথমত টমাস হেয়ার[২৫] প্রস্তাবিত সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি সমর্থন করেন, যাতে পার্লামেন্টারি আসনগুলোকে বণ্টন দলীয় সমষ্টির ভোট প্রদানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। মিল রাজনীতিতে সুশিক্ষিত নেতার গুরুত্বের ওপর জোর দেন এবং ভোটাধিকার বৃদ্ধি জনকর্মীদের গুণাবলির অবনতি ঘটবে।

অতএব, সকল কর প্রদানকারীদের জন্য বিশ্বজননী ভোটাধিকার সমর্থন করতে গিয়ে তিনি সেই নাগরিকদের জন্য বহু ভোটের সমর্থন করেন, যারা উচ্চমানের বুদ্ধিবৃত্তি ও উচ্চ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ফলে প্রসিদ্ধ। নাগরিকদের একটি শ্রেণীবিভক্তি, আসন ছাড়াও তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, সকল নাগরিকের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পরীক্ষা উন্মুক্ত হওয়া উচিত যাতে প্রত্যেক নাগরিক তার বুদ্ধিবৃত্তির প্রমাণ দিতে পারে। মিল সরকারের বিশুদ্ধতার জন্য পার্লামেন্টের সদস্যদের বেতনদানের বিরোধিতা করেন এবং গোপন ব্যালটে ভোটদানেরও এ কারণে বিরোধিতা করেন যে, এতে স্বার্থপর ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ভোটদানের প্রবণতা বৃদ্ধি করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, চূড়ান্ত আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব কমন্স সভার কাছে থাকবে; কিন্তু তিনি প্রস্তাব করেন যে, লর্ড সভায় থাকবে আইন সম্বন্ধীয় সুযোগ্য ব্যক্তিগণ, পার্লামেন্টের সুমুখে উপস্থাপিত হওয়ার পূর্বে তাদের কাছে আইনের খসড়া তৈরি করার ক্ষমতা প্রদান করা উচিত।

এর নীতি শাস্ত্রীয় সঙ্কীর্ণতা ও বাস্তববাদী এবং এর সার্বভৌমত্ব ও আইনের মতবাদের নিয়মতান্ত্রিকতা ও কাল্পনিক যা পরবর্তী লেখকদের, অস্টিনের আইন সম্বন্ধীয় সার্বভৌমের ওপর একটি রাজনৈতিক সার্বভৌমকে অনুসন্ধানের দিকে চালিত করেছে। এসব সত্ত্বেও উপযোগিতাবাদীর মতবাদ বাস্তব রাজনীতি ও রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। উনিশ শতকের অধিকাংশ প্রয়োজন সংস্কারের প্রত্যক্ষভাবে এর প্রভাবের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এর রাজনৈতিক সংজ্ঞাগুলোর সারল্য এবং সুনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক জীবনের নিরেট বাস্তবতা সম্পর্কে এর উৎসাহ প্রাকৃতিক অধিকার দর্শনের অস্পষ্ট বিবরণের এবং আদর্শবাদীদের ইন্দ্রিয়াতীত ধারণার সঙ্গে একটি সতেজ পার্থক্য নিরূপণ করে এবং ব্যক্তি ও স্বাধীনতার ওপর এর গুরুত্ব প্রদান কমিউনিজমের বিপরীত ভারসাম্য ও ক্রমবৃদ্ধির কাজ করেছে এবং রাষ্ট্রকে উচ্চ পর্যায়ের মানব হিসেবে সকল নীতি ও আইনের উর্ধ্বে গৌরবের আসনে বসিয়েছে।

পাদটীকা :

১. তাঁর *De Legibus Naturae (1672)* গ্রন্থে।
২. তাঁর *System of Moral Philosophy (1755)* দ্রষ্টব্য।
৩. উপযোগিতাবাদের নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে *Elie Halévy*র সুবিখ্যাত রচনা দ্বারা অনুসৃত হয়েছে। তাঁর *Growth of Philosophic Radicalism (1928)* দ্রষ্টব্য।
৪. উল্লিখিত
৫. এর কারণ হচ্ছে যে, এই কার্যপ্রণালি সাধারণ সুখ বৃদ্ধি করে এবং তা তৈরি হয়, যাকে বেন্থাম বলেছেন— "প্রত্যাশার অনুভূতিতে" প্রতিষ্ঠিত সম্পত্তির মালিক তার সম্পত্তি ভোগ করতে আশা করে এবং তীব্রভাবে নিরাশাগ্রস্ত ও অসুখী হয়, যদি তাকে সম্পত্তি ভোগ করতে দেয়া না হয়। কিন্তু জোর-দখলকারীর এ ধরনের কোনো অনুভূতিই হবে না। মালিকের পক্ষে এই হতাশা ও অসুখকে এড়াতে হলে সাধারণ উপযোগিতা চায় সম্পত্তি রক্ষা করা। এটা পরিলক্ষণীয় যে, উপযোগিতাবাদিগণ তাদের দর্শনের এ অংশে তারা ততখানি বৈজ্ঞানিক নন, যতটা বৈজ্ঞানিক বলে তারা ভাণ করেন। সম্পত্তির ব্যাপারে "প্রত্যাশার অনুভূতিতে" গুরুত্ব প্রদান করে তারা সম্পত্তি মালিক শ্রেণীর পক্ষ সমর্থন করে তাদের পদ্ধতির ওজন বাড়িয়েছেন। তারা সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পত্তিকে দুটি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুধার্তকে প্রদান করেছেন।
৬. *Halévy,* পূর্বোক্ত
৭. উল্লিখিত পৃষ্ঠা : ৪৯১
৮. উল্লিখিত।
৯. গ্রাহাম ওয়ালাস-এর *The Life of Francis Place,* তৃতীয় সংস্করণ (১৯১৯) দ্রষ্টব্য।
১০. *The Introduction to Morals and Legislation (1789).*
১১. *The Fragment on Government (1776)* অজ্ঞাত নামে প্রকাশিত হয়। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটিতে

বেন্থামের মতবাদের সরল ও পরিচ্ছন্ন ধারণা রয়েছে।

১২. বেন্থাম তাঁর রাজনৈতিক ও নৈতিক দর্শনে প্রাকৃতিক আইনের মতবাদের বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু তাঁর অর্থনৈতিক দর্শনে এই মতবাদগুলোকে গ্রহণ করেছেন। নিম্নে দ্রষ্টব্য।

১৩, অ্যাডাম স্মিথের বিরোধিতা করে বেন্থাম এ অভিমত পোষণ করতেন যে, সরকারের সুদের বিরুদ্ধেও আইন প্রণয়ন করা উচিত নয়। তাঁর *Defense of Usury (1787)* দ্রষ্টব্য।

১৪. *Emancipate your Colonies (1793)* দ্রষ্টব্য।

১৫. দ্রষ্টব্য তাঁর *Discourse on Civil and Penal Legislation (1802), Theory of Punishments and Reward (1811).*

১৬. গ্রীক উৎস থেকে শব্দায়নের এই প্রবণতা এ যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জেফারসনের পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সঙ্গে তুলনীয়।

১৭. জেমস মিলের রাজনৈতিক ধারণাসমূহ বিভিন্ন প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষত *Government, Jurisprudence* এবং *Laws of Nation*-এর ওপর। *Encyclopedia Britiannica* পঞ্চম সংস্করণ।

১৯. *Lectures on Jurisprudence (1832); A Plea for the Constitution (1859); on the Study of Jurisprudence (1863).*

২০. *Lehrbuch des Naturrechts als einer Philosophie des positiven Rechts (1798).*

২১. যুক্তরাষ্ট্রে *Calhoun* বিশ্লেষণমূলক আইনগত পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন এবং একটি সুসংস্কৃত বিশ্লেষণমূলক রাষ্ট্রীয় মতবাদ *W.W. Willowby* প্রণীত *The Nature of the State (1896)*-এ প্রকাশিত হয়েছে।

২২. বিশেষত তাঁর *On Liberty (1859), Considerations on Representative Government (1860);* অধিকতর দ্রষ্টব্য *Thoughts on Parliamentary reform (1859); Utilitarianism (1863)* এবং *The Subjection of Women (1869).*

২৩. তাঁর *History of Civilization in England (1857-1861).*

২৪. তাঁর *Autobiography (1873)* পৃ. ২৩০-২৩৪ দ্রষ্টব্য।

২৫. তাঁর *On the Election of Represen tatives (1859)*

গ্রন্থপঞ্জি :

Adams, K.M., "How the Benthamites Became Democrats," *Journal of Social Philosophy and Jurisprudence,* Vol. 7 (January, 1942).

Ashton, T.S., *The Industrial Revoluation, 1760-1830* (London, Oxford Univ. Press, 1948).

Dewey, John, "Austin's Theoy of Sovereignty", *Political Science Quarterly,* Vol. 9 (1894).

Halevy, Elie, *The Growth of Philosophic Radicalism, tran. by Mary Morris* (New York, Macmillan, 1928).

Holland, H.H., "Jeremy Bentham," *Cambridge Law Journal,* Vol. 10 (1948).

Keeton, G.W. and Schwarzenberger, Georg, eds., *Jeremy Bentham and the Law* (London, Stevens, 1948).

Levi, A.W., *A Study in the Social Philosophy of John Stuart Mill* (Chicago, Univ. of Chicago Press, 1940).

Plamentz, John, *Mill's Utilitarianism* (Oxford, Blackwell 1949).

Sabine, G.H., *A History of Political Theory,* rev. ed (New York, Holt 1950), Chaps. 31-32.

Viner, Jacob, 'Bentham and J.S. Mill : The Utilitarian Background," *American Economic Review,* Vol. 39 (March, 1949).

Wallas, Graham, *The Life of Francis Place,* 3rd ed. (New York, Knopf, 1919).

—, *Men and Ideas* (London, G. Allen, 1940), pp 19-48.

একবিংশ পরিচ্ছেদ

শাসনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মতবাদ

গণতন্ত্র এবং লিখিত শাসনতন্ত্রসমূহের দাবি

ইউরোপের পূর্ববর্তী অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ফরাসি বিপ্লবের অনেক ধারণাই টিকে ছিল। এসবের প্রধানগুলো হচ্ছে লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রতি আস্থা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ। অধিকন্তু নেপোলেনীয় যুদ্ধসমূহ জাতীয় ঐক্য ও স্বায়ত্ত শাসনের প্রতি উদ্দীপনা যোগায়। নেপোলিনের উচ্ছেদ সম্পন্ন হয় আংশিকভাবে জনপ্রিয় বিদ্রোহের ফলে এবং শাসকগণের জাতীয় দেশাত্মবোধের কাছে বারংবার শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিজ্ঞার ফলে। ইউরোপীয় উদার নৈতিকতাবাদীদের কাছে ভিয়েনার কংগ্রেসের (মহাসভা) মনোভাব তীব্র নিরাশার কারণ হয় এবং রাজাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্যর্থতায় শিগগিরই জনপ্রিয় বিক্ষোভ দেখা দেয় ও বৈপ্লবিক সমিতিগুলোর সৃষ্টি হয়। এর ফলে উনিশ শতকের ইউরোপের অধিকাংশ বিপ্লব এবং যা যুদ্ধ দ্বারা অধিকৃত ছিল, যাদের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের জাতিগত ও ভৌগোলিক বিভক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং এসব রাষ্ট্রের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক সরকারের প্রচেষ্টা।

বিংশ শতাব্দীর দিকে জনপ্রিয় বিদ্রোহের ফলে ইতালি, স্পেন এবং পর্তুগালে শাসনতান্ত্রিক সরকারের সূচনা হয় এবং গ্রীক, তুরস্ক থেকে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করে। ১৮৩০ সালে বুরবোঁ রাজা ফরাসি সিংহাসন থেকে পুনর্বার বিতাড়িত হন, পোল্যান্ডীয়গণ রাশিয়া থেকে অসাফল্যের সঙ্গে ভগ্ন হয়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে এবং বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের অস্বাভাবিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র ইউরোপে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফ্রান্সে দ্রুত একটি সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্রে পরিবর্তিত হয় এবং তৎপর একটি সাম্রাজ্যে। জার্মান জনসাধারণ, অত্যন্ত চেষ্টা করেও একটি ঐক্যবদ্ধ ও উদারনৈতিক সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয়। শতাব্দীর তৃতীয়াংশে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ জার্মানি ইতালির একত্রীকরণকে ও বলকান জনসাধারণের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে। জাতীয়তা ও শাসনতান্ত্রিক গণতন্ত্র উনিশ শতকের ইউরোপীয় রাজনীতিতে গোলমেলে উপাদান ছিল।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই একটি উদারনৈতিক দল একটি লিখিত শাসনতন্ত্রের কামনা করতো যাতে ব্যক্তি অধিকারের নিশ্চয়তা এবং একটি সুচিন্তনীয় আইন পরিষদের সংবিধান থাকবে, যা অধিকাংশ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করবে। শাসনতান্ত্রিক, আইন সংক্রান্ত ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাস ও সুদূর ব্যাপ্ত ছিল। ফরাসি প্রজাতন্ত্রের অরাজকতা অতিরিক্ত মৌলিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে একটি সঙ্কেতস্বরূপ ছিল এবং প্রজাতান্ত্রিক সরকারের দাবি সেখানে স্বল্পই ছিল। যা আকাঙ্ক্ষিত ছিল তা হচ্ছে, রাজা ও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মধ্যে ক্ষমতার সামঞ্জস্য যা স্বেচ্ছাচার রোধ করে।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের উচ্ছেদের পরে এবং পুনরুদ্ধারকৃত রাজাদের অধীনে সরকার পদ্ধতির পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার শাসনতান্ত্রিক নীতিসমূহের একটি সুনির্দিষ্ট বিবৃতির দাবি সাধারণ সংশয়ের মধ্যে দিয়ে জোরদার হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে জনগণের দাবিতে সাড়া দিতে গিয়ে অথবা বিপ্লবের ভয়ে শাসকগণ কর্তৃক শাসনতন্ত্রসমূহ জারি করা হয়। কতগুলো ক্ষেত্রে রাজা ও জনসম্মিলিত প্রতিনিধিবর্গের নিয়মতান্ত্রিক চুক্তির ফলে শাসনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। সময়ে সময়ে বৈপ্লবিক সংস্থাসমূহ তাদের নিজেদের হাতে শাসনতন্ত্রসমূহ সৃষ্টি করে। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং রাশিয়া এই আন্দোলনে তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করে কিন্তু ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়া এবং তুরস্ক দ্বারা ইউরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রগুলো একটি নির্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির জন্য এবং সরকারের মধ্যে অধিকাংশ জনসংখ্যার অংশগ্রহণ সম্প্রসারণের জন্য কিছু সংবিধান সৃষ্টি করে।

এই শাসনতন্ত্রগুলোর মধ্যে বিস্তৃত পার্থক্য পরিক্ষিত হয়; কিন্তু যে রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের ওপর এগুলো ভিত্তিশীল ছিল, তা কেন্দ্রীভূত ছিল নতুন পদ্ধতিতে রাজার মর্যাদার দ্বন্দ্ব নিয়ে, বিশেষত শাসনতন্ত্র পরিবর্তনে তার ক্ষমতা ও আইন প্রণয়নে তার অংশ নিয়ে। রাজা ও রক্ষণশীল আইনজীবিগণ যারা এ দেশকে সমর্থন করতো, তারা এ অভিমত পোষণ করতো যে রাজাদের সৃষ্ট শাসনতান্ত্রিক সংবিধান তারা স্থগিত বা পরিবর্তন করতে পারেন। এই মতবাদ গৃহীত হওয়ার পূর্বে বিপ্লবকে প্রায়ই বন্দনা করা হতো যে আইন পরিষদ এবং রাজমুকুটের সম্মতি শাসনতান্ত্রিক সংশোধনের জন্য প্রয়োজন।

রাজাগণ এ ধারণা পোষণ করে আইন প্রণয়নের অবশিষ্টাংশ দাবি করতেন যে, জনগণের আইন পরিষদগুলো কেবল আইনের সূচিপত্রসমূহ বিবেচনা করে কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌমের কার্যের দ্বারা নতুন বিধি আইনে পরিণত হয়ে সম্পাদিত হলেই রাজা দ্বারা সেই বিধি ঘোষিত হয়। শাসনতান্ত্রিক কার্যাবলি কার্যকরী করার ব্যাপারে জরুরি আইন জারি কবার রাজকীয় ক্ষমতাকেও উদারভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং সময় সময় নিন্দা করা হয়। পরবর্তী শাসনতন্ত্রগুলোতে সংবিধান ছিল রাজার জরুরি আইন জারির ক্ষমতা অবশ্যই আইন সভা দ্বারা প্রণীত আইনের কার্যকারিতার ব্যাপার হস্তক্ষেপ করবে না। যাহোক, ইউরোপীয় মতবাদ, রাজার মর্যাদাকে শুধু রাষ্ট্রের নামমাত্র নেতারূপে সঙ্কুচিত করার ব্যাপারে ইচ্ছুক ছিল না। উনিশ শতকের ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের রাজার সত্যিকারের পরিচালকের ক্ষমতাই ছিল, জার্মান রাষ্ট্রসমূহে বিশেষত এই মতভেদ পোষণ করা হতো যে, জাতির সঙ্গে রাজতন্ত্র স্বভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজাও জনসাধারণ রাষ্ট্র তৈরি করেছেন।

উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র মতবাদের ও জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ববাদের সমর্থকগণ দৃঢ় গতিতে রাজাদের রাজকীয় বিশেষ অধিকারের ক্ষমতা রক্ষার প্রচেষ্টাকে দমন করতে গিয়ে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদকে সমর্থন করেন। রক্ষণশীলগণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে এর সরকারি কার্যাবলির বিশ্লেষণের দিক দিয়ে ঐতিহাসিকভাবে সঠিক ও নির্ভুল নয় বলে আক্রমণ করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে এ যুগের শাসনতান্ত্রিক মতবাদ প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি, এর মধ্যে সার্বভৌমত্বের অবস্থান এবং যুক্তরাষ্ট্র ও এর অঙ্গীভূত সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন নিয়ে আলোচনা করে। রাজাগণ ও পার্লামেন্টসমূহের এবং যুক্তরাষ্ট্রগুলোতে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর বাদানুবাদ অস্টিনীয় একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বে অবস্থিত ছিল। এর ফলে সাধারণত ধারণা করা হয় যে, সার্বভৌমত্ব কিছুটা কাল্পনিক ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে জাতি অথবা জনগণের মধ্যে অবস্থিত রয়েছে।

ইউরোপের শাসনতান্ত্রিক সরকারের মতবাদ

ইউরোপে রাজতন্ত্রের শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনর্মিলিত করার রাষ্ট্রীয় মতবাদ ফরাসি মতবাদীদের সার্বভৌমত্বের সন্ধি মতবাদ দ্বারা উত্তমভাবে বর্ণিত হয়। বডিন থেকে শুরু করে ফরাসি চিন্তাবিদগণ রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌমত্বের একটি নির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন। বুরবোঁ সমর্থকগণ ঐশ্বরিক অধিকারপ্রাপ্ত রাজার ইচ্ছার মধ্যে একে খুঁজে পান। বৈপ্লবিকগণ একে সমগ্র জনগণের সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে অবস্থিত দেখেন। যেহেতু রাজা এবং জনগণ কেউ ১৮১৪ সালের সনদের অধীনে সার্বভৌম ছিলেন না, অতএব সর্বশেষ কর্তৃত্বকে পাওয়ার ধারণা করা হয় যুক্তি অথবা নিরপেক্ষ ন্যায়নীতির মধ্যে সার্বভৌমত্বকে সমস্ত মানবীয় আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয় এবং এটার উৎপত্তি হয় ইচ্ছা থেকে নয় বরঞ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তা থেকে। একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের ধারণাকে এভাবে পরিহার করা যুক্তির সার্বভৌমত্ব রাজা এবং জনগণের অধিকারকে স্বীকার করে; কিন্তু যেকোন একজনের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে।

যুক্তির সার্বভৌমত্বের সক্ষম সমর্থক ছিলেন ভিক্টর কাজিন (১৭৯২-১৮৬৭)।[১] তিনি ধারণা করতেন, সার্বভৌমত্ব একচ্ছত্র অধিকারের মতোই অনুরূপ এবং অধিকার ও সাধারণ ইচ্ছা অথবা শক্তির ওপর ভিত্তিশীল হতে পারে না কিন্তু তা সার্বভৌম যুক্তির ওপর অবস্থিত। যেহেতু মানুষ ভূল করবে, একচ্ছত্র যুক্তি অলভ্য; অতএব রাজা অথবা জনসাধারণ কেউ একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব দাবি করতে পারে না। কতগুলো যুক্তির নীতি অর্জন করা যেতে পারে, এবং এগুলো শাসনতান্ত্রিক সরকারের মধ্যেই উত্তমভাবে চিত্রিত হয়েছে।

ফ্রাংকুইশ, পি গুইজটও (১৭৮৭৮৭৪)[২] অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। তিনি ঐশ্বরিক অধিকারের ও সাধারণ ইচ্ছার সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা করেন এবং ঘোষণা করেন যে, যুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি তার বিশ্বাসই একমাত্র একচ্ছত্র ক্ষমতার ভিত্তি যোগাতে পারে। কাজিনের মতো তিনিও একজন অথবা অধিকসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সার্বভৌম ইচ্ছার অবস্থানকে আক্রমণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রুশো ও অস্টিন বর্ণিত সার্বভৌমত্বের ধারণা অরাজকতার দিকে চালিত করে এবং রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃপক্ষের উৎপত্তি হয় মানুষের ইচ্ছা শক্তি থেকে নয় বরঞ্চ কাল্পনিক সত্য থেকে। তিনি বিশ্বাস করতেন, যে সমস্ত সরকার জনগণের কাছে একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব আরোপ করে সেগুলো স্বেচ্ছাচারী। একমাত্র যারা কর্তৃপক্ষের প্রত্যেকটি অংশের মধ্যে ব্যাপক দমন ও ভারসাম্য স্থাপন করে তারাই ন্যায়পরায়ণতার পথে অগ্রসর হতে পারে। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারে যারা সম্প্রদায়ের উত্তম যুক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য শাসক নির্বাচিত হয়, তারাই সত্যিকারের স্বাধীনতাকে নির্বাহ করার উপযোগী। একমাত্র রাজা বা জনগণ ক্ষমতার অধিকারী হলে বিপজ্জনক, তাদের উভয়ের মধ্যে যথার্থভাবে একটি ভারসাম্য অবশ্যই নির্বাহ করতে হবে। ইংরেজগণের তাদের অলিখিত শাসনতন্ত্রের প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা পোষণ করার ফলে গুইজট ১৮১৪ সালের পরে ফ্রান্সে যে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি তৈরি করা হয় তা সংরক্ষিত রাখতে ইচ্ছা করেছিলেন। যাহোক, তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ধীর এবং বিবর্তনমূলক বৃদ্ধির ফলে ইংরেজ পদ্ধতির মধ্যে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ফরাসি সনদের উর্ধ্বে একটি সুসিদ্ধান্তের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

এই মতবাদিগণ আলাপ করেছিলেন যে, রাজা ও জনগণের মধ্যে একটি স্থায়ী সন্ধি হোক, উদারনৈতিকতাবাদিগণ একে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যেকার রূপান্তরের স্তর হিসেবে প্রত্যক্ষণ করেন। পরবর্তী দলের নেতা হচ্ছেন বেঞ্জামিন কনস্টান্ট (১৭৬৭-

১৮৩০)[৩]। তিনি এই হিসেবে জনগণের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ ইচ্ছা রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছার চেয়ে উর্ধতম, কিন্তু জনগণের অসীমাবদ্ধ কর্তৃত্বকে তিনি অস্বীকার করেন। একমাত্র সত্যিকারের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা, সরকারের সীমানা সেখানেই শেষ, যেখানে জনগণের স্বাধীনতা শুরু হয়। কার্যত সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র প্রয়োগ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে দমন ও ভারসাম্য এবং জনমত দ্বারা নিবারিত হওয়া উচিত, কনস্টান্ট সরকারের বিভাগগুলোকে নতুন শ্রেণীবিভক্তি করেন। তিনি শাসন ক্ষমতাকে দেখেছেন মন্ত্রীদের মধ্যে এবং জনমতকে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা দেখেছেন নির্বাচিত পরিষদের মধ্যে। রাজাকে তিনি সরকারের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার নিরপেক্ষ অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। রাজা ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে পার্থক্য, কনস্টান্টের মতবাদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, যদিও তিনি পূর্বেকার অভিমত পরবর্তী পার্লামেন্টারি দায়িত্বের পদ্ধতির চেয়ে মন্ত্রি পরিষদ রাজার কাছে দায়ী এ মতকে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

১৮৩০ সালের গৃহীত প্রস্তাবে ফ্রান্স ১৮১৪ সালের সন্ধি ব্যবস্থা ভঙ্গ করে এবং প্রতিনিধি পরিষদ ঘোষণা করে যে, ফ্রান্সের জনগণ ফিলিপকে সিংহাসনে আহ্বান করেছে। জাতির নতুন অভিব্যক্তি ক্ষমতা পূর্বেকার যুক্তির সার্বভৌমত্ব মতবাদকে পরিবর্তিত করতে চাচ্ছিল, যাতে যুক্তিকে কল্পনা হিসেবে নয়, বরঞ্চ ফরাসি জাতির ধীর এবং সুচিন্তিত মত হিসেবে প্রত্যক্ষ করা হয়। সংগঠিত জনগণ ছিল সার্বভৌম কিন্তু তাদের কর্তৃত্ব সীমাহীন ছিল না। তাদেরকে শাসনতন্ত্রের সীমানার মধ্যে কাজ করতে হতো। জনগণের ইচ্ছা থেকে জাতির যুক্তিই ছিল সার্বভৌম।

ইউরোপের গণতান্ত্রিক ধারণাসমূহ আলেক্সি দ্য টোকিভাইলের (১৮০৫-১৮৫৯)[৪] রচনা দ্বারা প্রেরণা লাভ করে। আমেরিকার অবস্থার খুব ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের ওপর তার রাজনৈতিক দর্শনকে ভিত্তিশীল করে টোকিভাইল ইউরোপের বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন যে, জনপ্রিয় সরকার প্রয়োজন অনুযায়ীই অরাজকতা ও সামরিক স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে যুক্ত রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে, যাতে কর্তৃত্ব, কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যসমূহের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে এবং এভাবে একটি অতিরিক্ত দমন ও ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে, তা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। অধিকন্তু, বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনে, যাতে শহর এবং জেলাগুলো যথেষ্ট পরিমাণেও স্বায়ত্ত্বশাসন কার্যকরী করছে এবং যেখানে বিচার বিভাগ একটি জরুরি রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদন করছে আইন পরিষদের বিধিবদ্ধ আইনের শাসনতান্ত্রিকতার উর্ধ্বে এগুলোতে সযত্নে বিবেচনা প্রদান করা হয়। মন্টেস্কুর মত টোকিভাইলও শিক্ষা দিয়েছেন যে পরিবেশ এবং জনগণের সামাজিক অবস্থা তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থিরকৃত করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অবশেষে সমগ্র সভ্যজগতে প্রাকৃতিক উন্নতির ফলরূপে গণতন্ত্র বিরাজ করবে। যদিও যৌক্তিক টোকিভাইল গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচারকে ভয় করতেন, তিনি ইউরোপকে দেখিয়েছেন যে, একটি বৃহৎ এলাকায় জনপ্রিয় সরকারের কাজ করা সম্ভব এবং আমেরিকানদের তিনি বাইরে থেকে তাদের সরকারের দোষগুণ সম্পর্কিত মূল্য নিরূপণ করার সুযোগ দিয়েছেন। আমেরিকান রাজনীতির অধিকাংশ গতানুগতিক ধারণার বাণী তার রচনায় পাওয়া যায়।

১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের পরে জনগণের সার্বভৌমত্বের মতবাদ আরো সুনির্দিষ্টভাবে ফ্রান্সে পুনরুদ্ধার প্রাপ্ত হয়। নতুন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করে যে, সার্বভৌমত্ব নাগরিকদের সাধারণ সংস্থার মধ্যে অবস্থিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ মতবাদের উদ্ভব সমগ্র সম্প্রদায় কর্তৃক

কর্তৃত্বকে কার্যকরী করার ধারণাকে শক্তিশালী করে। উনিশ শতকের ফরাসি রাজনৈতিক দর্শন একচ্ছত্র ক্ষমতাকে দমন করার জন্যে আগ্রহশীল ছিল। যুক্তির সার্বভৌমত্বের মতবাদসমূহ, ব্যক্তিগত অধিকারসমূহ যা সার্বভৌমত্ব, সকলেরই লক্ষ্য ছিল একদিকে একচ্ছত্র রাজতন্ত্র এবং অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রিত জনপ্রিয় ইচ্ছাকে নিবারণ করা, যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

এই অভিমতের শ্রেষ্ঠতম বিবৃতি জো পি এসমেইনের (১৮৪৮-১৯১৩)[৫] রচনায় প্রকাশিত হয়। তিনি রাষ্ট্রকে জাতির আইনসঙ্গত ব্যক্তিত্ব হিসেবে সংজ্ঞা প্রদান করেন এবং এর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। একই সঙ্গে তিনি ব্যক্তির অধিকারসমূহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, রাষ্ট্রকে সম্মান করতে যাহোক, জনগণের বিরুদ্ধাচরণের কোনো অধিকার নেই। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে গঠিত জাতির ইচ্ছা। এটা আইনগত দিক দিয়ে সার্বভৌম, কিন্তু নৈতিক দিক দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করে।

আমেরিকায় গণতান্ত্রিক ধারণার প্রসার

উনিশ শতকের প্রথমাংশ আমেরিকায় গণতান্ত্রিক ধারণার সুসিদ্ধান্ত প্রসারের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিকৃতিতে ল্যাটিন আমেরিকায় শাসনতন্ত্রসহ প্রজাতন্ত্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে উদারনৈতিক ধারণার সরকার দ্রুত প্রসার লাভ করে। প্রথমবার বছর যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যুক্তরাষ্ট্রবাদীদের[৬] দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো, একদল রক্ষণশীল নেতা হিসেবে যারা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছিল। তারা সাধারণ লোকদের অধস্তন স্থানে রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল এবং গুণসম্পন্ন ও পদার্থসম্পন্ন লোকদের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার নিশ্চয়তা বিধান করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রেসিডেন্টকে রাজতন্ত্রের বেশে সজ্জিত করে অধিষ্ঠিত করতে এবং সরকারকে সিদ্ধান্তপূর্ণভাবে অভিজাতান্ত্রিক ছাঁচে গড়তে। ফরাসি বিপ্লবের মতবাদ সম্পর্কে তাদের কোনো সহানুভূতি ছিল না এবং তারা বিদেশি এবং রাজদ্রোহীদের জন্য আইন তৈরি করেন, যারা সরকারের সমালোচনা করতো তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য এবং অসুবিধা সৃষ্টিকারী বিদেশিদের সংক্ষেপে নির্বাসিত করার জন্য প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা প্রদান করেন। তারা একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকারের সমর্থন করেন এবং সর্বোচ্চ বিচারালয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, শাসনতান্ত্রিক ও আইন প্রণয়ন বিভাগে তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারাবার পরও এক বংশধরদের (পুরুষের) জন্য শাসনতান্ত্রিক উন্নয়নের প্রধান নির্দিষ্ট গতিপথসমূহ স্থির করে রাখেন। জন মার্শালের[৭] সুযোগ্য নেতৃত্বাধীনে ইঙ্গিতার্থক ক্ষমতার মতবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রীয় বিধির আইনসমূহকে অশাসনতান্ত্রিক বলে ঘোষণা করার বিচারালয়ের ক্ষমতাকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট পদে জেফারসনের নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন যুগের সূচনা হলো। স্বাধীনতার সংগ্রাম যে কারণে করা হয়েছিল সেই নীতিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য এই ঘটনাকে তার শিষ্যগণ অভিনন্দিত করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয়বাদিগণ এ যুগকে অরাজকতার আগমন এবং ইতর লোকসমূহের শাসনরূপে অভিহিত করেন। যুক্তরাষ্ট্রবাদীদের পতন ঘটাতে অনেকগুলো কারণই সাহায্য করে। একটি শক্তিশালী সরকারের জন্য প্রচণ্ড ভয়াবহ আন্দোলনের দ্বারা শাসনতন্ত্রকে নিরাপদে গ্রহণ করার পর ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্য একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফরাসি বিপ্লবের

প্রথমদিকের বছরগুলো আমেরিকার গণতান্ত্রিক ভাবধারায় প্রেরণা যোগায় এবং যুক্তরাষ্ট্রবাদীদের শাসন এ কারণে জনপ্রিয়হীন হয়ে ওঠে যে, তারা রাজতন্ত্রী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সকে সাহায্য প্রদান করতে অস্বীকার করে। হ্যামিলটন দ্বারা চালিত সামরিক দলের এডামস্ দ্বারা চালিত সামাজিক দলের মধ্যে ঝগড়া যুক্তরাষ্ট্রবাদী দলকে ছিন্নভিন্ন করে। সুতার মোটা কাপড়ের আবিষ্কার এবং তুলা আবদ্ধকারীদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা এবং উচ্চভূমির তুলা উৎপাদনকারিগণ, নতুন ইংল্যান্ডেব ব্যবসায় এবং মহাজনদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে দক্ষিণের ভূম্যাধিকারী আভিজাত্যের হস্তে স্থানান্তরিত করে। পশ্চিম দিকে জনসংখ্যার অগ্রগতি তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে লাগলো; যারা জেফারসনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং যারা অনুভব করেছিল যে, তাদের স্বার্থের প্রতি নতুন ইংল্যান্ডের নেতাদের কোনো সহানুভূতি নেই। ইংরেজ প্রতিকৃতি অনুসারে রাজনৈতিক ক্ষমতা, অধিক বিশুদ্ধ আমেরিকান ভাবধারায় ব্যবসায়ী আভিজাত্যের হাত থেকে ভূম্যাধিকারী আভিজাত্যের হস্তে স্থানান্তরিত হলো। ছয়টি প্রশাসনের জন্য ভার্জিনিয়া শাসক বংশ নিয়ন্ত্রাধীন রইলো।

নতুন অভিজাততন্ত্রের রাজনৈতিক দর্শন পুরনোদের চেয়ে পৃথক ছিল। তারা যুক্তরাষ্ট্রবাদীদের শাসন প্রণালির জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বর এবং জনগণের প্রতি বৈরাগ্যমূলক ঘৃণা পরিত্যাগ করেন। তারা নিজেদেরকে জনগণের রক্ষক হিসেবে মনে করতো, তাদের স্বার্থে শাসন করতো; তবু যথার্থ নিয়ন্ত্রণ তাদের হস্তে ন্যস্ত করতে ইচ্ছুক ছিল না। গণতন্ত্রের মতবাদ তাদের অনুশীলনের অগ্রবর্তী ছিল এবং তারা গণতান্ত্রিক অগ্রগতির ধারাবাহিক পদ্ধতির দিকে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল। এটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারকে ভয় করতো, স্থায়ী সেনাদলের রাষ্ট্রীয় ঋণ গ্রহণ জাতীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করতো। এর মতবাদ এইচ. সেন্ট ব্রের্জ টাকার,[৮] জন টেইলার[৯], জুয়েল বার্লো,[১০] এবং বিশেষত জেফারসনের[১১] রচনায় বর্ণিত হয়েছিল।

রাজনৈতিক চিন্তাধারায় জেফারসনের খুব কমই মৌলিক অবদান রয়েছে। তার ধারণাসমূহ প্রধানত সিডনি ও লক থেকে গৃহীত হয়ে টমাস পেইনের প্রভাব দ্বারা উদারনৈতিকতা লাভ করে। তার প্রধান কাজ ছিল এইসবগুলোর ধারণাকে আমেরিকানদের অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত রূপদান। জেফারসন মানবীয় সাম্য, প্রাকৃতিক অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য সামাজিক চুক্তি দ্বারা সরকার প্রতিষ্ঠায় এবং কুশাসিত সরকারের ক্ষেত্রে বিপ্লবের অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কর্ম শক্তিসম্পন্ন সরকারকে এ ভয় করে অপছন্দ করতেন যে, এটা অত্যাচারের দিকে ঝুঁকতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জনগণের সম্মতি প্রতিনিয়ত সরকারের ভিত্তি হওয়া উচিত এবং সময়ান্তরে বিপ্লব রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যের জন্য একটি প্রয়োজনীয় ওষুধ। তিনি উনিশ বছরের বিরতির পর মৌলিক আইনের নিয়মিত পরিবর্তন পদ্ধতির জন্য প্রস্তাব করেন।

জেফারসন রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেন, তিনি একটি সুযোগ্য এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন স্বাভাবিক অভিজাততন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শিক্ষা এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনকে দুটি ভিত্তি হিসেবে সমর্থন করেন, যার ওপর সাধারণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ভর করে এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জনগণ যদি বুদ্ধিমান হয় তবে তাদেরকেই নির্বাচিত করবে যারা শাসনের জন্য যথার্থ উপযুক্ত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, গণতন্ত্র অনুপযুক্ত লোকের জন্য নয় যারা একে কার্যকরী করতে অসমর্থ, কিন্তু গণতান্ত্রিক উন্নতির ভবিষ্যৎ সম্পকে তার আস্থা ছিল। তিনি অত্যাচারী সরকারের সঙ্গে সংযুক্ত বৃহৎ স্থায়ী সেনাদলের বিরোধী

ছিলেন এবং তিনি সামরিক ক্ষমতাকে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের অধীন হওয়ার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তিনি শিল্প বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কৃষিকে সমর্থন করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, নগরগুলোর বৃদ্ধিই দুর্নীতি আনয়ন করছে এবং গণতন্ত্রের সফলতার পক্ষে অসুবিধা সৃষ্টি করছে।

একপুরুষ পরে মৌলিক গণতন্ত্রের নীতিসমূহের বাস্তব প্রয়োগ জ্যাকসনীয় গণতন্ত্ররূপে আগত হয়। পশ্চিম সীমান্তে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং নতুন রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্তি, এর সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের নগরগুলোতে শিল্প কারখানার জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই আন্দোলনের জন্য প্রধানত দায়ী। সীমান্তের অবস্থাসমূহ স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং তীব্র সাম্যের অনুভূতিকে অগ্রগতিদান করে। শহুরে অবস্থাসমূহ ভূম্যাধিকারী অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে কতগুলো শত্রুতামূলক স্বার্থ সৃষ্টি করে। বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান অপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রাকৃতিক অভিজাততন্ত্রের ধারণাকে বিদ্রূপ করা হয়। সম্পত্তিগত যোগ্যতা অপসারিত করে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, জাতীয় সরকারে এবং স্থানীয় ব্যাপারে জনগণের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ দাবি করা হয়। রক্ষণশীল শুল্কনীতি বা উত্তরাঞ্চলীয় শিল্প উৎপাদন স্বার্থ এবং জাতীয় ব্যাঙ্ককে আনুকূল্য প্রদর্শন করতো এবং যাকে অর্থনৈতিক ধনতন্ত্রের ক্ষমতা নির্বাহের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল, এই সবকে নতুন দল তীব্র বিরোধিতা করে। ধর্মীয় যোগ্যতাসমূহের অপসারণ এবং গির্জা ও রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ কামনা করা হয়।

১৮২৮ সালে জ্যাকসনের নির্বাচন এই আন্দোলনের সাফল্য সূচনা করে। ভূম্যাধিকারী শ্রেণী থেকে নিম্ন শ্রেণীর জনসংখ্যার কাছে স্থানান্তরিত হয় এবং পুরনো নেতাগণ পুনরায় বিশ্বাস করতে থাকে যে, জনতা রাজ বিজয় লাভ করেছে এবং সাধারণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অরাজকতার দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। দলীয় সংগঠনের উন্নয়ন এবং জাতীয় নির্বাচনী সম্মেলন, জাতীয় রাজনীতিতে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিরূপে প্রেসিডেন্টের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। নিজেকে জনগণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করে জ্যাকসন সরকারের প্রশাসনিক বিভাগের অধিকারের প্রতি একটি উৎসাহী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেন। হুইগ মতবাদ যে আইনসভা ঘনিষ্ঠভাবে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে, অতএব তাদেরকে প্রধান ক্ষমতা দেয়া উচিত, এবং শাসন বিভাগকে অবিশ্বাস ও দমন করা উচিত, এই মতবাদকে কংগ্রেসীর নেতৃবর্গগণ যেমন ক্লে ও ওয়েবস্টার এবং ক্যালহন যোগ্যতার সঙ্গে সমর্থন করেন। কিন্তু জনগণের দ্বারা সমর্থিত প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের ঘেরাও অভিজাততন্ত্রের দ্বারা বিরুদ্ধবাদিতা করা সত্ত্বেও প্রশাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। রাষ্ট্রসমূহের অনুরূপ প্রশাসনের ক্ষমতার প্রসার পরিদৃষ্ট হয়, দীর্ঘ মেয়াদের জন্য যেখানে রাজ্যপাল জনপ্রিয়ভাবে নির্বাচিত হন, তাকে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য নিযুক্ত এবং চাকরি দেয়ার অধিকতর (veto) প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন জনপ্রিয়ভাবে নির্বাচিত পূর্বে নিযুক্ত কর্মচারীদের, বিশেষত বিচারকদের স্বল্পমেয়াদি ও আবর্তনমূলক কার্যালয়ের ওপর জোর প্রদান করেন এবং এ ধারণার ওপরও যে বিশেষ ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জননেতৃত্বের জন্য এটা একান্ত প্রয়োজনীয়। এটা শিক্ষা দিয়েছে যে, যে-কোনো গড়পড়তা বুদ্ধি সম্পন্ন লোক উচ্চ কার্যালয় পরিচালনার উপযুক্ত নয় এবং দীর্ঘ চাকরি আমলাতন্ত্রের দিকে চালিত করে এবং জনগণের সহানুভূতি হারায়। যা হোক এ যুগের গণতান্ত্রিক প্রবণতার মধ্যেও দাসত্বের প্রতিষ্ঠানটি টিকে ছিল।

জ্যাকসনীয় গণতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদে সামান্য কিছুই যোগ করেছে, এটা প্রধানত পূর্বে বিবৃত ধারণাসমূহকেই বহন করার ব্যাপারে অনুরাগ প্রদর্শন করে। একই সময়,

প্রাকৃতিক আইন ও সামাজিক চুক্তি মতবাদসমূহ যার ওপর আমেরিকান মতবাদ ভিত্তিশীল ছিল, সেগুলো ভিত্তি হারাতে থাকে। জন সি ক্যালহন (১৭৮২-১৮৫০)[১২] প্রাকৃতিক অধিকার ও মানবীয় সাম্যের মতবাদকে এ ধারণা পোষণ করে অস্বীকার করে যে, সরকার মানবীয় প্রকৃতি ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক বহিবৃদ্ধি এবং মানবীর উন্নতির জন্য অসাম্য অপরিহার্য। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, ব্যক্তিসাধারণের স্বার্থের সুবিধা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কারণেই স্বাভাবিকভাবেই সরকারের উৎপত্তি ঘটেছে। লিখিত শাসনতন্ত্র হচ্ছে সরকারের স্বার্থপর প্রবণতাকে দমন করার একটি উপায়স্বরূপ। ক্যালহন বিশ্বাস করতেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব তাদের শাসনতান্ত্রিক রীতি প্রথার দ্বারা সংগঠিত হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রেগুলোর মধ্যে অবস্থিত রয়েছে। রাষ্ট্রগুলো মূলত সার্বভৌম ছিল এবং জাতীয় সরকারের কাছে তাদের কতকগুলো ক্ষমতা সমর্পণ করে তা যে-কোনো সময়ে তাদের সার্বভৌম বিশেষ অধিকারকে জোর করে দাবি করতে পারে এবং ঐক্যবদ্ধতা থেকে অপসারণ গ্রহণ করতে পারে। ক্যালহন সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচারকে ভয় করতেন, যার উৎপত্তি ঘটতে পারে অসীমাবদ্ধ জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব থেকে এবং প্রতিবাদকে প্রতিবন্ধকতাবিহীন শাসন ক্ষমতার ওপর দমন করতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তিনি সংখ্যাগত গরিষ্ঠতার চেয়ে "যুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই নীতির ভিত্তিতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের যে-কোনো কার্যকে যে-কোনো রাষ্ট্রের বাতিল করার অধিকার আছে বলে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যাহোক, যদি তিন-চতুর্থাংশ রাষ্ট্রসমূহ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে সমর্থন করে। বাতিলকৃত রাষ্ট্র অবশ্যই বশ্যতা স্বীকার করবে অথবা ঐক্যবদ্ধতা থেকে প্রত্যাহার গ্রহণ করবে।

বিভিন্ন কারণে প্রাকৃতিক অধিকারও সামাজিক চুক্তি মতবাদসমূহকে জার্মান উদ্বাস্তু ফ্রান্সিস্ লিবার (১৮০০-১৮৭২)[১৩] বিরোধিতা করেন, যিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর একটি নিয়মতান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেন, যা যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তার রচনা একটি অধিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং পূর্বেকার যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে একটি সিদ্ধান্তপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। লিবার সাহসের সঙ্গে জোরালো উক্তি করেন যে, সামাজিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় রাষ্ট্র যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, যা ব্যক্তি-উদ্যোগ দ্বারা করা বা করতে পারা সম্ভব নয়।

যেহেতু লিবার মানুষের অপরিহার্য প্রকৃতি থেকে গৃহীত সংশোধিত প্রাকৃতিক আইনের মতবাদ সমর্থন করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, এ আইনের অধীনে মানুষের কতগুলো প্রাকৃতিক অধিকার রয়েছে। তবুও তিনি এ অধিকারগুলোকে অষ্টাদশ শতকের বৈপ্লবিকদের রীতি অনুযায়ী করেন নি। তিনি এ ধারণা করে প্রাকৃতিক রাষ্ট্র ও সামাজিক চুক্তি মতবাদকে নিন্দা করেন যে, এগুলো কৃত্তিম ও অপর্যাপ্ত, মানুষের একান্তই সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সমাজ সৃষ্টি করতে যে-কোনো কৃত্তিম পদ্ধতি প্রয়োজনীয় নয়। রাষ্ট্র হচ্ছে বিবর্তনমূলক পদ্ধতিতে সৃষ্ট একটি জৈবিক সৃষ্টি। লিবার এ অভিমত পোষণ করে ইংরেজ ও ফরাসিদের স্বাধীনতার ধারণার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন যে, ইংরেজগণ নাগরিক স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে অর্থাৎ সরকারি হস্তক্ষেপের পরিধি থেকে মুক্ত ফরাসিগণ গুরুত্ব দিয়েছে রাজনৈতিক স্বাধিকারের ওপর অথবা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে সকল মানুষের অংশগ্রহণের অধিকারের ওপর। লিবার প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের অনুরোধে যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাদলের পরিচালনার জন্য স্থলযুদ্ধের একটি আইনবিধি প্রস্তুত করে আন্তর্জাতিক আইনের ওপর আমেরিকান ধারণাকে প্রভাবান্বিত করেন। আমেরিকান চিন্তাধারায় লিবারের প্রভাব আরও একদল

চিন্তাবিদদের ধারায় শক্তিশালী হয়, যাদের অনেকেই জার্মানিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ অধ্যয়ন[১৪] করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তারাও কিছুটা জাতীয় রাষ্ট্রের গুরুত্ব সম্পর্কে জার্মান মতবাদ দ্বারা ও প্রবীণ জার্মান লোকদের রাজনৈতিক প্রচার দ্বারা মুগ্ধ হন। অস্টিনীয় পণ্ডিত সম্প্রদায়ের বিশ্লেষণমূলক আইন শাস্ত্র ডব্লিউ ডব্লিউ উইলোবির[১৫] রচনায় বর্ণিত হয়েছে, তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা করেন এবং যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, রাষ্ট্রের আইনের অধীন ছাড়া অধিকারের অস্তিত্ব থাকতে পারে না এবং তার নিজস্ব অধিকার ও কর্তব্যসমূহ কর্তব্যসহ রাষ্ট্রকে একটি বৈধ ব্যক্তিত্বরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি একচ্ছত্র ও অবিভক্ত সার্বভৌমত্বের ধারণাকে সমর্থন করেন এবং একে সরকারের প্রত্যেকটি অঙ্গের মধ্যে অবস্থিত দেখেছেন, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার ইচ্ছাকে প্রকাশ করে।

উনিশ শতকের গণতন্ত্রবিরোধী মতবাদ

উনিশ শতকের প্রথমদিকের গণতন্ত্র রুশোর সাধারণ ইচ্ছা মতবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, এটা জনগণ দ্বারা সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী হয় বলে ধারণা করতো। এটাকে প্রাচীন গ্রীসের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা হতো এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহেই এটা উত্তমভাবে উপযোগী বলে মনে করা হতো। বার্ক, হ্যামিলটন জন এডাম্‌সের মতো সমালোচকগণ বিশ্বাস করতেন যে, গণতন্ত্র মাত্রাতিরিক্তভাবে দৈহিক বল প্রয়োগ দ্বারা অত্যাবশ্যকীয় রূপে প্রচণ্ড, অরাজকতাময়ও ক্ষণস্থায়ী। ফরাসি বিপ্লব এবং আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের সংগঠনের বিশৃঙ্খলা জনপ্রিয় নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। আমেরিকার সংবিধানের প্রতিষ্ঠাতাগণ গণতন্ত্র এবং সাধারণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। প্রথমোক্তটিতে জনসাধারণ ব্যক্তিগতভাবে সরকারকে কার্যকরী করে, শেষোক্তটি প্রতিনিধি বা দালালদের মাধ্যমে এটাকে পরিচালনা করে। আমেরিকান পদ্ধতিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপক ব্যবহার এবং পরোক্ষ জনপ্রিয় সরকারের বিভিন্ন উপায়সমূহ এবং দ্য টোকিওভাইলের বিভিন বর্ণনায় আমেরিকান সরকারের প্রতি বহু বিস্তৃত আগ্রহ, যুক্তরাষ্ট্রকে একটি আদশ গণতন্ত্ররূপে গ্রহণ করার দিকে চালিত করে। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক সরকারকে ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচনা করা হতো, স্বাভাবিক গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক সাধারণতন্ত্র।

উনবিংশ শতকের উন্নতির সাধারণ প্রবণতা ছিল, গণতন্ত্র সম্প্রসারণের[১৬] দিকে। এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, দাস ও ভূস্বামী প্রথার উৎকৃষ্ট ধর্ম সম্পত্তিগত যোগ্যতার দ্বারা ভোটদান প্রথার অপসারণ, লিখিত শাসনতন্ত্র ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রহণ, উত্তরাধিকারজনিত রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, নারীদের ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, গণ-উদ্যোগ ও গণভোটের দ্বারা প্রত্যক্ষ জনপ্রিয় আইন প্রণয়নের পুনরুত্থান দ্বারা। একই সঙ্গে গণতন্ত্রের সমালোচকগণও পশ্চাৎপদ[১৭] ছিল না। এ শতকের মধ্যভাগের লোকদের যুক্তিসমূহ ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক অধিকারের ওপর অথবা জনপ্রিয় সরকারের জনতার রাজত্ব, বিপ্লব এবং অরাজকতার মধ্যে অধঃপতিত হওয়ার ওপর ভিত্তিশীল ছিল, যা বরঞ্চ তারা অযোগ্যতা, অমিতব্যয়িতা ও গণতান্ত্রিক সরকারের অসামঞ্জস্যতার ওপর প্রদান করতে ইচ্ছুক ছিল এবং তাদের প্রবণতা ছিল প্রতিবন্ধকতাহীন জনমতের ব্যবহার দ্বারা উৎকৃষ্টদের ধ্বংস করে জনগণকে একটি লঘু মধ্যম শ্রেণীতে পরিণত করতে। তারা গণআন্দোলনকারীদের উত্থানকে এবং সরকারের মধ্যে দুর্নীতিকে ভয় করতো, যার উৎপত্তি ঘটে ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রভাব দ্বারা। অসংখ্য দর্শক দ্বারা বৃহৎ শহর গুলোতে জনপ্রিয়

সরকারের দুর্বলতা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনেকেই প্রমাণ করেন যে, গণতন্ত্র অবশ্যই স্বাধীনতাকে রক্ষা করে যা, এটা সরকারি কার্য যে, গণতন্ত্র অবশ্যই স্বাধীনতাকে রক্ষা করে না, এটা সরকারি কার্য থেকে সুযোগ্য নেতাদের বাদ দেয় এবং এটা বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নতির পরিপন্থী। গণতন্ত্রের অতিরিক্ত আইন প্রণয়নের প্রবণতা রাজনৈতিক দলসমূহের পদ্ধতি ও সংগঠন, সরকারের সাধারণ যন্ত্রসমূহের পেছনে যার উৎপত্তি ঘটে এবং জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, সবই তাদের আক্রমণের অধীনে এসেছিল। এ শতকের প্রথমাংশে যে ভিত্তির ওপর প্রতিনিধিত্ব অবস্থিত তাও সমালোচিত হয় এবং সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অথবা রাষ্ট্র গঠনমূলক সেইসব কাযে জনসমষ্টির রাজনৈতিক সংগঠনের একটি দাবিও উত্থিত হয়।

এর ফলে জনপ্রিয় সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ পরিচিত সেইসব দেশে সম্প্রতি নির্বাচনে ও আইন প্রণয়নে দুর্নীতি দমন করার অর্থ হচ্ছে যাতে বিশেষত শাসন কার্যে অধিক দক্ষতা অর্জন করা যায়। স্বল্প মেয়াদের নির্বাচনের চেয়ে চাকরির নিযুক্তি ও কার্যকালের স্থায়িত্বে অনেক সুযোগ-সুবিধা দেখা গেছে এবং নষ্ট পদ্ধতির দোষত্রুটির উপশমান্তে বেসরকারি চাকরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাসমূহ চালু হয়েছে। সরকারি কার্যাবলি বৃদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার আধুনিক জীবনের জটিল সময়সমূহ সমাধানে বুদ্ধিবৃত্তিক মানুষের কর্মক্ষমতা সংখ্যায় প্রতিপন্ন হয়েছে, যা পূর্বে জনপ্রিয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদসমূহ কার্যকরী করতো। যথার্থ জনপ্রিয় নিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য দায়িত্বশীলতার প্রতি মনোযোগ প্রদান একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল এবং তার ফল দাঁড়াল শাসন বিভাগের আরো অধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদ, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে তার চূড়ান্ত প্রয়োগ, তীব সমালোচনার[১৮] সম্মুখীন হলো। সরকারি কার্যে বিশেষজ্ঞদের লক্ষ্য ছিল দক্ষ এবং ব্যবসার মতো সরকার এবং জনপ্রিয় নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি।

উনিশ শতকের শেষার্ধে গণতন্ত্রের মতো রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ প্রধানত সে যুগের অর্থনৈতিক উন্নতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এটা ছিল দ্রুত পুঁজি সঞ্চয় এবং বিপুল শিল্প উৎপাদন, যানবাহন এবং ব্যবসা বৃদ্ধির সময়। এই উন্নয়ন ঘটে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নীতির অধীনে, যাতে রাষ্ট্র প্রতিযোগিতা অথবা সমিতি নিয়ন্ত্রণার্থে স্বল্পই চেষ্টা করতো। এই পদ্ধতিতে পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যেকার ফাঁক অনেক দূর বিস্তৃত হলো, প্রথমোক্তটি শক্তিশালী পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্মিলিত হলো, শেষোক্তটি সংঘবদ্ধ সমিতিতে উভয়ই সরকারের ওপর তাদের প্রভাব আনয়ন করে, বিশেষত দলীয় প্রথা দ্বারা যা আধুনিক গণতন্ত্রসমূহে প্রধান উপাদানস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। রক্ষণশীলবাদ ও উদারনৈতিকতাবাদের প্রকাশ ঘটল পুঁজি ও শ্রমের মধ্যেকার প্রয়োজনীয় সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে ও মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে। রক্ষণশীলগণ যদিও ব্যবসাতে সরকারি সাহায্য প্রদানকে সমর্থন করতো কিন্তু ব্যবসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার প্রচেষ্টাকে বিরোধিতা করতো। উদারনৈতিক ও মৌলিক চিন্তাধারা দৃঢ় জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং কতগুলো ক্ষেত্রে জনসাধরণের মালিকানা এবং কার্যপরিচালনা ও জনসাধারণের মঙ্গলকে আক্রান্ত করতো, তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন।

গণতন্ত্রের সাফল্যজনক প্রতিষ্ঠা এক শতাব্দীব্যাপী এ মনোভাবকে বিপরীতমুখী করে। এই সময়ে উদারনৈতিক চিন্তাধারা অগণতান্ত্রিক সরকারের কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ করার উপায় হিসেবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করে। বর্তমানকালে রক্ষণশীল চিন্তাধারা জনগণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সরকারকে ব্যক্তিগত স্বার্থের হস্তক্ষেপ থেকে নিবারণের ওপর উপায় হিসেবে অর্থনৈতিক ব্যাপারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করে।

পাদটীকা :

১. *Cours d' historie de la philosophy morale au dix-huitieme Siecle (1837-40).*

২. *Du Government representatif (1816); Du Government de France depose la Restoration et le Minister actual (1821).*

৩. *Principe's politiques (1815); Reflections sur les constitutions et les garanties (1814-18).*

৪. *Democracy in America (1835)* অনুবাদ *H. Reeve.*

৫. *Elements de droit constitutional Francais et compares (1896).*

৬. আদি যুগের শাসনতান্ত্রিক প্রথায় "ফেডারেল" শব্দটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় প্রয়োগ করা হতো যারা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর জাতীয়তাবাদী পরিকল্পনার বৈষম্যে দুর্বল ঐক্য কামনা করতো। পরবর্তীকালে শাসনতন্ত্রের সমস্ত সমর্থকই নিজেদেরকে ফেডারেলিস্ট বা যুক্তরাষ্ট্রবাদী বলে অভিহিত করতো। এরা ছিল তাদের বিরোধী যারা শাসনতান্ত্রিক সংশোধনের বিরোধিতা করতো।

৭. C.G. Haines, *The American Doctrine of Judicial Supremacy.*

৮. *Commentaries on Blackstone (1803).*

৯. *Inquiry into the Principles and Policy of the Government of the United States (1814).*

১০. *Joel Barlow to his fellow citizens in the United States of America (1801).*

১১. দেখুন The Papers of Thomas Jefferson.

১২. তাঁর *Disquisition on Government (1851)* দ্রষ্টব্য।

১৩. *Manual of Political Ethics (1838-9); Legal and Political Hermenetics (1839); on Civil Liberty and Self Government (1853)*

১৪. বিশেষত *O.A. Brownson, Constitutional Government (1842); E. Mulford, the Nation (1870); T.D. Woolsey; Political Science (1877); J.W. Burgess, Political Science and Comparative Constitutional Law (1890).*

১৫. *The Nature of the State (1895).*

১৬. আধুনিক গণতন্ত্রের ওপর দ্রষ্টব্য : *J. Bryce, Modern Democracies (1921); C.F Cole, The Spirit of Democracy (1906); A.L. Lowell, Public opinion and popular government (1913); L.T. Hobhouse, Democracy and Reaction (1904); H. Adams, The Degradation of Democratic Dogma (1919); W. Weyl, The New Democracy (1912); F. Cleveland, Organized Democracy (1913); J.H. Hyslop, Democracy (1899).*

১৭. আধুনিক গণতন্ত্রের সমালোচকদের মধ্যে হচ্ছেন : *H. Maine, Popular Government (1886); W.E.H. Leaky, Democrocy and Liberty (1896); J. Stephen, Liberty, Equality, Fraternity (1873); E.L. Godkin, Problems of Modern Democracy (1896); Unforeseen Tendencies of Democracy (1898); E. Faguet, The Cult of Incompetence (1911); E. Lavéleye, Le Government dons la Democratie (1891); A.M. Luduvici, Defence of Aristocracy (1915); W.S. Lilly, First Principles in Politics (1899); W.H. Mallock; The Limits of Pure Democracy (1918).*

১৮. *F.J. Goodnow; Politics and Administration (1900); T.R. Powell, The Seperation of Powers, Policical Science Quarterly, Vols 27-28 (June, 1912; March, 1913).*

গ্রন্থপঞ্জি :

Beloff, Max, *Thomas Jefferson and American Democracy* (New York, Macmillan, 1949).

Boorstin, D.J., *The Lost World of Thomas Jefferson* (New York, Holt 1948).

Bowers, C.G., *Jefferson and Hamilton* (Berlin, Henssel 1948).

Burgess, 'J.W., *Recent Changes in American Constitutional Theory* (New York, Columbia Univ. Press, 1923).

Corr, M.L, John C. *Calhoun, American Portrait* (Boston, Houghton, 1950).

Coker, F.W., *Recent Political Thought* (New York, Appleton-Century, 1934), Chap 11.

Haines, C.G., *The American Doctrine of Judicial Supremacy* (New York, Macmillan 1914).

Hofstadter, Richard, *The American Political Tradition and the Men Who Made It* (New York, Knopf, 1948).

Laski, H.J., *Authority in the Modern State* (New Haven, Yale Univ. Press, 1919).

Leroy, Maxime, "Alexis de Tocqueville," *Politica,* Vol. 1 (August, 1935).

Nicolson, H.G., *Benjamin Constant* (New York, Donbleday 1949).

Nys, E."Francis Lieber, His Life and Work," *American Journal of International Law,* Vol. 5 (April, 1911).

Spain, A.O., *The Political Theory of John C. Calhoun* (New York, Bookman, 1951).

Soltau, Roger, *French Political Thought in the Nineteenth Century* (New Haven, Yale Univ. Press, 1931).

Watkins, Frederick, *The Political Tradition of the West* (Cambridge, Harvard Univ. Press, 1948), Chap. 6.

Weyl, W.E., *The New Democracy* (New York, Macmillan, 1912).

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের উন্নতির দিকে মোড় নেয়ার পূর্বে এই শব্দটি সম্পর্কে একান্তভাবে বলা প্রয়োজন। দুটি প্রধান গণনায় যে ধরনের সমাজতন্ত্রবাদ আজ যা সোভিয়েত ইউনিয়নে কার্যকরী হচ্ছে তা থেকে এই ধরনের সমাজতন্ত্রবাদকে পৃথক করতে হবে। পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্র বিবর্তনমূলক ও গণতান্ত্রিক। মার্কস, লেনিন এবং স্টালিনের অনুসারীদের দ্বারা যে সমাজতন্ত্রবাদ কার্যকরী হয়েছে তা বৈপ্লবিক ও কর্তৃত্বশীল। প্রথমটি, যে সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করছি তা ফলপ্রসূ হয়েছে গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত বৃটেন এবং স্ক্যানডিনেভিয়ার জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রসমূহে। দ্বিতীয়টি যা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচিত হবে, তার পরিণতি ঘটেছে রাশিয়ার একনায়কত্বে এবং যেসব দেশসমূহে রাশিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছে।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের কারণসমূহ

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের সূচনা হয় শিল্প বিপ্লবের দ্বারা এবং যেসব অবস্থা তা সৃষ্টি কবে এবং সে সবের কাছে ঋণী।[১] এ যুগে এ অভিমত আধিপত্য বিস্তার করে যে, সে রাষ্ট্রই উত্তম যা স্বল্প শাসন করে। সরকারের নিকট থেকে স্বাধীনতার চেয়ে, সরকারের মাধ্যমে স্বাধীনতা এই ছিল প্রচলিত বিশ্বাস। সরকার কেবল তার নিতান্ত কাজেই মনোসংযোগ করতো যা হচ্ছে নিয়ম শৃঙ্খলা নির্বাহ করা এবং এই নেতিবাচক স্বাধীনতার ধারণার ফল হতো সাধারণ সুখ যদি জনগণ প্রতিবন্ধকতাহীনভাবে তাদের সুযোগ সুবিধাকে অনুসরণ করতো তাহলে তারা শুধু তাদের ব্যক্তিগত সুখই লাভ করতো না বরং সম্প্রদায়ের সকলের জন্যই কল্যাণ হতো। আলেকজান্ডার পোপ এই অভিমতকে নিম্নোক্ত দুটি পঙ্ক্তিতে প্রকাশ করছেন।

বিধাতা অথবা প্রকৃতি সাধারণ কাঠামোর রচনা করেন এবং একইভাবে আত্মপ্রেম ও সমাজ প্রদান করেন।

এটি হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের চরম নমুনা। এটা অর্থনৈতিক মানুষকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত সদস্য হিসেবে সৃষ্টি করে। এটা একটি অপেক্ষাকৃত ভালো পৃথিবীর দিকে জীবনযুদ্ধ ও যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন নীতির মাধ্যমে বিবর্তনকে শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি নতুন জীববিজ্ঞানের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছিল। এটা অবশ্যই রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাহায্য করেছিল ও উস্কানি দিচ্ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, অতঃপর সমাজের ক্ষমতাশালী শক্তিগুলো অসম্পৃক্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে চালিত হচ্ছিল।

এই আন্দোলনের ফল হয়েছিল দ্বিমুখী। জড়বস্তুসমূহের উৎপাদন দারুণভাবে বেড়ে

গেল। বিপুল ধনের প্রতিজ্ঞার উস্কানি পেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তির ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করলো। কলখানার পদ্ধতি ও অলিভার টুইস্টের যুগ শিল্প বিপ্লবকে অনুসরণ করলো, যা চার্লস ডিকেন্স দ্বারা চমৎকারভাবে নাট্যরূপ প্রদান করা হয়।[২] শ্রমিকগণ শহুরে বস্তি এলাকায় এমন গাদাগাদি করে বাস করতো এবং সমান উপবাসী থাকতো যা তাদের জন্য মালথ্যাস[৩] অনেক পূর্বেই ভবিষ্যতদ্বানী করেছিলেন। মাত্র আট নয় বছরের ছেলেমেয়েরা এখনকার পুরুষদের চেয়েও দীর্ঘ সময় কাজ করতো।[৪] শ্রমিকদেরগকে যত স্বল্পমূল্যে যত সম্ভব ভাড়া করা পণ্যদ্রব্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং যখন তাদের ব্যবহার লাভজনক মনে হতো না তখনই তাদের ছেড়ে দেয়া হতো এবং সর্বদাই একটি বিরাট বেকার দল সংরক্ষিত থাকতো, এর মজুরি কখনও উচ্চে ওঠে না। এছাড়া, শ্রমিকগণ অপারিহার্যভাবে একটা পণ্য দ্রব্য ছিল এবং তার উৎপাদিত শ্রমের কোনো মূল্য বৃদ্ধি করার অধিকার ছিল না। এই পাওনা ব্যবসায়ে ঝুঁকি গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রাপ্য ছিল। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সকলের জন্য স্বাধীনতার কথা বলা সহজ ছিল। কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনতার অস্তিত্ব ছিল মাত্র কয়েকজনের জন্যই। বৃহৎ জনসংখ্যা এ পর্যন্তই স্বাধীন ছিল যে তারা "মুক্তভাবে সেতুর নিচে ঘুমাতে পারত" যা কার্লাইল চিহ্নিত করে রেখেছেন।

এই অবস্থার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, একটি নতুন শ্রেণীর লেখক দলের উৎপত্তি হলো যারা জনগণের সামাজিক কল্যাণের ক্ষেত্রে সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন। তারা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, জনকল্যাণ স্মিথ এবং রিকার্ডোর অর্থনৈতিক আইনের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরঞ্চ বৃহত্তম অর্থনৈতিক সাম্য, ভালো কর্মসংস্থান এবং আরো সামাজিক উন্নতিসমূহের ওপর নির্ভরশীল।

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদিগণ

এ যুগের প্রারম্ভে এ শ্রেণীর কিছুসংখ্যক লেখক এত দ্রুত পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন যে, তারা তখন থেকে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী হিসেবে পরিচিত হয়েছিল। তারা মানবীয় পরিপূর্ণতার প্রচলিত আশাবাদী ধারণাসমূহের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন এবং মানব জাতিকে শিক্ষামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পুনঃসঞ্জীবিত করতে আশা করেছিলেন। তারা আদর্শ অনুমানসমূহ থেকে যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং একটি আদর্শ সামাজিক বিধান প্রতিষ্ঠা করতে আবেগ প্রকাশ করেছিলেন। তারা বিপ্লব এবং শ্রেণী বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা ছিলেন উদারনৈতিক মানবতাবাদী এবং তারা প্রভাবশালী শ্রেণীকে উদ্বুদ্ধকরণ থেকে সাহায্য প্রদান করার জন্য আবেদন জানান।

এ দেশের প্রথম কয়েকজনের অন্য হচ্ছেন জ্যাঁ দ্য শীলমন্ডি (১৭৭৩-১৮৪২)।[৫] তিনি প্রচলিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধিতা করেন এবং ধনের পুর্নবন্টনে ও শ্রমের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সরকারের হস্তক্ষেপের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি ইঙ্গিত করেন যে, যথারীতি মানবীয় সুখ বৃদ্ধির চেয়ে ধন বৃদ্ধির ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দেন। তিনি এ প্রস্তাব করেন খ্রিষ্টান সমাজতন্ত্রবাদিগণ মানবতাবাদী অভিমতের ভবিষ্যৎ করেন যে, মানবীয় সহানুভূতি অর্থনৈতিক লাভের শীতল গণনার স্থান দখল করবে। তিনি হস্ত শ্রমের স্থলে যান্ত্রিক কলকবজার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের বিরোধিতা করেন।

আরো একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি হচ্ছেন রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮০০)[৬] ১৮০০ সালের দিকে ব্যবসায়ে বিচক্ষণ এবং আদর্শবাদী ওয়েন কর্মচারী ও কর্মদাতাদের সম্পর্কে প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতার ওপর ভিত্তি স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং

শ্রমজীবীদের দারিদ্রতা ও দুঃখ ঘুচাতে একটি সমাজ সংস্কারের প্রস্তাব করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ স্বভাবতই ভালো কিন্তু অনিষ্টকর বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে পুঁজিবাদী পদ্ধতি থেকে; ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধর্ম এবং বিবাহ প্রতিষ্ঠান প্রাকৃতিক বিধানের প্রতিবাদক হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ওয়েন একটি সাম্যবাদী পদ্ধতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যাতে মানুষের মহত্ত্বের প্রকাশ লাভ ঘটবে। তিনি বিশেষত স্কটল্যান্ডের নিউলেনমার্ক এবং ইন্ডিয়ানার নিউ হার্মোনিতে কল্পনাবাদী সম্প্রদায়সমূহের প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে শিল্প ও শিক্ষা সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। সাধারণ পরিষদ সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহ পরিচালনা করতো এবং অন্য পরিষদগুলো অনুরূপ অন্য সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতো। বৃহৎ এলাকাগুলিতে সম্প্রদায়ের সমিতিগুলো পরিষদের অধীনে থাকবে বলে যুক্তি দেখানো হয়। ইংল্যান্ডে ওয়েন এবং তার শিষ্যদের প্রভাব সমবায় সমিতিগুলো প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে আইন প্রণয়নে এবং শ্রমিক শ্রেণীর ওপর আরোপিত প্রতিবন্ধতা দূরীকরণে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান ছিল। ওয়েনের একজন উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন উইলিয়াম টমসন,[৭] একজন আইরিশ সমাজতন্ত্রবাদী। তিনি তার রচনায় যুক্তি দেখিয়েছেন যে, শ্রমিকই সমস্ত বিনিময় মূল্য উৎপাদন করে। অতএব সে তার শ্রমের পূর্ণ উৎপাদন পাওয়ার অধিকারী। তিনি ওয়েনের নির্ধারিত পথেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কারের প্রস্তাব করেন এবং তার ধারণাগুলোকে সম্পত্তি উচ্ছেদের যুক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে ঠেলে দিতেন এবং পূর্বের ও ভূমির মালিকদের আন্তর্জাতিক উদ্বৃত্তকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিলেন। শ্রমের ও মালিকদের অসুবিধাসমূহ সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান করা যায় বলে আশা করা যেত।

ফ্রান্সের দিকে তাকালে, সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা বৃটেনের চেয়েও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হয়েও সুস্পষ্টভাবে ফরাসি কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রবাদী সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটায়। এই দল দার্শনিক অনুমাণ দ্বারা সামাজিক সংস্কারের দিকে অগ্রসর হয়, ওয়েনের বাস্তববাদী অভিমত দ্বারা নয়। কাউন্ট হেনরী দ্য সেন্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫)[৮] শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সামাজিক কার্যের লক্ষ্য হচ্ছে "মেলার মাধ্যমে বিশ্বকে ব্যবহার"। তিনি ফরাসি বিপ্লবকে একটি শ্রেণীযুদ্ধরূপে দেখেছেন এবং শ্রমিকদের কল্যাণের ব্যাপারে প্রধানত আগ্রহী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রনীতি প্রাথমিকভাবে উৎপাদনের বিজ্ঞান এবং তা অবশেষে অর্থনীতির মধ্যে মিশে যাবে। তিনি উৎপাদন শ্রেণীর নেতৃত্বের ওপর অবস্থিত ও শিল্পের উন্নতির দিকে লক্ষ্যমান একটি নতুন সামাজিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। পার্লামেন্টের তিনটি ক্ষমতার মধ্যে কর্তৃত্বের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। একটি উদ্ভাবন প্রকৌশলী, কবি ও শিল্পীদের দ্বারা গঠিত; একটি পরীক্ষার কথা; গণিত বিশারদ পদার্থবিদগণ দ্বারা গঠিত এবং একটি কার্যকরী দক্ষ, শিল্পাধ্যক্ষদের দ্বারা গঠিত। প্রথম কক্ষ আইনের প্রস্তাব করবে, দ্বিতীয়টি আইন পাশ করবে এবং তৃতীয়টি এগুলো কার্যকরী করবে। একটি ফ্যাক্টরির অনুকৃতিতে ছিল তার সমাজের আদর্শ, একটি জাতিকে উৎপাদন জনসমিতিতে রূপান্তরিত করা।

সেন্ট সাইমন বিশ্বাস করতেন যে, সাফল্যজনক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারকে অবশ্যই আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর অবস্থিত হতে হবে। তিনি প্রচলিত ধর্মীয় পদ্ধতির বিলোপ ও যিশুখ্রিষ্টের শিক্ষার ওপর অবস্থিত দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে একটি নৈতিক বিধানের প্রচেষ্টার প্রস্তাব করেন। তিনি বিশেষত সাংস্কৃতিক শ্রেণীর কাছে আবেদন করেন। তার ধারণাসমূহ নতুন ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর আশা-আকাঙ্ক্ষার

প্রতিনিধিত্ব করে। তারা সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে মিশ্রিত শিল্পবাদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং পরবর্তীকালে অগাস্ট কোঁতের প্রত্যক্ষবাদের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

তার মৃত্যুর পর একদল অনুরাগী শিষ্যগণ[৯] সেন্ট সাইমনের শিক্ষা গ্রহণ করে যারা তার মতবাদসমূহ সমষ্টিবাদের দিকে চালিত করে। তারা ধর্মীয় ঘটনার উন্নতিকল্পে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে এবং তা ছিল মৌলিক আন্দোলনের একটি সুস্পষ্ট কেন্দ্রস্থল। তারা একটি ঐতিহাসিক দর্শনকে কার্যকরী করেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, অতীতের অযত্ন পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যতের জন্য রহস্যের সূত্র যোগাবে। তারা বিশ্বাস করতেন যে, জড়জগৎকে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে মানবীয় সম্মেলনের উন্নতি বিধানই ইতিহাস শিক্ষা দেয় এবং ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প, যদি সহযোগিতার কাজে যথার্থভাবে সুসামঞ্জস্যরূপে মিলিত হয়, তাহলে যুগের সমস্যাবলিকে সমাধান করতে পারে। প্রেম ও সহানুভূতির ওপর ভিত্তিশীল ধর্মই যুক্তি সঞ্চয়ের শক্তি। প্লেটোর অভিভাবক দার্শনিকরূপে প্রস্তাবিত ধর্মীয় শাসকগণেরই সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার অধিকারী হওয়া উচিত। ধর্মোন্মাদনার নেতৃত্ব আন্দোলনের নৈতিক অবনতি ঘটায় এবং সেন্ট সাইমনের সমিতি পুলিশ দ্বারা বিলুপ্ত হয়।

যদিও সেন্ট সাইমন সমগ্র জাতিকে এক সামাজিককরণের প্রস্তাব করেছিলেন, যা যৌক্তিকভাব রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের দিকে চালিত করতো কিন্তু অন্যান্য কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদিগণ স্বেচ্ছাকৃত এবং স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির সংস্কার কামনা করতো। চার্লস ফুরিয়ের (১৭৭২-১৮৩৭)[১০] তার পাগলামি ধারণা থাকা সত্ত্বেও তিনি একটি বিস্তৃত জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন এবং রহস্যজনক ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতার দ্বারা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার একটি তীক্ষ্ণ সমালোচনা সম্মিলিত করেন। তিনি উৎপাদনের অপচয়ের নিন্দা করেন এবং শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যতার জন্য মানুষের বস্তুতান্ত্রিক জাগতিক স্বার্থের কাছে আবেদন করেন। তিনি বিশ্বকে বিধাতার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য আবেদন করেন। জন সম্মেলনই মানুষকে আকর্ষণ করার নীতি যেমন প্রাকৃতিক জগতে মাধ্যাকর্ষণ। সেন্ট সাইমনের মত তার সামাজিক মতবাদসমূহও তার ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিল।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পৃথিবীতে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার পরিকল্পনা ছিল কিছুসংখ্যক সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা অথবা ৫০০ পরিবারের এক একটি সমষ্টিকে কতগুলো সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা। প্রত্যেকটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পুঁজিপতি, শ্রমিক এবং সৃষ্টিধর্মী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ। শ্রমকে আকর্ষণীয় করতে হবে, একঘেঁয়ে চাকরি ও অতিরিক্ত কাজকে নিবারণ করতে হবে এবং অপ্রীতিকর কার্যসমূহের জন্য উত্তমভাবে পুরস্কৃত করতে হবে। সকলের জন্যই একটি স্বল্প পরিমাণ আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে এবং উদ্বৃত্ত সমানুপাতিক হারে বন্টন করে দিতে হবে। প্রত্যেক সাম্যবাদী সমাজ একটি সাম্প্রদায়িক প্রাসাদে বাস করবে এবং চতুষ্কোণ ভূমি সমষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। বিভিন্ন সাম্যবাদী কাজগুলো একটি বৃহৎ যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা একত্র হবে এবং তার রাজধানী হবে কনস্টান্টিনোপল। ফুরিয়ের বিশ্বাস করতেন যে, পদ্ধতির অধীনে দারিদ্রতা দূরীভূত হবে এবং প্রত্যেক মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার বজায় থাকবে। প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হলে কর্তৃপক্ষের বল প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বিদূরিত হবে। এভাবে ফুরিয়েরের ধারণা যুক্তিপূর্ণভাবে দার্শনিক অরাজকতার দিকে চালিত করেছে।

কল্পনাবাদী আন্দোলনের শেষ প্রধান নেতা হচ্ছেন এটিন্নে ক্যাবেট (১৭৮৮-১৮৫৬)। ওয়েন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি তার বিখ্যাত কাল্পনিক উপকথা[১১] প্রকাশ করেন, যাতে

তিনি কৃষি উপনিবেশ এবং জাতীয় কারখানাসমূহের একটি পরিকল্পনা অঙ্কন করেন। তিনি উন্নতশীল আয়কর, উত্তরাধিকারের বিলোপ এবং স্বাধীন শিক্ষার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তার রচনা ফ্রান্সে একটি বিরাট উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং তা ফলপ্রসূ হয়, তার পরিচালনাধীন কতগুলি সাম্যবাদী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায়। ফুরিয়েরের মত ক্যাবেটও মানুষের সুখবাদী অনুভূতির প্রতি আবেদন করেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে মানবের প্রকৃত সংশোধনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী মত পোষণ করতেন।

মার্কসীয় আন্দোলনের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের সাহিত্যগুলো পটভূমির পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হলো। সম্প্রতি কিছুসংখ্যক লেখক যাহোক, তাদের চিত্তাকর্ষক ধারণাকে ব্যাখ্যা করেন, তাদের উচ্চশ্রেণীর কল্পনা ব্যক্তিকে চমৎকার সাহিত্যের আকারে প্রকাশ করেন। এ ধরনের কিছুসংখ্যক রচনা বাস্তব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এ দলের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ হচ্ছেন, এডওয়াড বেলামি[১২] উইলিয়াম মরিস,[১৩] উইলিয়াম ডিন হাওয়েলস,[১৪] স্যামুয়েল বাট্লার,[১৫] এইচ.জি.ওয়েলস[১৬] এবং গ্রাহাম ওয়েলাস।[১৭]

উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনসমূহ

১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ইউরোপের সর্বত্র শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফ্যাক্টরি পদ্ধতি একটি বৃহৎ শ্রমজীবী এবং বিত্তহীন শ্রেণী সৃষ্টি করে এবং শ্রমিকগণকে একত্রে এনে জনচিন্তা ও জনকার্যকে সম্ভব করে তোলে। বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রসারতা সমস্বার্থ বিশিষ্টদের সীমানা বর্ধিত করে। শ্রমিকগণ ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে বৃহৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নসমূহের লভ্যাংশের অংশ দাবি করে। তারা সাধারণ নীতিতে একমত হয় যে, সমাজ ভূমি এবং মূলধনকে নিয়ন্ত্রণ করবে; শিল্পকারখানাগুলোকে পরিচালনা করবে এবং শিক্ষার জন্য সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করবে। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে "নাগরিক রাজার" সিংহাসন আরোহণ এবং ১৮৩২ সালে ইংল্যান্ডে সংস্কার আইন পাশ পুরনো শাসকশ্রেণীর গুরুত্ব হ্রাস করতে থাকে। ভূম্যাধিকার আভিজাত্য ও উৎপাদনকারীদের দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদী ও শ্রমিকদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হলো।

ইংল্যান্ডে শ্রমিকগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা দাবি করছিল। তারা কমন্সসভার গণতন্ত্রী সদস্যদের সহায়তায় একটি শ্রমিক জনগণের সংঘ প্রতিষ্ঠা করলো, ভোটাধিকার সম্প্রসারণ এবং পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিত্বের অপেক্ষাকৃত ভালো বণ্টন দাবি করে জনগণের সনদ অঙ্কন করলো। যেহেতু ওয়েনের সমবায় সমাজতন্ত্রবাদ উপযোগিতাবাদী আদর্শের অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা থেকে অঙ্কিত হয়েছিল, সনদ আন্দোলন বেন্থামিবাদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে রুশো এবং ফরাসি বিপ্লবের প্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাকৃতিক আইনের আদর্শে প্রত্যাবর্তন করল। এর ভাবধারায় এটা মধ্যযুগের কৃষক বিদ্রোহ ও সপ্তদশ শতকের সাম্যবাদের প্রস্তাব করে। বেন্থামীয় অনুসারিগণ ধনাঢ্য হুইগদের সঙ্গে সংযুক্ত হয় যারা দক্ষিণপন্থী উদারনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করেছিল। সনদবাদিগণ গণতান্ত্রিক শ্রমিক দলের প্রতিনিধিত করে যারা বিশ্বাস করতো যে, তাদের প্রাকৃতিক উত্তরাধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু ইংল্যান্ডের জনসাধারণ ওয়েনের কল্পনাবাদী প্রচারণা ও প্রাকৃতিক অধিবাদের জন্য সনদবাদীদের অভ্যুত্থান ১৭৬৭ এবং ১৮৮৪ সালের সংস্কার আইনসমূহের পথ প্রস্তুত করেন এবং পরবর্তীকালে সাধারণ উদারনৈতিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ফ্রান্সের শ্রমিকগণ লুই ব্ল্যাঙ্ককে (১৮১৩-১৮৮২)[১৮] সমর্থন করে সামাজিক

কারখানাসমূহ স্থাপনের এবং রাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণাধীনে শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার আন্দোলনের জন্য। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক মানুষেরই জীবন ধারণের এবং কাজ করার অধিকার আছে ও প্রত্যেকেই তার যোগ্যতা অনুযায়ী উৎপাদন করবে এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করবে। পূর্বতম সমাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে, যারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংঘের ওপর নির্ভর করতো এবং যারা বিশ্বাস করতো যে, শিক্ষাই তাদের মতবাদসমূহ গ্রহণের দিকে চালিত করবে, ব্ল্যাঙ্ক তার পদ্ধতি কার্যকরী করার জন্য রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করেন। তিনি এমন এক গণতন্ত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন যা লুই ফিলিপের পুঁজিবাদী রাজতন্ত্রের স্থান অধিকার করবে। ১৮৪৮ সালে অসফল সংস্কারের ঢেউ তার শিক্ষাকে অনুসরণ করেছিল। তরুণ ইতালির ও তরুণ ইউরোপীয় সংঘের আন্দোলন, ইতালিয় স্বাধীনতার জন্য ম্যাজিনির কার্যাবলির অগ্রগতি এবং প্যারিসে জার্মান উদ্বাস্তুদের দ্বারা গঠিত তরুণ জার্মান সমিতি হচ্ছে এই সমস্ত সমাজতান্ত্রিক ধারণার অতিরিক্ত সুস্পষ্ট প্রকাশ।

মধ্যউনিশ শতকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হচ্ছে, সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধানে খ্রিষ্টান ধর্মের উপদেশসমূহ ব্যবহারের প্রচেষ্টা। ক্যাথলিক ইউরোপে প্রধানত এই প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়, যেখানে ক্যাথলিক রাজনৈতিক দলসমূহ গঠিত হয়েছিল। এ যুগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের কর্তব্য বিষয়ক বাইবেলের শিক্ষা সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগযোগ্য ছিল। খ্রিষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদীরূপে কথিত এই দলগুলো সহযোগিতায় বিশ্বাস করতেন, প্রতিযোগিতায় নয়। তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মতবাদকে আক্রমণ করেন যে, স্বার্থপর উদ্দেশ্যে কর্মরত প্রাকৃতিক মানুষকে কার্যের স্বাধীনতা দিতে হবে। একই সঙ্গে তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধিতা করেন, যার প্রবণতা হচ্ছে বস্তুতান্ত্রিক ও খ্রিষ্টানবিরোধী। তারা সমাজের প্রচলিত প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করেন কিন্তু বিশ্বাস করতেন যে, প্রধান প্রতিকার রয়েছে মানুষের নৈতিক সংস্কারে। তারা এমন একটি সমাজের আকাঙ্ক্ষা করতো যেখানে সকল মানুষই ছিল ভাই ভাই।

বর্তমানকালের সামাজিক ক্যাথলিক গির্জা এবং গণতন্ত্রের মধ্যে একটি সমঝোতা আনয়নের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। তারা সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন; কিন্তু বিশ্বাস করেন যে, উন্মুক্ত পথগামী সমাজতন্ত্র, ধর্ম, নৈতিকতা এবং সামাজিক উন্নতির ধ্বংসকারক। তারা ক্যাথলিক শ্রমিকদের মধ্যে কখনো কর্মকর্তাদের সহযোগিতার খ্রিষ্টান ভাবধারা দ্বারা অনুমোদিত সমিতিসমূহ গঠন সমর্থন করতেন। তারা অভিজ্ঞতার দ্বারা জ্ঞাত হয়ে রাশিয়া এবং তার উপগ্রহদের কমিউনিস্ট মতবাদকে বিশেষ তিক্ততার সঙ্গে আক্রমণ করেন যে, সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ সমিতিসমূহের স্বাধীনতা ধর্মীয় স্বাধীনতার অবসান ঘটিয়েছে।

জার্মান সংশোধনবাদ

খ্রিষ্টান সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের গঠনমূলক বছরগুলোতে ইউরোপে অন্য ধরনের একটি দলের উদ্ভব ঘটে। এটা হচ্ছে, সামাজিক গণতান্ত্রিক দল। এর গুরুত্ব এই দল কার্ল মার্কসের[১৯] শক্তিশালী প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো। যাহোক, অবশেষে এটা তিনজন জার্মান সমাজতন্ত্রবিদদের রচনার মাধ্যমে উদারনৈতিকতাবাদের দুর্গ প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল। তারা হচ্ছেন জে.ফে. রডবার্টাস (১৮০৫-১৮৭৫), ফার্ডিনান্ড ল্যাসলি (১৮২৬-১৮৬৪) এবং এডওয়ার্ড বার্নস্টেটইন (১৮৫০-১৯৩২) এইসব ব্যক্তি নম্র ধরনের সামাজিক কিন্তু

গণতান্ত্রিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকার গঠনে মার্কসীয় দর্শনের পুনঃস্থাপনের সহায়তা করেছেন।

একজন উদারনৈতিকতাবাদী ব্যক্তি রডবার্টাস[২০] প্রুশিয়াতে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে ধৃত হন। সে বছরের প্রুশিয়ার জাতীয় পরিষদের একজন সদস্যরূপে তিনি সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জোর সমর্থন করেন। তিনি অনুভব করেছেন যে, যদিও অষ্টদশ শতক শ্রমিকদের আইনগত স্বাধীনতা দিয়েছিল কিন্তু তার সঙ্গে অর্থনৈতিক পদ্ধতির যে কোনো অর্থের এই স্বাধীনতাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল। যদি সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা অর্জন করতে হয়, তাহলে একটি অপেক্ষাকৃত ভালো উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের আনয়ন করা প্রয়োজন। যাহোক মার্কসের সঙ্গে বৈষম্যমূলকভাবে তিনি অনুভব করেছেন যে, শ্রেণীযুদ্ধের বল প্রয়োগ ছাড়াই এটা সম্পন্ন করা যাবে। রড বার্টাসের সমাজতন্ত্রবাদ ফরাসি এবং জার্মান ধারণা থেকে গৃহীত হয়েছিল। তার ধারণাসমূহ ফরাসি কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী ও জার্মান আদর্শবাদীদের রাষ্ট্রের মূল্যের ওপর তাদের গুরুত্ব সংবলিত মিশ্রিত চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করে।

ল্যাস্‌লি[২১] জার্মান শ্রমিকদের একজন প্রভাবশালী মুখপাত্র ছিলেন। তার বাগ্মীতা, একজন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ও প্রচারবিদ হিসেবে তার কার্যকলাপের ফলে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানিতে প্রথম শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক গণতান্ত্রিক দলের অগ্রদূত এই প্রতিষ্ঠান, বিশ্বজনীন জার্মান শ্রমিক সংঘ হিসেবে অভিহিত হতো। ল্যাসলি বিশ্বাস করতেন যে, শ্রমিকগণের রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের চেয়ে সরকারি হস্তক্ষেপ অর্থনৈতিক জীবনকে পরিচালনা করা উচিত। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, রাষ্ট্র হচ্ছে ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতির ফল যার মধ্যে অসহায় জনগণ প্রকৃতিকে ভয় করত ও অত্যাচার নিবারণার্থে সম্মিলিত হয়েছে। একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্য দিয়েই মানুষ তার অদৃষ্টকে উপলব্ধি করতে পারে এবং উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃতি লাভ করতে পারে। অতএব রাষ্ট্র অবশ্যই সক্রিয়ভাবে মানবতার কল্যাণকে বৃদ্ধি করবে। যাহোক, আবার মার্কসের সঙ্গে বৈষ্যমমূলকভাবে তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে তিনটি পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তার প্রধান রাজনৈতিক দাবি ছিল, বিশ্বজনীন ভোটাধিকার।

যদিও রড বার্টাস ও ল্যাসলি ইউরোপে গণতান্ত্রিক ধরনের সমাজতন্ত্রের পথ সৃষ্টির জন্য অনেক কিছু করেছেন কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করেন, এডওয়ার্ড বার্নস্টইন[২২] সংশোধনবাদী শব্দটি তার প্রতিই যথার্থভাবে প্রয়োগ হয় এবং তিনিই যিনি সামাজিক গণতান্ত্রিক পদমর্যাদার মধ্য থেকে ১৮৬৯ সালে এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে, তাকে অধিক চরমপন্থী নেতৃত্বকে অনুসরণ করার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। মার্কসীয় দর্শনের প্রতি বার্নস্টেইন নিম্নোক্ত আপত্তিগুলো উত্থাপন করেছিলেন।[২৩]

১. মার্কসের বিশ্বাসকে সমর্থন করার এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, পুঁজিবাদের পতন আসন্ন।
২. মার্কসের বর্ণিত শ্রেণীতে বিরোধিতা এমন কোনো তীব্র নয় কারণ সামাজিক অবস্থা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি।
৩. পুঁজিবাদের শোষণ প্রবণতার বিরুদ্ধে একটি সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, যা বল প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থাকে উন্নত করেছে।
৪. একটি দীর্ঘপথে দৌড়ের প্রস্তাবিত সম্ভাবনার চেয়ে সামাজিক সংস্কারের দিকে দৃঢ়গতিতে অগ্রসর হলে একটি স্থায়ী সাফল্যের বৃহত্তর সম্ভাবনা থাকে।

এই অভিমতকে অন্তরে পোষণ করে বার্নস্টেইন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে কালবিলম্ব

না করে প্রার্থিত লক্ষ্য অভিমুখে চালিত করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, শ্রমিকদের জন্য রাজনৈতিক অধিকার লাভ, সমিতিবাদ হওয়ার জন্য শ্রমিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা দান এবং পেশাগত বিপদকে কমানোর জন্য নিরাপত্তার উপায়সমূহ বৃদ্ধি করা। "চরম অবস্থার বিশ্বাসে অসমর্থ হয়ে" তিনি সমাপ্ত করেছেন, "আমি সমাজতন্ত্রের চরম লক্ষ্যে বিশ্বাস করতে পারি না (যা মার্কস বিবেচনা করেছেন)। আমি দৃঢ়ভাবে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ও শ্রমিক শ্রেণীর ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে বিশ্বাস করি যারা এক একটি পদক্ষেপে ব্যবসায়ী ভূম্যাধিকারী শাসকদের প্রভুত্ব থেকে সমাজকে পরিবর্তিত করে একটি সত্যিকারের গণতন্ত্রের দিকে তাদের মুক্তির জন্য কাজ করে যাবে, যার সমস্ত বিভাগগুলো পরিচালিত হবে তাদের স্বার্থের দ্বারা, যারা কাজ করে এবং সৃষ্টি করে।"[২৪]

পাদটীকা :

১. সাধারণভাবে কথিত মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ বা কমিউনিজম। নিম্নে দ্রষ্টব্য, সপ্তম খণ্ড।
২. বেনজামিন ডিজরেলি, *Sybil (1895)* দ্রষ্টব্য
৩. সপ্তদশ পরিচ্ছেদ উর্ধ্বে দ্রষ্টব্য।
৪. ঘটনাক্রমে তাদেরকে বলা হতো যে এটাও তাদের পক্ষে ভালো হয়েছে কারণ এটা অন্তত তাদের পথে বাস করার চেয়ে দূরে রেখেছে।
৫. *Nouveaux Principe's d'Economic Politique (1819)*
৬. *A New View of Society (1812); The Book of the New Moral World (1820).*
৭. *Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth most Conducive to Human Happiness (1824)*
৮. *L' Industrie (1817), Le Nouveau Christianisme(1825)*
৯. বিশেষত *B P. Enfantin* এবং *St.A. Bazard.*
১০. *L' Association domestique agricole on attraction industrielle (1822); Nouveau Monde Industrial et Sociataire (1829)*
১১. *Voyage en Icarie (1839).*
১২. *Looking Backward (1887).*
১৩. *News from Nowhere (1892).*
১৪. *A Traveller from Altruria (1894).*
১৫. *Erewhon (1872); Erehon, Revisited (1901).*
১৬. *New Worlds for Old (1908); A Modern Utopia (1905).*
১৭. *The Great Society (1914).*
১৮. *Organization du Travail (1841)*
১৯. সপ্তম খণ্ড দ্রষ্টব্য।
২০. *Forderungen (1837), Sociale Briefe (1850-51).*
২১. *Das System der Erworbenen Rechte (1861).*
২২. তাঁর *Revolutionory Socialism (1909)* দ্রষ্টব্য।
২৩. ১৮৯৮ সালে স্টুটগার্টে জার্মান সামাজিক গণতান্ত্রিক দলের অধিবেশনে বার্নস্টাইনের লিখিত একটি পত্রে এই আপত্তিগুলো উত্থাপিত হয়েছিল। মার্কসবাদ আলাদাভাবে সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। নিম্নে দ্রষ্টব্য।
২৪. *Evolutionary Socialism* পৃ. ২২-২৩। বার্নস্টাইনের ও সংশোধনবাদের বিশদ আলোচনার জন্য *H. W. Leidler-এর Social-Economic Movements (1948)* পরিচ্ছেদ ২০ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থপঞ্জি :

Brandies, George, *Ferdinand Lassalle* (New York, Richards, 1925).
Buber, Martin, *Paths in Utopia*, trans. by R.F.C. Hull (London, Routledge and Paul, 1949).

Coker, F.W., *Recent Political Thought* (New York, Appleton-Century, 1934).
Cole, G.D.H., *The Life of Robert Owen* (New York, Macmillan, 1930).
Durbin, E.F.M., *The Politics of Democratic Socialism* (London, Labour Book Service, 1946).
Halévy, Elie, *Histoire du socialisme européen* (Paris, Gaillımard, 1948).
Heberle, Rudatf, *Social Movements* (New York, Appleton-Century-Crofts, 1951),
Hertzler, O.J., *History of Utopian Thought* (New York, Macmillan, 1923).
Kautsky, Karl, *Social Democracy versus Communism* (New York, Rand School Press, 1946).
Laidler, H.W., *Social-Economic Movements* (New York, Crowel, 1948)
Lockweed, G.B., *The New Harmony Movement* (New York, Appleton, 1905).
Markham, S.F., *A History of Socialism* (New York, Macmillan, 1930).
Russell, Bertrand, *Freedom versus Organization* (New York, Norton, 1934).
Wagner, D.O., *Social Reformers* (New York, Macmıllan, 1934).

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বৃটিশ সমাজতন্ত্রবাদ

আজকের পৃথিবীতে গ্রেট বৃটেনে অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

বৃটিশের অধিকাংশ জিনিসের মত, বৃটিশ সমাজতন্ত্রবাদও চরম আকার ধারণ করে নি। লন্ডনে অবস্থানকালীনই কার্ল মার্কস তার অধিকাংশ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন, কিন্তু তার ধারণাসমূহ সেখানে কখনও সাফল্য লাভ করে নি। বৃটেনের সমাজতন্ত্রবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নম্র স্বভাবের একজন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য টমাস হিল গ্রিনের কাছে ঋণী। তার বক্তৃতাসমূহের মাধ্যমে এবং তার ছাত্রদের সঙ্গে সংস্পর্শে যারা পরবর্তীকালে গণজীবনে নেতা হয়েছিল, গ্রিন দীর্ঘসূত্রী সমাজতন্ত্রবাদ, সংঘ সমাজতন্ত্রবাদে এবং বৃটিশ শ্রমিকদলের উন্নয়নে অপরিমেয়ভাবে দান করেন।

গ্রিন

রাষ্ট্রীয় দর্শনে ও উদারনৈতিকবাদের উন্নয়নে টি.এইচ.গ্রিনের (১৮৩৬-১৮৮২)[১] একক অবদান পরিদৃষ্ট হয় তার প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার মতবাদে। যা তিনি ধারণা করেছিলেন তা হচ্ছে সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা সম্মিলিত করার উপায়সমূহ এবং এটাই হচ্ছে বর্তমান উদারনৈতিকতাবাদের সারমর্মের অর্থ।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থনীতির পুরনো উদারনৈতিকতাবাদ এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার নেতিবাচক ধারণা গ্রীসের সময়ে দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল। পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রধান মুখপাত্র হার্বার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩), এই মতবাদকে যৌক্তিক সীমাবদ্ধতার অসঙ্গতিতে নিয়ে যান। তাঁর অন্যতম রচনা, সামাজিক স্থিতি বিজ্ঞানে, তিনি এতদূর পর্যন্ত প্রস্তাব করেছিলেন যে, জনশিক্ষা, দরিদ্রদের সাহায্য দান, ফ্যাক্টরি আইন এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থ এবং ডাক পদ্ধতিসমূহ ও ভ্রান্ত।

এই ধরনের নেতিবাদের উত্তরস্বরূপ গ্রিন ব্যক্তি এবং সমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে পুনঃস্থাপন করেন। রুশো এবং কান্টের[২] নেতৃত্ব অনুসরণ করে তিনি প্রদর্শন করতে চাচ্ছিলেন যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব যাকে তিনি "ন্যায়াত্মা" বলে অভিহিত করেছিলেন তা একমাত্র উপলব্ধ হতে পারে রাষ্ট্রের মাধ্যমে, রাষ্ট্র ব্যতিরেকে নয়। গ্রিন তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন যে, একটি রাষ্ট্রের অবিচার যা তার বহু সদস্যকে দরিদ্রতার নিচতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে। এই সদস্যদের সমাজ সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধার অংশীদার হওয়ার ন্যায়ত: অধিকার আছে। যারা তারই একটি অংশ তথাপি তারা শুধু সমাজের পার্থিব বস্তুসমূহেই প্রত্যাখ্যাত হয় নি বরঞ্চ আধ্যাত্মিক বস্তুসমূহেই পার্থিব দরিদ্রতা নৈতিক অধঃপাতের দিকে নিয়ে যায়, অনুরূপ সুবিধাপ্রাপ্ত নাগকিদের "যে-কোনো সামাজিক

কাজ করেন। (অথবা) সাধারণ কল্যাণের ক্ষেত্রে কোনো অবদানে" অযোগ্য করে তোলে।[৩]

অতএব গ্রিন প্রস্তাব করেছেন, স্পেনসারের নেতিবাচক স্বাধীনতা আরো অধিক অর্থপূর্ণ প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার স্থান অধিকার করা উচিত। এটাকেই তিনি "একটা প্রত্যক্ষ শক্তি অথবা কিছু করার যোগ্যতা অথবা ফলপ্রদ কিছু করা বা উপভোগ করার যোগ্যতারূপে" সংজ্ঞায়িত করেছেন। গ্রিন যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, মানুষকে আইনগত সাম্য অথবা স্বাধীনতা প্রদানের ব্যাপারে এটাই যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতাকে "চলিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের যোগ্যতাকে বৃদ্ধি করে প্রকৃত সম্ভাবনার পথ দেখাতে হবে, যাতে মানুষের মধ্যে এই বিশুদ্ধ শক্তি সমাজে উৎপাদিত জিনিসের অংশীদার হয়ে তার পরিবর্ধিত যোগ্যতাকে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগাতে পারে"।[৪]

কারণ এই অভিমত আংশিকভাবে কান্টের আদর্শের অনুরূপ গ্রীন এবং তার অনুসারীদের প্রায়ই ইংরেজ আদর্শবাদী অথবা অক্সফোর্ড আদর্শবাদী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, এটা উল্লেখযোগ্য যে, গ্রিন কখনো জার্মান আদর্শবাদের কর্তৃত্ববাদী উপাদানকে গ্রহণ করেন নি। তিনি মানুষের সামাজিক প্রকৃতির পরিবর্তে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত সরকারের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সমষ্টিগত দায়িত্বের মূল্য ও কল্যাণের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি রাজনৈতিক মতবাদকে নৈতিক মতবাদরূপে দেখেছেন, লিখিত আদেশকে বৃহত্তররূপে রাষ্ট্রকে ব্যক্তি অধিকারের শত্রু হওয়ার চেয়ে ববং অপরিহার্য সংগ্রামী বীররূপে সমর্থন করেছেন। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রকে সমসাদৃশ করা এবং নীতি শাস্ত্র ও রাজনীতির ঐক্য প্রতিষ্ঠার ওপর জোর প্রদান, এ চিন্তাবিদ সম্প্রদায়ের মূলনীতি ছিল।

গ্রিন এই নীতি নিয়ে আরম্ভ করেছেন যে, রাষ্ট্র প্রাকৃতিকভাবে বর্ধিত হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য অপরিহার্যরূপে নৈতিক। ব্যক্তির অধিকারসমূহ চুক্তির দর কষাকষির ফল নয় এবং সাধারণ নৈতিক ইচ্ছা আইনের মধ্যে স্বচ্ছাকৃতি লাভ করে বর্ধিত হয়।

মানুষের মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্যের একটি সচেতন উপলব্ধি সার্বভৌমত্ব সৃষ্টি করে। যে শক্তি অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানে বলপ্রয়োগ করে এবং স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। অতএব যে পর্যন্ত রাষ্ট্র সরলভাবে সাধারণ্যে গৃহীত নৈতিক ধারণাসমূহের বিরুদ্ধে কাজ না করছে, ব্যক্তিসাধারণের আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিত কারণ এটা তাদের স্বার্থই বৃদ্ধি করছে। যাহোক, গ্রিন এ মতবাদকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের চরম আদর্শবাদে ঠেলে দেন নি। তিনি আইনগত অধিকার ও নৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন এবং উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আইন সর্বদাই নৈতিক আদর্শকে অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে। তিনি স্বাধীনতার অসুবিধাসমূহ দূরীকরণার্থে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিকে সীমাবদ্ধ করার নীতি পছন্দ করতেন। তিনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘসমূহের স্বীকৃতি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তিনি একটি বিশ্ব যুক্ত রাষ্ট্রের আদর্শকে স্বাগতম জানিয়েছেন, যার মধ্যে পৃথক রাষ্ট্রগুলোর অধিকারসমূহ সুস্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে। যুদ্ধকে তিনি অসম্পূর্ণ রাষ্ট্র পদ্ধতির অনাকাঙ্ক্ষিত দোষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

দীর্ঘসূত্রী সমাজতন্ত্রবাদ

দীর্ঘসূত্রী সমাজ ইংল্যান্ডে ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ও সামাজিক উদার নৈতিকতাবাদ আরো অধিক সম্প্রসারণের প্রতিনিধিত্ব করে। গ্রিনের মতো দীর্ঘসূত্রিগণ শিল্প সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষের সঙ্গে মানুষের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতিকল্পে

প্রস্তাব করেছিলেন; কিন্তু তা করতে চেয়েছিলেন জেনারেল ফেবিয়াসের[৫] পদ্ধতিতে ধীরগতিতে কিন্তু কতগুলো ধাপে ধাপে।

এর প্রথম বছরগুলোতে দীর্ঘসূত্রী সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ক্ষুদ্র উদ্যমশীল একটি বুদ্ধিজীবী দল। এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন জর্জ বার্নার্ডশ, এইচ.জি. ওয়েলস্, সিডনি ওয়েব, গ্রাহাম ওয়ালাস এবং রামজে মেকডোনাল্ড। তারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন সমষ্টিবাদী সংশোধন দ্বারা, যা জন স্টুয়ার্ট মিল তার প্রথম দিকের উপযোগিতাবাদী দর্শনে তৈরি করেছিলেন ও মার্কসবাদের কতগুলো দিক দিয়ে (উন্নতি এবং দরিদ্রতার) আমেরিকান লেখক হেনরি জর্জ্জ দ্বারা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদের মতবাদসমূহ, তাদের প্রচার পুস্তিকাসমূহ[৬], নাটক, উপন্যাস এবং অন্যান্য কার্যকরী উপায়ের মাধ্যমে[৭] বিস্তার করা।

তারা একমত হয়েছিলেন যে, "প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি অনেকের দুঃখ-দুর্দশার মূল্যে, কয়েকজনের সুখ ও আরাম-আয়েশের নিশ্চয়তা দান করে; অতএব সমাজকে এমনভাবে পুর্নগঠন করতে হবে, যাতে সাধারণ কল্যাণ এবং সুখ অর্জন করা যায়"।[৮] এই উদ্দেশ্যে তারা নিম্নোক্ত নীতিসমূহ প্রস্তাব করে, যা ১৮৮৭ সালে 'দীর্ঘসূত্রী সমাজের ভিত্তিরূপে (The basis for the Fabian Society)[৯] প্রকাশিত। দীর্ঘসূত্রী সমাজ সমাজতন্ত্রিগণ দ্বারা গঠিত।

অতএব এর লক্ষ্য হচ্ছে, শ্রেণী এবং ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে ভূমি এবং শিল্প সংক্রান্ত মূলধনকে মুক্ত করে সমাজের মূলধনকে পুনর্গঠন করা এবং এগুলোকে সাধারণ সুবিধার্থে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রদান করা। একমাত্র এই পদ্ধতিতেই দেশের প্রাকৃতিক অর্জিত সুযোগ-সুবিধাগুলোতে সমস্ত জনগণ সমানভাবে অংশীদার হতে পারবে।

তদনুযায়ী এই ভূমির ব্যক্তিগত সম্পত্তি দূরীকরণার্থে এবং এর ফলস্বরূপ খাজনার অবসরে যে ব্যক্তিগত আত্মসাৎ, ভূমি ব্যবহারের জন্য এবং উচ্চমানের জমি ও স্থানসমূহের সুযোগ-সুবিধার জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তার বিলোপ সাধনের জন্য কাজ করে যাবে।

অধিকন্তু এই সমাজ সম্প্রদায়ের কাছে ঐ ধরনের শিল্প সংক্রান্ত মূলধনের শাসনব্যবস্থা হস্তান্তরের জন্য কাজ করে, যা সুবিধাজনক ও সামাজিকভাবে পরিচালিত হতে পারে। কারণ অতীতে উৎপাদনের উপায়সমূহের একচেটিয়ার দরুন শিল্প সংক্রান্ত আবিষ্কারসমূহ এবং মূলধনে রূপান্তরিত উদ্বৃত আয়সমূহ প্রধানত সম্পত্তি সম্পন্নদের ওপরই নির্ভরশীল।

বিনা ক্ষতিপূরণ দানে যদি এইসব ব্যবস্থাগুলোকে কার্যকরী করা যায়, (যদিও অধিকার বিলুপ্ত ব্যক্তিগণকে এরূপ সাহায্য ছাড়া নয়, যা সম্প্রদায় উপযুক্ত বলে মনে করবে। খাজনা এবং সুদ শ্রমের পুরস্কারের সঙ্গে যুক্ত হবে, অলস শ্রেণী যারা এখন অন্যের পরিশ্রমের ওপর জীবন ধারণ করছে তারা অপরিহার্যভাবে অর্ন্তর্হিত হয়ে যাবে, যা বর্তমান পদ্ধতির অনিবার্য ফলস্বরূপ যা ঘটেছে তার চেয়ে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে স্বল্প হস্তক্ষেপ ছাড়াই, অর্থনৈতিক শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত কার্য দ্বারা বাস্তব সমান সুযোগ-সুবিধা রক্ষিত হবে।

এর উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্তে, দীর্ঘসূত্রী সমাজ, সমাজতান্ত্রিক অভিমতসমূহ প্রসারের দিকেও এর ফলস্বরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে আছে। এটা চাচ্ছে, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের মধ্যে জ্ঞানের ও সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা এসব লক্ষ্যকে অর্জন করতে।

পার্লামেন্টের সম্মুখে স্থগিত আইন প্রণয়নের বিশ্লেষণ ও সমাজতন্ত্রের ব্যাপক অধ্যয়ন দ্বারা এইসব নীতি সময়ে সময়ে বর্ধিত হয়েছে। শেষোক্তটি সম্ভবত সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক

হয়েছে জর্জ বার্নার্ডশ'র The Fabian Society : Its Early History (দীর্ঘসূত্রী সমাজের আদি ইতিহাস[১০])। ১৮৯৩ সালে এই সমাজ স্বাধীন শ্রমিক দল গঠনের জন্য শ্রমিক সংঘের আন্দোলনের উপাদানের সঙ্গে যোগ দেয়। তখন থেকে তারা শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় রয়েছে এবং আজ পর্যন্তও অধ্যয়ন এবং গবেষণার মাধ্যমে এই বিশ্বাসকে উন্নীত করেছে যে, সমাজতন্ত্র হচ্ছে কেবল "গণতান্ত্রিক আদর্শের অর্থনৈতিক দিক"।

সংঘ সমাজতন্ত্রবাদিগণ

দীর্ঘসূত্রী (ফেবিয়ান) আন্দোলনের প্রশাখা হিসেবে ইংল্যান্ডে সংঘ সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি ঘটে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বছরগুলোতে। এর সদস্যগণ দীর্ঘসূত্রীদের ভিত্তি, ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হন। তারা একথা বিশ্বাস করে ফরাসি শিল্প শ্রমিক সংঘবাদীদের মতো একই ভয়ে বিচলিত হন যে অতিরিক্ত মাত্রার সব সরকারই খারাপ, তা সমাজতন্ত্রীই হোক আর যা হোক। তারা যে ধরনের সমাজতন্ত্রের প্রস্তাব করেন এ ধারণার চাবিকাঠি হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণ ও বিভক্তি দায়িত্ব।

বাস্তবরূপে তারা প্রস্তাব করেন এবং যে প্রস্তাব চালিয়ে যান তা হচ্ছে রাষ্ট্র পণ্যদ্রব্যভোগীদের প্রতিনিধিত্ব করে, উৎপন্ন দ্রব্যগুলোর উপায়সমূহের মালিকানা করে কিন্ত সংঘগুলো শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং উৎপাদনের উপায়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর সঙ্গে এরা অতিরিক্ত প্রস্তাব করে যে, প্রত্যেক গির্জা, শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অথবা কার্যকরী জনসমষ্টির তাদের নিজস্ব ব্যাপারগুলোতে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে রাষ্ট্র একমাত্র শেষ অবলম্বন হিসেবে হস্তক্ষেপ করবে, অন্যান্য প্রাকৃতিক সমষ্টির মতো নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে সর্বশেষ কর্তৃপক্ষ হিসেবে কোনো সংস্থার মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান করার জন্য, যা সমস্ত প্রয়োজনীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

সংঘ সমাজতন্ত্রীবাদিগণ বিশ্বাস করেন যে, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিল্পসমূহ পরিণামে আমলাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জন্ম দেয়, কারণ আংশিকভাবে আত্মস্বার্থবাদী নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা এবং আংশিকভাবে আমলাতান্ত্রিক শাসক শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করে। অতএব তারা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি গঠন করা পছন্দ করে, যাতে রাষ্ট্রে জনগণের আচার-আচরণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং শিল্পকলা ও উচ্চ শিক্ষার উন্নতি বিধানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, অন্য বিষয়সমূহ সহযোগী পেশাগত জনসমষ্টির হাতে স্বায়ত্তশাসিত থাকবে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ বেতন ও মূল্য নির্ধারণ করবে, তারা সকল শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তারা জাতীয় আইনের তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং রাষ্ট্রকে তার কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। এভাবে তাতে দুটি গণতন্ত্রের সৃষ্টি হবে—একটি অর্থনৈতিক অপরটি, রাষ্ট্রনৈতিক।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সংঘ সমষ্টিবাদ, বর্তমান যুগের বৃহৎ যান্ত্রিক শিল্প কারখানাসমূহ এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া প্রতিনিধিত্ব করে। এটা মধ্যযুগের দিকে পিছনে ফিরে তাকাবে, তার ক্ষুদ্র বিকেন্দ্রীকৃত হস্তশিল্পের দিকে, যা শ্রমিকদের ব্যক্তিত্বকে বৃদ্ধি করতো এবং কারিগরি শিল্পের গৌরবকে সম্ভাব্য করে তুলতো।

সম্ভবত এই কারণে সংঘ সমাজতন্ত্রবাদ বৃটেনে খুব কমই অগ্রগতি লাভ করে এবং এর সমালোচকগণ একে কিছুটা বিদ্যালয় সংক্রান্ত বলে বিবেচনা করেছেন। যে বিশ্ব গণউৎপাদনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করছে, বৃটেনের সমস্যায় এর আবেদন, দীর্ঘসূত্রী বা ফেবিয়ান সমাজের চেয়ে স্বল্পই বাস্তববাদী মনে হয়। যে-কোনো অবস্থাতেই হোক, শ্রমিক

দল যেসব নীতি অনুসরণ করছে তা হচ্ছে প্রধানত দীর্ঘসূত্রী (ফেবিয়ান) নীতিসমূহই; সংঘ সমাজতন্ত্রীবাদীদের নীতিসমূহ নয়।

বৃটিশ শ্রমিক দল

শ্রমিকদল সরকারিভাব ১৯০৬ সালে গঠিত হয়। এটা সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের বিশৃঙ্খলতার মধ্যে জন্ম নেয় এবং এর প্রধান দলগুলো হচ্ছে বৃটিশ শ্রমিক সংঘ মহাসভা, স্বাধীন শ্রমিক দল, দীর্ঘসূত্রী সমাজ এবং সামাজিক গণতান্ত্রিক সংযুক্ত দল। পরবর্তী অর্ধশতকে এটা সামান্য কয়েকজন সদস্যের একটি দল থেকে বৃটেনের দুটি বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক দল হিসেবে এর প্রারম্ভ থেকেই এটা শ্রেণীযুদ্ধ ও মজদুর শ্রেণীর একনায়কত্বের চেয়ে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের অনুরাগী হয়েছে। শ্রমিক দলের উচ্চপদস্থ শ্রেণীর শ্রমিকদের গুণের প্রতি সর্বদাই একটি উচ্চ সম্মানবোধ ছিল। এটা কখনও লেনিনের বিশ্বাসের অংশীদার হয় নি যে, এই বিরাট জনসমষ্টি একটি ক্ষুদ্র এবং দৃঢ়বদ্ধ পেশাগত বিপ্লবী দল দ্বারা মুক্তির পথে চালিত হতে পারে।

শ্রমিক দলের আরেকটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এর ধর্মীয় মানবতাবাদ। এ দলের নেতা ক্লিমেন্ট এটলি ১৯০৫ সংস্পর্শে এসে সমাজতন্ত্রবাদে দীক্ষিত হন। পরবর্তীকালে তিনি বিবৃতি দিয়েছেন যে, লাইম হাউস জেলার অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে, যেখানে তিনি একজন সমাজকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন, এসব কিছুই মানুষের মর্যাদার প্রতি তার খ্রিষ্টান বিশ্বাস বোধকে জাগ্রত করে এবং তাকে সমাজতান্ত্রিক কারণেই এ দলভুক্ত হওয়ার দিকে চালিত করে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শ্রমিক দল পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদের মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করার জন্য গর্ববোধ করে। তারা জাতীয় কল্যাণের জীবন রক্ষক বিবেচনা করে শিল্পগুলোকে জাতীয়করণ করেছেন; কিন্তু অন্যান্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মুক্ত উদ্যমশীলতাকে বিদূরিত করেন নি। করের হার খুব উচ্চ ছিল এবং তা সচ্ছল অবস্থার লোকদের ওপরেই অধিকভাবে পড়েছিল; কিন্তু তারা নির্দেশ করেছিলেন যে, জাতীয়করণকৃত সম্পত্তির জন্যই ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বৃহৎ সম্পত্তির মালিকদের বিরুদ্ধে কোনো অতিরিক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা শোধনের কোনো ব্যবস্থা নেই।

শ্রমিক দল তার পরিকল্পনাকে সম্মতিসূচক বিপ্লব মনে করে এবং ইঙ্গিত করে যে, এটাই হচ্ছে আজকের সমস্যার গণতান্ত্রিক উত্তর। এই পরিকল্পনার[১১] তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এগুলো হচ্ছে মূল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জাতীয়করণ, আয়ের পুর্ণবণ্টন, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। জাতীয়করণের উদ্দেশ্য দ্বিমুখী এটা অপরিহার্যরূপে বিবেচনা করা হয়েছে যে, মূল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাষ্ট্রের মালিকানা থাকবে, যাতে সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল[১২] থাকে। এটাও অনুভূত হয়েছে যে, জাতীয়করণ ও "এক একটি পদক্ষেপে স্থান পরিবর্তন করে, সেই উৎস যা থেকে প্রধান অনুপার্জিত আয়সমূহের উৎপত্তি হয়েছে।"[১৩] বৃহত্তর সামাজিক সাম্যের দিকে চালিত করে বলে আয়ের পুর্ণবণ্টনকে ন্যায্য বলে সমর্থন করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, একদিকে ক্রমে ক্রমে ভারি আয়কর চাপানো এবং অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য উচ্চ মজুরি ও সামাজিক উপকারসমূহের সুবিধা প্রদান। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য এটাই হচ্ছে ব্যবসা ইত্যাদিতে উদ্যমহীনতা ও জাতীয় সম্পদে ফলপ্রসূ ব্যবহারের প্রতি শ্রমিক দলের উত্তর। তাদের

অর্থনীতি থেকে বিশেষত: আকস্মিক মূল্য বৃদ্ধি ও মস্তক থেকে কেশ পর্যন্ত গ্রহণ করার জন্য তারা নিজেরা গর্বিত হয়।

ক্যার হার্ডির[১৪] সঙ্গে বৃটিশ শ্রমিক দলের সভ্যগণও এ রূপ বিশ্বাস করেন যে, পুঁজিবাদী উদারনৈতিকতাবাদ এখন অবশ্যই সামাজিক ধরনের উদারনৈতিকতাবাদের পথ দেবে, যার মধ্যে শ্রমিকগণ তাদের কাজের অনুপাত অনুযায়ী পুরস্কৃত হবে[১৫] এবং তারা ইঙ্গিত করে যে, পুঁজিবাদের বিরোধিতা পতনের পথে', সাম্যবাদের বিরোধিতা পতনের পথে, "সাম্যবাদের বিরোধিতা মানবীয় মূল্যবোধের প্রতি এর কোনো উপলব্ধি নেই"। অতএব জ্ঞানীদের নির্বাচিত পথ হচ্ছে "শ্রমিকদের মুক্ত সামাজিক গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস বোধ"।[১৬]

উদারনৈতিকতাবাদের ভবিষ্যৎ

রুশোর প্রায় দুইশ' বৎসর পরেও উদারনৈতিকতাবাদ এখনও তার পূর্ণ অর্থের অনুসন্ধান করছে। এটা সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে মানুষের কামনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভয়কে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে কতগুলো উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ পদক্ষেপ নিয়েছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উনিশ শতকের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিংশ শতকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনের বিরাট অসাম্যসমূহ রাজনৈতিক সাম্যের অর্থকে আজও বঞ্চিত করতে পারে নি।

সবচেয়ে সরলভাবে, এটা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আমাদের বর্তমান ধরনের উদারনৈতিকতাবাদকে নিম্নোক্তভাবে সংক্ষিপ্ত করা যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বংশানুক্রমিক ভূম্যাধিকারী অভিজাতবর্গ দেখলো যে, উদ্যমশীল ব্যবসায়ী শ্রেণীর উত্থানে তারা পতনোন্মুখ হয়ে পড়েছে, যারা জনগণকে বুঝিয়েছিল যে, গুটিকয় শাসকের সঙ্গে জনসাধারণের কোনো সাধারণ স্বার্থ নেই। তারা এমন একটি স্বার্থ সম্প্রদায়ের প্রতিজ্ঞা করলো, যা সকলের অবস্থাকে উন্নীত করবে। রাজনৈতিক ও শিল্প সংক্রান্ত আসন্ন বিপ্লবসমূহকে একটি নতুন ধরনের নিয়ন্ত্রণ অনুসরণ করলো যাতে ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বাথ শ্রমিক শ্রেণীর সম স্বার্থীয় না হয়ে বরঞ্চ বিরোধী বলে প্রতিপন্ন হলো। অর্থনৈতিক উন্নতির একটি অদ্বিতীয় যুগ সচেতন দরিদ্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার দাবি তুলে একটি আন্দোলনের উদ্ভব হলো, যা ইতিপূর্বে অর্জিত হয় নি। শ্রমিকদের অথবা মার্কস অভিহিত মজদুরদের অবস্থার মধ্যে এটা কেন্দ্রীভূত হলো। কার্যত; তা শ্রমিক সংঘবাদে রূপ নিল, এর ধারণাসমূহকে সরবরাহ করলো একটি বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব যেসব দেশে সাংবিধানীক সরকার প্রতিষিষ্ঠত হয় নি, এই আন্দোলনের পরিণতি ঘটলো কমিউনিজম সাম্যবাদের (অথবা কমিউনিজমের প্রতিক্রিয়ারূপে ফ্যাসিবাদে) এবং একটি সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীনে তা চালু হলো। বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিসমূহ গণতান্ত্রিক উপায়সমূহের মাধ্যমে পূর্বতম শাসক শ্রেণীকে পরিবর্তন করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন করতে চাচ্ছিল। এর ফলস্বরূপ যুক্ত রাষ্ট্র (New deal) 'নতুন আচরণ' বা সুন্দর আচরণের (Fair deal) সৃষ্টি হলো, বৃটেনে নম্র ধরনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করলো।

আপাত দৃষ্টিতে, সরকারের নিয়ন্ত্রণ অবশেষে পরবর্তী এই সব দেশে বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে চলে গেল, যা প্রথমবারের জন্য রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যুগোপযোগই হয়েছিল। যাহোক, সন্দেহ রয়ে গেল যে, এই নতুন ধরনের

উদারনৈতিকতাবাদ অবশেষে অন্য একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণকারীদের দ্বারা চালিত হবে কিনা, যা পূর্বের চেয়েও অধিক শক্তিশালী হবে; কারণ এর হাতে যাবতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করণে সন্দেহ রয়ে গেল যে, যারা নিয়ন্ত্রণকারী তারা তাদের সিদ্ধান্ত দ্বারা কি একটি স্বয়ংক্রিয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে অথবা তারা তাদের নিজেদের (আমলাতান্ত্রিক) স্বার্থকে বাস্তবিক পক্ষে ফলপ্রদ জনপ্রিয় নিয়ন্ত্রণকে বাতিল করে জনস্বার্থরূপে চালিয়ে দেবে।

এটাও একটা প্রশ্ন যে, এই সন্দেহসমূহ যথার্থ ভিত্তিশীল কিনা, যা অনেক চিন্তা ও আলোচনাসাপেক্ষ। বিগত শতকের নীতিসমূহে এখন প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি, যা সামাজিক দায়িত্বের ওপর গুরুত্ব প্রদান করতেই থাকবে। আমাদের জন্য সমস্যা হচ্ছে কিভাবে যান্ত্রিক সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে বাস করা যায়? যে যন্ত্র আমরা সৃষ্টি করেছি সে যন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ না হারিয়ে সামাজিক দায়িত্ব দ্বারা তাকে কিভাবে প্রয়োজনীয় করে তোলা যায়?

পাদটীকা :

১. বিশেষত তাঁর *Principles of Political Obligation (1879-1880)*-এ প্রকাশিত বক্তৃতামালা।
২. গ্রিন, জন স্টুয়ার্ট মিলের পরবর্তী অভিমতসমূহ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। মিল পরবর্তী জীবনে উপযোগিতাবাদের অনেক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে বাতিল করেন এবং স্বল্প অহংবোধ ও অধিকতর সামাজিক বিষয়ের প্রতি প্রস্তাব করেন।
৩. *Principles of Political Obligation, Section 155.*
৪. *G.H. Sabine, A History of Political Theory, rev.ed (1950),* পৃ. ৭২৯
৫. জেনারেল ফেবিয়ান একজন রোমান সেনাপতি ছিলেন, যিনি তাঁর দীর্ঘসূত্রী কৌশল দ্বারা হানিবলকে পরাজিত করেন।
৬. *Fabian Tracts* (সংখ্যা ১-১৭৪), ১৮৮৪ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ফেবিয়ান সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।
৭. তারা শাসকশ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। জনপ্রচারণাকে তারা অন্যের জন্য রেখেছিলেন।
৮. *E.R. Pease, The History of Fabian Society (1916),* পৃ. ৩২। বিশ পঁচিশ বছর যাবৎ ফেবিয়ান সমাজের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছিলেন।
৯. উল্লিখিত পৃষ্ঠা ২৬৯। এই বিবৃতি ফেবিয়ান সমাজের অনেক অঞ্চলে পাওয়া যায়।
১০. *Fabian Society Tract, No 41 (1909),* বার্নার্ড শ' সম্পাদনা করেছিলেন।
১১. সরকারি নীতির বর্তমান বিবৃতির জন্য *Labour and the New Society (1950)* দ্রষ্টব্য।
১২. *John Stratahy, The Just Society (1951),* পৃ.৬।
১৩. উল্লিখিত
১৪ হার্ডি, পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রথম সমাজতন্ত্রবাদী।
১৫. স্ট্রাচি, পূর্বোদ্ধৃত পৃ. ৪।
১৬. *New York Times Magazine* অক্টোবর ১৯, ১৯৫২ সালে প্রকাশিত ক্লিমেন্ট এটলির বক্তৃতার উদ্ধৃতি থেকে।

গ্রন্থপঞ্জি :

Attlee, Clement R., *The Labour Party in Perspective––and Twelve Years Later* (London, Gollancz, 1949).

Brady, R.A., *Crisis in Britain : Plans and Achievement of the Labour Government* (Berkeley, Univ. of California Press, 1950).

Chin, Y.L., *The Political Theory of Thomas Hill Green* (New York, Gray, 1920)
Coker, F.W., *Recent Political Thought* (New York, Appleton-Century, 1934).
Cole, G.D.H., *A History of the Labour Party from 1914* (London, Routledge and Paul, 1948).
Cripps, Stafford, *Towards Christian Democracy* (New York, G. Allen, 1946).
Hallwell, J.H., *Main Currents in Modern Political Thought* (New York, Holt, 1950), pp. 463-476.
Hutchinson, Keith, *The Decline and Fall of British Capitalism* (New York, Scribner, 1950).
Laidled, H.W., *Social-Economic Movements* (New York, Crewell, 1948).
Lewis, W.A., *The Principles of Economic Planning : A Study for the Fabian Society* (London, Dobson, 1949).
Pease, E.R., *A History of Fabian Society* (New York, Dutton 1916).
Sabine, G.H., *A History of Political Theory*, rev.ed (New York, Holt, 1950).
Strachey, John, *The Just Society* (London, The Labour Party, 1951).
Tawney, R.H., *The British Labor Movement* (New Haven, Yale Univ. Press, 1925).
Watking, Frederick, *The Political Tradition of the West* (Cambridge, Harvard Univ. Press, 1948).

ষষ্ঠ খণ্ড

ফ্যাসিবাদের উদ্ভব

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

জার্মান আদর্শবাদ

আদর্শবাদী চিন্তাধারার প্রকৃতি

রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ফ্যাসিবাদের সূচনা পরিলক্ষিত হয়, যা ফরাসি বিপ্লবকে অনুসরণ করেছিল। জর্জ উইলহেল্‌ম হেগেল দ্বারা উৎকর্ষপ্রাপ্ত জার্মান আদর্শবাদ[১] এই প্রতিক্রিয়ার একটি দিক হিসেবে পরিচিত। হেগেলকে এক সময় ফ্যাসিবাদের জনক বলা হতো।[২]

আদর্শবাদ হচ্ছে গ্রীক দর্শন এবং রুশোর সংশয়াচ্ছন্ন অথচ উর্বর ধারণসমূহের প্রশাখা। এটা হিউমের জ্ঞানের মতবাদেরও প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। গ্রীক রাষ্ট্রীয় দর্শন থেকে আদর্শবাদিগণ এ অভিমত গ্রহণ করেন যে, রাষ্ট্রীয় দর্শন অপরিহার্যভাবে একটি নৈতিক পাঠ যা রাষ্ট্রকে একটি প্রাকৃতিক সমাজরূপে বিবেচনা করে এবং যা পদ্ধতিসমূহের অনুসন্ধান করে এবং যা দ্বারা এটা তার নৈতিক লক্ষ্যসমূহে উপনীত হতে চায়। তারা, যেমন প্লেটো ও এরিসটোটল শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষ তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ীই একটি রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের সদস্য, আইন হচ্ছে অকৃত্রিম যুক্তির প্রকাশ এবং সৎজীবন নিহিত রয়েছে সম্প্রদায়ের জীবনে প্রত্যেক মানুষের স্বীয় যথার্থ কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যে।

রুশো থেকে আদর্শবাদিগণ সাধারণ ইচ্ছার ধারণাকে গ্রহণ করে। তারা অবশ্য তাদের নিজেদের ছাড়া[৩] যে-কোনো প্রকার যুক্তিকে অবিশ্বাস করতে শিখেছিলেন। সাধারণ ইচ্ছা, আংশিকভাবে কান্টের দর্শনে স্বআরোপিত কর্তব্যে একটি নৈতিক আদেশসূচক ইচ্ছা হয়ে এমন একটি দর্শনের দিকে চালিত হয়েছে, যা উদারনৈতিকতাবাদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়। কিন্তু হেগেল তা রাষ্ট্রের ইচ্ছায় পরিণত ব্যক্তির সমস্ত ইচ্ছাকে শোষণ করে নিয়েছে। যুক্তির দিকে দিয়ে রুশো শিল্পকলা ও বিজ্ঞানকে নৈতিক অধঃপাতের উৎস হিসেবে বর্ণনা করে সরলতার দিকে প্রত্যাবর্তনের দাবি করেছেন। তিনি মানুষের যোগ্যতাকে তার নৈতিক প্রকৃতির ওপর ভিত্তিশীল, বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নয় বলে মনে করেছেন এবং যুক্তির চেয়ে আবেগের ওপর নির্ভর করেছেন। এই সব অভিমতের ওপর ভিত্তি করে আদর্শবাদিগণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা প্রদত্ত সত্যের চেয়ে উচ্চ ধরনের সত্যকে অন্বেষণ করেছেন। প্রাকৃতিক অবস্থাবলি প্রত্যক্ষণ দ্বারা ও কাল্পনিক চিন্তাধারা আবিষ্কৃত সত্যের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় দর্শন অতীন্দ্রিয় দর্শনের একটি অংশে পরিণত হয়েছে।

হিউমের গুরুত্ব এই ধরনের যুক্তিবাদী সত্যের অস্তিত্বকে পুনঃস্থাপিত করার সংগ্রামের ওপর ভিত্তিশীল। তার ধ্বংসকারী জ্ঞানের মতবাদ আদর্শবাদীদের একটি অঙ্কুশরূপে কাজ করেছে। হিউম তার Treatise of Human nature (মানব প্রকৃতির নিবন্ধ) গ্রন্থে জোর দিয়ে বলেছেন যে, দর্শনের একচ্ছত্র সত্যসমূহ শুধু কতগুলো অভিমত ছাড়া আর কিছু নয়; এই সব ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট জ্ঞানের অস্তিত্ব নেই। মানুষ শুধু তার অভিজ্ঞতা ও উপযোগিতাপূর্ণ আত্মস্বার্থ দ্বারা চালিত হতে পারে। এই ব্যাপারে কান্ট এবং অন্যান্য আদর্শবাদীদের বিস্তৃত উত্তর দেয়া

আমাদের ক্ষমতার বাইরে কিন্তু অপরিহার্যরূপেই তারা একটি উচ্চ ধরনের সত্যের যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, যা সদিচ্ছার মৌলিক, নৈতিক দায়িত্বের ওপর অবস্থিত এবং অভিজ্ঞতার বাইরে। এই সব প্রাথমিক নৈতিক দায়িত্বগুলো সুস্থ ব্যক্তিত্বের ধন্বন্তরীরূপে কার্যকরী হয় এবং মানুষকে একটি কল্যাণের সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ করে।

আদর্শবাদীদের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা : কান্ট ও ফিকটে

এইসব ধারণাগুলো কান্ট, ফিকটে এবং হেগেলের রচনার দ্বাবা চিত্রিত হয়েছে। ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)[৪] রাজনীতিতে কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নি[৫] অথবা তিনি রাজনৈতিক চিন্তাধারায় কোন মৌলিক অবদান ও সৃষ্টি কবেন নি, যদিও দর্শনে তার নতুন প্রথা প্রবর্তন সুপরিচিত ছিল। তাঁর রাজনৈতিক নীতিসমূহ রুশো ও মন্টেস্কু থেকে গৃহীত হয় এবং তার কাজ ছিল এদের ধারণাসমূহকে তার সমালোচনামূলক দর্শনের উপযোগী করে তৈরি করা। রাষ্ট্রনীতি ও প্রশাসনের বাস্তব প্রশ্ন থেকে তিনি মৌলিক ধারণাসমূহের বিশ্লেষণে অধিক আগ্রহী ছিলেন।

কান্ট ধারণা পোষণ করতেন যে, মানুষ প্রকৃতিগত দিক দিয়ে মুক্ত ও সমান এবং নীতিগত দিক দিয়ে রাষ্ট্র একটি চুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, যা দ্বারা প্রত্যেক মানুষের প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ সমগ্র মানুষের জামিনের অধীনে স্থাপন করা হয়েছে। সামাজিক চুক্তিকে ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। সার্বভৌমত্ব জনগণের মধ্যে অবস্থিত যার সাধারণ ইচ্ছা হচ্ছে আইনের উৎস, একটি যথার্থ আইন হচ্ছে, যাতে সমগ জনগণ যুক্তির মাধ্যমে সঙ্গতি প্রদান করে। একটি শাসনতন্ত্র গ্রহণ যে পদ্ধতির প্রতিনিধিত করে যা দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ লাভ ঘটেছে। বাষ্ট্রের কার্যসমূহ হচ্ছে, আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বিচার সম্পর্কিত এবং আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ স্বাধীনতার জন্য অত্যাবশ্যক। জনগণের কর্তব্য নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের দ্বাবা প্রতিনিধিত্ব হতে পারে অথবা রাজা এবং অভিজাত বর্গ দ্বারা। প্রাশিয়ার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কান্ট এ বিশ্বাসের সঙ্গে এ অভিমতকে পুনর্মিলিত করতে চেষ্টা করেন, যা জনসাধারণের সাধারণ ইচ্ছা, সার্বভৌমত্ব এবং এই সার্বভৌমত্ব রাজতান্ত্রিক ধরনের সরকার দ্বারা কার্যকরী হতে পারে। আদর্শ এবং বাস্তবের মধ্যে তার দার্শনিক পার্থক্য তাকে সংশয়ের দিকে চালিত করে। তার আদর্শ রাষ্ট্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তির দ্বারা গঠিত হয়েছিল এবং এর সার্বভৌমত্ব কাল্পনিক আইনরূপে রূপ লাভ করে ও তা সকলের ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত। তার বাস্তব রাষ্ট্র, ঐতিহাসিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত এবং যুক্তি ও শক্তির ওপর ভিত্তিশীল, এর সার্বভৌমত্ব তাদের কাছেই অবস্থিত যাদের যথার্থ ক্ষমতা রয়েছে। বল প্রয়োগ এবং বিশৃংখলতাকে অপছন্দ করে এবং ফ্রান্সের অমিতাচার দ্বারা সতর্ক হয়ে কান্ট বিপ্লবের অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করে এ ধারণা পোষণ করেন যে, শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন অবশ্যই আইনসঙ্গতভাবে হতে হবে এবং তা করবে স্বয়ং সার্বভৌম।

আইন দ্বারা গঠিত জাতীয় রাষ্ট্র সম্পর্কে কান্টের স্বল্পই ধারণা ছিল যা পরবর্তী ফ্যাসিস্টগণ তৈরি করেছিল। তার চিন্তাধারার সর্বোচ্চে ছিল ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা। তিনি নীতি, আইন ও কাল্পনিক নীতিসমূহ আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। এগুলোকে তিনি প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছার মধ্যে এবং নিজের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। সংঘবদ্ধ মানুষের মেলামেশার জীবনের ওপর পারস্পরিক সীমাবদ্ধতা আইন দ্বারা আরোপিত হয়েছে, যা সাধারণ ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে। এভাবে কান্ট কর্তৃত্বকে খাঁটি

স্বাধীনতার সঙ্গে পুনর্মিলিত করার চেষ্টা করেছিলেন। স্বাধীনতা অপরিহার্যরূপে অন্তর্মুখী এবং ব্যক্তিই তার নিজের মধ্যে শেষ পরিণতি। একটি যুক্তিবাদী মানুষের সর্বোচ্চ মূল্যই তার দর্শনের প্রধান ধারণা। অতএব রাষ্ট্র সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, এটা অবশ্যই তার নাগরিকদের সমগ্র জীবনকে নির্ধারিত করার চেষ্টা করবে না।

একই ধারণাকে রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়েছে। কান্টের অভিমত ছিল যে, শক্তির ভারসাম্যের মধ্যে ইউরোপীয় পদ্ধতি কখনও স্থায়ী শান্তির ভিত্তি হতে পারে না এবং রাষ্ট্রসমূহ কখনও তাদের বহির্দেশীয় ব্যবহারের দিক দিয়ে সর্বতোভাবে স্বাধীন হতে পারে না। তিনি রাষ্ট্রসমূহকে একটি সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের অধীন হওয়ার জন্য ওকালতি করেন, যাতে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একটি সাধারণ ইউরোপীয় ইচ্ছার বিচারাধীন থাকবে। তিনি অভিমত পোষণ করতেন যে, এটা বিধাতার ইচ্ছা যে, মানবজাতি অবশেষে একটি বিশ্ব রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে। ইউরোপীয় অরাজকতার প্রতিকার হচ্ছে "জন আইনের ওপর ভিত্তিশীল এবং ক্ষমতার সঙ্গে প্রযুক্ত একটি আন্তর্জাতিক অধিকার পদ্ধতি যাতে সমস্ত রাষ্ট্রই আনুগত্য প্রদর্শন করবে"। কান্ট বিশ্বাস করতেন যে, অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহ যুক্তিবাদী মানুষকে যুদ্ধ দূরীভূত করতে বাধ্য করবে। যে যুগে তিনি জীবিত ছিলেন তা হচ্ছে সাত বছরের যুদ্ধ এবং নেপোলেনীয় যুদ্ধসমূহ; উভয়টির ফলেই জার্মানিকে তীব্রভাবে আক্রান্ত হতে হয় যা তার দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করে।

জোহান ফিকটে (১৭৬২-১৮১৪) কান্টের আদর্শবাদী দর্শনের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। যাহোক, তিনি কান্টের চেয়েও বাস্তব রাজনৈতিক সমস্যাবলিতে অধিক সক্রিয়ভাবে আগ্রহশীল ছিলেন এবং নেপোলেনীয় বিচারাধীনে প্রশিয়ার দুরবস্থা দ্বারা তীব্র জাতীয় চেতনাবোধ জেগে ওঠে, তা দ্বারা তিনি খুবই প্রভাবান্বিত হন। তাঁর প্রথম দিকের রচনাসমূহে[৬] তিনি রুশেরা উদারনৈতিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদসমূহ অনুসরণ করেন, প্রাকৃতিক আইনের ওপর, জনগণের অধিকারসমূহের ওপর এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের ওপর জোর প্রদান করেন। তাঁর পরবর্তী রচনাসমূহে[৭] তিনি জাতীয় রাষ্ট্রের গুরুত্বের ওপর জোর দেন এবং একটি রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে এর কার্যাবলি সম্প্রসারিত করা ন্যায্য বলে সমর্থন করে ভবিষ্যৎ ফ্যাসি মতবাদের দিকে চালিত করেন।

তার প্রথম দিকের রচনাসমূহে ফিকটে কান্টের যুক্তি, যুক্তিবাদী মানুষ সম্পর্কিত ধারণাকে উন্নীত করেন এটি উপলব্ধি করে যে, অন্যের স্বাধীনতার দ্বারা তাদের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ, সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে তাদের ইচ্ছাসমূহকে সাধারণ ইচ্ছারূপে একত্রীভূত করা হয়েছে, যাতে আইন দ্বারা তাদের মুক্ত কার্যকলাপের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তা যেন স্বআরোপিত হয়। যাহোক, ফিকটে এ ধারণা পোষণ করে আদি রাষ্ট্রপূর্ব, প্রাকৃতিক রাষ্ট্রের ধারণাকে বাতিল করেন যে, রাষ্ট্র স্বয়ং মানব জাতির প্রাকৃতিক অবস্থা। সামাজিক চুক্তিকে তিনি তিন পদ্ধতিতে বিভক্ত করেন; সম্পত্তি চুক্তি যা দ্বারা মানুষ পারস্পরিকভাবে অনুভূতির বহির্জগতে, তাদের মুক্ত কার্যের আবিষ্কারসমূহকে সীমাবদ্ধ করতে সম্মত হয়; রক্ষা চুক্তি দ্বারা প্রত্যেককেই পূর্ব চুক্তি রক্ষার্থে যে শক্তির প্রয়োজন তাতে তার অংশ প্রদান করতে সম্মত হয়েছিল; ঐক্য চুক্তি যা দ্বারা সকলেই একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, যার কর্তব্য ছিল পূর্বেকার চুক্তিসমূহকে কার্যকরী করা। ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার *বাইরে নাগরিকদের স্বাধীন কাজে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।*

তাঁর পরবর্তী রচনাসমূহ ফিকটে রাষ্ট্রকে অধিক বিস্তৃত কর্তৃত্বের অনুমতি দিয়েছিলেন এ ধারণা পোষণ করে যে, রাষ্ট্রের মাধ্যম ছাড়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনো অস্তিত্ব নেই এবং এটা

রাষ্ট্রের কর্তব্য প্রত্যেক মানুষকে তা প্রদান করা যথার্থভাবে সে যার মালিক এবং অধিকারে যা আছে তা রক্ষা করা। জার্মানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের উচিত তার জনসংখ্যাকে কতিপয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বণ্টন করা। যেমন উৎপাদনকারী, কৃষক, কারিগর এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী, রাষ্ট্রের উচিত মূল্য নির্ধারণ করা এবং উচিত প্রত্যেক ব্যক্তির জাতীয় সম্পদে তার সমানুপাতিক অংশকে বীমা করা। যতদূর সম্ভব বৈদেশিক বাণিজ্য পরিহার করা উচিত, যখন প্রয়োজন হবে, স্বয়ং সরকার কর্তৃক তা চালিত হবে। তার ধারণা ছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পৃথক জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের অস্তিত্বের একটি স্বাভাবিক কর্তৃত্বের বিষয়, ইংরেজদের মুক্ত বাণিজ্যের ধারণা জার্মানির অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার পক্ষে ধ্বংসকারক বলে তিনি এর তীব্র বিরোধিতা করেন। যুক্তিবাদী রাষ্ট্র একটি একক অর্থনৈতিক সমষ্টি চারদিকে ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা বেষ্টিত হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে এমন সম্পর্ক যুক্ত, যা পরিহার করা যায় না। বিশ্ব বাণিজ্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তিনি যুদ্ধের প্রধান কারণরূপে বিবেচনা করেছেন।

যেমন প্রত্যেকটি মানুষেরই রাষ্ট্রের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান ও চাকরি পাওয়া উচিত, অতএব ফিকটে বিশ্বাস করতেন যে, সভ্যতার অগ্রগতিতেও প্রত্যেক জাতির বিশেষ অবদান রয়েছে। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে ফিফটে প্রাশিয়ার দুর্বলতার কারণসমূহ দেখেছেন অধিবাসীদের রাজনৈতিক চেতনা ও হীনতার মধ্যে। অতএব তিনি তার দেশবাসীর দেশাত্মপ্রেমের কাছে আবেদন[৮] জানিয়েছেন জার্মানির ঐক্যের আদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে এবং শিক্ষা দিয়েছেন তাদের জাতীয় অস্তিত্বের পুনরুদ্ধার হচ্ছে জার্মানির জীবনের উদ্দেশ্য এবং বিশ্বে নেতৃত্বের স্থান গ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্রকে বিস্তৃত নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং উৎকর্ষের পদ্ধতি গ্রহণের জন্য দৃঢ় আবেদন করেন।

যে সমস্যা কান্টকে অসুবিধার মধ্যে ফেলেছিল তা হচ্ছে জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব মতবাদের সঙ্গে শক্তিশালী দায়িত্বহীন রাজার অস্তিত্বকে পুনর্মিলিত করা। ফিফটে এর একটি অস্বাভাবিক সমর্থন করেছেন মৌলিক আইন অথবা শাসনতন্ত্রের বর্ণিত জনগণের সার্বভৌমত্বের বিপদ উপলব্ধি করে যে তা সরকারের কয়েকটি সংঘ দ্বারা উপেক্ষিত হতে পারে, তিনি একটি পরিদর্শক ম্যাজিস্ট্রেট সমিতির (Ephors)[৯] প্রস্তাব করেন, যার একমাত্র কাজ হবে শাসনতন্ত্র পালিত হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করা এবং যখন প্রয়োজন হবে তখন সেই উপায়সমূহের ব্যবস্থা করা, যা দ্বারা জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রকাশ লাভ ঘটতে পারে। সরকারি জোর দখলের ওপর যদি এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থ হয় তা হলে সার্বিকভাবে জনগণের বিপ্লবের অধিকার আছে, যেহেতু তারা সমস্ত ক্ষমতার উৎস এবং একমাত্র বিধাতার কাছেই দায়ী।

হেগেল

জার্মান আদর্শবাদী রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা জর্জ উইলহেলম হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১)[১০] রচনার চরম সীমায় উপনীত হয়। কান্টের স্বাধীনতার মতবাদ এবং তাঁর চিরন্তন শান্তির আদর্শ ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ফরাসি বৈপ্লবিক ধারণাসমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। হেগেল তখনই লিখেন, যে সময়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং জাতীয় রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক নৈতিকতা, অতএব স্বল্পই বিবেচনা লাভ করে এবং ব্যক্তি সদস্যদের চেয়ে উচ্চতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় রাষ্ট্রের ব্যক্তিত অতীন্দ্রিয় দুর্বোধ্যতার চরম সীমায় উন্নীত হয়।

চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের কৃত্রিম উৎপত্তির বৈপ্লবিক মতবাদের বিরুদ্ধে হেগেল অভিমত পোষণ করতেন যে, রাষ্ট্র একটি প্রাকৃতিক জীবদেহ, যা ঐতিহাসিক "বিশ্ব পদ্ধতির"[১১] একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করে। সার্বভৌমত্ব বা সাধারণ ইচ্ছার অংশীদার ও প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ সংবলিত পৃথক পৃথক সমষ্টির সঙ্গে বৈষম্যমূলকভাবে হেগেলের অভিমত ছিল যে, রাষ্ট্র হচ্ছে একটি খাঁটি ব্যক্তি, এর ইচ্ছাই হচ্ছে যথার্থ। যৌক্তিকতার সুস্পষ্ট প্রকাশ এটাই বিশ্বজনীন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সমন্বয় সাধনকারী ব্যক্তির বাস্তবতা রাষ্ট্রের সভ্যরূপে। বিশ্বজনীন ইচ্ছানুযায়ী বাস করার মধ্যেই পরম উৎকর্ষময় জীবন গঠিত হয়। তিনি নৈতিকতার অন্তর্মুখীতা ও আইনের বাহ্যিকতাকে সম্মিলিত করতে চেষ্টা করেন এবং প্রদর্শন করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, সত্যিকারের স্বাধীনতা রয়েছে বাহ্যিক উপলব্ধিতে, যা যুক্তি দ্বারা দাবি করা হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তা লাভ করা যায় আইন দ্বারা, নৈতিকতার রীতিনীতিসমূহ দ্বারা, ন্যায়পরায়ণতা লাভের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে তার দ্বারা। এই পর্যায়ের শ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্র হচ্ছে, সমস্ত সামাজিক কার্যের সুষম সামঞ্জস্যপূর্ণকারী এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

সার্বভৌমত্ব নৈতিক ব্যক্তিরূপে রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত, তাদের শাসনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের জনগণ বা জনসমষ্টির মধ্যে অবস্থিত নয়। যাহোক, হেগেল ধারণা করতেন যে, ব্যক্তির মধ্যে ঐ ব্যক্তিত্বের অবশ্যই প্রকাশ লাভ ঘটবে; রাজা এই ভাবে রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্বের বাহক হন। সুস্পষ্টভাবে রাজা রাষ্ট্রেরই নবরূপ এই দৃঢ় যুক্তি প্রদান তাঁর শিক্ষার ফলে তাঁর রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মতবাদ থেকে মনোযোগ ভিন্নমুখী রাজার সার্বভৌমত্বরূপে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হেগেল রাষ্ট্রকে আদর্শবাদী করেন এবং শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে সুসিদ্ধান্তপূর্ণভাবে গণতন্ত্রের চেয়ে উর্ধ্বতম বলে বিবেচনা করেন।

হেগেল দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র তার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল হওয়া উচিত এবং উত্তম ধরনের শাসনতন্ত্রের জন্য তর্ক করা অথবা সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করা নিরর্থক। তার সরকারের বিশ্লেষণে তিনি তিনটি ক্ষমতাকে আবিষ্কার করেন : আইন প্রচারণা সংক্রান্ত, শাসন সংক্রান্ত যা বিচার বিভাগকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং রাজতান্ত্রিক আইন ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার পার্থক্য, প্রভেদমূলক মূল্যবান নীতির প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজতান্ত্রিক ক্ষমতা সমানভাবে মূল্যবান ঐক্য নীতির প্রতিনিধিত করে। আইন বিভাগ অনেকের প্রতিনিধিত্ব করে; শাসন বিভাগ স্বল্প লোকের, রাজা একজনের। এভাবে, রাজতান্ত্রিক আভিজাত্যিক ও গণতান্ত্রিক উপাদানসমূহ সানন্দে সম্মিলিত করা হয়েছে। হেগেল ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বিরোধিতা করেন এ ধারণা পোষণ করে যে, রাজা এবং প্রশাসন বিভাগ আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করা উচিত যাতে রাষ্ট্রের ইচ্ছার জৈবিক ঐক্য সংরক্ষিত হয়।

এর বাহ্যিক সম্পর্কের দিক দিয়ে হেগেল শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র স্বাধীন এবং একমাত্র স্বাধীন ইচ্ছা ছাড়া কোনো আইনেরই অধীন নয়। তিনি জাতিসমূহের পরিবারে, প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর প্রদান করেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে উক্তি করেন যে, ব্যক্তিসমূহ থেকে লব্ধ নৈতিকতার সাধারণ আইনসমূহ রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায় না। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে চুক্তি হয় তা সাময়িক। চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাষ্ট্র থেকে নির্দিষ্ট স্বার্থসমূহ লাভ করা। পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তিসমূহ উপেক্ষিত হয়। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত নয়; রাষ্ট্রের কার্যকলাপ হচ্ছে, তার জাতীয় অস্তিত্বকে নির্বাহ করা ও সৃষ্টি করা। বাস্তবিকপক্ষে যুদ্ধ হচ্ছে একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের "সত্যিকারের ব্যক্তিত্ব" বর্ধিত হয়। নিরন্তর শান্তি অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি সৃষ্টি

করে; সাফল্যজনক যুদ্ধ অভ্যন্তরীণ অশান্তি নিবারণ করে এবং রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি করে। শক্তির দ্বারা পার্থক্য নিরূপিত, একটি বিশেষ শ্রেণীর নাগরিকগণ যুদ্ধে অনুরাগী হয় এবং রাষ্ট্রের কাজে আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে, যা খুবই বাঞ্ছনীয়।

হেগেল একথা বিশ্বাস করে ফিকটেকে অনুসরণ করেছিলেন যে, প্রত্যেক জাতিরই বিশেষ তেজস্বিতা ও সংস্কৃতি রয়েছে এবং প্রত্যেকেরই বিশ্ব সভ্যতায় বিশেষ অবদান রয়েছে। ইতিহাসের অগ্রগতি এভাবে বিশ্বজনীন তেজস্বিতাকে[১২] উন্মোচিত করে। প্রত্যেক যুগেই কতক লোক বিশ্বের তেজস্বিতার প্রতিনিধিত্ব করে এ যাবৎ যা ব্যক্ত হয়েছে। আদর্শ স্বাধীনতাকে লক্ষ্য হিসেবে প্রত্যক্ষণ করে, যার দিকে রাষ্ট্রীয় জীবন চালিত হয়। হেগেল রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের চারটি স্তর প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রাচ্য দেশীয় যাতে স্বেচ্ছাচারীরা একমাত্র স্বাধীন ছিল; গ্রীক এবং রোমান যাতে কিছুসংখ্যক লোক স্বাধীন ছিল এবং তাঁর দেশের জার্মান যাতে সকল লোকেরাই স্বাধীন ছিল। তাঁর দেশের এবং তাঁর সময়কার প্রতিষ্ঠানসমূহকে তিনি মানুষের উন্নতির উচ্চতম কীর্তি হিসেবে আদর্শস্থানীয় করেছেন।

জার্মান আদর্শবাদিগণ তাদের রাজনৈতিক নীতিসমূহকে প্রত্যক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার চেয়ে বিশুদ্ধ চিন্তার ধারণার ওপর ভিত্তি করেছেন। ফরাসি বিপ্লবের উদারনৈতিক ও বিশ্বজনীন মতবাদ থেকে আরম্ভ করে তারা বিপরীত দিকে, জাতীয় রাষ্ট্রের গৌরবের দিকে এবং জার্মান লোকদের ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের রহস্যময় বিশ্বাসের দিকে অগ্রগতি সাধন করেন। স্বাধীনতা থেকে বরঞ্চ কর্তৃত্বই পুরোভাগে এসেছিল। তাদের ধারণাসমূহ সুস্পষ্ট উদ্দীপনার স্বাক্ষর রেখে গেছে জার্মানদের একত্রীকরণের দাবিতে, ফ্যাসিবাদের উদ্ভবে এবং জার্মান প্রাধান্যের অগ্রগতির ধারণাসমূহে যা পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক লেখকগণ ব্যাখ্যা করেছেন।

পাদটীকা :

১. যদিও জার্মান আদর্শবাদ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রদর্শিত হয়েছে; কিন্তু এটা উল্লেখযোগ্য যে, এ দুটি কোনো অবস্থাতেই সমসূত্রীয় নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জার্মান আদর্শবাদের মধ্যে একটি নৈতিক উপাদান রয়েছে, যা কোনো অবস্থাতেই ফ্যাসি মতবাদের মধ্যে পথ খুঁজে পায় নি।

২. এ দিক দিয়ে আর্নেস্ট কাশিরের প্রদর্শন করেছেন যে, বিপরীত দিকে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হেগেল, মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সমধিক অযৌক্তিক শক্তিকে শৃঙ্খলমুক্ত করেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, "অন্য কোনো দার্শনিক পদ্ধতিই ফ্যাসিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রস্তুতির জন্য এতো অধিক কিছু করে নি।" *The Myth of the State*, পৃ. ২৭৩।

৩. তৎকালীন প্রচলিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শবাদিগণ যুক্তি সম্পর্ক সমালোচনাশীল ছিলেন। তবে এটা তাদেরকে অযৌক্তিকতাবাদ প্রচার করতে চালিত করে নি, যা পরবর্তী ফ্যাসিস্টদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। হেগেল তাঁর দর্শনকে যুক্তির সারবস্তু বলে মনে করতেন, কারণ এটা যৌক্তিক তর্কের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং এটাকে দৃঢ়ভাবে যুক্তিবাদী বলে বিবেচনা করা হতো।

৪. কান্টের রাজনৈতিক ধারণাসমূহ প্রধানত পাওয়া যায় তাঁর *Metaphysical First Principles of the Theory of Law (1796)* অনুবাদ : *W.Hastie; এবং তাঁর Perpetual Peace (1795);* অনুবাদ : *M.C. Smith*. অধিকন্তু দ্রষ্টব্য তাঁর প্রবন্ধাবলি *The Principles of Political Right এবং The Natural Principle of the Political Order.*

৫. হেনরিখ হাইনে কান্টের সম্পর্কে একটি বিখ্যাত চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাতে দেখানো হয়েছে যে, তিনি কোনো কিছুতে খুব সামান্যই অংশগ্রহণ করতেন। "ইমানুয়েল কান্টের জীবন ইতিহাস অঙ্কন করা শক্ত কারণ তাঁর জীবন বা ইতিহাস কোন কিছুই ছিল না। তিনি একটি যান্ত্রিক, নিয়মতান্ত্রিক এবং কল্পনাবাদী অবিবাহিত জীবনযাপন করতেন এবং উত্তর-পূর্ব জার্মানির একটি পুরনো শহর কোনিগসবার্গের একটি নিস্তরঙ্গ ক্ষুদ্র রাস্তার পার্শ্বের একটি বাড়িতে বাস করতেন। আমি বিশ্বাস করি না যে, গির্জার বৃহৎ দেয়াল ঘড়িটিও এতো অবিচলিত ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার দৈনিক জীবন

তালিকা মেনে চলতো যেমনটি তার অধিবাসী ইমানুয়েল কান্ট মেনে চলতেন। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ, কফিপান, লেখা, বক্তৃতা অধ্যয়ন, মধ্যাহ্ন ভোজন, ভ্রমণ, প্রত্যেকটিরই একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল এবং প্রতিবেশীরা জানতেন যে, এখন ঘড়িতে ঠিক সাড়ে তিনটা বাজে যখন ইমানুয়েল কান্ট তাঁর ধূসর রঙের আঁটসাঁট কোট পরে স্পেনিশ ছড়ি হাতে নিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে সিঁড়ি ভেঙে নেমে ক্ষুদ্র লিন্ডেন এভিন্যুর রাস্তায় নেমে আসছেন, যে রাস্তাটিকে তাঁর নামে 'দার্শনিকের পদচারণা' আখ্যায়িত করা হয়েছে। শীত গ্রীষ্ম সবসময়ে তিনি আটবার এ রাস্তাটি ধরে হাঁটতেন এবং যখন যেদিন আবহাওয়া ভারি বা মেঘমেদুর থাকতো, ভারি কুয়াশাপূর্ব মেঘের সঙ্কেত প্রদর্শন করতো শহরবাসিগণ দেখতো তাঁর ভৃত্য বৃদ্ধ ল্যাম্পে উদ্বিগ্নভাবে একটি বৃহৎ ছাতা হাতে করে তাঁর পেছনে চলেছে, যেন ভবিষ্যদ্বাণীর একটি প্রতিমূর্তি।"

Religion and Philosophy of Germany (1891) পৃ. ১০৮।

৬. *A.E. Kroeger* অনূদিত *Beitrage Zur Berichtigung der Urteile des Publikums uber die Franzosische Revolution (1793); Grundlage des Naturrechts (1796).*

৭. *Der Geschlossene Handelsstaat (1800); Die Statesleher (1813).*

৮. তাঁর *Reden an die deutsche Nation (1807-8).*

৯. স্পার্টার পদ্ধতির *Ephor* (রাজকার্যের পরিদর্শক) এবং আলথুসিয়াসের *Ephor* এবং পেনসিলভেনিয়ার ও ভারমাউন্টের প্রথম শাসনতন্ত্রসমূহে পরিদর্শক পরিষদ *(Council of Censors)* লক্ষণীয়। পরবর্তীগুলোতে এ অনুসন্ধানের ভার দেয়া হয়েছিল যে শাসনতন্ত্রগুলো অলংঘনীয়ভাবে সংরক্ষিত কিনা। ১৭৯০ সালে পেনসিলভেনিয়ার পরিদর্শক পরিষদ বিলুপ্ত হয় এবং ভারমাউন্টে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এসব পরিষদ তেরোবার মিলিত হয় এবং দশবার শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাব করে।

১০. তাঁর *Grundlinien der Philosophy des Rechts (1821), S.W. Dyde* অনূদিত।

১১. এ ধারণা প্রথম ব্যক্ত করেন ফ্রেডারিখ শেলিং তাঁর *System of Trancendental Idealism* গ্রন্থে।

১২. *J. Sibree* অনূদিত তাঁর *Philosophie der Geschichte* দ্রষ্টব্য। (এটি ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।)

গ্রন্থপঞ্জি :

Bosanquet, Bernard, *The Philosophical Theory of the State,* 3rd ed. (London, Macmillan, 1920).

Cairns, Huntington, *Legal Philosophy from Plato to Hegel* (Baltimore, Johs Hopkins Press, 1949).

Cassirer, Ernst, *The Myth of the State* (New Haven, Yale Univ. Press, 1946).

Dewey, John, *German Philosophy and Politics* (New York, Holt, 1915).

Engelbrecht, H.C., *Johann Gottlieb Fichte* (New York, Columbia Univ. Press 1933).

Foster, M.B., *The Political Philosophies of Plato and Hegel* (Oxford, Oxford Univ. Press, 1935).

Heine, Heinrich, *Religion and Philosophy in Germany* trans. by John Snodgrass (London, Kegan Paul, 1891), Part III.

Hobhouse, L.T., *The Metaphysical Theory of the State* (London, G. Allen, 1918).

Lindsay, A.D., *Kant* (London, Oxford Univ. Press, 1934).

Lukacs, György, *Der Junge Hegel* (Zurich, Europa, Verlag, 1948).

Marcuse, Herbert., *Reason and Revolution : Hegel and the Rise of Social Theory* (New York, Oxford Univ. Press, 1941).

McGouern, W.M., *Fvm Luther to Hitler* (Boston, Houghton 1941), Part II.

Rosenzweig, F., *Hegel und der State* (Munich, Oldenboug, 1920).

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ভাগনার থেকে চেম্বারলেন

প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিকতা

আরো কয়েক ধরনের প্রতিক্রিয়া ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিক প্রতিক্রিয়ার সহচর ছিল।

ললিতকলা, কাল্পনিকতাবাদ হয়েছিল যুগবিধান। মন্টিক্রিস্টুর কাউন্টের মতো উপন্যাসের চরিত্রগুলোর সাহসিক কার্য, কার্লাইলের রচনাবলি ও ওয়েগনারের রঙ্গালয়সমূহ বীরপূজার বীজ রোপণ করে এবং জনসাধারণের (volk) জন্য অদৃষ্টের বিশ্বাস সৃষ্টি করে, ফ্যাসিবাদের পথ সৃষ্টিতে সহায়তা করছিল।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সহজাত উদারনৈতিক ধারণার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সম্প্রদায়ের ভগ্নদশাব ফলে জাতীয়তাবাদের প্রতি নতুন আগ্রহের সৃষ্টি হলো। মানুষ অধিকতর গর্বের সঙ্গে তাদের সাধারণ জাতীয় উৎসের দিকে ও তাদের নির্দিষ্ট জাতির তেজস্বীতা ও প্রতিভার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। অতএব এর ফলস্বরূপ ইতিহাসের প্রতিও রাজনৈতিক সমস্যাব ঐতিহাসিক প্রবেশপথের দিকে আগ্রহ জেগে উঠলো। ঐতিহাসিক মতবাদিগণ এ ধাবণাকে আক্রমণ করলো যে, রাষ্ট্র একটি সুসিদ্ধান্তপূর্ণ কৃত্রিম সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ইচ্ছার দ্বারা তৈরি করা যেতে পারে। তারা অসচেতন বৃদ্ধির উপাদানের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন এবং রাষ্ট্রকে জনগণের মধ্যে চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেয়ে ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতির ফল হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইংল্যান্ডে বার্ক এবং জার্মানিতে ট্রিটস্কি ও সেভিগনি এ অভিমতকে সমর্থন করেছেন।

যুক্তিবাদ ও বিপ্লবের নাস্তিক মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়া হিসেবে একটি শক্তিশালী ধর্মীয় মতবাদের পুনর্জাগরণ দেখা দেয়। তারা ঘোষণা করে যে, মানবীয় শক্তি কর্তৃপক্ষের বিধানকে কার্যকরী করার মতো যথেষ্ট নয় এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিধাতার নিকট থেকে এসেছে। এটা ধারণা করতো যে, রাষ্ট্র বিধাতার আদেশের ফল, মানবীয় চুক্তির ফল নয়। দ্য মাইস্ত্রি, মার্কুইস দ্য বোনাল্ড এবং লেমেনাইস, সমগ্র ফরাসি ক্যাথলিকগণ এই মর্যাদাকে উন্নীত করেন।

এই মানবীয় যুক্তির প্রতি অবিশ্বাস দর্শনে অযৌক্তিকবাদ নামক একটি চিন্তাবিদ সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিটশে এবং প্যারিটোর দ্বারা চালিত হয়ে এই মতবাদিগণ শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিশ্ব সমস্যার সমাধানে যুক্তির অপর্যাপ্ততা রয়েছে। এবং অযুক্তিবাদিগণ বিশ্বাস করতেন যে, অধিকাংশ মানুষের খুব কমই যুক্তি আছে এবং অপরিহার্যভাবে যুক্তিহীন যে-কোনো ক্ষেত্রে রহস্যের বিরুদ্ধে 'যুক্তিবাদী' পদ্ধতি জয়লাভ করতে পারে না। রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা পার্লামেন্টারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে ও গণতন্ত্রের ধারণাসমূহকে উপহাস করতো এবং ফ্যাসিবাদী বিশ্বাসকে উন্নীত করতো যে, "আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে চিন্তা করি।"

অবশেষে গোবিন্যু ও চেম্বারলেন দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত জাতীয় উৎকৃষ্টতার মতবাদ দ্বারা সাম্যের উদারনৈতিক ধারণার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

ভাগনার এবং কার্লাইল

রিচার্ড-ভাগনার (১৮১৩-১৮৮৩) সম্ভবত খুব ঘনিষ্ঠভাবে অন্য যে-কোনো ব্যক্তি থেকে চূড়ান্ত জার্মান কাল্পনিকতাবাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি তার সঙ্গীত দ্বারা লোকরীতিকে মহৎ নেতা বা বীর পুরুষের বিশ্বাসের সঙ্গে সম্মিলিত করেন।

হার্ডারের ওপর তার রচনাকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি জার্মানির মধ্যযুগীয় মহত্ত্বে প্রত্যাবর্তন দ্বারা জনগণের (volk) গুরুত্বকে কাল্পনিক রূপ প্রদান করেন। তিনি তাঁর রঙ্গালয়সমূহ দ্বারা সঙ্গীত, কবিতা এবং পৌরাণিক কাহিনীগুলোর দ্বারা জার্মানির অতীতকে পুনর্সৃষ্টি করে তার দর্শকবৃন্দকে একটি সাধারণ সর্বানুভূতির দ্বারা একত্র সংযুক্ত করতেন। তিনি তার নায়ককে বিরল নেতারূপে চিত্রায়িত করতেন, যিনি জনগণের জীবনী শক্তিকে ধরে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন এক অর্থে জনগণের আত্মা, যে তাদেরকে বৃহত্তম গৌরবের পথে চালিত করতো। তার মধ্যে জীবনের আসল অর্থ খুঁজে পাওয়া যেত। কখনও পার্থিব না হয়ে, ভায়গনারের নায়কেরা ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ লোকদের ঘৃণা করতো যদিও সাধারণ লোকেরা সম্মিলিতভাবে সুউচ্চ চূড়ায় উঠতে পারতো। উপযোগিতাবাদী নৈতিকতা এবং ধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৌন্দর্যকেও তুচ্ছ হিসেবে অবজ্ঞা করা হতো। একটি মৌলিক আবেগের উত্তাল তরঙ্গ, একটি আদিম শক্তি এই মহত্ত্বের[১] খাঁটি উপাদানসমূহ ছিল।

ইংল্যান্ডের টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১)[২] দ্বারা অনুরূপ ধারণাসমূহ অগ্রগতি লাভ করে, যারা গণতন্ত্রের গড়পড়তা মূল্যের বিরুদ্ধে এবং উপযোগিতাবাদের নিরুৎসাহী মতের বিরুদ্ধে প্রচারণা করেন। ইতিপূর্বে কার্লাইল জার্মান সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, যা তার চিন্তাধারাকে রূপদান করতে সাহায্য করে। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত তিনি একজন বীরের বাণী দ্বারা অভিভূত হন। গণতন্ত্র চাচ্ছিল সে একাকী যা পারে তার থেকে বৃহত্তম কিছু নিজের থেকে বের করতে। তাঁর রচনা (chartism) বা সনদ বাদ এ কার্লাইল একজন নেতাকে আহ্বান করেছেন। যিনি তার সহজাত জ্ঞান দ্বারা সত্যিকারের পথকে জানেন। যে লোকদের তাদের অভিসন্ধির কাছে ছেড়ে দেয়া যায় এরা পাগলদের চেয়ে সামান্যই ভালো। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে তাদের অদৃষ্টের দিকে[৩] ঠেলে দেয়া বা ধরে রাখা প্রয়োজন। "কার্লাইল চিন্তা করেছিলেন, ভালো সরকার অর্থ জ্ঞানী সরকার এবং জ্ঞান অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে পাওয়া যাবে না। মানুষের নাক গণনা করে সত্য এবং জ্ঞান অন্বেষণ হাস্যাস্পদ। তাঁর কাছে দু'কোটি সত্তর লক্ষ ইংল্যান্ডের অধিবাসীদের প্রায় "অধিকাংশই নির্বোধ" ছিল। তাদের কাছে বা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে জটিল সরকারি সমস্যার সমাধান চাওয়া কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, নারীদের সম্পর্কে বিধাতা তাদের নির্বোধ করে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের উপযোগী করার জন্য"।[৪]

প্রুশিয়ান ঐতিহাসিকগণ

জাতীয়তাবাদের ওপর সমধিক গুরুত্ব প্রদান যা ফ্যাসিবাদের উন্নয়নের দীর্ঘ ভূমিকা পালন করেছে, তা প্রাশিয়ান ঐতিহাসিকগণ দ্বারা উত্তমভাবে বর্ণিত হয়, এরা হচ্ছে হেনরিখ ভন ট্রিটস্কি (১৮৩৪-১৮৯৬) এবং ফ্রেডারিক কার্লভন স্যাভিগ্নি (১৭৭৯-১৮৬১)।[৫]

অন্য যে-কোনো ব্যক্তির চেয়ে ট্রিটস্কি[৬] প্রুশিয়ায় যে দেশপ্রেম বিসমার্কের সাফল্যকে ঘিরে ছিল তার জন্য এবং যে যুদ্ধংদেহি ধরনের জাতীয়তাবাদ এ শতকে জার্মানির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল তার জন্য দায়ী। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে জার্মানি তার প্রাকৃতিক সীমারেখাকে পূরণ করা উচিত, তার বিভিন্ন উপাদানকে সংমিশ্রিত করা উচিত এবং তার সংস্কৃতিকে তার চেয়ে নিচু জাতের লোকদের ওপর প্রয়োজন হলে যুদ্ধ দ্বারা সম্প্রসারণ করা উচিত।[৭] ট্রিটস্কির রচনার মূল বক্তব্য হচ্ছে, সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকেই যথার্থ বলে বিবেচনা করে রাষ্ট্র নির্মাণ করা তা জনগণ বা জাতি যার ব্যয়েই হোক না কেন। একমাত্র একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রই সাফল্যের সঙ্গে জার্মানির সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত করে রাখতে পারে এবং জনগণের জন্য স্থায়িত্ব ও ঐক্য আনয়ন করতে পারে।

ট্রিটস্কি দীর্ঘকাল যাবৎ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। যেখানে তার বক্তৃতাসমূহ বহু নামকরা দর্শকমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করে। যারা তার বক্তৃতা শুনতো তাদের মধ্যে তিনি জার্মানির ঐতিহাসিক বিশালতাকে প্রচার করতেন ও তাঁর ভবিষ্যৎ ভাগ্য উন্নত করে দেখাতেন।[৮] ঐতিহাসিক হিসেবে তিনি সত্যের মতো বিষণ্ন জিনিসকে অনুসন্ধান করতেন না। তিনি যা বলতেন বা লিখতেন এসব কিছুরই উদ্দেশ্য ছিল জার্মান ঐক্যের জন্য আক্রমণাত্মক সামরিক নেতৃত্ব। হেগেলের মতো, তিনিও এটাকে উদারনৈতিকতাবাদ ও স্বাধীনতার সত্যিকার লক্ষ্য হিসেবে বলতেন কিন্তু তার কাছে স্বাধীনতা ছিল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, জনগণের স্বাধীনতা নয়।

দেশীয় ব্যাপারে ট্রিটস্কি হোহেন জোলার্ন রাজতন্ত্র এবং প্রাশিয়ান আভিজাত্যিক নেতৃত্বকে সমর্থন করেন। তিনি সেমেটেকবিরোধী অগ্রগতির জন্য ইহুদিদের স্বাধীনতা কমানোর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। সেভিগনির পূর্বেকার রচনার ফলে ট্রিটস্কির রচনায় পথ সহজ হয়।[৯] জার্মান ঐতিহাসিক মতবাদ সৃষ্টিতে তার প্রভাব অপরিসীম।

১৮১৪[১০] সালের দিকে তিনি যে নীতিসমূহ রচনা করেন সেগুলো আইনের প্রকৃতি ও উৎস হিসেবে ঐতিহাসিক মতবাদীদের দ্বারা গৃহীত হয়। তিনি আইনকে জাতীয় মনের সমষ্টি সৃষ্টি হিসেবে জাতীয় জীবন চরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত দেখেছেন। এটা বহু বংশধরদের সৃষ্টি স্বেচ্ছাচারী ইচ্ছার সৃষ্টি নয়। এটা জনগণের পরিবর্তিত, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবস্থার ফলে উদ্ভূত হয়েছে। দার্শনিক মতবাদীদের বিরুদ্ধে যারা আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে সংস্কার করতে চাচ্ছিলেন সেভিগনি ঐতিহ্যের শক্তি, পরিবর্তনের বিপদ এবং ঐতিহাসিক অবস্থা উপলব্ধির জন্য সেসব সযত্নে অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান এবং ইতিহাস আইন প্রণেতাদের জন্য বিশ্বাসযোগ্য আইন সম্বন্ধীয় নীতিসমূহ সৃষ্টি করতে না পারে ততদিন পর্যন্ত সংস্কারের অপেক্ষা করা উচিত। তিনি অস্বীকার করেন যে, আইন জনগণের আদেশে তৈরি হওয়া উচিত এবং যুক্তিবাদকে উচ্ছেদ করা তার লক্ষ্য হওয়া উচিত যা দ্বারা অষ্টাদশ শতকে পৃথক করা হয়েছে। তার আইন প্রণয়নের মতবাদ উপযোগিতাবাদের মত বিরোধী। সেভিগনি সদস্য জনগণের জীবনের চেয়ে রাষ্ট্রের জীবনের উৎকৃষ্টতার ওপর জোর দেন এবং তিনি জার্মানিতে অবিরত স্বেচ্ছাচারী প্রবণতাকে শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি ধারণা করতেন যতদিন পর্যন্ত জনগণ রাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠিত না হয় ততদিন পর্যন্ত তারা কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না, যার মাধ্যমে তারা ব্যক্তি ও সার্বভৌমত্ব লাভ করে। তথাপি সার্বভৌমত্ব কোনো একটি একক বংশধরের মধ্যে অবস্থিত থাকে না। রাষ্ট্র অতীতের বহু বংশ এবং আজ পর্যন্ত জন্ম

লাভ করে নি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটা জৈবিকভাবে জাতীয় জীবন ও ইতিহাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এটা অভ্যন্তরীণ সৃষ্টি শক্তি থেকে উদ্ভূত।

সেভিগনির ঐতিহাসিক আইনের ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমিকার একটি অংশে পরিণত হয়। এটা তার নিজস্ব সংজ্ঞা দ্বারা প্রাকৃতিক আইনের দর্শনের সম্মুখীন হন। এটা স্বীকার করে যে, অধিকারসমূহ প্রকৃতির দ্বারা স্থাপিত হয় কিন্তু এটা প্রকৃতিকে ইতিহাসের সঙ্গে অভিন্ন করে এবং ধারণা করে যে, একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তার ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার স্বচ্ছ রূপ জাতীয়তাবাদের ক্রমোন্নতির দ্বারা উন্মোচন করে; কিন্তু বৈপ্লবিক পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করে। লেখকগণ সকল মানুষের জন্য প্রাকৃতিক অধিকার অনুসন্ধানে অথবা সকল মানুষের উপযোগী আদর্শ প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণে রত থাকেন। তারা প্রত্যেক জাতির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যতাকে অনুসন্ধান করেছেন এবং তারা বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইনগত পদ্ধতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা সামাজিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয় ফল, যার মাধ্যমে জাতীয় প্রতিভা বিকশিত হয়।

ধর্ম ও রাজনীতি

ধর্মবিরোধী প্রবণতার জন্য যে রাষ্ট্রীয় মতবাদ ফরাসি বিপ্লবের নীতিসমূহের বিরোধিতা করেছিল তা ফরাসি ক্যাথলিকদের রচনায় উত্তমভাবে বর্ণিত হয়েছে এরা হচ্ছেন জোসেফ দ্য মৈস্ত্রি (১৭৫৩-১৮২১),[১১] মার্কুইস দ্য বোলান্ড (১৭৫৩-১৮৪০)[১২] এবং রবার্ট দ্য লেমেনেইস' (১৭৮২-১৮৫৪)[১৩]। ফ্যাসিবাদ ঐতিহ্যের সমসূত্রীয় না হলেও এই লেখকগণ উনিশ শতকের রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার অতি আগ্রহী নেতৃবৃন্দ ছিলেন। তাদের মতবাদসমূহ নির্বাসিত অভিজাতবর্গের ও ব্যক্তিগণের অভিমতকে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং গির্জার প্রতি বিপ্লবের বিরুদ্ধে ও নেপোলিয়নের রাজনৈতিক উচ্চাশার দরুন গির্জাকে অধীনস্থ করার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হন। তারা বিপ্লবের মধ্যে দেখেছিলেন অরাজকতার রাজত্ব মানব অধিকারসমূহ রাজার অভিযুক্তি এবং অভিজাতবর্গের নির্বাসন ও গির্জার নির্যাতনের মধ্যে যুক্তির সার্বভৌমত্ব। তাদের লক্ষ্য ছিল, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে গির্জাকে মুক্ত করে রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধার করে পোপতন্ত্রের চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করা। তারা বসুয়েটের মতবাদসমূহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ধারণা পোষণ করতেন যে, সমস্ত ক্ষমতাই বিধাতা থেকে এসেছে। ধর্ম ও রাজনীতিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অরাজকতা দ্বারা ভীত হয়ে তারা ঐশ্বরিক অধিকার ও কর্তৃত্বের মতবাদকে পুনরুদ্ধার করেন, তারা যুক্তির চেয়ে প্রচলিত রীতি ও ধর্মবিশ্বাসের ওপর জোর দেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের মতবাদের চেয়ে রাষ্ট্রের ইচ্ছার মানুষের মনের প্রতিফলন ঘটবে। তারা বোঁরবুঁ রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধারকে বিধাতার পরিকল্পনার প্রত্যাবর্তন হিসেবে দেখেছেন এবং ফরাসি বিপ্লবকে ঈশ্বর থেকে জাতীয় বিমুখিতার দুর্ঘটনা হিসেবে অভিহিত করেন।

দ্য মৈস্ত্রি বিশ্বাস করতেন যে, আইন এবং শাসনতন্ত্র গঠনে মানবীয় যুক্তির প্রয়োগ নিরর্থক। প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়ী ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া উচিত, আইন প্রচলিত রীতি ও ঐতিহ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত। কৃত্রিম পরিকল্পনাসমূহ কখনো আশানুরূপ কার্যকরী করা যায় না। একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র একটি জাতিকে মুক্তি দিতে পারে না এবং একটি মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র ও মানুষকে স্বাধীনতা দিতে পারে না। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বজনীন নীতিসমূহের ওপর প্রচলিত বিশ্বাসের মতো আমেরিকান ও ফরাসি বিপ্লবের দলিলসমূহ এবং এ যুগের লিখিত শাসনতন্ত্রসমূহ তার

অশ্রদ্ধা অর্জন করে। দ্য মৈস্ত্রি মনটেস্কুর মতো বিশ্বাস করতেন যে, বিচিত্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের আইনসমূহ বেড়ে উঠবে এবং তার অভিমতসমূহকে সমর্থন করার জন্য তিনি তার ব্যাপক ইতিহাসের জ্ঞান থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

একই সঙ্গে দ্য মৈস্ত্রির রাষ্ট্রীয় দর্শন অপরিহার্যরূপে মধ্যযুগীয় ও ধর্মতাত্ত্বিক ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাজতন্ত্র গির্জা, রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য এবং পোপ ও রাজার সার্বভৌমত্বের ধারণাকে অভ্রান্ত বলে সমর্থন করতেন। কারণ তা বিশ্বকে শাসন করার জন্য ঐশ্বরিক পরিকল্পনার দুটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করতো। কর্তৃত্ব বিধাতার নিকট থেকে এসেছে। রাষ্ট তার অস্তিত্ব মানবীয় ইচ্ছার সুচিন্তিত নির্বাচন থেকে লাভ করে নি। মানুষ মুক্ত ছিল না। ঐশ্বরিক ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তারা কাজ করতো, তাতেই সাফল্য লাভ সম্ভব ছিল। সময়ের অনিষ্টকর বস্তুসমূহ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় ছিল ধর্মভিত্তিক কর্তৃপক্ষ, একমাত্র রোমান ক্যাথলিক ধর্মেরই ঐক্য ছিল, স্থায়িত্ব ছিল এবং শৃঙ্খলা ছিল যে, শৃঙ্খলার ওপর কর্তৃত্ব নিরাপদে অবস্থান করতে পারতো। পোপ হবেন চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বের অধিকারী। উনিশ শতকে পোপতন্ত্র যে চরম প্রস্তাব দ্বারা তার সম্মান পুনরুদ্ধার করতে চাচ্ছিলেন তা ছিল দ্য মৈস্ত্রির রচনার ওপর ভিত্তিশীল।

দ্যবোন্যাল্ড তার তিন শ্রেণী অনুযায়ী রাষ্ট্রকে আলোচনা করেন। এগুলো হচ্ছে কারণ, উপায় এবং ফল। পরিবার গির্জা এবং রাষ্ট্র প্রত্যেকটি তিন শ্রেণীর সার্বভৌম ক্ষমতার নীতি দ্বারা বর্ণিত হয়েছে; মন্ত্রিপরিষদ এর ইচ্ছাকে কার্যকরী করবে এবং জনসাধারণ তাকে মান্য করবে। রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌমত্ব এসেছে বিধাতার নিকট থেকে এবং রাজা তার প্রতিনিধিত্ব করেন। সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিনিধি হচ্ছে অভিজাতবর্গ, যাদের কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রের সেবা করা ও নিষ্ক্রিয় আনুগত্য হচ্ছে প্রজাদের কর্তব্য। প্রাকৃতিক অধিকার ছলনাকারী স্বপ্নের চেয়ে সামান্য ভালো। অসাম্যই হচ্ছে প্রাকৃতিক আইন। নতুন প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করার জন্য মানুষের সুচিন্তিত চেষ্টা এবং নতুন শাসনতন্ত্রসমূহের উপায় উদ্ভাবন নিরর্থক। বাইবেলের এবং প্রচলিত রীতিনীতিসমূহ অনুসরণ করা উচিত। পরিবর্তনকে অনিষ্টকর বস্তুরূপে দেখা হয়েছে; ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ঐক্যকে প্রয়োজনহীন বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সপ্তদশ শতকের মতবাদসমূহ এবং পাণ্ডিত্যপূণ যুক্তির প্রামাণ্য পদ্ধতিসমূহকে দ্য বোনাল্ডের রচনার দ্বারা শেষবারের মতো প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায়।

লেমেনেইস প্রধানত তার মতবাদসমূহ বোনাল্ড থেকে গ্রহণ করেন। তিনিও সে যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধিতা করেন এবং ধর্মভিত্তিক কর্তৃত্বের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি গির্জাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নেপোলিয়নের ব্যবহারের চেষ্টাকে বিশেষভাবে অপছন্দ করেন এবং রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের পর তিনি গির্জা ও রাষ্ট্রকে যুক্তভাবে গঠনের ফরাসি মতবাদকে আক্রমণ করেন; কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এর ফল হবে গির্জার অধীনতা। তার আদর্শ ছিল রোমকে কেন্দ্র করে একটি ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ গঠন, যাতে গির্জা রাষ্ট্র থেকে স্বাধীন থাকবে। দ্য বোনাল্ড এবং দ্য মৈস্ত্রির সঙ্গে তার পার্থক্য হচ্ছে, তারা প্রধানত রাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনা করেছেন এবং রাজাকে সমর্থনের জন্য ধর্মীয় অভিমতসমূহ গ্রহণ করেছিলেন। লেমেনেইসের ধমনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। একমাত্র ধর্মের প্রতিই তার আনুগত্য ছিল, তার লক্ষ্য ছিল গির্জাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা। ফরাসি রাজতন্ত্র বা যাজকদের নিকট থেকে কোনোরূপ সমর্থন লাভ করবেন না বুঝতে পেরে যাদের কাছে ফরাসি ব্যবস্থা পারস্পরিকভাবে সুবিধাজনক ছিল এবং অবশেষে

জটিল রাজনৈতিক কারণে পোপতন্ত্র তার নীতিসমূহ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক উপলব্ধি করে লেমেনেইস আরও অধিকতর উদারনৈতিক মতবাদের[১৪] পরিবর্তন করেছিলেন এবং জনগণের কাছে সমষ্টিগত যাজকযন্ত্র এবং বিবেক ও শিক্ষার স্বাধীনতার জন্য আবেদন করেন। গির্জার দ্বারা নিন্দিত হয়ে তার ধারণাসমূহ আরো গণতান্ত্রিক[১৫] হয়ে ওঠে এবং অবশেষে তার সমসাময়িক লুই ব্ল্যাঙ্কের সাম্যবাদী মতবাদসমূহের দ্বারা তা অগ্রগতি লাভ করে।

নিটশে ও প্যারেটো

ফ্যাসিস্ট মতবাদের নিকটবর্তী ছিল ফ্রেডারিক নিটশে (১৮৪৪-১৯০০)[১৬]। এবং ভিলফ্রেড প্যারিটোর (১৮৪৩-১৯২৩)[১৭] রচনাসমূহ। নিটশে তার অতিমানব ধারণার জন্য বিখ্যাত ছিল, যা হিটলারের জার্মানিতে সর্বোৎকৃষ্ট প্রহরীর মতো একটি উত্তম ধরনের প্রতিষ্ঠানের দিকে চালিত করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ডারউইনের বিবর্তন পদ্ধতি অবশেষে মানবজাতিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করবে, একটি অতিমানব এবং অপরটি দৈহিক ও নৈতিক এবং মানসিক দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর হবে। প্রথম শ্রেণীর প্রভুত্ব অবশ্যাম্ভাবী, যেহেত এটা স্বাভাবিক যে, নিটশের 'সহস্র বর্ষ' এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

শোফেনহাওয়ারের The World as Will and Idea (ইচ্ছা এবং ধারণারূপে বিশ্ব) গ্রন্থে প্রস্তাবিত ধারণার অনুসরণে নিটশে[১৮] মানুষের জীবনের যুক্তিহীন উপাদানের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশ্ব যুক্তির চেয়েও অধিক মৌলিক ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা হচ্ছে ইচ্ছার ক্ষমতা। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, সমস্ত জিনিসই তাদের প্রাকৃতিক শত্রুকে জয় করার জন্য অবিরত চেষ্টা করছে। এই যুদ্ধে যাদের প্রবল ইচ্ছা শক্তি আছে তারাই তাদের বিরুদ্ধবাদীদের পরাজিত করে সাফল্য অর্জন করে, যারা সামাজিক উন্নতির পথ থেকে যথার্থভাবে অপসারিত হয়।

বাস্তবিক পক্ষে উন্নতি এই ক্ষমতার যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই না, যাতে সবচেয়ে সাহসী[১৯] এবং সক্ষমগণই টিকে থাকে।

প্রচলিত ধারণা অথবা নৈতিকতার প্রতি নিটশের খুব কমই শ্রদ্ধা ছিল। উত্তম ধরনের প্রতিভাবান হিসেবে তিনি গণতন্ত্র এবং খ্রিষ্টান ধর্মকে ক্রীতদাসোচিত মানবের ক্রীতদাসোচিত মতবাদ হিসেবে আক্রমণ করেন। খ্রিষ্টধর্ম দুর্বলের ওপর সবলের আধিপত্যকে অস্বীকার করে ও বিবর্তনের পদ্ধতিকে বাধা প্রদান করে। গণতন্ত্র শিক্ষা দিয়েছে যুক্তি ও সাম্যের একটি মিথ্যা মতবাদকে।

প্যারেটো ইতালীয় ও সুইস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সম্প্রদায়ের[২০] অন্যতম ছিলেন, যিনি এ গবেষণাকে উন্নীত করেন যে, সত্যিকারভাবে সমস্ত প্রতিষ্ঠানই অভ্যন্তরীণ শ্রেণী বা উত্তম শ্রেণীর লোকদের দ্বারাই শাসিত হয়, যদিও তারা গণতান্ত্রিক বা অগণতান্ত্রিক বলে ভান করুক আর নাই করুক। এই মতবাদে প্যারেটোর বিশেষত্ব হচ্ছে এটা প্রদর্শন করা যে, সমস্ত জনসমষ্টি একই পদ্ধতিতেই সংগঠিত হয় না, তাদের অধিকাংশ কার্যবিধি অযৌক্তিক উপাদানসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁর প্রধান গ্রন্থ The Mind and Society (মন এবং সমাজ) এ প্যারেটো যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, অধিকাংশ প্রতিনিয়ত উপাদানসমূহ যা চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করে সেগুলো অচেতন বা সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে। এই উপাদানগুলো হচ্ছে "সংমিশ্রণের সহজাত পদ্ধতি" অথবা বৃহৎ সমষ্টির অংশ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, মানুষের 'মর্যাদাকে' রক্ষা করার প্রবণতা, আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা এবং স্বীকৃত গৃহীত যৌনরীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের আকাঙক্ষা।[২১]

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, প্যারেটো সমাপ্ত করেছেন যে, গণতন্ত্র অথবা শাসনতান্ত্রিক সরকারের আলাপ-আলোচনা অপচয়িত হয়েছে। তিনি বিবৃতি দিয়েছেন যে, জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্বের কাল্পনিক কাহিনীতে "আমাদের বিলম্ব করা উচিত নয়", "শুকনো ঘাসের গাদা পিষে ময়দা তৈরি করা যায় না" ।[২২]

জাতিত্ববাদ

এ পর্যন্ত ফ্যাসিবাদের যেসব বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে আর্থার দ্য গোবিন্যু (১৮১৬-১৮৮২)[২৩] হাউস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন (১৮৫৬-১৯২৬)[২৪] উৎকৃষ্ট জাতিত্বের মতবাদের শিক্ষা ছাড়া কোনটিরই এত বিপ্লবাত্মক ফলাফল ঘটে নি। এই মতবাদের দরুন অবর্ণনীয় সহস্র ইহুদিকে জার্মানিতে হত্যা করা হয় এবং তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়।

এই মতবাদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্যু, বৈজ্ঞানিকের চেয়ে কবিই ছিলেন বেশি; কিন্তু মানব জাতির অসাম্যের ওপব ভিত্তি করে একটি নতুন 'বিজ্ঞানকে' ঘোষণা করার ব্যাপারে কিন্তু তিনি এর দ্বারা বাধা দিতে পারেন নি।

তিনি বলেছেন, মানব জাতিকে তিনটি প্রধান জাতিতে বিভক্ত করা যায় : নিগ্রো, চীনা, এবং ইউরোপীয়। প্রত্যেক জাতিই তার বিশেষ গুণাবলির বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত এবং অন্য জাতির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট। বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে নিগ্রোগণ সর্বনিম্নশ্রেণীর, ইউরোপীয়গণ সর্বোচ্চ শ্রেণীর। যাহোক, গোবিন্যু দেখেছেন, শিল্প ও সঙ্গীতের দিক দিয়ে নিগ্রোগণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করতে পারে। চীনাগণকে তিনি বাস্তববাদী এবং আইন মান্যকারী হিসেবে বিশ্বাস করতেন কিন্তু তারা শ্রেষ্ঠ প্রতিভা[২৫] বা শ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব উৎপাদনে সক্ষম ছিল না। তার মতে, সাদা জাতিসমূহ যুক্তি, শক্তি, উপায় উদ্ভাবনে নিপুণ এবং সৃষ্টি শক্তির[২৬] দিক দিয়ে সমৃদ্ধ ছিল কিন্তু তারা সমানভাবে উৎকৃষ্ট ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরব জাতিসমূহ "অন্যান্য সাদা জাতির তুলনায় নিম্নশ্রেণীর ছিল।" কারণ তারা বাস্তবিকপক্ষে সাদা ও কালো জাতির সংমিশ্রণ ছিল[২৭]। সাদা জাতির মধ্যে উত্তম এবং বিশুদ্ধ ছিল আর্যজাতি যাদেরকে জার্মান, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের অভিজাতদের মধ্যে দেখা যেত।[২৮] গোবিন্যু অনুভব করেছিলেন যে, যদিও জাতির মধ্যে পূর্ণ খাঁটিত্ব আকাঙ্ক্ষিত নয়,[২৯] আর্য জাতি নিম্নশ্রেণীর জাতির রক্ত দ্বারা কলুষিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে[৩০]। যদিও এই ধারা চলতে থাকে তাহলে সভ্যতার ভবিষ্যৎ সঙ্কটাপন্ন হবে।

চেম্বারলেন, যিনি জন্মসূত্রে ইংরেজ এবং নাগরিক সূত্রে[৩১] জার্মান ছিলেন তিনি এই অভিমতকে জার্মানিতে জনপ্রিয় করে তোলেন। তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ The Foundation of the Nineteenth Century (উনিশ শতকের ভিত্তিভূমি) এত ব্যাপকভাবে পঠিত হয় যে, তার প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করা দুঃসাধ্য ছিল। কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম এই গ্রন্থটি তার ছেলেমেয়েদের উচ্চৈঃস্বরে পড়ে শোনাতেন এবং তা মুদ্রিত করে জার্মানির প্রতিটি পাঠাগারে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

চেম্বারলেন গোবিন্যুর রীতিতে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, জীবজন্তুসমূহের বৈশিষ্ট্যের মতোই জাতিসমূহের মধ্যেও পার্থক্য আছে। তিনি বলেছেন, "বাস্তবিক পক্ষে মানবজাতি চারিত্রিক দিক দিয়ে গ্রেহাউন্ড, বুলডগ, পুডল এবং নিউ ফাউন্ডল্যান্ড কুকুরের মতোই একে অন্যের চেয়ে পৃথক।"[৩২]

আর্যজাতির বিশেষ করে টিউটন শ্রেণীর আর্যজাতি তার গুণগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে

অন্যান্য জাতির চেয়ে এত উৎকৃষ্ট বলে প্রমাণ করেছে যে, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম এবং রাজনীতির সমস্ত আধুনিক অগ্রগতিই এদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, "টিউটন (জার্মান) হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির আত্মা আমরা যদি প্রত্যেক জাতির প্রয়োজনীয়তার দিকে তাকাই, তাহলে দেখি যে প্রত্যেকেই সমানুপাতিকভাবে তার জনসংখ্যার মধ্যে অকৃত্রিমভাবে জার্মান রক্তের ওপর নির্ভরশীল"।[৩৩] যে জাতির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ জার্মান রক্তধারা রয়েছে তা অবশ্যই জার্মান জাতি। জার্মান জাতি এ দিক দিয়ে এত উৎকৃষ্টতর যে তারাই প্রভু জাতি হিসেবে গঠিত হয়েছে, যারা নিয়তির বিধানরূপে আগত শতাব্দীতে বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করবে।[৩৪]

পাদটীকা :

১. এ মতবাদগুলোর কৌতূহলী ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য *Peter Vierreck*-এর *Metapolitics (1941)*, পরিচ্ছেদ ৫-৬ দ্রষ্টব্য।
২. *Chartism (1839); Past and Present (1843); Shooting Niagara (1867).*
৩. *Past and Present পৃ. ২১২।*
৪. *W.M. Mcgovern, From Luther to Hitler (1941), পৃ. ১৯৮।*
৫. এডমন্ড বার্ক, যিনি তাঁর এ ধারণার ইংল্যান্ডে প্রতিনিধিত্ব করেন। পূর্বে আলোচিত ১৯ পরিচ্ছেদ।
৬. *Die Politik (1899-1900).*
৭. ট্রিটস্কি লিখেছেন, "অন্য যে-কোনো কিছুর চেয়ে যুদ্ধ একটি জাতিকে অতি নিবিড়ভাবে আবদ্ধ করে। অন্যে যা পাবে না, এটা জাতিকে যথার্থ নামের যোগ্য করে তুলে এবং বিদ্যমান রাষ্ট্রসমূহের সম্প্রসারণ সাধারণত বিজয়ের দ্বারাই লব্ধ হয়।" *Politics (1916)*, গ্রন্থ ১, পৃ. ১০৮।
৮. *F.W. Cocker, Recent Political Thought (1934)* পৃ ৪৪১।
৯. *Geschitchte des romischen Rechts in Mittelatter (1815-1831); System des heutigen romischen Rechts (1840-1849).*
১০ *Von Beruf unserer Zeit fir Gesetzgebung und echtswissens chaff* জার্মানির জন্য একটি নতুন দেওয়ানি আইনবিধির জন্য যুক্তি প্রদর্শন করে *Thibaut*-এর একটি প্রচার পুস্তিকার উত্তরে লিখিত।
১১. তাঁর *Essay on the Natural Laws of Social Order; Primitive Legislation; Theory of Political and Religious Power.*
১২. তাঁর *Considerations sur la France (1797); Essai sur la principe generateur des constitutions politiques (1814); Du pape (1817).*
১৩. তাঁর *Essay on Indifference in matters of Religion (1817-1821).*
১৪. তাঁর *Progress de la Revolution (1829).*
১৫. তাঁর *Paroles d'un Croyant (1834); La Question du Travail (1848).*
১৬. *Also sprach Zarathustra (1883-1885).*
১৭. *Trattato di Sociologia generale (1916)* অনুবাদ *A. Bongiorno এবং A. Livingston যেমন The Mind and Society (1935)*।
১৮. রিচার্ড ভাগনারের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুতা দ্বারা নিটশে প্রভাবিত হয়েছিলেন।
১৯. নিটশে কখনো কখনো তাঁর পাঠকদের "মারাত্মকভাবে বাস করতে" বলতেন।
২০. এ দলের অন্যরা হচ্ছে গেটানু মস্কা ও রবার্ট মিশেলস।
২১. *The Mind and Society,*
২২. উল্লিখিত গ্রন্থ।
২৩. *Essai sur l'inégalite des races humaines (1853-1855)*, অনুবাদ *Adrian Collins* যেমন *The Inequality of Human Races (1915).*
২৫. *McGovern*, পূর্বোদ্ধৃত পৃ. ৫০১।
২৬. উল্লিখিত গ্রন্থ।

২৭. উল্লিখিত গ্রন্থ
২৮. যাদের মধ্যে গোবিনিউ নিজেকে গণ্য করেছিলেন।
২৯. তিনি বিশ্বাস করতেন আর্যজাতির সঙ্গে অন্য রক্তের সামান্য মিশ্রণের ফলে ইতিহাসের মহৎ যুগের সৃষ্টি হয়েছে।
৩০. *McGovern*, পূর্বোদ্ধৃত, পৃ. ৫০২।
৩১. তিনি রিচার্ড ভাগনারের কন্যাকে বিয়ে করেন।
৩২. *The Foundations of the Nineteenth Century*, গ্রন্থ ১, ২৬১।
৩৩. উল্লিখিত, গ্রন্থ ১, পৃ. ২৫৭
৩৪. *McGovern*, পূর্বোদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৫০৫

গ্রন্থপঞ্জি :

Barker, Ernest, *Nietzsche and Treitschke, the Worship of Power in Modern Germany* (London Oxford Univ. Press, 1914).
Borkenau, Franz, *Pareto* (New York, Wiley, 1936).
Butler, Rohan, *The Roots of National Socialism* (New York, Dutton, 1942).
Coker, F.W., *Recent Political Thought* (New York, Appleton-Century, 1934).
Hankins, F.H., *The Racial Basis of Civilization*, rev. ed. (New York, Knopf, 1931).
Homans, G.C. and Curtis, C.P., *An Introduction to Pareto* (New York, Knopf, 1934).
Jackson, Holbrook, *Dreamers of Dreams: the Rise and Fall of 19th Century Idealism* (London, Faber 1948).
Lehman, B.H., *Carlyle's Theory of the Hero* (Durham, Duke Univ. Press, 1928).
McGovern, W.M., *From Luther to Hitler* (Boston, Houghton, 1941), Part III.
Morgan, G.A., *What Nietzsche Means* (Cambridge, Harvard Univ. Press, 1941).
Snyder, L.L., *Race, a History of Modern Ethnic Theories* (New York, Longmans, 1939).
Symons, Julian, *Thomas Carlyle* (New York, Oxford Univ. Press 1952).
Viereck, Peter, *Metapolitics* (New York, Knopf, 1941).

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

ফ্যাসিবাদ

ফ্যাসিবাদের প্রকৃতি

কম্যুনিজমের মতো ফ্যাসিবাদও অপরিহার্যভাবে পশ্চিমী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের[১] বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া যাকে 'দুর্নীতিপরায়ণ, কপট এবং ধ্বংসোম্মুখ ধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণতন্ত্ররূপে' বিবেচনা করা হয়েছে। এটা অর্থনৈতিক ও সামরিক দ্বন্দ্ব থেকে গজিয়ে উঠে, উনিশ শতকের বাহ্যত শান্তির মধ্য থেকে বর্ধিত হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চরম পরিণতি লাভ করে। অধিকাংশ ইউরোপীয়গণ বাস্তবিক পক্ষে স্বাধীন পন্থাকে স্বাগত জানায় নি। তারা কখনও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের নীতিসমূহকে গ্রহণ করেনি। উভয়ত শক্তির চেয়ে বরঞ্চ দুর্বলতার জন্য কাজ করেছে বলে মনে তাদের কাছে হয়। শক্তি নির্ভর করে সংগঠনের ওপর, সংগঠন নির্ভর করে এমন মতবাদের ওপর যা সকলেই মান্য করে। এটা এমন একটা বিশ্বাসের ওপর অবস্থিত, যা একটা নতুন "ধর্ম' হতে পারত। ফ্যাসিবাদেব দুটি প্রধান নীতি হচ্ছে সামগ্রিকতাবাদ ও কর্তৃত্ববাদ—অংশের বিরুদ্ধে সমগ্র এবং মতের বিরুদ্ধে "সত্য"।

ফ্যাসিবাদে ফলপ্রসূতা আনয়ন করতে হলে সংগঠন এবং শক্তির স্পৃহার চেয়ে আরো অধিক কিছুর প্রয়াজন ছিল। উদারতাবাদের শক্তিসমূহ কম্যুনিজম ও অর্থনৈতিক মন্দার চাপে বশীভূত হয়েছিল।

কম্যুনিস্টবাদ জার্মানী ও ইটালীর সম্পত্তিশালী শ্রেণীকে অভিশাপগ্রস্ত করে ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে প্রথম কর্তৃত্ব স্থাপন করে এবং শত সহস্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্যেব মনে ভীতি সঞ্চার করে। তাই তারা পরবর্তীকালে ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করেছিল। এই জনগণ ভয় করছিল যে, গণতন্ত্র এই নতুন ঢেউকে থামাতে পারবে না। প্রথমে ইটালীতে ও পরে জার্মানীতে ইটালীয় প্রতিনিধি পরিষদ ও জার্মান নিম্ন আইন পরিষদের উদাসীন ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে তারা খুবই অসন্তুষ্ট হয়। ইউরোপকে "লাল সন্ত্রাস" থেকে রক্ষা করার জন্য ভিন্ন ধরনের নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

অর্থনৈতিক মন্দার ফল হিসেবে, ফ্যাসিবাদ দারিদ্র্য ও অভাব থেকে জন্ম লাভ করে। ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা তাড়িত মানুষের পার্লামেন্টারী পদ্ধতি বা স্বাধীনতা সম্পর্কে আলাপ আলোচনার সময় স্বল্পই ছিল। অতএব যখন ইটালী প্রথম মহাযুদ্ধের বিজেতাদের পক্ষে আবির্ভূত হোল তখন ভয়াবহ অর্থনৈতিক দুরবস্থা ছাড়া তার আর কিছু প্রদর্শনের ছিল না। জার্মানী মুদ্রাস্ফীতির ভারে জর্জরিত হয়ে পড়ল, তখন একটি নতুন রাজনৈতিক দেবতার মঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার সময় পরিপক্ক হয়ে উঠল।

আদর্শবাদ ও ফ্যাসিবাদ

এক দিক দিয়ে পরবর্তী চিন্তার ফসল হিসেবে ফ্যাসিবাদ একটি রাষ্ট্রীয় দর্শন রূপে বিকশিত হয়েছে। ইটালীতে এটা সুনির্দিষ্টভাবে সত্য যেখানে মুসোলিনী তার আন্দোলনের নীতিসমূহকে তার রাজনৈতিক সাফল্যের পরিণাম হিসেবে অংকন করেছেন। কিন্তু ব্যাপক অর্থে ফ্যাসিবাদ, অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মতোই, একটি আদর্শবাদী অতীত থেকে উৎপত্তি লাভ করে এবং অবশেষে সে তার উৎপত্তির জন্য সেখানে দায়বদ্ধ থাকে। আদর্শবাদীদের দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত রুশোর রচনা নীটশে এবং চেম্বারলেনের মত লেখকদের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে মুসোলিনীর ভাবভঙ্গী সৃষ্টি সম্ভব করে তুলল এবং "এক জাতি এক দল, এক অধিনায়ক" এই নাৎসী মন্ত্রোচ্চারণের সুযোগ তৈরি করলো।

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচিত ফ্যাসিবাদের আদর্শবাদী ঐতিহ্যকে এখানে সংক্ষেপিত করা যেতে পারে। সর্বোচ্চ শ্রেণীর মানবীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস এবং জনগণের সকল সদস্যের পরিপূর্ণতার প্রতিনিধি হিসেবে এর অবস্থান ছিল এই আদর্শের পুরোভাগে। নেতৃত্বে প্রায় বিপুল ছিল বিশ্বাস, সরল মন ও বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে নেতৃত্বদান করতে এগিয়ে ,এলো। একটি তৃতীয় উপাদান হচ্ছে, যুক্তিহীনতাবাদের প্রসার, কর্তৃত্ববাদের স্বীকৃতি এবং গণতন্ত্রের প্রত্যাখ্যান। অবাধ নির্বাচনে জনপ্রিয় ইচ্ছা প্রকাশিত হয়ে জনসাধারণের "সত্যিকারের ইচ্ছায়" পরিণত হয়ে রাষ্ট্র ও নেতার ভাবাদর্শ ধরে রাখে। জাতীয়তাবাদ-সংশ্লিষ্ট সাধারণ উপাদান হিসেবে জাতিগত ঘৃণা এবং বিশ্বক্ষমতার লোভও এতে বিদ্যমান ছিল।

মুসোলিনী

১৯২২ সাল থেকে ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক সূচনা হয়। ঐ বছর বেনিটো মুসোলিনী (১৮৮৩-১৯৪৫)[২] তার অনুসারীদের সরকারের নিয়ন্ত্রণ কব্জা করার জন্য রোমের দিকে চালিত করে। সেনাদল বা পুলিশ দ্বারা তাকে সহজেই মোকাবিলা করা যেত, কিন্তু পূর্বোক্ত শক্তিসমূহ ষড়যন্ত্র করে তার সাফল্যকে নিশ্চয়তা দান করেছিল। তার আগমনের পর পর রাজা তাকে সরকার গঠন করতে বলেন। পরের বৎসরগুলিতে বিরোধী দলদিগকে নির্মমভাবে অপসারণ করে তিনি তার পদমর্যাদাকে দৃঢ় সংগঠিত করে তুলেন। পার্লামেন্টের মতো শ্রমিক সংঘও তার নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। ১৯৩২ সালের মধ্যে তিনি অন্যদিকে মনোযোগ প্রদানের মতো অবকাশ লাভ করেন এবং 'ডকট্রিন অব ফ্যাসিজমে'র এর (The Doctrines of Fasism) মতবাদের সূচনা করেন, যেখানে তিনি তার কার্যাবলীর পক্ষে আনুষ্ঠানিক সমর্থন তুলে ধরেছিলেন।

সাধারণত এই ধরনের মতবাদ ছিল দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদের প্রতিক্রিয়া, ফ্যাসিস্টগণ যার সম্মুখীন হয়েছিল। যেহেতু তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মার্কসবাদীরা, যারা স্বঘোষিত বস্তুতন্ত্রবাদী, ফ্যাসিবাদকে তাই অবশ্যই রাজনৈতিক আদর্শবাদের একটি উচ্চ নমুনা হিসেবে চিত্রিত হতে হবে। যেহেতু মার্কসবাদীগণ সমস্ত ধরনের রাজনীতিকেই অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রতিফলন হিসেবে ধারণা করত, তাই ফ্যাসিবাদীগণ রাষ্ট্রকে শিল্প-কারখানা পদ্ধতির পরিচালক ও নেতা হিসেবে ধারণা করত"।[৩] মার্কস শিক্ষা দিয়েছিলেন, শ্রেণী যুদ্ধের দ্বারা উন্নতি; ফ্যাসিবাদ শিক্ষা দিত, রাষ্ট্রের সর্বাত্মক চাকার দাঁত দ্বারা উন্নতি।[৪] তাদের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রবাদীগণ বৃথাই স্বাধীনতা নিয়ে উচ্চকণ্ঠ ছিল। করপোরেট সংস্থার ভিত্তিতে গঠিত নতুন সমাজ স্থান নেবে পার্লামেন্টারিবাদের পুরনো

রীতির অদক্ষ মতবাদসমূহের।

এই অভিমতসমূহ মুসোলিনীর 'দি ডকট্রিন অব ফ্যাসিজম' (The Doctrines of Fascism) প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

"ফ্যাসিবাদের মাধ্যমে যে পৃথিবীকে দেখা যায় সেটা বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবী নয়, যা ভূপৃষ্ঠে পরিদৃষ্ট হয়, যাতে মানুষ একক ব্যক্তি অন্য সমস্ত থেকে পৃথক এবং যে শুধু নিজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং যার মধ্যে সে প্রাকৃতিক আইন দ্বারা শাসিত হচ্ছে, যা তাকে সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী একটি স্বার্থতার ও ক্ষণস্থায়ী সুখের জীবন তৈরি করে বাঁচার জন্য সৃষ্টি করেছে। ফ্যাসিবাদের মানুষ এমন এক ব্যক্তি, যা একটি জাতি ও পিতৃভূমি, যা হচ্ছে একটি নৈতিক আইন, যা জনগণ ও বংশধরদের একই ঐতিহ্য ও উদ্দেশ্যে আবদ্ধ করে। যে জীবন সামান্য সুখের পরিধিতে আবদ্ধ করে রাখে সে এই সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন করে, সময় ও ব্যাপ্তির সীমানা ছাড়িয়ে কর্তব্যের মধ্যে উন্নত জীবনকে পুনরুদ্ধার করে এবং তা এমন একটি জীবন যাতে ব্যক্তি নিজকে এবং তার ব্যক্তিগত স্বার্থকে অস্বীকার করে ত্যাগের মাধ্যমে, মৃত্যুর মধ্যে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে; যার মধ্যে তার মানব জীবনের মূল্য নিহিত রয়েছে।"[৫]

তিনি আরো বলেছেন, ফ্যাসিবাদ হচ্ছে উনিশ শতকের ফাঁপা মতবাদসমূহের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া। এটা চায় "কর্মঠ লোক, যে সমস্ত শক্তি দিয়ে কার্যে নিরত হয়; এটা চায় এমন লোক যে পৌরুষের সঙ্গে সমস্ত অসুবিধা সম্পর্কে সচেতন।"[৬] অতএব জীবন হচ্ছে "একটি তীব্র, কঠোর ধর্মীয় .... ফ্যাসিস্টগণ আরামদায়ক জীবনকে ঘৃণা করে"।[৭]

এর চেয়েও অধিক হচ্ছে, ফ্যাসিবাদ "একটি ইচ্ছা, যা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ করে তুলে এবং একটি আধ্যাত্মিক সমাজের সচেতন সদস্য রূপে উন্নীত করে"।[৮] এটা অবশ্য একটি ঐতিহাসিক ধারণা "ইতিহাসের বাইরে মানুষ কিছুই নয়"।[৯] মানুষ তখনই প্রয়োজনীয় যখন সে রাষ্ট্রের মধ্যে তার ভূমিকা পালন করে যা হচ্ছে, তার ঐতিহাসিক অস্তিত্বে মানুষের সচেতন এবং সার্বজনীন ইচ্ছা.... উদারনৈতিকতাবাদ রাষ্ট্রের মধ্যে নির্দিষ্ট মানুষের স্বার্থকে অস্বীকার করে। ফ্যাসিবাদ দৃঢ় সমর্থন করে যে, রাষ্ট্রই হচ্ছে ব্যক্তির সত্যিকারের বাস্তবতা ... অতএব ফ্যাসিস্টদের জন্য রাষ্ট্রই হচ্ছে ব্যক্তির সত্যিকারের বাস্তবতা। ফ্যাসিস্টদের জন্য রাষ্ট্রের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও মানবীয় কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রের বাইরে কোন কিছুরই মূল্য নেই। এইদিক দিয়ে, ফ্যাসিবাদ হচ্ছে, সামগ্রিতাবাদ এবং ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র হচ্ছে সমগ্র মূলের ঐক্যের সম্মিলন; যা ব্যাখ্যা করে, উন্নীত করে এবং সমগ্র মানুষের জীবনে শক্তি প্রদান করে"।[১০]

ফ্যাসিবাদ অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধিতা করে যা একজন নেতার[১১] অধীনে শ্রেণীগুলির ঐক্যকে উপেক্ষা করে শ্রেণী দ্বন্দ্বের শিক্ষা দেয়। এটা অনুরূপভাবে গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে। গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতিসমূহকে এক করে ফেলার ভ্রম করে। জাতিকে সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, গুণগত দিক দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। "এটাকে খুব শক্তিশালী ধারণারূপে" অনুধাবন করা যেতে পারে যে, "এটা জাতির মধ্যে কয়েকজন, এমনকি একজনের বিবেক অনুযায়ী কাজ করে"।[১২]

সর্বশেষে ফ্যাসিবাদ হচ্ছে একটি ক্ষমতার ইচ্ছা যা স্বীকৃতি দেয় যে যদি রাষ্ট্রের প্রসার ব্যাহত হয়, তাহলে রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটে।

অতএব রাষ্ট্র শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষই নয়, যা শাসন করে আইনকে রূপদান করে এবং ব্যক্তি সাধারণের ইচ্ছা ধারা আধ্যাত্মিক জীবনের মূল্যদান করে; এটা একটা শক্তি বটে যা তার

ইচ্ছাকে বাইরে অনুভূত করায়, একে পরিচিত ও সম্মানিত করায়। অন্য কথায় এর বিশ্বজনীনতাকে উন্নতির সমস্ত প্রয়োজনীয় দিকে প্রচার করে।

ফলত এটা হচ্ছে গুণগত দিক দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান। এভাবে এটা মানবীয় ইচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত হয় যার উন্নতির কোন সীমা নেই এবং সীমাহীনতার মধ্যে পরীক্ষা করে নিজকে উপলব্ধি করে।[১৩]

জার্মান ফ্যাসিবাদ : জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ

যদিও এই ধারণাগুলি শুনতে খুবই আশ্চর্য লাগে এবং আমাদের কাছে ভীতিজনক মনে হয় তবু তা লক্ষ লক্ষ জার্মান লোকের কাছে কোন দুবোর্ধ্য ঘটনা বলে প্রতীয়মান হয় নি। এগুলি প্রস্তুত হয়েছিল শত বৎসরের দর্শন, যুদ্ধ, অবসাদ, রাশিয়ার কম্যুনিস্টবাদ, এবং অনুরূপ আদর্শবাদ গ্রহণের পক্ষে দুর্বল সরকারের জন্য যা জার্মানীতে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ নামে পরিচিত হয়েছিল।

এড্‌লফ হিটলারের (১৮৮৯-১৯৪৫)[১৪] দল হিসেবে সরকারিভাবে অভিহিত জাতীয় জার্মান শ্রমিক দল ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম দিকে এটা বহু বিভক্ত বিচ্ছিন ক্ষুদ্র দলের সমষ্টি ছিল যারা বিভ্রান্তদের আনুগত্যের জন্য প্রতিযোগিতা করছিল। যাহোক, হিটলারের নেতৃত্বে, তার সাংগঠনিক প্রতিভায় এবং তার উন্নত ধরনের বক্তৃতায় দলটি শীঘ্রই তার প্রতিযোগীদের পশ্চাতে ফেলে দিয়েছিল। এই দল জার্মানীর সর্বত্র শাখা স্থাপন, একটি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা এবং ঝটিকা বাহিনী[১৫] নামে একটি আধা-সামরিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিল।

প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্যের দ্বারা চালিত হয়ে হিটলার ১৯২৩ সালে তার দুর্ভাগ্যজনক মিউনিক অভ্যুত্থান ঘটায়। এই বিপত্তির জন্য তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে ল্যাণ্ডস্‌বার্গ এ্যামলেক দুর্গ কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় যেখানে তার গ্রন্থ (Mein Kampf) 'আমার সংগ্রাম' এর বড় অংশ লিখিত হয়। ১৯২৪ এব ডিসেম্বরে মুক্তি লাভ করে হিটলার তাব আন্দোলনকে বহু বিভক্ত অবস্থায় দেখে এবং জার্মানীকে দেখে একটি সমৃদ্ধ যুগে অবস্থান করতে, যা পরিবর্তনোপোযোগী ছিল না। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তার দল খুব কমই অগ্রগতি লাভ করে, কিন্তু সে বছরের বিপর্যয় জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের স্বার্থকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে নাৎসীদল জাতীয় পরিষদে ১০৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করে এবং ১৯৩২ সালের মার্চে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিটলার এক কোটি ত্রিশ লক্ষ ভোট লাভ করে। ১৯৩৩ এর জানুয়ারিতে হিণ্ডেনবার্গ কর্তৃক হিটলার চ্যান্সেলার হিসেবে আখ্যায়িত হন। তাকে বোঝানো হয়েছিল যে, হিটলার একাই কম্যুনিস্টবাদের ভূতকে অপসারণ করতে পারে।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে হিটলার নিজের অবস্থান দৃঢ়ভাবে সুসংহত করতে বিলম্ব করেন না। জাতীয় পরিষদে অগ্নিসংযোগের জন্য তিনি কম্যুনিস্টদের দোষারোপ করেন এবং প্রতিক্রিয়ার ঢেউ তুলে তিনি ১৯৩৩ এর মার্চের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক দলকে পরাজিত করেন। হিন্ডেনবার্গের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার অবিসংবাদী ক্ষমতারোহনের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। ১৯৩৪ সালে তৃতীয় রাইখ ঘোষিত হোল, পার্লামেন্টারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাতিল করা হোল এবং হিটলার নিজেকে রাইখ্‌স্‌-ফুয়েরার বা রাষ্ট্রের অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করলেন।

প্রভু জাতি

নাৎসী আদর্শবাদের দুটি প্রধান প্রামাণ্য যুক্তি প্রকাশিত হয় হিটলারের (Mein Kampf) 'আমার সংগ্রাম' এবং আলফ্রেড রোজেনবার্গের Der Mythus des 20 Jahrhunderts গ্রন্থ দুটিতে। এ দুটির মধ্যে শেষোক্তটি অনেক পরিচ্ছন্ন ও যুক্তিযুক্তপূর্ণ। Mein Kampf সম্পর্কে একজন দার্শনিক মন্তব্য করেছেন যে, ইতিহাসের কোন আত্মজীবনীই এর আজগুবি গুণাবলীর সমকক্ষ নয়। "এটাকে অধ্যয়ন করে আমরা একটা চরম বিশ্বে রয়েছি—রয়েছি একটা বুকচাপা স্বপ্নের আশ্চর্য দেশে যেখানে আমরা সব এলিসেরা ভাঁড়, বিকৃত নানা দৃশ্য অবলোকন করছি। খ্রীষ্ট ধর্ম, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্রের মতো বিশ্বের আন্দোলনগুলি ক্ষুদ অস্ট্রিয়ার বিশ্রী চিত্রকরের আঁকা জলরং ছবির মতো অন্য আকারে বদলে যাচ্ছে। সমস্ত জাতি এবং মহাদেশসমূহ তার অস্থির ব্যক্তিত্বের পদাঘাতের ভূমিতে পরিণত হয়েছিল।"[১৬] সত্যিকারভাবে হিটলার তার Mein Kampf এর জাতীয় সমাজতন্ত্রের মূলনীতিসমূহে খুব স্বল্প যুক্তিবাদী চিন্তা প্রকাশ করেছিল। তার প্রধান আগ্রহ ছিল জাতীয় সমাজতন্ত্রের উদ্ভব থেকে এর ক্রমোন্নতি অনুসন্ধান করা এবং এর উন্নয়নে তার ব্যক্তিগত ভূমিকা বর্ণনা করা।" জনগণ এবং জাতি[১৭] নামক একটি পরিচ্ছেদে হিটলার, যাহোক, একটি বিষয়কে আগাগোড়া আলোচনা করেছে, সেটা তার প্রভু জাতির ধারণা।

সামাজিক ডারউইনবাদের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং গোবিন্যু ও চেম্বারলেনের জাতীয় মতবাদের ওপর ভিত্তি করে, হিটলার রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিকে পুনর্গঠন করেছে। ইতিহাস মানুষের মুক্তির যুদ্ধ নয়। এটা শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর সংগ্রাম নয়। এটা হচ্ছে উৎকর্ষতম জাতির প্রতিভার উন্মোচন করা এবং জাতি হচ্ছে আর্যজাতি। বর্ণবৈষম্য ছাড়াও বাঁচার জন্য যে জাতিসমূহ সংগ্রাম করেছে তাদের মধ্যে শক্তিশালীরাই খাঁটি জাতি হিসেবে পরিগণিত।[১৮] এদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে সব চেয়ে বিশুদ্ধ হচ্ছে আর্যজাতি যারা জার্মানীতে বাস করে।[১৯] এই জাতি অন্যান্য জাতির চেয়ে এদিক দিয়ে এতোই অগ্রসর যে, এরাই একমাত্র বাঁচার জন্য সভ্যতাকে গঠন করেছে। নিকৃষ্ট জাতিসমূহের সঙ্গে এ জাতির মিশ্রণের ভয়াবহ ফল ফলেছে।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাসমূহ এর অসংখ্য প্রমাণ দেয়। এটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, আর্যরক্তের সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর লোকের রক্তের সংমিশ্রণের ফলে সংস্কৃতিবান লোকদের অবসান ঘটেছে। উত্তর আমেরিকা, যেখানকার জনসংখ্যার অধিকাংশ জার্মান উপাদান রয়েছে, যারা নিম্নশ্রেণীর রঙের লোকের সঙ্গে অল্পই সংমিশ্রিত হয়েছে তাদের মধ্যে মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকাবাসীদের চেয়ে একটি ভিন্ন মানবতা ও সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয়, যেখানে প্রধানত, ল্যাটিন অধিবাসীগণ প্রায়ই অধিকাংশভাবে স্থানীয় অধিবাসীদের পৃথকভাবে জাতিগত মিশ্রণের ফলকে চিনতে পারে। আমেরিকা মহাদেশে জার্মান অধিবাসীগণ যারা জাতিগত দিক দিয়ে বিশুদ্ধ ও অমিশ্রিত রয়ে গেছে, তারা সে দেশের প্রভু হয়েছে; প্রভু থাকবে যতদিন পর্যন্ত না সে দুষিত রক্তের শিকারে পরিণত হবে।[২০]

হিটলার সমাপ্তিতে বলেছেন যে, প্রকৃতির ইচ্ছানুযায়ী জাতিগত পার্থক্যকে রাখতেই হবে, কারণ এর লঙ্ঘন নিকৃষ্টতার দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়।

জাতিগুলিকে শুধুমাত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখাই নয়, এদের মধ্যে কতগুলি একে অপরের চেয়ে বিশুদ্ধতার প্রশ্ন ছাড়াও সুস্পষ্টরূপেই উৎকৃষ্ট। এদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে আর্যজাতি। "মানুষের সমস্ত সংস্কৃতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলের সমস্ত ফলসমূহ

যা আমরা আজকে আমাদের সম্মুখে দেখি, সবই একান্তভাবে আর্যদের সৃষ্টিশীল উৎপাদন"।[২১] অন্যান্য জাতি পরীক্ষা করলে দেয়া যায় যে, কেউ সৃষ্টিশীল নয় : তারা শুধুমাত্র ধারক ও বাহক মাত্র। সর্বদাই নিম্নোক্ত চিত্রের মতো তাদের উন্নতির ফল প্রদর্শিত হয় :

আর্যজাতি প্রায়শই অসম্ভবভাবে সামান্য সংখ্যা নিয়ে বিদেশী লোকদের পদানত করেছে এবং অতঃপর নতুন রাজ্যের বিশেষ বসবাসকারী অবস্থার দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে (উর্বরতা, জলবায়ুর অবস্থা ইত্যাদি) এবং অসংখ্য নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহায়তা লাভ করে যারা সাহায্যকারী হিসেবে তাদের অধীনে দাঁড়াত এবং তাদের মধ্যে সুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও সংগঠনমূলক যোগ্যতাকে জাগিয়ে তুলতো। প্রায়ই কয়েক সহস্র বর্ষ বা শতাব্দীর মধ্যে তারা সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে যা মূলত তাদের প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বহন করত, এবং উপরিল্লোখিত বিশেষ গুণাবলী সে দেশের ভূমি এবং প্রজাসাধারণ গ্রহণ করত।[২২]

কিন্তু অবশেষে, হিটলার সতর্ক করেছে যে, বিজেতাগণ জাতিগত বিশুদ্ধতার মৌলিক আইনসমূহকে লঙ্ঘন করত। তারা নিম্নশ্রেণীর জাতিদের সঙ্গে মিশ্রিত হতো, যেমন আজকে তারা জার্মানীতে ইহুদীদের সঙ্গে সংমিশ্রিত। এটাকে অবশ্যই থামাতে হবে।

হিট্‌লার ও রোজেনবার্গের কাছে ইহুদীরা হচ্ছে, জার্মানীতে যেসব ভুলত্রুটি রয়েছে তার প্রতিমূর্তিস্বরূপ। ইহুদিগণ জাতিকে কলুষিত করেছে। তারা জার্মানীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে উস্কানি দিচ্ছে। তারা লোভের সঙ্গে সমস্ত লাভ ও সম্পত্তি কুক্ষিগত করছে। সত্যিকারের নাৎসীদের জন্য ইহুদীগণ হচ্ছে সাধারণ শত্রু। তাদের আন্দোলনকে তিনি সীমাহীন সাধারণ ঘৃণার সঙ্গে যুক্ত করেছেন।[২৩] ইতিহাসের একটি অমানবিক প্রদর্শনী হচ্ছে যে, নাৎসীগণ সমস্ত ইহুদীগণকে জার্মানী থেকে বিতাড়িত করেছিল অথবা আক্ষরিকভাবে তাদেরকে উচ্ছেদ করেছিল এবং যখন ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় এ ধরনের কার্যের বিরুদ্ধে চিৎকার উঠল নাৎসীগণ উত্তর দিল যে, তাদের সেমেটিক-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আপত্তি এতো অসঙ্গত যে, তা খণ্ডনের দাবি অবান্তর। ইহুদীগণ পরগাছা, জীবজন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট, যা অবশ্যই নির্মূল করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত জার্মানীতে একটি ইহুদীও থাকবে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সংস্কৃতি বিপদাপন্ন হবে কারণ ইতিহাস প্রদর্শন করেছে যে-জাতিই তাদের মধ্যে ইহুদীগণকে গ্রহণ করে সমান অধিকার দিয়েছে শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক তারা ইহুদীদের বিষে ধ্বংস হয়েছে।[২৪]

নেতা ও সর্বাত্মক রাষ্ট্র

জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের আরেকটি দিক যা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে ব্যক্তিগত নেতৃত্বের নীতি। নেতা এডলফ হিটলারের ব্যক্তিত্বের মধ্যে জার্মান সমাজের সমস্ত উপাদান একটি সাধারণ সংহতি খুঁজে পেতে আশা করতো। তাঁকেই অভ্রান্ত নেতা মনে করা হোত যিনি জনগণের ভাবধারাকে ধরতে পারতেন।

এই নীতির একটি চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে আর্নেস্ট হুবারের Verfassungsrecht des grossdeutschen Reiches[25] (Unjust Constitution in the Great German States) বৃহত্তর জার্মান রাষ্ট্রসমূহের শাসনতন্ত্রের আইন গ্রন্থ ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। হুবার এটা পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে, একজন নেতার প্রয়োজন হচ্ছে "জনগণের সত্যিকারের ইচ্ছাকে পার্লামেন্টারী ভোট দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।"[২৬] বিশুদ্ধ

ও নির্দোষভাবে জনগণের ইচ্ছা একমাত্র সর্বোচ্চ নেতার[২৭] মাধ্যমেই প্রকাশ লাভ করতে পারে। গণতন্ত্রে বাস্তবিক পক্ষে জনগণের ইচ্ছা স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় রাইখে সমষ্টি ইচ্ছা নেতার দ্বারা প্রকাশিত হয়ে জার্মান জাতির ঐতিহাসিক বিশালতার উদ্দেশ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। সাধারণ স্বার্থের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থসমূহ লুপ্ত হয়।

নেতা কোন নির্দিষ্ট জনসমষ্টির প্রতিনিধি নয় যাদের ইচ্ছা তাকে কার্যকর করতে হবে। তিনি একজন শাসনতান্ত্রিক প্রতিনিধি ছাড়া রাষ্ট্রের কোন অঙ্গ নন। তিনি হচ্ছেন জনগণের সমষ্টিগত ইচ্ছার বাহকমাত্র, তাঁর ইচ্ছার মধ্যেই জনগণের ইচ্ছা অনুভূত হয়। তিনি জনগণের সাধারণ অনুভূতিগুলিকে সচেতন ইচ্ছায় রূপান্তরিত করেন... এরূপে তার দ্বারা সম্ভব হয় জনগণের সত্যিকারের ইচ্ছার প্রতিফলন, কাজ করেন জনগণের মধ্য থেকে, তিনি একক মানুষের ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস ও অভিমতের বিরুদ্ধে যান যদি এগুলি জনগণের বস্তুগত লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়।[২৮]

নেতার মধ্যেই সমগ্র কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত। যিনি সমস্ত আইন তৈরি করবেন এবং "যে বিশাল উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে" তার পরিকল্পনা করবেন; যিনি জাতির সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য পরিকল্পনা করবেন, তিনি নেতা। তার বিশাল কর্মে নেতা যথার্থভাবে জার্মান জনসাধারণের সমস্ত সহযোগিতা কামনা করবেন ও লাভ করবেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতার বাইরে কোন কিছু থাকবে না, কারণ সমস্ত কিছুই জার্মান বিশালতার একক উদ্দেশ্যে অবনমিত হবে। শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি সমস্তই জাতীয় শক্তির অংশ এবং অতএব তা অবশ্যই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে। ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানেরই সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি অংশ ছাড়া অস্তিত্বের অধিকার নেই। এভাবে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন সম্ভব হোল।

ভাইমার শাসনতন্ত্রাধীনের জার্মান সরকার একটি গণতান্ত্রিক সরকারের যুগ থেকে অন্যূন দশ বৎসরের মধ্যেই মানবীয় ইতিহাসে সবচেয়ে কর্তৃত্ববাদী সামগ্রিক সরকারে পরিণত হোল এবং বিপরীত দিকে, আমাদের সমগ্র আশা আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও জার্মান জনসাধারণকে খুব কমই দুঃখিত মনে হোল।

বুদ্ধিজীবীবাদ বিরোধী ও রাজনৈতিক শিল্পী

নাৎসীরা যদি শাসনতান্ত্রিক সরকারের জন্য সামান্য শ্রদ্ধাও পোষণ করতো, পাশ্চাত্য "বুদ্ধিবৃত্তিবাদ" সম্পর্কে তাদের সেটুকুও ছিল না। হিটলারের বিবৃতি অনুযায়ী—"জাতির অর্থহীন অপচয়ের ফলশ্রুতি অহেতুক বাগাড়ম্বড়কারী সহস্র বুদ্ধিজীবীর চেয়ে একজন উদ্যমশীল ব্যক্তি অনেক বেশি সুযোগ্য।"[২৯]

নাৎসীগণ যথার্থভাবেই বুদ্ধিজীবীদের সন্দেহ করতেন। জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের মতবাদসমূহ 'নিরর্থক গল্পবাজ'দের সমালোচনামূলক পরীক্ষায় স্বল্পই দাঁড়াতে পারত। নাৎসীবাদ জন-আবেগের উপর নির্ভরশীল ছিল যা হিটলার এবং গোয়েবলস্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোত। চিন্তার চেয়ে কর্মের ওপর অথবা যুক্তির চেয়ে আবেগের ওপর ভিত্তিশীল দর্শনের মধ্যে এটিই অনেক ভাল।

এ অভিমতগুলির দার্শনিক সমর্থন খুঁজে বের করা কষ্টকর নয়। যুক্তির প্রতি রুশোর অবিশ্বাস এবং উনিশ শতকের[৩০] যুক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব হিসেবে পরিচিত নাৎসী শ্লোগান : "আমরা আমাদের রক্তের সঙ্গে চিন্তা করি," পশ্চিমী বুদ্ধিবৃত্তিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়

সমাজতন্ত্রবাদ আপেক্ষিক সহজতার সঙ্গে মোড় নিয়ে একটি ভিন্ন ধরনের নীতি দাঁড় করিয়েছে। এগুলি ছিল মহান নেতার প্রতিভা, আদিম আবেগের শক্তি এবং সৃষ্টিশীলতা, ইচ্ছা ও কার্যের দৃঢ় প্রকাশে" ।[৩১]

"রিক্ত বুদ্ধিবৃত্তিবাদের" সঙ্গে নাৎসীগণ তাদের দর্শন "সমালোচনার চেয়ে সৃষ্টিশীল, অতিরঞ্জনের চেয়ে বুৎপত্তি সম্পন্ন, চিরাচরিত প্রথার চেয়ে স্বাভাবিক, নিয়মতান্ত্রিকতার চেয়ে দৈত্যাকৃতি ও নিয়ন্ত্রণহীন"[৩২] বলে পার্থক্য দেখিয়েছেন। "প্রমাণের পরীক্ষা ও আলোচনা ছিল নতুন বিধানের"[৩৩] মর্যাদার তুলনায় তুচ্ছ বুর্জোয়া গুণাবলী"। হিটলার বলেছেন যে, জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের নীতি হোল কিছু সংখ্যক জিনিস আলোচনা বাইরে। "চিরন্তন মূল্যবোধ সম্পর্কে কে তার ক্ষুদ্র গড়পড়তা মস্তিষ্ক দিয়ে আলোচনা করতে সাহস পায়?" এইসব জিনিসগুলি বিচার্য হবে শতাব্দী দ্বারা, "স্বল্পকৃতি সাধারণ ব্যক্তিদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে নয়।"[৩৪] হিটলার যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, সাধারণ স্বার্থের জন্য তোমার আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং তোমার ক্ষুদ্র যুক্তির দ্বারা চালিত হওয়ার চেয়ে নেতার প্রতিভা ও কৌশল দ্বারা চালিত হওয়া অপেক্ষাকৃত ভাল।

নাৎসী জনগণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তারা যুক্তির বাইরে কিছু অধিকার করতে পেরেছেন, যা হচ্ছে "রাজনীতির কলাকৌশল" যা তারা একাই বুঝতে পেরেছিলেন। হিটলার বিশ্বাস করতেন যে, তিনি সকল শিল্পীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতম শিল্পী কারণ তিনি তার সুকৌশল দ্বারা জনগণের মধ্য থেকে একট বৃহৎ জাতির সৃষ্টি করেছেন যাদেরকে তিনি অবজ্ঞা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, কৌশলহীন রাজনীতির মধ্যে অনুপ্রেরণাই হচ্ছে সবকিছু। শিল্পানুভূতি ছাড়া নেতা সর্বদাই দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা। হিটলার একদা উক্তি করেছিলেন যে, "তার চতুষ্পার্শ্বের পৃথিবীর জনগণের আত্মাকে উন্মাদ করার জন্য অদৃষ্ট যাকে ডাক দেয়... তার প্রভু সর্বশক্তিমানের ক্ষমতার অধীনে তাকে ভুগতে হবে। তবু সে বলবে, যদি পৃথিবী তাকে নাও বুঝে অথবা বুঝতে ইচ্ছা নাও করে তথাপি একবার তার ভাগ্যতারকার কাছে অবিশ্বাসী প্রমাণ করার চেয়ে সমস্ত ব্যাপারেই তাকে ভুগতে হবে, যা তার অন্তরের মধ্যে জ্বলছে এবং তাকে চালিত করছে" ।[৩৫]

বাস্তব লোকেরা রাজনীতির এই মতবাদীদের সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে সতর্ক রয়েছে। আজকে ফ্যাসিজমের উদ্ভবের সঙ্গে তারা একটি নতুন এবং আরো ভীতিজনক ভূতকে দেখছে, তা হচ্ছে রাজনীতির শিল্পীরা।

লেবেনস্রম

রক্তের মতবাদ, সর্বাত্মক রাষ্ট্রনেতার মতবাদ এবং রাজনীতির শিল্পীদের মতবাদ থেকে নাৎসীগণ অবশেষে মাটির মতবাদের দিকে মোড় পরিবর্তন করে। এই মতবাদ-Lebensraum (বাসভূমি) নামক শব্দটিতে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এটা ইউরোপের হৃদভূমিতে অবস্থিত জার্মান রাষ্ট্রসমূহের লক্ষ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং বিজিত কতগুলি অ-জার্মান দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।[৩৬]

যুগান্তকাল ধরে এই ধারণা জার্মানদের মনে টনটন করছিল র‍্যাটজেল, জেলেন এবং হাউসহফারের ভৌগোলিক রাজনীতি এই বিশ্বাসে ইন্ধন জুগিয়েছিল যে, একটি জাতি হচ্ছে জীবিত প্রাণী যা প্রসার লাভ করবে বা মৃত্যুবরণ করবে। এর ঐতিহাসিক লক্ষ্য উপলব্ধি করতে হলে এর বৃদ্ধির জন্য বাসস্থান বা বাস করার জায়গার প্রয়োজন। ফ্রেডারিক রাটজেল (১৮৪৪-১৯০৪)[৩৭] তার বিখ্যাত গ্রন্থ Political Geography বা রাষ্ট্রীয়

ভূগোলে বর্ণনা করেছেন যে, একটি জাতির প্রসার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ভৌগলিক অবস্থান দ্বারা অধিক নির্ণীত হয়। ইতিহাসের গতিশীলতা ব্যাখ্যা করতে হবে বাস করার জায়গার জন্য বিশ্বের সংস্কৃতিবান জাতিসমূহের সংগ্রামের মাধ্যমে।

রুডলফ জেলেন (১৮৬৪-১৯২২)[৩৮] সুইডিস রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, জার্মান বিজয় অভিযানসমূহের একটি পরিকল্পনা দ্বারা এ অভিমতকে জনপ্রিয় করে তুলেন— জায়গার জন্য সংগ্রামে জার্মান জাতি বিজয়ী হওয়ার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। কার্ল হাউসহফার (১৮৬৯-১৯৪৬)[৩৯] হচ্ছেন ব্রিটিশ ভূগোলবিদ এইচ.জে. ম্যাকিনদার কর্তৃক "হৃদভূমির" ধারণাকে বিকশিত করার ব্যাপারে ভৌগোলিক রাজনীতির জার্মান পক্ষ সমর্থনকারী। ম্যাকিনদার ব্রিটেনকে সাবধান করে দিয়েছিল যে, যে কোনো আধিপত্যের যুদ্ধে নৌশক্তি স্থলশক্তির কাছে পরাজিত হবে যদি জার্মানী ও রাশিয়াকে ইউরোপের হৃদভূমি নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়া হয় (সে এলাকাটি হচ্ছে পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া)। ম্যাকিনার সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন যে, যে এই এলাকাতে রাজত্ব করে সেই হৃদভূমিকে শাসন করে। যে হৃদয়ভূমিকে শাসন করে সেই বিশ্ব দ্বীপপুঞ্জে রাজত্ব করে (ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা), যে বিশ্বদ্বীপপুঞ্জ শাসন করে সেই পৃথিবীতে রাজত্ব করে।[৪০] যদি সে সেখানে সাফল্য লাভ করে, তার দিগন্ত হবে সীমাহীন।

হাউসহফারের প্ররোচনায় নাৎসীগণ এটাকে স্বীকৃত দলীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। হিটলার তার Mein Kampf-এ লিখেছেন যে, জাতীয় রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির কর্তব্য হচ্ছে সে জাতির অস্তিত্বকে রক্ষা করা। এটা জার্মানীর ক্ষেত্রে যথার্থভাবে করা যায় পূর্বাঞ্চলীয় জাতিসমূহের ব্যয়ে রাষ্ট্রের সীমারেখা বৃদ্ধি করে।[৪১] জার্মানী দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিস্তার করতে গিয়ে অতীতে ভুল করেছিল। হিটলার বলেছিলেন, জার্মানী অবশ্যই ইউরোপের হৃদয়ভূমির দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। "আমাদের শুধুমাত্র মনে রাখতে হবে রাশিয়া এবং তার সীমান্তের করদরাজ্যসমূহ।"[৪২]

নাৎসীগণ সমতালে এইসব মতবাদের অন্যান্য দিকগুলিকে গ্রহণ করেছিল। তারা শুধুমাত্র অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমস্যার উত্তরই প্রদান করেনি[৪৩] বরঞ্চ তারা তাদের জাতিগত মতবাদের পূর্ণতা স্থাপন করেছিল। জার্মান জাতির উৎকৃষ্টতায় বিশ্বাসীগণ অধিকতর আস্থা স্থাপন করেছিল। একটি হচ্ছে সমগ্র জার্মান জাতি বিদেশী আধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং এক বিশাল জার্মানীভুক্ত হবে।[৪৪]

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নিকৃষ্ট জাতিসমূহ অবশ্যই জার্মান জাতির নিয়ন্ত্রণাধীণ আসবে এবং তার আদেশে চলবে। জার্মানীর বিশ্ব উদ্দেশ্য ছিল শ্রেষ্ঠতম সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যা নিম্নশ্রেণীর জাতির লোকদের সংস্কৃতি ও সংগঠন চালনা করবে। যুদ্ধ, বিজয় এবং ভূমি রাজনীতি দ্বারা জার্মানী বিশ্বকে শাসন করবে।

ফ্যাসিবাদের ভবিষ্যৎ

এটা খুবই স্বস্তিকর যে, যুদ্ধ এইসব উদ্দেশ্যের বাস্তব রূপায়ণকে প্রতিরোধ করেছে। কিন্তু এটা ভাবা ভুল হবে যে, ফ্যাসিবাদ আজকে মৃত। ফ্যাসিবাদ মৌলিক সমস্যার একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করে যা আমরা সমাধান করতে পারিনি। পশ্চিমী উদারতাবাদ এক ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সৃষ্টি করেছে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্প্রদায়, কর্তৃত্ব এবং উদ্দেশ্যের পরিবর্তন করেছে। এটা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু মানুষকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেয় নি, পথ নির্দেশ দেয়নি যা মানুষের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে অপ্রয়োজনীয় করেছে এবং

মানুষকে কোন আলোকোজ্জ্বল লক্ষ্য প্রদর্শন করেনি। উদারবাদ অধিকতর পীড়িত হয়েছে আলোচনার বাগাড়ম্বর, সাংবিধানিক পদ্ধতি, দুর্নীতি ও অদক্ষতা দ্বারা। ইটালিয়ানগণ গর্ব করত যে, মুসোলিনীর সময়ে ট্রেনগুলি ঠিক সময় মত চলত।

অসংখ্য মানুষের কাছে উদারতাবাদ এত চড়া দামের যে, খুব কম লোকই তার মূল্য দিতে সক্ষম। আমরা রাজি আছি, কিন্তু জার্মানী বা ইটালী কি তথাপি সম্মত হবে? মানুষের মনে যে ধারণাসমূহ রয়েছে তা যুদ্ধ দ্বারা কখনো পরাজিত হয় না এবং এ রচনায় বিশ্বাস করার মত খুব কমই যুক্তি আছে যে, জার্মানী এবং ইটালি[৪৫] একনায়কত্ব পরিত্যাগ করার কোন খাঁটি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে কিনা, ফ্যাসিবাদ প্রবলভাবে কম্যুনিস্টবাদের বিরোধিতা করে একটি ভয়ানক শক্তিরূপে জাগ্রত হওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

পাদটিকা :

১. এটা *Otto Dietrich* লিখিত *A Revolution in Thought (1939)* নামক নাৎসী সরকারি প্রচারণায় উত্তমভাবে বর্ণিত হয়েছে।
২. *The Doctrine of Fascisin (1932)* ফ্যাসিবাদের এই আদি বিবৃতি মুসোলিনী কর্তৃক *Encyclopedia It aliana*'র জন্য লিখিত হয়েছিল।
৩. *G.H. Sabine, A History of Political Theory (1937),* পৃষ্ঠা ৭৪৮
৪. উল্লেখিত গ্রন্থ।
৫. মাইকেল ওয়েকসট অনূদিত T*he Social and Political Doctrine of Contemporary Europe (1949),* পৃষ্ঠা ১৬৪
৬. উল্লেখিত গ্রন্থ পৃ. ১৬৫
৭. উল্লেখিত গ্রন্থ
৮. উল্লেখিত গ্রন্থ
৯. উল্লেখিত গ্রন্থ
১০. উল্লেখিত গ্রন্থ পৃ. ১৬৬
১১. উল্লেখিত
১২. উল্লেখিত পৃ. ১৬৭
১৩. উল্লেখিত পৃ. ১৬৭-১৬৮
১৪. *Mein Kampf (1925-27)* বিশেষত *Vol.* I, ch II, Vol. II. Chaps I, 2, 4, 1939 সালে প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ।
১৫. *W.M. McGovern, From Luther to Hitler (1941),* p.p. 603-604.
১৬. *Max Lerner, Ideas are Weapons (1939),* p 356.
১৭. Vol. I, Ch II.
১৮. *Mein Kampf,* p p 284 ff ১৯৪৩ সালে *Ralph Mannheim* অনুদিত ইংরেজি অনুবাদ।
১৯. হিটলার আর্যজাতির সমস্ত শাখারই কতগুলি উৎকৃষ্টতা সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন কিন্তু তিনি অনুভব করেছিলেন যে, আর্যদের সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণী জার্মানীতে অবস্থিত। জার্মানগণ সর্বশেষ এক জাতীয় শ্রেণীভুক্ত।
২০. *Mein Kampf* পৃ. ৬
২১. উল্লেখিত পৃষ্ঠা ২৯০। রোজেনবার্গ তাঁর *Des mythus Zo. Jahrhunderts* এ বলেছেন যে, "বিশ্বের ইতিহাসে উত্তর থেকে সমগ্র বিশ্বে আলোক বিকিরণ করেছে যার জন্ম হয়েছে নীলাক্ষী স্বর্ণকেশী শ্বেতজাতির মধ্যে যার কতগুলি বৃহৎ তরঙ্গ বিশ্বের আধ্যাত্মিক মুখশ্রীকে নির্ধারিত করেছে।" পৃ. ১১৪
২২. *Mein Kampf* পৃ. ২৯১-২৯২
২৩. ফ্রেডারিক ওয়াটকিন্স মন্তব্য করেছেন যে, এই আক্রমণ বিশেষত ফ্যাসিবাদের দুর্গ প্রাচীর নির্মাণ করতে গিয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সংগঠিত করতে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। "নিম্ন মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর মরীয়া সদস্যগণ সামাজিক উৎকৃষ্টতার ভীতিজনক অনুভূতিকে ঠেকিয়ে রাখতে উৎসুক ছিলেন। প্রভু জাতির ধারণাকে চিরস্থায়ী উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাতে বাস্তবিকই তাদের সানন্দ সম্মতি ছিল। ইহুদীদিগকে ধ্বংস করে, যাদের প্রতিযোগিতা ক্ষুদ্র দোকানদার, পেশাদার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা তীব্রভাবে অনুভূত হতো, এবং বেপথু মার্কসপন্থী মজদুরদের নিষ্ক্রিয় করে ফ্যাসি মতবাদ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আদ্য উন্নতির প্রতিজ্ঞা করেছিল। যদিও ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যবাদী প্রসার এবং প্রভুজাতির সদস্যদের জন্য শ্বেত গলাবন্ধ পরিহিত শাসন সংক্রান্ত অগুন্তি চাকরীর সারি সুদূরপ্রসারী আকাঙ্ক্ষার সম্মুখে সমুজ্জ্বল হয়েছিল"। *The Political Tradition of the West (1948)* পৃ. ৩৩৭-৩৩৮

২৪. *Rolf Tell* সম্পাদিত *Nazi Guide to Nazism* (1942) পৃ. ১১৪, পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নাৎসীদের জাতিগত মতবাদ উপহাস্য হয়েছিল, যেমন ইটালীয় ও জাপানীরা আকস্মিকভাবে উৎকৃষ্ট জাতির মর্যাদায় উপনীত হয়েছিল।

২৫. *Constitutional Law of the Greater German Reich* প্রচারণার পূর্বসূত্র *National Socialism (1943)* শিরোনামায় রাষ্ট্রীয় প্রকাশনী বিভাগের উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাবে।

২৬. উল্লেখিত গ্রন্থ পৃ. ৩৪

২৭. উল্লেখিত গ্রন্থ

২৮. উল্লেখিত গ্রন্থ পৃ. ৩৫, সামাজিক চুক্তি (*Social Contract*) এর রুশোর সাধারণ ইচ্ছার আলোচনার সঙ্গে তুলনীয়।

২৯. ১৯৩৯-এর ৩০ জানুয়ারিতে রাইখস্টাগের সম্মুখে বক্তৃতা, Tell উদ্ধৃত, পৃ. ৪৮

৩০. ২৫ পরিচ্ছেদ উর্ধ্বে দ্রষ্টব্য

৩১. *G.H. Sabine, A History of Political Theory, Rev. ed. (1950)* p.865.

৩২. উল্লেখিত গ্রন্থ

৩৩. উল্লেখিত গ্রন্থ

৩৪. ১৯৩৮ সালের ১২ জানুয়ারিতে মিউনিকে ভাস্কর্য প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন উপলক্ষে হিটলারের প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে। উদ্ধৃতি : *Tell,* পৃ. ৪৯

৩৫. ১৯৩৩ সালে জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসের সম্মুখে বক্তৃতা। রিচার্ড মনিগ থেকে উদ্ধৃত, *Adolf Hitler from his Speeches (1934).*

৩৬. *Sabine,* পৃষ্ঠা ৮৯১

৩৭. *Anthropogegraphic (1882-1891); Politische Geographic (1897).*

৩৮. *Stormakterna (1905); Staten som Lifsform (1916); grundriss zu-einen System der politik (1920).*

৩৯. *Zeitschrift fur geopolitik* দ্রষ্টব্য, যে প্রকাশনাকে *Haushofer* নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।

৪০. *Democratic Ideals and Realities (1919) p. 150*

৪১. *Mein Kampf,* pp 642-643

৪২. উল্লেখিত পৃষ্ঠা ৬৫৪

৪৩. *Rudolf Frercks, Gereman Population Policy (1934).*

৪৫. ফ্যাসিবাদ স্পেনেও চলেছিল, এবং দক্ষিণ আমেরিকায় এটা ক্রমশ নতুন নতুন সমর্থক পাচ্ছে।

গ্রন্থপঞ্জি :

Bayles, W.D., *Caesars in Goose Step* (New York, Harper, 1940).
Chandler, A.R. *Rosenberg's Nazi Myth* (Ithaca, Cornell Univ. Press, 1945).
Cobban, Alfred, *Dictatorship* (New York, Scribner, Cornell Univ. Press, 1945).
Dietrich, Otto, *A Revolution in Thought* (Berlin, Terramare, 1939).
Ebenstein, William, *Fascist Italy* (New York, American Book, 1939).
—, *The Nazi State* (New York, Farrar and Rinehart, 1943).
Frercks, Rudolf, *German Population Policy* (Berlin, Terramare, 1938).
Kneller, G.F., *The Educational Policy of National Socialism* (New Haven, Yale

Univ. Press, 1941).
Lerner, Max, *Ideas Are Weapons* (New York, Viking, 1939), Part III, Chap. 9.
Lichtenberger, Henri, *The Third Reich* (New York, Greystone, 1937).
Matthews, H.L., *The Fruits of Fascism* (New York, Harcourt, 1943).
McGovern, W. M., *From Luther to Hitler* (Boston, Houghton, 1941), Part IV.
Monnig, Richard, ed., *Adolf Hitler from His Speeches (Berlin, Terramare,* 1938).
Montague, M.F.A., *Man's Most Dangerous Myth : The Fallacy of Race* (New York, Columbia Univ. Press, 1942).
Neumann, Franz, *Behemoth* (New York, Oxford Univ. Press,1944).
Neumann, Sigmund, *Permanent Revolution* (New York, Harper, 1942).
Pitigliani, F., *The Italian Corporative State* (New York, Macmillan, 1935).
Sabine, G. H., *A History of Political Theory*, rev. ed. (New York, Holt,1950). Chap. 35.
Schinnerer, Erich, *German Law and Legislation* (Berlin, Terramare, 1938).
Schmidt, C.T., *The Corporate State in Action : Italy under Fascism* (New York, Oxford Univ. Press, 1939).

সপ্তম খণ্ড

মার্কসের প্রদত্তাধিকার

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কমিউনিজম

মার্কস এবং এঙ্গেলসের জীবনী ও রচনাবলি

কমিউনিজম,যাকে আমরা ইতিহাসের দর্শন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি ও যা মানবীয় ক্রমোন্নতির বস্তুতান্ত্রিক ধারণার ওপর ভিত্তিশীল, তার সূচনার জন্য কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কাছে ঋণী। লেনিন ও স্টালিনের সঙ্গে তারা নতুন সুসমাচারের অবতাররূপে শ্রদ্ধালাভ করেন, ভ্রাতৃত্ব প্রেমের ভিত্তিতে নয়, বরঞ্চ শ্রেণী বিরোধ ও বিপ্লবের প্রমাণহীন মতবাদের ভিত্তিতে।

মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) জার্মানির ট্রিভসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন ইহুদি আইনজীবীর পুত্র, যিনি পবে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে তিনি প্রথম দিকেই উজ্জ্বল মনের পরিচয় দেন এবং তাঁর অদম্য অধ্যবসায়ের জন্য সুপ্রসিদ্ধ হন। তিনি হেগেলের দর্শন ও স্যাভিগ্নির ইতিহাসের গভীরে নিমজ্জিত হন। তিনি তার 'জেনির প্রতি' কয়েক খণ্ড কবিতা গ্রন্থ রচনা করেন। জেনি ছিল অভিজাত পরিবারের একটি সুন্দরী মেয়ে, যার সঙ্গে তিনি পরবর্তীকালে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং তিনি এপিকিউরিয়াসের বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের ওপর তাঁর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা সমাপ্ত করেন।

হেগেল অধ্যয়নের ফলে তিনি পূর্বেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তিনি তাঁর আদর্শবাদী চিন্তাধারায় একটি মৌলিক ভুল করেছেন। হেগেলের কাছে ইতিহাসের প্রধান উৎস ছিল "বিশ্ব ধারণা" বা "একচ্ছত্র জীবনী শক্তিকে" উন্মোচন করা। মার্কসের কাছে ইতিহাসের অর্থ ছিল তাঁর চতুষ্পার্শে অবস্থিত বস্তুজগৎ। তিনি তার পিতার কাছে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, "একটি যবনিকা পড়েছে, আমার পবিত্রতার চেয়ে পবিত্র (হেগেল) চুর্ণীকৃত হয়েছেন এবং শূন্য সমাধি মন্দির থেকে নতুন দেবতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

আদর্শবাদ থেকে শুরু করে... আমি এর মধ্যে সত্য ধারণাকে অনুসন্ধান করতে অগ্রসর হই। যদি আদিকালে দেবতাগণ পৃথিবীর উর্ধ্বে বাস করতো, তারা এখন তার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। হেগেলের "হাস্যকর এবড়োখেবড়ো সুর" আনন্দদায়ক ছিল না। "আমি আলাপ করেছিলাম আবার সমুদ্রে ডুব দিয়ে... আসল মুক্তালোক সূর্যালোকের সম্মুখে আনতে।"[২]

মার্কস শিক্ষায়তন সংক্রান্ত জীবন অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর চিন্তাধারাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এতো অত্যাধুনিক প্রতিপন্ন হয়, যার ফলে তাকে সংবাদিকতার দিকে চালিত করে। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের কোলনে তিনি একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক হন; কিন্তু এবারও ধর্মের ওপর আধুনিক মতবাদ তার প্যারিস গমনকে ত্বরান্বিত করে। মার্কস প্যারিস পছন্দ করেছিলেন কারণ তিনি আশা করেছিলেন

যে, ফরাসি সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে আরো অধিক কিছু জানবেন। তিনি প্রুধো ও ব্লাঙ্কের মতো লোকদের সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছিলেন; কিন্তু তিনি প্যারিসে এসে শিগগির দেখলেন যে সবই মিথ্যা মরীচিকা মাত্র। ফরাসি সমাজতন্ত্রবাদিগণ পুঁজিবাদের সঙ্গে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে; কিন্তু তারা সমাজতন্ত্রবাদকে একটি দর্শন বা পরিকল্পনা হিসেবে রূপ দিতে সক্ষম হয় নি। লাস্কি বিবৃতি দিয়েছে যে, মার্কসের সম্বন্ধে আসল সত্য হচ্ছে এই যে, "তিনি সমাজতন্ত্রবাদকে একটি বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেখেন, তার দ্বারা এটি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং সমস্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ স্বার্থের জন্য অবিরাম জোর দিতে থাকে।"[৩] অধিকাংশ ফরাসি সমাজতন্ত্রবাদীদের মতো না হয়ে মার্কস বিশ্বাস করতেন যদি শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থাকে উন্নীত করতে হয়, তবে রাজনৈতিক কার্যে মতবাদ ও কার্যের মিলন ঘটাতে হবে। মতবাদ ছাড়া নিপীড়িত জনগণ হারিয়ে গিয়েছে; কিন্তু নিপীড়িত জনগণ ব্যতিরেকেও মতবাদ হারিয়ে গিয়েছে। সমাজতন্ত্রবাদীদের কাছে, যারা রাজনীতিকে অবজ্ঞা করতেন মার্কস উত্তর দিয়েছিলেন যে, একটি নতুন মতবাদ ঘোষণা করাই যথেষ্ট নয় এবং প্রত্যেককে এর কাছে নতি স্বীকার করানোর কথা আশা করা যায় না। বাস্তব সংগ্রাম রয়েছে রাস্তার নিচে যেখানে একমাত্র বিজয়কে লাভ করতে হবে।

প্যারিসে অবস্থানকালীন মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের (১৮২০-১৮৯৫) সঙ্গে তার পরিচয়কে নিবিড় করে তোলেন। এইভাবে শুরু হলো ইতিহাসের একটি বিখ্যাত সহযোগিতা। চব্বিশ বছর বয়সের এঙ্গেলস্ মার্কসের দুই বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন এবং উভয়ে একই পটভূমি থেকে এসেছিলেন। তিনি তার পরিবারের একটি সুতার মিলের ম্যানেজার নিযুক্ত হন; কিন্তু তার কাছে এটা ছিল তার বুদ্ধিবৃত্তি ও রাজনৈতিক জীবন ধারণের সামান্য উপজীবিকা মাত্র। ইংল্যান্ডের ফ্যাক্টরি ও জনাকীর্ণ বস্তি এলাকাগুলোতে যেখানে তার অধিকাংশ জীবন কেটেছে এগুলো তাকে এত কষ্ট দিয়েছে যে তিনি মার্কসের সাথে সাক্ষাতের পূর্বেই বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রবাদের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তার দ্রুত মন ও উপস্থিত বুদ্ধির ফলে মার্কস তাকে লিখেন যে, "তুমি জান আমি কোন জিনিস ধীর গতিতে বুঝি এবং এজন্য আমি সর্বদাই তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করি।"[৪] এই সহযোগিতার অংশীদারে এঙ্গেলস তার নিজের গুরুত্বকে বাদ দিয়ে লিখেন যে, "যে কাজের জন্য নিয়োজিত" সে কাজ তিনি করে দেবেন। তিনি মার্কসের অবিসংবাদী প্রতিভাতে দ্বিতীয় বীণা বাজাবেন।[৫] কে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করেছিলেন বলা শক্ত। যে গ্রন্থগুলো তারা উভয়ে লিখেছিলেন প্রত্যেক দিক দিয়েই সেগুলো যৌথ ফল। যদি মার্কস কখনো বেঁচে না থাকতেন তাহলে সম্ভবত এঙ্গেলসই মার্কসের চেয়ে সুপ্রসিদ্ধ হতেন। কিন্তু ইতিহাস মার্কসকেই শ্রেষ্ঠতর কর্তৃত্ব দেয়ার জন্য চয়ন করেছে এবং এঙ্গেলসকে দিয়েছে দ্বিতীয় অংশীদারের স্থান।

প্রাশিয়ান সরকারের চাপে ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মার্কস প্যারিস থেকে বিতাড়িত হন। তিনি প্রথম ব্রুসেলসে যান যেখানে তিনি তার Communist Manifesto (কমিউনিস্ট ইস্তেহার) রচনা করেন। অতঃপর তিনি কোলনে যান, যেখানে তিনি বৈপ্লবিক পত্রিকাসমূহ সম্পাদনা করেন এবং অবশেষে ইংল্যান্ডে, যেখানে তিনি তার বাকি জীবন অতিবাহিত করেন।

ইংল্যান্ডকে প্রায়ই নির্বাসনের জননীস্বরূপ অভিহিত করা হতো এবং মার্কসের জন্য এ জায়গা খুবই ভালো ছিল না। পরবর্তী বছরগুলোতে সেখানে তিনি যে নিদারুণ দরিদ্রতা ও দুরবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন। তাঁর বৃহৎ পরিবার নিয়ে তিনি একটি দু'কক্ষবিশিষ্ট ফ্ল্যাট বাড়িতে বাস করতেন। তাঁর স্ত্রী প্রায়ই অসুস্থ

থাকতেন এবং পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। খাদ্য দুষ্প্রাপ্য ছিল। কিন্তু মার্কস শুধু তার বন্ধু এঙ্গেলসের মহানুভবতার জন্য চলতে পাচ্ছিলেন। রুহলে স্মরণ করেছেন যে, তার জীবন ছিল অপরিশোধ করা মূল্য তালিকা, অসুস্থতা এবং চরম দুর্ভাগ্যের উত্তরাধিকার। মার্কসের স্ত্রী তাঁর জনৈকা বান্ধবীর কাছে লিখেছিল : এ জীবনের এক দিনের কথা আমাকে বলতে দাও যা বাস্তবিক পক্ষে ঘটেছিল এবং তুমি দেখবে যে, সম্ভবত অন্য খুব কম উদ্বাস্তুই এতখানি কষ্টে ভুগেছে। যেহেতু আর্দ্র শুশ্রূষাকারিণী এখানে খুবই ব্যয়সাধ্য ছিল, তথাপি আমার বুকে এবং পিঠে তীব্র বেদনা থাকা সত্ত্বেও আমি আমার বাচ্চাটিকে শুশ্রূষা করতে মনকে বাঁধলুম কিন্তু ছোট্ট এঞ্জেল দুধের সঙ্গে এতো দুঃখ পান করেছিল যে, সে দিবারাত্র প্রচণ্ড ব্যথায় অবিরত বিরক্ত করছিল। যতদিন সে পৃথিবীতে ছিল দু'তিন ঘণ্টার বেশি একটি রাতও ঘুমোতে পারে নি। শেষের দিনে তীব্র খিঁচুনি শুরু হয়, যার মধ্যে বাচ্চাটি জীবন মৃত্যুর দোলায় দুলতে থাকে। এক রাতে আমি বসে যখন (প্রিয় দুঃখী বাচ্চাটির) শুশ্রূষা করছিলাম তখন আকস্মিকভাবে আমাদের বাড়িওয়ালী গৃহকর্তী এসে উপস্থিত। শীতের মধ্যে আমরা তাকে আড়াইশ' ডলারের অধিক অর্থ পরিশোধ করেছিলেম এবং এরপর সে এতে সম্মত হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে তার গৃহকর্তা ছাড়া তাকে আর অর্থ দিতে হবে না, যে গৃহকর্তা মামলায় অভিযুক্ত ছিল। সে এখন তাঁর পূর্ব চুক্তিকে অস্বীকার করলো এবং পাঁচ পাউন্ড দাবি করলো যা নাকি আমরা তার কাছে ঋণী ছিলাম। আমরা যেহেতু চাওয়া মাত্রই সে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে পারলুম না, দু'জন দালাল ঘরে এসে ঢুকল এবং আমার জিনিসপত্র ছিল সবই একে একে দখল করলো—বিছানা, কাপড়চোপড়, সবকিছু, এমনকি বাচ্চার দোলনাটি এবং বাচ্চা মেয়েগুলোর খেলনাগুলোও। যার ফলে বাচ্চাগুলো তীব্রভাবে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। তারা দু'ঘণ্টার মধ্যে সবকিছু নিয়ে যাবে বলে ভয় দেখাল। আমার হিম জমাট শিশুদেব পাশে গিয়ে যন্ত্রণাদায়ক বুকের ব্যথা নিয়ে আমি শূন্য মেঝেতে শুয়ে পড়লুম। আমাদের বন্ধু শ্রাম অবিলম্বে আমাদের সাহায্য করতে এসেছিল, সে একটি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এলো, ঘোড়াগুলো খুব থুবড়ে পড়ে গেল, সে লাফ দিয়ে পড়লো এবং তাকে রক্তাক্ত দেহে গৃহে আনা হলো যে ঘরে আমি বিলাপ করছিলাম এবং আমার দুঃখী সন্তানগুলো ভয়ে কাঁপছিল।[৬]

কিন্তু এতসব দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েও মার্কস তার অদম্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন "পুঁজিবাদের দাসত্বের বন্ধন থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্ত করার জন্য।" তিনি তার Capital (পুঁজি) গ্রন্থের অর্থনৈতিক মতবাদের বৃদ্ধিকল্পে দীর্ঘ ঘণ্টা সময় বৃটিশ মিউজিয়ামে কাজ করতে লাগলেন। অসংখ্য খণ্ড পত্রাবলির দ্বারা তিনি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেও তাঁর বিরোধীদের সমালোচনা করে অসংখ্য প্রচার পুস্তিকা লিখেছিলেন। তিনি সে সময়ে হোরেস গ্রিলি সম্পাদিত New York Tribune (নিউইয়র্ক টিবিউন পত্রিকায় তার অনেকগুলো ধারাবাহিক রচনা বিক্রি করেন এবং এঙ্গেলসের সঙ্গে তিনি ১৮৬৪ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (International Working Men's Association) প্রতিষ্ঠা করেন। দারিদ্র্য ও সংগ্রাম তাঁর নিত্য সহচর ছিল, কারণ অবশেষে তিনি "ইতিহাসের শক্তিকে উন্মোচিত করে" তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে সাফল্য মণ্ডিত করতে সক্ষম হন।

মার্কস রচিত দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে Communist Manifesto (কমিউনিস্ট ইস্তেহার) ও Capital (পুঁজি) এঙ্গেলসের সহযোগিতায় লিখিত কমিউনিস্ট ইস্তেহারকে মার্কসের রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠতর বলা হয়।[৭] কারণ বলিষ্ঠতা ও পরিচ্ছন্নতার

দিক দিয়ে এর খুব কমই প্রতিযোগী রয়েছে। প্রচারণার যন্ত্র হিসেবে এর সমকক্ষ কিছুই নেই। এর পরিসমাপ্তি ঘটে এ কথাগুলোর দ্বারা যে, "তাদের অভিমত ও উদ্দেশ্যকে গোপন করতে কমিউনিস্টগণ ঘৃণা করে। তারা মুক্তভাবে ঘোষণা করে যে, সমগ্র সামাজিক বিধানকে বলপ্রয়োগ দ্বারা উচ্ছেদ করার মাধ্যমেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কমিউনিস্ট বিপ্লবের উন্নতি দেখে শাসক শ্রেণী ভয়ে কম্পিত হোক। একমাত্র শৃঙ্খল ছাড়া নিপীড়িত জনগণের আর কিছুই নেই। তাদের জয় করার জন্য একটা পৃথিবী রয়েছে। সর্বদেশের নির্যাতিত জনতা এক হও।"

সমস্ত জীবনের কাজ হিসেবে মার্কস Capital (পুঁজি)-এর পরিকল্পনা করেন। তিনি তার এক বন্ধুকে লিখেছিলেন যে, তিনি তাঁর এই মহৎ কাজের জন্য আরাম, সুখ এমনকি তার পরিবারের প্রতিও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সমস্ত একনিষ্ঠ পাঠকের জন্যই এই রচনা গুরুভার মনে হবে, কিন্তু সত্যিকারের মার্কসবাদীদের জন্য Capital (পুঁজি) কমিউনিজমের বেদবাক্য হয়েই থাকবে। এতো মতবাদ, বর্ণনা এবং বিশ্লেষণের অনবদ্য রূপায়ণ ঘটেছে উদ্বৃত্ত মূল্যের কাল্পনিক বিশ্লেষণ অনুসৃত ম্যানচেস্টার কার্ডি যন্ত্র চালকের চালনার বিশেষ বর্ণনা দ্বারা। Capital-এর (পুঁজির) তিনটি খণ্ড রয়েছে; প্রথমটি ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অন্য খণ্ডগুলো মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়।

অন্য যেসব রচনার উল্লেখ করা প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে Poverty of Philosophy (দর্শনের দরিদ্রতা) Contribution to the Critique of Political Economy (রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনার অবদান) এবং Eleven Theses on Feuerbach Poverty of Philosophy (দর্শনের দরিদ্রতার ১১টি গবেষণা গ্রন্থ) ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় প্রুধোর Philosophy of Poverty-র উত্তর হিসেবে এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের পূর্ণাঙ্গ অভিযোগপত্ররূপে মার্কস প্রুধোকে ইতিহাস অথবা অর্থনীতিব কোনো ধারণা ছাড়াই চাষার মতো চিন্তা করার জন্য অভিযুক্ত করেন। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত The Critique of Political Economy (রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমালোচনা) মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুতন্ত্রবাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা যুক্ত রচনা হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিগগিরই আমরা এই বিবৃতির কারণ খুঁজবো। The Eleven Theses on Feuerbach (1845) মার্কসের দার্শনিক বস্তুতন্ত্রবাদকে বর্ণনা করেছে। তিনি সমাপ্ত করেছেন যে, দার্শনিকগণ শুধু বিভিন্ন দিক দিয়ে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে তাকে পরিবর্তিত করা।

হেগেল থেকে মার্কস

মার্কসও হেগেল দ্বারা কমিউনিজমেব মতবাদ জার্মান আদর্শবাদ, ইংরেজ অর্থনীতি এবং ফরাসি বৈপ্লবিক এবং সামাজিক চিন্তাধারা দ্বারা উদ্ভূত হয়েছে। প্রথমত মার্কসবাদ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও শ্রেণীযুদ্ধের মতবাদের ওপর অবস্থিত যা হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। দ্বিতীয়ত এটা মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্য মতবাদের ওপর নির্ভরশীল, যা ইংরেজ পৌরাণিক অর্থনীতির ওপর অবস্থিত। অবশেষে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিপ্লবের মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লব ও ফরাসি সমাজতন্ত্রবাদের উপাদান, রাষ্ট্রের বিশীর্ণ ক্ষীণকায় হয়ে বিলুপ্তির ধারণা।

এর প্রথম শব্দ সংজ্ঞা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলতে মার্কস কি বুঝাতে চেয়েছেন তা বুঝতে হলে হেগেল সম্পর্কে ও হেগেলের যুক্তিবাদী পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে কিছু জানা

প্রয়োজন। মার্কস যদিও হেগেলের দর্শনের সারমর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তবুও তার তার্কিক পদ্ধতিতে তার ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পূর্বসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। হেগেলের মতে[৮] ইতিহাস তার অর্থলাভ করেছে ধারণার পরস্পরের ওপর প্রভাবের ক্রিয়া থেকে এবং তাই একমাত্র সত্য ছিল। ইতিহাস নির্ভর করছে ঐশ্বরিক পরিকল্পনা অনুসারে "বিশ্বপ্রাণ বা একচ্ছত্র ধারণাকে" ধীরে ধীরে উন্মোচনের ওপর, যা বিশ্বে আসন্ন। ধারণাগুলোর ওপর অপর ধারণাগুলো প্রভুত্ব করার জন্য সংগ্রাম করেছে আর এই সংগ্রামের গতিশীলতা থেকে নতুন ধারণার উৎপত্তি হচ্ছে, যা স্বয়ং বিধাতার চরম পরিপূর্ণতার ঘনিষ্ঠ নৈকট্য প্রয়াসী হচ্ছে।

ফলত কোনো ধারণাকেই স্থবির অথবা পরিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। সমস্ত জিনিসই একটি প্রবাহের মধ্যে রয়েছে (যাকে হেগেল 'হওয়ার অবস্থা' হিসেবে অভিহিত করেছেন)। প্রত্যেকটি ধারণা (গবেষণা) তার অসম্পূর্ণতার জন্য অথবা সহজাত বিরুদ্ধবাদিতার জন্য প্রকৃতিগতভাবেই তার বিপরীতের (বৈষম্যের) দিকে চালিত হয় এবং এ দুটি থেকে সত্য আবির্ভূত হয়ে উভয়টির (সংযোগ সাধন)[৯] দ্বারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। এর ফলশ্রুতি সমন্বয় অতঃপর একটি নতুন চিন্তায় (গবেষণায়) পরিণত হয় এবং এই পদ্ধতি অশেষ শৃঙ্খল দ্বারা পুনরাবর্তিত হতে থাকে।[১০]

মার্কস এ কথায় একমত হয়েছিলেন যে, ইতিহাস যৌক্তিক পরিকল্পনা অনুযায়ীই উন্মোচিত হয়; কিন্তু একথা বিশ্বাস করতেন না যে, ধারণাই হচ্ছে এর নিয়মতান্ত্রিক উপাদানসমূহ। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, হেগেল ইতিহাসকে তার মাথার ওপরে দিকে পরিবর্তিত করেছেন, যে ধারণাসমূহ বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। এগুলো হচ্ছে বরঞ্চ জড় অবস্থার ফল। Capital (পুঁজি) গ্রন্থের একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদের তিনি বর্ণনা করেছেন 'হেগেলের কাছে চিন্তার পদ্ধতি যা যার নামে বাস্তব পৃথিবীর স্রষ্টাকে একটি স্বাধীন বিষয়ে রূপান্তরিত করেছে এবং বাস্তব পৃথিবী হচ্ছে 'ধারণার বাহ্যিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ঘটনার রূপ। আমার কাছে বিপরীতভাবে, আদর্শ বাস্তব পৃথিবী ছাড়া আর কিছু নেই যা মানুষের মন দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে এবং চিন্তার আকৃতিতে রূপায়িত হয়েছে"।[১১] মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত জিনিসই বাস্তব অবস্থার ওপর নির্ভরশীল এবং তা যুক্তির কার্যকারিতার আসল সঙ্কেত প্রদান করে। ধারণার বিপরীত ধারণাও সমন্বয় সাধনকারী ধারণার পরস্পরের ওপর ক্রিয়ার ফলে যে ধারণার উদ্ভব হয় তার প্রধান উপাদানগুলো প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পার্থিব জড় বস্তু এবং তা উদ্ভূত হয় উৎপাদনের উপায় সম্পর্কিত মানুষের সম্পর্কের মাধ্যমে।

ঐতিহাসিক বস্তুতন্ত্রবাদ

মার্কস যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, "প্রত্যেক সমাজেই দুটি মৌলিক উপাদান পাওয়া যাবে। যেগুলো হচ্ছে উৎপাদনের বস্তুগত শক্তি এবং তাদের ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় শক্তি। এগুলোই উৎপাদনের অবস্থাসমূহ" তৈরি করে। এই উৎপাদনের অবস্থাসমূহকে সক্রিয়ভাবে কার্যকরী করতে হলে সমাজ সংগঠিত হয়। মার্কস যাকে বলেছেন উৎপাদনের সম্পদ এগুলো সর্বদাই উৎপাদনের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল এবং এগুলোকে যে-কোনো সমাজের সম্পত্তি সম্পর্কে দেখা যায়। বর্ণনা দিয়ে বলতে হলে, একটি পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের অবস্থাবলির সক্রিয় ব্যবহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং একটি বৃহৎ ভোগী শ্রমিক শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষা করে। এটা অবশ্য মৌলিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে[১২] কতগুলো আইনগত, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক ধরনের তাৎপর্য প্রতিফলিত করে; কিন্তু মার্কসের নিজের ভাষায় বলতে

গেলে মানুষ যে সামাজিক উৎপাদনসমূহ চালিয়ে যায় তাতে তারা একটি সুনির্দিষ্ট সম্পকে প্রবেশ করে, যা তাদের ইচ্ছা থেকে অপরিহার্য ও স্বাধীন। এই উৎপাদনের সম্পর্কগুলো তাদের উৎপাদনে জড় শক্তিগুলোর নির্দিষ্ট স্তরের উন্নতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এইসব উৎপাদনের সর্বমোট সমষ্টিগুলি সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণ করে—যা হচ্ছে আসল ভিত্তি ভূমি—যার ওপর আইন সম্বন্ধীয় ও রাষ্ট্রনৈতিক গাঁথুনি উত্থিত হয় এবং যার সঙ্গে নির্দিষ্ট ধরনের সামাজিক চেতনা সম্পর্কযুক্ত। বাস্তব জীবনে উৎপাদনের পদ্ধতি জীবনের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আধ্যাত্মিক পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণ করে। এটা মানুষের সচেতনতা নয় যা তাদের অস্তিত্বকে স্থিরকৃত করে, বরং বিপরীত দিক দিয়ে তাদের সামাজিক অস্তিত্ব তাদের সচেতনতাকে স্থিরীকৃত করে। এই ক্রমোন্নতির একটি নির্দিষ্ট স্তরে গিয়ে সমাজের উৎপাদনের জড় শক্তিসমূহ প্রচলিত উৎপাদনের সম্পর্কের সঙ্গে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়, অথবা যা একই জিনিসের আইনগত প্রকাশ, সম্পত্তি সম্বন্ধীয় সম্পর্ক, যার মধ্যে পূর্বে তারা কার্যে নিরত ছিল। উৎপাদনের শক্তির উন্নতির নমুনা থেকে এই সম্পর্কগুলো নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর পরেই আসে সামাজিক বিপ্লবের কাল। অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সমগ্র বিপুল ভিত্তিমূল কম বেশি দ্রুত রূপান্তরিত হয়।

যাহোক, এটা লক্ষণীয় যে, কোনো সামাজিক বিধানই সমস্ত উৎপাদন শক্তির সম্মুখে নিশ্চিত হয়ে যায় না, যার জন্য এতে সুযোগ রয়েছে আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং নতুন ধরনের উৎপাদন সম্পর্কে কখনো আবির্ভূত হয় না যতদিন তাদের অস্তিত্বের জড় অবস্থাগুলো পুরনো সমাজের গর্ভে পরিপুষ্ট হয়ে না ওঠে। অতএব মানব সমাজ সে সমস্ত সমস্যাই গ্রহণ করে যা তারা সমাধান করতে পারে। কারণ যেহেতু অধিক ঘনিষ্ঠভাবে এ ব্যাপারের দিকে তাকালে আমরা সবসময়ই দেখবো যে স্বয়ং সমস্যার উৎপত্তি ঘটে তখনই যখন জড় অবস্থাগুলো তার সমাধানেব জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পূর্বেই অবস্থিত থাকে অথবা প্রায় এক রূপ গঠনের পদ্ধতিতে থাকে।[১৩]

যে স্তরে সমাজের উৎপত্তি ঘটেছিল তাকে মার্কস চার প্রধান স্তরে বিভক্ত করেছেন যেমন, এশীয়, প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া বা উচ্চ ধনী মধ্যবিত্ত। প্রত্যেকটিই উৎপাদন শক্তির সঙ্গে বিরুদ্ধবাদিতার ফলে উৎপাদন শক্তিকে পেছনে ফেলে উৎপন্ন হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই বেসুরো রাগিণী একটি সমাধান দ্বারা অতিক্রান্ত হয়েছে, যা দ্বন্দ্বের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। যদিও এই দ্বন্দ্ব অনেক আকৃতিই ধারণ করেছিল কিন্তু এর সারমর্ম ছিল দুটি বিরুদ্ধবাদী শ্রেণীর সঙ্গে অদম্য সংগ্রাম। তাদের মধ্যে যারা পুরোনো উৎপাদনের সম্পর্ক থেকে উপকৃত হয়েছে এবং যারা উৎপাদনের নতুন এবং প্রসারিত শক্তি থেকে উপকার লাভ করবে। মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেকটি সমাজ অত্যাচারী এবং অত্যাচারীদের মধ্যে বিভক্ত এবং তাই "সমস্ত অস্তিত্ব সম্পন্ন সমাজের ইতিহাসই শ্রেণী যুদ্ধের ইতিহাস"।[১৪] এটা বিশেষ করে বুর্জোয়া যুগের জন্য সত্য। আধুনিক পুঁজিবাদ তার সমগ্র শক্তিকে বৃদ্ধি করেছে একমাত্র বৃহৎ মজদুর শ্রেণীকে সৃষ্টি করে, যারা সম্পূর্ণভাবে তাদের মজুরির ওপর জীবন ধারণ করে। পুঁজিপতিদের একটি মানব শান্তি সংগ্রহাগারের প্রয়োজন, যা তারা চলিত মূল্যে ভাড়া করে; যেমন একজন মিল মালিক গম ক্রয় করে। আধুনিক পুঁজিবাদ লাভের বাসনার ওপর নির্ভরশীল যা শ্রেণী সমস্যাকে বৃদ্ধি করেছে। পুঁজিপতির কামনা আতঙ্ক এবং আরো অধিকতর লাভের জন্য লাভ সঞ্চয়ই তার জীবনের একমাত্র উত্তেজনার উৎস। অতএব ইতিহাসকে অবশ্যই লিপিবদ্ধ করতে হবে যে কয়েকজনে মাত্র ধনী হচ্ছে এবং মজদুর শ্রেণী ক্রমাগতই দরিদ্রতর

দুর্বল ও অসংখ্য হচ্ছে যার দ্বারা তাদের মালিক শ্রেণীর মতো শক্তিশালী ভ্রাতাদের দ্বারা ভগ্ন হয়ে মজদুর শ্রেণীতে পর্যবসিত হতে বাধ্য হচ্ছে।

এরূপ ঘটনার ফলে, যাহোক, বঞ্চিত শ্রেণী দৃঢ়বদ্ধ হতে শুরু করেছে এবং তাদের আয়তন ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে মালিক শ্রেণীর উত্তরোত্তর বর্ধিত ধনসম্পদের তুলনায় তারা তাদের দরিদ্রতা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং সামাজিক দার্শনিক (মার্কসের) সহায়তায় তারা উপলব্ধি করতে পাচ্ছে যে, এরাই সমাজের সমস্ত পার্থিব বস্তু উৎপাদন করছে, কিন্তু তার প্রতিদানে উৎপাদিত সামগ্রীর অতি সামান্য অংশই পাচ্ছে। মার্কস শেষোক্ত সমস্যাটি তার Capital (পুঁজি) গ্রন্থে আগাগোড়া আলোচনা করেছেন। মার্কসবাদের অর্থনৈতিক দিক উদ্বৃতি মূল্য মতবাদের ওপর নির্ভরশীল এবং তা অন্যদিকে ইংরেজ পৌরাণিক অর্থনীতির শ্রমের মূল্য মতবাদের ওপর নির্ভরশীল। রিকার্ডোর অভিমত ছিল[১৫] এবং লক পূর্বে ধারণা পোষণ করতেন[১৬] যে-কোনো জিনিসের মূল্য তার উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের মূল্য দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। যে এক জোড়া জুতা তৈরি করতে পনের ঘণ্টা সময় ব্যয় হয় তার বিনিময় মূল্য এক বুশেল ময়দা উৎপাদনের শ্রমের মূল্যের সমান। এই অভিমতে মার্কস তার আন্তরিক সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। মার্কস জোর দিয়ে বলেছেন যে, মানুষের পরিশ্রমের জন্যই একটি প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য এবং এর ফলেই তার সুস্পষ্ট বা বাস্তবরূপ ধারণ করেছে। অতএব, কিভাবে এই মূল্যের বিশালতা পরিমাপ করা যাবে? সরলভাবে মূল্য উৎপাদনের সারাংশের পরিমাণ দ্বারা, জিনিসটিতে যে পরিশ্রম রয়েছে তার দ্বারা।"[১৭] তারা যে-কোনো জিনিস উৎপাদনের শ্রমের পরিমাপে এর মূল্য সৃষ্টি করে এবং তাদেরই তাদের উৎপাদনের পূর্ণ মূল্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। যাহোক, পুঁজিপতিগণ যাদের শিল্পের জন্য শ্রমিকদের পূর্ণ লভ্যাংশ দিতে অনিচ্ছুক। খাজনা, সুদ এবং লভ্যাংশ হিসেবে তারা শ্রমিকদের উৎপাদনের একটি অংশ হিসেবে জোর করে আদায় করে।

তারা এই অনুপার্জিত অংশগ্রহণ করে যাকে মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্য মতবাদ হিসেবে অভিহিত করেছেন। একটি শ্রমিক একদিনে তাঁর বাঁচার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি জিনিস উৎপাদন করতে পারে কিন্তু সে তার নিয়োগ কর্তা দ্বারা মাত্র তার জীবন ধারণ উপযোগী বেতন পায়।[১৮] এই পার্থক্যকে বলা হয় উদ্বৃত মূল্য যা মালিকগণ আত্মসাৎ করে।

অর্থের মালিকগণ তাদের মূল্য দিয়ে শ্রম শক্তি ক্রয় করে, যা অন্যান্য জিনিসের মূল্যের মতোই সামাজিকভাবে এর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের সময় দ্বারা নিরূপিত হয় অর্থাৎ শ্রমিক ও তার পরিবারের ভরণপোষণের মূল্য শ্রম শক্তি ক্রয়ের ওপর অর্থের মালিক তাকে ব্যবহারের অধিকারী হয় অর্থাৎ তাকে সমস্ত দিনের জন্য কাজে লাগায়—ধরা যাক বারো ঘণ্টা। ইতিমধ্যে ছয় ঘণ্টার মধ্যে ("প্রয়োজনীয়"—শ্রমের সময়) সে 'উদ্বৃত্ত' উৎপাদন করে, যার জন্য পুঁজিপতি তাকে কোনো মূল্য দেয় না।[১৯]

মার্কস অনুমতি দিয়েছেন যে, পুঁজিপতিকে প্রয়োজনীয়ভাবে কাজে লাগানো হোক এবং সেও উৎপাদিত মুল্যের সমান অংশ ভোগ করুক; কিন্তু তার উদ্বৃত্ত মূল্যের ওপর কোনো অধিকার নেই, যা সে বাস্তবিক পক্ষে শ্রমিকের পরিবারের মুখ থেকে চুরি করে।

এই অবিচারকে সংশোধন করতে হলে পুঁজিপতিকে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে একটি সমষ্টিগত অর্থনীতির পথ করে দিতে হবে, যাতে প্রত্যেকেই তার ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন করবে এবং তার প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করবে। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাজত্বই শ্রমিকের যা অংশ তা তাকে ন্যায্যভাবে প্রত্যর্পণ

করতে পারে সুদ, লাভ এবং খাজনা উচ্ছেদ করে দিয়ে। যদিও সমাজতন্ত্রবাদ অর্থনৈতিক শোষণের সমস্যার পরিষ্কার উত্তর; কিন্তু পুঁজিপতি সমাজের দ্বারা সৃষ্ট নমুনার রাষ্ট্রে সাফল্য অর্জন করা দুষ্কর।

রাষ্ট্রের মতবাদ

আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, মার্কস রাষ্ট্রকে অবস্থিত অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের প্রতিফলন হিসেবে ধারণা করেছেন। এটি শ্রেণী যুদ্ধের একটি অংশ। এঙ্গেলস প্রত্যক্ষ সম্পর্কগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি সুসংগঠিত বল প্রয়োগের শক্তির রক্ষণের প্রয়োজন মনে করেছে।[২০] রাষ্ট্র সুসংগঠিত নির্যাতন ছাড়া আর কিছুই নয়।[২১] শাসক অর্থনৈতিক শ্রেণী। "তার অর্থনৈতিক প্রাধান্যের বল প্রয়োগ দ্বারা শাসক রাজনৈতিক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে এবং এইভাবে নির্যাতিত জনগণকে শাসন-শোষণের নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। অতএব প্রাচীন রাষ্ট্র ছিল ক্রীতদাসদের দমন করে রাখার উদ্দেশ্যে দাস মালিকদের রাষ্ট্র। সামন্ত রাষ্ট্র ছিল ভূস্বামী এবং এদের ওপর নির্ভরশীল কৃষক শ্রেণীকে নির্যাতন করার জন্য অভিজাতদের যন্ত্রস্বরূপ। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রমের মজুরির শোষণকারী পুঁজিপতিদের যন্ত্র মাত্র।"[২২]

বুর্জোয়াদের একটি কার্যকরী সংসদে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে আইন, শৃঙ্খলা এবং স্থায়িত্ব সম্পন্ন অর্থনৈতিক সম্পর্কের ব্যবস্থা করা। যাহোক, এটা পূর্ব উল্লিখিত শ্রমিক শ্রেণীর আত্মসচেতনতা এবং তাদের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তির ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাষ্ট্র তার পুলিশ শক্তি ও ভাড়াটে সৈন্যদলের মাধ্যমে নির্যাতন চালিয়ে যেতে চেষ্টা করবে, কারণ কোনো শাসক শ্রেণীই স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে এমন সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে দেবে না, কিন্তু তা অবশেষে ইতিহাসের অদম্য যৌক্তিক ক্ষমতার সম্মুখে ব্যর্থতার পর্ববসিত হবে। যখন সব শ্রেণীর চাপ বুর্জোয়া শক্তির সমান হয়ে দাঁড়াবে তখন একটি বিপ্লব ঘটবে।

বিপ্লব

মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, বিপ্লব অবশ্যাম্ভাবী,[২৩] কিন্তু এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই শুধু তার আগমনের আশা করতেন না। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, এটাই পৃথিবীকে উপলব্ধি করার জন্য দর্শনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এটা অবশ্যই পরিবর্তিত হবে। এ প্রসঙ্গে বিশেষত তিনি হেগেলের সমালোচনা করেছেন। হেগেল লিখেছেন যে, দর্শনের ভূমিকা হচ্ছে যা ঘটেছে তা মাত্র উপলব্ধি করা। বিধাতার পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করা নয়। হেগেল বর্ণনা করেছেন যে 'দর্শন' "বিশ্বের কি হওয়া-উচিত তা শিক্ষা দিতে অনেক অনেক দেরিতে আসে। অন্ধকারে আলো প্রতিবিম্বিত হওয়ার সাথে সাথে লক্ষ্মীর পেঁচা উড়তে শুরু করেছে। এ সম্পর্কে মার্কস সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করতেন।[২৪] তিনি বিবেচনা করতেন যে, দার্শনিকের ইতিহাসের ধাত্রী হওয়া উচিত। মূল কাঠামোকে তিনি পরিবর্তন করতে পারেন না, কিন্তু তিনি বেদনাকে লাঘব করতে পারেন এবং যুক্তিবাদী বস্তুবাদের পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করতে পারেন। মার্কস আশা করতেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে একটি বিপ্লবকে নেতৃত্বদান করতে পারেন। তাঁর মতবাদ ছিল এঙ্গেলসের সঙ্গে এবং তার যোগাযোগও পত্রাবলিসমূহ কখন বিপ্লবের সময় হাতে আসবে এই সব ভবিষ্যৎ অনুমানসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

আগত বিপ্লব সম্পর্কে মার্কস আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লিখেছেন কারণ তিনি এর সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। তিনি এর উন্নতি সম্পর্কে নিশ্চয়তার ব্যাপারে ফরাসি বিপ্লবের বিশ্বাসে অংশীদার ছিলেন এবং তিনি ধারণা করতেন যে, বিজ্ঞানরূপ যুক্তিবাদের কার্যাবলি যে-কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরে। ইতিহাসের যে আইনসমূহ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তা মাধ্য কর্ষণের মতো অনমনীয় ছিল। যখন বুর্জোয়া সমাজ তার পরিপূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছবে তখন তার পতন অবশ্যাম্ভাবী।[২৫]

মার্কস তাঁর চরম সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে বিপ্লবকে শ্রেণী যুদ্ধের মতোই সংজ্ঞায়িত করেছেন।[২৬] শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম সম্মিলন ঘটে বেতন নির্বাহ্ করতে এবং শোষণকে প্রতিরোধ করতে।[২৭] কিন্তু শ্রমিকেরা শিগগির আবিষ্কার করেছে যে, "সমস্ত উৎপাদনের যন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম উৎপাদন ক্ষমতা আছে একমাত্র স্বয়ং বিপ্লবী শ্রেণীর কাছে।"[২৮] সম্মিলন দ্বারা তারা উৎপাদনের শক্তিসমূহ পরিবর্তন করতে এবং তাদের পুরনো প্রভুদের উচ্ছেদ করতে সক্ষম। উৎপাদনের শক্তিসমূহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বিধানে একটি সংশ্লিষ্ট যুক্তিবাদী পরিবর্তন ঘটবে এবং শ্রমিক শ্রেণী অবশেষে তার জন্মগত অধিকারে আসবে।

পুঁজিবাদের পরে

পুঁজিবাদকে অপসারিত করে যে ধরনের সমাজের সৃষ্টি হবে মার্কসের সে সম্পর্কে বলার সামান্য কিছুই ছিল। কিন্তু তিনি এভাবে পরিসমাপ্তি করেছেন যে, পুঁজিবাদের পরাজয় এবং সত্যিকারের কমিউনিজমের[২৯] উপলব্ধির মধ্যে একটি ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তনের অবস্থার প্রয়োজন হবে। এ পর্যায়কে তিনি "মজদুরের এক নায়ক" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। জয় লাভের জন্য, বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলা ধ্বংসের জন্য এবং শ্রেণী পার্থক্যের অবশিষ্ট চিহ্নসমূহকে নির্ধারণ করার জন্য এই অবস্থা প্রয়োজনীয়।

মজদুর শ্রেণীর একনায়কত্তের সময়ে রাষ্ট্রকে রাখা এবং কমিউনিজমের দ্রবীভূত নমুনার পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন হবে। কিন্তু যখন একনায়কত্তের কাজ শেষ হবে তখন রাষ্ট্রের আর কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না। এটা "ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে।" সেখানে আর কোনো শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শোষণ থাকবে না। সমস্ত শ্রেণীই একটি শ্রেণীতে পরিণত হবে। সত্যিকারের কমিউনিজমের যুগ হাতে আসবে। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রতি মার্কস অত্যন্ত সমালোচনাশীল ছিলেন; কিন্তু তিনি ফ্রান্সে অধিককাল বাস করতে পারেন নি। সমাজের চরম লক্ষ্য হচ্ছে একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত গণসমষ্টির সংমিশ্রণ, যেখানে অর্থনৈতিক দুঃখকষ্ট হবে অপরিচিত বস্তু। "অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে অসংখ্য ভীতি, ত্রাস, বর্বরতা, অসঙ্গতি নিচ ব্যবহার ও পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্ত জনগণ ধীরে ধীরে শতাব্দীকাল থেকে পরিচিত এবং সমস্ত উপদেশ দ্বারা সহস্র বছর ধরে পুনরাবর্তিত সামাজিক জীবনের প্রাথমিক রীতিনীতিগুলি প্রত্যক্ষ করে এতে অভ্যস্ত হবে। তারা বল প্রয়োগ ছাড়া, অবদমন ছাড়া, অধীনতা ব্যতিরেকে এবং রাষ্ট্রনায়ক বাধ্যকারী বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োগ ব্যতিরেকে মানুষ তাদের কার্য পালনে অভ্যস্ত হবে।"[৩০]

কমিউনিস্ট সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে যখন শ্রম বিভক্তির অধীনে মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করা বিলুপ্ত হবে এবং এর সঙ্গে কায়িক এং বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের বিরোধিতা ও অবলুপ্ত হবে; যখন শ্রমই হবে জীবিকার একমাত্র উপায় এবং যখন মানুষের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির উৎকষ সাধিত হবে, উৎপাদিত শক্তিগুলো অনুরূপভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং সামাজিক সম্পদের

সমস্ত উৎসগুলো প্রচুরভাবে প্রবাহিত হবে—একমাত্র তখনই পুঁজিপতিদের অধিকারের সীমাবদ্ধ দিগন্ত সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হবে এবং সমাজ তার পতাকার উপরে লিখবে : "প্রত্যেকেই তার কার্যক্ষমতা অনুযায়ী এবং প্রত্যেকেই তার প্রয়োজন অনুসারে পাবে।"[৩১]

লেনিন

মার্কস এবং এঙ্গেলসের মৃত্যুর পরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের ভার পড়লো নিকোলাই লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪)[৩২] ওপরে।

কোনোভাবেই লেনিন সুস্পষ্ট উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত হন নি অথবা তিনি মার্কসের খুব বিশ্বস্ত ব্যাখ্যাকারীও ছিলেন না। তিনি উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত হন এ কারণে যে, মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণীরূপে কমিউনিস্টগণ জার্মানি এবং ইংল্যান্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হয়ে ক্ষমতা পায় রাশিয়াতে।

নিজের সুবিধায় আনার জন্য বৈপ্লবিক কার্যকলাপে লেনিন অসাধারণ প্রতিভাধর ছিলেন। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে বলশেভিকদের জোব করে বেআইনীভাবে শাসন পরিবর্তনের পূর্বে আরো অধিক বিশ্বাসের কারণ ছিল যে, কেরেনস্কির শাসনতান্ত্রিক গণতন্ত্রী মেনশেভিকগণ[৩৩] এমন কি সামাজিক বিপ্লবিগণ[৩৪] যুদ্ধ এবং অব্যবস্থার দ্বারা বাশিয়ায় আনীত বৈপ্লবিক অবস্থার দ্বারা উপকৃত হবে। কিন্তু একমাত্র যে ফল সে সুযোগের পূণ সব্যবহার করেছিল তা হচ্ছে লেনিন দ্বারা চালিত বলশেভিক দল।

লেনিন যার আসল নাম ছিল ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ, তিনি দীর্ঘ এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বৈপ্লবিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। তাব যখন মাত্র বিশ বছব বয়স হয় নি তখন তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন এবং তাকে পুলিশের কড়া প্রহরাধীনে রাখা হয়। এর এক বছর পূর্বে তার ভ্রাতাকে তৃতীয় আলেকজান্ডারের হত্যা করার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত করা হয়। সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যারিস্টারি অধ্যয়নেব সময় প্রায়ই পুলিশ অমান্য করে লেনিন শ্রমিক সংঘ দলে কাজ কবতে থাকেন। পরবর্তীকালে তিনি 'শ্রমিকদের কাজ' (Labor's Work) এবং 'স্ফুলিঙ্গ' The Spark নামক দুটি গোপন পত্রিকা সম্পাদন করতে থাকেন, যার উদ্দেশ্য ছিল শহুরে শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লব ফেনায়িত করে তোলা। ১৯০৩ সাল থেকে তিনি ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে; যাকে তিনি অর্ধ পথ ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন এবং যা মধ্যমপন্থী সমাজতান্ত্রিক উপাদান দ্বারা সমর্থিত হতো, এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হন। সুইজারল্যান্ডের নির্বাসিত জীবন থেকে বিলম্বে প্রত্যাবর্তনের ফলে ১৯০৫ সালের বিপ্লব তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং তিনি তার ভুলসমূহ প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের জন্য তিনি প্রস্তুতও ছিলেন।

১৯১৭ সালের অক্টোবরে[৩৫] রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে তার প্রথম কাজ হয় (April Theses) এপ্রিলের বিষয়সমূহ প্রচার করা এবং বলশেভিকদের আহ্বান করা, যাতে তারা ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে যেন তার সমর্থন না করে। এতদসত্ত্বেও তিনি শ্রমিক এবং কৃষকদের জন্য "শান্তি, স্বাধীনতা, রুটি এবং ভূমির" জন্য আহ্বান করেন। তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, জনগণ সে নেতাকেই অনুসরণ করবে যে তাদের কাছে অধিক প্রতিজ্ঞা করবে এবং যে শ্রমিক এবং কৃষকদের একথা বুঝাতে সফলতা লাভ করবে, যে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা কোনো সংস্কার করতে বা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে অসমর্থ। অক্টোবরের শেষ ভাগে বিপ্লবের সময় পরিপক্ব হয়ে উঠেছে এই আভাস পেয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে, বিপ্লব এক্ষণি ঘটবে অথবা আর

কখনোই ঘটবে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বলশেভিকগণ সতর্কের সঙ্গে তাদের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করল। ২৪ অক্টোবর রাতে বলশেভিকগণ উইনটার প্রাসাদ ও অন্য সরকারি ভবনসমূহের চতুষ্পার্শ্ব পরিবেষ্টিত করে ফেলেল এবং ২৫ অক্টোবরের ভোরে তারা কাজ করতে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অস্থায়ী সরকারের সদস্যগণকে গ্রেফতার করা হলো—এক মাত্র কেরেনস্কি পলায়ন করতে পেরেছিলেন। বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের জন্য লেনিনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্ষমতা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ক্ষমতার সমকক্ষ ছিল। লেনিনের একজন প্রশংসাকারী মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবত রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসে বিপ্লবকে বিশ্লেষণ ও কার্যকরী করে নিজের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেন। লেনিনের মতো নাটকীয়ভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে আর কাউকে দেখা যায় না। তিনি সেই বিরল লোকদের অন্যতম, যার জীবন কোনো পক্ষাঘাতের জোড়াতালি দ্বারা চালিত হয় নি। অতএব তার ধারণা ও কার্যের মধ্যে কোনো ফাঁক ছিল না।"[৩৬] মতবাদী হিসেবে লেনিন তার বৈপ্লবিক প্রকৌশলের ব্যাখ্যা এবং সাম্রাজ্যবাদ[৩৭] সম্পর্কে তার অধ্যয়নের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

বিপ্লবের আলোচনা করতে গিয়ে, লেনিন বুর্জোয়া উদারনৈতিকদের সঙ্গে এবং প্রচণ্ড পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে কোনোরূপ মীমাংসার অগ্রাহ্যতার ওপর জোর দিয়েছেন। দীর্ঘ বছর যাবৎ মার্কসপন্থীদের সঙ্গে তিনি পুস্তিকা যুদ্ধে রত ছিলেন। যাদের তিনি মার্কসের দিকে গতি পরিবর্তন করাকে "খেলো উদারনৈতিক" হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন। লেনিনের মতে শ্রমজীবীদের সাফল্য একমাত্র কার্য দ্বারাই লাভ করা যেতে পারে এবং তা কার্যকরী হচ্ছে অর্থ বিপ্লব। অন্য কোনো পর্ব হচ্ছে মরীচিকা মাত্র। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করা অথবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও স্বাধীনতার সম্বন্ধে শুধু কথা বলা মার্কসবাদকে একটি কেদারার দর্শনে (Arm chair philosophy) পরিণত করা। কোনো শাসক শ্রেণীই "শক্তির নিষ্পত্তি" ছাড়া এবং শ্রমিক শ্রেণীর জন্য স্বাধীনতার চেহারাখানা ছাড়া আর কিছুই দেবে না। শোষিতের অবশ্যই তা নিতে হবে, তারা যা চায়।

যদিও পদ্ধতির মধ্যে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধারণাসমূহ পদদলিত হয় তাতে কি আসে যায়? রাষ্ট্র চরম উৎকৃষ্টভাবে একটি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠানমাত্র। বিপ্লবীদের দ্বারা এর ব্যবহার হচ্ছে এর পূর্বেকার শাসক শ্রেণীর সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত করা। "মজদুর শ্রেণী রাষ্ট্রের প্রয়োজনবোধ করবে স্বাধীনতার স্বার্থে নয়, বরঞ্চ এর বিরোধিতাদের দমন করার জন্য, এবং যখন স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হবে, তখন রাষ্ট্রের আর অস্তিত্ব থাকবে না"।[৩৮]

লেনিন বলেছেন, বিপ্লবীদের যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং লঘিষ্ঠের মতো এইসব গণতান্ত্রিক ধারণা থাকে, তাহলে তা হবে চরম নিবুর্দ্ধিতার পরাকাষ্ঠা। বৃহৎ জনপ্রিয় অনুসারীদের সম্পর্কে অথবা দলের সদস্যদের ব্যাপারে বিপ্লবের কিছু করার নেই।[৩৯] কমিউনিস্ট আন্দোলনের উৎসাহী সদস্যদের সময়ে সময়ে ভর্তির ব্যাপারে প্রশ্নে লেনিন মেনশেভিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তিনি প্রস্তাব করেন শুধু সেই সদস্যদের ভর্তি করতে, যারা সক্রিয়ভাবে দলের লক্ষ্যের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত। তিনি চাচ্ছিলেন পেশাগত বিপ্লবীদের দ্বারা দৃঢ়বদ্ধভাবে গঠিত দল যারা একটি ইচ্ছার ঐক্য দ্বারা চলবে, বিরোধী অসঙ্গত কোনো ক্ষুদ্র দলের অস্তিত্ব থাকবে না।[৪০] দল হবে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রপ্রহরী এবং এর ওপর ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তনকালের দায়িত্ব থাকবে, যা মার্কসের মতে যখন মজদুরদের একনায়কত্বের দ্বারা পুরনো সমাজের শেষ চিহ্ন দ্রবীভূত হয়ে যাবে।

দলের দ্বারা মজদুর শ্রেণী ক্ষমতা গ্রহণ করে শাসকশ্রেণীতে পরিণত হবে, বুর্জোয়া পার্লামেন্টবাদ ও গণতন্ত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে, পুঁজিতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের সকল শ্রেণীর প্রচেষ্টাকে দমন করবে, মেহনতি জনগণকে আসল স্বাধীনতা ও সমতা প্রদান করবে (যা ব্যক্তিগত মালিকানা ও উৎপাদনের উপায়সমূহের উচ্ছেদ দ্বারা সম্ভব হবে) এবং তাদেরকে শুধু স্বাধীনতাই দেয়া হবে না বরঞ্চ পূর্ণ ব্যবহারের ক্ষমতা দেয়া হবে, যা বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে। একমাত্র এই পদ্ধতিতেই মানুষে মানুষে শোষণ বন্ধ করা যাবে এবং সত্যিকারের কমিউনিজমের শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন সমাজের পথ প্রস্তুত করবে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের অভিমত তাঁর সাম্রাজ্যবাদ : পুঁজিবাদের ঊর্ধ্বতম স্তর (Imperialism : The highest stage of capitalism) ১৯১৬ সালের লিখিত গ্রন্থে রয়েছে এই রচনায় লেনিন মার্কসবাদের অর্থনৈতিক দিককে সম্প্রসারিত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মার্কস পুঁজিবাদের জাতীয়তাবাদী দিককে সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী দিক বা সর্বশেষ স্তরকে গণনা করেন নি। তিনি বিবৃতি দিয়েছেন যে, কোনো দেশে পুঁজিবাদের ক্রমোন্নতি চলতে থাকবে যে পর্যন্ত না সমস্ত উত্তম বাজারগুলোকে কাজে লাগানে যাবে এবং যতদিন পর্যন্ত বিশেষ লাভজনক পুঁজি বিনিয়োগ করা না যাবে। ফলে পুঁজিবাদ অতঃপর একটি একচেটিয়া উন্নতির ধাপে পৌঁছুবে যাতে স্বদেশের প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হবে এবং পুঁজিবাদ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নমুনা হয়ে দাঁড়াবে। এই জাতীয় একচেটিয়া ব্যবসাগুলো স্বদেশের বাজারগুলোকে পরিপূর্ণভাবে শোষণ করবে এবং তারা ক্রমবর্ধমানভাবে সতর্ক হবে যে, বিশ্বের অনুন্নত এলাকাগুলোর দিকে তাদের মনোযোগ ফেরালে বৃহত্তম লাভসমূহ পাওয়া যাবে। ফলে ব্যবসা আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বব্যাপী হয়ে যাবে এবং জাতীয় সংমিশ্রণের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কাঁচামাল এবং বিশ্বের বাজারসমূহের সংগ্রামের নমুনা ধারণ করবে। এই কাড়াকড়ি হুড়াহুড়ির মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিজ্ঞা রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে জড়িত হবে। কারণ একটি জাতির শক্তি চূড়ান্তভাবে তার অর্থনীতির ওপর অবস্থিত এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্বের শোষিত এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রণের দিকে অধিকতর মোড় পরিবর্তন করে। আন্তর্জাতিক তরবারি চালনা অবশ্যম্ভাবীরূপে শক্তির সামরিক প্রতিযোগিতার দ্বারা অনুসৃত হয় এবং পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্তরে প্রবেশ করে।

লেনিন বিশ্বাস করতেন যে, তিনি যখন এরূপ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন যার রূপ তিনি ১৯১৬ সালে লিখেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, জার্মান ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদী অভিজাত দস্যুদের যুদ্ধের মাধ্যমে তালাবদ্ধ ছিল; কে বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করবে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য এটা ছিল একটি যুবক এবং প্রাচীন দস্যুর মধ্যে সংগ্রাম।[৪১] এবং এ কারণে এটা শ্রমিক শ্রেণীর কাছে কোনো সংশ্লিষ্ট বিষয় ছিল না। তাদের পুঁজিবাদী প্রভুদের স্বার্থের জন্য কাজ করার তাদের কি স্বার্থ থাকতে পারে? বুর্জোয়া দেশপ্রেম মেহনতি জনতাকে প্রতারণা করার একটি শূন্য নমুনা। শ্রমিকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধকে তাদের নিজের সুযোগ-সুবিধার্থে ব্যবহার করা। যদি এই দ্বন্দ্বকে মজদুরদের বিপ্লবের দিকে মোড় পরিবর্তন করা যায়, কমিউনিজম হাতে আসবে। লেনিনের জীবনের এটাই ছিল উদ্দেশ্য[৪২] যে পুঁজিবাদী যুদ্ধ মজদুর শ্রেণীর বিপ্লব দ্বারা অনুসৃত হবে।

স্ট্যালিন

ইতিহাস খুব সম্ভবত একজন সেরা রাজনীতিবিদ হিসেবে যোসেফ স্ট্যালিনের (১৮৭৯-১৯৫৩)[৪৩] নাম লিপিবদ্ধ করবে। রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিক হিসেবে নয়। কমিউনিস্ট মতবাদে তাঁর একটিমাত্র অবদান রয়েছে, যার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এটা হচ্ছে তাঁর মতবাদ "একদেশে সমাজতন্ত্র" যা তিনি ১৯২৪ সালে লিও ট্রটস্কির সঙ্গে ক্ষমতা নিয়ে লড়াইকালে আকস্মিকভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছিলেন।

ট্রটস্কি তাঁর বক্তৃতা ও রচনায় রাশিয়ার সূচনাতেই পুঁজিবাদী শত্রুদের দ্বারা নস্যীভূত হওয়ার সঙ্কট প্রদর্শন করেও অনতিবিলম্বে অন্যান্য দেশে তাঁর বিপ্লবের মশাল নিয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে করেন। তাঁর আবেদন ছিল মূল সম্বন্ধীয় ও আন্তর্জাতিকতাবাদী। অন্যদিকে স্ট্যালিন রুশীয় জাতীয়তাবাদের শক্তি উপলব্ধি করে একটি সতর্ক ও জাতীয়তাবাদী আবেদনের জন্য সাফল্যের সঙ্গে উপদেশ দেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, পুঁজিবাদীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও একটি দেশে সমাজতন্ত্রের সফলতা সম্ভব।[৪৪] যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, সহানুভূতি ও ইউরোপের শ্রমিকদের পরোক্ষ সমর্থন। এটা দেবে লাল ফৌজ শক্তি। যা শ্রমিক ও কৃষকদের প্রস্তুতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে তাদের সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমিকে রক্ষা করবে এবং যে-কোনো সময়ে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য রাশিয়াকে আশ্বাস দেয়।

স্ট্যালিন অবশ্য তা প্রয়োগ করেন নি যে, বিশ্ববিপ্লবকে পরিত্যাগ করতে হবে। এটা স্থগিত থাকবে মাত্র। তিনি বিবৃতি দিয়েছেন যে, যতদিন পর্যন্ত পরিবেষ্টিত শত্রুদল সর্বহারাদের বিপ্লব দ্বারা পরাজিত না হবে ততদিন পর্যন্ত কমিউনিজমের শেষ ধাপে পৌঁছানো যাবে না। কিন্তু এইসব বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করছে হাতুড়ি পিটিয়ে রাশিয়াকে একটি বুরুজে পরিণত করার মাধ্যমে, যার কাছ থেকে বিশ্বের অবশিষ্ট অংশে কমিউনিজমের প্রসার লাভ করতে পারে।

কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ

এ মতবাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ মতবাদ কখনো তার লক্ষ্যস্থল পরিবর্তন করে না। রাশিয়ার নেতাদের বাণী ছিল কাল্পনিক রাষ্ট্রবিহীন বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এর আবেদনের পরিবর্তন বিশেষ অর্থবহ। মার্কসের আন্তর্জাতিকতাবাদ ও কমিউনিস্ট ইশতেহার রাশিয়ার মার্কামারা দ্বিমুখী জাতীয়তাবাদের পথ সৃষ্টি করেছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে রাশিয়া এখনও অন্যান্য জাতির শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লবের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সাহায্যের পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছে। রুমানিয়া থেকে বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া যে দেশেই তারা গিয়েছে "শ্বেত মানুষের বোঝা" হিসেবে অনুন্নত দেশগুলোর মেহনতি জনতাকে মুক্ত করার নামে তারা পশ্চিমী জাতিদের স্বাধীনতার বিষয়ে কি ধরনের স্বাধীনতা দিতে পেরেছে তা পৃথক করা কষ্টকর। বাস্তবিকপক্ষে রাশিয়াপন্থী কমিউনিজম অর্থ হচ্ছে একটি নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি। রাষ্ট্রীয় সীমারেখার অভ্যন্তরে তারা কিছুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করে .... সরকারকে তারা "জনগণের গণতন্ত্রে" রূপান্তরিত করে। সত্যিকারভাবে সেসব দেশে রাশিয়া থেকে নিয়ন্ত্রণ কোনো অংশেই কম নয় এবং শোষণও কম সুস্পষ্ট নয়।[৪৬]

জাতীয় পরিধিতে জাতীয়তাবাদী কমিউনিজমের অর্থ হচ্ছে ব্যাপকভাবে সৈন্য সমাবেশ এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য কমিউনিজমের আসল রূপকে স্থগিত রাখা, যদিও কমিউনিজমের

সমাজতান্ত্রিক রূপ ১৯৩৬ সালের পূর্বেই সমাপ্ত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। স্ট্যালিন তার উত্তরাধিকারিগণ চতুষ্পার্শ্বের পুঁজিবাদী পরিবেষ্টিত শত্রুদের তাড়াবার জন্য দেশে অসীম ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছিল। এই অজুহাতের দোহাই দিয়ে তারা শুদ্ধিকরণের নামে মিথ্যা একনায়কতন্ত্রের সুপরিচিত শব্দগুলো ব্যবহার করেছিল। তাদের শাসনতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার কমিউনিস্ট প্রচারণা সম্পর্কে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের নিন্দা করে; কিন্তু লক্ষ্য করলে এই সত্য দেখা যায় যে, কমিউনিজম ফ্যাসিবাদেরই লাল সজ্জাসঙ্গীরূপে প্রসারিত হয়েছে। উভয়ই কর্তৃত্ববাদ ও সমষ্টিবাদের যমজ ধারণার ওপর অবস্থিত এবং উভয়ই বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে ব্যুৎপত্তি সম্পন্নভাবে প্রতিক্রিয়াশীল যদিও তাদের ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা কমিউনিস্টদের সত্যিকারভাবে উন্নতিশীল বলে অভিহিত করতে অনুমতি দিই।

যা সামনে রয়েছে সে সম্পর্কেই কিছু কাল্পনিক ধারণা অনুমান করা যায়। কয়েকজন সমালোচক মনে করেন মৃত্যুভারে বা অভ্যন্তরীণ বিপ্লবে অদূর ভবিষ্যতে কমিউনিজম ধ্বংস হয়ে যাবে; কিন্তু এটা অসম্ভব বলে মনে হয়। কমিউনিজমের মূল অতি গভীরে রয়েছে এবং তা রাতারাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মতো নয় এবং এর দার্শনিক ঐতিহ্য সুদূর অতীতে গিয়েছে। অমীমাংসিত সমস্যার ওপরই এটা বংশবিস্তার করে। এমন কোনো অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করার কোনো কারণ নেই যে, কমিউনিস্ট সম্প্রসারণ শিবির গণতান্ত্রিক সরকার ও উদারনৈতিক ঐতিহ্যকে শ্বাসরোধ করে ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলবে। এটা উদারনৈতিক মতবাদের জীবনীশক্তির ওপর কমই মূল্য দেয়। একটি অধিক সম্ভাব্য ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে, সামগ্রিক যুদ্ধের ফলে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব দুটি সশস্ত্র সৈন্য শিবিরে ভাগ হয়ে যাবে, যারা আদর্শবাদের দিক দিয়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যারা অন্যের ব্যর্থতা ও ক্রটি-বিচ্যুতির ফলাফলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ : ১৯৫২ সালে রুমানিয়া তার ৯৫% উৎপাদিত তেল রাশিয়াকে প্রদান করে। ওয়াশিংটন পোস্ট, ফেব্রুয়ারি ১২,১৯৫৩

পাদটীকা :

১. *Otto Ruhle* কর্তৃক উদ্ধৃতি : *Karl Marx . His Life and Work (1929)* এটাই হচ্ছে মার্ক্সের প্রামাণ্য জীবনী।
২. উল্লিখিত গ্রন্থ।
৩. *H J Laski, Communism (1927), p 22*
৪. *Gustav Mayer, Freiedrich Engles (1936) P. 57.*
৫. উল্লিখিত গ্রন্থ।
৬. *Ruhle*, পূর্বোদ্ধৃতি, পৃষ্ঠা ২০২-২০৩
৭. *Bertrand Russell, Freedom versus Organisation (1934)* পৃষ্ঠা ১৮১
৮. *উপরোল্লিখিত ২৪ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।*
৯. অসঙ্গতির আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নিয়মতান্ত্রিক যুক্তিবাদকে হেগেল এভাবে অস্বীকাব কবেন। বিপরীতটি প্রদর্শন করে একটি জিনিসের অসত্যতা প্রমাণ করা যায়। হেগেল জোর দিয়ে বলেন যে, বাস্তব স্থির বস্তু নয়। প্রত্যক জিনিসই হওয়ার পথে, অতএব তা হচ্ছে মাত্র।
১০. হেগেল বিশ্বাস করতেন যে, পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে যদি একচ্ছত্র ধারণায় স্বয়ং উপনীত হয়।
১১. *Capital* গ্রন্থ ১ পৃ. ২৫; পূর্বসূত্র *Kerr* সংস্করণ
১২. মার্কস বর্ণনা করেছেন যে, "নতুন উৎপাদন শক্তি লাভ করতে হলে, মানুষ তাদের উৎপাদন পদ্ধতি পরিবর্তন করে এবং তাদের উৎপাদন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে গিয়ে, তাদের জীবিকা পদ্ধতিতে তারা তাদের সামাজিক সম্পর্কগুলো পরিবর্তন করে। উইন্ডমিল (বায়ু চালিত শিল্প কারখানা) সামন্ত

প্রভুর সমাজ গঠন করে। স্টিম মিল (বাষ্পীয় কারখানা) পুঁজিপতি শিল্প সমাজ তৈরি করে"। *The Poverty of Philosophy (1847) p. 119.*

১৩. *Critique of Political Economy (1859) p.p. 11-13.* এ মতবাদের এটাই একমাত্র বিবৃতি যা মার্কস পত্রস্থ করেন, এটা সম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত হলো।

১৪. *Communist Manifesto (1848).*

১৫. *Principles of Political Economy (1817).*

১৬. ১৪ পরিচ্ছেদ উর্ধ্বে দ্রষ্টব্য।

১৭. *Capital, vol. I, P.45.*

১৮. ম্যালথাসের অবস্থা তুলনীয়। ১৭ পরিচ্ছেদ উর্ধ্বে দ্রষ্টব্য।

১৯. *V.I. Lenin,, The Teachings of Karl Marx (1930), P.21.*

২০. *Freidrich Engles, Origin of the Family, Private Property and the State (1884) P. 211*

২১. *Lenin, op. cit. P 31.*

২২. উল্লিখিত।

২৩. মার্কস পরবর্তী জীবনে বিপ্লব বা বল প্রয়োগ ছাড়া পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের যে-কোনো ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখতে পান নি। এ প্রশ্ন বহু বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এঙ্গেলস বলেছেন, মার্কস এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ইংল্যান্ডে এই অবশ্যম্ভাবী বিপ্লব শান্তিপূর্ণ উপায়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে সংঘটিত হবে। এবং ১৮৮০ সালে হিন্ডম্যানের কাছে একটি চিঠিতে মার্কস লিখেছিলেন যে, তাঁব দল প্রয়োজনীয় হিসেবে "এ ধরনের বিপ্লব ধারণ করবে না, কিন্তু তা একমাত্র ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দ্বারা সম্ভব।" *(R N Carew Hunt, The Theory and Practice of Commiunism (1950) পৃ. ৬৯-৭০ /* যাহোক এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে, মার্কসের রচনার ওজনের ভার *Communist Manifesto*-র সমরসজ্জা আহ্বানের পথেই ছিল এবং এমন কি তাঁর পরবর্তী রচনাগুলোতেও মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, এমন কি অধিক গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও বিপ্লব প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হবে।

২৪. *Hunt,* পৃ. ১৫-১৬।

২৫. কমিউনিজম যে ইতিহাসে নতুন তরঙ্গ তুলেছে এ অনুভূতি গভীর ফলদায়ক হয়েছিল। প্রথমে রাশিয়ার পরে পূর্ব ইউরোপ ও চীনে কমিউনিজমের সাফল্য সামান্য নয় বরঞ্চ প্রায় গভীর ধর্মীয় বিশ্বাসের মতোই প্রতিভাত হয়েছিল যে তাদের পক্ষে কমিউনিজমের সাফল্য নিশ্চিত। বৃহৎ কাজে বিধাতার সমর্থন কামনা করা আমাদের পক্ষে প্রচলিত প্রথা। কমিউনিস্টগণ মনে করে যে, তাদের জন্য বিধাতা বা কোনো লৌকিক ধর্মের প্রয়োজন নেই। তাদের পক্ষে রয়েছে মার্কস ও ইতিহাস। এ বিশ্বাস থেকে তারা প্রচণ্ড শক্তি লাভ করে যে, আজকে তাদের একটি রেফ্রিজারেটর না থাকলেও আগামীকাল তাদের এগুলোর একজোড়া হবে।

২৬. *Poverty of Philosophy পৃ. ১৫৯ /*

২৭. উল্লিখিত গ্রন্থ পৃ.১৫৭।

২৮. উল্লিখিত গ্রন্থ।

২৯. দৃঢ় মার্কসীয় মতে, কমিউনিস্ট পর্যায়ে তখনি পৌঁছবে, যখন শ্রেণীযুদ্ধ বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে একটি রাষ্ট্রহীন সোনালি সমাজের উদ্ভব ঘটবে। পূর্ববর্তী স্তরগুলো এখন রাশিয়া যেগুলো খুঁজে পেয়েছে সেগুলো সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের বলেই বর্ণিত হয়েছে।

৩০ *V.I. Lenin, The State and Revolution (1917)* পৃ. ৯৪

৩১. *Karl Marx, Critique of the Gotha Programme (1891).*

৩২. *State and Revolution (1917); Imperialiam. The Highest Stage of Capitalism (1916).*

৩৩. মেনশেভিক (সংখ্যালঘুগণ) সামাজিক গণতন্ত্রী দলের অংশ যেমন ছিল বলশেভিকগণ (সংখ্যাগরিষ্ঠ)। ১৯০৩ সালে কার্যপ্রণালি সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে দু'গোষ্ঠীতে ভাঙন দেখা দেয়, মেনশেভিকগণ বলশেভিকদের বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি মানতে রাজি ছিলেন না।

৩৪. সামাজিক বৈপ্লবিকগণ প্রধানত তাদের সমর্থন কৃষক শ্রেণী থেকে লাভ করেছিল।

৩৫. জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করার অনুমতি প্রদানের ফলে পেট্রোগ্রেডে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেছিল। বার্ট্রান্ড রাসেল ইতিহাসে মার্কসের দর্শনের সীমারেখা আলোচনা করতে গিয়ে এ

প্রসঙ্গ মন্তব্য করেছেন যে, "অর্থনৈতিক কারণে বৃহৎ শক্তিসমূহ স্ফুরিত হয়ে ওঠে একথা স্বীকার করা যায়। এটা কখনো কখনো তুচ্ছাতিতুচ্ছ ও দৈবাধীন ঘটনা, যার ফলে বৃহৎশক্তিসমূহ জয়ী হয়। রাশিয়ার বিপ্লবে ট্রটস্কির জীবনী পাঠ করলে এটা বিশ্বাস করা শক্ত যে, লেনিন কোনো পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে নি। এটা ছিল হঠাৎ ঘটে যাওয়া যখন জার্মান সরকার তাকে রাশিয়া প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল। যদি কোনো মন্ত্রী প্রত্যুষে অগ্নিমান্দ্যে ভুগেন তিনি বলতে পারেন 'না' যদিও তা বাস্তবিক পক্ষে 'হ্যাঁ' এবং আমি মনে করি না যে এটা বলা যুক্তিসঙ্গত হবে যে, লেনিন ছাড়া রাশিয়ার বিপ্লব সংঘটিত হতো, যা এটা করেছে।"

—*Freedom versus Organisation (1934)* পৃ. ১৯৮

৩৬. *Max Lerner, Ideas are Weapons (1939)* পৃ. ৩২৬

৩৭. তাঁর পূর্বাচর্যের মতো স্টালিনও বলেছেন যে, বিপ্লব এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগে লেনিনবাদ হচ্ছে মার্কসবাদই। *Foundation of the Leninism (1924).*

৩৮. *V.I. Lenin, The Proletarian Revolution and the renegade Kautsky (1918)* পৃ. ২৮। মার্চ ২৮, ১৮৭৫ সালে এঙ্গেলস দ্বারা *(1947)* বেবেলের নিকট লিখিত একটি চিঠি থেকে লেনিন উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন।

৩৯. উল্লিখিত গ্রন্থ পৃ. ২২ দ্রষ্টব্য।

৪০. *Hunt,* পৃ. ১৪৭

৪১. *G.H. Sabine, A History of the Political Theory, rev. ed. (1950)* পৃ. ৮১৯

৪২. উল্লিখিত।

গ্রন্থপঞ্জি :

Berlin, Issiah, *Karl Marx* (London, T. Butterworth, 1939).

Carr, E.H., *Karl Marx* (London, Dent, 1934).

Chang, Sherman H.M., *The Marxian Theory of the State* (Philadelphia, 1931).

Coker, F.W., *Recent Political Thought* (New York, Appleton-Century, 1934). pp. 35-65 ff.

Cole, G.D.H., *What Marx Really Meant* (New York, Knopf, 1937).

Hook, Sidney, *Towards the Understanding of Karl Marx* (New York, Day, 1933).

Hunt, R.N. Carew, *The Theory and Practice of Communism* (New York, Macmillan, 1951).

Kelsen, Hans, *The Political Theory of Bolshevism* (Berkeley, Univ. of California Press, 1948).

Koestler, Arthur, *The Yogi and the Commissar* (NewYork, Macmillan, 1945).

Laski, H.J., *Communism* (New York, Holt, 1972).

—, *Karl Marx* (London, G. Allen, n.d.).

Lerner, Max, *Ideas Are Weapons* (New York, Viling, 1939), pp. 319-338.

LeRossignol, J. E., *From Marx to Stalin* (New York, Crowell, 1940).

Mayer, Gustav, *Friedrich Engels* (London, Chapman, 1936).

Robinson, Joan, *An Essay on Marxian Economics* (London, Macmillan, 1942).

Rühle, Otto, *Karl Marx* (New York, Viking, 1929).

Russell, Bertrand, *Freedom versus Organization* (New York, Norton, 1934).

—, *The Practice and Theory of Bolshevism* (London, G. Allen, 1920).

Sabine, G.H., *A History of Political Theory,* rev. ed. (New York, Holt, 1950).

Winslow, E.M., *The Pattern of Imperialism* (New York, Columbia Univ. Press, 1948).